বাবু বিশ্বম্ভর লাহা মহাশয় যাহাতে সহজ উপায় দ্বারা সুন্দর রূপে চিকিৎসা কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, আয়ুর্ব্বেদোক্ত এমন এক খানি পুস্তক আমাকে প্রস্তুত করিতে বলেন। আমি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া কোনক্রমেই সহসা হস্তক্ষেপণ করিতে পারি নাই। তৎপর বিপ্রবংশোদ্ভব মহাত্মা শ্রীযুত হারাধন কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের সাহার্য্য গ্রহণ করিয়া এই "চিকিৎসা দর্পন" নামক পুস্তক খানি নিদান ও অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রাবলম্বন করতঃ অনুবাদ এবং সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত করা হইল। কণ্ঠাভরণ মহাশয় এই পুস্তক খানিতে প্রত্যেক রোগের নিদান এবং তৎসহ চিকিৎসা বিষয়ে ক্ষুদ্রযোগ, রসায়ণ, ঘৃত, তৈল ও পথ্যাদি এবং চিকিৎসা বিষয়ে সহজ উপায়ে যাহা প্রয়োজন হইয়া থাকে তিনি সেই সেই বিষয়ে বিশেষরূপে সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে এই পুস্তক খানিতে দেশের উপকার দর্শিলে, কণ্ঠাভরণ মহাশয় এবং আপনি যে অপরিসীম পরিশ্রম করিয়াছি তাহা সফল অনুভব করিব

কণ্ঠাভরণ মহাশয় যে কি পর্য্যন্ত পরোপকারী তাহা বলা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু তিনি সহর কলিকাতা আহিরীটোলা ষ্ট্রীটের মধ্যে ১৬৯ নম্বর ভবনে "সংস্কৃত চিকিৎসালয়, স্থাপন করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালাবধি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরাশ্রয় দীনজনগণকে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধাদি বিতরণ করিয়া থাকেন। সঙ্গতি ও চলচ্ছক্তিহীন পীড়িত ব্যক্তিগণের ভবনে গমন করিতেও বিমুখ হন না।

কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের যেরূপ অন্তঃকরণ তিনি তদনুরূপ ধনশালী নহেন, তিনি কেবল দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ ধার্ম্মিক ধনাঢ্য মহোদয়দিগের এক কৃপারূপ দানের উপর নির্ভর করিয়া এই মহৎকার্য্যে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। এমন দেশহিতৈষী ব্যক্তির দেশহিতকর কার্য্যে ভাগ্যবান ব্যক্তিদিগের কৃপা দৃষ্টিপাত করায় ধর্ম্ম এবং যশ উভয়ই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

কণ্ঠাভরণ মহাশয় যে কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসক হইয়াছেন এমত নহে তিনি প্রথমতঃ ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদিও পাঠ করিয়াছেন।

কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা রামধন শিরোমণি মহাশয় এক জন অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন, জেলা হুগলির অন্তর্গত ধামাশীন গ্রামে [illegible] ১০।১২ টী ছাত্র অধ্যয়ন করিত, শিরোমণি

মহাশয় পূর্ব্বপ্রথানুসারে, সঙ্গতিহীন ছাত্রগণকে অন্ন প্রদান করিয়া বিদ্যাদান করিতেন। এক্ষণে কণ্ঠাভরণ মহাশয় দুই সহোদর সহ পূর্ব্বোক্ত ধামাশীন গ্রামে পৈতৃক ভদ্রাসনে বাস করিয়া আছেন।

কণ্ঠাভরণ মহাশয় যে পরোপকার ও দেশহিতকর কার্য্যে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন এই চিকিৎসাদর্শন পুস্তক খানিও তাহার এক বিশেষ প্রমাণস্বরূপ হইল। তিনি বিনাসত্বে এই পুস্তক খানিতে অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করাই বিধেয়। সজ্জন শ্রেণীর মধ্যে তাঁহাকে একজন প্রধান বলিয়া গণনা করিতে হয়। যথা—

"তে তে সৎপুরুষা পরার্থ ঘটকাঃ স্বার্থং
পরিত্যজ্য যে, মধ্যস্থাঃ পরকীয় কার্য্যনিরতাঃ
স্বার্থা বিরোধেন যে। তে বৈ মানুষরাক্ষসাঃ
পরহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে, যেতুঘ্নন্তি
নিরর্থকং পরহিতং তে কেন জানীমহে॥"

কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসালয়ে বহুবিধ ব্যাধির আশু ফলদায়ী অকৃত্রিম, ঔষধ, তৈল, ঘৃত এবং পাঁচনাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। কি দূরদেশবাসী কি নিকটস্থ ব্যক্তিগণ লিপীদ্বারা কি সমাগত হইয়া বিদিত করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

যে কোন মহাত্মা আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন তৈল কি ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া লইতে ইচ্ছুক হইলে, যথাযোগ্যব্যয়ে কণ্ঠাভরণ মহাশয় তাঁহাও প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন।

সর্ব্বসাধরণ জনগণসমীপে বিনয় সহকারে নিবেদন করিতেছি, পূর্ব্বোক্ত দেশহিতৈষী মহাত্মার দেশহিতকর কার্য্যে সাধারণের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। ভাগ্যধর দেশহিতৈষী ধার্ম্মিক মহোদয়েরা দানস্বরূপে কিঞ্চিৎ২ অর্থ প্রদান এবং প্রয়োজন মত তৈল ও ঔষধাদি গ্রহণ করিলে কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের এ মহৎকার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইতে পারে; ভরসা করি এ বিষয়ে সাধারনে কৃপা প্রকাশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদির পূর্ব্বগৌরব স্থাপিত করুন, নিবেদন ইতি।

মুখোপাধ্যায়োপাধিক
শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

এই ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্য্যজাতির অধিকারকালে "ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণা মারোগ্যং কারণং যত; এই অমৃতময় মুনিবাক্যের বিলক্ষণ গৌরব ছিল। পূর্ব্বতন হিন্দুগণ জগতের নিয়ম সবিশেষ অবগত হইয়া কি ভৌতিক কি শারীরিক কি মানসিক সকল কার্য্যেই আপনাদের সর্ব্বাধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। কলমুলাসী দূরদর্শী ঋষিগণ সেই রূপ আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান বিষয়েও যে কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রদর্শিত হইতে পারে। তাঁহারা নিরন্তর অনুধ্যান দ্বারা বাহ্যবস্তুর স্বভাব এবং মানব প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ অর্থাৎ কোন বস্তুর কি গুণ এবং কি উপায়ে মনুষ্য শরীর সবল সুস্থ এবং দীর্ঘায়ু হইতে পারে, শারীরস্থান, দ্রব্যগুণ, নিদান, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্র সকলে যে প্রাচীন আর্য্যজাতির অসামান্য নৈপুণ্য ছিল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যদিও আধুনিক রাজপুরুষেরা পরম্পরালব্ধ উল্লিখিত বিজ্ঞাপনশাস্ত্র সকল মার্জ্জিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভারতবাসী হিন্দুজাতি যে তাঁহার ভিত্তিস্বরূপ তাহার আর সংশয় নাই।

বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতা বিভিন্ন দেবজাত মনুষ্যের উপযোগী করিয়া তত্তদ্দেশের জল, বায়ু, খাদ্য, পানীয় ও ঔষধাদির সৃষ্টিবিষয়ে কি অচিন্ত্য শক্তিই প্রকাশ করিয়াছেন, প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথা হইবে কেন? ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ সুতরাং ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় ঔষধাদির ফলোপধায়িতা যেমন সুস্পষ্টরূপ আশু প্রতীতি হইবে, ভিন্নদেশ বস্তুবিশেষে তাদৃক ফলাশা কখনই সম্ভবে না, ইহা বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। জটীলজীর্ণ পীড়া সকল আয়ুর্ব্বেদের অধীন না হইলে যে প্রায় আরোগ্য হয় না, আমরা এরূপ অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কত শত উক্ত প্রকার জটীল রোগাক্রান্তব্যক্তি বহু দিন ব্যাপিয়া এমত কত রকম বিদেশীয় ঔষধ ক্রমাগত সেবনে বিরক্ত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের আশ্রয়ে অল্পদিন মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। দেশীয় জনগণে এরূপ পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়াও যে স্বদেশীয় সুধাসম সারবান আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় অনাস্থা প্রদর্শন করেন ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে।

দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, সুতরাং কোন ব্যক্তি ইহার শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ দূর হইতে ভাষায় উচ্চতা

বিস্তৃত এবং কাঠিন্য দর্শনেই শিক্ষায় পরাঙ্মুখ হন। পূর্ব্বকালে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় লোকের বিশেষ আদর ছিল, সকলেই প্রায় যত্ন পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন। দুরন্তযবন রাজাদিগের অধিকারবহিই কেবল ভাষা বলিয়া কেন হিন্দুদিগের অন্যান্য বহুবিধ সযত্ন কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে স্থানে স্থানে দেশীয় চিকিৎসক মহাশয়দিগের যত্নে ও পরিশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সকল বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, ঘৃত, তৈল, বটীকা, চূর্ণ, মোদক প্রভৃতি নানাবিধ অমৃত তুল্য সারবান্ ঔষধ সকল যথাশাস্ত্র প্রস্তুত হইয়া নরদেহের স্বাস্থ্য বিধান করিতেছে, ইহা দেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এক্ষণে এমত এক খানি গ্রন্থের বিশেষ আবশ্যক, যাহা দ্বারা রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা কার্য্য উভয়ই সম্পাদিত হইতে পারে, যেহেতু চিকিৎসা করিতে হইলে রোগ নির্ণয় প্রথম কার্য্য, কি রোগ হইয়াছে তাহা অগ্রে জ্ঞাত হইয়া তৎপরে দ্রব্যের গুণ বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগ করেন, ভৈষজ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। যথা—

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোনন্তর মৌষধং।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ কুর্য্যাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ রূপে দ্রব্যগুণ এবং মাত্রা বিবেচিত না হইয়া ঔষধ প্রযুক্ত হইলে বিষ, শস্ত্র, অগ্নি ও বজ্র তুল্য ভয়ানক হইয়া উঠে, কিন্তু সুপ্রযুক্ত ঔষধ অমৃত তুল্য সুফল প্রদান করে, যথা—

"যথা বিষং যথা শস্ত্র যথাগ্নি রশনি যথা।
তথৌষধ মবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা॥"

বিজ্ঞাপন।

ইতি কর্ত্তব্যতা বিবেচনা করিয়া বহুকাল হইতে একখানি বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে সমুৎসক হই কিন্তু সহসা এরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যে কতদূর অসম সাহসিকতার কার্য্য তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। তৎপর আমার পরমসুহৃদ শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার অভিপ্রায়ানুরূপ এই "চিকিৎসা-দর্শন" গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিতে উদ্যোগী হইয়া আমার সাহায্য গ্রহণ করেন্ তাহাতে কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ না করিয়া পণ্ডিতবর মাধবকর কৃত নিদান, এবং চরক, সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ, সার্ঙ্গধর, চক্রদত্ত প্রভৃতি প্রদর্শিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হইল। যদিচ এই পুস্তকখানি প্রস্তুত :করণার্থে অপরিসীম পরিশ্রম করিয়াছি, তথাচ পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন আমাদিগকে তদ্রূপ করিতে হয় নাই, যেরূপ কোন কীর্ত্তিবান ব্যক্তি বহুকষ্টে পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে, ব্যক্তিগণ সহজেই সেই সুগম পথে গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে রঘুবংশ প্রণয়ন করিবার সময়ে কবিকুল চূড়ামণি কালীদাস বলিয়াছেন। যথা—

"অথবা কৃত বাগ্‌দার বংশেস্মিন্ পূর্ব্ব শূরিভিঃ।
মনৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যো বাস্তি মে গতি।"

। রঘুবংশ।

বজ্রসমুৎখাত মণিতে সূত্র গতির ন্যায় পূর্ব্বপণ্ডিতগণ দ্বারা কৃত বাগ্‌দার এই বংশে আমার গতি আছে।

আমাদিগের ভুতপূর্ব্ব যে যে দশহিতৈষী মহাত্মাগণ আয়ুর্ব্বেদোক্ত গ্রন্থ সকল অনুবাদ করিয়াছেন, আমরা বিনয় সহকারে তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক সংশয় দূরীকৃত ও উপকার উপলব্ধি হইয়াছে।

সদাচার বিচক্ষণ চিকিৎসকদিগের অভিমতের সহ আমাদিগের এই সামান্য পুস্তকখানি ঐক্য এবং চিকিৎসা বিধায়ে ফললাভ হইলে শ্রম সফল অনুভব করিব নিবেদন ইতি।

কণ্ঠাভরণ উপাধিক শ্রীহারাধন শর্ম্মা।
আহিরীটোলা সংস্কৃত ঔষধালয়।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

চিকিৎসা-দর্শন পুস্তক খানি দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। প্রথম-বারের অপেক্ষা অধিকাংশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন কি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বলিলেও বলিতে পারা যায়। যাহাই হউক এক্ষণে গ্রাহকগণের মনোরম্য হইয়া দেশের উপকার উপলব্ধি হইলে শ্রম সফল অনুভব করিব নিবেদন।

মুখোপাধ্যায়োপাধিক
শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।
কলিকাতা আহিরীটোলা ১১৫ নং ভবন।

নিদানানুযায়িক সূচীপত্র ।

নিদানানুযায়িক সূচীপত্র।

নিদানানুযায়িক সূচীপত্র সমাপ্ত।

কএকটি রোগের নামের অর্থ এই স্থানে লেখা হইল

অশ্মরী।—পাথুরী।
কুম্ভীকা।—নেত্ররোগ।
নাড়ীব্রণ।—নালী ঘা।
তিলকালক।—তিলরোগ।
মাংস সংঘাত।—আব বিশেষ।
শ্লীপদ।—গোদ।
অর্ব্বুদ।—আব।
বিসর্প।—দক্র রোগ। ত্বক রোগ বিশেষ।
কৃমিদন্ত।—দাঁতে পোকাধরা।
বিদ্রধি।—রাজগাড়।
বৃদ্ধি রোগ।—কোষ বৃদ্ধি, গলগণ্ড, গোদ ইত্যাদি।
ভগ্ন।—অস্থি ভঙ্গ অর্থাৎ হাড় ভাঙ্গা।
শূকরোগ।—পুং চিহ্নের রোগ বিশেষ।
ক্ষুদ্ররোগ।—দাদ, বসন্ত ইত্যাদি।
কিলাস।—ছুলী।
মণ্ডল।—মণ্ডলাকার কুষ্ঠ।
চর্ম্মকীল।—আঁচিল বিশেষ।
ন্যচ্ছ।—জড়ুর।
ব্যঙ্গ।—মুখে বিবর্ণদাগ বিশেষ।
মশক।—আঁচিল।
উপজিহ্বা।—আলজিবের রোগ।
অধিজিহ্বা।—জিহ্বার রোগ।
উপকুশ।—দন্তরোগ।
বৈদর্ভ।—ঐ।
রোহিনী।—গলরোগ।
অধিমন্থ।—চক্ষুরোগ বিশেষ।
শুক্রাশ্মরী।—এক প্রকার পাথুরী রোগ।

মন্যাস্তম্ভ।—যাহাতে ঘাড় ফেরে না।
অপতানক।—বায়ুরোগ যাহাতে অজ্ঞান হয়, হাত পা আছড়ায়।
অবমন্থ।—কর্ণরোগ।
দন্তশর্করা।—দাঁতের পাথুরী।
অঙ্গমর্দ্দ।—গায়ের কামড়ানি।
তৃপ্ত।—ক্ষুধার অভাব।
তমোদৃষ্টি।—অন্ধকার দেখ।
অলুশয়ী।—পায়ে যে ঘা হয়।
উপঘাত।—স্বরভঙ্গ।
পুং স্তোপখ্যাত।—ধ্বজভঙ্গ।
কলারোগ।—স্ত্রীলোকের আর্ত্তব সম্বন্ধীয় রোগ।
হনু গ্রহ।—চুয়াল ধরা।
মন্যাগ্রহ।—ঘাড় ফেরে না।
অভিষ্যন্দ।—চক্ষুরোগ।
ইন্দ্রলুপ্ত।—টাক।
অলস।—পাকুই।
আনাহ।—মল মূত্র এককালে বন্ধ হওয়া।
অগ্নিমান্দ্যাদি।—অজীর্ণ।
বিসূচি।—এক্ষণে ওলাউঠা ইত্যাদি।
বিলম্বিকা।—কোষ্ঠবদ্ধ।
পাণ্ডু।—ন্যাবা।
অরোচক।—অরুচি।
বাতব্যাধি।—বাই রোগ।
কন্দরোগ।—পেঁদ।
মূঢ়গর্ভ।—গর্ভপাত।
উপদংশ।—গরমী।

অকারাদি ভেদে নির্ঘণ্টপত্র।

অকারাদি ভেদে নির্ঘণ্টপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত

চিকিৎসা-দর্শন।

জ্বররোগে সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

যে জ্বরে দোষের ভাগ অল্প দেখা যায়, শরীরের বলহীন হয় না এবং কোন প্রকার উপদ্রব না থাকে, সেই জ্বর সাধ্য।

যে জ্বর প্রবল এবং নানা হেতু দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং বহুরূপ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া জীবন নষ্ট করে, সেই জ্বরকে অসাধ্য বলা যায়।

যে জ্বর উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়াদির শক্তি বিনষ্ট করে, তাহাকেও অসাধ্য জ্বর বলা যায়। ক্ষীণ এবং শোকযুক্ত রোগীর জ্বর সাধ্য নহে।

যে জ্বর রোগীর অন্তঃধাতু আক্রমণ করিয়া বাতাদি দোষের অনিশ্চায়ক হয়, তাহাকে অসাধ্য বলা যায়।

যে গম্ভীর জ্বরে রোগীর কাস, শ্বাস, তৃষ্ণা, অন্তর্দ্দাহ এবং দোষ বৃদ্ধি হয় এবং যে বলিষ্ঠ জ্বরে রোগীর কেশ অকস্মাৎ শীতি পড়ার সম হয়, তাহাকেও অসাধ্য বলিতে হইবে।

দুর্ব্বল এবং রুক্ষদেহ রোগীর গম্ভীর জ্বর অসাধ্য।

যে জ্বরে রোগীকে বিহ্বল, মূর্চ্ছাপন্ন, শয্যাগত, শীতে কম্পবান এবং অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ করে, সে জ্বর অসাধ্য।

যে জ্বরে দেহ রোমাঞ্চিত, নেত্র রক্তিমবর্ণ, হৃদয়ে সাংঘাতিক ব্যথা এবং মুখশ্বাস হয়, তাহা অসাধ্য।

যে জ্বর হিক্কা, শ্বাস, পিপাসা, মূর্চ্ছা, দুর্ব্বলতা, বিভ্রান্ত নেত্র ও মুখ দিয়া শ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাও অসাধ্য।

যে জ্বরে ইন্দ্রিয়ের হ্রাসতা, জ্বরের গাম্ভীর্য্য, রোগের তীক্ষ্ণতা, শরীরের ক্ষীণতা এবং অরুচি থাকে, তাহাও অসাধ্য।

ধান্য পটল।

ধনে ১ তোলা, পটোলপত্র ১ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ছাঁকিয়া সেবন করাইলে অগ্নির দীপ্তি, কফ নষ্ট, বায়ু ও পিত্তের অধোনিঃসরণ, আমদোষ পরিপাক এবং জ্বর ত্যাগ হয়।

পথ্য অন্নাদি প্রকরণ।

তণ্ডুলের পরিমাণ যেমত হইবে, তাহার পাঁচগুণ জল দিয়া অন্ন পাক ব্যবস্থা, বিলেপী ৯ গুণ জলে, মণ্ড ১৯ গুণ জলে, যবাগু ১১ গুণ জলে এবং যূষ ১৮ গুণ জলে, প্রস্তুত করিতে হয়।

সপ্তাহ অতীত না হইলে নবজ্বরযুক্ত ব্যক্তিকে ঔষধ পাচনাদি প্রদান করা নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু ষড়ঙ্গ-পানীয় ঐ নির্দ্ধারিত দিবসের মধ্যে প্রদান করা অবিধি নহে। দশমূলাদির কাথ প্রভৃতি দেওয়া নিষিদ্ধ, তোয়পেয়াদি নিষিদ্ধ নহে।

খইচূর্ণ নিরামে আমে অষ্টজ্বরে পথ্য ব্যবস্থা আছে।

মুক্ত ব্যক্তির পরিপাকশক্তি অল্প থাকিলেও কিঞ্চিৎ ক্ষুধার উপক্রম হইলেই ক পিপ্পলী এবং শুণ্ঠী সংযোগে খই সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে, তাহা সহজে পাক হইবে।

জ্বরযুক্ত ব্যক্তির পার্শ্বযুগলে, নাভীর নীচে এবং মাথায় বেদনা থাকিলে, গোক্ষুর এবং কণ্টকারী সহ রক্তশালী তণ্ডুলের (অর্থাৎ দাউদখানি চাউলের) পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দেওয়া ব্যবস্থা সিদ্ধ। ষড়ঙ্গ পানীয় প্রস্তুত করিবার নিয়মে পেয়াদি প্রস্তুত করিতে হয়।

যবাগু।

রোগীর স্বভাবাবস্থায় যেমত পরিমাণে তণ্ডুলের অন্ন আহার করা অভ্যাস থাকে, তাহার চারি ভাগের এক ভাগ তণ্ডুলে যবাগু প্রস্তুত করিতে হয়।

মণ্ডাদি।

তণ্ডুল এককালীন সিক্‌থ করিয়া ফেলিলে, অর্থাৎ চাউল গলিয়া গিয়া তরল হইলে তাহাকে মণ্ড কহে। কিঞ্চিৎ সিটীসংযুক্ত এবং অধিক দ্রব হইলে পেয়া। যাহার সিক্‌থ ভাগ অধিক এবং দ্রব ভাগ অল্প তাহাকে যবাগু বলা যায়।

জ্বররোগের পথ্য ব্যবস্থা।

কফ রোগে অত্যন্ত ক্ষীণব্যক্তিকে পেয় প্রদান করা কর্ত্তব্য। কফদোষ মিশ্রিত থাকিলে লঙ্ঘন দিবেক। কেবল কফ-জ্বরে দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে অর্থাৎ জ্বরের মধ্যমাবস্থায় মুগের যূষ অন্ন প্রদান করিবে। পিত্তজ্বরে যবমণ্ড চিনির সহিত ব্যবস্থা করা বিধেয়। শ্রম, উপবাস এবং বায়ুপ্রবল জ্বরে নিত্য সরস অন্ন (অর্থাৎ মাংসের রসে অন্ন সিদ্ধ করিয়া) প্রদান করিতে হইবে। বাত-পিত্তজ্বরে,—মুগ এবং আমলকী উভয় মিলিত যূষ প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়। পিত্ত-শ্লৈষ্মিক জ্বরে,—নিম, কুলথ কলাইয়ের যূষ প্রদান ব্যবস্থাসিদ্ধ। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে,—কিস্‌মিস্‌ ও আমলকী উভয় মিলিত দেওয়া উচিত। দাহ, বমন এবং আমে অন্ন নিষিদ্ধ, তাহাতে পিপাসা থাকিলে চিনি মধু মিলিত তৃপ্তজনক তর্পণ দেওয়া উচিত হয়।

অতিসার রোগের পথ্য।

মুস্তাদিচ্য স্থৃতং তোয়ং দেয়ং বাপি পিপাসবে।
মুক্তেযুক্তং হনুকালে যথাক্ষুৎ ক্ষমতানি চ॥
দোষ অগ্নিবলং দৃষ্টা লঘূন্যন্নানি ভোজয়েৎ।
ঔষধি সিদ্ধ নাজানাং সিক্তবোঽতিসারেহিতং॥

মুথা ও বালা মিলিত ২ তোলা সিদ্ধ জল অতিসার রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পান দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগের অল্প বল দেখিলে ক্ষুধা এবং ক্ষমতা বিবেচনা করতঃ দো অগ্নির বলাবল দেখিয়া লঘু অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

লঙ্ঘনং বমনং নিদ্রা পুরাণ শালি ষষ্টিকা।
বিলেপি লাজমণ্ডশ্চ মধুরশ্চ বরীরসঃ॥
শশক লাব হরিণ করিঞ্জল বসা রসা।
সর্ব্বক্ষুদ্র ঝষপ্রোক্তা দধিতক্র গবামপি॥
ছাগস্ত সর্পিক্ষীরঞ্চ নবনীত গব্যজায়া।
নবরম্ভা ফলং পুষ্পং ক্ষৌদ্রং জম্ব ফলানি চ॥
মান্নুরঞ্চ ফলঞ্চৈব মহানিম্ব মহৌষধং।
কপিত্থং বিজয়া বিল্বং তিন্দুক দাড়িমদ্বয়ং॥
তালশস্য রসঞ্চৈব কট্‌ফলং চাঙ্গেরী ভবা।
জাতিফলং জীরকঞ্চ ধন্যাকং গিরিমল্লিকা॥
অনুপানানি সর্ব্বানি দীপনানি লঘুনিচ।
এতৎ সর্ব্বঞ্চ দ্রব্যঞ্চ পথ্য বর্গাতি সারিণে॥

লঙ্ঘন, বমন কার্য্য, নিদ্রা, পুরাতন শুক্লবর্ণ সরু উত্তম ধান্যের অন্ন, যব, খইমণ্ড, মসূর ডাউলের যুষ, শতাবরীর রস এবং শশক, লাব (পক্ষীবিশেষ) হরিণ, চাতক; এই সকল পশুপক্ষীর মাংসের যুষ, সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্র মৎস্য, দধি, তক্র অর্থাৎ ঘোল, ছাগঘৃত, দুগ্ধ, নবনী, কচিমোচা, অপক্ক কাঠালী রম্ভা, মাক্ষিক মধু, জায়ফল, বেল, মহানিম্ব, শুঁঠ, কয়েতবেল, সিদ্ধি, বেলশুঠা, গাব, দাড়িম্ব, এলাইচ, তালের জল, কটফল, আমরুলী, জীরা, ধনে, কুড়চিছাল, হিঙ্গু এবং আগ্নেয়।

নাড়ীজ্ঞান

প্রথমং তাবন্নাড়ীপরীক্ষাণাদেব বাতাদিজানি-
তানাং রোগাণাং সাধ্যাসাধ্য সবিশেষজ্ঞান-
মুৎপদ্যত ইত্যস্মাদেব তন্নিরুচ্যতে ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ তাবৎ নাড়ী পরীক্ষা হইতেই বাত পিত্ত এবং কফ জনিত রোগ সমূহের সাধ্যাসাধ্য বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, একারণ সেই নাড়ীজ্ঞান বর্ণিত হইতেছে ॥ ১ ॥

সার্দ্ধত্রিকোট্যোনাড্যো হি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ দেহিনাং।
নাভিকন্দ নিবদ্ধাস্তাস্তির্য্যগূর্দ্ধমধঃস্থিতাঃ ॥ ২ ॥

দেহীদিগের দেহে স্থূল সূক্ষ্ম এবং নাভিমূল, নিবদ্ধা সাড়ে তিন কোটি নাড়ী আছে সেই সমস্ত নাড়ী বক্র ঊর্দ্ধ এবং অধঃস্থিতা ॥ ২ ॥

তর্পয়ন্তিরসৈর্দ্দেহং নদ্যস্তোয়ৈরিবার্ণবং।
দ্বাসপ্ততি সহস্রস্তু তাসাং স্থূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩ ॥

সেই সমস্ত নাড়ী রস দ্বারা শরীরকে তর্পণ করিতেছে; যেরূপ নদীসমূহ সলিল দ্বারা রত্নাকরের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। সেই সমূহ নাড়ীর মধ্যে ১০৭২ এক হাজার বাওয়াত্তরটী নাড়ী স্থূল বলিয়া কথিত আছে ॥ ৩ ॥

দেহে ধমন্যোধন্যাস্তাঃ পঞ্চেন্দ্রিয় গুণাবহাঃ।
নাভিকন্দ স্থিতাস্তাস্তু নাভৌচক্রে প্রবেষ্টিতাঃ ॥ ৪ ॥

দেহে ধমনী সমূহ ধন্যা পঞ্চইন্দ্রিয়গণ বহন করিয়া থাকে (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ বহন করে) নাভিমূল স্থিতা এবং নাভিচক্রে যথারূপে বেষ্টিতা আছে ॥ ৪ ॥

তাসাঞ্চ সূক্ষ্মশুষিরাণি শতানি সপ্তস্যস্তানিয়ৈরস-
কৃদন্নরসং বহন্তিঃ। আপ্যায্যতে বপুরিদং হি নৃণা-
মমীষামন্তঃ অবন্তিরিব সিন্ধুশতৈঃ সমুদ্রঃ ॥ ৫ ॥

সেই সমূহ নাড়ীর মধ্যে সূক্ষ্মা ছিদ্রযুক্ত ৭০০ সাতশত, নির্ম্মল যে সমূহ ছিদ্র পুনঃ পুনঃ অন্নরস বহন করে, তাহাতেই মনুষ্যদেহ আপ্যায়িত হইয়া থাকে, যেরূপ স্রাবিনী শতনদী দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে ॥ ৫ ॥

নাড়ীজ্ঞান।

আপাদতঃ প্রততগাত্রমশেষশেষামামস্তকাদপিচ
নাভিপুরস্থিতেন। এতন্মৃদঙ্গ ইব চর্ম্মচয়েন বদ্ধং
কায়ং নৃণামিহ শিরা শতসপ্তকেন ॥ ৬ ॥

এই সমূহ (নাড়ী) মানবদিগের পাদ পর্য্যন্ত অশেষ গাত্র মস্তক বেষ্টিয়া নাভি পুরে স্থিত শতসপ্ত শিরা করণক এই দেহ ব্যাপ্ত। যেরূপ চর্ম্মসমূহেতে মৃদঙ্গ বদ্ধ তাহার তুল্য ॥ ৬ ॥

সপ্তশতানাং মধ্যে চতুরধিকবিংশতিঃ।
স্ফুটতাস্তাসাং মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত শত সপ্ত নাড়ীর মধ্যে চব্বিশটী ব্যক্তা, তাহার মধ্যে চৌদ্দটী প্রধানা ॥ ৭ ॥

ইড়া চ পিঙ্গলাচৈব সুষুম্না চ সরস্বতী।
গন্ধারী হস্তীজিহ্বা চ কুপুষা চ যশস্বিনী ॥ ৮ ॥
চারাণালম্বুষা বিশ্বা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী।
এতাঃ প্রাণবহা নাড্যো জীবকোষে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৯ ॥

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, সরস্বতী, গন্ধারী, হস্তীজিহ্বা, কুকু, পুষা, যশস্বিনী, চারণা, অলম্বুষা, বিশ্বা, শঙ্খিনী, এবং পয়স্বিনী; এই চতুর্দ্দশ নাড়ী প্রাণকে বহন করিয়া থাকে। ৮ ॥ ৯ ॥ মতান্তরে হস্তী একটী নাড়ীর নাম, জিহ্বা একটী নাড়ীর নাম এবং কুপুষা, একটী নাড়ীর নাম বলিয়া থাকেন।

তাসাং তিস্রঃ প্রধানাস্তু তিসৃষেকোত্তমা মতা।
ইড়া চ পিঙ্গলাচৈব সুষুম্না চ তৃতীয়কা ॥ ১০ ॥

তাহার মধ্যে (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে) প্রধানা তিন নাড়ী; যথা;—ইড়া, পিঙ্গলা, এবং সুষুম্না। এই তিনের মধ্যে প্রধানা সুষুম্না ॥ ১০ ॥

তত্রৈকা বামতো যাতি দ্বিতীয়া দক্ষিণে তথা।
মধ্যে বায়ুপথং বিদ্যাৎ ত্রিভিস্তুল্যাং গতাগতং ॥ ১১ ॥

তাহার মধ্যে এক নাড়ী বামবাহিনী, দ্বিতীয়া দক্ষিণবাহিনী এবং তৃতীয়া মধ্যবাহিনী; এই তিনের দ্বারা তুল্য গমনাগমন বায়ুপথ জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

চন্দ্রসূর্য্যমরুচ্চৈব ত্রয়স্তিসৃষবস্থিতাঃ।
সত্বং রজস্তমশ্চৈব রাত্র্যহঃ কাল এব চ ॥ ১২ ॥

এই তিনেতে (অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না নাড়ীতে) চন্দ্র সূর্য্য এবং বায়ু এ তিন তিনেতে, সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এ তিনও ঐ তিনেতে এবং রাত্রি, দিবা ও কাল, এ তিন পূর্ব্বরূপ অবস্থিত আছেন ॥ ১২ ॥

ইড়াদোষময়ী প্রোক্তা পিঙ্গলা বহ্নিরূপিণী।
বায়্বগ্নেয়ী সুষুম্না চ ব্রহ্মদ্বার পথানুগা ॥ ১৩ ॥

ইড়া দোষযুক্তা, পিঙ্গলা বহ্নিরূপবিশিষ্টা এবং সুষুম্না বায়ু এবং অগ্নি বিশিষ্টা ও ব্রহ্মদ্বার পথ অনুগামিনী ॥১৩ ॥

পদ্মকোষপ্রতীকাশং শুষিরৈশ্চ বিভূষিতং।
হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ বিশ্বস্যায়তনং স্থিতং ॥ ১৪ ॥

পদ্মকোষের তুল্য ছিদ্র শোভিত হৃদয় স্থান, সেই হৃদয় বিশ্বের আয়তন অর্থাৎ প্রধান স্থান ॥ ১৪ ॥

ক্বচিচ্চক্রঞ্চ কোষঞ্চ ক্বচিজ্জীবগৃহং স্থিতং।
অস্মিংশ্চক্রে স্থিতো জীবঃ পুণ্যাপুণ্য প্রদেশিতাঃ ॥ ১৫ ॥

জীবের দেহে স্থিতি, কোন স্থলে চক্রাকার, কোনস্থলে কোষাকার, অর্থাৎ গৃহাকার এই চক্রে পুণ্যাপুণ্য আদেশিত জীবের পুণ্যাপুণ্য কর্ত্তৃক জানিতে হয় ॥ ১৫ ॥

প্রাণানি সমমারূঢ় দেহে ভ্রমতি সর্ব্বদা।
তন্তুপঞ্জরমধ্যস্থা যথা ভ্রমতি লূতিকা ॥ ১৬ ॥

সেই জীব প্রাণ সমূহতে আরোহণ করিয়া কলেবরে সর্ব্বক্ষণ ভ্রমণ করেন, যেরূপ তন্তু-পঞ্জর মধ্যে (অর্থাং মাকড়সার জালে লূতা, (মাকড়সা) ভ্রমণ করে ॥ ১৬ ॥

যস্তমাভ্যাসতে নিত্যং তদ্গতেনান্তরাত্মনা।
ন তস্য জায়তে মৃত্যুরিতি সর্ব্বাগমোদিতং ॥ ১৭ ॥

যে জীব জীবগত মন দ্বারা নিত্য ব্রহ্মকে অভ্যাস করেন, সে জীবের মৃত্যু হয়না, ইহা সকল আগমেই প্রকাশিত আছে ॥১৭ ॥

নাভিরোজো গুদং শুক্রং শোণিতং শঙ্খদ্বৌ তথা।
মূর্দ্ধাংশকাগুহৃদয়ং প্রাণস্যায়তনং দশঃ ॥ ১৮ ॥

নাভি, ওজ, গুহ্যদ্বার, শুক্র, শোণিত, শঙ্খদ্বয়, মস্তক, ভুজোপরিভাগ এবং হৃদয়, এই দশ প্রাণের স্থান বলিয়া নিশ্চিত আছে ॥ ১৮ ॥

ত্রিংশদ্ধস্ত প্রমাণা তু বিশ্বোদরী দয়াধিকা।
একহস্ত প্রমাণস্যাৎ কণ্ঠদেশস্য নাড়িকা ॥ ১৯ ॥

বত্রিশ হস্ত প্রমাণ বিশ্বোদরী নাম্নী নাড়ী সকলের উদরে অন্ত্রনাড়ী, একহস্ত প্রমাণ কণ্ঠদেশের নাড়ী ॥ ১৯ ॥

দশহস্তাস্ততঃ পশ্চাদামাশয়া প্রকীর্ত্তিতা।
পচ্যমানাশয়া জ্ঞেয়া দশহস্তাস্ততঃ পরং ॥ ২০ ॥

দশহস্তা পরিমাণ আমাশয়ে স্থিতা পচ্যমানাশয়েস্থিতা দশহস্তা বিদিত আছে ॥ ২০ ॥

পক্বাশয়া ততঃপশ্চাৎ দশহস্তা প্রকীর্ত্তিতা।
একহস্তা গুহ্যদেশে শঙ্খাবর্ত্তা তু নাড়িকাঃ ॥ ২১ ॥

তৎপর পক্বাশয়াস্থা নাড়ী দশহস্ত, একহস্ত প্রমাণ নাড়ী গুহ্যদেশে শঙ্খাবর্ত্তির তুল্য, অর্থাৎ শঙ্খের বেড়ের সম কণ্ঠদেশ হইতে এক হাত আমাশয় পর্য্যন্ত এই আমাশয় নাড়ী দশহস্ত, তাহা হইতে পচ্যমান অবধি পচ্যমান ক্রমেতে যোগ আছে ॥ ২১ ॥

ভুক্তমানাশয়ে তিষ্ঠেৎ পচ্যমানাশয়ে পচেৎ।
পক্বং পক্বাশয়ে তিষ্ঠেৎ বহ্নিপক্বাশয়োপরিঃ ॥ ২২ ॥

ভুক্তাহার আমাশয়ে অবস্থিতি করে, পচ্যমানাশয়ে পক্ক হয় পক্ক পক্বাশয়ে থাকে, পক্বাশয়ের উপর অগ্নি থাকেন ॥ ২২ ॥

পচ্যমানাশয়ে পক্বং মলঃ পক্বাশয়ে ব্রজেৎ।
রসভুক্তাদিকানাঞ্চ নাভিনাড্যা কলেবরং ॥ ২৩ ॥
সকলং যাতি মারুতা নীয়মানঃ স মাত্রয়া ॥ ২৪ ॥

পচ্যমানাশয়ে পক্কমল পক্বাশয়ে যায়, আহারাদির রস নাভি নাড়ী দ্বারা বায়ু যোগে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত দেহে গমন করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

নাভিস্তু কূর্ম্মরূপঃস্যান্মহানাড্যষ্টপাস্তুবেৎ।
চতস্রঃ পৃষ্ঠদেশেস্যুশ্চতস্রঃ ক্রোড়দেশতঃ ॥ ২৫ ॥

নাড়ী কূর্ম্মরূপ অর্থাৎ কচ্ছপরূপ হইয়াছে, মহানাড়ী অষ্টপদ তাহার মধ্যে পৃষ্ঠস্থানে চতুর ক্রোড়দেশে চতুর ॥ ২৫ ॥

দ্বেদ্বে ঊর্দ্ধমধশ্চাপি নাড়িকে অস্তগামিনী।
ঊর্দ্ধগা গলদেশে তু দ্বিপল্লবা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৬ ॥

দুই দুই রূপে অধোগামিনী মধ্যগামিনী গলদেশে ঊর্দ্ধগামিনী পল্লববিশিষ্টা নাড়ী জানিবে ॥ ২৬ ॥

তদেকাগলতঃ পঞ্চপল্লবা নাড়িকা স্মৃতা।
চক্ষুর্নাসিকারন্ধ্রে জিহ্বোষ্ঠে শ্রবণেঽধরে ॥ ২৭ ॥

সেই এক নাড়ী গলদেশে পঞ্চপল্লববিশিষ্টা, নয়নে, নাসিকারন্ধ্রে, জিহ্বাতে, কর্ণে, ও অধরে ॥ ২৭ ॥

আকুঞ্চনকরীখ্যাতা এবং পৃষ্ঠাৎ প্রসারিণী।
তদেকা স্কন্ধদেশে তু হস্তগা পঞ্চপল্লবা ॥ ২৮ ॥

পৃষ্টদেশে নাড়ী সঙ্কুচিতকারিণী এবং প্রসারণকারিণী, তাহার এক নাড়ী স্কন্দস্থল হইতে হস্তগতা পঞ্চপল্লবযুক্তা ॥ ২৮ ॥

অঙ্গুলী ক্রোড়গা সৈব আকুঞ্চনকরী স্মৃতা।
এবং পৃষ্ঠাৎ সমাগত্যা প্রসারণকরী স্মৃতা ॥ ২৯ ॥

সেই নাড়ী অঙ্গুলিক্রোড়স্থিতা আকুঞ্চনকারিণী ও পৃষ্ঠ হইতে আগতা হইয়া প্রসারণকারিণী (অর্থাৎ কোঁকড়ান এবং সরান) হয় ॥ ২৯ ॥

অধোগা উর্দ্ধসন্ধ্যন্তনাড়িকা পঞ্চপল্লবা।
পদাঙ্গুলগতা সৈব আকুঞ্চনকরী স্মৃতা ॥ ৩০ ॥
এবং পৃষ্ঠাৎ সমাগত্য প্রসারণকরী স্মৃতা ॥ ৩১ ॥

অধোগা উরুসন্ধির মধ্যে নাড়ী পঞ্চপল্লবযুক্তা, পদের অঙ্গুলীগতা সেই পদের অঙ্গুলী আকুঞ্চনকারী ॥ ৩০ ॥ এবং পৃষ্ঠ হইতে আগমন করিয়া অঙ্গুলী প্রসারণ করেন ॥ ৩১ ॥

কূর্ম্মস্য নবমপাদো লিঙ্গনাড়ীতি কীর্ত্ততে।
মূত্রশুক্রবহেন্নাড্যঃ তস্য পল্লবতঃ পুনঃ ॥ ৩২ ॥

কূর্ম্মের নবমপাদ লিঙ্গনাড়ী, সেই নাড়ীর পল্লবেতে মূত্র এবং শুক্রবহা দুই নাড়ী আছে (জানিতে হইবে) ॥৩২ ॥

শব্দগ্রহাশ্রুতৌ নাড়ী রূপগ্রহাচ লোচনে।
গন্ধগ্রহা নাসিকায়াং রসনায়াং রসাবহা ॥ ৩৩ ॥
এবং ত্বচস্পর্শবহা শব্দকৃদ্ধৃদয়ান্মুখে।
মনোবুদ্ধ্যাদিকং সর্ব্বং হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩৪ ॥

কর্ণে নাড়ী শব্দগ্রহণ, চক্ষুতে রূপগ্রহণ, নাসিকাতে গন্ধগ্রহণ, রসনাতে রসগ্রহণ, এবং ত্বচে স্পর্শগ্রহণ (করে) হৃদয় হইতে মুখে শব্দকরে, মন বুদ্ধ্যাদি সমস্তই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (আছে) ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

পুরিতত্যাং মনঃস্থিত্যাং নিদ্রাসমভিজায়তে ॥ ৩৫ ॥

পুরিতত্তী নাম্নী নাড়ীতে মনের স্থিত দ্বারা নিদ্রা উপলব্ধি হয় ॥ ৩৫ ॥

হৃদিপ্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিদেশতঃ।
উদান কণ্ঠদেশস্য ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ৩৬ ॥

নাগঃ করোতি চৈতন্যং দেবদত্তো বিজৃম্ভতে।
উন্মেষং কৃকরঃ কুর্য্যাৎ কূর্ম্মশ্চাপি নিমীলনং ॥ ৩৭ ॥
ধনঞ্জয়স্তু যো বায়ুঃ সর্ব্বদেহে চরস্তু সঃ।
বায়বো দশ বিখ্যাতো দেহচেস্টা করা মতা ॥ ৩৮ ॥

হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যদেশে আপন, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান, সমস্তদেহে ব্যানবায়ু সংস্থাপিত আছে। নাগবায়ু চৈতন্য, দেবদত্ত জৃম্ভন, কৃকর বায়ু চক্ষুর উন্মেষ, কূর্ম্মবায়ু চক্ষুর নিমীলন করিয়া থাকে। ধনঞ্জয় নামক বায়ু সকল দেহেই গমন করে এই দশ বিখ্যাত বায়ু দেহচেষ্টাকারক বলিয়া বিদিত আছে। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

তির্য্যক কূর্ম্মোদেহিনাং নাভিদেশে বামে বক্ত্রং
তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে। ঊর্দ্ধোভাগে হস্তপাদৌ চ
বামৌ তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ ॥ ৩৯ ॥
বক্ত্রে নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ীদ্বয়স্তথা।
পঞ্চপঞ্চ করে পাদে বামদক্ষিণভাগয়োঃ ॥ ৪০ ॥

বক্ররূপ কূর্ম্ম দেহিদিগের নাভিদেশে স্থিতি তাহার বামে মুখ, দক্ষিণেতে পুচ্ছ, ঊর্দ্ধভাগে বাম হস্ত, এবং বামপাদ, অধোভাগে দক্ষিণ হস্ত এবং দক্ষিণপদ। তাহার মুখে নাড়ী দ্বয়, পুচ্ছেও নাড়ীদ্বয়, হস্তে পঞ্চ এবং পদে পঞ্চ, বামে এবং দক্ষিণে ঐ পঞ্চ পঞ্চ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

নাড়ীর নাম।

স্নায়ুনাড়ীবশাহিংস্রধমনীধামনী ধরা।
তন্তুকীজীবিতজ্ঞা চ শিরা পর্য্যায়বাচকা ॥ ৪১ ॥

স্নায়ুনাড়ী, বশা, হিংসা, ধমনী, ধামনী, তন্তুকী, জীবিতজ্ঞা এবং শিরা, নাড়ী পর্য্যায় মধ্যে এই সকল নাড়ীর নাম কথিত আছে ॥ ৪১ ॥

নাড়ীর চিহ্ন।

আদৌ চ বহতে বাতোমধ্যে পিত্তস্তথৈবচ।
অন্তে চ বহতে শ্লেষ্মা নাড়িকাত্রয়লক্ষণং ॥ ৪২ ॥

অগ্রে অঙ্গুষ্ঠমূলে বায়ু, মধ্যে পিত্ত, এবং অন্তে শ্লেষ্মা বহে, নাড়ীর এই তিন প্রকার চিহ্ন জানিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

রূপান্তর।

বাতাধিকা বহেন্মধ্যে ত্বগ্রে বহতি পিত্তলা।
অন্তে চ বহতে শ্লেষ্মামিশ্রিতে মিশ্রিতা ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

বাতাধিক্য নাড়ী মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলীতে বহে, অগ্রে তর্জ্জনী অঙ্গুলিতে পিত্ত বহে, এবং অন্তে অনামিকাতে শ্লেষ্মা বহে। মিলিতে মিলিত রূপে বহে। যথা দ্বিদোষাধিকে এবং ত্রিদোষাধিকে ॥ ৪৩ ॥

অন্যরূপ।

আদৌ চ বহতে পিত্তং মধ্যেশ্লেষ্মা তথৈব চ।
অন্তে প্রভঞ্জন জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদৈঃ ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদগণ বলেন যে অগ্রে পিত্তবহে মধ্যে শ্লেষ্মাবহে এবং অন্তে বায়ু বহে ॥ ৪৪ ॥

পিত্তশ্লেষ্মাগতির্নাস্তি বাতঃ স্যাদ্গমনেগতিঃ।
তস্যা ত্বগ্রে বহেদ্বায়ু জলৌকা বক্রগা যথা ॥ ৪৫ ॥

পিত্ত এবং শ্লেষ্মার গতি নাই এ দুই বায়ুর গমনে গমন করে, একারণ অগ্রে বায়ু গমন করেন, তাহার পশ্চাতে পিত্ত এবং শ্লেষ্মা ক্রমে ক্রমে পৃষ্ঠ হইতে গমন করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ বায়ুর গতি প্রবল, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার সহায় হেতু জলৌকার সম অগ্রে বক্রভাবে গমন করে॥ ৪৫ ॥

তৃণপুরঃসরং কৃত্বা যথা বাতোবহেদ্বলী।
শেষস্থং তৃণমাদায় পৃথিব্যাং বক্রগো যথা ॥ ৪৬ ॥
তথা মধ্যগতো বায়ুঃ কৃত্বা পিত্তপুরঃসরং।
শেষস্থং তৃণমাদায় নাড্যাং বহতি সর্ব্বদা ॥ ৪৭ ॥
অতএব পিত্তস্য চঞ্চলাগতির্বায়োরগত্বাৎ।
কফস্য মন্দগতি বায়ু পিষ্টত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

তৃণকে অগ্রে লইয়া বলবান বায়ু যে রূপ বহে, এবং পশ্চাতস্থ তৃণকে লইয়া পৃথিবীতে যেরূপ বক্রগতি হইয়া থাকে। সেইরূপ বায়ু পিত্তকে অগ্রে লইয়া এবং পশ্চাতস্থ কফকে গ্রহণ পূর্ব্বক মধ্যগতা হইয়া সর্ব্বদা নাড়ী বহে। বায়ুর অগ্রত্ব হেতু পিত্তের চঞ্চল গতি, এবং বায়ুর পৃষ্ঠত্ব হেতু কফের মন্দগতি ঘটিয়া থাকে। যেরূপ বায়ুর অগ্রে তৃণাদি দ্রুতগামী এবং বায়ুর পশ্চাৎ তৃণাদি মন্দগামী হয়, সেই রূপ বায়ুর অগ্রপশ্চাৎ পিত্ত ও কফের গতি জানিতে হইবে॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

প্রমাণ। পিত্ত সুষুম্না নাড়ীর মধ্যস্থিত, বায়ুর অগ্রবর্ত্তি হইয়া উর্দ্ধ হইলে শিরসি স্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে, ব্রহ্মতে লীন হইলে পশ্চাতস্থ কফপিত্তের অদর্শনে দেহকে নষ্ট করিয়া থাকে। মৃত্যু লক্ষণের পূর্ব্বে এই রূপ জানিবে। স্থানবিশেষে তাহাও বলা হইবে।

পিত্তপঙ্গু কফপঙ্গু পঙ্গবোমলধাতবঃ।
বায়ুনা তত্র দিয়ন্তে যত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ ॥ ৪৯ ॥

পিত্ত, কফ, মল এবং ধাতু ইহাদিগের কাহারও গতিশক্তি নাই, কেবল বায়ু ইহাদিগের সহিত থাকিয়া গমন করাইয়া থাকে। যেরূপ মেঘ সকল বায়ু সহকারে প্রবল হইয়া বরিষণ করে॥ ৪৯ ॥

রোগোদ্ভবের কালীন বায়ু অন্তঃস্থিত হয়। রক্ত রস পিত্ত এবং কফ যোগে নাড়ীর বিশেষ গতি হইয়া থাকে। অধুনা নাড়ীজ্ঞান বিদিত হওয়া দুর্ঘট, যোগীরাই ইহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

সুস্থমনুষ্যের নাড়ীর ভাব।

ভূলতাভুজগপ্রায়া স্বচ্ছা স্বাস্থ্যময়ী শিরা।
সুস্থিতস্য স্থিতা জ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চুলুক এবং সর্পের ন্যায় গতি, এবং নির্ম্মলা ও বলবতী স্থিতা! এরূপ সুস্থ মনুষ্যের নাড়ী জানিতে হইবে॥ ৫০ ॥

বহুকাল রোগবর্জ্জিত নাড়ীর ভাব।

প্রাতঃ স্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে উষ্ণতান্বিতা।
সায়াহ্নে ধাবমানা চ চিরাদ্রোগবিবর্জ্জিতা ॥ ৫১ ॥

প্রাতঃকালে স্নিগ্ধময়ী, মধ্যাহ্নে উষ্ণা, এবং ধাবমানা; বহুকাল রোগ বিবর্জ্জিতা নাড়ীর এইরূপ গতি জানিবে॥ ৫১ ॥

দোষাদি ক্রমে নাড়ীর ভাব।

বাতাদ্বক্রগতনাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী।
স্থিরা শ্লেষ্মবতী নাড়ী মিশ্রিতে মিশ্রিতা ভবেৎ ॥ ৫২ ॥

বাতাধিক্য নাড়ী বক্রা, পিত্তাধিকা নাড়ী চঞ্চলা এবং শ্লেষ্মাধিকা নাড়ী স্থিরা জানিতে হইবে। দুইটি মিলিত হইলে দ্বিলক্ষণা এবং তিনটি মিলিত হইলে ত্রিলক্ষণা জানিবে॥ ৫২ ॥

বাতাত্মিকা নাড়ীর লক্ষণ।

কুটিলাকুটিলারম্ভা তরতি কুটিলাং গতি।
বাতাত্মিকা গতিং ধত্তে জলৌকা সর্পয়োরিব ॥ ৫৩ ॥

জলৌকা এবং সর্পের গতির সম কুটিলা এবং ত্বরিত কুটিলা গতি বাতাত্মিকা নাড়ীর হয়॥ ৫৩ ॥

পিত্তাত্মিকা নাড়ীর লক্ষণ।

দাহং প্রধান সর্ব্বাঙ্গে বিশেষে হস্তপাদয়োঃ।
পিত্তপ্রকোপে সা নাড্যা কাককঙ্কুকয়োরিব ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বাঙ্গ দাহযুক্ত বিশেষতঃ হস্ত এবং পদে অধিক দাহ হয়; পিত্তপ্রকোপে নাড়ী কাক এবং ভেকের সম গমন করিয়া থাকে॥ ৫৪ ॥

কফাত্মিকা নাড়ীর লক্ষণ।

রাজহংস ময়ূরাণাং পারাবতকপোতয়োঃ।
কুক্কুটাদিগতিং ধত্তে ধমনী কফ সংবৃতা ॥ ৫৫ ॥

কফাত্মিকা নাড়ী রাজহংস ময়ূর, পারাবত, কপোত, এবং কুক্কুটের ন্যায় গমন করে॥৫৫॥

বাতপিত্তাত্মিকা নাড়ীর লক্ষণ।

মুহুঃ সর্পগতিং নাড়ীং মুহুর্ভেকগতিস্তথা।
বাতপিত্ত দ্বয়োদ্ভূতাং প্রবদন্তি বিচক্ষণঃ ॥ ৫৬ ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন যে বাতপিত্তাত্মিকা নাড়ীর গতি সর্প এবং ভেকের গতির ন্যায় পুনঃ পুনঃ ঘটিয়া থাকে॥ ৫৬ ॥

বাতশ্লেষ্মাত্মিকা নাড়ীর লক্ষণ।

ভুজগাদিগতিস্থানাং রাজহংসগতেধরাং।
বাতশ্লেষ্মাদ্বয়োদ্ভূতাং ভাষতে তদ্বিদোজনা ॥ ৫৭ ॥

নাড়ীজ্ঞানজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, যে বাতকফাত্মিকা নাড়ীর গতি সর্পাদির গতি স্থিতা ও রাজহংসের গতি সম ঘটে॥ ৫৭ ॥

পিত্তশ্লেষ্মাত্মিকা নাড়ীর লক্ষণ।

মণ্ডুকাদিগতিং নাড়ী ময়ূরাদিগতিং তথা।
পিত্তশ্লেষ্মা সমোদ্ভূতাং প্রবদন্তি মহাধিরঃ ॥ ৫৮ ॥

মহাধির ব্যক্তিরা বলেন যে পিত্তশ্লেষ্মাত্মিকা নাড়ীর গতি, ভেকাদি ও ময়ূরাদি গতির ন্যায় হয়॥ ৫৮ ॥

সূক্ষ্মা শীতা স্থিতা নাড়ী পিত্তশ্লেষ্মা সমুদ্ভবা ॥ ৫৯ ॥

পিত্তশ্লেষ্মা নাড়ী সূক্ষ্মা অথচ শীতলা এবং স্থিরগতি হয়॥ ৫৯ ॥

কফবাতোদ্ভবা নাড়ী সর্প হংসগতির্ভবেৎ ॥ ৬০ ॥

কফ বাতোদ্ভবা নাড়ীর গতি সর্প এবং হংসের গতির তুল্য হয়॥ ৬০ ॥

সান্নিপাত এবং ত্রিদোষাত্মিকা নাড়ীর লক্ষণ।

লাবতিত্তিরিবার্ত্তাক গমনং সন্নিপাততঃ।
কদাচিন্মন্দগা নাড়ী কদাচিচ্ছীঘ্রগা ভবেৎ॥ ৬১॥
ত্রিদোষ প্রভবে রোগে বিজ্ঞেয়া চ ভিষগ্বরৈঃ॥ ৬২॥

সান্নিপাত অর্থাৎ ত্রিদোষাত্মিকা নাড়ীর গতি লাবপক্ষী, তিত্তির পক্ষী এবং বার্ত্তাক পক্ষীর গতির তুল্য অর্থাৎ কখন মন্দগতি হয়, কখন দ্রুতগতি হয়, ইহা বৈদ্যকর্ত্তৃক বিদিত হইয়াছে॥ ৬১॥ ৬২॥

(লাব অর্থাৎ ছাতরা পক্ষী।) তিত্তির অর্থাৎ টিটীর পক্ষী। বার্ত্তাক অর্থাৎ বটের পক্ষী।

সাধ্যা নাড়ীর লক্ষণ।

পূর্ব্বং পিত্তগতিং প্রভঞ্জনগতিং শ্লেষ্মানমাবিভ্রতীং।
সস্থান ভ্রমণং মুহুর্ব্বিদধতীং চক্রাদিরূঢ়ামিব॥
তীব্রত্বং দধতীং কলাপি গতিকং সূক্ষত্বমাতন্বতীং।
নোসাধ্যা ধমনীং বদন্তি সুধিয়ো নাড়ীগতি জ্ঞানিনঃ॥ ৬৩॥

অগ্রে পিত্তগতি, পরে বায়ুগতি তৎপরে শ্লেষ্মাগতি বিশিষ্টা চক্রাদি আরূঢ় তুল্য পুনঃ পুনঃ বিস্তার ভ্রমণ বিধারণ করে ও খরতর ধারণ করে এবং অল্প অথচ সর্পগতি সুক্ষত্ব প্রাপ্তা নাড়ীকে নাড়ীজ্ঞানজ্ঞ পণ্ডিতগণ অসাধ্যা নাড়ী বলেন না। (এইরূপ নাড়ীর গতি হইলে তাহাকে সাধ্যা নাড়ী বলা যায়)॥ ৬৩॥

অসাধ্যা নাড়ীর লক্ষণ।

মন্দং মন্দং শিথিল শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলম্বা,
স্থিতাস্থিত্বা বহতি ধমনী যাতিনাশঞ্চ সূক্ষ্মা।
নিত্যস্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্বা,
ভাবৈরেবং বহুবিধবিধৈঃ সন্নিপাতাদসাধ্যা॥ ৬৪॥

সান্নিপাতিক বিকারে নাড়ী ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গতি, শিথিল শিথিল গতি এবং ব্যাকুল ব্যাকুল গতি হয়; কখন কখন সুক্ষ্মা হইয়া নাশ হয়। নিত্যস্থান অর্থাৎ মণিবন্ধ স্থান হইতে স্খলিত হয়, পুনর্ব্বার অঙ্গুলিকে স্পর্শ করে। এইরূপ বহুবিধ ভাব দ্বারা সান্নিপাতিক নাড়ীকে অসাধ্য জানা যায়॥ ৬৪॥

ঐ অন্যরূপ।

যাত্যুচ্চা চ স্থিরাত্যন্তা যাচেয়ং মাংসবাহিনী।
যা চ সূক্ষ্মা চ বক্রা চ তামসাধ্যা বিদুর্বুধাঃ॥ ৬৫॥

যে নাড়ী অধিক উচ্চ, অথচ স্থিরা, যে নাড়ী মাংসবাহিনী, যে নাড়ী সূক্ষ্মা ও বক্রা ; এরূপ নাড়ীকে পণ্ডিতেরা অসাধ্য নাড়ী বলিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

ঐ অন্যরূপ।

মহাতাপে শীতলত্বং শীতত্বে তাপিতা শিরা।
নানাবিধগতির্যস্য তস্য মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

অত্যন্ত তাপে নাড়ী শীতল হয়, শীতল হইয়া পুনঃ উষ্ণ হয়, এবং নানাবিধ গতি হইয়া থাকে, এরূপ নাড়ী হইলে মৃত্যুর আর সংশয় থাকে না ॥ ৬৬ ॥

ঐ অন্যরূপ।

ত্রিদোষে স্পন্দতে নাড়ী মৃত্যুকালেপি নিশ্চলা।
জ্ঞেয়া সর্ব্ববিকারেষু বৈদ্যৈ কুশল কর্ম্মভিঃ ॥ ৬৭ ॥

ত্রিদোষ বিকারে নাড়ী স্পন্দন বিশিষ্টা এবং মৃত্যুকালে নিশ্চলা হয়। সর্ব্বরূপ বিকারেতে কুশলকর্ম্মজ্ঞ বৈদ্য কর্ত্তৃক ইহা বিদিত আছে ॥ ৬৭ ॥

একমাসান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

ভূলতা ভুজগাকারা নাড়ী দেহস্য সংক্রমাৎ।
বিশীর্ণে ক্ষীণতাং যাতি মাসান্তে মরণং ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥

কঞ্চুলিকা ও সর্পের গতির সম নাড়ীর গতি হয়, দেহ ক্রমশঃ বিশীর্ণ। এবং ক্ষীণতা লাভ করিয়া থাকে ; এরূপ হইলে মাসান্তে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

সপ্তাহান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

ক্ষণাদ্গচ্ছতি বেগেন শান্ততা লভতে ক্ষণাৎ।
সপ্তাহান্মরণং তস্য যদ্যঙ্গে শোথবর্জ্জিত ॥ ৬৯ ॥

ক্ষণে বেগ ক্ষণে শান্ত প্রাপ্ত হয়, অঙ্গে শোথ না থাকে, এমত নাড়ীর ভাব হইলে সপ্তাহে মৃত্যু হয় ॥ ৬৯ ॥

পঞ্চম দিবসান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী মন্দমন্দ যদা ভবেৎ।
পঞ্চভির্দ্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুর্ভবতি নান্যথা ॥ ৭০ ॥

অঙ্গুলি পাদৈকদেশে প্রাপ্ত নাড়ী মন্দ মন্দ গতি হইলে, পঞ্চম দিবসে মৃত্যু হইবে তাহাতে অন্যথা নাই ॥ ৭০ ॥

চতুর্থ দিবসান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

নিরীক্ষ্য দক্ষিণেপাদে তথাচৈবা বিশেষতঃ।
মুখে নাড়ী বহেন্নিত্যং ততস্তু দিনতুর্য্যকং ॥ ৭১ ॥

দক্ষিণ পদেতে বিশেষ এক নাড়ীকে দুই করিয়া মুখেতে নাড়ী নিত্য বহে, এমত নাড়ীর গতি হইলে চতুর্থ দিবসে মৃত্যু হয় ।। ১১ ।।

ঐ রূপান্তর।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী সোষ্ণাবেগবতী ভবেৎ।
চতুর্ভির্দ্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ।। ১২ ।।

অঙ্গুলি পাদৈকদেশে প্রাপ্ত নাড়ী ঈষদুষ্ণ বেগ বিশিষ্টা হয় এমত নাড়ীতে চতুর্থ দিবসে মৃত্যু হয় ।। ১২ ।।

তৃতীয় দিবসান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

হিমবদ্বিশদা নাড়ী জ্বরদাহেন তাপিনাং।
ত্রিদোষস্পর্শভজতাং তদা মৃত্যুর্দ্দিনত্রয়াৎ ।। ১৩ ।।

জ্বর দাহেতে তাপিতা নাড়ী হিম বিশিষ্টা ম্লানা হয় এবং ত্রিদোষস্পর্শ ভজনা করে, এরূপ নাড়ীতে তৃতীয় দিবসে মৃত্যু হয় ।। ১৩ ।।

ঐ রূপান্তর।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী চঞ্চলা যদি গচ্ছতি।
ত্রিভিশ্চ দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ।। ১৪ ।।

অঙ্গুলি পদৈকদেশে প্রাপ্ত নাড়ী যদি চঞ্চলা ভাবে গমন করে, এমত নাড়ীতে তিন দিবসে মৃত্যু হয় ।। ১৪ ।।

দ্বাদশ প্রহরান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

গতিস্তু ভ্রমরস্যৈব বহেদেকদিনেন তু।
স্পন্দেন স্পন্দতে নিত্যং পুনর্ন গতি চাঙ্গুলৌ ।।
মধ্যে দ্বাদশযামানাং মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতং ।। ১৫ ।।

ভ্রমরের গতির সম নাড়ী অবিচ্ছেদেতে দিন ব্যাপক গতিধারণ করে, স্পন্দেতে নিত্য স্পন্দিত হয় পুনঃ অঙ্গুলি দ্বয়ে গমন করে না। এমত নাড়ীর ভাব হইলে নিশ্চয়ই দ্বাদশ প্রহরে মৃত্যু হয় ।। ১৫ ।।

দিনান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

স্থিরানাড়ী মুখেযস্য বিদ্যুজ্জ্যোতিরিবেক্ষতে।
দিনৈকং জীবিতং তস্য দ্বিতীয়ে ম্রিয়তে ধ্রুবং ।। ১৬ ।।

যে ব্যক্তি মুখেতে নাড়ী স্থিতি করিয়া বিদ্যুতের প্রভা সম জনকর্তৃক দর্শনীয় হয়, সে ব্যক্তির এক দিবসান্তে পর দিবসে মৃত্যু হয় ।। ১৬ ।।

ছয় প্রহরান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

মধ্যে রেখাসমানাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
ষড় ভিশ্চপ্রহরৈস্তস্য মৃত্যুজ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৭৭ ॥

মৃত্যুজ্ঞেয় বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে অঙ্গুলির মধ্যে যদি রেখা সমান নাড়ী নিশ্চলা ভাবে থাকে। এমত নাড়ীর গতিতে ছয় প্রহরান্তে মৃত্যু হয় ॥ ৭৭ ॥

এক প্রহরান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

সার্দ্ধদ্বয়াঙ্গুলাদ্বাহ্যে যদি তিষ্ঠতি নাড়িকা।
প্রহরৈকাদ্বহিমৃত্যুর্জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ৭৮ ॥

যদি অনামিকা অর্দ্ধেকেতে নাড়ী স্থিতি করে, এমত নাড়ীর গতিতে এক প্রহরের পর মৃত্যু হয় ॥ ৭৮ ॥

অর্দ্ধ প্রহরান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহ্যে দ্ব্যঙ্গুল যদি নাড়িকা।
প্রহরার্দ্ধে ভবেন্মৃত্যু জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ৭৯ ॥

যদি অঙ্গুষ্ঠমূলের বাহ্যেতে দ্ব্যঙ্গুলে (অনামিকাতে) নাড়ী বহে, এমত নাড়ীতে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জানিবেন অর্দ্ধ প্রহরের পর মৃত্যু হয় ॥ ৭৯ ॥

ঐ রূপান্তর।

দ্ব্যঙ্গুলাদ্বাহ্যতোনাড়ী মধ্যে রেখাবহির্যদা।
সার্দ্ধপ্রহরকান্মৃত্যুর্জায়তে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৮০ ॥

যদি দুই অঙ্গুলের বাহ্যেতে নাড়ী মধ্যেতে রেখা হয়। এমত নাড়ীর ভাবে অর্দ্ধ প্রহরের পর মৃত্যু হয় ॥ ৮০ ॥

এবং সংখ্যাদিভেদেন নাড়ী জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।
স্বর্গেপি দুর্লভা বিদ্যা গোপনীয় প্রযত্নতঃ ॥ ৮১ ॥

এইরূপ সংখ্যাদি ক্রমে জ্ঞানী কর্তৃক জ্ঞেয়া এ বিদ্যা (অর্থাৎ নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা) স্বর্গেও দুর্লভা গোপনীয়া ও যত্নশীলা হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

অভিঘাতাদি রোগে নাড়ীর লক্ষণ।

ভারপ্রবাহমূর্চ্ছাভয়শোকপ্রমুখকারণ নাড়ীসংমূর্চ্ছি-
তাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতং ধত্তে ॥ ৮২ ॥

ভার বহন, কুন্থন, মূর্চ্ছা, ভয় ও শোকাদিকারণ নাড়ী সংমূর্চ্ছিতা জড়ের সম হয় পুনর্ব্বার জীবন অর্থাৎ স্বাভাবিক গতি ধারণ করে ॥ ৮২ ।

পতিতোসন্ধিতোভেদী নষ্টশুক্রশ্চ যোভবেৎ।
সাম্যতে বিস্ময়স্তস্য ন কিঞ্চিন্মৃত্যু কারণং ॥ ৮৩ ॥

পতিত ব্যক্তির সন্ধিস্থান, ভেদবিশিষ্ট ব্যক্তি, নষ্টশুক্র ব্যক্তি যে হয় সেই সমতা প্রাপ্ত হয়, তাহার বিস্ময় নাই, কিঞ্চিৎ মৃত্যুর কারণ নহে ॥ ৮৩ ॥

তথা ভূতাভিষঙ্গে হি ত্রিদোষবদুপস্থিতা।
সমাঙ্গা বহতে নাড়ী তথা ন চক্রমঙ্গতা ॥ ৮৪ ॥

ভূত অভিষঙ্গেতে ত্রিদোষের তুল্য উপস্থিতা নাড়ী বহে, সমান অঙ্গ বহে, যেমন তাদৃশ ক্রম প্রাপ্তা নহে ॥ ৮৪ ॥

অপমৃত্যুর্ন রোগাশ্চ নাড়ী তৎ সান্নিপাতবৎ ॥ ৮৫ ॥

যাহাতে অপমৃত্যু হয়, রোগ নহে, সেই নাড়ী সান্নিপাতিক নাড়ীর সদৃশ হয় ॥ ৮৫ ।

স্বস্থানহীনা শোকে চ হিমাক্রান্তে চ নির্গদা।
ভবন্তি নিশ্চলা নাড্যা নকিঞ্চিত্তত্রদূষণং ॥ ৮৬ ॥

শোকে যে নাড়ী স্বস্থান চ্যুতা ও হিমাক্রান্তে নির্ব্যাধি হয়, নাড়ী সকল নিশ্চলা হয় তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই ॥ ৮৬ ॥

স্তোকং বাতকফং দুষ্টং পিত্তং বহতি দারুণং।
পিত্তস্থানং বিজানীয়াৎ ভেষজন্তস্য কারয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

(যে নাড়ীতে) বায়ু এবং কফ অল্প দোষিত, পিত্ত প্রবল ভাবে বহে, যে স্থলে পিত্তস্থান বিজ্ঞান করিয়া ঔষধ করাইবে ॥ ৮৭ ॥

অসাধ্য হীন নাড়ী।

স্বস্থানচ্যবনং যাবদ্ধমন্যা নোপজায়তে।
তৎস্থ চিহ্নস্য সত্ত্বেপি নাসাধ্যমিতি স্থিতি ॥ ৮৮ ॥

নাড়ীর স্বস্থান যাবৎ না হয়, সেই স্থানের চিহ্ন সত্ত্বেও অসাধ্য নহে ॥ ৮৮ ॥

যদাযং ধাতুমাপ্নোতি তদা নাড়ী তথা গতিঃ।
তথাহি সুখসাধ্যত্বং নাড়ীজ্ঞানেন বোধ্যতে ॥ ৮৯ ॥

যে সময়ে নাড়ী যে ধাতু প্রাপ্ত হয়, তৎকালে নাড়ীর তদ্রূপ গতি হয়। সেইরূপ সুখসাধ্য নাড়ীজ্ঞানের দ্বারা অনুভব করিবে ॥ ৮৯ ॥

নাড়ী যথা কালগতি স্ত্রয়াণাং প্রকোপ-
শান্ত্যাদিভিরেতৎ ভূয়ঃ ॥ ৯০ ॥

দোষত্রয়ের যে কাল তৎকালে নাড়ীর গতি তদ্রূপ হয়, পুনর্ব্বার দোষত্রয়ের প্রকোপ শান্তিতে সেইরূপ গতি (অর্থাৎ দোষ প্রকোপে ব্যাধিযুক্তা যে রূপ গতি) দোষ শান্তিতে প্রকৃতি গতি হইয়া থাকে। ৯০।

তৈলে গুড়াহারে মাষে চ লগুড়াকৃতিঃ।
ক্ষীরে চ স্তিমিতা বেগা মধুরে ভেকবদ্গতিঃ ॥ ৯১ ॥

তৈল এবং গুড় আহার করিলে নাড়ী পুষ্টি, মাষকলাই ভক্ষণ করিলে নাড়ী লগুড়াকৃতি অর্থাৎ লাঠির সদৃশ, দুগ্ধপান করিলে স্নিগ্ধগতি অথবা মন্দগতি এবং মধুর দ্রব্য সেবনে ভেকের ন্যায় গতি হইয়া থাকে। ৯১।

মধুরে বর্হির্গমনা তিক্তেস্যাৎ স্থূলতাগতি।
অম্লেকোষ্ণাপ্লবগতিঃ কটুকে ভৃঙ্গসন্নিভা ॥ ৯২ ॥

মধুর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নাড়ীর গতি ময়ূরের গতির সম, তিক্তে স্থূলগতি, অম্ল ভক্ষণ করিলে ঈষদুষ্ণগতি এবং কটু দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ভৃঙ্গের গতির সম গতি হইয়া থাকে। ৯২।

কষায়ে কঠিনা ম্লানা লবণে সরলা দ্রুতা।
এবং দ্বিত্রিচতুর্য্যোগে নানাধর্ম্মবতী ধরা ॥ ৯৩ ॥

কষায় রস সেবনে কঠিনাগতি অথচ ম্লানা, লবণ রসে সরলা এবং দ্রুতগতি হয়। এইরূপ দুই তিন কি চারি রস যোগে নানারূপ গতি ধরা হয়। ৯৩।

দ্রবেতি কঠিনা নাড়ী কোমলা কঠিনাশনে।
দ্রব্যদ্রবস্য কাঠিন্যে কোমলা কঠিনাপি চ ॥ ৯৪ ॥

দ্রবে নাড়ী কঠিনা হয়, কঠিনাশনে নাড়ী কোমল হয়, দ্রব এবং কঠিনে নাড়ীর গতি কোমলা ও কঠিনা হইয়া থাকে। ৯৪।

অম্লৈশ্চ মধুরৈশ্চৈব নাড়ী শীতা বিশেষতঃ।
চিপিটৈর্ভৃষ্টদ্রব্যৈশ্চ স্থিরা মন্দতরা ভবেৎ ॥ ৯৫ ॥

অম্ল এবং মধুরাম্ল ভক্ষণে নাড়ী শীতল হয়, চিপিটক ও ভৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণে নাড়ী স্থিরা এবং মন্দগতি হইয়া থাকে। ৯৫।

কুষ্মাণ্ডমূলকৈশ্চৈব মন্দমন্দা চ নাড়ীকা।
শাকৈশ্চ কদলৈশ্চৈব রক্তপূর্ণেব নাড়িকা ॥ ৯৬ ॥

কুষ্মাণ্ড এবং মূলক ভক্ষণে নাড়ীর মন্দমন্দ গতি হয়, শাক এবং কদলীতে রক্ত পূর্ণের তুল্য হইয়া থাকে। ৯৬।

মাংসাৎ স্থিরবহা নাড়ী দুগ্ধে শীতা বলীয়সী।
গুড়ৈঃ ক্ষীরৈশ্চ পিষ্টৈশ্চ স্থিরা মন্দবহা ভবেৎ ॥ ৯৭ ॥

মাংসের নাড়ী স্থিরবহা হয়, দুগ্ধে শীতলা ও বলবতী হইয়া থাকে, গুড় ক্ষীর এবং পিষ্টকে নাড়ীর গতি স্থিরা এবং মন্দবহা হয়। ৯৭।

গুড়রম্ভামাংসরুক্ষ শুষ্কতীক্ষ্ণাদি ভোজনাৎ।
বাতপিত্তাভিরূপেণ নাড়ী বহতি নিশ্চিতা॥ ৯৮॥

গুড়, রম্ভা, মাংস, রুক্ষ, শুষ্ক; এবং তীক্ষ্ণাদি দ্রব্য ভোজনে নাড়ী বাতপিত্ত পীড়ার ন্যায় বহিতে থাকে। ৯৮।

প্রাতস্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নেপ্যুষ্ণতান্বিতা।
সায়াহ্নেধাবমানাচ রাত্রৌ বেগবিবর্জ্জিতা॥ ৯৯॥

অধিক কাল রোগ বিবর্জ্জিত নাড়ী প্রাতে স্নিগ্ধময়ী, মধ্যাহ্নে উষ্ণা, সায়ংকালে বেগবতী এবং রাত্রিকালে বেগ রহিতা হইয়া থাকে। ৯৯।

প্রাকৃতিস্থা তু সা নাড়ী সদা জ্ঞেয়া ভিষগ্বরৈঃ।
অন্নগ্রহণ নাড়ীনাং ভবন্তি মন্থরপ্লবাঃ॥ ১০০॥

প্রাতঃকালাবধি নাড়ী নিয়মানুরূপিণী গতি যুক্তা হয়, সেই নাড়ী প্রকৃতিস্থা জানিবেন। অন্নগ্রহ দ্বারা নাড়ী সমূহের স্থূল অথচ মৃদুগতি ও ভেকগতি হইয়া থাকে। ১০০।

প্লবপ্রবলতাং যাতি জ্বর দাহাভিভুতয়ে।
সান্নিপাতিকরূপেণ ভবন্তি সর্ব্ববেদনা॥ ১০১॥

জলপ্লাবী ও প্রবলতা প্রাপ্তি নাড়ী জ্বর দাহগতিভূত নিশ্চিত হয়, সান্নিপাতিক রূপ দ্বার সমুদয় বেদনা যুক্তা হইয়া থাকে। ১০১।

জ্বরকোপেন ধমনী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ॥ ১০২॥

জ্বর কোপে নাড়ী উষ্ণা এবং বেগশীলা হইয়া থাকে। ১০২।

ঐ অন্যরূপ।

জ্বরেচ চক্রং যাবন্তি তথাচ মরুতপ্লবে।
রমণান্তে নিশিপ্রাত স্তপ্তাদপি শিখোপমা॥ ১০৩॥

জ্বর নাড়ী বক্র ও ধাবমানা হয়, বায়ু প্লবে, রমণান্তে, ও প্রাতঃকালে তপ্ত হইতে শিখার সদৃশা নাড়ী হয়। ১০৩।

দ্রুতা চ সরলা দীর্ঘা শীঘ্রপিত্তজ্বরে ভবেৎ।
শীঘ্রমাহননং নাড়ী কাঠিন্যাচ্চলতে তথা॥ ১০৪॥

পিত্তজ্বরে নাড়ী দ্রুতগতি, সরলা, দীর্ঘা, ও শীঘ্রগতি হয়। কঠিন দ্রব্যাপেক্ষা নাড়ী শীঘ্র-গতি চলে, যেমন কোন ব্যক্তিকে হনন করিবার জন্য লোক দ্রুতগামী হইয়া থাকে। ১০৪।

মলাজীর্ণেন নিতরাং স্পন্দনং পরিকীর্ত্তনং।
নাড়ী তন্তুসমা মন্দা শীতলা শ্লেষ্মদোষজা॥ ১০৫॥

মলের অজীর্ণতা হেতু নিয়ত নাড়ী স্পন্দিত হয়, সূতার সম মন্দগতি, শীতলা শ্লেষ্মাদোষ পূর্ণা হইয়া থাকে॥ ১০৫॥

চঞ্চলা তরলা স্থূলা কঠিনা বাতপিত্তজা।
ঈষচ্চদৃশ্যতে তৃষ্ণা মন্দাস্যাৎ শ্লেষ্মবাতজা॥ ১০৬॥

চঞ্চলা, তরলা ও স্থূলগতি কঠিনা বাতপিত্তাত্মিকা নাড়ী, অল্প উষ্ণান্বিতা, মৃদুগতি বাত-শ্লেষ্মভবা নাড়ী হইয়া থাকে॥ ১০৬॥

নিরন্তরং খরং রুক্ষং মন্দশ্লেষ্মাতিবাতলং।
রুক্ষবাত ভবেত্তস্য নাড়ীস্যাৎ পিত্তসন্নিভা॥ ১০৭॥

অল্পশ্লেষ্মা প্রবল বায়ু দ্বারা নাড়ী সর্ব্বদা খর ও রুক্ষ বহে, রুক্ষবায়ুতে নাড়ী পিত্তাকার হইয়া থাকে॥ ১০৭॥

সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরা মন্দা নাড়ী সহজবাতজা।
স্থূলা চ কঠিনা শীঘ্রা স্পন্দনে তীব্র মারুতে॥ ১০৮॥

স্বাভাবিক বাতজ নাড়ী অকঠিনা, সূক্ষ্মা, স্থিরা ও মন্দগমনা হয়। তীব্রমারুতে অর্থাৎ স্বভাবের অনুরূপ বায়ু প্রকোপে নাড়ী স্থূলা এবং অকোমলা দ্রুতগমনা ও বক্রগতি থাকিয়া এই প্রকার গতিবিশিষ্টা হয়॥ ১০৮॥

জ্বর প্রকোপে ধমনী সোষ্ণা বেগযুতা ভবেৎ॥ ১০৯॥

জ্বর প্রকোপে নাড়ী উষ্ণা হইয়া বেগবতী হইয়া থাকে এবং স্বভাব স্পন্দন অপেক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া গমন করে॥ ১০৯॥

মধ্যকরে বহেন্নাড়ী যদি সন্তাপিত ধ্রুবং।
তদা ন্যূনং মনুষ্যাণাং রুধিরা পুন্বিতামলাৎ॥ ১১০॥

যদি মধ্যমাঙ্গুলিতে নাড়ী সন্তাপিতা হয়, তাহা হইলে দুষ্ট শোণিত কোপ জানিতে হইবে॥ ১১০॥

ভূতজ্বরে সেক ইবাতি বেগা ধাবন্তি
মাডোহি যথাব্ধিগামাঃ॥ ১১১॥

ভূতজ্বরে নাড়ী তাপিতা জলপ্লুতা হইয়া অর্থাৎ উত্তপ্ত জলসিক্ত রজ্জুর সম সমুদ্রগা, নদীর ন্যায় ধাবিত হইয়া থাকে॥ ১১১॥

ঐকাহিকেন বচন প্রদূরে ক্ষীণাস্তগামা বিষমজ্বরেণ।
দ্বিতীয়কে বাথ তৃতীয়তুর্য্যে গচ্ছন্তি তপ্তা ভ্রমসিবৎ
ক্রমেণ॥ ১১২॥

বিষমজ্বরে ঐ কাহিক জ্বরে নাড়ী কোন স্থানে ক্ষীণান্তগামিনী হইয়া থাকে, অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্বে গমন করে, এবং দ্বিতীয়ক তৃতীয়ক এবং চাতুর্থিক জ্বরে তপ্ত হইয়া ক্রমে সম গমন করিয়া থাকে ॥ ১১২ ॥

ক্রোধজে সঙ্গলগ্নাঙ্গা সসঙ্গা কামজে জ্বরে।
উষ্ণাবেগধরা নাড়ী জ্বরকোপে প্রজায়তে ॥
উদ্বেগক্রোধকামেষু ভয়চিন্তাশ্রমেষু চ।
ভারক্ষীণগতির্নাড়ী জ্ঞাতব্যা বৈদ্যসত্তমৈঃ ॥ ১১৩ ॥

ক্রোধ জ্বরে কখন কখন আবৰ্জ্জিত দেহ নাড়ী হয় অর্থাৎ দেহ ছাড়া সম গমন করে। কামজজ্বরে যেন অন্য আর একটা নাড়ীযুক্তা হইয়া গমন করে এবং বিষম জ্বরে উষ্ণা হইয়া শীঘ্রগতিবিশিষ্টা নাড়ী হয় এবং উদ্বেগ অর্থাৎ কাম এবং বৈরাগ্য ইহাতে কোপ ভয়, চিন্তা-শ্রমে নাড়ীভাব ক্ষীণগমন অর্থাৎ স্বাভাবিক হইতে ক্ষীণ হইয়া গমন করিয়া থাকে। এই ক্ষীণতা কৃশতাদ্বারা উদ্ভব হয় এমত জানিতে হইবে ॥ ১১৩ ॥

জ্বরে চ রমণে নাড়ী ক্ষীণাঙ্গা মন্দগামিনী।
জ্বরে কামার্ত্তরূপেণ ভবন্তি বিকলাঃ শিরা ॥ ১১৪ ॥

জ্বরে স্ত্রীসংসর্গ করিলে নাড়ী ক্ষীণদেহা ও মৃদুগমনা হইয়া থাকে এবং জ্বরে কামাতুর হইলে নাড়ী বিকলা হইয়া উঠে ॥ ১১৪ ॥

ব্যায়ামে ভ্রমণে চৈব চিন্তয়া ধনশোকতঃ।
নানাপ্রকারগমনং শিরা গচ্ছতি বিজ্বরে ॥ ১১৫ ॥

শ্রমে, ভ্রমণে, শাস্ত্রাদি চিন্তনে, ধনশোকে এবং বিজ্বরে নাড়ী বহুরূপে বহিয়া থাকে অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে এক এক রূপে গতি করে ॥ ১১৫ ॥

অজীর্ণেন ভবেন্নাড়ী কঠিনা পরিতো জড়া।
প্রসন্না তু দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতা চ প্রবর্ত্ততে ॥ ১১৬ ॥

আমাজীর্ণ পক্বাজীর্ণ সকলই নাড়ী কঠিনা অকোমলা ও উভয় পার্শ্বে জড়া অর্থাৎ অপৃথকভূতা ও প্রসন্না অর্থাৎ কখন সুস্থিরা গতি, কখন কখন দ্রুতগতি, কখন শুদ্ধা অর্থাৎ দোষরহিতা এবং ত্বরিতা অর্থাৎ দ্রুতগামিনী হইয়া থাকে ॥ ১১৬ ॥

পক্বাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বহেত্তু যা।
অসৃক্পূর্ণা ভবেৎ কোষ্ণা গুর্ব্বি সামা গরীয়সী ॥ ১১৭ ॥

পক্বাজীর্ণ নাড়ী পুষ্টিহীনা হইয়া মৃদু মৃদু গমন করিয়া থাকে। রক্তপূর্ণা হইলে ঈষৎ উষ্ণা ও আমাজীর্ণ হইলে গুরুতরা এবং স্থূলাভাব ধারণ করে ॥ ১১৭ ॥

তৃষিতস্য স্থিরা জ্ঞেয়া চপলা ক্ষুধিতস্য চ।
মন্দাগ্নে ক্ষীণ ধাতোশ্চ নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ ॥ ১১৮ ॥

আহারাদি করিলে সুখীব্যক্তির নাড়ী স্থিরা হইয়া গমন করে, অর্থাৎ মৃদুগমনা হয় ও ভোজনাজীর্ণ হইলে স্থূলাও হয় এবং ক্ষুধার্ত্তা ব্যক্তির নাড়ী চপলা অর্থাৎ চঞ্চলা হইয়া থাকে॥ ১১৮॥

মন্দাগ্নৌ ক্ষীণতাং যাতি নাড়ী হংসাকৃতি তথা॥ ১১৯॥

মন্দাগ্নিতে নাড়ী ক্ষীণা এবং হংসের গতির সম গতিযুক্তা হয়॥ ১১৯॥

অমাশয়ে পুষ্টিবিবর্দ্ধনেন ভবন্তি
নাড্যো ভুজগৈকবৃত্তাঃ॥ ১২০॥

আমাশয়ে নাড়ী পুষ্টিবর্দ্ধন হেতু সর্পের গতির সম গতি বিশিষ্টা হইয়া থাকে॥ ১২০॥

ক্কচিৎ প্রকরণোল্লেখাৎ ক্কচিদৌচিত্যমাত্রতঃ।
ক্কচিদ্দেশাৎ ক্কচিৎ কালাৎ সংকীর্ণ নির্ণয়োভবেৎ॥
জলেস্থলেহন্তরীক্ষেবা প্রসিদ্ধা যস্য যা গতিঃ।
সৈবোপমানমাত্রস্যাৎ প্রসিদ্ধগুণযোগতঃ॥
নাড়ীপরিচয়দ্বারং প্রায়শো নৈব দৃশ্যতে।
তেন ধনৈর্ম্ময়োক্তং যত্তৎ সমাধেয়মুত্তমৈঃ॥
ন শাস্ত্র পঠনাদ্বাপি শশ্বদধ্যয়নাদপি।
স্পর্শনাদিযোগাভ্যাসং বিনা নাড়ী বিবেকভাক॥
নাড়ীগতিরিয়ং জ্ঞাতুং যোগাভ্যাসবদেকতঃ॥
শক্যতে নান্যথা চান্যৈ র্বৃহস্পতিসমৈরপি॥ ১২১॥

কোথাও প্রকরণ উল্লেখাধীন, কোথাও উচিতহেতু, কোথাও দেশকাল ভেদে সঙ্কীর্ণ নির্ণয় হইয়া থাকে। জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে অর্থাৎ জলচর স্থলচর ও খেচর, ইহাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ গতি প্রসিদ্ধ আছে, এবিষয়ে প্রসিদ্ধ গুণ যোগ বশত সেই গতিই উপমান জানিতে হইবে। নাড়ীর পরিচয়ের উপায় সচরাচর দৃষ্টি হয় না, একারণ ধন্য যে শ্রেষ্ঠ মহাশয়েরা সমাধান করিতে সমক্ষ হন। শাস্ত্র পঠনাধীন, অথবা চিন্তাকরণাধীন, কোন ক্রমেই স্পর্শনাদি যোগ শিক্ষা না করিলে নাড়ীজ্ঞান উপলব্ধি হইতে পারে না, একারণ এই নাড়ীর গতিজ্ঞান যোগশিক্ষা প্রায় স্পর্শনাদি সর্ব্বদা শিক্ষা করিলে নাড়ীজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহা ভিন্ন বৃহস্পতি সম ব্যক্তিও নাড়ী অবরোধ করিতে ক্ষমতাশীল হন না॥ ১২১॥

নাড়ীজ্ঞান সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্থূলনাড়ীজ্ঞান।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে নাড়ীজ্ঞান লিখিত হইয়াছে, তাহা যে পাঠমাত্রে তাহা হইতে সারগ্রহণ করা যায়, তাহা সাধারণ ব্যক্তির সাধ্য নহে। সাধারণের বোধগম্যের জন্য স্থূল নাড়ীজ্ঞান লিখিত হইল।

তর্পয়ন্তি স্বকৃদেহে চ ব্যাঘাতৈর্গতিভেদতঃ।
চঞ্চলা তেজঃপুঞ্জা চ দুর্ব্বলা ক্ষীণদা ধীরা ॥

নাড়ী সমূহ কেবল রক্তই বহন করিয়া থাকে, রক্তের ব্যাঘাতে গতিরও অন্যথা হয়। চঞ্চলাগতি, তেজঃপুঞ্জাগতি, দুর্ব্বল অর্থাৎ ক্ষীণাগতি এবং ধীরাগতি (এই চারিপ্রকার গতি নিশ্চিত আছে।)

চঞ্চলাগতি নাড়ী।

রক্তোষ্ণে শিগ্রগা নাড়ী জ্বরেচ চঞ্চলা ভবেৎ।

রক্ত উষ্ণ হইলে নাড়ী শীঘ্র গমন করে, এবং জ্বররোগেও সেইরূপ চলিয়া থাকে।

তেজঃপুঞ্জাগতি নাড়ী।

জ্বরারম্ভে তথা বাতে তেজঃপুঞ্জাগতি শিরা।

জ্বর আরম্ভকালীন এবং বাতরোগে নাড়ীর তেজঃপুঞ্জাগতি হইয়া থাকে।

দুর্ব্বলা অর্থাৎ ক্ষীণাগতি নাড়ী।

দুর্ব্বলে জ্বররোগে চ অতিসারে প্রবাহিকে।
দুর্ব্বলা ক্ষীণদা নাড়ী প্রবলা প্রাণঘাতিকা ॥

দুর্ব্বল রোগে, জ্বররোগে, অতিসার রোগে এবং ওলাউঠা রোগে নাড়ী ক্ষীণা এবং দুর্ব্বলাগতি হইয়া থাকে, সেই দুর্ব্বলা নাড়ী এককালে প্রবলা হইয়া উঠিলে প্রাণঘাতিকা হয়।

ধীরাগতি নাড়ী।

বহুকালগতা রোগা সা নাড়ী ধীরগামিনী।

বহুকাল গত রোগ হইলে তাহাতে নাড়ীর ধীরাগতি হইয়া থাকে।

ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।

ক্ষীণের পর নাড়ী এককালে বলবতী হইয়া উঠিলে সেই নাড়ীকে প্রাণঘাতিকা জানিতে হইবে।

স্ত্রী এবং পুরুষদিগের নাড়ী নির্ণয়।

বামভাগে স্ত্রিয়া যোজ্যা নাড়ীপুংসস্তু দক্ষিণে।
ইতি প্রোক্তা ময়া দেবি সর্ব্বদেহেষু দেহিনাং॥

(শিব ভগবতীকে কহিতেছেন) হে দেবি! (ভগবতি) বামভাগে স্ত্রীলোকের এবং দক্ষিণভাগে পুরুষের নাড়ী যোজনীয়া জানিবে। সকল দেহেতে দেহীদিগের এইরূপ জানিতে হইবে।

নাড়ীজ্ঞানের প্রকার।

তৈলাভ্যঙ্গে চ সুপ্তে চ তথা চ ভোজনান্তরে।
তথা ন জ্ঞায়তে নাড়ী যথা দুর্গতরা নদী॥

তৈল মর্দ্দনান্তে, নিদ্রিতকালে এবং আহারান্তে নাড়ীজ্ঞান হয় না। যেরূপ দুর্গতরা নদী বেগবতী ভাবে বিরাজিতা আছে, তত্তৎকালে নাড়ীও তদ্রূপ বেগবতী হইয়া থাকে।

নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা বায়ু পিত্ত এবং কফপ্রবল রোগ সমূহের সাধ্য এবং অসাধ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। স্থূলা এবং সূক্ষ্মা প্রভেদে সাড়ে তিন কোটী নাড়ী দেহীদিগের নাভীমূল নিবদ্ধা আছে। ঐ সকল নাড়ী বক্রা, ঊর্দ্ধা এবং অধঃস্থিতা হইয়া রস দ্বারা দেহকে তর্পণ করিয়া থাকে; যেরূপ নদী সকল জলদ্বারা জলনিধির তৃপ্তি সাধন করে।

পূর্ব্বোক্ত নাড়ী সকলের মধ্যে ১০৭২টী নাড়ীকে স্থূলা জানিতে হইবে। উহার মধ্যে ৭০০ সাতশত নাড়ী সূক্ষ্মছিদ্রযুক্তা; এই সকলের মধ্যে ২৪ চব্বিশটী নাড়ী ব্যক্তা। এবং ঐ ২৪টীর মধ্যে ১৪টীকে প্রধানা জানিবে। যথা,—"ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, সরস্বতী, গান্ধারী, হস্তীজিহ্বা, কুহু, পূষা, যশস্বিনী, চারণা, অলম্বুষা, বিশ্বা, শঙ্খিনী এবং পয়স্বিনী।"

পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ নাড়ী প্রাণকে বহন করিয়া থাকে, উহাদিগের মধ্যে তিনটী নাড়ী প্রধানা। যথা,—ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না; সুষুম্না নাড়ীকে ইড়া এবং পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ীর মধ্যস্থিতা জানিতে হইবে।

হস্ত পদ, কণ্ঠ এবং নাসিকায় আট প্রকার নাড়ী নির্দ্দিষ্ট আছে। দুই হস্তে দুই, দুই পদে দুই, কণ্ঠদেশের দুইদিকে দুই এবং নাসিকার দুইদিকে দুই। পদের গুল্ফ মধ্যে যে নাড়ী তাহার পরিমাণ দুই অঙ্গুলি, হস্তের কোষ্ঠান্তে মণিবন্ধে যে নাড়ী তাহার পরিমাণ দুই অঙ্গুলি, নাসামূলে যে নাড়ী, তাহার পরিমাণ তিন অঙ্গুল এবং কণ্ঠে যে নাড়ী তাহার পরিমাণ দুই অঙ্গুলি।

নাভি, ওজ, গুহ্যদ্বার, শুক্র, শোণিত, শঙ্খদ্বয়, মস্তক, ভুজোপরিভাগ এবং হৃদয়; এই দশ প্রাণের স্থান জানিতে হইবে।

ভুক্তাহার আমাশয়ে স্থিতি করে, পক্কাশয়ে পরিপাক হয় এবং পক্কাশয়ের উপর অগ্নি অবস্থিতি করে।

বাতাত্মিকা নাড়ীর গতি।

নাড়ী স্পর্শ করিবামাত্র যে নাড়ীর কুটীলাগতি অনুভব হয়, তাহাকে বাতাত্মিকা নাড়ী বলে। বায়ুর কুটীলাগতি হেতু বাতাত্মিকা নাড়ীরও কুটীলা গতি হয়। জলৌকা অর্থাৎ জেঁাক এক তৃণ হইতে অপর তৃণে গমন করিলে তাহার যেরূপ গতি হয় এবং সর্পের গমনকালীন যেরূপ গতি হইয়া থাকে, বাতাত্মিকা নাড়ীরও তদ্রূপ বক্রগতি জানিতে হইবে।

পিত্তাত্মিকা নাড়ীর গতি।

রোগীর সর্ব্বশরীর উত্তপ্ত এবং হস্ত ও পদ প্রভৃতি অগ্নির ন্যায় জ্বালাযুক্ত করিয়া যে নাড়ী তিত্তির পক্ষীর গমন তুল্য চঞ্চলা গতি হয়, তাহাকে পিত্তাত্মিকা নাড়ী বলে।

কফাত্মিকা নাড়ীর গতি।

হংস এবং কপোতের তুল্য যে নাড়ীর মন্দ মন্দ গতি হয়, তাহাকে কফাত্মিকা নাড়ী কহে। কিন্তু সামান্য কফে হংস এবং কপোতের গতির ন্যায় নাড়ীর গতি হয়, অধিক কফে নাড়ী স্তম্ভের তুল্য অনুভব হইয়া থাকে। অথবা পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোক যেমত ধীরে ধীরে গমন করে, কফাত্মিকা নাড়ীর গতিও তদ্রূপ হয়।

দ্বন্দ্বজ নাড়ীর গতি।

পূর্ব্বোক্ত কফ এবং পিত্তের লক্ষণ মিলিত দেখিলে কফ পিত্তদ্বন্দ্বজ কফ এবং বায়ুর লক্ষণ মিলিত দেখিলে বাতশ্লৈষ্মিক দ্বন্দ্বজ এবং বায়ু পিত্তের লক্ষণ মিলিত দেখিলে বাত-পৈত্তিক দ্বন্দ্বজ অনুভব করিতে হইবে।

সান্নিপাতিক নাড়ীর গতি।

যে স্থানে বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনের লক্ষণ মিলিতরূপে এককালে অনুভূত হইয়া থাকে; যে নাড়ী ক্ষণে অনুভূত, ক্ষণে বিলুপ্ত, ক্ষণে কুটীলাগতি এবং ক্ষণে স্থিরাগতি হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক ত্রিদোষাত্মিকা নাড়ী বলা যায়।

জ্বরযুক্ত নাড়ীর গতি।

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির নাড়ী তাপযুক্তা এবং ধাবমানা হইয়া থাকে।

স্থূলনাড়ীজ্ঞান।

বাতিকে বক্রগতি, পিত্তে অধিক চঞ্চলা এবং কফে স্থিরা এবং মৃদুগতি হইয়া থাকে।

স্থূলনাড়ীজ্ঞান সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

জিহ্বা মূত্র ও নাসিকা পরীক্ষা।

জিহ্বা পীতা খরস্পর্শা স্ফুটিতা মারুতাঽধিকা।
রক্তাশ্যাবা ভবেৎ পিত্তে কফে শুক্লাঘনাদ্রবা॥
কৃষ্ণাবিশা কটা সূক্ষ্মা সান্নিপাতাত্মিকে তু সা।
মিশ্রিতে মিশ্রিত জ্ঞেয়ং লিপ্তালক্ষণবর্জ্জিতা॥
মনুষ্যানাং ভবেদ্‌ঘোরা জিহ্বাবিষং বিসর্পিণী॥

জিহ্বা সরু কি পাতলা, গোজিহ্বাবৎ, উখারমত ধার ও স্ফোটকযুক্ত হইলে বাতজরোগ, জিহ্বা রক্তবর্ণ হইলে পিত্তজরোগ,—জিহ্বা শুক্লবর্ণ, মোটা এবং জলযুক্ত হইলে কফজ-রোগ, জিহ্বা উভয় লক্ষণ মিলিত হইলে দ্বন্দ্বজরোগ জানিতে হইবে। জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ অথচ কুঞ্চিত হইয়া টাকরায় যায়, কটাবর্ণ ও সূক্ষ্ম হইলে সান্নিপাতিক রোগ। পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ মিলিত ও মুখ হইতে লম্বা জিহ্বা বহিষ্কৃতা হইলে কিম্বা উলটীয়া পড়িলে কি বিকৃতরূপ দেখিলে তাহা দোষাত্মক দ্বন্দ্বজরোগ, তাহাতে রোগীর মৃত্যু অতি সত্বরেই হয়।

মূত্র পরীক্ষা।

রোষার্থমূত্রে শুচিভাজনস্থে তৈলং নিষিক্তং কিলবিন্দুমাত্রং।
বিস্তারিদিস্ফোটি ঘনং নিমগ্নং বাতেতি পৈত্তেতি কফে ত্রিদোষে॥
বাতেন পাণ্ডুবিন্দ্বত্রং সফেণং কফ রোগিনাং।
রক্তবর্ণ ভবেৎ পিত্তে দ্বন্দ্বজে তত্র মিশ্রিতে॥
কৃষ্ণাভং সন্নিপাতেস্যাৎ মূত্রে বর্ণমিতি স্মৃতং।
পূর্ব্বাস্যাং বর্দ্ধতে বিন্দুরচিরাৎ সুখমেধতে॥
দক্ষিণস্যাং তথা জ্ঞেয়ং আরোগ্যঞ্চ ক্রমাদ্ভবেৎ।
পশ্চিমে ভ্রমতে বিন্দুঃ সুখারোগ্য প্রচক্ষ্যতে॥
উত্তরে চ তথারোগ্যং জানীয়াৎ ব্যাধি পীড়িতং।
ঐশান্যাং বর্দ্ধতে বিন্দুঃ জ্বরী মাসিবিনশ্যতি॥
আগ্নেয্যাঞ্চ তথা জ্ঞেয়ং নৈঋর্ত্যাং প্রসরেদ্‌যদা।
বিচিত্রঞ্চ ভবেৎ পশ্চাৎ ধ্রুবং মরণমাদিশেৎ॥
বায়ব্যাং প্রসবেদ্বিন্দুঃ সুধারিতং বিনশ্যতি।
তাসতে মজ্জতে বিন্দুর্দ্রবতে যঃ পুনঃ পুনঃ॥
মৃতবদপি রোগীতু জীবতি নাত্র সংশয়ঃ॥

মৃত্তিকার নূতন সরায় রোগীর মূত্র রাখিয়া তাহাতে এক ফোঁটা তৈল নিক্ষেপ করিয়া দেখিবে, যদি সেই তৈল ভাসিয়া বেড়ায় তাহা হইলে বায়ু ঘটিত পীড়া অনুভব করিতে হইবে। যদি এই তৈল বিন্দু বিন্দু হইয়া ছড়িয়া বেড়ায়, তাহা হইলে পিত্ত ঘটিত পীড়া অনুভব করিতে হইবে। যদি ঐ তৈল গাঢ় হইয়া স্থিরভাবে থাকে, তাহা হইলে কফ ঘটিত পীড়া জানিবে। যদি ঐ তৈল মূত্রে ডুবিয়া পশ্চাৎ ভাসিয়া উঠে, তাহা হইলে সন্নিপাত ঘটিত পীড়া অনুভব করিতে হইবে। বাতজরোগে মূত্র পাণ্ডুবর্ণ, পিত্তজরোগে রক্তবর্ণ, কফজরোগে ফেণাযুক্ত, দ্বন্দ্বজে মিশ্রিতবর্ণ এবং সান্নিপাতিক রোগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। যদি তৈলবিন্দু মূত্র হইতে পূর্ব্বদিকে যায়, তাহা হইলে রোগ আশু আরোগ্য হয়। দক্ষিণে যাইলে ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে, পশ্চিমে যাইলে সামান্য চিকিৎসাতে আরোগ্য উপলব্ধি হয়। উত্তরে যাইলে ক্রমশঃ রোগ সাম্য হয়। ঈশানে এবং অগ্নিকোণে যাইলে এক মাসের মধ্যে রোগীর জীবন নষ্ট হয়। নৈর্ঋতে গিয়া যদি চিত্র বিচিত্র হয়, তাহা হইলেও রোগী মৃত্যুলাভ করে। বায়ুকোণে গেলেও মৃত্যু উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ তৈলবিন্দু পুনঃ পুনঃ ডুবে এবং ভাসিয়া উঠে অথবা মিশ্রিত হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগী মৃত্যুবৎ হইয়াও জীবন প্রাপ্ত হয়।

নাসিকা পরীক্ষা।

শুক্লা শুষ্কা গুরুশ্রাবা লিপ্তলুপ্তা চ নাসিকা।
নাসিকা মণ্ডবিকৃতা সংবৃতা পিত্তকা চিতা॥
উচ্চ বা স্ফুটিত স্থানা মরণায় ভবেন্নৃণাং॥

নাসিকা শ্বেতবর্ণ কি শাকবর্ণ শুষ্ক কিম্বা মোটা অথবা হেলিয়া পড়া কি বসিয়া যাওয়া, ঘ্রাণশক্তি রহিত হওয়া, স্ফুটিতা কি অন্য কোন পীড়াযুক্ত হওয়া কিম্বা নাসাগ্রে বিজাতীয় স্ফোটক জন্মায়; এই সকল লক্ষণ দর্শন করিলে রোগীর মৃত্যু অনুভব করিতে হইবে।

(জিহ্বা, মূত্র ও নাসিকা পরীক্ষা সমাপ্ত)

চিকিৎসা-দর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

রোগ নির্ণয়।

রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে ॥

দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত এবং কফ এই তিনের বিষম ভাগ রোগ, অর্থাৎ দোষের বিকৃতাবস্থা অর্থাৎ স্বভাবের বিপরীত। বায়ু, পিত্ত, এবং কফ স্বভাব থাকিলে অরোগ। রোগ যাবতীয় মনুষ্য আদি জীবমাত্রেরই দুঃখদায়ক।

রোগের কার্য্য।

রোগঃ কার্শ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্য চেষ্টাহরা।
ধাত্বিন্দ্রিয়শক্তিক্ষয়করাঃ সর্ব্বাঙ্গ পীড়াকরা ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমং।
রোগাস্তস্য নিহন্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ ॥

রোগ দেহকৃশকারক, বলক্ষয়কারক, চেষ্টাহারক, দৃষ্টি আদি ইন্দ্রিয়শক্তিনাশক এবং সমস্ত দেহপীড়াকারক জানিবে।

রোগ চারি প্রকার।

তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।
মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেপি কায়িকাঃ ॥

স্বাভাবিক, আগন্তুজ, মানসিক এবং কায়িক, (এই চারি প্রকার রোগ কথিত আছে)।

স্বাভাবিক রোগ।

শরীর স্বভাবে উৎপত্তি; সহজ রোগ। যথা—জন্মান্ধ, জন্মবধির ইত্যাদি।

আগন্তুজ রোগ।

অভিঘাতাদি জনিত। যথা—শস্ত্র কিম্বা লোষ্ট্রাঘাত অথবা উচ্চস্থান হইতে নিপতিত জন্য যে রোগ, কি অভিশাপ অর্থাৎ মারণ-মন্ত্রাদি দ্বারা যে রোগ উৎপত্তি হয়।

মানসিক রোগ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, খলতা, বিষাদ, দ্বেষ হিংসা এবং মাৎসর্য্য আদি মনোব্যাপার হেতু উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, প্রমত্ত এবং সংন্যাস ইত্যাদি।

কায়িক রোগ।

জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অর্শ, অজীর্ণ এবং বিসূচিকা ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার সমস্ত রোগের নাম এবং লক্ষণাদি আয়ুর্ব্বেদে এবং মাধব করের নিদান গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

রোগ তিন প্রকার।

কর্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তিচাপরে।
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥

কর্ম্মজ, দোষজ এবং কর্ম্মদোষজ অর্থাৎ কর্ম্ম এবং দোষ উভয় মিলিত।

কর্ম্মজ রোগ।

অধিক দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত অভাব হেতু এই রোগ উৎপত্তি হয়।

দোষজ রোগ।

বায়ু পিত্ত এবং কফ স্ব স্ব হেতু দ্বারা কুপিত হইলে এই রোগ উৎপত্তি হয়।

কর্ম্মদোষজ রোগ।

পূর্ব্বকর্ম্ম হেতু দোষজ সহ মিলিত হইয়া এই রোগ উৎপত্তি হয়।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ রোগের লক্ষণ।

যথা শাস্ত্রন্তু নির্ণীতা যথাব্যাধিচিকিৎসিতা।
ন শমং যান্তি যে রোগা স্তে জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মজা বুধৈঃ ॥

যে রোগ যথাশাস্ত্রমত নির্ণয় এবং যথাশাস্ত্রমত চিকিৎসা দ্বারা উপশম না হয়, পণ্ডিতেরা সেই রোগকে কর্ম্মজ রোগ বলিয়া বর্ণন করেন।

দোষজ রোগের লক্ষণ।

মিথ্যাহারবিহারে চ কুপিতা দোষজা মতা।

মিথ্যা আহার ও মিথ্যা বিহার জন্য দুষ্টবাতাদি ঘটিত যে রোগ, তাহাকে দোষজ রোগ জানিতে হইবে।

কর্ম্মদোষজ রোগের লক্ষণ।

স্বল্পদোষা গরীয়াংসস্তে জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মদোষজাঃ।

সামান্য দোষে গুরুতর রোগ উৎপত্তি হইলে, সেই রোগকে কর্ম্মদোষজ জানিতে হইবে।

কর্ম্মজ, দোষজ এবং কর্ম্মদোষজ রোগ ক্ষয়ের উপায় নিদর্শন।

কর্ম্মক্ষয়াৎ কর্ম্মকৃতা দোষজাঃ স্বস্থ ভেষজৈঃ।
কর্ম্মদোষোদ্ভবা যান্তি কর্ম্মদোষক্ষয়াৎক্ষয়ং॥

কর্ম্মজব্যাধি—কর্ম্মক্ষয় হইলেই উপশম হয়। দোষজব্যাধি—দোষোচিত ঔষধ দ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং কর্ম্মদোষজব্যাধি—কর্ম্ম এবং দোষের যথামত কার্য্যে আরোগ্য হইয়া থাকে।

রোগ উৎপত্তি হইয়া ত্রিবিধ হয়।

সাধ্যা যাপ্যা অসাধ্যাশ্চ ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ।

সাধ্য, যাপ্য এবং অসাধ্য; এই ত্রিবিধ রোগ জানিতে হইবে।

সাধ্য রোগের প্রভেদ কথন।

সুখসাধ্য কষ্টসাধ্যো দ্বিবিধঃ সাধ্য উচ্যতে।

সাধ্যরোগ দ্বিবিধ। যথা—সুখসাধ্য এবং কষ্টসাধ্য। সুখসাধ্য—ঔষধ পথ্যাদির দ্বারা আশু আরোগ্য হয়। কষ্টসাধ্য—যাপ্য হয় অর্থাৎ পথ্যাদি দ্বারা সমতা লাভ করে।

অসাধ্য রোগের প্রভেদ কথন।

অসাধ্যাঃ দ্বিবিধারোগাঃ স্থায়িমরণমেবচ।

অসাধ্য রোগ দ্বিবিধ। বহুকালস্থায়ী এবং মৃত্যুরূপাখ্যা।

যাপ্য রোগের প্রভেদ কথন।

যাবদীয়স্তু তং বিদ্যাৎ ক্রিয়াধারয়তে হি তৎ।
ক্রিয়ায়ান্তু নিবৃত্তায়াং সদ্যোযশ্চ বিনাশকঃ।

যে রোগ উত্তম ক্রিয়াতে অর্থাৎ চিকিৎসাতে সমতা প্রাপ্ত হয় এবং ক্রিয়া না করিলে দ্বি হইয়া রোগীকে নষ্ট করে, সেই রোগ যাপ্য।

প্রাপ্ত ক্রিয়া ধারয়তি সুখিনং যাপ্যমাতুরং।
প্রপতিষ্য দিবাগারং স্তম্ভো যত্নেন যোজিতঃ॥

প্রাপ্তক্রিয়া অর্থাৎ চিকিৎসা প্রাপ্ত হইলে যাপ্যরোগ রোগীকে সুখী করিয়া থাকে, যেরূপ যত্নদ্বারা স্তম্ভ অর্থাৎ খুঁটি নিয়োজিত হইলে গৃহকে ধারণ করে।

সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তির্যাপ্যাশ্চাসাধ্যতাং তথা।
ঘ্নন্তি প্রাণান্ হি সাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতাং॥

সাধ্যরোগ মন্দ চিকিৎসা দ্বারা যাপ্য হইয়া উঠে। যাপ্যরোগ মন্দ চিকিৎসাতে অসাধ্য হয়। অর্থাৎ তাহাতে কুক্রিয়াকারী মনুষ্যদিগের প্রাণনষ্ট হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রোগ নির্ণয় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈদ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রাতঃকৃত্য সমাচারঃ কৃত্যাচারপরিগ্রহং।
সুখাসীনঃ সুখাসীনং পরীক্ষার্থমুপাচরেৎ॥
ত্বচ সূক্ষ্মাদি ভেদেন নাড়ীজ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।
স্বর্গেপি দুর্লভা বিদ্যা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ॥
যাবৎ কণ্ঠাগত প্রাণাঃ যাবন্নাস্তি নৈরিন্দ্রিয়ং।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলাগতি॥

সদ্বৈদ্য বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক নাড়ীর লক্ষণ বিদিত হইবেন। এই বিদ্যা সুরলোকেও অত্যন্ত দুর্ল্লভ এবং গোপনীয়া। যে পর্য্যন্ত কণ্ঠাগত প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতা থাকিবে, তাবৎকালাবধি চিকিৎসা করা বিধেয়; যেহেতু কালের কুটিল গতি হইয়া থাকে।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত তদনন্তরমৌষধং।
ততঃ কর্ম্ম ভিষকপশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥

চিকিৎসক প্রথমতঃ বিশেষ যত্ন সহকারে কি রোগ হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া তৎপশ্চাৎ ঔষধের গুণাগুণ বিবেচনা করতঃ জ্ঞানপূর্ব্বক ক্রিয়াচার অর্থাৎ চিকিৎসা করিবেন

দর্শনং স্পর্শনং প্রশ্নং ব্যাধিজ্ঞানং ত্রিধামতং।
দর্শনে মূত্রজিহ্বাদৌ স্পর্শনে নাড়িকাদিভিঃ॥
প্রশ্নৈর্দূতাভিবচনাৎ ত্রিভির্ব্ব্যাধি বিনির্ণয়ঃ॥

দর্শন, স্পর্শন এবং প্রশ্ন,—এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা ব্যাধি বিদিত হওয়া যায়। যথা,—মূত্র এবং জিহ্বাদি দর্শন, নাড়ী এবং ত্বগাদি স্পর্শন এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি ও দূত প্রভৃতিকে রোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করণ ; এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা রোগের নিরাকরণ করা হয়।

চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক এবং রোগী ; এই চারি চিকিৎসা বিষয়ের অঙ্গ বলিতে হইবে। যেহেতু চিকিৎসক যদি রোগ নিরাকরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার সে চিকিৎসা বিফল ; ঔষধ যদি যথাযোগ্যমতে প্রস্তুত না হয়, সে অসার ঔষধে কোন ক্রমেই রোগ উপশম হইতে পারে না। পরিচারক যদি রোগীকে যথা সময়ে ঔষধ প্রদান না করে এবং পরিচ্ছন্নরূপে না রাখে এবং চিকিৎসকের আদেশানুমত কার্য্য না করে, তাহা হইলে কোনক্রমেই উপকার উপলব্ধি হইতে পারে না, রোগী যদি চিকিৎসকের এবং পরিচারকের কথার বাধ্য না হয়, তবে সে চিকিৎসা দ্বারা কোনক্রমেই মঙ্গল লাভ হয় না।

আদৌ সর্ব্বেষু রোগেষু নাড়ীজিহ্বা চ মূত্রকং।
পরীক্ষেত ভিষগ্‌নৃণাং পশ্চাদ্রোগং চিকিৎসতে ॥

চিকিৎসক সকল রোগেই অগ্রে নাড়ী, জিহ্বা এবং মূত্র পরীক্ষা করতঃ তৎপর রোগের চিকিৎসা করিবেন।

নাড়ী স্পর্শের প্রকরণ।

চিকিৎসক রোগীর হস্তের কনুই আপনার বামহস্তের তলুকাতে রাখিয়া রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলীর সহ যে করসন্ধি আছে, তাহার নীচে আপনার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ আরোপ করিবেন ; তর্জ্জনী উর্দ্ধে, মধ্যমা মধ্যে এবং অনামিকাকে অধোভাগে রাখিয়া নাড়ী স্পর্শ করিবেন। স্ত্রীলোকের বামহস্ত এবং পুরুষের দক্ষিণহস্ত স্পর্শ করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করাই বিধেয়। কিন্তু ছিন্ন নাড়ীর সময়ে এ নিয়মটী স্থির থাকে না।

সমস্ত রোগের লক্ষণ এবং সকল রোগের ঔষধের প্রমাণ বলিতে পারেন, ঔষধ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, চিকিৎসাতেও উত্তমরূপ পটুতা আছে এবং আপনি সদাচারী, এই চারিগুণ বিশিষ্ট যে বৈদ্য তাহাকেই সদ্বৈদ্য বলা যায়।

শাস্ত্রদর্শী এবং বহুদর্শী যে বৈদ্য তাহাকেই সিদ্ধবৈদ্য বলা যায়, এই উভয় গুণের এক গুণ বিবর্জ্জিত হইলে যেরূপ এক পক্ষাভাবে পক্ষী উর্দ্ধে উড্ডীন হইতে পারে না, সেইরূপ সেই বৈদ্য চিকিৎসা কার্য্যে কোনক্রমেই দক্ষতা লাভ করিতে পারেন না।

আয়ুর্ব্বেদ, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ ভিন্ন যে ব্যক্তি চিকিৎসা করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিতে হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রের যুক্তি না জানিলে বৈদ্য বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন না ; একারণ বৈদ্যের তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করাও কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে বৈদ্যের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাত্মা মাধবকর কৃত রোগ নিদানের

পরিভাষার ভাষা।

জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং সংহারের কারণ, স্বর্গমোক্ষের দ্বার স্বরূপ এবং ত্রিলোকের আশ্রয়রূপ ভগবান ভূতভাবন দেবাদিদেব শিবকে প্রণাম করিয়া সদ্বৈদ্যগণের উপদেশানুসারে মুনিবর্গের বাক্যসমূহ সঙ্কলন পূর্ব্বক উপদ্রব, অরিষ্ট নিদানচিহ্ন এই সকলের সহিত রোগ নিশ্চয় (১) গ্রন্থ, মৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইতেছে (২) সামান্য বুদ্ধি এবং বিবিধ তন্ত্রাদি গ্রন্থের আলোচনাহীন বৈদ্যগণ এই গ্রন্থ দ্বারা অনায়াসে রোগ নিশ্চয় করিতে পারিবেন॥ ৩॥ বৈদ্যদিগের পাঁচ প্রকার রোগজ্ঞান প্রয়োজন হয়। প্রথম নিদান, দ্বিতীয় পূর্ব্বরূপ, তৃতীয় রূপ, চতুর্থ উপশম এবং পঞ্চম সংপ্রাপ্তি॥ ৪॥ ইহার মধ্যে উৎপত্তি হেতুর নাম নিদান; এই নিদানের দ্বারা রোগের পূর্ব্বরূপ বিদিত হইতে পারা যায়; একারণ হেতু, আয়তন, প্রত্যয় উত্থান কারণ এই সমূহ সমানার্থ বোধক পর্য্যায় শব্দে গৃহীত হইয়া থাকে॥ ৫॥ মানবদেহে রোগের সূত্র হইয়া, অল্পতা কারণ যৎকালীন তাহা সম্যক বহিস্ফুট না হয়, অথচ তাহার কিঞ্চিৎ চিহ্ন প্রকাশ হইলেও তাহা কোন দোষ বশত বলিয়া তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে না পারা যায়, তাহাকেই রোগের পূর্ব্বরূপ কহে॥ ৬॥ যৎকালে তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়, তৎকালে তাহাকে পূর্ব্বরূপ কহে; ইহাকেই শাস্ত্রে সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, লক্ষণ, চিহ্ন এবং আকৃতি; এই সমূহ পর্য্যায়ে উল্লেখ করা হয়॥ ৭॥ যাহাতে রোগ এবং রোগের হেতুর উপশম জানিতে পারা যায়, এরূপ ঔষধ পথ্য এবং আচরণকে উপশম এবং সাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে॥ ৮॥ উপশম এবং সাধ্য এই উভয়ের বিপরীত হইলেই অনুপশম এবং অসাধ্য বলিয়া অভিহিত হয়॥ ৯॥ মানবদেহে বাত, পিত্ত এবং কফ এই ত্রিদোষ বিস্তীর্ণ হইয়া যৎকালে রোগকে প্রকাশ করিয়া থাকে, তৎকালে তাহাকেই সংপ্রাপ্তি জাতি বা আগতি বলা যায়॥ ১০॥ ঐ সংপ্রাপ্তি সংখ্যা বিকল্প, প্রাধান্য বল, কাল এই সকল ভেদে পৃথক পৃথক হয়। তাহার মধ্যে বাতাদি ত্রিদোষের কারণতা ভেদে এক দোষজ অথবা ত্রিদোষজ কিম্বা ত্রিদোষজ এরূপ দোষের পরিমাণের নাম সংখ্যা। এক মিলিত দোষ সমূহের অর্থাৎ বাতপিত্ত এবং কফের মধ্যের কোন দোষের উপদ্রব কত সংখ্যা এই বিবেচনায় উপদ্রবের আধিক্যাদি জ্ঞানদ্বারা দোষপ্রকোপ নিশ্চয়ের সংখ্যা বিকল্প, এমত জানিতে হয়। এরূপ দোষ সকলের মধ্যে কোন দোষ স্বতন্ত্র কিম্বা দোষ পরতন্ত্র এ প্রকার আলোচনার দ্বারা দোষের যে স্বতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই প্রাধান্য বলে। রোগের লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে বলবান বলে ও তাহা সম্পূর্ণরূপে

(১) মাধব কর তাহার গ্রন্থের নাম রোগ নিশ্চয় রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা নিদান নামে কথিত হইয়াছে।

প্রকাশিত না হইলে তাহাকে দুর্ব্বল বলে। দিবা এবং রাত্রিকালে যৎকালীন যে দোষের অর্থাৎ বাত পিত্ত এবং কফের আধিক্য হইয়া থাকে এবং যে ঋতুতে যে দোষ অধিকরূপে প্রকাশিত হয় এবং আহারান্তে আদি, মধ্য এবং শেষে যে দোষের প্রকোপ হওয়া নিয়ম বদ্ধ আছে, সেই সমস্ত সময়ের মধ্যে যে দোষের প্রকোপ সময়ে যে রোগ প্রবল হয়, সেই রোগকে সেই দোষজ জানিতে হইবে॥ ১১॥ প্রকোপিত বাত পিত্ত এবং কফকে সমুদায় রোগের নিদান অর্থাৎ মূলকারণ জানিতে হইবে এবং বিবিধ অহিতাচারই সেই প্রকোপের হেতু হয়॥ ১২॥ কখন এক রোগ অপর রোগের হেতু হইয়া থাকে, যেরূপ জ্বরসন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর এবং জ্বর ও রক্তপিত্ত হইতে কাস এবং শ্বাস রোগ উদ্ভব হইয়া থাকে। প্লীহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে, তাহা হইতে জঠর অর্থাৎ উদরী এবং তাহা হইতে শোথ জন্মায়। অর্শ হইতে জ্বর এবং গুল্মরোগ উৎপন্ন হয়। প্রতিশ্যায় অর্থাৎ মুখনাসিকাস্রাব হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয় এবং ক্ষয় হইতে শোষ রোগ সমুদ্ভব হয়। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রোগ সকল হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৩॥ ১৪॥ ১৫॥ ১৬॥ ১৭॥ যে রোগ যে রোগের কারণভূত হয়, তাহার মধ্যে কোন রোগ কোন রোগকে উৎপন্ন করিয়া আপনি নষ্ট হইয়া থাকে। কোন রোগ অপর রোগকে প্রসব করিয়া আপনি নষ্ট না হইয়া তাহার প্রসবিত রোগের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এ প্রকার মনুষ্যের কষ্টদায়ক বিস্তর ব্যাধিসঙ্কর উদ্ভব হয়। এ কারণ যে সদ্বৈদ্যগণ রোগ চিকিৎসক সম্বন্ধে যশস্বিদ্ধ অর্থাৎ যশঃলাভ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদিগের পশ্চাৎ লিখিত রোগ নিদান বিদিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক জানিবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রোগ নিদানের পরিভাষা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জ্বর রোগ।

প্রজাপতি দক্ষ কর্ত্তৃক দেবাদিদেব ভগবান ভূতভাবন রুদ্রদেব অপমানিত হইয়া ক্রোধাসক্ত হইলে তাহার নিশ্বাস হইতে জ্বর উৎপন্ন হয়। সেই জ্বর এক দোষজ, দ্বিদোষজ, ত্রিদোষজ এবং আগন্তুজাদি ভেদ ক্রমে অষ্টবিধ জানিতে হইবে॥ ১॥

জ্বরোৎপত্তির প্রথম কারণ।

আহার বিহারাদি বৈষম্য জন্য বাত, পিত্ত এবং কফ এই সমূহ দোষ আমাশয়কে সমাশ্রয় পূর্ব্বক কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্ভাগে নির্গত করত রসের আনুগত্যে জ্বরপ্রদ হইয়া থাকে॥ ২॥

জ্বর উপক্রম।

যে রোগে ঘর্ম্মাবরোধ, দেহের সন্তাপ, সমস্ত অঙ্গ বেদনাযুক্ত একিকালে উদয় হয়, তাহাকে জ্বর বলে॥ ৩॥

জ্বরোৎপত্তির লক্ষণ।

জ্বররোগ উৎপত্তির পূর্ব্বে শ্রমবোধ, কর্ম্মে অনুৎসাহ, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা, নেত্র সজল, শীতবাত এবং আতপাদি সেবনে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা, (অর্থাৎ ক্ষণে বায়ু সেবন করিতে, ক্ষণে রৌদ্রে যাইতে ইচ্ছা হয়) ক্ষণে ক্ষণে দ্বেষ, জৃম্ভা, অঙ্গবেদনা, শরীরভার, রোমহর্ষ, পানভোজনাদিতে অনিচ্ছা, নয়নে অন্ধকার দর্শন, মনের স্ফূর্ত্তিহীন এবং শীত- এই সমস্ত লক্ষণ সাধারণ জ্বর মাত্রেরই পূর্ব্বরূপ জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

জ্বরের চিহ্ন নির্ণয়।

বাতজ্বরের উপক্রমে অত্যন্ত জৃম্ভা (অর্থাৎ হাই উঠা) পিত্তজ্বরের উপক্রমে নেত্রদাহ অর্থাৎ (চক্ষুর জ্বালা) কফজ্বরের উপক্রমে অন্নাদিতে অরুচি অর্থাৎ আহারাদিতে অনিচ্ছা, বাতপৈত্তিকজ্বরে জৃম্ভা এবং নেত্রদাহ, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে জৃম্ভা এবং অরুচি, পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরে নেত্রদাহ এবং অরুচি, এবং সান্নিপাতিক জ্বরে জৃম্ভা, নেত্রদাহ এবং অরুচি এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাতজ জ্বরের লক্ষণ।

কম্প, নিয়মিত কালিনে রোগের অপ্রকাশ, কণ্ঠ এবং ওষ্ঠের শোথ, অর্থাৎ গলা হইতে ঠোঁট শুখাইয়া উঠে, জাগরণ, ক্ষুত অর্থাৎ হাঁচি, শরীরের রুক্ষতা, মস্তক হৃদয় এবং দেহের বেদনা, মুখের বিরসতা, মলের গাঢ়তা, উদরের শূল ও পূর্ণতা অর্থাৎ ভার এবং জৃম্ভণ, বাতজ্বরের এই সমস্ত লক্ষণ জানিতে হইবে।

পিত্তজ জ্বরের লক্ষণ।

তীক্ষ্ণবেগ, দ্রবমল, নিদ্রার অল্পতা, বমি, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ এবং নাসিকার দৌর্গন্ধ, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখের কটুতা, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, তৃষ্ণা, মূত্র, নেত্র এবং বিষ্ঠার পীতবর্ণতা এবং ভ্রম ; পিত্তজ জ্বরের এই সমস্ত লক্ষণ জানিতে হইবে।

কফজ জ্বরের লক্ষণ।

স্তৈমিত্য (অর্থাৎ ভিজা বস্ত্রদ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত অনুভব) জ্বরবেগের মৃদুতা, আলস্য, মুখের মিষ্টতা, মলমূত্রের শুক্লতা, দেহের জড়তা, পরিতৃপ্তের তুল্য আহারে অনিচ্ছা, গাত্রের গুরুতা, (অর্থাৎ গাত্রভার) শীত, উপস্থিত বমি, রোমাঞ্চ, অধিক নিদ্রা, মুখ নাসিকায় কফস্রাব, ভোজনাভিলাষ স্বত্ত্বেও তাহাতে অসমর্থতা, কাস এবং চক্ষুর শুক্লতা ; কফজ জ্বরের এই সমস্ত লক্ষণ জানিতে হইবে।

দ্বন্দ্বজ জ্বর।

বাতপিত্তজ জ্বরের লক্ষণ।

তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, নিদ্রানাশ, শিরঃপীড়া, মুখ, কণ্ঠশোষ, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, নেত্রে অন্ধকার দর্শন, পর্ব্ববেদনা (অর্থাৎ গাইট বেদনা) এবং জৃম্ভা ; বাতপিত্তজ জ্বরের এই লক্ষণ জানিতে হইবে।

বাতজ কফজ জ্বরের লক্ষণ।

স্তৈমিত্য, পর্ব্ববেদনা, নিদ্রা, দেহের গুরুতা, শিরোবেদনা, মুখ নাসিকায় কফস্রাব, কাস, ঘর্ম্ম, শরীরের সন্তাপ এবং জ্বরের মধ্যবেগ, বাতজকফজ জ্বরের এইরূপ লক্ষণ জানিতে হইবে।

পিত্ত কফজ জ্বরের লক্ষণ।

মুখের লিপ্ততা এবং তিক্ততা, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, পুনঃ পুনঃ শীত, পুনঃ পুনঃ দাহ, পিত্তকফজজ্বরের এইরূপ লক্ষণ জানিতে হইবে।

সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, অস্থিসন্ধি এবং মস্তকের বেদনা, চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ ও আবিল অথচ রক্তবর্ণ এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় (অর্থাৎ চক্ষুর জল কলুষিত লালবর্ণ হইয়া উঠে এবং বসিয়া যায়) কর্ণদ্বয় শব্দ (অর্থাৎ কর্ণের ভিতরে নানারূপ শব্দ অনুভব) এবং বেদনাযুক্ত হয়। কণ্ঠ শুক দ্বারা আবৃতের সম (অর্থাৎ ধান্যের শূঙ্গা বিদ্ধের সম) বোধ হইয়া থাকে। তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, (অর্থাৎ অসম্বন্ধ বাক্য কথন) কাস, শ্বাস, অরুচি এবং ভ্রম জন্মে। জিহ্বা পরিদগ্ধা এবং খরস্পর্শা অথচ অবসন্না হইয়া উঠে (অর্থাৎ জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে ; এবং জিহ্বা উখার সম কণ্টকাকীর্ণ হয় এবং স্তূপাকার হইয়া টাকরায় উঠে), কফের সহিত মিশ্রিত রক্ত-পিত্ত উদ্গীরণ (অর্থাৎ মুখ হইতে রক্তপিত্ত নির্গত) শিরোলুণ্ঠন (অর্থাৎ মাথাচালা) তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, বক্ষস্থলে বেদনা, অনেক বিলম্বে ঘর্ম্ম, মূত্র পুরীষের অল্পতা (ঘর্ম্ম, প্রস্রাব এবং বাহ্যক্রিয়া অল্প কিম্বা এককালে বন্ধ হওয়া), গাত্রের স্থূলতা (অর্থাৎ শরীর অত্যন্ত কৃশ না হওয়া) ধ্বনি, বিস্বর, কণ্ঠকূজন (অর্থাৎ সর্ব্বদা কণ্ঠে অব্যক্তধ্বনি, যাহাকে গোঙ্গানী বলে) শরীরের চর্ম্মের উপর মণ্ডলাকার শ্যাব কিম্বা রক্তবর্ণ কোষ্ঠ (অর্থাৎ চাকাদাগ) প্রকাশ পায়। বাক্যরহিত, উদরের মধ্যে নাড়ী সকল পুটলীর তুল্য হইয়া ব্যথিত হয়, উদর ভার থাকে (কোন কোন রোগীর পেট উচ্চ হইয়া উঠে), দোষের (অর্থাৎ বায়ু পিত্ত এবং কফের) বিলম্বে পরিপাক হয়। সান্নিপাতিক জ্বরের এইরূপ লক্ষণ জানিতে হইবে।

সান্নিপাতিক জ্বরের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

সান্নিপাতিক জ্বরে যদি দোষ সমূহ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং অগ্নির নাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে সান্নিপাতের পূর্ণ লক্ষণ বলে। যাহার প্রস্তাবিত পূর্ণলক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার আর জীবন রক্ষা হয় না, অসম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কষ্টে আরোগ্য হইতে পারে। কোন মনুষ্য সান্নিপাতিক জ্বরাক্রান্ত হইলে চিকিৎসার দ্বারা একবার কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্তম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, বিংশতি ও চতুর্ব্বিংশতি দিবসে তাহার রোগের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যদি তাহাতে তাহার ধাতুক্ষয় হয়, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, যদি

দোষ ক্ষয় হয়, তাহা হইলে রক্ষা পাইয়া থাকে, যাহার রোগ একবারও উপশমনা হইয়া সমান অবস্থায় থাকে, কিম্বা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সপ্তম দিন, চতুর্দ্দশদিন, নবমদিন, অষ্টাদশদিন, একাদশদিন, কিম্বা দ্বাবিংশতি দিনের মধ্যে আরোগ্য অথবা মৃত্যুলাভ করে। যদি সান্নিপাতিক জ্বরের শেষে কোন মনুষ্যের কর্ণমূলে দারুণ শোথ উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সে বহু কষ্টে রক্ষা পাইতে পারে, নতুবা মৃত্যুলাভ করে।

কর্ণমূলী শোথে সাধ্যাসাধ্য কথন।

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, সান্নিপাতিক জ্বরের প্রথমাবস্থায় কর্ণমূলে শোথ হইলে অসাধ্য, মধ্যাবস্থায় কৃচ্ছ্র সাধ্য এবং শেষাবস্থায় জ্বর সুসাধ্য হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশরূপ সান্নিপাত নির্ণয়।

সিগ্রুক, তান্দ্রিক, চিত্তবিভ্রম, কণ্ঠকুব্জ, কর্ণিকা, জিহ্বক, রুদ্দাহ, অন্তক, ভগ্ননেত্রক রক্তষ্ঠীব, সিতাঙ্গ, প্রলাপ এবং অভিন্যাস, এই ত্রয়োদশরূপ সান্নিপাতের লক্ষণ ভিষকদিগের বিশেষরূপে জানা উচিত।

ত্রয়োদশরূপ সান্নিপাতের ভোগকাল নির্ণয়।

সিগ্রুক সান্নিপাতের ভোগকাল সপ্ত রাত্রি। অন্তকের দশদিবস, রুদ্দাহের বিংশতি দিবস। চিত্তবিভ্রমের চতুর্ব্বিংশতি দিবস। সিতাঙ্গের দ্বাদশ দিবস। তান্দ্রিকের দশ দিবস। কণ্ঠকুব্জের ত্রয়োদশ দিবস। কর্ণিকার তিনমাস। ভগ্ননেত্রের অষ্টদিবস। রক্তষ্ঠীবের দশ দিবস। প্রলাপের চতুর্দ্দশ দিবস। জিহ্বগের ষোড়শ দিবস এবং অভিন্যাস সান্নিপাতের ভোগ একপক্ষকাল এমত জানিতে হইবে।

সিগ্রুক সান্নিপাতের লক্ষণ।

শ্লেষ্মার বেগ দশদিবস থাকে এবং শূল, কাস, শোথ ও সর্ব্বাঙ্গ গুরুতর বেদনাযুক্ত হয়। সিগ্রুক সান্নিপাতের এরূপ লক্ষণ জানিতে হইবে।

তান্দ্রিক সান্নিপাতের লক্ষণ।

অত্যন্ত তন্দ্রা, নিদ্রা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, শূল, জিহ্বা এবং কণ্ঠের শুষ্কতা, শ্রবণ-শক্তির হ্রাসতা এবং কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, তান্দ্রিক সান্নিপাতের লক্ষণ এরূপ জানিবে।

চিত্তবিভ্রম সান্নিপাতের লক্ষণ।

মোহ, ভ্রম, হাস্য, নৃত্যগীত, প্রলাপবাক্য কথন, কম্পন এবং নেত্রবিকৃত করিয়া ইতস্ততঃ দর্শন করণ, চিত্তবিভ্রম সান্নিপাতের এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে।

কণ্ঠকুব্জ সন্নিপাতের লক্ষণ।

জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, কম্প, বিলাপ, মোহ, তাপ, শিরঃপীড়া এবং প্রলাপবাক্যকথন ; কণ্ঠকুব্জ সন্নিপাতের এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। এই সন্নিপাতকে কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে।

কর্ণিক সন্নিপাতের লক্ষণ।

কর্ণ মধ্যে শোথ, জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রলাপ, ঘর্ম্ম নির্গম, কণ্ঠে বেদনা, তাপ, ভ্রম এবং মোহ ; কর্ণিক সন্নিপাতের এই সমস্ত লক্ষণ জানিতে হইবে।

জিহ্বগ সন্নিপাতের লক্ষণ।

বধিরতা, তাপ এবং দুর্ব্বলতা ; এই তিনটী লক্ষণ জিহ্বগ সন্নিপাতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাকে কষ্ট হইতে অত্যন্ত কষ্টকর জানিবে।

রুগ্দাহ সন্নিপাতের লক্ষণ।

মোহ, তাপ, প্রলাপ, কণ্ঠবেদনা, শ্রম, ভ্রম, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, তৃষ্ণা, শরীরের জড়তা, শ্বাস এবং বমি রুগ্দাহ সন্নিপাতের এই সকল লক্ষণ হয়।

ভগ্ননেত্র সন্নিপাতের লক্ষণ।

শ্বাস, স্মৃতিধ্বংস, অত্যন্ত জ্বর, মোহ, প্রলাপ, কম্প, ভ্রম এবং নিদ্রা ; ভগ্ননেত্র সন্নিপাতে এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু এই সন্নিপাতকে মনুষ্যের ক্ষয়রূপ জানিবে।

অন্তক সন্নিপাতের লক্ষণ।

দাহ, মোহ, শিরঃকম্প, হিক্কা, শ্বাস, অঙ্গমর্দ্দন, সর্ব্বাঙ্গে প্রহার বেদনাসম এবং সন্তাপ ; অন্তক সন্নিপাতে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এ রোগ প্রাণনাশক জানিবে।

রক্তষ্ঠীব সন্নিপাতের লক্ষণ।

নিষ্ঠীবন সহ রক্ত নির্গম, (অর্থাৎ থুথুর সহিত রক্ত নির্গত) জ্বর, মূর্চ্ছা, মোহ, তৃষ্ণা, ভ্রম, বমি, হিক্কা, অতিসার, সংজ্ঞা নষ্ট, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, শরীরে রক্তবর্ণ মণ্ডলাকৃতি এবং শ্বাস ; রক্তষ্ঠীব সন্নিপাতের এই সকল লক্ষণ জানিবে। এ রোগ সংহারক বলিয়া বিদিত আছে।

প্রলাপ সন্নিপাতের লক্ষণ।

প্রলাপ বাক্য কথন, তাপ, কম্প, বুদ্ধিভ্রংশ, অত্যন্ত দাহ, পাদযুগলে শোথ, সর্ব্বশরীরে অধিক বেদনা এবং দুর্গন্ধ ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রলাপ সন্নিপাতে দৃষ্ট হয়। এ রোগকেও প্রাণনাশক বলিয়া জানিতে হয়।

প্রলাপ সন্নিপাতের লক্ষণ।

মনুষ্যদেহ হিমের সম অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে, অতিসার, কম্প, কর্ণমধ্যে শব্দ, হস্ত-দাহ, হিক্কা এবং শ্বাস; এই সমস্ত লক্ষণ সিতাঙ্গ সন্নিপাতের জানিবে। এই সন্নিপাত রোগ মনুষ্যের জীবন নষ্ট করিয়া থাকে।

অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ।

ত্রিদোষের সমতা, মুখের বিরসতা, নিদ্রা-বৈকল্য, বাগ্রোধ, অচেতনতা, অত্যন্ত শ্বাস, মন্দাগ্নি এবং দুর্ব্বলতা; এই সকল লক্ষণ অভিন্যাস সন্নিপাতে লক্ষিত হয়।

মতান্তরে অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ।

ত্রিদোষ বক্ষঃস্থলে প্রকুপিত এবং আমের সহ মিলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং মনোগত হওত অভিন্যাস নামক ভয়াবহ দৃঢ় জ্বরকে উৎপন্ন করে। ঐ দোষ সকল নেত্র এবং শ্রবণাদিতে প্রবিষ্ট হইলেই মনুষ্যকে ঘোরতর নিদ্রাভিভূত সম করিয়া ফেলে। তৎকালে সহজেই মনুষ্যের শারীরিক কোন চেষ্টা থাকে না—অর্থাৎ চক্ষু রূপ দর্শন করিতে, শ্রবণ শব্দ শ্রবণ করিতে, মস্তক লুণ্ঠন করিতে থাকে, আহারে প্রয়াস থাকে না এবং উঃ আঃ এরূপ শব্দ করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করে এবং কোন কোন সময়ে অতি সামান্য কথাও কহে; এই সমস্ত লক্ষণ অভিন্যাস জ্বরে দৃষ্ট হয়। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত অভিন্যাসী রোগী প্রায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয়।

ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের লক্ষণ সমাপ্ত।

আগন্তুক জ্বর লক্ষণ।

শস্ত্র লোষ্ট্র মুষ্টি ও লগুড় প্রভৃতি দ্বারা দৈহিক আঘাত এবং তন্ত্রমন্ত্রাদি দ্বারা অভিচার এবং গুরু বৃদ্ধ ও সিদ্ধাদি দ্বারা অভিশাপ এবং ভূতাদি আবেশ ইত্যাদি কারণে আগন্তুক জ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বর আরম্ভের অগ্রে কোন প্রকার দোষের প্রকোপ অনুভব হয় না। জ্বর প্রকাশ হইলে তৎপর দোষ প্রকাশ হইয়া থাকে। জ্বর উদ্ভব হইলে লক্ষণ দ্বারা তাহা যে দোষের জন্য বোধ হইবে সেই দোষের চিকিৎসা করা উচিত।

বিষভক্ষ জ্বর লক্ষণ।

স্থাবর বিষ ভক্ষণে যে জ্বর উৎপত্তি হয়, তাহাতে মুখ শ্যামবর্ণ, অতিসার, অন্নে অরুচি, সর্ব্বাঙ্গ বেদনাযুক্ত এবং মূর্চ্ছাও হয়।

ঔষধী ঘ্রাণজ জ্বর লক্ষণ।

কোন তীব্র ঔষধের (অর্থাৎ বন্য লতাদির) ঘ্রাণ গ্রহণ করিলে, তদ্দ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে মূর্চ্ছা, মস্তক বেদনা এবং বমি এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

কামাদি জ্বর লক্ষণ।

অত্যন্ত কন্দর্প-বেগে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে চিত্ত বিভ্রম, তন্দ্রা, আলস্য এবং আহারে অরুচি এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পায়। ভয় এবং শোক হেতু জ্বরে প্রলাপ, কোপ হেতু জ্বরে কম্প এবং প্রলাপ এই লক্ষণ দৃষ্টি হয়। কামজ, ভয়জ এবং শোকজ এই ত্রিবিধ জ্বরে বায়ুর প্রকোপ এবং কোপজ্বরে পিত্তের প্রকোপ জন্মে।

অভিচারজ অভিশাপজ এবং ভূতাবেশ জ্বর লক্ষণ।

অভিচারজ এবং অভিশাপজ জ্বরে মূর্চ্ছা এবং তৃষ্ণা জন্মে। ভূতাবেশ জ্বরে চিত্তের উদ্বেগ, হাস্য, বেদনা কম্প এবং ভূতের যে প্রকার স্বভাব তদনুরূপ রোগাক্রান্তব্যক্তির স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষমজ্বর লক্ষণ।

এই জ্বরকে পুরাতন জ্বর অথবা জীর্ণজ্বরও বলে।

ঔষধাদি সেবন জন্য জ্বরের তরুণাবস্থায় উপশম উপলব্ধি হইয়া জ্বরের প্রারম্ভাবধি এক বিংশতি দিবস গত হইলে প্রাচীনাবস্থার কালীন অহিতাচরণ হেতু বাত পিত্তাদি দোষ পুনঃ কোপিত হইয়া কোন ধাতু বিশেষকে (অর্থাৎ রস রক্তাদিতে আশ্রয় করত জ্বরের বৈষম্য জন্মায়।

ধাতুগত জ্বরের লক্ষণ।

বিষমজ্বর ছয় প্রকার যথা,—সন্তত, সতত, ঐকাহিক, তৃতীয়ক, চাতুর্থিক এবং চাতুর্থিক বিপর্য্যয়।

সন্তত জ্বর—রসধাতুস্থ। সতত জ্বর—রক্তধাতুস্থ। ঐকাহিক জ্বর—মাংসধাতুস্থ। তৃতীয়ক জ্বর—মেদোধাতুস্থ। চাতুর্থিক জ্বর—অস্থি এবং মজ্জা এই উভয় ধাতুস্থ। চাতুর্থিক বিপর্য্যয়-জ্বর—অত্যন্ত ভয়াবহ এবং বিবিধ রোগের উৎপাদক ও প্রাণহন্তা হয়।

মতান্তরে অন্যেদ্যুষ্ক নামে একটী বিষমজ্বরের নাম আছে, তাহাকে ঐকাহিকজ্বর বলিয়া জানিতে হইবে, যেহেতু তাহা মাংস ধাতুস্থ।

সন্তত জ্বরের লক্ষণ।

সপ্তদিবস, দশদিবস, অথবা দ্বাদশ দিবস যে জ্বর অবিচ্ছেদে ভোগ করে, তাহাকে সন্তত জ্বর বলে। সন্তত জ্বর যে রসাশ্রিত তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বাতাদি জ্বর সমূহ ধাতু বিশেষে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ রসাশ্রিত হইলে শরীর ভার, উপস্থিত বমনত্ব, দেহের অবসাদ, গ্লানি, অরুচি এবং শ্রান্তি বোধ হয়।

সতত জ্বরের লক্ষণ।

দিবারাত্রির এক পরিমিত সময়ে যে জ্বর দুইবার প্রকাশিত হয়, তাহাকে সতত জ্বর বলে। সততজ্বর যে রক্তাশ্রিত তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জ্বর রক্তাশ্রিত হইলে, রক্তের নিষ্ঠীবন, দাহ, মূর্চ্ছা, বমন, ভ্রম, প্রলাপ, পীড়কা এবং তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

ঐকাহিক জ্বরের লক্ষণ।

এক দিবস অন্তর একই সময়ে যে জ্বর প্রকাশিত হয়, তাহাকে ঐকাহিক অথবা অন্যেদ্যুষ্ক বলা যায়। এই জ্বর মাংস ধাতুস্থ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। জ্বর মাংসাশ্রিত হইলে জঙ্ঘার ডিমে যষ্টিদ্বারা পীড়ন তুল্য অনুভব হয়। তৃষ্ণা, মল এবং মূত্রের তরলত্ব, দেহের উষ্ণত্ব, আভ্যন্তরিক দাহ, হস্তপদ সঞ্চালন এবং গ্লানি উপস্থিত হয়।

তৃতীয়ক বা ত্র্যাহিক জ্বর লক্ষণ।

দুই দিবস অন্তর তৃতীয় দিবসে যে জ্বর প্রকাশিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ যে দিবস জ্বর হয়, সেই দিবস হইতে তৃতীয় দিবস ভোগ করে) তাহাকে তৃতীয়ক অথবা ত্র্যাহিক জ্বর কহে। তৃতীয়ক জ্বর মেদ ধাতুস্থ তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। জ্বর মেদাশ্রয় করিলে, অত্যন্ত ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি ও গ্লানি হয়, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ক্রোধাক্রান্ত করে। দোষের প্রবলতাক্রমে তৃতীয়ক জ্বরের লক্ষণ তিনপ্রকার জানিতে হইবে।

যথা,—কফ এবং পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইলে ত্রিকগ্রাহী কহে। অর্থাৎ কটিদেশের নীচে এবং নিতম্বের মধ্যে তিনখানি অস্থি নির্ম্মিত স্থলে, অগ্রে বেদনা হইয়া তৎপর সমস্ত দেহে ব্যাপিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার বাত এবং কফাত্মক হইলে পৃষ্ঠগ্রাহী এবং বাত ও পিত্তাত্মক হইলে শিরগ্রাহী হইয়া থাকে।

চাতুর্থিক জ্বর লক্ষণ।

তিন দিবস অন্তর চতুর্থ দিবসে যে জ্বর প্রকাশ হয়, (অর্থাৎ যে দিবস জ্বর হয় সেই দিবস হইতে চতুর্থ দিবস ভোগ করে) তাহাকে চাতুর্থিক জ্বর বলে। চাতুর্থিক জ্বর অস্থি এবং মজ্জাশ্রিত তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জ্বর, অস্থি আশ্রয় করিলে অস্থি সকল ভঙ্গ অনুভব, কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, শ্বাস, বিরেচন, বমি এবং শরীরের সঞ্চালন হইয়া থাকে। জ্বর মজ্জাশ্রিত হইলে, অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ অনুভব, হিক্কা, কাস, শীতবোধ, বমি, অন্তঃদাহ, মহাশ্বাস এবং হৃদয় বিদীর্ণবৎ হইয়া থাকে। চাতুর্থিক জ্বর শ্লেষ্মাত্মক হইলে অগ্রে দুইখানি জঙ্ঘায় বেদনা হইয়া পশ্চাৎ জ্বর সমস্ত শরীরে ব্যাপিত হয়। বাতাত্মক হইলে, অগ্রে মস্তক ধরিয়া তৎপর সমুদায় দেহে ব্যাপিত হইয়া থাকে।

বিপর্য্যয় চাতুর্থিক জ্বর।

জ্বর শুক্রস্থান প্রাপ্ত হইলে, শিশ্নের স্তব্ধতা এবং অত্যন্ত শুক্র স্খলিত হয়। এই জ্বরে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

সংসর্গিক জ্বরের চিহ্ন নিরূপণ।

এই জ্বর এক দিবস অন্তর প্রকাশ পাইয়া দুই দিবস ভোগ করে।—অর্থাৎ যে দিবস হয় সে দিবস এবং তাহার পর দিবস ভোগ করিয়া এক দিবস হয় না।

যে সকল সংসর্গিক জ্বর আছে, সে সকলই বিষমজ্বর প্রভেদে পরিগণিত হইয়া থাকে।

যে জ্বর প্রতি দিনই অল্প অল্পরূপে প্রকাশ পায় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে রুক্ষতা জন্মায় এবং তদ্দ্বারা শোথ সমুৎপন্ন হইয়া রোগীকে অবসন্ন করিয়া ফেলে, রোগীর অঙ্গ সকল স্তব্ধ হয়, শরীরে শ্লেষ্মার আধিক্য জন্মে, সেই জ্বরকে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর বলে।

যে জ্বরে ঘর্ম্মদ্বারা অথবা ভারত্বদ্বারা সমস্ত অঙ্গ লিপ্ত প্রায় হইয়া থাকে অথচ দেহে অল্প সন্তাপ জন্মে এবং যাবৎকাল জ্বর প্রকাশ থাকে, তাবৎকাল শীত করে, তাহাকে প্রলেপক নামক বিষমজ্বর কহে। এই জ্বর কফ পিত্তজ বলিয়া নিশ্চয় আছে। কফ পিত্তদোষে দেহের অন্নরস পরিপাক না হইলে অর্দ্ধনারী জ্বররূপে অথবা নবরূপে অর্দ্ধাংশ শীতল এবং অর্দ্ধাংশ উষ্ণ হইয়া অপর একরূপ বিষমজ্বর হয়, দেহের অন্তঃকোষ্ঠে পিত্ত কোপিত হয়, হস্তপদে শ্লেষ্মা থাকে, জ্বরকালে শরীর উষ্ণ এবং হস্তপদ শীতল হয়। শরীরের অন্তঃকোষ্ঠে শ্লেষ্মা কুপিত হয় এবং হস্তপদে পিত্ত থাকে, জ্বরের সময়ে দেহ শীতল এবং হস্তপদ উত্তপ্ত, দেহের ত্বকে শ্লেষ্মা এবং বায়ু থাকিলে জ্বরের প্রারম্ভে শীত হয় এবং শেষে শ্লেষ্মা এবং বায়ুর বেগ

হ্রাস হইয়া জ্বরান্তে শীতবশতঃ দাহ জন্মে। শরীরের ত্বকে পিত্ত থাকে, জ্বরাগমে অধিক দাহ হয়, শেষে পিত্তের লাঘব হইবে—জ্বরান্তে শ্লেষ্মা এবং বায়ু বশতঃ শীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বলিখিত এই দ্বিবিধ (প্রথমে শীত শেষে দাহপ্রদ এবং প্রথমে দাহ এবং শেষে শীতপ্রদ) জ্বর দ্বিদোষজ বলিয়া নিশ্চিত হয়। ইহার মধ্যে যে-জ্বরের অগ্রে দাহ এবং পরে শীত হয়, সেই জ্বর মনুষ্যের কষ্টকর এবং কৃচ্ছ্র সাধ্য জানিতে হইবে।

সপ্তগত ধাতু জ্বরের লক্ষণ।

যে জ্বর রসধাতুগত, তাহাতে দেহের গুরুতা অবসন্নতা উপস্থিত বমির সম হৃদয়ের উৎক্লেশ, বমি, অরুচি এবং চিত্তের ক্লান্তি এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়॥ ১॥

যে জ্বর রক্তধাতুগত, তাহাতে রক্ত উদ্গীরণ, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি, প্রলাপ পীড়কা এবং তৃষ্ণা এই সমস্ত লক্ষণ ঘটিয়া থাকে॥ ২॥

যে জ্বর মাংসধাতুগত, তাহাতে জঙ্ঘার অধঃভাগস্থ মাংসের উপর দণ্ডাদি দ্বারা আঘাতের সম বেদনা, তৃষ্ণা, মূত্র প্রবৃত্তি, শরীরের উষ্মা, অন্তর্দ্দাহ, হস্তপদাদি চালন এবং শরীরের কৃশতা এই সকল লক্ষণ দেখা যায়॥ ৩॥

যে জ্বর মেদোধাতুগত, তাহাতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, শরীরের দুর্গন্ধি ও গ্লানি, অরুচি এবং সহিষ্ণুতা এই সকল লক্ষণ জন্মে॥ ৪॥

যে জ্বর অস্থিধাতুগত, তাহাতে অস্থিভঙ্গের তুল্য বেদনা, কুন্থন (অর্থাৎ কোঁত পাড়া) শ্বাস, মলমূত্র ত্যাগ, বমি, গাত্র নিক্ষেপ (অর্থাৎ শরীর চালনা) এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়॥৫

যে জ্বর মজ্জাধাতুগত, তাহাতে নেত্রে অন্ধকার দর্শন, হিক্কা, কাস, দেহের শৈত্য, বমি, অন্তর্দ্দাহ, মহাশ্বাস, মর্ম্মভেদ (অর্থাৎ হৃদয়ে ব্যথা) এই সকল লক্ষণ জন্মিয়া থাকে॥ ৬॥

যে জ্বর শুক্রধাতুগত, তাহাতে পুরুষাঙ্গের স্তব্ধতা, রেতঃপাত অথবা লিঙ্গদ্বারা রক্তস্রাব এই সকল চিহ্ন জানিতে হইবে॥ ৭॥

এরূপ লক্ষণযুক্ত রোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয়।

প্রাকৃত এবং বৈকৃত জ্বর লক্ষণ।

বর্ষা ঋতুতে বাতজ জ্বর, শরৎ ঋতুতে পিত্তজ জ্বর এবং বসন্ত ঋতুতে কফজ জ্বর হইলে তাহাকে প্রাকৃত জ্বর কহে। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ এক দোষের প্রকোপ সময়ে অপর দোষ প্রকোপিত হইয়া জ্বর উৎপন্ন করিলে, সেই জ্বরকে বৈকৃত বলিয়া জানিতে হইবে। বৈকৃতজ্বর সকলই দুঃসাধ্য এবং বাতজ্বর প্রাকৃত্য হইলেও তাহাকে দুঃসাধ্য বলে। বর্ষা ঋতুতে, বায়ু নষ্ট হইয়া পিত্তশ্লৈষ্মিকজ্বর উৎপন্ন করে, যদবধি পিত্তদুষ্ট জ্বরের অদুর্বল কফ থাকে,

তাহা প্রকৃতির বৈপরিত্য প্রাপ্ত জন্য তাহাতে অনশন দ্বারা রোগীর কোন অনিষ্ট কফ উৎপাদিত হয় না। বসন্ত ঋতুতে কফ কোপিত হইয়া জ্বর উৎপন্ন করিলে, বাত এবং পিত্ত সেই কফের অনুগত হইয়া থাকে, একারণ তাহাকেও বৈকৃত জ্বর বলিলে তাহাতেও অনশন করা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অহিতকর নহে। যে কালে যে দোষের অকোপের হেতু বলিয়া কথিত আছে, সেই কালেই সেই রোগের উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে রোগের হেতু যে সমস্ত বিরুদ্ধ আহার বিহারাদি অনুপশয় বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, সেই সমস্তের বিপরীতকে উপশায়িতা এবং উপশম জানিতে হইবে।

অন্তর্ব্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

জ্বরের বেগ দ্বিবিধ। যথা অন্তর্ব্বেগ এবং বহির্ব্বেগ। অন্তর্ব্বেগ জ্বরে অত্যন্ত অন্তর্দ্দাহ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি এবং অস্থিবেদনা, অল্প ঘর্ম্ম, দোষ হেতু মলের প্রবৃত্তি; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

বহির্ব্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

বহির্ব্বেগ জ্বরে, অত্যন্ত বাহ্যসন্তাপ, তৃষ্ণা প্রলাপাদির অল্পতা, এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

উপরোক্ত দ্বিবিধ জ্বরের মধ্যে অন্তর্ব্বেগ জ্বর কষ্টসাধ্য এবং বহির্ব্বেগ জ্বর সুখসাধ্য জানিবে।

আমজ্বরের লক্ষণ।

অপক্ক জ্বরে মুখ এবং নাসিকা হইতে লালাস্রাব, উপস্থিত বমি, হৃদয়ের অশুদ্ধি, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অজীর্ণ, মুখের বিরসতা, গাত্রভার, ক্ষুধার অভাব, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব, দেহের জড়তা, জ্বরের প্রাবল্য; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়।

আমজ্বরে ঔষধদান নিষেধ।

আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্র ভেষজং।
ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়োজ্বলয়তি জ্বরং॥

এই অপক্ক জ্বরে কোনরূপ ঔষধ প্রদান করা অবিধেয়। যেহেতু অপক্ক জ্বরে ঔষধ প্রদান করিলে জ্বর লাঘব না হইয়া বৃদ্ধি হইয়া উঠে।

পচ্যমান আমজ্বরের লক্ষণ।

পচ্যমান জ্বরে অত্যন্ত বেগ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, মল প্রবৃত্তি, উপস্থিত বমি, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পরিপক্ক জ্বরের লক্ষণ

পরিপক্ক জ্বরে হাঁচি, দেহের ক্ষীণতা ও লঘুতা, জ্বরের মৃদুতা, দোষের পরিপাক, অষ্টম দিবস প্রাপ্তি; এই সমস্ত লক্ষণ দর্শিত হয়।

জ্বরের দশ উপদ্রব।

শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার কিম্বা মলের অপবৃত্তি, হিক্কা, কাস, এবং অঙ্গবেদনা, এই দশ প্রকার জ্বরের উপদ্রব জানিতে হইবে।

সুসাধ্য জ্বর লক্ষণ।

যে সময়ে জ্বর মৃদু, দেহ লঘু এবং মলের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সেই সময়ে জ্বরের পরিপাক হইয়াছে জানিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঔষধ প্রদান করা বিধেয়। যদি রোগীর দেহে বল থাকে, দোষের অল্পতা জানা যায় ও জ্বরের কোন উদ্রেক প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে সেই রোগীর জ্বরকে সাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে।

প্রাণনাশক জ্বরের লক্ষণ।

যদি জ্বর নানাবিধ দোষ দ্বারা প্রকাশ পায়, এবং সেই দোষ সকলের বলাধিক্য হেতু নানাবিধ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই জ্বর জীবের জীবন নষ্ট করে এবং তাহাতে শীঘ্র রোগীর ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া থাকে।

মৃত্যুচিহ্ন এবং বিশেষ বিশেষ লক্ষণ।

জ্বর জন্য ক্ষীণদেহ মনুষ্যের শোথ হইলে জ্বর অসাধ্য হয়। গম্ভীর জ্বর, অসাধ্য দৈর্ঘ্যরাত্রিক জ্বর (দোষের বৃদ্ধি সময় উত্তীর্ণ হইলেও যে জ্বর দোষপূর্ণ থাকে) কেশ-সীমন্তকৃৎ জ্বর (যে জ্বর বিকার প্রাপ্ত হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হস্ত দ্বারা স্বীয় কেশের শিথি কাটে) এই সকল জ্বরকেও অসাধ্য বলে। যে জ্বর অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা এবং বিরুদ্ধ দোষ সকলের আধিক্য এবং কাস, শ্বাস, উদ্গত হয়, তাহাকে গম্ভীর জ্বর কহে। যাহার জ্বর প্রথমাবধি দোষস্থ হয়, কিম্বা যাহার দৈর্ঘ্যরাত্রিক জ্বর জন্মে কিম্বা যে ক্ষীণদেহ কি অত্যন্ত রুক্ষদেহ ব্যক্তির গম্ভীর জ্বর হয়; ঐ সমস্ত রোগীর কেহই রক্ষালাভ করিতে পারে না। যে রোগাক্রান্ত মানব অভিভূত হইয়া উত্থিত, পতিত, এবং প্রসুপ্ত হয় এবং অভ্যন্তরে দাহ বাহ্যে শীতভোগ করিয়া থাকে, সে রোগীরও জীবনরক্ষা হয় না। যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির লোম সকল হৃষ্ট, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, অত্যন্ত হৃদয়ে বেদনা হয়, মুখ হইতে নিশ্বাস নির্গত হয়, তাহারও প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। যে রোগীর জ্বরত্যাগে হিক্কা, শ্বাস, তৃষ্ণা, মোহ, ভ্রমদৃষ্টি, ও সর্ব্বদা খরতর শ্বাস উদ্ভব হয় এবং শরীর ক্ষীণ হইয়া উঠে, সে রোগীও রক্ষালাভ করিতে পারে না। যে পীড়িত মানবের জ্বরজন্য ইন্দ্রিয় সকলের তেজশূন্য, দেহ কৃশ, অত্যন্ত অরুচি, জ্বরের তীক্ষ্ণতাহেতু রোগ অত্যন্ত বলবান হইয়া থাকে, সে ব্যক্তিরও জীবন রক্ষা হয় না।

জ্বর মুক্তির লক্ষণ।

শীতরহিত, ঈষৎ ঘর্ম্ম, ভ্রম, কিঞ্চিৎ জলপানে অভিলাষ, দেহের আন্দোলন, কোষ্ঠশুদ্ধি, প্রশান্তজ্ঞান, মৃদুবাক্য কথন, দেহের দৌর্গন্ধ ; এই সমস্ত জ্বর মুক্তির লক্ষণ জানিতে হইবে। অল্পঘর্ম্ম, দেহের লঘুতা, মস্তকে কণ্ডু, মুখের দুর্গন্ধ, হাঁচি, অন্নভোজনে অভিলাষ ; এই সকল

জ্বরমুক্তির দ্বিতীয়রূপ লক্ষণ। দেহের লঘুতা, ক্লান্তি, মোহ এবং তাপ অভাব, মুখের দুর্গন্ধ, ইন্দ্রিয় সুস্থতা, বেদনাহীন দেহ, ঈষৎ ঘর্ম, হাঁচি, মনের শান্তি, অন্ন ভোজনে ইচ্ছা, মস্তকে কণ্ডু; এই সকল জ্বরমুক্তির তৃতীয়রূপ লক্ষণ জানিবে।

জ্বর নিদান-সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দেহেন্দ্রিয় মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজো বলী।
জ্বরঃ প্রধানো রোগানামুক্তোভগবতোপুরা॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

জ্বর সকল রোগের প্রধান, দেহের ইন্দ্রিয়াদির এবং মনের মনস্তাপদায়ক, এবং সর্ব্ব রোগের অগ্রজাত ও বলীরূপে বিখ্যাত বলিয়া জানিতে হয়।

জন্মাদৌ নিধনচ্ছায়ং ভবতীহ ন সংশয়ঃ।
তস্মাৎ সর্ব্ববিকারাণাং জ্বরোরাজা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

হারীত।

জ্বর উদ্ভব হইয়াই দেহকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, একারণ সর্ব্বরোগ হইতে জ্বররাজ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

অংশাংশং যত্র দোষাণাং বিবেক্তুং নৈব শক্যতে।
সাধারণী ক্রিয়াং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ॥ ১॥

যে জ্বর রোগে বায়ু, পিত্ত, এবং কফের অংশাংশ অর্থাৎ ভাগ অনুভব করিতে না পারা যায়, সেই জ্বররোগে সামান্য চিকিৎসা করা বিধেয়॥ ১॥

সামান্যতো জ্বরীপূর্ব্বং নির্ব্বাত নিলয়ে বসেৎ।
নির্ব্বাতোমায়ুষো বৃদ্ধিমারোগ্যং কুরুতে যতঃ॥ ২॥

সামান্য জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির বাতশূন্য গৃহে বাস করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু নির্ব্বাত আয়ু বৃদ্ধি এবং আরোগ্য সম্পাদন করিয়া থাকে॥ ২॥

নবজ্বরী ভবেদ্‌যত্নাৎ গুরুষ্ণবসনাবৃতঃ।
যথর্ত্তু পকপানীয়ং পিবেৎ কিঞ্চিন্নিবারয়ন্॥ ৩॥

নবজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিরও ভারি ও উষ্ণ এরূপ বস্ত্রাবৃত হইয়া অর্থাৎ পশমের বস্ত্র গাত্রে দিয়া থাকা উচিত, এবং ঋতুভেদে জলের পাক যেরূপ ব্যবস্থা আছে সেইরূপ সিদ্ধ জল কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ পান করা ব্যবস্থেয়। অর্থাৎ ইচ্ছামত জল পান উচিত নহে॥ ৩

বিনাপি ভেষজৈর্ব্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥ ৪॥

ঔষধ সেবন না করিলে কেবল পথ্যেও রোগ নষ্ট হইয়া থাকে, পথ্য ব্যতীত কেবল ঔষধ দ্বারা নষ্ট হয় না, একারণ পথ্য সেবন নিশ্চিত বিধেয় জানিবে॥ ৪॥

জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং জ্বরান্তে লঘুভোজনং॥ ৫॥

জ্বরের প্রথমে যে লঙ্ঘন এবং জ্বরান্তে যে লঘু ভোজন; এই উভয়কেই পথ্য বলিয়া জানিতে হইবে॥ ৫॥

লঙ্ঘনের হেতু।

আমাশয়স্থো হর্ত্তাগ্নিং সামোমার্গান্ পিধারয়ন্।
বিদধাতি জ্বরান্দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘন মাচরেৎ॥ ৬॥

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়, যেহেতু আমাশয়স্থ দোষ বাতাদি স্বকীয় কারণ বশতঃ দুষ্ট হইয়া স্বীয় দোষ অর্থাৎ অপক্বদোষ রসযুক্ত হইয়া থাকে, অগ্নি নষ্ট করিয়া রস পথ্যকে আচ্ছাদন করিয়া সত্ত্ব জ্বর বিধান করিয়া থাকে, একারণ জ্বরযুক্ত ব্যক্তির লঙ্ঘন বিধি॥ ৬॥

দোষ বিশেষে লঙ্ঘনের বিধি।

দোষেঽল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘন পাচনং।
প্রভূতে শোধনং তচ্চ মূলাদুন্মূলেন মলান্॥ ৭॥

অল্প দোষে লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাসই পথ্য, মধ্যম দোষে লঙ্ঘন ও পাচন, অধিক দোষে শোধন করা বিধি। এরূপ শোধন করা কর্ত্তব্য যাহাতে দোষ নির্ম্মূল হয়॥ ৭॥

লঙ্ঘন।

তরুণন্তু জ্বরং পূর্ব্বং লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নয়েৎ।
আমদোষসচিহ্নস্থ লঙ্ঘয়িত যথাবিধি॥ ৮॥

প্রথম নবজ্বরকে লঙ্ঘন দ্বারাই নাশ করিতে হয়। অপক্ক দোষের চিহ্নের অভাব হেতু যথারূপ লঙ্ঘই ব্যবস্থেয়॥ ৮॥

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থাভেদে লঙ্ঘন এবং রেচন বিধি।

জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং কুর্য্যাৎ জ্বরমধ্যে তু পাচনং।
জ্বরান্তে রেচনং দদ্যাৎ কোষ্ঠশুদ্ধো যথাবলং॥ ৯॥

জ্বর উৎপত্তি হইলে অগ্রে লঙ্ঘন, মধ্যাবস্থায় পাচন এবং জ্বরান্তে কোষ্ঠশুদ্ধির কারণ যথা বল বিবেচনা পূর্ব্বক রেচন ব্যবস্থেয় জানিবে॥ ৯॥

লঙ্ঘন নিষেধ ব্যক্তি।

তদ্ধি মারুতক্ষুত্তৃষ্ণা মুখশোষভ্রমান্বিতে।
ন কার্য্যং গুর্ব্বিণীবালবৃদ্ধদুর্ব্বলভীরুভিঃ।
ন ক্ষয়াধ্বশ্রমক্রোধ কামশোকভয়জ্বরে॥ ১০॥

অত্যন্ত বৃদ্ধ, নিরাম বায়ু (বায়ু শব্দে এস্থলে নিরামবায়ু সোমবায়ুতে লঙ্ঘন ব্যবস্থেয় এরূপ চরক বলিয়াছে) ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, মুখশোষ রোগী, ভ্রমজ এবং জ্বরাক্রান্ত, গুর্ব্বিণী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ভয়ার্ত্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত এবং পথশ্রমী এবং ক্রোধ কাম শোক এবং ভয়ার্ত্ত জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির লঙ্ঘন ব্যবস্থেয় নহে॥ ১০॥

অবশ্যমেব কুর্ব্বীত জ্বরী সামে সমীরণে।
লঙ্ঘনং হ্যামপাক্যর্থং ন তদূর্দ্ধং তথা কফে॥ ১১॥

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির সোমবায়ুতে নিশ্চয়ই লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়, আমপাকের কারণ যেরূপ কফে নিশ্চয়ই লঙ্ঘন কর্ত্তব্য, তদ্রূপই কর্ত্তব্য, কিন্তু রস পাক হইলে আর লঙ্ঘন ব্যবস্থেয় নহে॥ ১১॥

বায়ু লংঘন অসহ্য।

কফপিত্তে দ্রবে ধাতুঃ সহেতে লংঘনং মহৎ।
আমক্ষয়াদূর্দ্ধমপি বায়ুর্ন সহতে ক্ষণং॥ ১২॥

কফ এবং পিত্ত দ্রব ধাতু হেতু মহৎলঙ্ঘন সহ্য হয়, কিন্তু বায়ু রস ক্ষয়ের পশ্চাৎ আর ক্ষণকাল সহ্য হয় না॥ ১২॥

আহারস্য রসঃসারো যো ন পক্বোহগ্নিলাঘবাৎ।
আমসংজ্ঞাং স লভতে বহুব্যাপী সমাশ্রয়েৎ॥ ১৩॥

আহারের যে সার রস তাহা অগ্নির অল্পতা বশত পরিপাক হয় না, তাহাকেই আম কহে, সেই আম অন্নরস, সেই আমেতেই সকল রোগের বাস জানিতে হইবে॥ ১৩॥

অন্যরূপ।

আমমন্নরসং কেচিৎ কেচিত্তু মলসঞ্চয়ঃ।
প্রথমং দোষদুষ্টঞ্চ কেচিদামং প্রচক্ষতে॥ ১৪॥

কেহ বলেন, আম অন্নরস, কেহ বলেন, আম মলসঞ্চয়, কেহ বলেন, প্রথম যে দুষ্ট দোষ সেই আম ॥ ১৪ ॥

জ্বরের নব, যুবা ও বৃদ্ধকাল কথন।

আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্মনীষিণঃ।
মধ্যং দ্বাদশরাত্রস্তু জীর্ণজ্বরমতঃপরং ॥ ১৫ ॥

সপ্তরাত্র অবধি তরুণ, দ্বাদশ রাত্র্যবধি মধ্য, তৎপর জীর্ণজ্বর বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু দোষের পক্বাপক্ব বিবেচনা করিয়া তরুণত্বাদি জানাই কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥

ঐ অন্যরূপ।

জ্বরোব্যতীতে ষড়হে জীর্ণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
দশরাত্রাৎপরং জীর্ণমাহুরন্যে মনীষিণঃ ॥ ১৬ ॥

কোনমতে ছয় দিবস অতীত হইলে জীর্ণজ্বর কহে। কোনমতে দশরাত্রি গত হইলে জীর্ণজ্বর বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৬ ॥

মধ্যজ্বরীর পথ্যাপথ্য বিধি।

দোষশেষস্য পাকার্থ মগ্নেঃ সন্ধুক্ষণায় চ।
লংঘিতশ্চাপ্যশুদ্ধাত্বাৎ যবাগূপান মাচরেৎ ॥ ১৭ ॥

দোষের শেষে পাকের কারণ ও অগ্নিদীপ্ত কারণ লঙ্ঘিত ব্যক্তিকে অর্থাৎ শোধিত এমত ব্যক্তিকে যবাগূ দেওয়া বিধি। (যবাগূ অর্থাৎ যবের মণ্ড) ॥ ১৭ ॥

যবমণ্ড।

যবানাং শক্তবো রুক্ষা লেখনাবহ্নিবর্দ্ধনা।
বাতলা কফপিত্তঘ্নি বাতর্চ্চোঽনুলোমনা ॥ ১৮ ॥

যবমণ্ড গুরুপাক, রুক্ষ, অগ্নিপ্রদ, বায়ুদায়ক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও বলবর্দ্ধানুকারক জানিবে ॥ ১৮ ॥

যবাগূঃস্যাত্রিদোষঘ্নি ব্রাহ্মী দুষ্প্রাপ্য গোক্ষুরৈঃ ॥ ১৯ ॥

যবমণ্ড সিদ্ধসিতে কণ্টিকারী, দুরালভা, গোক্ষুরিচূর্ণ সহযোগে ব্যবস্থা করিলে ত্রিদোষঘ্ন জানিবে। কিন্তু মণ্ড পাতালা হইলে লঘুপাক হয়, তাহাই করা ব্যবস্থেয় ॥ ১৯ ॥

শালিষষ্টিকমুদ্গানাং যুষং বা শস্তমাহরেৎ।
পঞ্চকোলেন সংসিদ্ধা যবাগূর্মধ্যলংঘনে ॥ ২০ ॥

ষাটধান্যের তণ্ডুল যুষ অর্থাৎ পাতলা অন্নমণ্ড এবং মুগের যুষ পান করিতে দেওয়া ব্যবস্থেয়। পঞ্চকোল পাচন সংসিদ্ধ যবাগূ লঙ্ঘনের মধ্যাবস্থায় প্রদান করা বিশেষ প্রশস্ত জানিবে ॥ ২০ ॥

লাজাচূর্ণ বিধি।

লাজপেষাং দধেৎপথ্য সর্ব্বজ্বরে প্রশস্যতে ॥ ২১ ॥
লাজপেষা চ শ্রমঘ্নি ক্ষামকণ্ঠাস্যশোধিনী।
ক্ষুত্তৃষ্ণাগ্লানি দৌর্ব্বল্য কুক্ষিরোগ বিনাশিনী ॥ ২২ ॥

খই চূর্ণ নিরামে সামে অষ্টজ্বরে পথ্য বলিয়া ব্যবস্থেয়। খই চূর্ণ শ্রমনাশক ক্ষমতা ও শক্তিকারক, কণ্ঠ ও মুখ শোধনকর, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দৌর্ব্বল্য, এবং কুক্ষিরোগঘ্ন জানিবে ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

লাজমণ্ড।

যথা সৌষধসিদ্ধির্ভিম শুপূর্ব্বা দিবাদিতঃ।
লাজপেষাং মুখজ্বরাং পিপ্পলীনাগরৈস্হতাৎ ॥
পিবেৎজ্বরীজ্বরাহং বা ক্ষুত্তানল্লাদিবাদিতঃ।
পেয়াং বা রক্তশালীয়াং পার্শ্ববস্তিশিরোহরুচিঃ ॥
সদংষ্ট্রাকণ্টিকারীভ্যাং সিদ্ধ্যাং জ্বরহরাপিবেৎ ॥ ২৩ ॥

শুঁঠের সহিত রক্তশালী ধান্যের খই সিদ্ধ করিয়া কিম্বা পিপ্পলী ও শুঁঠের সহিত করিয়া জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি অথবা জ্বরযুক্ত ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে সেবন করিতে দেওয়া ব্যবস্থেয়। যদ্যপি লিঙ্গমূলে ও পার্শ্বে অথবা মস্তকে বেদনা থাকে, তাহা হইলে সূক্ষ্ম তণ্ডুল চূর্ণ লাজা মণ্ডলের সহ কণ্টিকারী দুরালভা গোক্ষুরি প্রক্ষেপে জ্বরমুক্তি আকাংক্ষিত ব্যক্তিকে সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥ ইহা ত্রিদোষে ব্যবস্থা করিতে বিধি আছে।

লাজমণ্ডের গুণ।

লাজমণ্ডোহগ্নিজ্বলনং দাহ তৃষ্ণা নিবারণং।
জ্বরাতিসার সমলং শ্লেষ্মদোষামপাচনং ॥ ২৪ ॥

লাজমণ্ড অগ্নিকারক, দাহ এবং পিপাসা হারক, জ্বর, অতিসার, শ্লেষ্মাদোষ এবং আমদোষ নিবারক জানিবে ॥ ২৪ ॥

তর্পণ।

অতিলংঘিত তংদৃষ্ট্বা তস্য সন্তর্পণং হিতং।
দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জুর পিয়ালৈঃ সপুরুষকৈঃ।
তর্পণ হেতুকর্ত্তব্যং তর্পণং জ্বরশান্তয়ে ॥ ২৫ ॥

অত্যন্ত লঙ্ঘিত ব্যক্তিকে দৃষ্ট করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তর্পণ দান করিবে, যে রোগীর তর্পণ হিতজনক হইবেক এমন বিবেচনা করত তর্পণ দিবেক ॥ ২৫ ॥

ঔষধান্ন কাল নির্ণয়।

আনদ্ধ স্তিমিতৈর্দোষৈর্যাবন্তং কালমাতুরঃ।
কুর্য্যাদনশনন্তাবৎ ততঃ সংসর্গ মাচরে ॥ ২৬ ॥

যাবৎ কালাবধি আতুর ব্যক্তির মলাদি শোধিত না হয়, তাবৎ কালাবধি উপবাসরূপ লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়। তৎপর মলাদি শুদ্ধি হইলে ঔষধান্ন প্রদান করিবে ॥ ২৬ ॥

জলপান বিধি।

তৃষ্ণা বলীয়সী ঘোরা সদ্য প্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষাথায় পানীয়ং প্রাণধারণং ॥ ২৭ ॥

তৃষ্ণা অত্যন্ত বলবতী ভয়াবহা এবং সদ্য প্রাণহন্তারিণী, একারণ তৃষ্ণার্ত্তিকে জলপান করিতে দিবে। প্রাণীদিগের জলই জীবন, একারণ কোন অবস্থাতেই জলপানে নিষেধ নাই ॥ ২৭ ॥

তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
অতঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্বারি বারয়েৎ ॥ ২৮ ॥

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি লঙ্ঘন অবস্থায়ও জলপান করিবে, যেহেতু তৃষ্ণাতে মোহ জন্মে, মোহ, হইতে প্রাণ বিয়োগ হয়, অতএব সকল অবস্থাতেই জল প্রদান করা কর্ত্তব্য ॥ ২৮ ॥

অধিক জলপান অকর্ত্তব্য।

অতিযোগেন সলিলং তৃষাতেপি প্রযোজিতং।
প্রয়াতি শ্লেষ্মপিত্তত্বং জ্বরী তস্য বিশেষতঃ ॥ ২৯ ॥

তৃষ্ণাতুর মনুষ্য অত্যন্ত জলপান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম প্রাপ্ত হয়, বিশেষ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে অধিক জলপান কোনক্রমেই ব্যবস্থেয় নহে ॥ ২৯ ॥

উষ্ণোদক বিধি।

উষ্ণোদকং সদা পথ্যং জ্বরস্য তু বিশেষতঃ।
ঊর্দ্ধগ চাগ্নিমান্দ্যে চ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ ॥ ৩০ ॥

উষ্ণোদক ঋতুভেদে ও দোষবিশেষে যে প্রকার পাক ব্যবস্থা আছে, তাহা সকল রোগেই ব্যবস্থেয় জানিতে হইবে। বিশেষত ঊর্দ্ধগত রোগ এবং অগ্নিমান্দ্য রোগে জল অল্প পরিমাণে পান করাই কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

উষ্ণোদকের গুণ।

তৃষ্ণায়াং সলিলং চোষ্ণং পিবেদ্বাতকফজ্বরে।
তৎকফং বিলয়ং নীত্বা তৃষ্ণামাশুনিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৩১ ॥

তৃষ্ণা ও বাতশ্লেষ্মারোগে নিশ্চয়ই উষ্ণোদক পান ব্যবস্থেয়। উষ্ণোদক কফকে নষ্ট করিয়া আশু তৃষ্ণাকে নিবারণ করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

উদ্দিপ্য চাগ্নিং স্রোতাংসি মৃদুকৃত্য বিশোধয়েৎ।
বাতপিত্তকফস্বেদসকৃন্মূত্রাণি সারয়েৎ ॥ ৩২ ॥

(উষ্ণোদক) অগ্নিকে উদ্দীপন করতঃ স্রোতপথসমূহকে মৃদু করিয়া বিশেষ শোধন উপলব্ধি করে এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, ঘর্ম্ম, মলমূত্রাদিও শোধন করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

জ্বরকাসকফশ্বাসবাতপিত্তামমেদসাং।
নাশং রুচিসংশোধি পথ্যমুষ্ণোদকং সদা ॥ ৩৩ ॥

উষ্ণোদক জ্বর, কাস, শ্বাস, বায়ু, পিত্ত, আম এবং মেদাদি নাশক, রুচিকারক, শোধনকারক, পথ্য অর্থাৎ স্রোতপথের বিশেষ হিতকারক জানিবে ॥ ৩৩ ॥

উষ্ণোদকের প্রমাণ।

অষ্টমেকাংশ শেষেণ চতুর্থে নার্দ্ধকেন বা।
অথবা ক্বথনে নৈবং সিদ্ধমুষ্ণোদকং বদেৎ ॥ ৩৪ ॥

আটভাগের একভাগ অথবা চারিভাগের একভাগ, কিম্বা অর্দ্ধেক কি ক্বাথ করার সম যে সিদ্ধজল তাহার নাম উষ্ণোদক জানিবে।

একবারের উষ্ণোদক পুনঃ উষ্ণকরণ নিষেধ।

সৃতং শীতং পুনস্তপ্তং তোয়ং বিষসমং ভবেৎ।
নির্যূহোপি তথা শীতং পুনস্তপ্তং বিষোপমং ॥ ৩৫ ॥

শীতল পাক জল পুনঃ উষ্ণ করিলে তাহা বিষতুল্য হয়, এবং ক্বাথাদিও তদ্রূপ জানিবে ॥ ৩৫ ॥

দিবাসৃতং পয়োরাত্রৌ গুরুত্বামধিগচ্ছতি।
রাত্রৌসৃতং দিবাপিতং গুরুত্বমধিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
তত্ত্বপর্য্যানিতং বহ্নি গুণভ্রষ্টং ত্রিদোষকৃৎ।
গুর্ব্বম্লপাকবিষ্টম্ভি সর্ব্বরোগেষু নিন্দিতং ॥ ৩৭ ॥

দিবসের উষ্ণজল রাত্রে এবং রাত্রের উষ্ণজল দিবাতে গুরুতা প্রাপ্ত হয়। এই জল বাসী হইলে অগ্নির গুণ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ উষ্ণোদকের যে গুণ তাহা থাকে না। ঐ জল ত্রিদোষকারক, গুরু, অম্ল, বিষ্টম্ভি এবং সকল প্রকার রোগের নিন্দিত জানিবে ॥ ৩৬ ॥ ৩৭

ষড়ঙ্গপানীয়।

মুস্তপর্পোটকাশিরং চন্দনোদীচ্য নাগরৈঃ।
(চরক)

মুস্তপর্পটকোদীচ্য ছত্রাখ্যোষীরচন্দ্রনৈঃ।
স্বৃতং শীতং জলং দদ্যাৎ তৃড়দাহজ্বরশান্তয়ে॥ ৩৮॥
(চক্রদত্ত)

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বালা, ধনে, গন্ধবেনা এবং রক্তচন্দন; এই ছয় দ্রব্য একত্রিত ২ তোলা, জল /৪ চারিসের দিয়া সিদ্ধ করিবে, /২ সের থাকিতে নামাইবে। উচিত মাত্রায় সেব্য, ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ এবং জ্বর শান্তি হইয়া থাকে।

জলের ব্যবস্থা।

কর্ষমাত্রং ততোদ্রব্যং সাধয়েৎ প্রস্থকেঽম্ভসি।
অর্দ্ধং স্বৃতং প্রযোক্তব্যং পানে পেয়াদিসন্বিধৌ॥
মুখ্যভেষজসম্বন্ধো নিষিদ্ধস্তরুণেজ্বরে।
তোয়পেয়াদিসংস্কারে নির্দ্দোষং তেন ভেষজ॥ ৩৯॥

২ তোলা দ্রব্য /৪ চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ দুই সের থাকিতে নামাইবে। জল, পেয়া যুষ এবং যবমণ্ড প্রভৃতির এই নিয়ম জানিবে।

মুখ্য ঔষধ সম্বন্ধ দ্রব্য তরুণ জ্বরে নিষিদ্ধ, কিন্তু জল ও পেয়াদি দ্রব্য পাক সংস্কারে নির্দ্দোষ হইয়া সেই ঔষধ হইয়া থাকে।

মধ্যজ্বরীর পথ্য ব্যবস্থা।

কফজে পেয়দা ক্ষীণং লঙ্ঘনাদি ক্রমাৎকফে।
(সারকৌমুদী)

কফ রোগে অত্যন্ত ক্ষীণ ব্যক্তিকে পেয় প্রদান করিবে।

মুদ্গযূষোদনং দেয়ং জ্বরে কফসমন্বিতে।
যবাগূঃ সিতয়াযুক্তং হিতং পিত্তজ্বরাপহং॥
শস্তা এব যবাগূস্ত তথা পিত্তেঽপয়ং বিধি॥ (ঐ)

সেই কফ দোষযুক্ত হইলে লঙ্ঘন বিধি, শুদ্ধ কফজ্বরে দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে ক্ষুধাবস্থায় মুগের যুষ ও অন্ন দিবেক। পিত্তজ্বরে যবমণ্ড চিনির সহিত ব্যবস্থা করা বিধেয়।

শ্রমোপবাসা নিলজে হিতং নিত্যরসোদনং। (ঐ)

শ্রম, উপবাস এবং বায়ু প্রধান জ্বরে নিত্য সরস অন্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

মুদ্গামলকযূষস্তু বাতপিত্তার্ত্তিকে হিতঃ। (ঐ)

মুগ ও আমলকি উভয় সম্মিলিত যুষ বাতপিত্ত জ্বরে ব্যবস্থেয় জানিবে।

নিম্বৈঃ কুলত্থযূষস্তু হিতঃ পিত্তকফার্ত্তিকে। (ঐ)

নিম্ব এবং কুলথকলায়ের যুষ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে প্রদান করিবে।

দ্রাক্ষামলকযূষস্তু কফবাতার্ত্তিকে হিতং। (ঐ)

কিসমিস এবং আমলকী এই উভয় মিলিত যুষ বাতশ্লেষ্ম জ্বরে ব্যবস্থেয় জানিবে।

দাহবমার্দ্দিতং স্থামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ান্বিতং।
শর্করামধুসংযুক্তং ভেষজং তর্পণং বুধঃ॥ ৪০॥ (ঐ)

দাহ, বমনাদি, এবং আমে অন্ন প্রদান করিবে না, অর্থাৎ লঙ্ঘন দিবে। পিপাসা থাকিলে চিনি ও মধুযুক্ত তর্পণ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য॥ ৪০॥

চরকোক্ত পথ্যাপথ্য।

পথ্য।

পুরাতন যষ্টিকশাল্যন্ন বার্ত্তাকু শোভাঞ্জনং। কারবেল্লং
বেত্রাগ্রগাষাঢ়ফলং। কর্কটকং মূলকং পূতিকাচ মুদ্গা-
মসূরাচনকশ্চ বর্গাঃ। কুলত্থকৈর্ব্বারিহিতশ্চ যূষং
পাঠামৃত বাস্তুকতণ্ডুলীয়ং জীবন্তি শাকানি চ।
কাকমাচী দ্রাক্ষা কপিত্থানি চ দাড়িমানি লঘুক্ষুদ্র
মৎস্যানি চ ভেষজঞ্চ পথ্যানি মধ্যজ্বরীণামনিষ্টঃ॥ ৪১॥

পুরাতন ষাটিধান্যের চাউলের অন্ন, বার্ত্তাকু, সজনাখাড়া করেলা, বেতের ডগা, ক্ষেলেকড়ার ফল, পটোল, কাকুড়, মূলা, পুতিকাশাক, মুগ, মসুর এবং চোনাকলাই ও কুলথকলায়ের যুষ। আকনাদি, গোলঞ্চ, বেতোশাক, চাপানটে শাক, জীবন্তী শাকাদি গুড়কামাই শাক, কিসমিস, কৎবেল, দাড়িম্ব এবং লঘু ক্ষুদ্র মৎস্য; মধ্যজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে এই সকল দ্রব্য ঔষধ স্বরূপ প্রদান করা ব্যবস্থেয়॥ ৪১॥

অরুচি থাকিলে।

অপরমপি দাতব্যং যদি পথ্যং ন রোচতে।
অরুচৌ মাতুলঙ্গস্য কেবলং সহ সৈন্ধবং।
ধাত্রীদ্রাক্ষাসিতাযুক্তং কল্কমাস্যেন ধারয়েৎ॥ ৪২॥

অপর পথ্যে যাহার রুচি না হয়, তাহাকে টাবালেবু সৈন্ধবলবণ সহ কল্ক দিবেক এবং আমলকি, কিসমিস্ ও চিনি কল্ক দিয়া মুখে ধারণ করিতে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪২ ॥

অপথ্য।

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানঞ্চ ক্রমণানি চ।
জ্বরযুক্তো ন সেবে চ যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ॥
তাম্বুলং রক্তবস্ত্রং পরিমলকুসুমং চন্দনং চারুগন্ধং।
কর্পূরং কুমকুমং ঘৃতং তিলপেষিতং বারিভূয়িষ্ঠগেহং ॥
স্নিগ্ধসেব্যানুপানং বনিত বর বধূর্দ্দর্শনং স্পর্শনঞ্চ।
ব্যায়ামং শোককোপজ্বরজনিতমরং বর্জ্জয়েদিন্দুরশ্মিং ॥

জ্বরযুক্ত ব্যক্তি যাবৎকাল সম্যকরূপে বলবান হইয়া না উঠিবে, তাবৎকাল নীচের লিখিত কার্য্যাদি করিবেক না। যথা—পরিশ্রম, ক্লেশ, স্নানাদি, তাম্বুলভক্ষণ, রক্তবস্ত্র পরিধান, মনোহর পুষ্প চন্দনাদি সুন্দরগন্ধ সহিত ধারণ, কর্পূর, কুমকুম, ঘৃত, তিলপেষি দ্রব্য, যথেষ্ট জল ব্যবহার, স্নিগ্ধ অনুপান সেবন, স্ত্রীসংসর্গ, প্রয়াস পূর্ব্বক স্ত্রীদর্শনে প্রবৃত্তি, অস্ত্রক্রিয়া, শোক, কোপ, চন্দ্রকিরণ সেবন ইত্যাদি।

অপিচ।

বমিবেগদন্তকাষ্ঠং আসাত্ম্যমতিভোজনং।
বিরোধ্যন্যান্নপানী চ নিদ্রাহিনী গুরূণি চ ॥
দুষ্টাম্বুক্ষারমম্লানি পত্রশাকং চিপীটকং।
অতিসান্দ্রাণি চেতানি জ্বরিতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

অপিচ।

বিরেচনং ছর্দ্দনমঞ্জনঞ্চ নস্যঞ্চ ধূমস্য তরাসসঞ্চ শীতো-পচর। এণসলিঙ্গ হরিণী ময়ূরলাব শশ তিত্তোর কুক্কু-টাঞ্চ। ক্রৌঞ্চকুরঙ্গপারাবতপোতকা চ। মহিষদুগ্ধং পয়ো ঘৃতঞ্চ হরিতকী পর্ব্বতানির্ঝরাম্বু। এরণ্ড তৈলং শীতদ্রব্যসর্ব্বং বর্ষাম্বু মারুত নারিকেল শীতবারি স্ত্রীসঙ্গ তাবন্ন সেব্যং যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

পথ্যাপথ্য সমাপ্ত।

রোগীর মঙ্গলাচরণ।

বিষ্ণুর্নামসহস্রস্য পটলং শ্রবণায়তে।
দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুরূনামপি পূজনং॥
ব্রহ্মচর্য্যতপোহোমং প্রদানং নিয়মং জপং।
সাধুনাদর্শনং কুর্ব্বং রত্ন ঔষধিধারণং॥
মঙ্গলাচরণঞ্চেতি বর্দ্ধসর্ব্বজ্বরানজয়েৎ॥ ৪৪॥

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিষ্ণুর সহস্র নাম, ও পটল শ্রবণ করাইবেক, দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুর পূজা করিবে, ব্রহ্মচর্য্য তপঃ আচরণ হোমাদি ও নিয়মিতরূপে বিষ্ণুর নাম ও দুর্গার নাম জপ, সাধুলোক দর্শন এবং রত্ন ঔষধাদি ধারণ করিবে; এই সকল মঙ্গল আচরণে সর্ব্বজ্বর ত্যাগ হইয়া থাকে॥ ৪৪॥

জ্বরের ঔষধ বিধি।

বাতিকঃ সপ্তরাত্রে তু দশরাত্রে তু পৈত্তিকঃ।
শ্লৈষ্মিকোদ্বাদশাহে তু জ্বরে যোজিত্ত ভেষজং॥ ৪৫॥

বাতজ জ্বরে সাতরাত্রি, পিত্তজ জ্বরে দশরাত্রি এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরে দ্বাদশ রাত্রি অতীত হইলে অর্থাৎ আমাদি জীর্ণ হইলে ঔষধ প্রদান করা ব্যবস্থেয়॥ ৪৫॥

আমজ্বরে ঔষধ প্রদান নিষেধ।

আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাৎ তত্র ভেষজং।
ভেষজোহ্যামদোষেণ ভূয়োজ্জ্বলয়তি জ্বরং॥
পয়োজে দোষহরণং মোহাদামজ্বরে তু যঃ।
সুষুপ্তা কৃষ্ণসর্পঞ্চ করাগ্রেণ পরামৃশেৎ॥ ৪৬॥

যাবৎ আমজ্বর থাকিবে, তাবৎ ঔষধ ব্যবস্থা করা বিধি নহে। আমজ্বর থাকিলে ঔষধ প্রদান করিলে জ্বর পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যদি মোহ বশতঃ আমজ্বরে ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে নিদ্রিত কৃষ্ণসর্পকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করার সম সেই জ্বর কালরূপ হয়॥ ৪৬॥

আমজ্বর ব্যবস্থা।

আমং জয়েল্লঙ্ঘনকোঞ্চপেয়া লঘ্বন্নসূপৌদনতিক্তযুষৈঃ।
বিরূক্ষণং স্বেদন পাচনৈশ্চ সংশোধনৈরূর্দ্ধমধস্তথৈব॥ ৪৭॥

লঙ্ঘন ঈষৎউষ্ণ পেয়া, লঘু অন্ন, তিক্তরস, কফজনক দ্রব্য, অগ্নিসন্তাপ, পাচন, ঊর্দ্ধাধঃ শোধন দ্বারা এবং উক্ত সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা আমকে জয় করা উচিত॥ ৪৭॥

নিরামে সামে ঔষধি ব্যবস্থা।

সপ্তাহাৎ পরতোবাপি সামেস্যাৎ পাচনং জ্বরে।
নিরামে শমনং স্তব্ধ সামে পাচন মাচরেৎ ॥ ৪৮ ॥

সপ্তাহ অতীত হইলে নিরুপদ্রব সামে পাচন ব্যবস্থা করিবে, নিরামে শমন ব্যবস্থেয়। শুদ্ধ সামে উপদ্রব্য থাকিলে পাচন দিবে ॥ ৪৮ ॥

অন্যরূপ।

পারয়েদাতুরং সামং পাচনং সপ্তমে দিনে।
শমনেনাথবা দৃষ্ট্বা নিরামং তমুপাচরেৎ ॥ ৪৯ ॥

আমান্বিত আতুরকে সাত দিবসে পাচন এবং নিরাম দর্শন হইলে সমন প্রদান করিবে ॥ ৪৯ ॥

তরুণ জ্বরে পাচনাদি নিষিদ্ধ।

ন চ্যবন্তেন ন পচ্যন্তে কষায়ৈ স্তম্ভিতামলাঃ ॥
তির্য্যগ্বিমার্গগা বাতে ঘোরং কুযুর্বজ্বরং ॥ ৫০ ॥

তরুণ জ্বরে কষায় দ্বারা দোষ নষ্টও হয় না, পাকও হয় না, তৎকালে কষায় দ্বারা দোষ স্তম্ভিত ও বক্রপথ প্রাপ্ত হইয়া জ্বরকে ঘোর করিয়া তুলে ॥ ৫০ ॥

অন্যরূপ ঐ।

দোষাবৃদ্ধা কষায়েন স্তম্ভিত স্তরুণজ্বরে।
স্তভ্যন্তে ন বিপচ্যন্তে কুর্ব্বন্তি বিষমজ্বরং ॥ ৫১ ॥

নবজ্বরে কষায়ন দ্বারা দোষ বৃদ্ধি স্তম্ভিত ও আধ্মানপ্রদ হইয়া পাক লাভ করিতে না পারিয়া বিষম জ্বরকে উৎপত্তি করে। সুখে পচে না দুঃখ দিয়া বিলম্বে পাক হইয়া থাকে ॥৫১

আমে কষায় নিষেধ।

মুখ্যাভেষজসম্বন্ধো নিষিদ্ধস্তরুণজ্বরে।
তোয়পেয়াদি সংস্কারৈ নির্দ্দোষং তেন ভেষজং ॥ ৫২ ॥

নবজ্বরে মুখ্য ঔষধ অর্থাৎ কাথ পান নিষিদ্ধ, উষ্ণজল ও পেয়াদি প্রদানই ব্যবস্থেয় ॥৫২ ॥

পাচন কাহাকে বলে।

যৎপচত্যামমাহারং পচেদামং রসঞ্চ যৎ।
যৎ পক্বান পচেদ্দোষাৎ শুদ্ধিপাচন মুচ্যতে ॥ ৫৩ ॥

যে পক্ক আহার পাক, আমরস পাক এবং অপক্ক দোষ পাক করে, তাহাকেই শুদ্ধি পাচন বলে ॥ ৫৩ ॥

শমন কাহাকে বলে।

নচ শোধতি যদ্দোষান্ সমানোদীরয়ত্যপি।
সমীকরোতি সংবৃদ্ধা নস্তৎসংশমন মুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

যে দোষ শোধন করে না অর্থাৎ উর্দ্ধাধোমার্গ দ্বারা দোষকে চালিত করিতে পারে না, সমান দোষকে বৃদ্ধি করে না এবং বৃদ্ধি দোষকে সমান করে, তাহাকেই শমন কহে ॥ ৫৪ ॥

ঔষধ কাহাকে বলে।

ঔষধং ব্যাধিদোষঘ্ন দ্বিবিধং তৎ প্রচক্ষ্যতে।
সুস্থতেজস্করং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদার্ত্ত্যস্থ রোগনুৎ ॥ ৫৫ ॥

ঔষধ দুইরূপ বলিয়া কথিত আছে। যথা—ব্যাধিনাশক এবং দোষনাশক। তেজস্কর ঔষধ সুস্থ ব্যক্তির কিঞ্চিৎ ব্যাধিনাশক হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

রোগ নিরূপণে ঔষধ অমৃততুল্য।

যথাবিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা ॥ ৫৬ ॥

যেরূপ বিষ, অস্ত্র, বজ্র এবং অগ্নি বিশেষ ভয়াবহ, রোগ নিরূপণ না করিয়া দ্রব্যের গুণাগুণ না জানিয়া, ঔষধ প্রয়োগ করিলে তদ্রূপ ভয়াবহ হয়। রোগ নিরূপণ করিয়া দ্রব্যের গুণাগুণ জানিয়া ঔষধ প্রদান করিলে সেই ভেষজ অমৃততুল্য হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

ঔষধ যোগ কল্পনা।

যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণমুত্তমং ভেষজং ভবেৎ।
ভেষজঞ্চাপি দুর্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষং ॥ ৫৭ ॥

যোগে তীক্ষ্ণ বিষ দিলেও উত্তম ঔষধ হয়। ঔষধ দুর্যুক্ত হইলে তীক্ষ্ণ বিষ উৎপত্তি হইয়া থাকে। একারণ রোগকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া, দোষের ভাগ বিবেচনা করতঃ ঔষধে দ্রব্যের গুণাগুণ উত্তমরূপে বিবেচনাপূর্ব্বক উত্তম যোগ কল্পনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৫৭ ॥

ঔষধ যোগ কথন।

জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যং গ্রহণে নৃণাং।
তত্রামুক্তে প্রভাতংস্যাৎ কষায়েষু বিশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥

ঔষধ সেবনের পাঁচটী সময় আছে, তাহাতে বিশেষ কালের অনুক্ত জন্য প্রাতঃকাল জানিবে, বিশেষত কথায় প্রাতঃকালেই ব্যবস্থেয়। আহারের পূর্ব্বে আহারকালীন, সায়ংকালে এবং রাত্রে শয়ন সময়েও প্রশস্ত জানিবে ॥ ৫৮ ॥

ঐ অন্যরূপ দশকাল নির্ণয়।

অভুক্তং পূর্ব্বভুক্তঞ্চ মধ্যে ভুক্তং সভুক্তকং।
ভুক্তোপরিষ্টাৎ সামুদ্গং ভুক্তয়োরন্তরেপি চ ॥
গ্রাসে গ্রাসান্তরে বাপি মুহুর্ম্মুহুরিতি স্মৃতঃ।
কালাদ্দশৈতে ধীমদ্ভিরৌষধস্য প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৯ ॥

আহার না করিলে অনাহারে ২ আহারের পূর্ব্বে ১, আহারের মধ্য সময়ে ৩, আহারের সহিত ৪, আহারান্তে ৫, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া ৬, গ্রাসে গ্রাসে ৭, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ৮, প্রাতঃকালে ৯, এবং সন্ধ্যাকালে ১০। এই দশ প্রকার সময়ে ঔষধ সেবন ব্যবস্থেয় ॥ ৫৯ ॥

কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ কোন্ সময়ে
ঔষধ দান কর্ত্তব্য।

ভবতি চ বহুবীর্য্যং ভেষজং ভক্তহীনং,
হ্যপনয়তি চ রোগান্ ক্ষিপ্রমাবদ্ধ মূলান্।
মৃদু শিশুযুবতীনাং ক্ষীণবৃদ্ধাসহানাং,
জনয়তি বলহানিং গ্লানিমঙ্গস্য খেদং ॥
মধ্যকায়গত নোগ্রান্ মধ্যভক্তং নিহন্তিং চ।
সভক্ত সুকুমারাণাং বালানামৌষধপ্রিয়াঃ ॥ ৬০ ॥

মৃদু, শিশু, যুবতী, ক্ষীণ, বৃদ্ধ এবং অসহনশীল; ইহাদিগকে কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। তৎপর অপর ব্যক্তিদিগকে রোগবিশেষে কর্ত্তব্যানুসারে ঔষধ প্রদান করিবে। মধ্য শরীরগত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে আহারের মধ্যে, এবং সুকুমার শিশুদিগকে আহারের সহিত ঔষধ প্রদান করাই ব্যবস্থেয়। (হেতু মূলশ্লোক দৃষ্টি করিয়া দেখিলে জানিবেন) ॥ ৬০ ॥

ভুক্তে পরিষ্ঠাৎ সন্তং স্যাদূর্দ্ধজত্রুং বিকারিণাং।
সুমুদ্গারশ্চ সামুদ্গং দীপ্তাগ্নিং বলিনাং হিতং ॥ ৬১ ॥

কণ্ঠার উর্দ্ধগত রোগে ভোজনোপরি প্রশস্ত, দীপ্তাগ্নি এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে গিলিয়া খাওয়া উচিত, উভয়ভুক্ত মধ্যে, দেহগত রোগে, তৃষ্ণার্ত্ত, কৃষাগ্নি ও বাজিকরণ বিধায়ে গ্রাসে সেব্য, কুষ্ঠ এবং মেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গ্রাসের মধ্যেই বিধেয়, শ্বাস, কাস হিক্কা, তৃষ্ণা, এবং ছর্দ্দিতে মুহুর্ম্মুহু সেবন ব্যবস্থেয় জানিবে ॥ ৬১ ॥

অনুপান কাহাকে বলে।

রোচনং বৃংহণং বৃষ্যং দোষসংঘাতভেদনং।
তর্পণং মার্দ্দবকরং শ্রমক্লমহরং পরং॥
দোষাশ্চ প্রশমনং পিপাসাচ্ছেদনং পরং।
বলবর্ণকরঞ্চাপি অনুপান তদুচ্যতে॥ ৬২॥

রুচিকর, পুষ্টিকারক, তেজস্কর, দোষসকলের ভেদকর তৃপ্তিজনক, ভারহারক, শ্রম এবং ক্লেশনাশক, দোষ সমূহের শমন সাধক, পিপাসা নিবারক, বল এবং বর্ণকর; এইরূপ গুণযুক্ত দ্রব্যকেই অনুপান কহে॥ ৬২॥

স্নিগ্ধোষ্ণং মারুতে শস্তং কফে রুক্ষোষ্ণমীষ্যতে।
অনুপানং হিতং বারি পিত্তে মধুরশীতলং॥ ৬৩॥

ঔষধির অনুপান—বায়ুরোগে—স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ। পিত্তে—মধুর এবং শীতল। কফে—রুক্ষ এবং উষ্ণ প্রশস্ত জানিবে॥ ৬৩॥

যথা জলগতং তৈলং ক্ষণে নৈব প্রসর্পতি।
তথা ভৈষজ্যমধ্যেযু প্রসপত্যানুপানতঃ॥ ৬৪॥

যেরূপ তৈল জলগত হইলে অল্প সময়েই প্রসারিত হয়, সেইরূপ অনুপান যোগে ঔষধ আশু প্রসারিত হইয়া ব্যাপিত হইয়া থাকে॥ ৬৪॥

ঐ প্রমাণ।

বাতাপি ভক্ষিতো যেন অগস্ত্যেন দ্বিজোত্তমঃ।
অনুপানং কৃতং তেন কা কথা স্বল্পদেহিনাং॥ ৬৫॥

হে দ্বিজোত্তম! অগস্ত্য মুনি অনুপান সহযোগে বাতাপি রাক্ষসকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন; সামান্য দেহীর পক্ষে আর কি কথা আছে॥ ৬৫॥

ঔষধ ভক্ষণের প্রকরণ।

ঔষধং খল্লানিক্ষিপ্তা দণ্ডেন গাঢ়মর্দ্দনাৎ।
প্রসন্নবদনে ভুক্তা যোগ মুঞ্চতি নিশ্চিতং॥ ৬৬॥

ঔষধ খলস্থ করতঃ বাটিবে, উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক প্রসন্নবদনে ভক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই রোগ নষ্ট হইবে॥ ৬৬॥

ঐ অন্যরূপ।

তত্রোপবিশ্য চাচম্য প্রসন্নবদনেন্দ্রিয়ঃ।
ঔষধং হেমরজতং মৃত্তাজনপরিস্থিতং॥

পিবেৎ প্রসন্নবদনঃ পীত্বা পাত্রমধোমুখং।
প্রক্ষিপ্যাচম্য সলিল তাম্বূলাদ্যুপকল্পয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করতঃ প্রসন্নবদন ও প্রসন্ন ইন্দ্রিয় হইয়া স্বর্ণ, রৌপ্য কি মৃত্তিকাপাত্রস্থ ঔষধ পান করিবে। প্রসন্নবদনে ঔষধ পান করতঃ ঐ ঔষধপাত্র অধোমুখ করিয়া ভূমিতে রাখিবেক। প্রক্ষেপ করতঃ পুনর্ব্বার আচমন করিয়া জল অথবা তাম্বুল দ্বারা মুখ ধৌত করিবে ॥ ৬৭ ॥

ঔষধের জীর্ণ লক্ষণ।

অনুলোমঽনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুত্তৃষ্ণা সুমনস্কতা।
লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদ্গারঃ শুদ্ধির্জীর্ণৌষধাকৃতিঃ ॥ ৬৮ ॥

ঔষধ জীর্ণ হইলে বায়ু যথাক্রম, সুস্থভাব, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সুস্বর প্রশস্ত, শরীরের লঘুতা ইন্দ্রিয় এবং উদ্গার শুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

ঔষধ অজীর্ণ লক্ষণ।

ক্লমদাহোঽঙ্গসদনং ভ্রমোমূর্চ্ছা মদস্তৃষা।
অরতি বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ ॥ ৬৯ ॥

ঔষধ অজীর্ণ হইলে ক্লান্তচিত্ত, দাহ, শরীরের অবসাদ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, অনবস্থিত চিত্ত, মাদকদ্রব্য সেবনসম মত্ততা জ্ঞান এবং বলহানি ; এই সকল উপদ্রব উদ্ভব হয় ॥ ৬৯ ॥

ঔষধশেষে ভুক্তং পীতং তদৌষধং শেষঽন্নে।
ন করোতি গদোপশমনং প্রকোপয়ত্যন্যরোগাংশ্চ ॥ ৭০ ॥

ঔষধ পাক না হইলে, ভোজন কি পান করিলে কিম্বা অন্নপাক না হইলে, ঔষধ ভক্ষণ করিলে, উপস্থিত রোগ উপশম হয় না, বরঞ্চ অন্য রোগের প্রকোপ উপলব্ধি হয় ॥ ৭০ ॥

কোন্ কোন্ ঔষধ সপ্তাহের মধ্যে একদা
সেবন নিষিদ্ধ।

রসং ত্রিদোষো দিনন্যদোষঃ সপ্তাহ দদ্যাৎ কষায়চূর্ণে।
ঘাদেস্তলা গুগগুলুমেকবিষং ঘৃতং গুড় মোদকখণ্ড পিণ্ডং।
সপ্তাহমধিকদিনমেকবর্জ্জ্যং যাবদ্ভবেৎ ॥ ৭১ ॥

রস ও ত্রিদোষ রোগ ব্যতীত অপর অপর রোগে কষায় পান চূর্ণৌষধি গুগগুলু, বিষ, ঘৃত, মোদক, চিনিযোগৌষধি, এবং পিণ্ড ঔষধ ইত্যাদি সপ্তাহকাল সেবনানন্তর একদিন বর্জ্জন করা অর্থাৎ একদা ঔষধ সেবন না করা বিধেয়। যাবৎকাল ঔষধ সেবন করিবে, তাবৎকালই এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে ॥ ৭১ ॥

পাচন সমূহ পাকের বিধি।

দশরক্তিক মাষেণ গৃহীতং তোলকদ্বয়ং।
দত্বাম্বু ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতং॥
এভিমাত্রাং প্রকুর্ব্বন্তি বাড়িয়া পাচনাদিষু॥ ৭২॥

পাচনের সমুদায় দ্রব্য একত্রিত মাষার হিসাবে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, পাকাবশেষ ৮ তোলা; সকল প্রকার পাচনেই এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে॥ ৭২॥

ঔষধ সেবনের মন্ত্র।

নমো ব্রহ্মদক্ষাশ্বীরুদ্রেন্দ্র ভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ।
ঋষয়োঃ সৌষধিগ্রামা ভূতসংঘাশ্চ পান্তু তে॥
রসায়নমিবর্ষীণাং দেবনামমৃতং যথা।
সুধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্যমিদমস্তু তে॥
ব্রহ্মা ত্বমেব বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সহ দুর্গয়া।
আর্ত্তস্য ব্যাধিনাশায় ত্বং সাক্ষাদ্ভবপাবকঃ॥
দেবরাজস্য যদ্বীর্য্যং যদ্বীর্য্যং হি পাকস্য চ।
পিতৃরাজস্য যদ্বীর্য্যং যদ্বীর্য্যং নৈঋ‍্র্তস্য চ॥
বরুণস্য চ যদ্বীর্য্যং যদ্বীর্য্যং মনিলস্য চ।
কুবেরস্য চ যদ্বীর্য্যং যদ্বীর্য্যং শঙ্করস্য চ॥
তদত্র বীর্য্যমধ্যগ্রমায়াত্রদ্ব্যাধি শান্তয়ে॥ ৭৩॥

ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমার, রুদ্র, ইন্দ্র, পৃথিবী, চন্দ্র. সূর্য্য, অগ্নি, ঋষি সমূহ, ঔষধ সকল ও ভূতগণকে নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা সকলে তোমার ঔষধকে রসায়নের সম রক্ষা করুন; যেরূপ ঋষিগণের ও দেব সমূহের অমৃত, সেইরূপ এই ঔষধ হউক। শ্রেষ্ঠ নাগদিগের সুধারু সম তোমার এই ঔষধ বীর্য্য ধারণ করুক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুর্গার সহিত শিব, পাবকাগ্নি আপনার ব্যাধিনাশ নিমিত্ত সাক্ষাৎ হউন। ইন্দ্র ও অগ্নির যে বীর্য্য, যমের যে বীর্য্য, রাক্ষসের যে বীর্য, বরুণের বীর্য্য, বায়ুর যে বীর্য্য, কুবেরের যে বীর্য্য এবং মহাদেবের যে বীর্য্য, সেই সমূহ বীর্য্য অনুকূল হইয়া ব্যাধি নাশ জন্য আগমন করুন॥ ৭৩॥

ধন্বন্তরিদিবোদাসঃ কাশীরাজস্তথাশ্বিনৌ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সপ্তৈতে ব্যাধিঘাতকাঃ॥
অচ্যুতানন্দ গোবিন্দনামোচ্চারণ ভেষজাঃ।
নশ্যন্তি সকলারোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥

স্বস্তি তে বরুণরাজা স্বস্তি নারদপর্ব্বতৌ।
স্বস্তি সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ স্বস্তি দেবাশ্চ সেন্দ্রকাঃ ॥
স্বস্ত্যগ্নি স্বস্তিবায়ুশ্চ সদায়ুর্ব্বৰ্দ্ধিকাস্তব।
ইতো যন্তে প্রশাম্যন্তু সদা ভবতি বিজ্বরঃ ॥
এতৈর্বেদাত্মকৈ মন্ত্রৈঃ কৃত্যা ব্যাধিবিনাশনং।
রক্ষাং সুস্থো ভবেৎ ক্ষিপ্রং দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি ॥
যে বাতপ্রভবা রোগাঃ যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।
কফোদ্ভবাশ্চ যে কেচিৎ যে কেচিৎ সান্নিপাতিকাঃ ॥
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি বাসুদেবাপমাৰ্জ্জিতা ॥ ৭৪ ॥

ধন্বন্তরি, দিবোদাস কাশীরাজ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নকুল, ও সহদেব এই সপ্তমহাত্মাগণ ব্যাধিনাশক। অচ্যুতানন্দ ও গোবিন্দ এই নাম উচ্চারিত ঔষধ যে, সকল রোগনাশক, ইহা আমি সত্যে সত্যই বলিতেছি। বরুণরাজ, নারদ ও পর্ব্বতমুনি, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত অমরনিকর তোমার মঙ্গল সাধন করুন। অগ্নি এবং বায়ু তোমার আয়ুবর্দ্ধক হউন, তোমার রোগ সম্বন্ধে প্রশমন করুন এবং সর্ব্বদা তোমার বিজ্বর হউক। এই বেদাত্মক মন্ত্র তোমার রোগ নষ্ট করিয়া তোমাকে রক্ষা করুন। সুস্থ্য আশু হইবে, দীর্ঘায়ু লাভ করিবে, বাত, পিত্ত, কফ, এবং সান্নিপাতিকজনিত তোমার যে সমস্ত রোগ প্রশমতা লাভ করুক, সেই সমস্ত রোগ বাসুদেব কর্তৃক মৰ্দ্দিত হইয়া বিনষ্ট হউক ॥ ৭৪ ॥

চিকিৎসা প্রকরণ সমাপ্ত।

বাতিক জ্বরের চিকিৎসা।

বাতিকজ্বরে, জ্বরের বিষম বেগ হয়, কণ্ঠ শুষ্ক হইতে থাকে, নিদ্রা, এবং সর্ব্বদা হাই উঠে, শরীর রুক্ষভাব, অঙ্গ বেদনা, কম্প, বিশেষরূপে মস্তকে ব্যথা, মুখবিরস হওয়া, উদরে মল কাঠিন্য ও শূল এবং আধ্মান হইয়া থাকে।

বাতিকজ্বর ছয় দিবস অতীত হইলে লঘু আহার করাইয়া পাচন ও শমন প্রদান করা ব্যবস্থা। (মতান্তরে) সপ্ত রাত্রি অতীত হইলে ঔষধান্ন দিবে। যথা—

"জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে পাচনং মারুতাপহং।"
(চরক)

"বাতিকে সপ্তরাত্রেষু দোষপাকে পাচনং ॥"
(সুশ্রুত)

বাতিক জ্বরের কষায়ণ চিকিৎসা।

স্বল্পপঞ্চমূলী পাচন।

শালপর্ণী পৃশ্নিপার্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরং।
কনীয়ঃ পঞ্চমূলস্তু সুশ্রুতেন উদাহৃতং॥
সুশ্রুত।

শালপানী, চাকুলা, কণ্টকারী, ব্যাকুড় এবং গোক্ষুরি; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। অনুপান পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎপঞ্চমূলী পাচন।

বিল্ব শ্যোণাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা।
বাতজ্বরহশ্চৈব পাচনং বহ্নিদীপনং॥
চরক।

বেলছাল, সোনা, গামার, পারুল এবং গণেরী; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। অনুপান ঐ।

কিরাতাদি ক্বাথ।

চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, বালা বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপানি চাকুলে এবং শুণ্ঠী; এই দশ দ্রব্য একত্রে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সেবনে বাতিক জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে।

নিদ্রা নষ্ট হইলে।

ভৃষ্টস্তু বিজয়াচূর্ণ মধুনা নিশিতক্ষয়েৎ।
নিদ্রানাশেঽতিসারে চ গ্রহণ্যাং পাবকক্ষয়ে॥

ভাজা সিদ্ধিচূর্ণ মধুর সহ রাত্রে ভক্ষণ করিবেক। নিদ্রানাশে অতিসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবস্থেয়।

বেদনাদি থাকিলে।

দারুহৈমবতী কৃষ্ণশতাহ্বা হিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ।
লিম্পেৎ কোষ্ণৈরম্লপিষ্টৈ শূলাধ্মান জড়োদরং॥

দেবদারু, বচ, মরিচ, শুল্‌ফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব; এই ছয় দ্রব্য অম্লসহযোগে বাটিয়া ঈষৎ গরম করতঃ উদরে প্রলেপ দিলে—বেদনা, আধ্মান এবং উদরের জড়তা নিবারিত হয়।

বাতিকজ্বরে কর্ণে তালা ধরিলে।

কটুতৈলং কণাহিঙ্গু বচা লশুনসাধিতং।
উষ্ণং বিনিহিতং হন্তি কর্ণয়োনিস্বনং যথা॥

সরিষার তৈল, পিপুল, হিং, বচ ও রোষণ; প্রত্যেক ২৭ রতি, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বাতজ্বরে শুষ্ককাস থাকিলে।

তৈলং কর্ণাস্বনঃ কর্ণা সুগন্ধিবচসা যবান্যা চ সমন্বিতা।
তাম্বুলসহিতা হন্তি শুষ্ককাসং মুখেধৃতঃ॥

সরিষার তৈল, কাঙ্খিড়া, মহব্বরি, বচ, যমানি এবং পাত্র; একত্রে বাটীয়া মুখে করিয়া থাকিলে শুষ্ককাস উপশমিত হয়।

বাতিকজ্বরে পথ্য কথন।

শ্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসোদনঃ।
দ্রাক্ষামলকযূষস্তু বদ্ধবিট্‌ কেপি দীয়তে॥

শ্রম ও উপবাসজনিত বায়ুতে অন্নরস নিত্য হিতকারী, দ্রাক্ষা এবং আমলকী যূষও প্রদান করা বিধেয়। বদ্ধমলেও ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পেয়াম্বা রক্তশালীনং বস্তিপার্শ্ব শিরোরুজি।
শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারিভ্যাং সিদ্ধাং পেয়াং জ্বরী পিবেৎ॥

বস্তি অর্থাৎ তলপেট, পার্শ্বদেশ এবং মস্তকের বেদনাতে রক্তবর্ণ ধান্যের পেয়া অর্থাৎ খইমণ্ড, গোক্ষুরী ও কণ্টকারীর সহ সিদ্ধ করতঃ বাতজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্যবস্থা করা বিধেয় (পেয়া,—দ্রব অন্ন, অন্নমণ্ড অথবা খইমণ্ড জানিবে)।

কাসী শ্বাসী চ হিক্কা চ পঞ্চমূলী শৃতং পিবেৎ।

কাসরোগাক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসযুক্ত এবং হিক্কাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বৃহৎ পঞ্চমূল সিদ্ধ ব্যবস্থেয়।

বাতিক জ্বরচিকিৎসা সমাপ্ত।

পিত্তজ্বরের চিকিৎসা।

পিত্তজ্বরে,—নাড়ীতে রোগে তীক্ষ্ণতা, ভেদ হইতে থাকে, বমন ও নিদ্রা অল্প হয়, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ এবং নাসিকা যেন পুড়িতে থাকে, ঘর্ম্ম হয়, প্রলাপ, মুখ তিক্তরস, মূর্চ্ছা, গাত্রদাহ, পিপাসা, মল, মূত্র এবং চক্ষু পীতবর্ণ ধারণ করে, এবং ভ্রম হয়।

সামান্যতঃ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি যাবৎ আরোগ্য না হইবে, তাবৎ লঙ্ঘন দিবেক, পিত্তজ্বরে দশ দিবসে ঔষধাদি দেওয়া বিধেয়। যথা—

সামান্য জ্বরীমাত্রস্য যাবদারোগ্য দর্শনং।
তাবৎলঙ্ঘন কর্ত্তব্যং বিশেষমভিধানতঃ!
পৈত্তিকে দশরাত্রেণ জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজং॥

পৈত্তিকজ্বরের কষায়ন চিকিৎসা।

যবপটোল।

পটোলপত্র ১ তোলা এবং যবের চাউল ১ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। শীতল হইলে মধু ॥০ অর্দ্ধতোলা মিলিত করিয়া পান করিবে। এই কষায় সেবন করিলে তীব্রপৈত্তিক জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পর্প্পটকাদি ক্কাথ।

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্কাথ পিত্তজ্বরের পক্ষে উত্তম ঔষধ। যদ্যপি ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বলা এবং শুণ্ঠী একত্রে মিলিত দুই তোলা, পূর্ব্বরূপ ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করান যায়, তাহাতেও বিশেষ উপকারজনক হইয়া থাকে।

ধান্য শর্করা।

ধনের চাউল ২ তোলা, ১২ তোলা জলের সহিত রাত্রিতে ভিজাইয়া পরদিবস প্রাতে সেই জল কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পিত্তজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবন করাইলে, অত্যন্ত প্রগাঢ় অন্তর্দাহ তিরোহিত হইয়া থাকে।

পিত্তজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে শৈত্যক্রিয়াচার করিলেও উপকারজনক হয়। পিত্তজ্বরীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহার নাভীর উপরে তামার কিম্বা কাঁসার পবিত্র পাত্র বসাইয়া তাহার উপরে জলধারা প্রদান করিলে সত্বরেই দাহ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

কচি পলাসপত্র কাঞ্জিকের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকারজনক হয়। কুলের কদ্মা নিম্বের কচি পাতা বাটিয়া কাঞ্জিকের সহিত মন্থন করিলে তাহার ফেণা উঠিবে, সেই ফেণা রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিলে সত্বরে দাহ শান্তি হইয়া থাকে।

পথ্যাবলেহ।

পথ্যাতৈলঘৃতক্ষৌদ্রৈর্লিহন্ দাহজ্বরাপহং।
কাশাসৃক পিত্তবিসর্প শ্বাসানৃহন্তি বমীনপি॥

হরিতকী, তিল তৈল, ঘৃত এবং মধু একত্রিত অবলেহ সেবনে কাস, রক্তপিত্ত, বিসর্প, এবং বমি আশু উপশমিত হয়।

পিত্তজ্বরে অন্নাদি পথ্য বিষয়।

দাহবম্যর্দ্দিতঃ ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ার্দ্দিতং।
শর্করামধুসংযুক্তং পায়য়েল্লাজতর্পণং॥

দাহ এবং বমনে ক্ষীণ অথচ নিরাহারী, তৃষ্ণাতে কাতর এমত পিত্তজ্বরীকে চিনি মধুযুক্ত খইচূর্ণ পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

মুদ্গযূষৌদনো দেয়ঃ শিতয়া পৈত্তিকেজ্বরে।
হর্ম্ম্যে শুভ্রাভ্রসংকাশে শশাঙ্ককরশীতলে॥
মলয়োদকসংসিক্তে স্বপ্যেৎ পিত্তজ্বরী নরঃ॥

পিত্তজ্বরীকে মুগের যুষ, অন্নমণ্ড, চিনির সহিত ব্যবস্থা করিবে, অট্টালিকা উৎকৃষ্ট পঙ্কের কার্য্যের শুভ্রাভ, চন্দ্রের কিরণযুক্ত, মলয় বায়ু ও জলসেচিত এমন স্থলে পিত্তজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে শয়ন করিতে দিবে।

পিত্তজ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত।

কফজ্বর।

কফজ্বরে,—রোগীর গাত্র আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত আছে এমন অনুভব হয়, নাড়ীর বেগ অল্প, অলস, মুখ মধুররস, মূত্র এবং মল শুক্লবর্ণ, গাত্র স্তম্ভিত হইয়া থাকে, ভোজন না করিলেও ভোজনের তৃপ্তি অনুভব হয়, শরীর ভারাক্রান্ত, শীত গাত্র, বমন, রোমাঞ্চ, নিদ্রা অধিক, মুখ এবং নাসিকা হইতে জল নির্গত হইতে থাকে, অরুচি, কাসি এবং চক্ষু শুক্লবর্ণ হয়।

শ্লৈষ্মিক অর্থাৎ কফজ্বরে দ্বাদশ দিবসে ঔষধ বিধেয়। যথা—

শ্লেষ্মজ্বরিণো লঙ্ঘনং বিধানে বিশেষমাহ।
শ্লৈষ্মিকে দ্বাদশোহেন জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজং॥

শ্লৈষ্মিকজ্বরের কষায়ণ চিকিৎসা।

সিন্ধুবার কাথ।

নিসিন্দা পত্র ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; প্রক্ষেপ মরিচ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা। জঙ্ঘা দুর্ব্বল কিম্বা শ্রবণশক্তি অল্প হইলে এই কাথ সেবন করিতে দিবে।

চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা।

কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ও পিপ্পলী; এই চারি দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্রে মিলিত করিয়া যত হইবে, তাহার দ্বিগুণ মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিয়া মাত্রা সেবন করাইলে, শ্বাস, কাস, জ্বর এবং কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

উর্দ্ধগত রোগ নাশার্থ উক্ত অবলেহ সায়ংকালে এবং অধোগত রোগ দমনার্থে ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করাইবে, ইহাই ব্যবস্থা।

মধু পিপ্পলী।

পিপ্পলীচূর্ণ ২ তোলা, মধু ৪ তোলা, একত্রে মিলিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। সেই অবলেহ ব্যবহারে প্লীহা এবং হিক্কা বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধুপিপ্পলী অবলেহ বালকগণের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

অষ্টাঙ্গ অবলেহ।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী কারবিস্তথা।
কটুত্রয়ঞ্চ সর্ব্বানী সমভাগানি কারয়েৎ॥
আর্দ্রকস্য রসৈলিহ্য মধুনা চ কফজ্বরে।
শ্বাস কাসারুচিচ্ছর্দ্দি শ্লেষ্মানিল নিবর্ত্তয়েৎ॥

কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও ত্রিকটু; এই সকল দ্রব্য সমভাগ সূক্ষ্ম-চূর্ণ, আদারস এবং মধুর সহিত অবলেহে কফজ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি, বমি ও বাতশ্লেষ্মা উপশমিত হয়।

তৈল।

মুদ্গাযুষোদনো দেয়ো জ্বরে কফ সমুত্থিতে।
(আয়ুর্ব্বেদ)

মুগের যুষ কফজ্বরে প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্লেষ্মাজ্বরে দ্বাদশ রাত্রি অতীত হইলে অন্ন ও পঞ্চকোল পাচনের সহিত ব্যঞ্জন প্রদান করা বিধেয়। দ্বাদশ রাত্রের মধ্যে যড়ঙ্গ উৎপাতে দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, মধু ও খই চূর্ণ পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

কফজ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত।

বাত পৈত্তিক জ্বর।

বাতপৈত্তিকজ্বরে,—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, এবং দাহ হইয়া থাকে, নিদ্রা হয় না,মস্তক বেদনা করে, কণ্ঠ এবং মুখ শুষ্ক হয়, রোমহর্ষ, অরুচি, এবং রোগী অন্ধকার দেখিতে থাকে, হস্ত পদাদির গ্রন্থি সমুদায় যেন ভাঙ্গিয়া যায়, হাই উঠে।

"বাতপিত্তজ্বরে দেয়মৌষধং সপ্তমেঽহনি।"

বাত পৈত্তিক জ্বরের কষায়ণ চিকিৎসা।

নবঙ্গ ক্কাথ।

শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, মুথা, চিরতা, চাকুলে, শালপানী, কণ্টিকারী, বৃহতি এবং গোক্ষুর; সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় পান করাইলে সত্বরেই বাতপৈত্তিক জ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ।

গুলঞ্চ, নিম্বছাল, ধনের চাউল, পদ্মকাষ্ঠ এবং রক্তচন্দন, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে অগ্নির দীপ্তি সর্ব্বপ্রকার জ্বর, বমিভাব, অরুচি, বমি, পিপাসা এবং দাহ তিরোহিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি।

গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, দুরালভা হরিতকী, সোঁদাল, বালা, আকনাদি, ধনে, মুথা এবং কটকী; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ পিপ্পলী চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে কাস, শ্বাস, জ্বর, পিপাসা এবং দাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মল মূত্র এবং বায়ু স্তম্ভিত হইয়া থাকিলে এই কষায় দ্বারা উপকার হয়। সান্নিপাতিক পক্ষেও উপকার দর্শে।

ঘনচন্দনাদি।

মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কটকী, বেণার মূল, পটোলপত্র এবং বালা; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ চিনি ॥০ অর্দ্ধ তোলা। শীতল হইলে পান করাইবে। ইহাতে জ্বর, পিত্ত, বমি, পিপাসা, অরুচি ও দাহ নিবারিত হয়।

মুস্তাদি।

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, শুঁদিফুল, চিরতা, বেণার মূল এবং রক্তচন্দন; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ চিনি ॥০ অর্দ্ধ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে বাত পৈত্তিকজ্বর উপশমিত হয়।

পথ্য।

মুদ্গামূলকযূষস্তু বাতপিত্তজ্বরে হিত
মহাদাদে প্রদাতব্যো যূষশ্চণকসম্ভবং ॥

মুগ ও আমলকীর যূষ বাতপিত্ত জ্বরে পথ্য প্রদান করা হিতকর জানিবে। অত্যন্ত দাহ থাকিলে ছোলার যূষ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাতপিত্ত জ্বরের চিকিৎসা সমাপ্ত।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের চিকিৎসা।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে,—জ্বরাক্রান্তব্যক্তির গাত্র আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত আছে এমত অনুভব হয়, পর্ব্ব সকল যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, নিদ্রা অধিক, মস্তক বেদনা করে, মুখ এবং নাসিকা হইতে জল নির্গত হয়, কাস হয়, ঘর্ম্ম হয় না, শরীরে তাপ অধিক, নাড়িতে বেগ অল্প অনুভব হইয়া থাকে।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে ঔষধ নবম দিবসে প্রদান করা কর্ত্তব্য। যথা—

"বাতশ্লেষ্ম জ্বরে দেয়মৌষধং নবমেঽহনি।"

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরাক্রান্ত রোগীকে বালুকাদি তপ্ত করিয়া রুক্ষস্বেদ দেওয়া বিধেয়। তাহাতে দৈহিক স্রোত সমুদায় সরলভাব হয়, অগ্নি স্বস্থানে স্থায়ী হয়, বায়ু এবং শ্লেষ্মার স্তব্ধতা নিবারিত হইয়া জ্বর তিরোহিত হয়।—খোলায় বালুকা ভাজিয়া বস্ত্রদ্বারা পুটলী করিয়া, কাঁজিতে ভিজাইয়া স্বেদ দিলে বাতশ্লেষ্মা ঘটিত রোগ, মস্তক শূল এবং গাত্রভঙ্গাদি, সমুদায় নিবারিত হয়। যদি সমস্ত শরীরে কি শরীরের কোন বিশেষ স্থানে বেদনা থাকে, সেই বেদনার স্থলে বালুকার স্বেদ দিবে। শীত, শূল, স্তব্ধতা এবং গাত্রভার নিবারিত হইলে স্বেদ ক্রিয়াচার রহিত করা বিধেয়।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের কষায়ণ চিকিৎসা।

পঞ্চকোল।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল এবং শুঠ; এই পাঁচ দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকজন্য জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করাইলে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর উপশম এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

পিপুল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কাথ করিয়া সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক পীড়া ও প্লীহাযুক্ত জ্বর তিরোহিত হয়।

আরগ্বধাদি।

সোদালুর আঠা, পিপুলমূল, কট্‌কী এবং হরিতকী; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকজন্য জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। সোদালের আঠা অগ্রে সিদ্ধ করিতে হইবেক না,

অন্যান্য দ্রব্যগুলি সিদ্ধ করিয়া বস্ত্রপূত ছাঁকিয়া ঐ কাথে আঠা গুলিয়া সেবন করাইবে। ইহা অগ্নিদীপ্তিকর এবং আম দোষের পাচক, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে আম এবং বেদনা থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারজনক।

ক্ষুদ্রাদি।

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, এবং শুণ্ঠী; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। জ্বরে,—শ্বাস, অরুচি এবং পার্শ্বে বেদনা থাকিলে উপকার হয়। সান্নিপাতিক জ্বরেও এই কাথ সেব্য।

দশমূলী।

বিল্ব, সোণা, পাকল, গাম্ভারী এবং গণিয়ারি ছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুরী, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা; প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ ।০ অর্দ্ধতোলা। এই কাথ সেবন করাইলে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, অপরিপাক, তন্দ্রা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস এবং কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরের চিকিৎসা।

পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরে—মুখের তিক্ততা, তন্দ্রা এবং কফের দ্বারা লেপিত অনুভব, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, ক্ষণে শরীরের দাহ এবং ক্ষণে শীত বোধ হয়।

পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরে ঔষধ সপ্তম দিবসে দেওয়া কর্ত্তব্য। যথা—

"পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে দেয়মৌষধ সপ্তমেঽহনি।"

পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরের কষায়ণ চিকিৎসা।

অমৃতাষ্টক কাথ।

গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোলপত্র, কটুকি শুণ্ঠী, রক্তচন্দন, এবং মুথা; এই কএক দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, বমিভাব, অরুচি, বমি, পিপাসা এবং দাহ পরিরহিত হইয়া থাকে।

কণ্টকার্য্যাদি।

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শুণ্ঠী ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা পটোলপত্র এবং কটুকী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; ইহা সেবন করাইলে পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, দাহ, পিপাসা, অরুচি বমি, কাস এবং পার্শ্বশূল নিবারিত হয়।

তৃষ্ণা থাকিলে।

তৃষ্ণান্বিতে বাতকফে জ্বরার্থে সশ্বাসকাসারুচিঃ।
হিতজলং দীপনঞ্চ পটলশুণ্ঠীযবপিপ্পলীনাং॥

বাতশ্লেষ্মা জ্বরে তৃষ্ণা নিবারণ জন্য পলতা, শুঠ, যব, পিপুলসহ সিদ্ধ জল অতি হিতকর জানিবে।

পথ্য।

মহত্ব পঞ্চমূল্যান্নং সম্যক্‌সিদ্ধং চিকিৎসকঃ।
নবমে দিবসে দদ্যাৎ জ্বরে বাত বলাসজে॥

বৃহৎ পঞ্চমূলী দ্রব্যের দ্বারা পাচক অন্ন চিকিৎসক বাতশ্লেষ্মা জ্বরে নবম দিবসে ব্যবস্থা করিবেন।

বৃহৎপঞ্চমূলী যথা।

বিল্বশোণাকগাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা।

শ্রীফল, শোণা, পারুল, গাম্ভারী ও গণেরী, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল /৪ সের, শেষ /২ সের। ঐ জলে অন্ন পাক করিয়া পথ্য প্রদান করিবে।

বাতশ্লেষ্মা জ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত।

নবজ্বরের রসায়ন চিকিৎসা।

"ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাশ্চ পরীক্ষণম্।
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রস চিকিৎসতে॥"

রস-চিকিৎসার দোষ, রোগ, ব্যক্তি, দেশ এবং কাল, ইহার কিছুই পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না।

জ্বর চূড়ামণি রস।

রস, গন্ধক, মিঠা, মরিচ, পিপ্পলী এবং সোহাগার খই, এই ছয় দ্রব্য সমভাগে জলদ্বারা মর্দন। ২ রতি প্রমাণ বটী, অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার পৃথক এবং দ্বন্দ্বজ নবজ্বর পরিত্যাগ হয়।

হিঙ্গুলেশ্বর রস।

হিঙ্গুল, পিপ্পলী এবং মিঠা, এই তিন দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিয়া জলদ্বারা মর্দন। ১ রতি প্রমাণ বটী, অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইলে, সর্ব্বপ্রকার পৃথক এবং দ্বন্দ্বজ নবজ্বর পরিত্যাগ হয়।

বৃহৎ হিঙ্গুলেশ্বর রস।

হিঙ্গুল, মিঠা, ত্রিকটু অর্থাৎ শুঁঠ পিপ্পলী এবং মরিচ হরিতকী এবং জয়পালবীজ, এই সাত দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিয়া জলদ্বারা মর্দ্দন করিবে। অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটী, অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন সর্ব্বপ্রকার নবজ্বরে বিধেয়, বিশেষত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইলে সহজেই কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইয়া সদাই সন্তত জ্বর আরোগ্য হয়।

চণ্ডেশ্বর রস।

রস, গন্ধক, বিষ এবং তাম্র, এই চারি দ্রব্য সমভাগে মর্দ্দন করিবে। তৎপর আদার রসে সাতবার, নিশিন্দা পত্রের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে। ১ রতি প্রমাণ বটী, অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার নবজ্বর ত্যাগ হয়।

নবজ্বর কিঞ্চিৎ উপদ্রব বিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ দাহ, পিপাসা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাসকাসাদি উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা বিধেয়।

বেতাল ভৈরব রস।

রস, গন্ধক, মিঠা, মরিচ এবং হরিতাল, সমভাগে জলে মর্দ্দন করিবে। ১ রতি প্রমাণ বটী, অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইলে উপদ্রবযুক্ত সর্ব্ব প্রকার নবজ্বর পরিত্যাগ হয়। রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া এই বটী ১টী হইতে ৩টী পর্য্যন্ত সেবন করাইতে পারা যায়।

পঞ্চানন রস।

হিঙ্গুল ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, মিঠা ২ ভাগ গন্ধক ৩ ভাগ এবং মরিচ ৪ ভাগ আকন্দ পাতার রসে মর্দ্দন করিবে। ১ রতি প্রমাণ বটী, অনুপান আকন্দ পাতার রস কিম্বা আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইলে উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বপ্রকার নবজ্বর ত্যাগ হয়।

কালান্তক রস।

রস, গন্ধক, শ্বেতকরবীর মূলছাল, শ্বেত আকন্দের মূলছাল, দারমুজ, তাম্র, মিঠা এবং অহিফেণ, এই কয়েক দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিয়া সিদ্ধির কাথে মর্দ্দন করিবে। ১ রতি প্রমাণ বটী, অনুপান আদার রস কিম্বা পানের রস। এই ঔষধ সেবন করাইলে উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বপ্রকার নবজ্বর ত্যাগ হয়।

কস্তুরীভূষণ রস।

রস ১ তোলা ১ গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, জায়ফল ১ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, বৃদ্ধদারুক অর্থাৎ বিদ্ধড়কবীজ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ॥০ অর্দ্ধ তোলা, শতমূলী ॥০ অর্দ্ধ তোলা, গোরক্ষচাকুলে ॥০ অর্দ্ধ তোলা, বেড়েলা ॥০ অর্দ্ধ তোলা, গোক্ষুরী বীজ ॥০ অর্দ্ধতোলা, হিজলবীজ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, ধুস্তুর বীজ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, ভাঙ্গের বীজ অর্থাৎ সিদ্ধির বীজ ॥০ অর্দ্ধ তোলা এবং মৃগনাভি ৵০ এক আনা; এই সকল দ্রব্য জলে মর্দ্দন

করিবে; ২ রতি প্রমাণ বটী, অনুপান আদার রস কিম্বা পানের রস। এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত নবজ্বর ত্যাগ হয়।

পানের রসের বটি।

রস, গন্ধক, মিঠা, তবকি, হরিতাল, তাম্র, লালদারমুজ, শ্বেতদারমুজ, জায়ফল এবং মুস্তা-শঙ্খ; প্রত্যেক ১ তোলা, শ্বেত করবীর মূলছাল ২ তোলা এবং শ্বেত আকন্দের মূল ছাল ৩ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য পানের রসে মর্দ্দন করিবে। ১ রতি প্রমাণ বটি, অনুপান পানের রস। এই ঔষধ সেবন করাইলে উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বপ্রকার জ্বর ত্যাগ হয়।

নবজ্বর চিকিৎসায় যে সকল ঔষধের প্রকরণ বলা হইল, ইহা বহু পরীক্ষিত এবং এই সকল ঔষধের দ্বারা আশু উপকার উপলব্ধি হইতেছে।

নবজ্বর এবং উপদ্রবযুক্ত নবজ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত।

সান্নিপাতিক জ্বর।

"সান্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বং কুর্য্যাদাম কফাপহং।
পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংখ্যানে সমায়াৎ পিত্তমারুতে॥"

সান্নিপাতিক জ্বরে পূর্ব্বে অপক্ব আম. কফকে গাঢ় করিয়া থাকে, ঐ কফ বায়ু এবং পিত্তকে দুষ্ট করিয়া সান্নিপাতিক জ্বর বিকার উৎপত্তি করে। কোন কোন বিকারে কেহ কমবেশী থাকে, কোন কোন স্থলে ত্রিদোষ সম তুল্য হয়।

সান্নিপাতিকজ্বরে, ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, অস্থিসন্ধী এবং মস্তকের বেদনা, চক্ষু সজল, কলুষিত, রক্তবর্ণ হয় এবং বসিয়া যায়। কর্ণ বেদনা এবং কর্ণের ভিতরে নানারূপ শব্দ বোধ হইতে থাকে। কণ্ঠ ধান্যের শূঙ্গা বিদ্ধের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ অসম্বন্ধ বাক্য কথন, কাস, অরুচি এবং ভ্রম জন্মে। পোড়া কাষ্ঠের ন্যায় জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, জিহ্বাতে উখার ধারের সদৃশ কণ্টক হয়, জিহ্বা হ্রস্বকায় হইয়া টাকরায় উঠে, মুখ হইতে কফ মিশ্রিত রক্ত এবং পিত্ত নির্গত হয়, মস্তক লুণ্ঠন (মাথা চালা) তৃষ্ণা নিদ্রানাশ, বক্ষস্থলে বেদনা, ঘর্ম্ম, মূত্র পুরীষের বিলম্বে কিম্বা এককালে বদ্ধ হওয়া, শরীর অত্যন্ত কৃশ হয় না, সর্ব্বদা কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ অর্থাৎ গোঙ্গানী শুনা যায়। চর্ম্মের উপর মণ্ডলাকার শ্যাব কিম্বা রক্তবর্ণ কোঠ (চাকাদাগ) প্রকাশ হয়। বাক্যরহিত, উদরের মধ্যে নাড়ী সকল পুটুলীর তুল্য হয়, কোন কোন রোগীর পেট উচ্চ হইয়া উঠে, দোষের (বায়ু পিত্ত এবং কফের) বিলম্বে পরিপাক হয়।

সান্নিপাতিক জ্বরের বিভিন্ন লক্ষণ।

১। বাত পিত্তপ্রধান এবং কফহীন সান্নিপাত, ইহাতে ভ্রম, পিপাসা, দাহ, গাত্রভার এবং অত্যন্ত মস্তকে বেদনা হয়।

২। বাতশ্লেষ্মপ্রধান এবং পিত্তহীন সান্নিপাত, ইহাতে শীতবোধ, কাস, অরুচি, তন্দ্রা, পিপাসা, দাহ এবং হৃদয়ে বেদনা হয়।

৩। পিত্তকফ প্রধান এবং বাতহীন সান্নিপাত, ইহাতে বমি, শীতবোধ, কখন দাহ, তৃষ্ণা, মোহ এবং অস্থির বেদনা হয়।

৪। বাতপ্রধান এবং পিত্ত ও কফহীন সান্নিপাত; ইহাতে সন্ধি, অস্থি এবং মস্তকে বেদনা, প্রলাপ, গাত্রভার, ভ্রম, তৃষ্ণা এবং কণ্ঠ শুষ্ক হয়।

৫। পিত্তপ্রধান এবং বাত ও কফহীন সান্নিপাত, ইহাতে মল এবং মূত্র রক্তিমবর্ণ, দাহ, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, বলক্ষয় এবং মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

৬। কফপ্রধান এবং বাত ও পিত্তহীন সান্নিপাত, ইহাতে আলস্য, এবং অরুচি, বমন ইচ্ছা, দাহ, গ্লানি ও তন্দ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে।

৭। শ্লেষ্মাপ্রধান বাতহীন ও মধ্য পিত্ত সান্নিপাত; ইহাতে প্রতিশ্যায়, অর্থাৎ মুখ এবং নাসিকা হইতে জলস্রাব, বমন, আলস্য, তন্দ্রা, অরুচি এবং অগ্নিমান্দ্য হয়।

৮। পিত্তপ্রধান, বাতহীন এবং বাত মধ্যম সান্নিপাত, ইহাতে চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, নেত্রদাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম এবং অরুচি হয়।

৯। বাতপ্রধান, পিত্তহীন এবং কফ মধ্যম সান্নিপাত; ইহাতে শিরঃপীড়া, কম্প শ্বাস, প্রলাপ, ছর্দ্দি এবং অরুচি হয়।

১০। শ্লেষ্মপ্রধান, পিত্তহীন এবং বাতমধ্যম সান্নিপাত; ইহাতে শীতবোধ, গাত্রভার, তন্দ্রা, প্রলাপ এবং অস্থি ও মস্তকের বেদনা অধিক হয়।

১১। পিত্তপ্রধান, কফহীন এবং বাত মধ্যম সান্নিপাত, ইহাতে মল বিরেচন, অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বলতা, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি এবং ভ্রম হয়।

১২। বাতপ্রধান কফহীন এবং পিত্ত মধ্যম সান্নিপাত, ইহাতে শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, মুখশোষ এবং পার্শ্বে অতিশয় বেদনা হয়।

ইহা ভিন্ন দোষ সকল বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নানা রূপ অনিয়মিত লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্ব লক্ষণসম্পন্ন অর্থাৎ মলমূত্রাদিরোধ; এবং সম্পূর্ণরূপে অগ্নি নষ্ট হইলে তাহাকে অসাধ্য সান্নিপাত রোগ অনুভব করিতে হইবে। তাহার অন্যথা হইলে, অর্থাৎ অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না হইলে, মলবদ্ধ না থাকিলে অর্থাৎ সকল লক্ষণ উপস্থিত না থাকিলে, সান্নিপাত রোগকে কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে।

সান্নিপাতিক জ্বর সপ্তম দশম এবং দ্বাদশ দিবসে পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইয়া উপশম হয়, কিম্বা রোগীকে বিনষ্ট করে। অথবা চতুর্দ্দশ অষ্টাদশ এবং দ্বাবিংশতি দিবস অবধি আরোগ্যের কিম্বা মৃত্যুর কাল নিরূপিত আছে।

সান্নিপাতিক অভিন্যাস জ্বর।

অভিন্যাস নামে এক প্রকার সন্নিপাতিক জ্বর আছে, প্রকুপিত তিন প্রকার দোষ, হৃদয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুগামী হয় এবং অতি বৃদ্ধি আমের দ্বারা গাঁথা হইয়া বুদ্ধি ইন্দ্রিয় এবং মনকে প্রাপ্ত হইয়া ঘোররূপ অতি প্রবল ঐ অভিন্যাস জ্বর উৎপন্ন করে।

সান্নিপাতিক অভিন্যাস জ্বরে,—কর্ণের এবং নেত্রের সুপ্ততা, নিশ্চেষ্টতা রূপাদি দর্শন, ঘ্রাণ, স্পর্শ, এবং শব্দাদি শ্রবণে অক্ষম হয়। সর্ব্বদা কষ্টে অব্যক্ত শব্দ, সূচী দ্বারা বিদ্ধ তুল্য বেদনা, শয়নে পার্শ্বপরিবর্ত্তন চেষ্টা, এবং অল্প বাক্যকথন। এই অভিন্যাস জ্বর অসাধ্য; কদাচ সাধ্য হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক জ্বর রোগের চিকিৎসা।

চিকিৎসকেরা ষট্‌কর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া দোষের অল্প, মধ্য এবং অধিক দোষ বিশেষরূপে বিবেচনা সহকারে সান্নিপাতিক রোগে ষট্‌কর্ম্ম করিবেন। পৃথক পৃথক বা সর্ব্বপ্রকার বিকারে অথবা ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতেই কর্ত্তব্য। যথা—

"ক্ষুত্ত্‌ লোকাত্মনৈঃ ষট্‌সু হীনমর্দ্দ্যাদিকৈশ্চ ষট্‌।
সমস্তেকো বিকারান্তে সান্নিপাতস্ত্রয়োদশে॥"

লঙ্ঘন, বালুকা তপ্ত স্বেদ, নস্য নিষ্ঠীবন অবলেহ এবং অঞ্জন; এই ষট্‌কর্ম্ম সান্নিপাত বিকারের পূর্ব্বরূপ দর্শন মাত্রেই করা কর্ত্তব্য। যথা—

লঙ্ঘন বালুকাস্বেদ নস্য নিষ্ঠীবনং তথা।
অবলেহাঞ্জনঞ্চৈব প্রাকৃপ্রযোজ্যং ত্রিদোষজে॥

সান্নিপাতিক জ্বরে অগ্রে আম (অপক্ক আহার রসে যাহা উদ্ভব হয়) এবং কফ দমন করিয়া তৎপর পিত্ত এবং বায়ু লাঘবের উপায় অন্বেষণ করা বিধেয়।

লঙ্ঘন। ১।

সান্নিপাতিক জ্বরে তিন রাত্রি পাঁচ রাত্রি কিম্বা দশ রাত্রি অবধি লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়, অর্থাৎ যাবৎ রোগ নিবৃত্তি না হইবে, তাবৎ দিবস উপবাস দিবে, যে পর্য্যন্ত উপবাস সহ্য হইবে, সেই অবধি দোষ জানিতে হইবে, দোষ ক্ষয় হইলে, উপবাস সহ্য হইবে না।

স্বেদ। ২।

স্বেদক্রিয়া ভিন্ন সন্নিপাত সাম্য হয় না, একারণ সান্নিপাতিক জ্বরে পুনঃ পুনঃ স্বেদ ক্রিয়া বিধেয়। সান্নিপাতে মনুষ্যের দেহ জলময় হয়, তাহাতে বহ্নিক্রিয়া ভিন্ন কে তাহা পরিশুষ্ক করিতে পারে।

স্বেদবিধি।

বালুকা খোলাতে ভাজিয়া বস্ত্রের পুটুলী করিয়া তপ্ত তপ্ত স্বেদ গাত্রে দিবেন, বিশেষতঃ শিরস্থানে দেওয়া কর্ত্তব্য। যথা—

"ভর্জ্জিত বালুকাঙ্কৈব বস্ত্রাবৃতেন গুণ্ঠিতং।
সতপ্তঞ্চ দধেৎ স্বেদং শিরস্থানে বিশেষত॥"

নস্য। ৩।

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ, এবং কুড়: এই চারি দ্রব্য পৃথক পৃথক চূর্ণ করতঃ সমভাগে মিলিত করিয়া ছাগীমূত্রে পেষিয়া নস্য দিবে। ইহাতে তন্দ্রা, অলসতা এবং মস্তকের জড়তা নষ্ট হয়।

মউলসার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ এবং পিপুল; এই পাঁচ দ্রব্য পৃথক পৃথক চূর্ণ করত সমভাগে মিলিত করিয়া জলে পেষিয়া নস্য প্রদান করিলে রোগীর চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পিপ্পলীমূল, সৈন্ধবলবণ, পিপ্পলী এবং মউলসার; এই চারি দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ এবং সমুদায় চূর্ণের তুল্য মরিচ চূর্ণ, একত্রে মিলিত করিয়া ঈষৎ তপ্ত জলের সহিত নস্য প্রদান করিলে, রোগীর সত্বরেই চেতনলাভ হয় এবং তন্দ্রা, প্রলাপ ও মস্তকের ভার দূরীভূত হইয়া থাকে।

রসুন এবং মরিচ সমভাগে পেষণ করতঃ বস্ত্রের পুটলী করিয়া নস্য গ্রহণ করাইলে শ্লেষ্মা নিবারিত হয়।

কৃষ্ণকুকুড়ার ডিম্বের তরল অংশ পান, নস্যরূপে গ্রহণ এবং অঞ্জন করিলে প্রবল কষ্টসাধ্য সান্নিপাতিক জ্বর সত্বরে উপশম প্রাপ্ত হয়।

নিষ্ঠীবন। ৪।

সন্ধব, শুঠ, পিপুল এবং মরিচ; সমভাগ চূর্ণ আদ্রকরসে গুলিয়া, আকণ্ঠ মুখে পূর্ণ করিয়া থাকিবে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া রোগী সুস্থতা লাভ করিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়, মন্যা পার্শ্ব, মস্তক এবং গলা হইতে অতি গাঢ় এবং শুষ্ক সমুদায় শ্লেষ্মা আকৃষ্ট হইয়া উঠিবে, তাহাতে দেহের ভার, পর্ব্বভেদ, জ্বর, মূর্চ্ছা, দুষ্ট নিদ্রা, কাস, গলরোগ, মুখ এবং চক্ষের ভার, জড়তা, এবং বমি ভাব এই সমুদায় তিরোহিত হইবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করণান্তর একবার তিনবার অথবা চারিবার অবধি এই নিষ্ঠীবন ব্যবহার করা বিধেয়, ইহা সান্নিপাতিক রোগের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট নিষ্ঠীবন।

অবলেহ। ৫।

অষ্টাঙ্গ অবলেহ।

কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা, এবং কৃষ্ণজীরা এই আট দ্রব্য বিশেষরূপে চূর্ণ করিয়া সমভাগে মধুরসহ অবলেহন করিলে দারুণ সান্নিপাতিক জ্বর, হিক্কা, শ্বাস, এবং কণ্ঠরোধ উপশমিত হয়। ঊর্দ্ধগশ্লেষ্মা নাশার্থ উক্ত স্বেদাদি ক্রিয়া কর্ত্তৃক হইলে মধুর পরিবর্ত্তে আদার রসে অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইবে, যেহেতু মধু উষ্ণক্রিয়ার বিরোধী।

কিরাতাদি লেহ।

চিরতা, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, কট্‌ফল এবং কুড়; এই ছয় দ্রব্য বিশেষরূপে চূর্ণ করিয়া সমভাগে মধুর সহিত পুনঃ পুনঃ লেহ করিলে সান্নিপাত নষ্ট হয়। যথা—

"কিরাতং পিপ্‌পলী শৃঙ্গী যাস কট্‌ফল পুষ্করং।
মধুনা সান্নিপাতঘ্নং শেষো লেহঃ পুনঃ পুনঃ॥"

অঞ্জন। ৬।

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা এবং বচ; এই কয়েক দ্রব্য গোমূত্রে পেষিয়া চক্ষে অঞ্জনরূপে প্রদান করিলে, রোগী চেতন লাভ করে।

আরসুলার নাদি মধুর সহ মর্দ্দন করতঃ অঞ্জন প্রদান করিলে, তন্দ্রা নাশ এবং চৈতন্য হয়।

সান্নিপাতিক জ্বররোগের কষায়ন চিকিৎসা।

দশমূল।

বিল্বছাল, সোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল এবং গণিয়ারি, এই পঞ্চ একত্রিত হইলে বৃহৎ পঞ্চমূল বলা যায়। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর; এই পঞ্চ একত্রিতে স্বল্প পঞ্চমূল। এই উভয় প্রকার পঞ্চমূল একত্রিত হইলে দশমূল কথিত হয়। এই দশমূল সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, বস্ত্রে ছাঁকিয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা পিপুল চূর্ণ দিয়া পান করাইলে সান্নিপাতিক জ্বর, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশাঙ্গ।

পূর্ব্বোক্ত দশমূল, চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ এবং শুণ্ঠী; এই চতুর্দ্দশ দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। বহুদিন স্থায়ী জ্বরে বাতশ্লেষ্মপ্রধান জ্বরে, এবং সান্নিপাতিক জ্বরে, এই কষায় পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শায়। ভেদ করাইবার প্রয়োজন হইলে এই কাথের সহিত তেউড়িমূল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা প্রদান করিতে হইবে।

ভূনিম্বাদি অষ্টাদশাঙ্গ।

চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুণ্ঠী, মুথা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনের চাউল এবং গজপিপ্পলী; সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা পান করাইলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ এবং শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বরূপ জ্বর উপশমিত হয়।

বৃহৎ কট্‌ফলাদি।

কট্‌ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শঠী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা, চিরতা, বামনহাটী, হিঙ্গু, বেড়েলা, দশমূল এবং পিপুলমূল; এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। হিং এবং আদার রস সহযোগে সেবন করাইবে। এই কষায় সেবন করাইলে সান্নিপাতিক জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, গলরোগ, কর্ণশূল সম্ভব শোথ, হনু ও মুখ-রোগ, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, শিরোরোগ, মস্তকের ভার এবং বাতশ্লেষ্ম হেতু শ্রবণশক্তি-হীন নষ্ট হয়।

কারব্যাদি।

কৃষ্ণজীরা, কুড়, ভেরণ্ডামূল, বলাডমুর, শুঠ, গুলঞ্চ, দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামনহাটী এবং পুনর্নবা; সমভাবে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ গোমূত্র ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা পান করাইলে, নাড়ী সমূল পরিশুদ্ধ ও বলপ্রকাশিত অভিন্যাস জ্বর বিনষ্ট প্রাপ্ত হয়।

সান্নিপাতিক জ্বরে—কম্প, প্রলাপ, নিদ্রাভিভূত এবং ওজোনাশ হইলে অভিন্যাস জ্বর বলিতে হইবে। তাহাতে দুগ্ধাদি দ্রব্য আহার দেওয়া নিষিদ্ধ; তৃষ্ণা এবং দাহ থাকিলে শীতল জলপান করিতে দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে।

বাতশ্লেষ্মাপ্রধান জ্বরে পুরাতন ঘৃতদ্বারা অভ্যঙ্গ করান বিধেয়, তাহাতে সত্বরেই প্রবল সান্নিপাতিক জ্বর উপশমিত হয়।

সান্নিপাতিক জ্বরাবসানে কর্ণমূলে ভয়াবহ শোথোদ্ভব হইলে, তাহাতে কদাচ কেহ রক্ষা-লাভ করে। জ্বরের আদিতে শোথ হইলে সাধ্য। জ্বরের মধ্যে হইলে কষ্টসাধ্য, জ্বরের অন্তে হইলে অসাধ্য জানিতে হইবে।

সান্নিপাতিক জ্বরে কর্ণমূলে শোথ হইলে, অগ্রে জলৌকা অর্থাৎ জোঁক বসাইয়া সেই স্থান হইতে রক্ত বাহির করিতে হইবে এবং পঞ্চতিক্ত ঘৃত কিম্বা ত্রিফলা ঘৃতাদি পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। বাতশ্লেষ্মহর প্রলেপ, বমন ও কবলগ্রহ ব্যবস্থা করাও উচিত। কুলথকলাই, কট্‌ফল, শুঠ এবং কৃষ্ণজীরা; এই চারি দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, অগ্নিসির সিজ-পত্রের রসে পেষিত পূর্ব্বক সুখোষ্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কর্ণমূলে প্রলেপ দেওয়া ব্যবস্থাসিদ্ধ। গেরিমাটি, যবক্ষার, শুঠ, বচ এবং কটফল; এই পাঁচ দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ কাঞ্জিকের সহ পেষিয়া প্রলেপ দিলে, সান্নিপাতিক কর্ণমূল রোগ আরোগ্য হয়। দশমূল বাটিয়া ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দেওয়া বিধেয়। টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঠ, চই এবং চিতামূল; এই ছয় দ্রব্য সমভাগে প্রলেপ দিলে গলাফুলা নিবারিত হয়।

সান্নিপাতিক জ্বরের রসায়ন চিকিৎসা।

সান্নিপাত সূর্য্যরস।

হিঙ্গুল, গন্ধক, তাম্র, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, মিঠা, মরিচ, এবং ধুস্তুর বীজ; সমভাগে একত্রিত করিয়া সিদ্ধির কাথে মর্দ্দন করিবে। বটি ১ রতি প্রমাণ। অনুপান পানের রস। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে আদার রস। অতিসার থাকিলে তুলসী পত্রের রস এবং মধু।

সূচিকাভরণ।

কর্জ্জলী, হিঙ্গুল, মিঠা, হরিতাল, মনঃশিলা, শেঁকো এবং কৃষ্ণসর্প বিষ; সমভাগে একত্রিত করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী সর্ষপাকার। অনুপান ডাবের জল। রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া একটী কিম্বা দুইটী অথবা তিনটী বটী সেবন করাইবে। ইহাতে উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

সূচিকাভরণ।

মিঠা, কৃষ্ণসর্প বিষ এবং দারমুজ; প্রত্যেক এক এক ভাগ, হিঙ্গুল তিনভাগ, একত্রিত করিয়া রোহিত মৎস্য, মহিষ, ছাগ এবং বরাহ পিত্তে এক এক দিবস ভাবনা দিয়া সর্ষপাকার বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান ডাবের জল। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে তিল তৈলাদি মর্দ্দন এবং অন্যান্য শীতল ক্রিয়া করিবে। এই ঔষধ বহু পরীক্ষিত; ইহা সেবন করাইলে মৃতপ্রায় ব্যক্তিরও জীবনরক্ষা হইয়া থাকে।

কালবারিণী রস।

হিঙ্গুল ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্প বিষ ১ ভাগ, অহিফেণ ৩ ভাগ, এবং গোদন্ত হরিতাল ৬ ভাগ। ভাবনা,—আদার রসে সাতবার, আকন্দের পাতার রসে সাতবার। সর্ষপ প্রমাণ বটী। অনুপান ডাবের জল, কিম্বা চিনির পানা। রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া একটী কিম্বা দুইটী বটী সেবন করাইলে অতি শীঘ্র উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর আরোগ্য হয়।

মৃতসঞ্জীবনী রস।

রস, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, মিঠা, হরিতাল, কড়িভস্ম, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, চিতামূল, হাতিশুঁড়া, (ত্রিকটু অর্থাৎ) শুঠ, পিপ্পলী মরিচ এবং স্বর্ণমাক্ষিক; এই কএক দ্রব্য সমভাগে একত্রিত। ভাবনা,—আদার রসে ৩ বার নিসিন্দা পত্রের রসে ৩ বার। জীবন্তী পত্র রসে ৩ বার। তৎপর কাচপাত্রে অর্থাৎ কাঁচের শিশিতে পুরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া, বালুকা যন্ত্রে রাখিয়া দুই প্রহর পাক করিতে হইবে। তৎপর তাহা হইতে তুলিয়া শীতল

হইলে পুনর্ব্বার আদার রসে মর্দ্দন করিবে। ১ রতি প্রমাণ বটী, অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইলে ত্রয়োদশ প্রকার উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক রোগ উপশম হয়।

অঘোরনৃসিংহ রস।

তাম্র, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, কর্জ্জলী এবং মনঃশিলা; প্রত্যেক এক এক ভাগ, কৃষ্ণসর্প বিষ ৪ ভাগ, ত্রিকটু ৩ ভাগ, এবং মিঠা ১৬ ভাগ। ভাবনা,—রোহিত-মৎস্যের পিত্তে ১ বার, মহিষ পিত্তে ১ বার এবং বরাহ পিত্তে ১ একবার এবং ময়ূর পিত্তে ১ একবার। তৎপর চিতামূল রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী সর্ষপাকার, অনুপান ডাবের জল, আদার রস।

সান্নিপাতিক জ্বরে উপদ্রব থাকিলে।

জিহ্বা জাড্যে সলবণং ধাত্রীভস্ম প্রযোজয়েৎ।
উচ্চস্ক স্ফোটিতং জিহ্বা দ্রাক্ষা মধু সপিষ্টয়া॥
সঘৃতং লেহবৎ জিহ্বে সান্নিপাতার্ত্তিকে জ্বরে॥

জিহ্বায় জড়তা থাকিলে।

আমলকী ভস্ম ও সৈন্ধবলবণ মুখে ধারণ করিতে ব্যবস্থা করা বিধেয়।

জিহ্বা উচ্চ কিম্বা স্ফোটিত হইলে।

কিসমিস এবং মধু পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত সহিতে জিহ্বায় ঘর্ষণ করা ব্যবস্থেয়।

তৃষ্ণা থাকিলে।

গোস্তনীক্ষু রসং ক্ষীরং যষ্টিমধু মধুসহ।
পেষিতং ধারয়েদ্দাস্যে তৃষ্ণা শাম্যতি দারুণা॥

কিসমিস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, ও যষ্টিমধু, একত্রে পেষণ করত মুখে ধারণ করিতে ব্যবস্থা করিলে দারুণ তৃষ্ণা নিবারিত হইবে।

লাজোদকং মধুযুতং মহাতৃষ্ণা নিবারণং।

খইচূর্ণাক্ত জল মধুর সহিত পান করিতে দিলে মহাতৃষ্ণা নিবারিত হইবে।

মুখের বিরসতা এবং দুর্গন্ধ জন্মিলে।

বৈরস্যং জনয়েদাস্যে দুর্গন্ধং বা ভবন্তি হি।
দাহতৃষ্ণা প্রশমনং মধুগণ্ডুষ ধারণং॥

মুখের বিরসতা অথবা দুর্গন্ধ হইলে মধু জল সংযোগে গণ্ডুষ ধারণে দাহ ও তৃষ্ণা নিবারিত হইবে।

ছর্দ্দি থাকিলে।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দোষং নির্ব্বাপিতং জলে।
তজ্জলপানমাত্রেণ দুষ্টছর্দ্দি নিবর্ত্তয়েৎ॥

অশ্বত্থের শুষ্কছাল পোড়াইয়া জলে ফেলিয়া সেই জল পান করিতে দিলে দুষ্ট ছর্দ্দি নিবারিত হইবে।

রক্ত ছর্দ্দি থাকিলে।

জাতীপত্রং বিল্বপত্র সরসং মধুনা সহ।
রক্তছর্দ্দি বিনাশায় রক্তবান্তি তথা নবা॥

জাতীপাতার রস এবং বেলপাতার রস, মধুর সহিত অবলেহ করাইলে রক্ত ছর্দ্দি এবং রক্তবমন নিবারিত হয়। এ স্থলে এলাচী চূর্ণও ব্যবস্থা করা বিধেয়।

হিক্কা থাকিলে।

মাষচূর্ণোদ্ভবেৎ ধূমপানঞ্চ সুবিধানতঃ।
অসাধ্যসাধয়েদ্ধিক্কাশ্বাসকাসবিনাশনং॥

মাষকলাই চূর্ণ ধূম বিধান পূর্ব্বক পান করাইলে অসাধ্যরূপ হিক্কা এবং শ্বাসকাস নিবারিত হয়।

তন্দ্রা থাকিলে।

কিরাতাদি লেহ।

কিরাতং সকণাশৃঙ্গী বাসা কট্‌ফলপুষ্করং।
মধুনা সান্নিপাতঘ্নং তন্দ্রাহিক্কা প্রনাশনং॥

চিরতা, পিপ্পলী কাঁকড়াশৃঙ্গী, বাসক, কট্‌ফল, এবং কুড়; মধুর সহিত অবলেহ করিলে সান্নিপাতিক তন্দ্রা এবং হিক্কা নিবারিত হয়।

ঐ

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেব চ।
বস্ত্রে গুণ্ঠিত তচ্চূর্ণং নস্যে তন্দ্রা নিবারণং॥

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, সরিষা, এবং কুড়; এই চারি দ্রব্যের চূর্ণ বস্ত্রে পুটলী করিয়া নস্য প্রদান করিলে তন্দ্রা নিবারিত হয়।

ত্রিদোষস্থ ঘর্ম্ম হইলে।

স্বেদসামে ভূশং দেয়ং চূর্ণভৃষ্ট কুলত্থকঃ।

সামের বিকৃতি দোষ বশতঃ বিকারে যে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে, কুলত্থ কলাই ভাজিয়া ঈষদুষ্ণ অঙ্গে ঘর্ষণ করিলে ঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

শিরঃবেদনা থাকিলে।

শিরোরুজে ত্রিদোষে চ তীব্রেনাশু নিবারয়েৎ।

ত্রিদোষজ মস্তক বেদনায় তীব্র ঔষধি নস্য অথবা প্রলেপ ব্যবস্থা করিলে মস্তক বেদনা উপশমিত হয়।

কর্ণমূলে শোথ থাকিলে।

কর্ণমূলী শোথে চ জলৌকাদ্রক্তমোক্ষণং।
তজ্জয়েৎ শোণিতস্রাব সপিস কটু উষ্ণকৈঃ॥

কর্ণমূলী শোথে জোঁকের দ্বারা রক্তনির্গত করিয়া গব্যঘৃত তীক্ষ্ণ উষ্ণ করত ব্যবস্থা করা বিধেয়।

ঐ প্রলেপ।

কুলত্থকটফল শুণ্ঠী কারবিশ্চ সমাংশকৈঃ।
সুখোষ্ণং লেপনং কার্য্যং কর্ণমূলে মুহুর্মুহুঃ॥

কুলত্থকলাই, কটফল, শুণ্ঠী এবং কৃষ্ণজীরা; এই চারি দ্রব্য সমভাগে জল সহ বাটীয়া উষ্ণ করত কর্ণমূলে মুহুর্মুহু প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে।

গলদেশে শোথ হইলে।

সুখোষ্ণং দশমূলী চ প্রলেপাপি ফলাফলং।
বীজপূরকমলানি অগ্নিমন্থং তথৈব চ।
সমাগরং দেবদারুরাস্নাচিত্রকপেষিতঃ।
প্রলেপং দীপন শ্রেষ্ঠং গলশোথ নাশনং॥

দশমূলী, বেল, টাবালেবু মূল, গণেরী, শুণ্ঠী, দেবদারু, রাস্না এবং চিতামূল; এই সমস্ত দ্রব্য সমাভাগে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ প্রলেপ ব্যবস্থা করিলে গলশোথ উপশমিত হয়।

সান্নিপাতিক জ্বর রোগের পথ্য।

প্রথমাবস্থার বিধি।

যাবৎ আরোগ্য লাভ হইবে, তাবৎ লঙ্ঘন, পানার্থে উষ্ণজল, ক্ষুধার্ত্ত রোগীর পক্ষে খইচূর্ণ এবং মধু ব্যবস্থেয়।

মধ্যমাবস্থার বিধি।

লাজাচূর্ণ ক্ষৌদ্রযুতং ভক্ষয়েচ্চক্ষুধার্ত্তিকে।

মধ্যমাহার খইচুর্ণ এবং মধু ব্যবস্থা করিবে।

শেষাবস্থার পথ্য।

পঞ্চ

যবকোল কুলত্থানাং মুদগী মূলক শুষ্কয়োঃ।
একৈক মুষ্টি মাকৃষ্ট পচেদষ্ট গুণৈর্জলৈঃ॥
পঞ্চমুষ্টি মিতিনাম বাত পিত্ত কফাপহং।
সম্যতে গুল্ম শূলেচ শ্বাসে কাসে ক্ষয়েজ্বরে॥

যব, পুরাতনকুল, কুলথকলাই, মুগকলাই এবং শুষ্কমূলা; এই পাঁচদ্রব্যের প্রত্যেকের এক এক পল পরিমাণ লইয়া ঐ সকলের আটগুণ জলে অগ্নিপক্ক করতঃ পাকাবশেষ অর্থাৎ সিকিতোলা থাকিতে সেই কাথ সেবন করিতে দিলে, বাত, পিত্ত কফ, জ্বর, গুল্ম, শ্বাস, কাস এবং ক্ষয়জ্বর নিবারিত হইবে।

ধান্যাকং বিশ্বসংযুক্তং সহেব সপ্তমুষ্টিকা।
এষস্যাৎ সপ্তমুষ্টিকং সান্নিপাত জ্বরাপহং॥
কফবাতাম দোষঘ্ন কণ্ঠহৃদ্গ্রহ শোধনং॥

ধন্যা এবং শুণ্ঠী; এই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমুষ্টির পাঁচদ্রব্য মিলিত, সাত; প্রত্যেকের এক এক পল অর্থাৎ সাতপল লইয়া তাহার আটগুণ অর্থাৎ ৫৬ ছাপ্পান্নপল জলে পূর্ব্বমত কাথ করিয়া ব্যবস্থা করিলে তাহাতে সান্নিপাতিক জ্বর, কফ, বাত, আমদোষ, কণ্ঠ বদ্ধ এবং গলগ্রহ বেদনাদি উপশমিত হয়।

সান্নিপাতিক জ্বর রোগের চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

পৃথক্ পৃথক্ সান্নিপাত জ্বরের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা।

সিগ্রুক সান্নিপাতজ জ্বর চিকিৎসা।

সিগ্রুকারী রস।

শুদ্ধং সূতং দ্বিধাগন্ধং তাম্রাভ্রকং দ্বয়ং সমং।
ত্রিক্ষারং জীরকং ব্যোষং ত্রিফলা লবণ তথা॥
চিত্রকস্য কষায়েন দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ং।
পঞ্চগুঞ্জা মিতং খাদেৎ সিগ্রুকারী রসস্মৃতং॥

(দর্পণ)

রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র, অভ্র, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, জিহ্বা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এবং সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৩ ভাগ, চিতামূল রসে এক দিবস ভাবনা দিয়া পাঁচ কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তত করিবে; এই সিগ্রুকারি রস সেবনে সিগ্রুক সন্নিপাত উপশমিত হয়।

তান্দ্রিক সান্নিপাত চিকিৎসা।

ভার্গীপুষ্করকং পথ্যা নিদিগ্ধি নাগরামৃতা।
ক্বাথমপনয়ং হন্তি তান্দ্রিক সান্নিপাতিক॥

বামনহাটী, কুড়, হরীতকী, কণ্টিকারী, শুঠ এবং গুলঞ্চ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২৬।০ রতি, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সেবনে তান্দ্রিক সান্নিপাতি রোগ উপশমিত হয়।

সান্নিপাতাগ্নি রস।

নিষ্ক ষোড়শকং সূতং বিষং পলং পলং।
নিষ্কপঞ্চ পরিচস্ত সর্ব্বদ্রব্যং বিচূর্ণয়েৎ॥
ত্রিদোষাগ্নি রসানাম সান্নিপাত কুলান্তক।
পঞ্চগুঞ্জামিদং খাদেৎ অনুপানং যথামতং॥

শোধিত পারদ ১৬ পল, গন্ধক ১ পল, অ ত অর্থাৎ বিষ ১ পল, এবং মরিচ ৫ পল. এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া পাঁচ কুঁচ পরিমাণ বটী; এই ত্রিদোষাগ্নি রস নাম ঔষধ ব্যবহা করিলে তান্দ্রিক সান্নিপাত আশু উপশমিত হইবে।

চিত্তবিভ্রম সান্নিপাত চিকিৎসা।

পথ্যাদি পাচন।

পথ্যা পর্পটকং শুণ্ঠী সম্পাক মুস্তকাভয়া।
ভূনিম্ব মৃদ্বীকাস্কাথ চেত বিভ্রম নাশহা॥

হরীতকী, ক্ষেত্রপর্পটি, শুঠ, সোদালুর শাঁস, মুথা, আমলকি, চিরতা ও কিসমিস এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২০ রতি প্রমাণ, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা সেবনে চিত্তবিভ্রম সান্নিপাত উপশমিত হয়।

সান্নিপাত ভৈরব।

রসগন্ধামৃতং তালং গরলং টঙ্কণং তথা।
গোদন্তী মনোগুপ্তাচ জাতিফল লবঙ্গকং॥
নাগবল্লিরসৈ ভাব্যং গুঞ্জৈকং সান্নিপাতজিৎ॥
(দর্পণং)

রস, গন্ধক, অমৃত, হরিতাল, সর্প বিষ, সোহাগা, গোদন্তী, মনঃশিলা, জায়ফল এবং লবঙ্গ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ. পানের রসে মাড়িয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সান্নিপাত উপশমিত হয়।

কর্ণিক সান্নিপাত চিকিৎসা।

মরিচং দশমূলং কট্যাভয়া কোণ্য মহৌষধি মিশ্রং।
ভূনিম্ব মিশ্রক্বাথং পিবতিতং কর্ণিকং নাশয়ে সততং॥

মরিচং দশমূল, কটকি, হরীতকী. পিপ্পলী, শুণ্ঠী এবং চিরতা, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সেবনে কর্ণিক সান্নিপাত উপশমিত হয়।

হিঙ্গু আদি লেপ।

হিঙ্গু হরিদ্র সবিশানী সৈন্ধব সুরদারু কুষ্ঠ বিড়ঙ্গো।
তৎক্রমেণ লেপ কর্ণিক সান্নিপাতেন ভবেৎ যোগ॥

হিঙ্গু, হরিদ্রা, বনযমানী সৈন্ধব, দেবদারু কুড ও বিডঙ্গ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া গরম করিয়া ঈষদুষ্ণ লেপ দিলে, কর্ণিক সান্নিপাত উপশমিত হয়।

দারুব্রহ্ম রস।

সরক্ত শঙ্খানিমঞ্চ কৃষ্ণাশ্চ ধুস্ত রবীজকৈ।
জাম্বিবাণাদ্রৈকৈমর্দ্দং দ্বিগুঞ্জং পরিমাণতঃ॥
গন্ধপাত্রানুপানেন কর্ণিকাঞ্চ কুলান্ত কৃৎ॥

হিঙ্গুল, শঙ্খবিষ, পিপুল ও ধুস্তুরবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে জলে মাড়িয়া দুই কুঁচ প্রমাণ বটি করিয়া তুলসীপত্রের রস অনুপানে সেবন করাইলে কর্ণিকসান্নিপাত উপশমিত হয়।

জিহ্বগ সান্নিপাতের চিকিৎসা।

সিংহী কুষ্টং দুস্পার্শশ্চ রাস্না ভার্গি সনাগরং।
কটুকঞ্চামৃতং মুস্তং কট্‌ফলং শৃঙ্গি বাসকৈ॥
পিবেৎ কষায় ধীমান জীহ্বগ সান্নিপাতিকে॥

কণ্টিকারী, কুড়, দুরালভা, রাস্না, বামনহাটী, শুঠ, কটকি, গুলঞ্চ, মুথা, কটফল, এবং কাঁকড়াশৃঙ্গী; এই সকলের ক্বাথ সেবনে জিহ্বগ সান্নিপাত উপশমিত হয়।

আনন্দ ভৈরব রস।

রসং গন্ধং বিষং বোষং রক্তমভ্রং সটঙ্গনং।

ধুস্তুরং চেতি তুল্যাঞ্চ নিগুণ্ডীরস ভাবিতং।
গুঞ্জৈকং চার্দ্রকচাম্বু সান্নিপাত বিনাশনং ॥

রস, গন্ধক, অমৃত, ত্রিকটু, হিঙ্গুল, অভ্র, সোহাগা ও ধুস্তুরবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ, নিসিন্দা রসে ভাবনা দিয়া একরত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদ্রক রস। ইহা সেবনে সান্নিপাত রোগ উপশমিত হয়।

রুদ্দাহ সান্নিপাতের চিকিৎসা।

ভার্গ্যাদি পাচন।

ভার্গীদ্রাক্ষা জলধর বচাদারু সম্পাদক তিক্তং।
পথ্যাধাত্রী কলিতরু বলা নিম্বতকিভি ॥
ভূনিম্ব তেজবতী সহিতং পঞ্চমূলীদ্বয়েন।
প্রাতঃ ক্বাত সকলোপদ্রব সহিতং রুদ্দাহহন্তি ॥

বামনহাটী, দ্রাক্ষা, মুথা, বচ, দেবদারু, সোঁদালু, গুলঞ্চ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বেড়েলা, নিম্ব, ঘোষাতকী, চিরতা, চই এবং দশমূলী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; এই কাথ সেবনে রুদ্দাহ সান্নিপাত উপশমিত হয়।

বেতাল রস।

সৌভাগ্যশ্চামৃতং দারুং রসং গন্ধং সমাশকৈ।
তালকং সর্ব্বতুল্যানী জাম্বিরৈ ভাবয়েদ্দিনং ॥
দ্বিগুঞ্জং নাশয়েত্যাসু রুদ্দাহ হন্তিদারুণং ॥

সোহাগা, অমৃত, দারমুজ, রস ও গন্ধক; এই সকল সমভাগ হরিতাল সকলের তুল্য; গোঁড়া লেবুর রসে মাড়িয়া একরত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই বেতাল রস ঔষধ সেবনে রুদ্দাহ সান্নিপাত আশু নিবারিত হয়।

অন্তক সান্নিপাত চিকিৎসা।

শুদ্ধ সুতং সম গন্ধং বৃহতী কণ্টিকারিকা।
সক্ষৌদ্রে পেষয়েৎ যামং শুষ্কতাবস্তুয়েৎ দ্রবৈ ॥
রক্তশালিঙ্কী বাসক ভৃঙ্গি শোথাগ্নিকন্দজৈ।
চাঙ্গেরী বিজয়া ব্রহ্মী নিগুণ্ডী চিত্রকৈ ক্রমাৎ ॥
কপিকচ্ছক মূলাথৌ কষায়ৈ মরিচৈ সহ।
সপ্তাহ ভাবয়েৎ পশ্চাৎ বহ্নিধূমেন শুষ্কয়েৎ ॥
রসং তুল্যং প্রমাণঞ্চ দিনং পিত্তে বিভাবয়েৎ।

মৎস্য মহিষ ময়ূর জ্যোতিষ্মতীশ্চ তৌলকৈঃ।
চণামাত্রা বটিং কার্য্যা ভক্ষয়েৎ সান্নিপাত জিৎ ॥

শুদ্ধরস এবং শুদ্ধগন্ধক, সমভাগ, ব্যাকুড়, কণ্টিকারী রসে এবং মধুতে পেষণ করত চারিদণ্ড পশ্চাৎ রস শুষ্ক করিয়া রক্তসাক্ষেশাকি রসে বাসক, ভীমরাজ, পুনর্ণবা বনওল, আমরুলি, সিদ্ধি, ব্রহ্মী নিসিন্ধা, চিতা, আলকুশি মূল, এবং মরিচ এই সকলের রসে সাত দিবস ভাবনা দিয়া অগ্নিধূমে শুখাইয়া মৎস্য, মহিষ, ময়ূর পিত্ত এবং নকটকি রসে ভাবনা দিয়া চণামাত্রা বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী সেবনে সান্নিপাত রোগ উপশমিত হয়।

ভগ্ননেত্র সান্নিপাত চিকিৎসা।

ভূনিম্বং মরিচং কৃষ্ণ সর্ষপং রশুনং তথা।
পিষ্টানেত্রাঞ্জনে নৈব ভগ্ননেত্র নিবারক ॥

চিরতা, মরিচ, পিপ্পলী, সরিষা এবং রশুন; এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া চক্ষে কজ্জল প্রদান করিলে ভগ্ননেত্র উপশমিত হয়।

নেত্রাঞ্জনং লবণং পিপ্পলীভ্যাং মধুনাসহং দিয়তে।

সৈন্ধব লবণ ও পিপ্পলী চূর্ণ মধুর সহ চক্ষে কজ্জল ব্যবস্থা করিলে, ভগ্ননেত্র উপশমিত হয়।

পঞ্চবক্ত্র রস।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং মরিচং টঙ্গনং কনা।
মর্দ্দয়েৎ ধুস্তূর দ্রবৈ সান্নিপাত কুলান্তক ॥

রস, অমৃত, গন্ধক, মরিচ ও সোহাগা; এই সকল দ্রব্য ধুস্তূর রসে মাড়িয়া একরত্তি প্রমাণ বটীকা করিবে। এই পঞ্চবক্ত্র রস সেবনে সান্নিপাত রোগ উপশমিত হয়।

রক্তোষ্ঠীব সান্নিপাত চিকিৎসা।

পর্পটাদি পাচন।

পর্পটী ভূদরিধন্যা বিকসা করী পিপ্পলী।
কটু সিতাযুতং ক্বাথং রক্তোষ্ঠীব বিনাশনং ॥

ক্ষেত্রপর্পটী, ইন্দুকর্ণি, ধন্যা, মঞ্জিষ্ঠা, গজপিপ্পলী এবং কটকি; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ৪০ রতি চিনি প্রক্ষেপ। এই পাচন সেবনে রক্তোষ্ঠীব সান্নিপাত উপশমিত হয়।

সিন্ধুশোষক রস।

ভস্মামৃতামৃতং তালং গন্ধকং গরলং সমং।
নিগু´ণ্ঠী সরসে ভাব্যং বটী গুঞ্জাদ্বয়ং হিতং।
রক্তোষ্ঠীব বিনাশায় ত্রিদোষ সান্নিপাততা॥

ভস্ম পারদ, অমৃত হরিতাল গন্ধক এবং সর্প বিষ; সমভাগে মিলিত, নিসিন্ধারসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে ত্রিদোষ সান্নিপাত উপশমিত হয়।

সিতাঙ্গ সান্নিপাত চিকিৎসা।

আনন্দ ভৈরব।

বিষ ব্যোষং রসং গন্ধং টঙ্কনং তাম্রকং তথা।
ধুস্তুরস্য চ বীজানি হিঙ্গুলঞ্চ সমং সমং॥
বিজয়া সরসে ভাবং বটীং চণা প্রমাণত।
রবিমূল দ্রবৈশ্চ না রস আনন্দ ভৈরব॥
সিতাঙ্গ সান্নিপাতেষু সান্নিপাত ত্রিদোষজং॥

অমৃত, ত্রিকটু, রস, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, ধুস্তুরবীজ এবং হিঙ্গুল; প্রত্যেক সমভাগ বিজয়া কাথে মর্দন করিয়া চণা প্রমাণ বটিকা করিবে। এই আনন্দ ভৈরব রস সেবনে ত্রিদোষ সান্নিপাত ও সিতাঙ্গ সন্নিপাত রোগ উপশমিত হয়।

প্রলাপ সান্নিপাত চিকিৎসা।

প্রলাপ লঙ্কেশ্বর।

কস্তুরিকা, সতালঞ্চ কজ্জলীতাম্রমাক্ষিকং।
দারুবিষদ্বয়ঞ্চৈব সর্ব্বং শুদ্ধিং বিচূর্ণয়েৎ॥
ভাবয়েৎ মৎস্যপিত্তেন কবরীভার্গীমূলকৈঃ।
সর্ব্বরূপং সান্নিপাতং ক্ষণে মুঞ্চতি দারুণা॥
(সারকৌমুদী)

মৃগনাভি, কস্তুরী, হরিতাল, কজ্জলী, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিকা, দারুমুঞ্চ, কালকূট এবং অমৃত; এই সমস্ত দ্রব্য শোধন করিয়া চূর্ণ করতঃ মৎস্যপিত্তে বামনহাটিতে করবীমূল-রসে মর্দন পূর্ব্বক ১ রতি মাত্রা। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার সান্নিপাতজ জ্বর ক্ষণকালের মধ্যে উপশমিত হইয়া থাকে।

অভিন্যাস সান্নিপাত চিকিৎসা।

ব্রাহ্মী আদি পাচন।

ব্রাহ্মী দুরালভা ভার্গী শৃঙ্গি শঠী সপুষ্করৈঃ।
শ্লেষ্মাময়ং গদং হন্তি অভিন্যাস প্রশান্তয়েৎ॥

কণ্ঠকারী, দুরালভা, বামনহাটী, কাকড়শৃঙ্গি, শঠি এবং কুড়; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; এই ক্বাথ সেবনে শ্লেষ্মা ও অভিন্যাস সান্নিপাতিক রোগ উপশমিত হয়।

নৃসিংহকালানল রস।

অমৃতং গরলং ব্যোষং লৌহ তাম্রঞ্চটঙ্গণং।
রসং গন্ধং ত্র্যষণঞ্চ পঞ্চপিত্তে বিভাবয়েৎ॥
নাভুলকাদ্রবৈ ভাব্যং বটীকা চ যানত।
ক্ষৌদ্রাদ্র করসশ্চানুদ্যর্পয়েৎ সান্নিপাতিকে॥
অতি তীব্র জ্বরং হন্তি সর্ব্বোপদ্রব সংযতঃ।
হরিদ্রা তৈলসংমিশ্রং মর্দ্দয়েৎ তীব্রতাপিনে॥
তথা স্নানান্তরে গাত্রে লেপয়েৎ গন্ধচন্দন।
দধ্যন্নদার্পয়েৎ পথ্যং দ্রাক্ষাদিচাম্ল দাড়িম্বং॥
কালানলরস নাম্না গোপ্য পরমদুর্ল্লভং॥
(রত্নাকর)

অমৃত, সর্পবিষ, শঙ্খবিষ, লৌহ, তাম্র, সোহাগা, রস, গন্ধক এবং ত্রিকটু; এই সমস্ত সমভাগে পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিয়া ধুস্তুররসে মাড়িয়া যব প্রমাণ বটিকা। অনুপান আদাররস এবং মধু। সান্নিপাতে এবং তীব্র তাপিত জ্বরে সর্ব্বোপদ্রব দেখিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিলে উপশমিত হইবে। তীব্রতাপিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে এ গোপনীয় পরম দুর্লভ কালানল রস সেবন করাইয়া তৈল এবং হরিদ্রা মিশাইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিবে ও সুগন্ধি চন্দনাদি অনুলেপন গাত্রে দেওয়া ব্যবস্থেয়। পথ্য—দধি, অম্ল, দ্রাক্ষা, দাড়িম্বাদি যথাসম্ভব প্রদান করিবে।

পৃথক পৃথকরূপ সান্নিপাতিক-জ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত।

আগন্তুক জ্বর।

আগন্তুক জ্বর চারি প্রকার। যথা—অভিঘাত, অভিচার, অভিষঙ্গ এবং অভিশাপ। অস্ত্র বা লোষ্ট্রাদি কি উচ্চস্থল হইতে পতিত জন্য আঘাত প্রাপ্তে যে জ্বর হয়, তাহাকে অভিঘাত জ্বর কহে।

অনিষ্টকর বিষ প্রয়োগাদিতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে অভিচার জ্বর কহে।

কাম, শোক, ভয় ও ক্রোধ আদি এবং ভূতাদির অভিযোগে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে অভিষঙ্গ জ্বর কহে।

ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও সিদ্ধ পুরুষাদির মনোক্ষুণ্ণ জন্য শাপবাক্যে যে জ্বর হয়, তাহাকে অভিশাপ জ্বর কহে।

পূর্ব্বোক্ত অভিঘাতাদির মধ্যে যে কারণে যে দোষ প্রকুপিত হয়, তজ্জনিত আগন্তুক জ্বর সেই দোষ অনুবন্ধ জানিতে হইবে।

বিষভক্ষণ দ্বারা আগন্তুক জ্বর উৎপন্ন হইলে মুখ শ্যামবর্ণ, অতিসার, অরুচি, তৃষ্ণা, সূচীবিদ্ধ তুল্য বেদনা এবং মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

ঔষধের ঘ্রাণ জন্য জ্বর জন্মিলে, মূর্চ্ছা, মস্তক বেদনা এবং বমন হইয়া থাকে।

কামজ অর্থাৎ মনোমত কামিনী আদির অলাভ জন্য জ্বর উৎপন্ন হইলে, চিত্তের বিভ্রম, তন্দ্রা, আলস্য এবং আহারে অরুচি হয়।

ভয় এবং শোক জন্য জ্বর উৎপন্ন হইলে প্রলাপ হয়। ক্রোধ হইতে জ্বর উৎপন্ন হইলে, প্রলাপ এবং কম্প উৎপন্ন হয়।

অভিচার এবং অভিশাপ হেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে, মোহ এবং পিপাসা হইয়া থাকে।

ভূতাভিষঙ্গ হেতু অর্থাৎ ভূতপ্রেতাদির দৃষ্টি জন্য জ্বর উৎপন্ন হইলে, চিত্তের উদ্বেগ, হাস্য, রোদন এবং কম্প হইয়া থাকে।

আগন্তুজ জ্বরে,—যে কারণ দ্বারা যে দোষ কুপিত হয়, তাহা বলা যাইতেছে। কাম শোক ও ভয় উত্থিত জ্বরে,—বায়ু কুপিত হয়। ক্রোধ উত্থিত জ্বরে,—পিত্ত কুপিত হয়। ভূতাভিষঙ্গ উত্থিত জ্বরে,—দোষত্রয় কুপিত হয়, স্বতসামান্য লক্ষণযুক্ত হইয়া কুপিত হয়।

আগন্তুজ জ্বর চিকিৎসা।

অভিঘাতাভিচারভ্যাং দ্বয়মাগন্তুজ স্মৃত।

অভিঘাত এবং অভিচার এই দুই প্রকার জ্বরের নাম আগন্তুজ বলিয়া কথিত আছে।

অভিঘাত জ্বর চিকিৎসা।

অভিঘাত অর্থাৎ যে কোনরূপে আঘাতাদিতে যে বেদনাদি জন্মিয়া বাতাদি জন্মিয়া বাতাদি দুই দোষ হইতে যে জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাকে অভিঘাত জ্বর বলে।

বিষব্রণ পরিজ্ঞেয়া শরীরাশস্তভেদতঃ।
দোষৈরাত্মা স্তয়োরণ্য শস্ত্রাদি ক্ষতসম্ভবে॥

প্রকার ভেদ অগন্তুবা অভিঘাত.—যথা. বিষ ব্রণাদি হইতে শোথ ও বেদনাদি অস্ত্রাদি-ক্ষত. সর্পাদি দংশন, লোষ্ট্রাঘাত. শৃঙ্গযুক্ত পশুর শৃঙ্গাঘাত ও উচ্চ হইতে অধঃপতন ; এইরূপ নানাবিধ কারণ দ্বারা আঘাতান্তে দোষদুষ্ট হইয়া জ্বরাদি উৎপন্ন করে।

বিষব্রণ চিকিৎসা।

ন্যগ্রোধোডম্ববাসন্থং প্লাক্ষ্যাং বেতসবল্কলৈ।
ততঃ পিষ্ঠং প্রলেপস্যং শোথং নিবারণং হিতং॥
অগস্ত শোণিত তন্যে এষ এব বিধীয়তে॥

বট, যজ্ঞডম্বুর, পিয়াল, পাকুড় এবং বেতস ; এই সব গাছের ছাল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে নানারূপ শোথ ও অগন্তুবা জন্য অঘাতীয় রক্তস্রাব এবং রক্তবদ্ধ উপশমিত হয়।

সকাঞ্জিকৈ চার্দ্রবস্ত্রেণ দেহীং তত্র পুনঃ পুনঃ।
জয়েৎ সশোণিতং দোষং বিবিধঞ্চ রুজাপহা॥

পুরাতন কাঁজি ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া আঘাতস্থলে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিলে বহুবিধ দোষযুক্ত রক্তবদ্ধ ও বেদনাদি উপশমিত হয়।

কর্পূরং পুরীতং বদ্ধং সদ্যৈ তৎ সংপ্রবোহতি।
সদ্য শস্ত্র ক্ষতাদ্বিশ্চ ব্যথা পাক বিবর্জ্জিতং॥
(সার সংগ্রহ)

ক্ষত প্রভৃতিতে কর্পূরের গুঁড়া দিয়া বস্ত্রদ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে ব্যথা ও পাক রহিত হইয়া থাকে।

যুদ্ধক্ষতে ব্রণে শূলে তজ্জলং পরিসেচয়েৎ।
(চক্রদত্ত)

অস্ত্রক্ষতে, ব্রণে, অথবা শূলে, কর্পূর মিলিত জল পুনঃ পুনঃ প্রদান করিলে বেদনা ও পাক রহিত হয়।

দুষ্টক্ষতাদিতে কৃমী জন্মিলে।

নিম্বপত্র বরা হিঙ্গু সর্পি লবণ সর্ষপে।
ধূপনং কৃমী শোথঘ্নং ব্রণ কণ্ডুরুজাপহং॥

নিমপাতা, ত্রিফলা, হিং, ঘৃত, সবিষা; এই সকল একত্রে জলে সিদ্ধ করিয়া ধূপ অর্থাৎ ভাবনা দিলে, কৃমী, শোথ, ব্রণ কণ্ডুগণ ও বেদনা উপশমিত হয়।

পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা।

জ্বালা নিবারণ।

মাক্ষিকং লবণ সন্ত অগ্নিদাহ হরং পরং।

মধু ও লবণ একত্রে মাড়িয়া পোড়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে দাহ অর্থাৎ জ্বালা তদণ্ডে উপশমিত হয়।

পোড়া ঘা নিবারণ।

চূর্ণং তৈলং সমং মিশ্রং অগ্নিদাহে প্রলেপনং।
গুরুত্বং ক্ষত শোথঞ্চ দুষ্টক্লেদং নিবারণ॥

চুণ ও মশিনা তৈল সমভাগে মিলাইয়া পুরাতন লেপের তুলাতে ভিজাইয়া পোড়া ক্ষতস্থানে আরোপ করিলে তাহা গুরুত্ব ক্ষত শোথ এবং দুষিত ক্লেদযুক্ত হইলেও উপশমিত হয়।

সর্পাদি দংশাঘাত চিকিৎসা।

সাম্বুকমুখ ভস্মঞ্চ নৃমারস্থ ততোধিকং।
লেপনে ভক্ষণে নৈব নির্ব্বিষ জায়তে ধ্রুবং॥

সাম্বুকের মুটী ভস্মচূর্ণ এবং নিশাদল; সমভাগে জল সহযোগে দংশিত স্থলে লেপনে ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেবন করিলে নিশ্চয় নির্ব্বিষ হইবে।

চূর্ণং নিশাদলচূর্ণং বিটলবণ সংযুতং।
নির্ব্বিষং কুরুতে তস্মিন্ লেপঃ বা ভক্ষণে ততঃ॥

উত্তম চূর্ণ, নিশাদল এবং বিটলবণ; সমভাগে জল সহযোগ লেপনে অথবা ভক্ষণ করিলে আশু বিষ বিনষ্ট হয়।

বিষ ক্ষয়।

জীর্ণং বিষং বিষঘ্নৌষধিভি তর্হং দাবাগ্নি
বাতাতথ শোষিতং বা। স্বভাবতোবা গুণ
বিপ্রহীনং বিষং হি দুষী বিষতা মুপৈতি॥

সর্পাদি দংশন করিলে যে বিষ দেহের বাত, পিত্ত, কফ এবং রক্তাদি ধাতু সমূহে ব্যাপ্ত হয়, জীর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিষঘ্ন ঔষধে, কিম্বা দাবাগ্নির দাহতে অথবা বাতাসে, কি সূর্য্যাদি আতপ হইতে অথবা শোষণ ঔষধি হইতে উপশমিত হয় অথবা স্বভাবেতে গুণ বিপ্রহীন হইয়া বিনষ্ট হয়।

বিষঘ্নৌষধি।

অর্ক সিজু সধুস্তুর লাঙ্গলি করবি বক।
গুঞ্জোহিশৃণী বিজ্ঞেয়া সপ্তেতে বিষনাশনং ॥

আকন্দমূল, শিজবৃক্ষমূল, ধুস্তুরমূল, লাঙ্গলিমূল, করবিরমূল, বকবৃক্ষমূল এবং কুঁচবৃক্ষমূল; এই সকল মূল সেবনে অথবা লেপনে বিষ উপশম হইয়া থাকে।

তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ পিতং তণ্ডুলমূল বারিণ।
তক্ষকে নাপি দংশাপি নির্ব্বিষং জায়তে ধ্রুবং॥

চাঁপানটে শাকের মূল চাউল ধোয়া জলে বাটীয়া ভক্ষণ করিলে যগুপি তক্ষকে দংশন করে, তাহা হইলেও নির্ব্বিষ হয়।

গৃহধূমং হরিদ্রে দ্বে সমূল তণ্ডুলিয়কং।
অপি সর্ব্ব বিষং হন্তি পিবেন্মধু ঘৃতান্বিতং ॥

গৃহের ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং চাঁপানটে শাকের মূল বাটীয়া মধু এবং ঘৃত সহ সেবন করিলে সকল প্রকার বিষধর জন্তুর বিষ নির্ব্বিষ হয়।

জল চিকিৎসা দ্বারা বিষক্ষয়।

সুশীতলোদকেবারি মুষ্ণোদকে তথা নবা।
বিষং তীব্রং সসন্তাপং দাহ শোথরুজাপহং ॥

বিষদংশ মনুষ্যের সন্তাপে এবং দাহে শীতল বারি, এবং দেহ বেদনাতে উষ্ণোদক সর্ব্বাঙ্গে সেচন করিলে বিষ দুর হয়।

বিষ ভক্ষণের চিকিৎসা।

অতিমাত্রা যদা ভুক্তে বমনং কারয়েদ্ভিষক্।

অধিক মাত্রায় বিষ পান করিলে চিকিৎসক আশু বমন ক্রিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

বিষভক্ষণের বমনক্রিয়া।

সিদ্ধার্থকং জলং বাপি ভুখোদকং তথা পিবেৎ।
বান্তি প্রকুর্ব্বতে শীঘ্রং সর্ব্বং বিষং হরং পরং ॥

রাইসরিষা বাটীয়া তাহার জল ও শ্বেত ভুঁতিয়া সংযুক্ত জল পান করিলে সকলরূপ বমন হইয়া নির্গত হয়।

ঐ অন্যরূপ।

অতি মাত্রা যদা ভুক্তে তদাহ্য টঙ্গনং পিবেৎ।

অত্যন্ত বিষ ভক্ষণ করিলে সোহাগার খই খাইতে দিলে আশু উপশমিত হইবে।

তীব্র ঔষধি ঘ্রাণে যে মূর্চ্ছা হয় তাহার চিকিৎসা।

বিল্বপত্র রসং দেয়ং চূর্ণমরিচ সংযুতং।
নিহন্তি চিরজাং মূর্চ্ছা নস্যং কর্ম্মণি যোজয়েৎ॥

বিল্বপত্রের রস, মরিচ চূর্ণ সহ নস্য প্রদান করিলে চিরজাত মূর্চ্ছা উপশমিত হয়।

স্থাবর বিষ ভক্ষণ করিলে, অতিসারাদি লক্ষণ দৃষ্টি হইলে তাহার চিকিৎসা।

মরিচং নিম্ববীজানি সৈন্ধবং মধুনা সহ।
ঘৃতপীড়ং গদং হন্তি বিষ স্থাবর জঙ্গমং॥

মরিচ, নিম্ববীজ, সৈন্ধবলবণ, মধু এবং ঘৃত; একত্রে পান করিলে স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ বিষ উপশমিত হয়।

উভয় বিষ হরণ যোগ।

স্থাবরস্য দধোভাগং ঊর্দ্ধভাগস্য জগঙ্গমং।
স্থাবরে জঙ্গমং হন্তি জঙ্গমে স্থাবরং বিষং॥

স্থাবর বিষ অধোভাগে এবং জঙ্গম বিষ ঊর্দ্ধভাগে স্থাপিত হইলে উভয় বিষের তেজ উভয় বিষের দ্বারা নষ্ট হয়।

অভিচার জ্বর চিকিৎসা।

অভিচার জ্বরেচৈব দৈবৎ কুর্য্যাৎ প্রযত্নত।
সর্ব্বরোগ হরং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধদং॥

অভিচার জ্বরে ভক্তি ও যত্ন সহকারে দৈবকর্ম্ম করিবেক, তাহাতে সকল রোগ নাশ এবং কামনা সিদ্ধ হয়।

দান স্বস্ত্যয়নং স্নানং হোমং জপং নিয়ন্মতাং।
রত্নৌষধি গ্রহণেন গ্রহপীড়া বিনাশনং॥

যে গ্রহের যে দান বিধেয়, এবং সেইরূপ অশুভ গ্রহের স্বস্ত্যয়ন, হোম, পূজা, মন্ত্র জপ, স্তবকরণ, কবজ শ্রবণ ধারণ ও সর্ব্বৌষধি জলে স্নান, রত্নধারণ এবং মূলিকা ঔষধ ধারণ; এই সকল কার্য্য দ্বারা গ্রহপীড়া উপশমিত হয়।

সর্ব্বৌষধি।

মুরামাংশী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনিদ্বয়ং।
শঠি মুস্তঞ্চ চাম্পেয়ং সর্ব্বৌষধি মুদ্ভুর্ভং॥

মুরামাংশী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠি, মুথা এবং চম্পক; এই সকল দ্রব্য মিলিত জলে স্নান করিলে সর্ব্বরোগ প্রশমিত হয়। এই মহৌষধি দেবের দুর্ল্লভ, ইহাতে গ্রহগণ প্রশমন হইয়া থাকেন।

ভূতবিদ্যা প্রক্রিয়াশ্চ বন্ধোপবেশ তাড়নে।
জয়েদ্ভূতাভিসঙ্গার্থং সুখান্তি মানসং পরং ॥

ভূতবিদ্যা, দৈবচেষ্টা, বন্ধকরণ, উপবেশন এবং তাড়না; এই সকল কার্য্য দ্বারা ভূতাভিসঙ্গ উপশমিত হয়।

ক্রোধজে পিত্তজাৎকার্য্য ্যর্থে সতর্কমেব চ।
আশ্বাসে মিষ্টলাভেন বায়ু প্রশমনে ন চ।
হর্ষনৈশ্চ সমং যান্তি কামশোকোদ্ভব জ্বরা ॥

ক্রোধজ্বরে পিত্তজ্বর কার্য্য করা বিধেয়, কিন্তু পুরাণজ্ঞ ধীমানেরা কহেন যে, ক্রোধান্ধ-ব্যক্তিকে কামিনী দর্শন স্পর্শন দ্বারা কামাসক্ত করাইলে আশু ক্রোধজ্বর উপশমিত হয়। অর্থনাশ জ্বরে সতর্ক আশ্বাস, ইষ্টলাভ এবং বায়ু প্রশমন কার্য্য বিধেয়। কাম শোক এবং ভয়োদ্ভব জ্বরে সর্ব্বদা হর্ষকার্য্য এবং আনন্দচিত্ত যাহাতে হয় এমত কার্য্য করা বিধেয়।

সর্ব্বগ্রহ বশীকরণ মূলিকা।

নিগুণ্ডী মূলমূর্দ্ধে বৈ গ্রহেচ ধারয়েৎ বুধ।
নশ্যন্তি সর্ব্ববিঘ্নানি গ্রহাদীনাঞ্চ সর্ব্বদা ॥

নিসিন্দারক্ষের মূল গৃহের ভিতর কিম্বা শরীরে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন উপশমিত এবং গ্রহাদি সকলে সদয় হন।

অভিঘাতোৎপন্ন জ্বর,—ঘৃতপান ও ঘৃত মাখাইলে আরোগ্য হয়।

শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত ও ব্রণিত রোগীর জ্বর,—ক্ষত এবং গ্রহ চিকিৎসার দ্বারা উপ-শমিত হয়।

ঔষধিগন্ধ হেতু এবং বিষ সম্ভূত জ্বর,—পিত্তনাশক এবং বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইলে আরোগ্য হয়, অথবা সুশ্রুতের মতানুসারে, এলাদি সর্ব্বগন্ধগণের কষায় পান করাইলে শাম্য হয়।

অভিচার ও অভিশাপোৎপন্ন জ্বর,—হোমাদি দ্বারা আরোগ্য হয়।

নির্ঘাতাদি উৎপাত ও গ্রহপীড়া হেতু জ্বর,—দান স্বস্ত্যয়নাদিতে উপশম হয়।

ক্রোধজন্য জ্বর,—পিত্তনাশক ক্রিয়া; রোগীর অভিপ্সিত বিষয় দান, সদ্বাক্য প্রয়োগ, আশ্বাস দান, এবং বায়ুনাশক ক্রিয়ায় উপশম হয়।

কাম শোক এবং ভয়জন্য জ্বর,—রোগীর আনন্দোৎপাদন ক্রিয়ায় আরোগ্য হয়।
ক্রোধজন্য জ্বর,—কামোদ্রেকে উপশম হয়।
কামজ্বর,—ক্রোধোদয়ে আরোগ্য হয়।
ভয় ও শোক হেতু উৎপন্ন জ্বর,—কাম ও ক্রোধের আবির্ভাবে আরোগ্য হয়।
ভূতাবেশ জন্য জ্বর,—ভূতবিদ্যানুসারে বন্ধন আবেশন ও তাড়নাদি ক্রিয়া দ্বারা শাম্য হয়।
মানসিক জ্বর,—মনের অভিমত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে আরোগ্য হয়।

আগন্তু জ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত।

পুরাতন জ্বর।

পুরাতন জ্বর দুইরূপ জানিবে; যথা—জীর্ণজ্বর এবং বিষমজ্বর।

জীর্ণজ্বর।

একবিংশতি দিবস গত হইলে যে জ্বর অল্পত্ব প্রাপ্ত হইয়া যকৃৎ ও প্লীহাদি উৎপাদিত করিয়া মন্দাগ্নি লাভ করে, তাহাকে জীর্ণজ্বর বলা যায়।

বিষমজ্বর।

জ্বরমুক্ত ব্যক্তির অহিতাচরণ হেতু দোষ অল্প কুপিত হইয়া কোন এক ধাতুকে আশ্রয় করতঃ প্রকাশিত হইলে, তাহাকে বিষম জ্বর কহে। বিষমজ্বর পঞ্চবিধ; যথা—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুক, তৃতীয়ক এবং চতুর্থক।

সন্ততজ্বর।

যে জ্বর সাত দিবস, দশ দিবস, অথবা দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে শরীরে ভোগ করে, তাহাকে সন্তত জ্বর বলা যায়। এই জ্বর রসাশ্রিত হয়। বাতাদি জ্বর সমূহ ধাতুবিশেষ প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ জ্বর রসাশ্রিত হইলে শরীর ভার, উপস্থিত বমনত্ব, দেহের অবসাদ, বমি, অরুচি এবং শ্রান্তিবোধ হয়।

সততজ্বর।

যে জ্বর দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার হয়, অর্থাৎ দিবাতে একবার এবং রাত্রে একবার; কিম্বা দিবাতে দুইবার, অথবা রাত্রেই দুইবার প্রকাশিত হয়, তাহাকে সতত জ্বর কহে। এই জ্বর রক্তাশ্রিত হয়। জ্বর রক্তাশ্রিত হইলে রক্তের নিষ্ঠীবন, দাহ, মূর্চ্ছা, বমন, ভ্রম, প্রলাপ, পীড়কা (অর্থাৎ ফোড়া) এবং তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

অন্যেদুষ্ক জ্বর।

যে জ্বর দিবা রাত্রি দুইকালের মধ্যে কেবল একবার প্রকাশিত হয়, তাহাকে অন্যেদুষ্ক জ্বর বলা যায়। এই জ্বর মাংসাশ্রিত হয়। জ্বর মাংসাশ্রিত হইলে জঙ্ঘার ডিমে যষ্টি দ্বারা পীড়ন তুল্য অনুভব; তৃষ্ণা, মল এবং মূত্রের তরলত্ব, দেহের উষ্ণত্ব, আভ্যন্তরিক দাহ, হস্তপদ সঞ্চালন এবং গ্লানি হয়।

তৃতীয়ক জ্বর।

যে জ্বর তৃতীয় দিবসে প্রকাশিত হইয়া থাকে, (অর্থাৎ এক দিবস অন্তর হয়) তাহাকে তৃতীয়ক জ্বর বলা যায়। এই জ্বর মেদাশ্রিত হয়। জ্বর মেদঃ আশ্রয় করিলে, অত্যন্ত ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি ও গ্লানি হয় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ক্রোধাধীন করে। দোষের প্রবলতাক্রমে তৃতীয়ক জ্বরের লক্ষণ তিন প্রকার জানিতে হইবে। যথা—কফ এবং পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইলে ত্রিকগ্রাহী কহে, কটিদেশের নীচে নিতম্বের উর্দ্ধে তিনখানি অস্থি নির্ম্মিত স্থলে অগ্রে বেদনা হইয়া তৎপর সমস্ত দেহে জ্বর ব্যাপিত হইয়া থাকে। এই প্রকার বাত এবং কফাত্মক হইলে পৃষ্ঠগ্রাহী এবং বাত ও পিত্তাত্মক হইলে শিরঃগ্রাহ হইয়া থাকে।

চাতুর্থক জ্বর

যে জ্বর চতুর্থ দিবসে হয়, (অর্থাৎ) যে দিবসে হইল তাহার পর দুই দিবস হয় না, তাহার পরদিবসে হয়, তাহাকে চাতুর্থক জ্বর কহে। চাতুর্থক জ্বর অস্থি এবং মজ্জাশ্রিত হয়। জ্বর-অস্থি আশ্রয় করিলে, অস্থি সকল ভঙ্গ অনুভব, কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, শ্বাস, বিরেচন, বমি এবং শরীরের সঞ্চালন হইয়া থাকে। জ্বর—মজ্জাশ্রিত হইলে, অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ অনুভব, হিক্কা, কাস, শীতবোধ, বমি, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস এবং হৃদয় বিদীর্ণবৎ হইয়া থাকে। চাতুর্থক জ্বর শ্লেষ্মাত্মক হইলে, অগ্রে দুইখানি জঙ্ঘায় বেদনা হইয়া পশ্চাত জ্বর সমস্ত শরীরে ব্যাপিত হয়। বাতাত্মক হইলে অগ্রে মস্তক ধরিয়া তৎপর সমুদায় দেহে ব্যাপিত হইয়া থাকে।

জ্বর—শুক্রস্থান প্রাপ্ত হইলে, শিশ্নের স্তব্ধতা এবং অত্যন্ত শুক্র স্খলিত হয়। এই জ্বরে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

বিপর্য্যয় চাতুর্থক জ্বর।

বিপর্য্যয় চাতুর্থক জ্বর অর্থাৎ যে জ্বর উপর্য্যুপরি দুই দিবস প্রকাশিত হইয়া এক দিবস হয় না; তাহাকে বিপর্য্যয় চাতুর্থক জ্বর বলা যায়।

বিষমজ্বরাক্রান্ত রোগীর অন্নরস অপরিপক এবং শ্লেষ্মা ও পিত্ত দুষ্ট হইলে শরীরের অর্দ্ধাংশ শীতল এবং অর্দ্ধাংশ উষ্ণ হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মা কোষ্ঠদেশে এবং পিত্ত হস্তে ও পাদে দুষ্ট হইয়া স্থিতি করিলে, শরীর উষ্ণ এবং হস্ত ও পদ শীতল হয়।

বায়ু ও শ্লেষ্মা চর্ম্মাশ্রিত হইলে, জ্বরের পূর্ব্বে শীত হয়। বায়ু ও কফের কোপ শাম্য হইলে পিত্ত হস্ত এবং পদকে জ্বালাযুক্ত করে।

পিত্ত চর্ম্মাশ্রিত হইলে জ্বরের পূর্ব্বে শরীরের জ্বালা হয়, এবং পিত্তের কোপ শাম্য হইলে, বায়ু এবং কফ হস্ত এবং পদকে সুশীতল করে।

পুরাতন জ্বরের চিকিৎসা।

ক্ষুদ্রযোগ।

শিউলী পাতার রস ২ তোলা মধুর সহিত সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ।• অর্দ্ধ তোলা, পুরাতন গুড় অর্দ্ধ তোলা, সেবন করাইলে সর্ব্ব প্রকার বিষমজ্বর শাম্য হয়।

রশুন পোড়াইয়া তিলের তৈলের সহ কএক দিবস সেবন করাইলে বিষমজ্বর উপশম হয় এবং বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

গুলঞ্চের রস, পিপুল চূর্ণ এবং মধু সেবন করাইলে, জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস এবং অরুচি আরোগ্য হয়।

পিপুল চূর্ণ, পুরাতন গুড়ের সহিত প্রাতে সেবন করাইলে কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য এবং জীর্ণজ্বর উপশমিত হয়।

হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া মধুর সহিত সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর আরোগ্য হয়।

হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া সমভাগে চূর্ণ এবং ঐ তিনের সমভাগ পুরাতন গুড় সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর পরিত্যাগ হয়।

গুলঞ্চ ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, পিপুল চূর্ণের সহ সেবন করাইলে সর্ব্বরূপ জীর্ণজ্বর ত্যাগ হয়।

হাড়কাকড়ার মূল, বাকসের পাতা, ফুল এবং ফল, ছেঁচিয়া যুষড়া (অর্থাৎ একত্রে পত্রে বাঁধিয়া পোড়াইবে) তাহার রস ২ তোলা, শুণ্ঠীর সহ সেবন করাইলে অনেক দিবসের পুরাতন জ্বর আশু আরোগ্য হয়।

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, থানকুনী, হিলিঞ্চা এবং পটোলপত্র ; একত্রে পুটপাক (অর্থাৎ জামপত্রে কিম্বা আলপত্রে বাঁধিয়া মৃত্তিকার লেপ দিয়া দগ্ধকরণ) তাহার রস ২ তোলা মধুর সহিত সেবন করিলে বহুকালের বাতপৈত্তিক জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়।

ইন্দ্রযব, পলতা এবং কট্‌কী; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ মধু। এই কষায় সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

মহৎপঞ্চমূল (অর্থাৎ বেল, সোণা, পারুল, গাম্ভারী এবং গণিয়ারী)। সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ পিপুলচূর্ণ। এই কাথ সেবন করাইলে জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়।

পলতা, অনন্তমূল, মুথা, আকনাদি এবং কট্‌কী; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করাইলে সততজ্বর অবিলম্বে আরোগ্য হয়।

নিমছাল, পলতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কিসমিস্ এবং মুথা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করাইলে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর আরোগ্য হয়।

চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন এবং শুঠ সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করাইলে তৃতীয়ক জ্বর উপশমিত হয়।

গুলঞ্চ, আমলা এবং মুথা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর বিশেষতঃ চাতুর্থক জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাসক ছাল, আমলা, শালপাণী, দেবদারু, হরীতকী এবং শুঠ; একত্রে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। চিনি এবং মধুর সহিত সেবন করাইলে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

পুরাতন জ্বরের কষায়ন চিকিৎসা।

মুস্তকাদি ক্বাথ।

মুথা, আমলা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী এবং কণ্টকারী সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ২ মাষা এবং মধু ২ মাষা। এই ক্বাথ সেবন করাইলে বিষমজ্বর আরোগ্য হয়।

নিদিগ্ধিকাদি ক্বাথ।

কণ্টিকারী, শুণ্ঠী এবং গুলঞ্চ; সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা। এই ক্বাথ সেবন করাইলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত এবং পীনস রোগ বিনষ্ট হয় এবং ঊর্দ্ধগত রোগ নিবারিত হয় বলিয়া ইহা সন্ধ্যাকালে সেবন করান কর্ত্তব্য। চক্রদত্ত কহিয়াছেন, এই ক্বাথ রাত্রিজ্বরে সন্ধ্যাকালে সেবন করাইবে, তদ্ভিন্ন প্রাতঃকালে সেবন করান বিধেয়। পিত্তাধিক্য স্থলে পিপ্পলী পরিবর্ত্তে মধু প্রক্ষেপ দেওয়া উচিত।

স্বল্প ভার্গ্যাদি ক্বাথ।

বামনহাটী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, ধনে, দুরালভা, শুণ্ঠী, চিরেতা, কুড়, পিপ্পলী, বৃহতী এবং গুলঞ্চ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সেবন করাইলে, জীর্ণজ্বর অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

ভার্গ্যাদি ক্বাথ।

বামনহাটী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, কুড়, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, বিল্ব, সোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর; সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, শোথ, শীত এবং অগ্নিমান্দ্য উপশমিত হয়।

বৃহৎ ভার্গ্যাদি ক্বাথ।

বামনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল এবং শুণ্ঠী; সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সেবন করাইলে ধাতুগত সততাদি কঠিন জ্বর, বহিস্থ শীতযুক্ত জ্বর, মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, শোথ এবং সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

মধুকাদি ক্বাথ।

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুথা, আমলা, ধনে, বেণামূল, গুলঞ্চ এবং পটোলপত্র; সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ মধু ২ মাষা এবং চিনি ২ মাষা। এই ক্বাথ সেবন করাইলে অষ্টপ্রকার জ্বর এবং সন্ততাদি কঠিন জ্বর পরিত্যাগ হয়।

দাস্যাদি ক্বাথ।

[illegible]টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি শঠি, শুণ্ঠী, বেণার মূল, চিরতা, গজপিপ্পলী, বলাডমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়যোড়া, ধনে, শুঠ, মুথা, সরলকাষ্ঠ, সজিনার ছাল, [illegible] কণ্টকারী, ক্ষেতপাপড়া, কুশমূল, কণ্টকী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ এবং কুড়; এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ মধু ॥০ অর্দ্ধ তোলা। এই ক্বাথ সেবন করাইলে সপ্ত ধাতুগত সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর আরোগ্য হয়।

দার্ব্বাদি ক্বাথ।

দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপড়া, শ্যামালতা, শিউলীছাল, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, নিমছাল, মুথা, কুড়, শুণ্ঠী, পদ্মকাষ্ঠ, বাকসমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাডমুর, হাড়ভাঙ্গা, চিরতা, তেলারমুল, আকনাদি, কুশমুল, কণ্টকী, পিপুল এবং ধনে; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সেবন করাইলে বহুকালব্যাপ্ত অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

প্লীহাজ্বরে নিদিগ্ধিকাদি কাথ।

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী এবং বড়ারছাল; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ যবক্ষার ২ মাষা, এবং পিপুল চূর্ণ ২ মাষা। ইহা সেবন করাইলে প্লীহাজ্বর নষ্ট হয়।

রাত্রিজ্বরে গুড়ুচ্যাদি কাথ।

গুলঞ্চ, মুথা, আমলা, কণ্টকারী, শুণ্ঠী, বিল্বছাল, সোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি ছাল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, এবং দুরালভা, সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ২ মাষা এবং মধু ২ মাষা। এই কাথ সেবন করাইলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ এবং চিরোদ্ভব রাত্রিজ্বর পরিত্যাগ হয়।

অষ্টাঙ্গ ধূপ।

গুগ্‌গুল, নিম্বপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, যব, সর্ষপ এবং ঘৃত; এই সমুদায় দ্রব্য দ্বারা ধূপ দিলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর আরোগ্য হয়।

অপরাজিতা ধূপ।

গুগ্‌গুল, গন্ধতৃণ, বচ, ধুনা, নিমপাতা, আকন্দপাতা, অগুরু, এবং দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা ধূপ দিলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর আরোগ্য হয়।

পুরাতন জ্বরের রসায়ন চিকিৎসা।

বাতাসার বটি।

হিঙ্গুল ১ তোলা, শেকো ১ তোলা, উচ্ছে পাতার রসে তিন দিবস ভাবনা দিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান বাতাসা এবং শীতল জল। ঔষধ সেবনান্তে মিছিরির সরবৎ সেবন বিধি। পথ্য দুগ্ধান্ন। এই ঔষধে দুই তিন দিবসে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

বৃহৎ জ্বরান্তক রস।

হিঙ্গুল, মরিচ, পিপুল, সোহাগা, মিঠা, এবং গন্ধক; সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন। দুই কুঁচ বটিকা। অনুপান কদলীপত্রে আদা ক্ষেতপাপড়া এবং শিউলীপাতা বান্ধিয়া পূর্ব্বদিনে পোড়াইয়া রাখিবে, পর দিবসে সেই রস এবং মধু। এই ঔষধে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

বিষম জ্বরান্তক রস।

মণ্ডুর (অর্থাৎ পুরাতন লৌহমল) মরিচ, পিপুল, সোহাগার খই, মিঠা এবং গন্ধক, সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন। দুই কুঁচ পরিমাণ বটিকা। অনুপান পূর্ব্বোক্ত ঘুষড়া। এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর উপশম হয়।

পুটপাক বিষম জ্বরান্তক রস।

রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, স্বর্ণ ।০ চারি আনা, রৌপ্য ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, বঙ্গ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, প্রবাল ॥০ অর্দ্ধ তোলা, মুক্তা ।০ চারি আনা, শঙ্খ ভস্ম ।০ চারি আনা, এবং শুক্তি ভস্ম ।০ আনা একত্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন। পরে পুটপাক (১) করিয়া পুনঃ জলে মর্দ্দন। ২ কুঁচ পরিমাণ বটিকা. অনুপান পিপুলচূর্ণ এবং মধু। এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, এবং পাণ্ডু প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রোগ উপশমিত হয়। পৈত্তিক কিম্বা বাতপৈত্তিক জ্বরে বিশেষ উপকারপ্রদ হয়।

সৌভাগ্য চিন্তামণি।

মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, কস্তুরী, কর্পূর, রস, গন্ধক, স্বর্ণসিন্দুর, লৌহ, খর্পর, হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র, তাম্র, লবঙ্গ, জাতিফল, জইত্রী, দারুচিনী, মরিচ এবং ছোট এলাইচ, সমভাগে লইয়া বেড়েলা রসে মর্দ্দন। ২ কুঁচ বটিকা। অনুপান বাতজ্বরে চিরতার কাথ। পিত্তজ্বরে ক্ষেতপাপড়া কিম্বা গুলঞ্চের কাথ। কফজ্বরে পিপ্পলী চূর্ণ। এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর এবং প্লীহা ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

জয়মঙ্গল রস।

রস, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, মরিচ. লৌহ রৌপ্য সমভাগ, এবং স্বর্ণ রসের দ্বিগুণ, অর্থাৎ দুই ভাগ। ভাবনা ধুতুরার রসে ৩ তিনবার, সেফালিকা পত্রের রসে ৩ তিনবার, দশমূলের কাথে ৩ তিনবার। এবং চিরতার কাথে ৩ তিনবার। ২ দুই রতি প্রমাণ বটীকা। অনুপান জীরেভাজা চূর্ণ এবং মধু। এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

(১) পুটপাক ঔষধ জলে মর্দ্দন করিয়া, ঝিনুকের মধ্যে পুরিয়া কদলীপত্রে বন্ধন করতঃ দুই অঙ্গুল পরিমাণে তাহাতে মৃত্তিকা লেপিয়া, ঘুটিয়ার অগ্নিতে পোড় দিতে হইবে, মৃত্তিকা রক্তবর্ণ অর্থাৎ লাল হইয়া উঠিলে, অগ্নি হইতে উহা তুলিয়া লইবে। ইহাকে পুটপাক কহে।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ।

রস, গন্ধক, তাম্র, অভ্র স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং হরিতাল; প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ৮ আট তোলা। ভাবনা;—উচ্ছে পত্রের রসে ৭ বার। দশমূল কাথে ৭ বার। ক্ষেতপাপড়ায় ৭ বার। ত্রিফলার কাথে ৭ বার। গুলঞ্চের কাথে ৭ বার। পানের রসে ৭ বার। শুড়কামাই রসে ৭ বার। নিসিন্দা রসে ৭ বার। পুনর্ণবা রসে ৭ বার। আদার রসে ৭ বার। ২ কুঁচ বটীকা। অনুপান পিপুল চূর্ণ এবং পুরাতন গুড়। এই ঔষধ এক সপ্তাহ সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি এবং পাণ্ডুপ্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়।

তৈল।

বৃহৎ লাক্ষাদি ও অঙ্গারক

বায়ুপিত্তপ্রধান ধাতুতে উল্লিখিত দুই তৈলে মহোপকার হয়।

কিরাতাদি তৈল।

শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুতে এই তৈল ব্যবহার করিলে মহোপকার হইয়া থাকে।

জ্বর বিশেষরূপে উপশম না হইলে তৈল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। জ্বর উপশম হইয়াছে কিন্তু ঔষধ জন্য নাড়ীতে যে উষ্ণতা হয়, সে অবস্থায় তৈলাদি ব্যবহার করা বিধেয়।

তন্ত্রোক্ত।

ঐকাহিক জ্বর চিকিৎসা।

অপামার্গং জটাকাষ্ঠং লোহিতং সপ্ত উর্ণাভি।
বদ্ধং দিবাকর দিনে জ্বরমৈকাহিকং জয়েৎ॥

আপাং এবং জটাগাছের মূল প্রাতে সাতখি সুতায় বাঁধিয়া (নীচের লিখিত মন্ত্রটী) পাঠ করিয়া বাহুমূলে ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর উপশমিত হয়।

মূলমন্ত্র।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষুচ।
বারণস্যাং যথোৎপন্নং তস্মে সরসি হে জ্বর॥
ভোঁ ভুজ্বর চেন চেন মথ মথ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং
ত্র্যাহিকং চাতুর্থিকং নমেশিকং বাতিকং পৈত্তিকং
শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং। সততজ্বর বিষমজ্বর
গ্রহনক্ষত্রদোষজ্বর অমুকার অঙ্গস্য শিরং মুঞ্চ মুঞ্চ

ললাটং মুঞ্চ২ চক্ষুং মুঞ্চ২ বক্তুং মুঞ্চ২ গ্রীবাং মুঞ্চ২
বাহুং মুঞ্চ২ হৃদয়ং মুঞ্চ২ উদরং মুঞ্চ২ নাভিং মুঞ্চ২
কটিং মুঞ্চ২ লিঙ্গং মুঞ্চ২ গুহ্যং মুঞ্চ২ জানুং মুঞ্চ২
উরুং মুঞ্চ২ পাদৌ মুঞ্চ২ গুলফং মুঞ্চ২
অঙ্গুলং মুঞ্চ২ বাং হ্রাঃ সর্ব্বজ্বর বিনাশায় স্বাহা।

জ্বর তর্পণ বিধি।

গঙ্গায়াং চোত্তরং কূলে অপুত্রস্তাপস মৃতং।
তস্মৈ তিলোদকং দদ্যাৎ মুঞ্চ ঐকাহিক জ্বরং।

জ্বরের পালার দিন কাক ডাকিবার পূর্ব্বে কোন পুষ্করণীর তটস্থ বৃক্ষের ছায়াসংলগ্ন স্থলে বামহস্ত দ্বারা মৃণ্ময় ঘটে জল তুলিয়া পূর্ব্বমুখে মন্ত্রটি পাঠ করতঃ একবার তর্পণ করিয়া অমনি গমন করিবে, পশ্চাতদিকে আর চাহিয়া দেখিবে না।

জ্বর ত্যাগ মন্ত্র।

ওঁ বানযুদ্ধে মহাঘোরে দ্বাদশার্ক সমপ্রভাং।
জাতোহংসো স মহাবিষ্ণো নিত্যজ্বর মুঞ্চতে
নৈমিসিক জ্বর দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক জ্বর
মুঞ্চ ত্বৈকাহিক জ্বর॥

ঐ

লিখেদশ্বথ পত্রেচ বাহু প্রধারয়েন্নরঃ।
ঐকাহিক জ্বরং হন্তি পুরুষ দক্ষিণে ক্রমাৎ॥

এই মন্ত্র জ্বরের পালার দিন অশ্বথপত্রে লিখিয়া পুরুষের দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রীলোকের বামহস্তে ধারণ করাইবে।

সমুদ্রস্যোত্তরঃ তীরে দ্বিবিধি নাম বানরা।
ঐকাহিক জ্বরং হন্তি লিখনং যস্য পশ্যতি॥

এই মন্ত্র পালার দিবসে অশ্বথপত্রে লিখিয়া রোগীকে দেখাইলে ঐকাহিক জ্বর উপশমিত হয়।

দ্ব্যাহিক জ্বর চিকিৎসা।

দ্ব্যাহিক জ্বর দুই প্রকার। যথা—জীর্ণদ্ব্যাহিক এবং ভৌতিক দ্ব্যাহিক।

কফপিত্ত হইতে অথবা কফ কাস হইতে কিম্বা প্লীহা, পাণ্ডু শোথাদি হইতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহার নাম জীর্ণ দ্ব্যাহিক।

জীর্ণদ্ব্যাহিক জ্বরের চিকিৎসা।

এরণ্ড পুষ্করং শুণ্ঠীং কারবী সম্মৃতাং তথা।
ত্বৃন্মূলং শঠি শৃঙ্গিং ভাগি মাষ পুনর্ণবা॥
দশমূলী যুতং যোগ্যং গবাং মূত্রে বিপাচয়েৎ।
জয়েদ্দৈকাহিকং ঘোর মাত্র কার্য্য বিচারয়েৎ॥

এরণ্ডমূল, কুড়, শুণ্ঠী. কৃষ্ণজীরা, গুলঞ্চ, তেউড়ীমূল, শঠি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটী, ছুরং লতা, শ্বেতপুনর্ণবা, ও দশমূল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ গোচোনা /১ এক সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই কাথ সেবনে জীর্ণ দ্ব্যাহিক জ্বর উপশমিত হয়।

ভৌতিক দ্ব্যাহিক জ্বরের চিকিৎসা।

কিরাতাদি গণৈর্যুক্তা কলিয়ং পঞ্চমূলকং
কনামধুযুত খাদেৎ দ্ব্যাহিক জ্বর সান্তয়েৎ॥

শুণ্ঠী, চিরতা, মুথা, সোণা, পাকলী, গাম্ভারী, গণেরি ও শ্রীফল ; এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবনে দ্ব্যাহিক ভৌতিক জ্বর উপশমিত হয়।

ত্র্যাহিক জ্বরের চিকিৎসা।

ত্র্যাহিকারী রস।

পারদং গন্ধকং তুল্যং তুত্থং পারদ পাদিকং।
গোজিহ্বিয়া স্বয়ন্ত্যা চ তণ্ডুলাস্ত বিভাবয়েৎ॥
প্রত্যেকং সপ্ত সপ্তার্থে বটী গুঞ্জ চতুষ্টয়ং।
ঘৃতযুতং পিবেদ্রোগী ত্র্যাহিক জ্বর শান্তয়েৎ॥

রস ১ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ, তুথ ।০ চারি আনা ; এই তিন দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোরক্ষচাকুল্যা রসে, অপামার্গ রসে, জয়ন্তিপত্র রসে এবং চালুনিতে প্রত্যেক ৭ সাতবার ভাবনা দিবে। ৪ চারি রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান ঘৃত ; এই ঔষধ সেবনে ত্র্যাহিক জ্বর উপশমিত হয়।

চাতুর্থক জ্বর চিকিৎসা।

গুড়চ্যামলকং মুস্তং হন্তি চাতুর্থকং জ্বরং।

গুলঞ্চ, আমলকী, এবং মুথা ; এই তিন দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। এই কাথ সেবনে চাতুর্থক জ্বর উপশমিত হয়।

অগস্ত্যপত্ররসেন নস্যং দদ্যাৎ যথাবিধি।
চাতুর্থকং জ্বরং হন্তি নাস্তিকার্য্য বিচারণা॥

বকফুলের পাতার রস রবিবার পালার দিবস প্রাতে নস্য লইলে চাতুর্থক জ্বর উপশমিত হয়।

যোহ্যং সুদর্শনং চূর্ণং নানা জ্বর ব্যপহতি।
অসাধ্যং সাধয়েৎ হে ব নাস্তিকার্য্য বিচারণা॥

সুদর্শন চূর্ণ ঔষধি সেবনে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থিকাদি সর্ব্বপ্রকার সাধ্য অসাধ্য জ্বর এবং কম্পজ্বর উপশমিত হয়। বহু চিকিৎসায় যে জ্বর ত্যাগ না হয়, এই সুদর্শচূর্ণ সেবনে নিশ্চয়ই উপশমিত হইবে।

সর্ব্বজ্বরে মহেশ্বর মন্ত্র।

নমং ভগবতে রুদ্রায় নমঃ নমোঽনিল প্রকাশায় কপাল মলিনৈ, জটিলায় নিগন্ধিনে নখট বিকট ধারিণে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক, দিনজ্বর, সন্ধ্যাজ্বর, বাতজ্বর, সর্ব্বেষাং জ্বরাণাং উচ্চাদয়২ আরোগ্যকর ভগবতে সর্ব্ব দেবোত স্বাহা। এবং মন্ত্র পঞ্চবিংশতিবার শৃণুয়াৎ।

জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা।

পিপ্পলী চূর্ণ যোগ।

পিপ্পলীচূর্ণ সংযুক্তং ক্বাথ ছিন্নোরুহাস্তবং।
জীর্ণজ্বর কফধ্বংসি পঞ্চমূলী ক্বাথোথবা॥

গুলঞ্চ ক্বাথ পিপ্পলী চূর্ণ সহিত কিম্বা কনিয় পঞ্চমূলীর ক্বাথ জীর্ণ জ্বরে কফনাশ জন্য ব্যবস্থা করা বিধেয়।

জীর্ণ জ্বরাবসাদে চ সেব্যতে গুড়পিপ্পলী।

জীর্ণ জ্বরাক্রান্ত রোগীর অবসাদ বিনাশ জন্য পুরাতন গুড় পিপুলচূর্ণসহ ব্যবস্থা করিবে।

সমবাত কফ যস্য হীনপিত্তস্য দেহিনঃ।
প্রায় রাত্র জ্বরস্তস্য দিবাহীন কফস্য চ॥

যে রোগীর শরীরে বাত ও কফ সমান দুষ্ট দেখা যায়, পিত্তহীনতা থাকে, সেই রোগীর প্রায় রাত্রিকালে জ্বর আইসে। যাহার বাত ও পিত্ত সমভাবে দুষিত হয়, কফের হীনতা থাকে, তাহার জ্বর দিবসে আইসে, তাহাতে সংশয় নাই।

দুগ্ধসেবন ব্যবস্থা।

জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে পয়োস্যাদমৃতোপমং।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং॥

জীর্ণজ্বর কফের অল্পাবস্থায় দুগ্ধ সুধার সম জানিতে হইবে। কিন্তু তরুণ জ্বরে কফের প্রবলতা হেতু দুগ্ধ বিষতুল্য জানিবে।

প্লীহাশ্রিত জীর্ণজ্বর চিকিৎসা।

তালপুষ্পোদ্ভবং ক্ষারং সগুড় প্লীহানাশনং।

তালজটা এবং ক্ষারচূর্ণ, পুরাতন গুড় সহ সেবনে প্লীহারোগ উপশমিত হয়।

বিষমজ্বর চিকিৎসা।

সর্ব্বজ্বরারি রস।

রক্তগন্ধং রসং বৃদ্ধা দন্ত্যাম্বুনা বিমর্দ্দিতং।
দ্বিগুঞ্চ শীতয়াযুক্তং জ্বরান্ হন্তি সুদারুণং।
মহেন্দ্রাখ্য জ্বরং হন্যাৎ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

হিঙ্গুল ৩ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, রস ১ ভাগ; প্রত্যেকে রস হইতে ক্রমে ক্রমে বামা-ত বৃদ্ধিভাগ, দন্তিকাথে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ চিনি সহ-যোগে সেবন করিলে যেরূপ সূর্য্যোদয়ে তমঃ নাশ হয়, তদ্রূপ সমস্তরূপ জ্বর উপশমিত হয়।

জ্বরকণা রস।

রস বিষ গন্ধকং সমকার দ্বিজ্যে।
তাম্র তালক দ্বিগুণ দ্বিজ্যে॥
বিংশতি পুটক নিম্নকি দ্বিজ্যে।
জ্বর ছোড়ইতে কন্যায় দ্বিজ্যে॥

রস, অমৃত এবং গন্ধক প্রত্যেক এক এক ভাগ, তাম্র এবং হরিতাল প্রত্যেক ২ ভাগ, কন্ত্রে মর্দ্দন করত বিংশতি পুটান্তে কণা প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্ব-প্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

জ্বরাতিসার।

যদি পৈত্তিক জ্বরে পিত্তহেতু অতিসার কিম্বা অতিসার রোগে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা হলে দোষ ও দুষ্যের সাম্যভাব কারণ ঐ মিশ্রিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতিসার কহে। কেবল জ্বর কেবল অতিসার রোগে, যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা আছে, সেই সেই উভয়বিধ ঔষধ মিলিত করিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না, যেহেতু উহারা পরস্পরের বর্দ্ধক। জ্বরঘ্ন ঔষধ সমূহের স্বভাব প্রায়ই ভেদক, এবং অতিসারের ঔষধ সকল ধারক; সহজেই জ্বরের ঔষধ সেবন করাইলে, অতিসার বৃদ্ধি এবং অতিসার নিবারক ঔষধ দ্বারা জ্বরের বৃদ্ধি কারক।

জ্বরাতিসারাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে, অগ্রে লঙ্ঘন এবং ঔষধ প্রদান করাই বিধেয় যেহেতু

রসসম্বন্ধ ভিন্ন জ্বর কিম্বা অতিসার রোগ উৎপন্ন হয় না। লঙ্ঘন এবং পাঁচন দ্বারা রসের পরিপাক হইয়া রোগের হ্রাস হইতে পারিবে।

জ্বরাতিসার রোগে দাড়িম্বাদি অম্লদ্রব্য মিলিত সিদ্ধ পেয়া এবং যবাগু প্রভৃতি পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

জ্বরাতিসারের কষায়ন চিকিৎসা।

হ্রীবেরাদি কাথ।

বালা, আতইচ, মুথা, বেলশুঠ, শুঠ এবং ধনিয়া; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে মলের পিচ্ছলতা, শূল এবং আমদোষ আরোগ্য হয়। ইহাতে জ্বরযুক্ত কিম্বা জ্বরহীন ও সরস অতিসার রোগ উপশমিত হয়।

উশীরাদি কাথ।

বেণামূল, বালা, ধনে শুঠ, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ এবং বেলশুঠ; একত্রে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে অতি প্রবল সশূল জ্বরাতিসার উপশমিত হইয়া থাকে।

গুড়ূচ্যাদি কাথ।

গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঠ, বেলশুঠো, মুথা, বালা, আকনাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বেণার মূল এবং পদ্মকাষ্ঠ; একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে জ্বর, অতিসার, বমি, তৃষ্ণা প্রভৃতি আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

পঞ্চমূল্যাদি।

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, বেড়ালা, গুলঞ্চ, মুথা, শুঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা, কুরচিছাল এবং ইন্দ্রযব; একত্রে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে সকল প্রকার জ্বর, অতিসার, বমি প্রভৃতি উপশমিত হইয়া থাকে।

ধান্যশুণ্ঠী কাথ।

ধনের চাউল ১ তোলা, শুণ্ঠী ১ তোলা কুটিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া রোগীকে সেবন করাইলে, বাতশ্লেষ্মাজ্বর ও সশূল অতিসার উপশমিত হইয়া থাকে। এই কষায় জ্বরাতিসার রোগের অবস্থায় ব্যবস্থা করা উচিত।

বিল্বপঞ্চক।

শালপাণী. চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঠা এবং দাড়িম্বফলের ত্বক; একত্রে মিলিত ২ তোলা,

পাকার্থ জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। অতিসার জ্বর ও বমি থাকিলে এই কষায় সেবন করাইলে আশু আরোগ্য হয়।

জ্বরাতিসারের রসায়ন চিকিৎসা।

আনন্দভৈরব রস।

হিঙ্গুল ১ তোলা, মিঠা ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, পিপ্পলী ১ তোলা এবং সোহাগার খই তোলা; জলে মর্দ্দন, বটীকা ১ রতি। অনুপান বাতপৈত্তিকে—দাড়িমপত্র রস ও মধু। শ্লেষ্মাপ্রধানে তুলসীপত্র রস এবং মধু। জ্বরাতিসারে—শরীরে ব্যথা থাকিলে, বিল্বপত্র রস এবং মধু। ইহা বহু পরীক্ষিত।

কনকসুন্দর রস।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগার খই, মিঠা এবং ধুতুরাবীজ; সমভাগে একত্রিত, সিদ্ধিপত্ররসে মর্দ্দন, বটীকা ১ রতি। অনুপান তুলসীপত্ররস এবং মধু কিম্বা দাড়িমপত্ররস ও মধু।

জ্বরাতিসার চিকিৎসা সমাপ্ত।

অতিসার।

অতি গুরু, অতি-স্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ, অত্যন্ত উষ্ণ, অধিক দ্রব্য, অতি স্থূল ও অত্যন্ত শীতল দ্রব্য সেবন, বিরুদ্ধ আহার, ভোজনের উপর ভোজন, অজীর্ণকারী দ্রব্য আহার, বিষম-ভোজন, স্নেহাদি পঞ্চকর্ম্ম † অসময়ে অধিক আহার এবং সময়ে আহার না করা, বিষ সেবন, ভয়, শোক, দূষিত জল ও সুরাপান, ঋতুবিপর্য্যয়, জলক্রীড়া, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ এবং ক্রিমির দ্বারা অতিসার রোগ উৎপন্ন হয়।

শরীরের জলীয় ধাতু সকল অর্থাৎ কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, জল, মূত্র, ঘর্ম্ম এবং মেদ আদি ধাতু দুষ্ট হইয়া কোষ্ঠস্থিত অনলকে নির্ব্বাণ করিয়া মলের সহ মিশ্রিত হয় এবং বায়ু দ্বারা অধোদেশাশ্রয় করিয়া, যে অধিক মল নিঃসরণ হয়, তাহাকে অতিসার কহে। এই অতিসার রোগ ছয় প্রকার। যথা।—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শোকজ ও আমজ। এই অতিসার রোগ অতি ভয়ানক হয়।

হৃদয়ে, নাভিস্থলে, গুহ্যদ্বারে এবং কুক্ষিতে বেদনা, অঙ্গের অবসাদ, বায়ু নিঃসরণ না হওয়া, মলের বদ্ধভাব, আধ্মান, অর্থাৎ উদরের ভিতরে গুড় গুড় করে; এবং অন্নের অপাক; অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

---

† স্নেহ ১, বমন ২, বিরেচন ৩, অনুবাসন ৪, নিরূহণ ৫, ইহাই পঞ্চ কর্ম্ম। স্নেহ কর্ম্ম—তৈলাদি সেবন, বমনকর্ম্ম—বান্তিকার্য্য। বিরেচন—দাস্তব্যবহার। অনুবাসন—স্নিগ্ধ বস্তু দ্বারা পিচকারী। নিরূহণ,—রুক্ষ বস্তুর পিচকারী।

বাতিক অতিসারে,—অরুণবর্ণ ফেণা মিলিত অপক্ক ও রুক্ষ মল বেদনাসহ পুনঃ পুনঃ নিঃসারিত হয়।

পিত্তজ-অতিসারে,—পীত, হরিত, কিম্বা রক্তবর্ণ মল নিঃসারিত হয় এবং রোগীর পিপাসা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বাঙ্গজ্বালা এবং গুহ্যদ্বার পাকা ফোড়ার সম অনুভব হয়।

কফজ অতিসারে,—শীতল, ঘন, কফযুক্ত আমগন্ধি সাদাবর্ণ মল নিঃসারিত হয় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক-অতিসারে,—বরাহের স্নেহ এবং মাংস ধোয়া জলের তুল্য এবং উপরোক্ত বাতাদি অতিসারত্রয়ের লক্ষণযুক্ত মল নিঃসারিত হয়। এই ত্রিদোষাত্মক অতিসারকে কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিতে হইবে।

শোকজনিত-অতিসারে,—ধন ও বন্ধু আদি ধ্বংসের জন্য শোকপ্রাপ্ত অল্পহারী মনুষ্যের শোকোৎপাদিত চক্ষু, নাসিকাগত জল এবং শরীরের তেজ কোষ্ঠদেশে গিয়া অগ্নিকে নির্ব্বাণ করতঃ রক্তকে ক্ষুব্ধ করে, সেই রক্ত মলযুক্ত, কিম্বা মলহীন গন্ধযুক্ত অথবা গন্ধ রহিত গুঞ্জা ফলের সদৃশ অধোদেশ দ্বারা নিঃসারিত হয়। এই শোকজনিত অতিসার রোগকে কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে।

আমাতিসারে,—আহার, অজীর্ণ জন্য দুষ্ট দোষ বিপথগামী হইয়া কোষ্ঠে গমন করতঃ রসাদি সপ্তধাতুকে এবং মল মূত্রাদি উপধাতুকে দুষ্ট করিয়া বহু পরিমিত বিবিধবর্ণ ও শূল নিঃসারিত করে।

যে মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ পিচ্ছিল ও জলে পতিত হইলে ডুবিয়া যায়, তাহাকে আমমল কিম্বা অপক্ক মল বলা যায়।

যে মল আম লক্ষণের বিপরীত অর্থাৎ দুর্গন্ধহীন, অপিচ্ছিল এবং জলে ভাসিতে থাকে, (বিশেষ রূপে লঘুতা প্রাপ্ত হয়) তাহাকে পক্কমল বলা যায়।

যদ্যপি পৈত্তিক অতিসার রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পিত্তজনক দ্রব্য সর্ব্বদা আহার করে, তাহা হইলে প্রবল রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হয়।

যে রোগে কুপথ্যভোগী ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে মলের সহ অধোদেশে সঞ্চালিত করে এবং রোগীর কুন্থনের সহ পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মল কষ্টক্রমে নির্গত হয়, তাহাকে প্রবাহিকা রোগ বলা যায়।

প্রবাহিকা রোগে,—বায়ু হইতে শূল, পিত্ত হইতে দাহ, শ্লেষ্মা হইতে কফ এবং রক্ত হইতে রক্তযুক্ত মল নিঃসারিত হইয়া থাকে।

প্রবাহিকা রোগের লক্ষণ,—চিকিৎসা ও পক্কাপক্ক চিহ্ন অতিসারের সম অনুভব করিতে হইবে। প্রবাহিকারোগে,—বাতাদি দোষভেদে অতিসারোক্ত বাতাদি জনিত লক্ষণ সকল উদ্ভব হয়, এবং অতিসারের সদৃশ ইহার পক্কাপক্ক মলভেদ বুঝিতে হইবে অতিসারোক্ত চিকিৎসা অনুসারে ইহার চিকিৎসা করাও বিধেয়।

অতিসার রোগের আরোগ্য লক্ষণ।

যাহার মল ব্যতীত পৃথক মূত্র ত্যাগ হয়, স্বভাবতঃ বায়ু নিঃসারিত হয়, ক্ষুধা বোধ এবং মলের লঘুত্ব হয়, সেই রোগীর অতিসার নিবৃত্তি হইয়াছে অনুভব করিতে হইবে।

অতিসার রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

যে অতিসার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল পক্ক জামফলের কিম্বা যকৃৎ-পিণ্ডের তুল্য বর্ণ ধারণ করে, কিম্বা কৃষ্ণ, নীল, অরুণ কি ময়ূরপুচ্ছের তুল্য স্নিগ্ধ বিবিধ বর্ণ ধারণ করে, স্বচ্ছ এবং গাঢ় হয়; ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, দুগ্ধ, দধি কিম্বা মস্তিষ্কের সম হয়, অস্থিহীন মাংস, পিষ্টক কিম্বা মাংসধৌত জলের তুল্য হয়, সুগন্ধ কিম্বা দুর্গন্ধযুক্ত হয় ও অত্যন্ত কুন্থন দ্বারা মল নিঃসারিত হয়, সে রোগীর চিকিৎসা সবৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন।

যে অতিসার-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধকারে প্রবিষ্ট অনুভব, শ্বাস, হিক্কা, পার্শ্ব এবং অস্থিশূল, গ্লানি, মন ও ইন্দ্রিয়ের মোহ, গুদস্থিতবলির পাকত্ব এবং প্রলাপ হয়, সে রোগীর চিকিৎসা সবৈদ্য ত্যাগ করিবেন।

যে অতিসার রোগীর অনবরত মল নিঃসারিত ও শরীর ক্ষীণ হয়, অত্যন্ত আগ্মান গুহ্যদেশ পক্কবোধ এবং শরীর শীতল হয়, সে রোগীর চিকিৎসা সবৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন।

যে অতিসার রোগী, শ্বাস, শূল ও তৃষ্ণাযুক্ত হয়, ক্ষীণ, জ্বরযুক্ত এবং বয়সে বৃদ্ধ হয়, অতিসার রোগ তাহাকে বিনষ্ট করে।

অতিসার রোগের চিকিৎসা।

অতিসার রোগ চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ মলের পকাপক্ক লক্ষণ বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; কারণ মলের পক্কাপক্ক লক্ষণ বিবেচিত হইলে অতিসার রোগ অনায়াসে আরোগ্য হইতে পারে।

ক্ষুদ্রযোগ।

আমলা বাটিয়া রোগীর নাভীর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিয়া তন্মধ্যভাগে আদার রস পূর্ণ করিলে অতিসার রোগ নিবৃত্তি হয়।

জায়ফল বাটিয়া নাভীদেশে প্রলেপ দিলে সর্ব্ব প্রকার প্রবল অতিসার আশু আরোগ্য হয়।

কচি আম্রপত্রের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহ মিলিত করিয়া পান করাইলে অতিসার রোগ নিবৃত্তি হয়।

কচি জামপত্রের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবন করাইলে অতিসার রোগ আরোগ্য হয়।

কচি দাড়িম্বপত্রের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহ পান করাইলে অতিসার রোগ উপশমিত হয়।

তুলসীপত্রের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহ মিলিত করিয়া সেবন করাইলে অতিসার রোগ উপশমিত হয়।

গাবের রস ১ তোলা, তুলসীপত্রের রস ১ তোলা, একত্রে মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহ পান করাইলে প্রবল রক্তাতিসার রোগ আরোগ্য হয়।

হরিদ্রাপত্রের রস ১ তোলা এবং চুণের জল ১ তোলা, একত্রে মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ

মধুর সহ তিন দিবস সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার এবং প্রবল রক্তাতিসার রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

ধান্যপঞ্চক ক্বাথ।

ধনে, শুঁঠ, মুথা, বালা এবং বেলশুঠো মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু অর্দ্ধ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার রোগ, এবং আমজন্য উদরের ব্যথা আশু নিবারিত হইয়া থাকে, এবং আমদোষ পরিপাক হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

কুটজাদি।

ইন্দ্রযব, দাড়িম ফলের ত্বক, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন এবং আকনাদি; একত্রে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ।৹ অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু। ইহা সেবনে আম, উদরের কামড়ানি সহিত সর্ব্বপ্রকার অতিসার এবং প্রবল রক্তাতিসার আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অতিসার রোগের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা বহু পরীক্ষিত।

নারায়ণ চূর্ণ।

গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গবীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঠ এবং সিদ্ধিপত্র; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, কুড়চীর ছাল চূর্ণ সকলের সমান। এই সমুদয় চূর্ণ একত্রে মিলিত করিয়া গুড় এবং মধুর সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার সশূল সোপদ্রব অতিসার এবং প্রবল রক্তাতিসার, শোথ এবং জ্বর আশু উপশমিত হইয়া থাকে।

কুটজাবলেহ।

কুড়চিছাল ১২॥৹ সাড়ে বারো সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোল সের থাকিতে ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে, উহাতে সচল লবণ, বিট লবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, পিপুল, ধাইফুল এবং ইন্দ্রযব, জীরা, ইহাদের চূর্ণ মিলিত ১৬ তোলা প্রক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান মধু। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, রক্তাতিসার শীঘ্র নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

অতিসার রোগের কষায়ণ চিকিৎসা।

আনন্দভৈরব রস।

জ্বরাতিসারে লিখিত হইয়াছে। দেখুন।

ইন্দ্রস্পৃহা রস।

রসসিন্দুর ১ তোলা, সোহাগার খই ॥৹ অর্দ্ধ তোলা, অহিফেন /৹ এক আনা, দুগ্ধে মর্দ্দন; বটী ৩ রতি। অনুপান বক্রা দুগ্ধ এবং মধু। এই ঔষধ সেবন করাইলে অতিসার

রোগ উপশমিত হয়; এবং আমাতিসারে এই ঔষধ সেবনে অতি শীঘ্র উদরের কামড়ানী আমরসে পরিপাক হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া রোগ উপশমিত হয়। ইহা বহু পরীক্ষিত।

কর্পূর রস।

বালা, ইন্দ্রযব, কর্পূর, হিঙ্গুল, কুড়চী ছাল, দাড়িম ছাল, বেলশুঠ, মুথা, ধুস্তুরবীজ এবং অহীফেন; সমভাগে মিলিত। ছাগী দুগ্ধে মর্দ্দন। ২ রতি বটীকা। অনুপান পেটের কামড়ানী থাকিলে শুণ্ঠী এবং ধনের কাথের সহিত সেব্য। অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন অনুপান অর্থাৎ তুলসীপত্র রস, দাড়িমপত্র রস, মুথার কাথ বা ছাগীদুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পথ্য ব্যবস্থা।

ছাগীদুগ্ধ, মসুরযুষ, কচিবেল পোড়া, পুরাতন গুড় ও শালীতণ্ডুলান্ন প্রশস্ত।

অতিসার রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

গ্রহণী-রোগ।

অতিসার রোগ উপশম হইয়া পাকাশয়স্থ অগ্নি পুনঃ প্রদীপ্ত হইবার পূর্ব্বে কুপথ্য করিলে, ঐ অগ্নি পুনর্ব্বার অধিক দুর্ব্বল হইয়া গ্রহণী নামা নাড়ীকে দূষিত করে, সেই দোষযুক্ত গ্রহণী নাড়ী অধিক বৃদ্ধি হইয়া পৃথক কিম্বা মিলিত দোষের সহ আচ্ছাদিত হইলে গ্রহণী-ব্যাধি উদ্ভব হয়। এই রোগে বহুপরিমাণে পক এবং অপক আহার, রোগী ক্ষণে বদ্ধ, ক্ষণে দ্রব, দুর্গন্ধ মল কষ্টের সহিত পরিত্যাগ করে। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক ভেদে গ্রহণী রোগ চারিপ্রকার হয়। গ্রহণী রোগ জন্মিবার অগ্রে নীচের লিখিত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—শরীর ভার, অলসতা, পিপাসা, বলহীন, আহারের বিদগ্ধতা এবং বিলম্বে পরিপাক।

বাতিক গ্রহণী।

অত্যন্ত কটু তিক্ত, কষায় রুক্ষ এবং সংদুষ্ট আহার, অল্প ভোজন, অনাহার, অধিক পরিশ্রম, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ এবং মৈথুন দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া অগ্নিকে অবরোধ করত, বাতগ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। বাতগ্রহণী রোগে অন্ন অধিক কষ্টে পাক হয় কিম্বা অম্ল পাক হইয়া থাকে, অন্ন জীর্ণ হইলে কিম্বা পরিপাক কালে আধ্মান উপস্থিত হয় ও ভোজন করিলে স্বাস্থ্য অনুভব হয়। ঊর্দ্ধ এবং অধোদ্বারে অপক অন্নের প্রবর্ত্তন হয় এবং অল্পপরিমাণে পুনঃ পুনঃ ফেণা সম্বলিত অপক মল বিলম্বে কষ্ট সহ বহির্গত হয়। মল কথন শুষ্ক

কখন বা দ্রব, এবং গুহ্যদ্বারে কর্ত্তন সম পীড়া বোধ হইয়া থাকে। রোগাক্রান্তব্যক্তির মানসিক অবসাদ, মুখশোষ, মুখবৈরস্য, পিপাসা, ক্ষুধা অনুভব এবং মধুরাদি ষড়রূপরসে স্পৃহা হয়। হৃদয়, পার্শ্ব, উরু, বক্ষঃ ও গ্রীবাদেশে সর্ব্বদা বেদনা থাকে: মন্দদৃষ্টি এবং কর্ণে শব্দ অনুভব হয়। শরীর কর্কশ, কৃশ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বাতগ্রহণী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিরন্তর বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহার আশঙ্কা করে এবং কণ্ঠশোষ, কাস ও শ্বাস দ্বারা পীড়িত হয়।

পৈত্তিক গ্রহণী।

কটু, অজীর্ণ, বিদাহী অম্ল, ক্ষার, লবণ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া উষ্ণজলের তুল্য অগ্নিকে বিনষ্ট করত পৈত্তিক গ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে—তৃষ্ণা, অরুচি, দুর্গন্ধ ও অম্ল উদ্গার ও কণ্ঠ এবং হৃদয়ে দাহ হইয়া থাকে, নীল এবং পীতবর্ণ অজীর্ণ দ্রব মল ত্যাগ হয় এবং শরীর পীতবর্ণ ধারণ করে।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণী।

অত্যন্ত গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল এবং মধুরাদি দ্রব্য আহার, অধিক ভোজন এবং ভোজন মাত্রে শয়ন দ্বারা কফ প্রকুপিত হইয়া অগ্নিকে বিনষ্ট করত শ্লৈষ্মিকগ্রহণী রোগ উৎপন্ন করে। শ্লৈষ্মিক গ্রহণীতে আহারীয় দ্রব্য কষ্টে পরিপাক হয়, মুখ ভার এবং মধুর রস অনুভব হয়, উদর নিশ্চলরূপে থাকে, হৃল্লাস, বমি, অরুচি এবং বিকৃত মধুর উদ্গার হয়, আম ও শ্লেষ্মাযুক্ত গুরু বিভিন্ন মলের পরিবর্ত্তন ও শরীরের কৃশতা সত্বেও দুর্ব্বলতা বোধ হয়। ঘন এবং দ্রব শ্লেষ্মাদ্বারা হৃদয় পরিপূর্ণ বোধ এবং নাসিকা হইতে স্রাব, নিষ্ঠিবন ও কাস হয়, রোগাক্রান্তব্যক্তির গাত্রভার, অঙ্গের অবসাদ, অলসতা এবং স্ত্রীতে বিদ্বেষ জন্মে।

সান্নিপাতিক গ্রহণী।

উপরোক্ত বাতাদিগ্রহণীত্রয়ের লক্ষণ একত্রিত হইলে সান্নিপাতিকগ্রহণী রোগ বলা যায়।

সংগ্রহ গ্রহণী।

উদর মধ্যে অব্যক্ত শব্দ, অলসতা, দুর্ব্বলতা, কটিবেদনা ও অঙ্গাবসাদ হয়; দ্রব, ঘন, শীতল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল এবং বহু পরিমিত অপকমল শব্দ এবং মন্দ মন্দ কটিবেদনার সহ পরিত্যাগ হয়। এই রোগ মাসান্তর, পক্ষান্তর, দশ দিবস অন্তর কিম্বা প্রতি দিবসেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপরোক্ত নির্দ্ধারিত দিবস অবধি কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া পরে অতিসার হয়। এই রোগ দিবাতে প্রকোপ এবং রাত্রিকালে শান্তিলাভ করে। আম ও বায়ুদ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হয়। ইহা অত্যন্ত দুশ্চিকিৎসনীয় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী, বৈদ্যেরা এই রোগকে বিশেষ কষ্ট সহকারে নিশ্চয়করণে সক্ষম হন।

গ্রহণী রোগের চিকিৎসা।

অতিসার রোগের চিকিৎসার যে সকল ক্ষুদ্রযোগ বলা হইয়াছে, গ্রহণী রোগেও সেই সকল ক্ষুদ্রযোগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চিত্রক গুড়িকা।

চিত্রমূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিং, যমানী এবং চই; এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ, টাবালেবু কিম্বা দাড়িম্বের রসে মর্দ্দন করিয়া এক মাষা মাত্রা। অনুপান আতপ তণ্ডুলের জল অর্থাৎ চেলোনি। এই কষায়ন সেবনে আমের পরিপাক ও অগ্নিদীপ্ত হইয়া গ্রহণী রোগ নিবৃত্তি হয়।

গঙ্গাধর চূর্ণ।

বেলশুঠ, পানীফলপত্র, দাড়িমপত্র, মুথা, আতইচ, শ্বেতধুনা ধাইফুল, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধি এবং ভৃঙ্গরাজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ চূর্ণ; ঐ সকল চূর্ণের সমান কুড়চিমূলছাল চূর্ণ, একত্রে মিলিত করিবে। ১ মাষা মাত্রা। অনুপান ছাগীদুগ্ধ এবং মধু। ইহা গ্রহণী রোগের উত্তম ঔষধ। (বহু ব্যবহৃত)

লবঙ্গাদি চূর্ণ।

লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈন্ধব, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, বনযমানী, মুথা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুলফা, আকনাদি, চিরাতা, গোক্ষুরীবীজ, জয়ত্রী, জায়ফল, দারুহরিদ্রা, বেণামূল, রক্তচন্দন, মুরামাংসী শঠী, মউরী, মেথী, সোহাগার খই, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বালা, বেলশুঠ, কুড়, চিতামূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে, পারদ, অভ্র, গন্ধক, এবং লৌহ; প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া শীতল জল কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত একমাষা মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ আশু নিবারিত হয়।

জীরকাদ্য চূর্ণ।

জীরা, সোহাগার খই, মুথা, আকনাদি, বেলশুঠ, ধনে, বালা, শুলফা, দাড়িম্ব ফলের ছাল, কুড়চিমূলের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস; ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক এবং পারদ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ। চূর্ণ সমষ্টির সমান জায়ফল চূর্ণ; একত্রে মিলিত করিয়া এক মাষা মাত্রা। অনুপান দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ছাগীদুগ্ধ শীতল জল কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কামেশ্বর মোদক।

অভ্র, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, হরীতকী, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুরীবীজ, কদলী, শতমূলী, যমানী, মাষকলাই, তিল, ধনে, গোরক্ষচাকুলে, শঠী, ময়নাফল, জাতীফল, সৈন্ধব, ব্রহ্মযষ্টি, বন্ধ্যাকাকুড়বীজ, কাকড়াশৃঙ্গী, ভৃঙ্গরাজ, কটকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর আলকুশীবীজ এবং শিমূলের বীজ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ; চূর্ণের সমান সিদ্ধি চূর্ণ; সকলের দ্বিগুণ চিনি; একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধু এবং ঘৃত দিয়া মাড়িয়া মোদক বাঁধিবে। মাত্রা ১ তোলা, অনুপান বলাবল বিবেচনা করিয়া ছাগীদুগ্ধ কিম্বা শীতল কি উষ্ণজল

জীরকাদি মোদক।

জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, ত্রিফলা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, বড়এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জায়ফল, জয়ত্রী, জ্যেষ্ঠমধু, মউরী, জটামাংসী, মুথা, সচলবণ, শঠী ধনে, দেবদারু মুরামাংসী, মানবক লথী, শুল্‌ফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, বালা, নালুকা, সৈন্ধবলবণ, গজপিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু এবং কুন্দরখটী; প্রত্যেক চূর্ণ চারি আনা, লৌহ, অভ্র এবং বঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, জীরা-ভাজার গুড়া সকলের দ্বিগুণ; চিনি এবং ছাগদুগ্ধ ৫০ তোলা; একত্রে মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া।০ চারি আনা; অর্দ্ধতোলা এবং এক তোলা অবধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুপান শীতল জল কিম্বা ছাগীদুগ্ধ। এই মোদক সেবনে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ আশু নিবৃত্তি থাকে।

কর্পূর রস।

গ্রহণী রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিসার রোগে ইহা লিখিত হইয়াছে (দেখ)।

নৃপবল্লভ বটী।

রস ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা, কাকড়াশৃঙ্গী ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, লবঙ্গ, মরিচ, জাতিফল, জয়ত্রী, চিতামূল, আতইচ শুণ্ঠী, তেজপত্র, যমানী, সৈন্ধব এবং বালা প্রত্যেক ৪ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, হিং ২ তোলা, ধনে, মুথা, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক ৮ তোলা, মিঠে ২ তোলা, বিটলবণ ৵৫০ তিন পোয়া, গুজরাটী এলাইচ ১ তোলা, ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন। নয় রতি বটী। অনুপান বেলপোড়া এথো গুড় এবং হরীতকী দগ্ধচূর্ণ একত্রে মিলিত করিয়া সেব্য। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ আশু উপশমিত হইয়া অতি শীঘ্র অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

পিযূষবল্লী রস।

রস, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন এবং স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেকে ॥০ অর্দ্ধ তোলা। লবঙ্গ, মুথা, আকন্যাদি, জীরা, ধনে, আতইচ, লোধকাষ্ঠ, কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জাতিফল, বেলশুঠো, শুণ্ঠী, বালা, দাড়িম্বফলের খোসা, বরাক্রান্তা, ধাইফুল এবং গুড়; প্রত্যেকে ৮ মাষা। ভাবনা কেশরাজ রসে (অর্থাৎ কেশুত্তের রসে) সাতবার; শুষ্কপ্রায় হইলে ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া মটরাকৃতি বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগীদুগ্ধ কিম্বা কেশুত্তের রস এবং মধু। এই ঔষধ সেবনে অতি দুঃসাধ্য দীর্ঘকালজ সশোণিত সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা।

রস, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খচূর্ণ, সোহাগা, হিঙ্গু, শঠী, তালিশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধব, ধাইফুল, আতইচ, শুঠ, ঝুল, হরীতকী, ভেলারমুটি, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক, এলা-ইচ, বালা, বেলশুঠো এবং মেথী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ, সিদ্ধির কাথে মর্দ্দন। বটী ১ রতি প্রমাণ। অনুপান রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ছাগীদুগ্ধ কিম্বা শীতল জল, অথবা দাড়িম্বপত্রের রস। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অতিসার এবং গ্রহণী আরোগ্য হয়।

রসপর্পটী।

হিঙ্গু, লোধ, রস এবং শোধিত গন্ধক, সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া নিশ্চন্দ্র হইলে (অর্থাৎ) পারদে এবং গন্ধকে উত্তমরূপে মিলিত হইলে কজ্জলী প্রস্তুত হইবে। গোময় কদলীপত্রে আবদ্ধ করিয়া দুইটী পুটলী প্রস্তুত করিবে। অনন্তর একখানি লৌহ হাতায় কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া কুলকাষ্ঠের অঙ্গারের উপর অথবা চোকা অঙ্গারের উপর ঐ হাতা রাখিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ উপরোক্ত কজ্জলী দিতে হইবে। যখন ঐ কজ্জলী অগ্নিতে পাক হইয়া তৈল-বৎ হইবে, তখন ঐ কদলীপত্রবদ্ধ গোময় পুটলীর একটীর উপর ঢালিয়া অপর পুটলীর দ্বারা তাহাতে চাপ দিতে হইবে। এরূপ করিলে চটি প্রস্তুত হইবে। ইহাকে রসপর্পটী কহে। এই ঔষধ প্রথম দিবসে ২ রতি পরিমাণে ব্যবস্থা করিয়া প্রতিদিন এক রতি পরি-মাণে বৃদ্ধি করিয়া ১০ দশ রতির অধিক মাত্রায় সেবন করা অনুচিত। ঔষধ সেবনের কাল ২১ দিবস পর্য্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ। পর্পটী ব্যবহার কালে বায়ু, রৌদ্র, ক্রোধ, চিন্তা, আহারের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান, জল, লবণ বর্জ্জনীয়। ঘৃত, সৈন্ধবলবণের পাকের ব্যঞ্জনাদি,

শালীতণ্ডুলায়, দুগ্ধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তৃষ্ণা অসহ্য হইলে অল্প মাত্রায় ডাবের জল দেওয়া যাইতে পারে। এই রোগে বেলের সার বা অপক বেলপোড়া এবং তক্র (ঘোল) উপকারজনক হইয়া থাকে।

গ্রহণী রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অর্শরোগ।

গুদস্থান সাড়ে পাঁচ অঙ্গুলী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহা অন্তঃ মধ্য এবং বাহ্য তিন বলিতে বিভক্ত, ঐ বলিত্রয় শঙ্খবর্ত্তের সম (শাঁকের মধ্যগত পেচের সম) উপর্য্যুপরি অবস্থিতি করে। ঐ বলিত্রয়ের নাম প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী এবং সম্বরণী। মলদ্বারের অর্দ্ধ অঙ্গুল পরিমাণ স্থলে অঙ্গুলীপ্রমাণ প্রথম বলিকে প্রবাহণী বলা যায় এবং অর্দ্ধ অঙ্গুল পরিমিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বলিদ্বয়কে বিসর্জ্জনী এবং সম্বরণী কহে। প্রবাহণী বলি মলাদি আকর্ষণ করে, বিসর্জ্জনী মলাদি পরিত্যাগ করে এবং সম্বরণী উহা ধারণ করে।

পূর্ব্বোক্ত গুদ বলিত্রয়ে ছয় প্রকার অর্শরোগ উৎপাদিত হয়, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, রক্তজ এবং সহজাত।

সহজাত অর্শরোগ জনক জননীর অর্শরোগ জন্য জন্মের সহিত উৎপাদিত হইয়া থাকে।

দুষ্ট বাতাদি ত্বক, মাংস, শোণিত এবং মেদঃ ধাতুকে দূষিত করতঃ মলদ্বারে বিবিধাকার মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করতঃ অর্শরোগ উৎপাদন করে।

বাত অর্শরোগ। কষায় কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল এবং লঘুদ্রব্যের অতি সেবন জন্য কিম্বা মাত্রাহীন আহার, অত্যন্ত অল্পাহার, কিম্বা অনশন জন্য বায়ু কুপিত হইয়া বাতজ অর্শরোগ উৎপাদন করে। তীক্ষ্ণ সুরা সেবন, অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ এবং শীত প্রদেশে বাস জন্য বাতজ অর্শরোগ উৎপন্ন হয়। শীতকালে বায়ু ও রৌদ্রসেবন, ব্যায়াম, শোকাদি কারণেও এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতজ অর্শরোগে—অর্শের বলিসকল বহু সংখ্য এবং পরস্পর পৃথক হইয়া নির্গত হয়। ঐ সকল বলি শুষ্ক, কঠিন, অপিচ্ছিল, কর্কশ এবং কণ্টকবিশিষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের বর্ণ শ্যাব, কখন অরুণবর্ণ হয় এবং আকৃতি তেলাকুচা, খর্জ্জুর, কুল কিম্বা বনকার্পাস ফলের সম হইয়া থাকে, কখন কদম্বপুষ্পের তুল্য, কখন রাইসরিষার সম হইয়া থাকে। বলিসমূহ বক্রভাবে উত্থিত, সূক্ষ্মাগ্র, বিদারিত মুখ এবং চিন্‌চিন্ বেদনা বিশিষ্ট হয়। রোগাক্রান্তব্যক্তির শিরঃ, হৃদয়, পার্শ্ব, অংশদেশ, কটি, উরু এবং বঙ্ক্ষণাদিতে অত্যন্ত ব্যথা হয়। ত্বক, নখ, মল, মূত্র, নেত্র এবং আস্য কৃষ্ণবর্ণ লাভ করে। হাঁচি, কর্ণনাদ, শ্বাস এবং ভ্রম হয়।

অরুচি, উদ্গার, বিষ্টম্ভ ও বিষমাগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শব্দ এবং কুন্থনের দ্বারা গাইটযুক্ত পিচ্ছিল, বিরুদ্ধভাব, ফেণমিলিত বেদনাযুক্ত অল্প পরিমিত মলত্যাগ হয়। এই বাতজ অর্শ-রোগে গুল্ম. প্লীহা, উদর ও অষ্ঠিলা রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে।

পিত্তজ অর্শরোগ। কটু, অম্ল এবং উষ্ণ দ্রব্যাদি সেবন জন্য সর্ব্বরূপ দাহনকর তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ পান অন্ন এবং ঔষধ দ্বারা পিত্ত কুপিত হইয়া পিত্তজ অর্শরোগ উৎপাদন করে। মদ্যপান, ব্যায়াম, অগ্নি এবং রৌদ্র সেবন, উষ্ণকাল, উষ্ণপ্রদেশ, ক্রোধ এবং অসূয়া হইতেও পিত্তজ অর্শরোগ উৎপন্ন হয়।

পিত্তজ অর্শরোগে,—বলির মুখ সকল রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও নীলবর্ণ হইয়া থাকে, ঐ বলি সমস্তের সংখ্যা অল্প, কোমল এবং লম্বমান হয় এবং আমগন্ধি দ্রব রক্তস্রাব করে। ঐ বলি সমূহের আকার শুকপক্ষীর জিহ্বা কিম্বা যকৃৎখণ্ড কিম্বা জলৌকার মুখের সম, যবের সম মধ্য স্থূল অন্তদ্বয় সূক্ষ্ম হয়। রোগাক্রান্তব্যক্তির ত্বক্, নখ এবং মলমূত্রাদি হরিত, পীত কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে। রোগী দাহ, পাক, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মোহ, অরুচি, ক্রোধ ও জ্বরযুক্ত হয় এবং দ্রব, নীল, পীত এবং রক্তবর্ণ অপক্ব মল পরিত্যাগ করে।

কফজ অর্শরোগ।

মধুর স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল এবং গুরু দ্রব্য সেবন জন্য অব্যায়াম, দিবানিদ্রা, অতি কোমল শয্যায় শয়ন ও উপবেশন জন্য সম্মুখস্থ বায়ুসেবন, শীতপ্রদেশ শীতকাল এবং নিশ্চিন্তা জন্য কফজ অর্শরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কফজ অর্শরোগে,—গুদাঙ্কুর সকল বিস্তীর্ণ, মূল দৈর্ঘ্যাকার এবং নিবিড় অবয়ব বিশিষ্ট হয়। ঐ সকলের আকৃতি গোলাকার ও পরিণাহে (পরিসরে) স্থূল এবং কাঁঠাল বীজ, বংশাঙ্কুর কখন গোস্তনের—গাভীর স্তনের সম হয়। ঐ সকল গুদাঙ্কুর স্নিগ্ধ, কঠিন, ভারাক্রান্ত, পিচ্ছিল, স্তিমিত (আর্দ্র) মসৃণ (চিক্বণ) এবং স্থির উপচয় রহিত হইয়া থাকে। অর্শের বলি স্পর্শ করিলে সুখ অনুভব হয় এবং উহারা স্বভাবতঃ অল্প বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বঙ্ক্ষণদেশে (কটিদেশে) বন্ধনের সম এবং মলদ্বার (তলপেট ও নাভিতে) আকর্ষণের সম অনুভব হয়। শ্বাস, কাস, হৃল্লাস, (হেঁচকি) মুখ এবং নাসিকা হইতে স্রাব নির্গত হয় এবং অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ জন্মে এবং স্ত্রীতে অনোৎসাহ হইয়া থাকে। মস্তকের জড়তা, শীত, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, বমি, অতিসার এবং গ্রহণ্যাদি রোগ উৎপাদিত হয়। ত্বক, নখ, মলমূত্রাদির স্নিগ্ধ, পাণ্ডুবর্ণতা হয়। রোগাক্রান্তব্যক্তি কুন্থন দ্বারা কফযুক্ত বসার সম, প্রচুর মল ত্যাগ করে। কফজ অর্শরোগে ক্লেদরক্তাদি নির্গত হয় না এবং কঠিন মলের দ্বারা পীড়িত হইলেও ইহারা বিদারিত হয় না।

সান্নিপাতিক অর্শ।

পূর্ব্বোক্ত বাতাদি দোষের মধ্যে দ্বিদোষের মিশ্র জন্য এবং লক্ষণহেতু দ্বন্দ্বজ অর্শ এবং দোষত্রয়ের মিলিত জন্য এবং সহজাত অর্শরোগের লক্ষণহেতু সান্নিপাতিক অর্শ রোগ অনুভব করিতে হইবে। সান্নিপাতিক অর্শরোগ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে অজীর্ণ উদরের ভিতরে গুড়্‌গুড়্ শব্দ, মলের অল্পতা এবং উদ্গারের বাহুল্য হয়। জঙ্ঘার অবসাদ, শরীর কৃশ, দৌর্ব্বল্য এবং উদর দর্শন করিলে, গ্রহণী দোষযুক্ত পাণ্ডুরোগের আশঙ্কা উদয় হয়।

উপরোক্ত বাত প্রবল, পিত্তপ্রবল এবং শ্লেষ্মাপ্রবল ত্রিবিধ অর্শরোগের দোষ মিলিত লক্ষণ সান্নিপাতিক অর্শরোগে দেখা যায়।

রক্তপ্রবল অর্শরোগ।

রক্তপ্রবল অর্শরোগে, বলি সকল গুহ্যদ্বারে গোজের ন্যায় অনুভব হয় এবং পিত্তজাত অর্শরোগের লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের বর্ণ, বটাঙ্কুর, গুঞ্জা অথবা প্রবালের সম লোহিতবর্ণ হয়। কঠিন মল প্রবর্ত্তন হইলে উহারা বহুল পরিমাণে উষ্ণ দুষ্ট রক্তস্রাব করে। অত্যন্ত রক্তস্রাব জন্য শরীর ভেকের সম অর্থাৎ পীতবর্ণ হয় এবং রক্ত সংক্ষয় হইতে রক্তক্ষয়জনিত উপদ্রব সকল উৎপাদিত হয়। রোগাক্রান্তব্যক্তির শক্তি, বর্ণ, স্থূলতা এবং উৎসাহের হ্রাস ও ইন্দ্রিয় সকলের আকুলত্ব হইয়া থাকে, মল শ্যাববর্ণ, রুক্ষ এবং কঠিন হয়, অধো দ্বারা বায়ু নিঃসরণ হয় না। যদ্যপি রক্তপ্রবল অর্শ রুক্ষ সেবন হইতে উৎপাদিত হয়, রক্তের ফেণত্ব, তনুত্ব এবং অরুণবর্ণত্ব হইয়া থাকে, কটি, উরু এবং মলদ্বারে শূল হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে রক্তপ্রবল অর্শরোগে বায়ু অনুবন্ধ অনুভব করিতে হইবে।

যদ্যপি রক্তপ্রবল অর্শরোগ,—গুরু এবং স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন দ্বারা উৎপন্ন হয়, মল শিথিল, স্নিগ্ধ, গুরু, শীতল ও শ্বেত কিম্বা পীতবর্ণ হয়, রক্তের ঘনত্ব, পাণ্ডুত্ব, তন্তুমত্ব এবং পিচ্ছিলত্ব পরিদৃষ্ট হয় এবং গুহ্যদ্বার স্তিমিত ও পিচ্ছিল হয়, তাহা হইলে সেই রক্তপ্রবল অর্শরোগকে কফ অনুবন্ধ অনুভব করিতে হইবে।

রক্তার্শরোগে,—রক্ত এবং পিত্তের তুল্য প্রকৃতি ও লক্ষণ জন্য পিত্তানুবন্ধের লক্ষণ লেখা অনাবশ্যক বোধ হইল।

অর্শরোগ উৎপাদিত হইলে শরীরের পঞ্চরূপ বায়ু পিত্ত এবং কফ আপন আপন স্থলে প্রকোপ প্রাপ্ত হয় ও গুদস্থিত বলি ত্রয়ের প্রকোপ সাধন করে, অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতির প্রকোপ জন্য বলিত্রয় স্বাভাবিক প্রবহণাদি কার্য্যে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে অর্শরোগ নানাপ্রকার ক্লেশদায়ক ও সর্ব্বশরীরে উপতাপজনক ব্যাধিসমূহের আকর হয় অর্থাৎ জঠর, অগ্নিমান্দ্য আদি রোগের উৎপাদন করে। অর্শরোগ প্রায়ই কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিতে হইবে। যে অর্শরোগ এক দোষদ্বারা উদ্ভব হয়, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না এবং যাহার বলি বাহিরে প্রকাশ পায় তাহাকে সুখ-

সাধ্য অনুভব করিতে হইবে। যে অর্শ দুই রূপ দোষ হইতে উদ্ভব হয়, দ্বিতীয় বলিতে জন্মে, এবং এক বৎসর অতীত হইলেও আরোগ্য হয় না, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য, যে অর্শরোগ সহজাত কিম্বা ত্রিদোষ দ্বারা উৎপন্ন হয় কিম্বা অভ্যন্তর অর্থাৎ অন্তঃবলি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে অসাধ্য জানিতে হইবে। অসাধ্য অর্শরোগে যদি অগ্নিপ্রদীপ্ত, চতুষ্পাদ বিদ্যমান ও আয়ুর অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ রোগকে যাপ্য অনুভব করিতে হইবে। ইহার অন্যরূপ হইলে অর্থাৎ মন্দাগ্নি চতুষ্পাদ হীন ও আয়ু শেষ হইলে, উহা প্রত্যাখেয় জানিবে। যে অর্শরোগে,—হস্ত, পদ, মুখ, নাভি, মলদ্বার এবং অণ্ডকোষে শোথ উৎপাদিত হইয়া থাকে ও বক্ষঃস্থলে এবং পার্শ্বে শূল উদ্ভব হয়, তাহা অসাধ্য। যাহার হৃদয় এবং পার্শ্বে শূল, মূর্চ্ছা, বমি, অঙ্গগ্রহ, জ্বর পিপাসা এবং মলদ্বার পাকা সম অনুভব হয়, তাহাকে অর্শরোগ বিনষ্ট করে। যাহার তৃষ্ণা, অরুচি, শূল, অধিক রক্তস্রাব, শোথ এবং অতিসার হয়, তাহাকে অর্শরোগ ধ্বংস করে।

মেঢ্র ও নাসিকাদিতেও অর্শ উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে নাভিস্থ অর্শ মৃদু, পিচ্ছিল এবং গন্ডপদের মুখের সদৃশ অর্থাৎ কেছুয়ার মুখের তুল্য দেখা যায়।

ব্যান বায়ু শরীরস্থ শ্লেষ্মাকে গ্রহণ করত চর্ম্মের উপরে স্থির, কর্কশ এবং কীলের সম অর্শ উৎপন্ন করিলে তাহাকে চর্ম্মকীল রোগ কহে। এই রোগ বাতাত্মক হইলে সূচিবিদ্ধতুল্য বেদনাযুক্ত এবং কর্কশ হয়, পিত্তাত্মক হইলে কৃষ্ণ এবং রক্তবর্ণ এবং শ্লেষ্মাত্মক হইলে শরীরের সমান বর্ণ স্নিগ্ধ ও গাইটের ন্যায় দেখা যায়।

অর্শরোগের চিকিৎসা।

অর্শরোগের চিকিৎসা চারি প্রকার। যথা ঔষধপ্রয়োগ, ক্ষারকর্ম্ম, অস্ত্র এবং অগ্নিক্রিয়া।

যে সকল ঔষধ অনুপান এবং আহারীয় দ্রব্য সেবনে বায়ু প্রশান্ত হইয়া অধোগমন করে, এবং অগ্নি ও বলের উন্নতি হয় তাহাই নিত্য করা কর্ত্তব্য।

শুষ্ক অর্শ উপশমের জন্য প্রলেপাদি তীক্ষ্ণ ক্রিয়া করিতে হইবে।

যে অর্শে রক্তপাত হয়, তাহা নিবারণার্থে রক্তপিত্ত রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

রক্তার্শের চিকিৎসা করিতে হইলে, প্রথমতঃ রক্তপাত নিবারণ করা ব্যবস্থা নহে, যেহেতু দূষিত রক্ত নিবারণ করিলে মলদ্বারে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং দুষ্ট রক্ত হেতু বাতরক্তাদি পীড়া উৎপন্ন হইবে।

মল তরল অর্থাৎ অতিসারের সম ভেদ হইলে, বাতাতিসারের সম চিকিৎসা করা বিধেয়। মল কঠিন অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উদাবর্ত্ত রোগের তুল্য চিকিৎসা করা উচিত।

ক্ষুদ্রযোগ।

কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে তক্রের সহিত যমানি চূর্ণ এবং বিট্‌লবণ সেবন করিলে আশু প্রতিকার দর্শিবে।

বাতশ্লেষ্মা ঘটিত অর্শরোগে,—তক্রকে মহৎ ঔষধ অনুভব করিতে হইবে। বায়ু জন্য অর্শরোগে মাখম সহ তক্র সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্ম জন্য অর্শরোগে উত্তমরূপ মাখম তুলিয়া সেই তক্র সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তক্র সেবনে একবার অর্শ আরোগ্য হইলে আর হইবে না।

শ্বেতধুনা অঙ্গারের উপর ছড়াইয়া মলদ্বারের অধোদেশে স্থাপিত করিয়া কটিদেশ পর্য্যন্ত একখানা মোটা বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করতঃ ঐ ধূম মলদ্বারে লাগাইলে, সর্ব্বপ্রকার অর্শের রক্তস্রাব আশু নিবারিত হইয়া রোগ উপশমিত হয়।

থুলকুড়ী ⁄১ সের একটী হাঁড়ীর মধ্যে পুরিয়া ⁄৩ সের জলে সিদ্ধ করিবে, সিদ্ধ করিবার সময় ঐ হাঁড়ীর মুখে একখানি সরাব (সরা) ঢাকা দিয়া চারিদিকে মৃত্তিকার লেপ দিবে। ঐ সরাবের মধ্যস্থলে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্র সোলার দ্বারা সিদ্ধকালীন বন্ধ করিয়া রাখিবে। জল শেষ ⁄১ সের থাকিতে ঐ হাঁড়ী চুলি হইতে নামাইয়া মলদ্বারের অধোদেশে সংস্থাপিত করিবে। অনন্তর কটিদেশ হইতে পাদ পর্য্যন্ত একখানি মোটা বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া ঐ সোলা খুলিয়া দিলে হাঁড়ীর মধ্য হইতে সরাবের ছিদ্র দ্বারা অল্প অল্প ধূম নির্গত হইয়া মলদ্বারে লাগিবে। এরূপ তিন দিবস প্রাতে করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শরোগ, প্রবল রক্তস্রাব এবং রোগীর যাতনা আশু উপশমিত হয়। ইহা বহু পরীক্ষিত।

গিরিমৃত্তিকা (গেরিমাটি) জলে বাটিয়া এক রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতে এক এক বটী; মাখম অর্দ্ধতোলা, মিছরি অর্দ্ধতোলা এবং নাগকেশর পুষ্পচূর্ণ ।০ চারি আনা; এই তিন দ্রব্যের সহিত ঔষধ মিলিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শরোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

সিজের আঠার সহিত হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অর্শের বলীর মুখে অল্পমাত্র প্রদান করিলে, বলী পতিত হয়।

ঘোষাফল জলে ঘসিয়া অর্শে প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র বলী পতিত হইয়া রোগ উপশমিত হয়।

লাউবীজ এবং সাম্ভার লবণ সমভাগে কাঞ্জির সহিত মর্দ্দন করিয়া তিনটি বটী প্রস্তুত করতঃ তিন দিন প্রাতে মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে অন্তঃবলী উপশম হয়।

অর্শরোগে অতিশয় কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, এবং মলত্যাগ সময়ে মলদ্বারে অতিশয় যাতনা হইলে (টনটন করিলে) বাতি গন্ধক চূর্ণ দুই রতি মাত্রায় শীতল জলের সহিত সেবনে, অত্যন্ত কঠিন মল তরল হইয়া, শীঘ্র নির্গত হয় এবং ইহা কিছু সেবন করিলে অর্শরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে।

কচি পদ্মপত্র বাটিয়া কিঞ্চিৎ চিনি ও ছাগীদুগ্ধ সহ অথবা কৃষ্ণতিল বাটিয়া চিনি ও ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবনে অতি শীঘ্র রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

বৃহচ্ছুরণ মোদক।

ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, শুণ্ঠী ৪ তোলা, মরিচ ২ তোলা, ত্রিফলা, পিপ্পলী, শতমূলী, তালিশপত্র, ভেলার মুটী এবং বিড়ঙ্গ; প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, তালমূলী ৮ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ ১৬ তোলা, গুরুত্বক ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, পুরাতন গুড় ১৮০ তোলা; একত্রে মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান শীতল জল। এই ঔষধ সেবন সময়ে গুরু এবং বলকর পথ্য ব্যবহার করা উচিত, এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার সোপদ্রব অর্শ, শোথ, শ্লীপদ (গোদ) এবং গ্রহণী প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অতিশয় অগ্নি এবং বল বৃদ্ধি হয়।

অগ্নিমুখ লৌহ।

তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সিজ, মুণ্ডরী এবং ভূঁই আমলা; প্রত্যেক তিন পোয়া, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্য ঘৃত /৩ সের। উষ্ণ করিয়া উহাতে মনঃশীলা কিম্বা বিছুটীর মূলের রস দ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম /১॥০ সের নিক্ষেপ করিবে; তৎপরে উক্ত কাথ এবং চিনি /৩ সের দিয়া পাক করিবে, কিঞ্চিৎ ঘন হইলে উহাতে বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেক।৵০ দেড় পোয়া, ত্রিফলা চূর্ণ ॥৵০ আড়াই পোয়া, শীলাজতু ৵০ অর্দ্ধ পোয়া প্রক্ষেপ করিবে। শীতল হইলে উহাতে মধু /৩ সের মিলিত করিয়া লইবে। মাত্রা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত সেব্য। এই ঔষধ অতিশয় অগ্নিকারক। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শ, শোথ, প্লীহাদি আরোগ্য হয়। ঔষধ সেবন সময়ে দুগ্ধ, মাংসযুষ প্রভৃতি বলকারক বস্তু ব্যবহার করা উচিত।

পিপ্পলাদ্য তৈলের পিচকারী দিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শরোগ উপশমিত হয়।

অর্শরোগাক্রান্ত ব্যক্তি মল মূত্রের বেগ ধারণ, স্ত্রীসংসর্গ, অশ্বাদি আরোহণ এবং কষ্টকর উপবেশন কদাচ করিবে না। যথা—

"বেগাবরোধং স্ত্রীপৃষ্ঠ যান মুৎকটকাসনং।
যথাস্বং দোষলঞ্চান্নমর্শসং পরিবর্জ্জয়ে॥"

অর্শরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অগ্নিমান্দ্যাদি।

শরীরস্থ পাচক অগ্নি চারি প্রকার। কফাধিক্য হইতে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্য হইতে তীক্ষ্ণাগ্নি, বায়ুর আধিক্য হইতে বিষমাগ্নি এবং দোষত্রয়ের সাম্যভাব হইতে সমাগ্নি উৎপাদিত হইয়া থাকে। বিষমাগ্নি দ্বারা বাতজ রোগ, তীক্ষ্ণাগ্নি দ্বারা পিত্তজ রোগ এবং মন্দাগ্নি দ্বারা কফজনিত রোগ উৎপন্ন হয়। মন্দাগ্নিযুক্ত মনুষ্যের অল্প পরিমিত আহারও পরিপাক হয় না। বিষমাগ্নি দ্বারা আহার কখন উত্তম পরিপাক, কখন কিছুমাত্র পরিপাক হয় না, তীক্ষ্ণাগ্নি দ্বারা পরিমিত অপরিমিত উভয়বিধ আহার পরিপাক হইয়া থাকে, সমাগ্নি দ্বারা যথোচিত আহার পরিপাক হয়। এই তিন প্রকার অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিকে শ্রেষ্ঠ অনুভব করিতে হইবে।

কফ পিত্ত ও বায়ু কর্তৃক যথাক্রমে আম, বিদগ্ধ ও বিষ্টব্ধ; এই তিন প্রকার অজীর্ণের উৎপত্তি হয়। তৎপর মতভেদে রসাবশেষ হইতে চতুর্থপ্রকার। দিবারাত্রি অষ্ট প্রহর ব্যাপিত হইয়া দোষ রহিত পূর্ব্বক আহার পাক হইলে উহাকেও কেহ কেহ অজীর্ণ বলিয়া পঞ্চম প্রকার বলেন। তৎপর দৈনিক অবিকারকারী অজীর্ণকে ষষ্ঠ প্রকার বলিয়া থাকেন। ইহাতে ক্ষুধা, পিপাসা এবং মল নির্গমন আদি জীর্ণ লক্ষণের অনুদয় জন্য আহারীয় দ্রব্যের অজীর্ণতা অনুভব হয়, কিন্তু বেদনা আধ্মানাদি কোন উপদ্রব হইতে কষ্ট হয় না।

অধিক জলপান, বিষমাশন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, এবং দিবানিদ্রা দ্বারা মনুষ্যগণের নিয়মিত সাময়িক এবং অভ্যাসিক লঘু আহারও পরিপাক হয় না। আমাজীর্ণে শরীর ভার, বমন ভাব, কপোল এবং নেত্রকূটে শোথ হয়; যে বস্তু আহার করে, তাহার উদ্গার উঠে এবং তাহাতে অম্লত্ব হইয়া থাকে।

বিষ্টব্ধ অজীর্ণরোগে,—উদরের ব্যথা, আধ্মান এবং নানারূপ বাতবেদনা অর্থাৎ তোদ ভেদাদিরূপ শূল জন্মে, এবং মল ও বায়ুর অপ্রবৃত্তি, জড়তা, মূর্চ্ছা এবং অঙ্গপীড়ন তুল্য বেদনা হয়।

বিদগ্ধ অজীর্ণরোগে,—ভ্রম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, দাহ, ঘর্ম্ম এবং ধূম সহ অম্ল উদ্গার হয় এবং পিত্তহেতু ও ঔষধদোষাদি নানারূপ বেদনা জন্মে। রসশেষ অজীর্ণরোগে অন্নে বিদ্বেষ, হৃদয়ের অশুদ্ধি ও শরীর ভার বোধ হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখ হইতে লালাস্রাব, অঙ্গের অবসাদ ও ভ্রান্তি, অজীর্ণ রোগে এই সকল উপদ্রব জন্মে। অতি বর্দ্ধিত অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয়, যে সকল মূঢ় ব্যক্তি পশুর তুল্য খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া অনিয়মিত আহার করে, তাহারাই রোগ সমূহের মূল অজীর্ণ রোগকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়।

সমাপ্ত।

বিসূচী, অলসক এবং বিলম্বিকা রোগ।

আম, বিষ্টব্ধ এবং বিদগ্ধ অজীর্ণ হইতে বিসূচী, অলসক এবং বিলম্বিকা ত্রিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। যে রোগে অজীর্ণ জন্য বায়ু সূচী বিদ্ধনের সম শরীরকে বেদনাযুক্ত করিয়া অবস্থিতি করে, তাহাকে বিসূচী রোগ কহে। পরিমিতাহারী এবং বিজ্ঞজনগণের বিসূচিকা রোগ উৎপন্ন হয় না। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিবেচনাহীন অজিতেন্দ্রিয় এবং অমিতাহারী মূঢ়লোকেই এই রোগাক্রান্ত হয়।

বিসূচীকা রোগ।

বিসূচিকা রোগে,—উদরে শূল হইয়া অধিক মলরেচন এবং বমন হইয়া থাকে। রোগীর—দাহ, তৃষ্ণা, বক্ষঃস্থলে এবং মাথায় বেদনা হয়; ভ্রম, মূর্চ্ছা, কম্প এবং শরীর বিবর্ণ, হস্তপদাদিতে খাল ধরে।

অলসক রোগ।

অলসক রোগে,—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হয়, বাতকর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া আধ্মান উৎপাদিত হইয়া থাকে, বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া কুক্ষির উপরে কণ্ঠা পর্য্যন্ত গমন করে, রোগী উদরের বেদনা দ্বারা পীড়িত হয়, পিপাসা জন্মে, উদ্গার উঠিতে থাকে এবং অত্যন্ত কষ্টের জন্য আর্ত্তনাদ করে।

বিলম্বিকা রোগ।

যে রোগে কফ এবং বায়ু কর্তৃক ভুক্তান্ন দূষিত হইয়া, উর্দ্ধ কিম্বা অধোরূপে নির্গত হয় না, তাহাকে পণ্ডিতেরা বিলম্বিকা রোগ কহিয়াছেন। এই রোগ অত্যন্ত দুশ্চিকিৎসনীয়। যে স্থানে আম অবস্থিতি করে, সে স্থান আমজনিত রোগ সকলের দ্বারা অর্থাৎ অপাক অলসকাদি দ্বারা বিশেষ পীড়িত হয়, এবং সেই সময়ে যে দোষ শরীরে প্রবল থাকে সেই দোষ হেতু বিকারও প্রাপ্ত হয়।

বিসূচিকা রোগের মৃত্যু লক্ষণ।

যে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দন্ত, ওষ্ঠ এবং নখ শ্যামবর্ণ হয়, মূর্চ্ছা, মোহ, বমন, ক্ষীণস্বর এবং সন্ধি সকল শিথিল এবং চক্ষুদ্বয় কোঠরে প্রবেশ করে এবং জ্ঞান রহিত হয়, সে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয় না।

জীর্ণাহারের লক্ষণ।

আহার জীর্ণ হইলে উদ্গার শুদ্ধি, শরীর ও মনের উৎসাহ, মলমূত্রাদির যথোচিত নির্গম, দেহের লঘুতা, ক্ষুধা এবং পিপাসা জন্মে।

সমাপ্ত।

অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠা, অলসক এবং বিলম্বিকা রোগের চিকিৎসা।

সর্ব্বপ্রকার রোগে বিশেষতঃ অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে, যাহাতে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, এরূপ চিকিৎসা অগ্রে কর্ত্তব্য।

বায়ু দমন দ্বারা বিষমাগ্নি নিবৃত্তি, পিত্ত শান্তি দ্বারা তীক্ষ্ণাগ্নির দমন এবং কফ শোষণ দ্বারা মন্দাগ্নির প্রতিক্রিয়া করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সৈন্ধবাদি চূর্ণ।

সৈন্ধব, হরীতকী, পিপুল এবং চিতামূল; সমভাগে চূর্ণ মিলিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, অতিশয় অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে অজীর্ণাদি রোগ নিবারিত হয়।

শঙ্খবটী।

কড়িভস্ম ১ তোলা, ফুলখড়ী (চক) ।০ চারি আনা, মকরধ্বজ দুই আনা জলে মর্দ্দন। ২ রত্তি বটী। অনুপান পাতিলেবুর রস এবং চিনি। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া অতিশয় অগ্নিদীপ্তি হইয়া থাকে।

অগ্নিকুমার রস।

যমানি /১ সের, বহেড়া /॥০ অর্দ্ধ সের, হরীতকী /।০ এক পোয়া, আমলকী ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, সৈন্ধব লবণ /০ এক ছটাক; জলে মর্দ্দন। ৪ রত্তি বটী; অনুপান উষ্ণোদক। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণাদি রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ শঙ্খবটী।

শঙ্খ ভস্ম ১ এক তোলা, পঞ্চ লবণ ৫ তোলা, তেঁতুলচটা ভস্ম ১ তোলা, ত্রিকটু ৩ তোলা, হিঙ্গু ১ তোলা, মিঠা ১ এক তোলা, রস ১ এক তোলা এবং গন্ধক ১ এক তোলা। ভাবনা অপামার্গে (আপাং) ৭ বার। চিতামূলে ৭ বার। নিম্বে ৭ বার। গোড়া-লেবুতে ৭ বার। পাতিলেবুতে ৭ বার। মাত্রা দুই রত্তি। অনুপান শীতল জল কিম্বা ডাবের জল। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ, অলসক, বিলম্বিকাদি রোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া বিলক্ষণ অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

ভাস্কর লবণ।

পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব লবণ, বিট লবণ, তেজপত্র, তালিশপত্র এবং নাগকেশর, ইহাদিগের প্রত্যেক /।০ এক পোয়া, সচল লবণ /॥৵০ আড়াই পোয়া, মরিচ, জীরা এবং শুঁঠ প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, গুড়ত্বক ৪ তোলা, এলাইচ ৪ তোলা, করকচ-

লবণ /১ এক সের, অম্ল দাড়িম্বফলের ছাল /॥০ অর্দ্ধ সের এবং অম্ল বেতস /।০ এক পোয়া; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। তক্র বা কাঁজির সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ এবং গুল্ম, শূল, প্লীহা, পাণ্ডুরোগাদি আশু নিবারিত হইয়া অতিশয় অগ্নিদীপ্ত হইয়া থাকে।

কোষ্ঠে বায়ু দুষ্ট হইয়া উদর স্ফীত হইয়া মলমূত্রাদি নিরোধ হইলে, তাহাকে অলসক রোগ কহে। এই অবস্থায় শীতল জল পান করিলে শীঘ্র ভুক্তান্নের পরিপাক হইয়া অধো নিঃসৃত হয়।

টার্পিণ চারি পাঁচ বিন্দু, শীতল জল অর্দ্ধ ছটাকের সহ সেবনে, উক্ত পীড়া অর্থাৎ পেট-ফাঁপা, চোয়াঢেকুর, আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

হরীতকী, পিপুল, ধান্যের তুঁষের জলে কিম্বা কাঞ্জিতে সিদ্ধ করিয়া, কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ সহিত সেবন করিলে, ধূমোদ্গার এবং অজীর্ণ দোষ নিবারিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার উদ্বেগ হয়।

বিষ্টব্ধ অর্থাৎ অজীর্ণহেতু উদর স্তব্ধিভূত (দমসম) হইয়া থাকিলে স্বেদক্রিয়া ও লবণ মিশ্রিত জলপান ব্যবস্থেয়।

হিং, ত্রিকটু ও সৈন্ধব একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া, নাভিতে প্রলেপ দিয়া নিদ্রা যাইবে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণরোগ আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগের চিকিৎসা।

হিং ১ রতি, লঙ্কা চূর্ণ ১ রতি এবং কর্পূর ॥০ অর্দ্ধরতি; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত বটীকা বাঁধিবে। একটী বটীকার এই মাত্রা জানিতে হইবে। বিসূচির (ওলাউঠার) প্রথম লক্ষণে চিনির পানা অর্দ্ধ ছটাক, তাহাতে কিঞ্চিৎ পাতিলেবুর রস মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত ঔষধ সেবন করাইবে, যতক্ষণ না আরোগ্য হইবে, অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এইরূপ ঔষধ সেবন করাইবে। ইহাতে ভেদ এবং বমি আশু নিবারিত হয়। বয়স বিবেচনা করিয়া সিকি খানা, অর্দ্ধ খানা এবং একটা প্রত্যেকবারে সেব্য।

মম ৬ রতি এবং অহিফেণ ২ রতি; একত্রে মিলিত করিয়া ৩টী বটীকা প্রস্তুত করিবে। ওলাউঠা রোগের প্রথম লক্ষণে একটী বটী সেবন করাইবে যাবৎ রোগ আরোগ্য না হইবে তাবৎ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক এক বটী সেব্য। এই ঔষধ সেবনে অতি শীঘ্র ভেদ বমি নিবারিত হইয়া থাকে।

জাতিফলাদি বটীকা।

জাতিফল ১ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, ধুস্তুরবীজ ১ তোলা, অহিফেণ ২ তোলা; গন্ধভাদালের রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান শীতল জল

কিম্বা আতপ তণ্ডুলোদক। এই ঔষধ সেবনে উদরের ব্যথা, কামড়ানী, টেনেধরা প্রভৃতি সোপদ্রব বিসূচি, অতি শীঘ্র নিবারিত হইয়া রোগের উপশম হইয়া থাকে। (বহু ব্যবহৃত)

প্রাণবল্লভ রস।

রসসিন্দুর ঘৃতকুমারির রসে মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ বমন নিবারণের অমোঘাস্ত্র। বিসূচিকা রোগে রোগী অতিশয় বমোদ্দিত হইলে, এই ঔষধ চিনির-পানায় কিঞ্চিৎ পাতিলেবুর রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে অতি শীঘ্র নিবারিত হয়।

অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, অলসক এবং বিলম্বিকা
রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

কৃমিরোগ।

কৃমি দুই প্রকার, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক। বাহ্যিক কৃমি, মল, কফ, রক্ত এবং পুরীষ হইতে উৎপত্তি ভেদে চারি প্রকার, এবং নামভেদে বিংশতি প্রকার নিশ্চিত আছে। তাহার মধ্যে বাহ্য অর্থাৎ শরীরে স্বেদাদি মলজনিত কৃমির আকার এবং বর্ণ তিলের সদৃশ দেখা যায়, উহারা কেশ এবং বস্ত্রে অবস্থিত করে, উহাদের মধ্যে বহুপাদযুক্ত কৃমিকে যূক অর্থাৎ উকুন এবং সূক্ষ্ম কৃমিকে লিখ্য অর্থাৎ নিকী কহে। এই উভয় রূপ কৃমি হইতে কোঠ, পীড়কা, ... পিটকাদি রোগ উৎপন্ন হয়। যে সকল ব্যক্তি অজীর্ণকর বস্তু, মধুর, অম্লদ্রব্য, দ্রব-গুড়ে পিষ্টক, গুড় এবং বিরুদ্ধ আহার করে এবং ব্যায়াম বর্জ্জিত হয় ও দিবা নিদ্রা যায়, তাহারাই কৃমিরোগ প্রাপ্ত হয়। কৃমিরোগে,—জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অঙ্গের অবসাদ, শিরঃ, আহারে দ্বেষ এবং অতিসার রোগ উৎপন্ন হয়।

আভ্যন্তরিক কৃমিরোগ তিন প্রকার। যথা কফজ, পুরীষজ এবং রক্তজ।

মাংস, মৎস্য, গুড়, দধি, দুগ্ধ এবং শুক্ত। (মাংসের কাথ ও দ্রবদ্রব্য) সেবন জন্য কফ হইতে কফজনিত কৃমির উৎপন্ন হয়; উহারা আমাশয়ে অবস্থান করে এবং কতকগুলি স্থূল এবং ব্রধ্নের আকৃতি; কতকগুলি ভেকের পদের সম, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের তুল্য, কতকগুলি দীর্ঘাকার, কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম, শ্বেত কিম্বা তাম্রবর্ণ বিশিষ্ট হয়। এই কৃমি সাত প্রকার,—যথা,—অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্টক, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চুরু, দর্ভকুসুম এবং সুগন্ধ; ঐ কৃমিরা হৃল্লাস,

মুখস্রাব, অরুচি, অবিপাক, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, আনাহ, পীনস, হাঁচি এবং শরীরের কৃশতা উৎপাদন করে। মাষকলাই, পিষ্টক, অম্ল, লবণ, গুড় এবং শাক ভক্ষণ হেতু পুরীষজাত কৃমি জন্মে। পুরীষজাত কৃমি,—পাকাশয়ে উৎপত্তি হইয়া অধোদ্বারা নির্গত হইয়া থাকে ; যে সময়ে ঐ পুরীষজাত কৃমি বর্দ্ধিত হইয়া আমাশয়াভিমুখ গমন করে, তৎকালে রোগাক্রান্তব্যক্তি মলগন্ধযুক্ত উদ্গার এবং নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। এই পুরীষজাত কৃমি, স্থূল এবং বর্ত্তুলাকৃতি, কতকগুলি সূক্ষ্ম ও কতকগুলি স্থূলাকার, উহারা শ্যাম, পীত, শুক্ল কখন বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই পুরীষজাত কৃমি পঞ্চ প্রকার। যথা,—ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, শূল এবং লোহিত ; উহারা বিমার্গগামী হইয়া, বিরেচন, শূল, বিষ্টম্ভ, শরীরের কৃশতা, কর্কশতা এবং পাণ্ডুত্ব, রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য এবং মলদ্বারে কণ্ডু উৎপাদন করে।

শাকাদি এবং বিরুদ্ধ অজীর্ণকর দ্রব্য আহারের জন্য, রক্তজ কৃমি সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রক্তজ কৃমি,—রক্তবাহিনী শিরা সংস্থিত রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়, উহারা সূক্ষ্ম, পাদহীন, বর্ত্তুল ও তাম্রবর্ণ হয়। কতকগুলি অতি সূক্ষ্মত্ব হেতু দৃশ্য হয় না। রক্তজ কৃমিগণের নাম ছয় প্রকার। যথা ;—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উড়ুম্বর, সৌরস এবং মাতৃ। ইহারা একমাত্র কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

সমাপ্ত।

কৃমিরোগের চিকিৎসা

ক্ষুদ্রযোগ।

প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় ভোজন করিয়া পরে খোরাসানী যমানী বাসি জলের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠাশ্রিত কৃমিরোগ নিবারিত হয়।

পালিতা পত্রের রস কিম্বা কেউর পত্রের রস বা সাঞ্চে শাকের রস, কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আশু কোষ্ঠাশ্রিত কৃমিরোগ নিবারিত হয়।

পলাশবীজ ঘোলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে, ঐ কৃমিরোগ নষ্ট হয়।

খেজুর পাতার রস বাসি করিয়া মধুর সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার কৃমিরোগ নষ্ট হয়। (কফজ, পুরীষজাত এবং রক্তজ)

বিড়ঙ্গ ১ তোলা, পলাশ বীজ ১ তোলা, জল ।।৹ অর্দ্ধসের, শেষ ৶৹ অর্দ্ধপোয়া, প্রক্ষেপ মধু। এই কাথ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কৃমিরোগ আরোগ্য হয়।

ডাউবীজ চূর্ণ ২ তোলা, ঘোল অর্দ্ধ পোয়ার সহ পেষণ করিয়া সেবন করিলে কৃমি নষ্ট হয়।

নরিকেল জল মধুর সহিত পান করিলে কৃমি নষ্ট হয়।

পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল এবং চিরাতা, চূর্ণ মিলিত ২ তোলা গুড়ের সহিত সেবন করিলে তিন দিবসে কৃমিরোগ আরোগ্য হয়।

খোরাসানী, যমানী, মুথা, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী; বিড়ঙ্গ এবং আতইচ; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সমভাগে মিলিত ২ তোলা মধুর সহিত সেবন করিলে জ্বর, অতিসার, কাস, বমি নিবারিত হইয়া কোষ্টস্থ কৃমিরোগ এককালে উন্মূলিত হইয়া থাকে।

হরিদ্রা খণ্ড।

পালিতার রস /৪ সের, চিনি /১ সের, হরিদ্রা চূর্ণ /১ সের; এই সমুদায় একত্রে পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে, চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধব লবণ, নিসিন্দাফল, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাকসমূল, পলাশবীজ, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, রেণুক, নিমছাল এবং সোমরাজী, ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার কৃমি, দুষ্ট ব্রণ, বিদ্রধি, পাণ্ডু এবং বহুবিধ অন্যান্য রোগ আরোগ্য হয়।

কৃমিমুদ্গার রস।

রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, লৌহ ৫ তোলা, পিঠা ৮ তোলা, বিড়ঙ্গ ১৬ তোলা, ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন। ৬ রতি বটী, অনুপান ধনে, জীরার গুঁড়া এবং মধু। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কৃমিরোগ, জ্বর, বমি এবং উদরের ব্যথা আশু উপশমিত হইয়া থাকে।

কৃমিমুদ্গার।

রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা, পলাশবীজ ৬ তোলা। জলে মর্দ্দন। ২ রতি বটী। অনুপান বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৵০ দুই আনা এবং মধু। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কৃমিরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

কর্পূর চূর্ণ মস্তকে ঘর্ষণ করিলে (মাথায় মাখিলে) উকুন মরিয়া যায়।

ধুতুরাপাতার অথবা পানের রস শোধিত পারার সহিত মাড়িয়া ঘন হইলে, মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন মরিয়া যায়।

নালিতা শাকের বীজ কাঞ্জির সহিত বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে সমুদায় উকুন মরিয়া যায়।

বিড়ঙ্গ তৈল।

কটুতৈল ৴৪ সের, গোমূত্র ।৬ ষোল সের, বিড়ঙ্গ, গন্ধক এবং মনঃশিলা সমভাগে মিলিত ॥৵ সের, একত্রে পাক করিবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে সমুদায় উকুন মরিয়া যায়।

ক্রিমিরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

পাণ্ডু, কামলা এবং হলীমক রোগ।

পাণ্ডুরোগ (ত্মাবা পাঁচ প্রকার) যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং মৃত্তিকাভক্ষণজনিত। অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃত্তিকা ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বস্তু সেবন জন্য, দিবানিদ্রা এবং ব্যায়াম দ্বারা দোষ সমূহ রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বককে পাণ্ডুবর্ণ করে। পাণ্ডুরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে চর্ম্ম কিঞ্চিৎ বিদারিত হয়, অক্ষিগোলকে শোথ, নিষ্ঠীবন, গাত্রের অবসাদ, অবিপাক ও মল মূত্র পীতবর্ণ হইয়া থাকে এবং মৃত্তিকা আহার করিতে বিশেষ ইচ্ছা হয়।

বাতজ পাণ্ডুরোগে—ত্বক, মূত্র ও চক্ষু আদি কৃষ্ণ কিম্বা অরুণবর্ণ এবং রুক্ষ হয়, গাত্র-বেদনা, কম্প, আনাহ এবং ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

পিত্তজ পাণ্ডুরোগে,—মল, মূত্র এবং চক্ষু পীতবর্ণ হয় এবং রোগীর দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর এবং মলরেচন হইয়া থাকে।

কফজ পাণ্ডুরোগে,—ত্বক, মূত্র, চক্ষু এবং আস্য শুক্লবর্ণ হয়, মুখ ও নাসিকা হইতে জল-স্রাব, তন্দ্রা, শোথ, আলস্য এবং শরীরের অধিক গুরুতা হয়।

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগে,—জ্বর, অরুচি, হৃল্লাস, বমন, তৃষ্ণা এবং ক্লান্তি হইয়া থাকে, কিন্তু রোগাক্রান্তব্যক্তি ক্ষীণ এবং জ্ঞানশূন্য হইলে, রোগকে অসাধ্য অনুভব করিতে হইবে।

মৃত্তিকা ভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগে—মৃত্তিকা-ভক্ষণ-শীল ব্যক্তির বায়ু, পিত্ত এবং কফ কুপিত হয় (অর্থাৎ কষায় মৃত্তিকা হইতে, বায়ু ক্ষার-মৃত্তিকা হইতে, পিত্ত এবং মধুর মৃত্তিকা হইতে কফ কুপিত হয়), স্বভাবতঃ মৃত্তিকা রুক্ষগণের দ্বারা রস রক্ত প্রভৃতি ধাতু এবং ভুক্ত আহা-রকে রুক্ষ করত স্বয়ং অপাচিতরূপে স্থিতি করে, রসবহাদি স্রোত সমূহের পূরণ ও রোধ করিয়া তাহার দ্বারা দেহের তেজ, ওজ, বীর্য্য এবং ইন্দ্রিয় সমূহের বল হরণ করে এবং সত্ব-রেই শরীরের বল, বর্ণ ও অগ্নিধ্বংসক দারুণ পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। মৃত্তিকা ভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগীর কোষ্ঠ মধ্যে ক্রিমি সঞ্চিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য অক্ষিগোলক, গণ্ড, ভ্রূ, পদ, নাভি এবং শিশ্নে শোথ উৎপন্ন এবং রক্ত এবং কফযুক্ত অধিক মল নিঃসৃত হইয়া থাকে।

বহুকালস্থায়ী পাণ্ডুরোগে,—কালবশে ধাতু সকলকে রুক্ষ করিলে অসাধ্য হইয়া উ
অল্পকাল স্থায়ী হইয়া যদি শোথযুক্ত হয় এবং রোগী যাবতীয় পদার্থকে পীতবর্ণ দর্শন কে
সে পাণ্ডুরোগকেও অসাধ্য জানিতে হইবে। যে রোগীর কফযুক্ত হরিদ্বর্ণ বিবদ্ধ এবং
মাত্রায় মল মুহুর্মুহু নির্গত হয় তাহাও অসাধ্য। যে রোগীর শরীর শুভ্রবর্ণ এবং লোহি
অনুভব হয় এবং বমন, ক্লান্তি মূর্চ্ছা ও পিপাসা বর্ত্তমান থাকে, সে রোগেও রোগীর প্রাণ
হয়। যে পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত ক্ষয় হইলে, বর্ণ শ্বেত হয়, তাহারও জীবন রক্ষা হ
না। যাহার চক্ষু, দন্ত ও নখ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং সমুদায় পদার্থকে পাণ্ডুবর্ণ সম দর্শন হ
তাহারও মৃত্যু হইয়া থাকে। যাহার বাহু, জঙ্ঘা এবং মস্তকে শোথ উদ্ভব ও দেহের মধ্যস্থ
কৃশ কিম্বা বাহু জঙ্ঘা ও মস্তকের এবং দেহের মধ্যস্থান শোথযুক্ত হয়, তাহাও অসাধ্য। যে
পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির মলদ্বারে, শিশ্নে এবং মুষ্কতে শোথ দৃষ্ট হয় এবং মূর্চ্ছা, অজ্ঞানত
অতিসার ও জ্বর উদ্ভব হয়, সে রোগীকে সদ্বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন।

কামলা রোগ।

যদি পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অধিক মাত্রায় পিত্তজনক দ্রব্য সেবন করে, তাহা হইলে
পিত্ত, রক্ত এবং মলকে দূষিত করত কামলা রোগ উৎপাদন করে। কামলারোগে,—
ত্বক, নখ, চক্ষু এবং আস্য অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ হয়, মল রক্তবর্ণ, মূত্র পীতবর্ণ এবং দেহ ভেক
বর্ণ ধারণ করে। ইন্দ্রিয় সমূহের হীনশক্তি, দাহ, দুর্ব্বলতা, অঙ্গের অবসাদ, অরুচি এব
আহারের অপাক হয়। কামলারোগ বহু পিত্তযুক্ত হইয়া কভু কোষ্ঠাশ্রয়, কভু রক্তাদি
ধাতুকে আশ্রয় করে এবং এই রোগ বহুকালস্থায়ী হইলে কুম্ভ কামলা বলিয়া কথিত হইয়
থাকে। কুম্ভকামলারোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য। যে কামলারোগাক্রান্ত রোগীর মল কৃষ্ণবর্ণ, মূ
পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত শোথ দৃষ্ট হয় কিম্বা নেত্র, মুখ, মল, মূত্র এবং বমন রক্তবর্ণ এবং মূর্চ্ছ
হয়, সে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয় না। যে রোগীর গাত্রদাহ, অরুচি, তৃষ্ণা, আনাহ, তন্দ্রা
মোহ, অগ্নিধ্বংস এবং জ্ঞানশূন্য হয়, সে রোগীরও প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। যে কুম্ভকামলা
রোগাক্রান্তরোগীর বমন, অরুচি, হৃল্লাস, কাতরতা, জ্বর, শ্বাস, কাস এবং অধিক মলভেদ
হয়, তাহাকেও চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন।

হলীমক।

যৎকালীন পাণ্ডুরোগাক্রান্তব্যক্তির দেহ হরিৎ অর্থাৎ শ্যাব পীতবর্ণ হইয়া থাকে, বল
এবং উৎসাহের বিলোপ হয়, তন্দ্রা, মন্দাগ্নি, মৃদুজ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, দাহ, পিপাসা, অরুচি,
ভ্রম এবং স্ত্রীতে উৎসাহবিহীন হইয়া থাকে, তাহাকে হলীমক রোগ বলে। এই রোগ বায়ু
এবং পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়।

সমাপ্ত।

পাণ্ডু, কামলা এবং হলীমক

রোগের চিকিৎসা।

ক্ষুদ্রযোগ।

হরিদ্রা ২ তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। উহাতে ।০ চারি আনা পরিমাণ হরিদ্রাচূর্ণ মিলিত করিয়া সেবনে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক আদি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলা মিলিত ২ তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। উহাতে ত্রিফলা চূর্ণ চারি আনা পরিমাণ মিলিত করিয়া সেবনে উক্তরোগ সকল আরোগ্য হয়। বাত জন্য পাণ্ডুরোগে,—স্নিগ্ধক্রিয়া, পিত্ত জন্য পাণ্ডুরোগে,—তিক্ত অথচ শীতল বস্তু, কফজ পাণ্ডু-রোগে,—কটু, রুক্ষ ও উষ্ণ এবং মিশ্রপীড়ায় মিশ্র চিকিৎসা বিধেয়।

হরীতকী চূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণে উক্ত রোগ সকল আরোগ্য হয়।

লৌহচূর্ণ গোমূত্রে সাত বার ভাবনা দিয়া, দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডুরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

মণ্ডুর (লৌহমল) ৭ বার দগ্ধ করিয়া, ক্রমে সাতবার গোমূত্রে ভিজাইয়া, মধু ও ঘৃত সহযোগে অন্নের সহিত সেবন করাইলে অতি শীঘ্র অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া সশোথ পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিফলা, গুলঞ্চ এবং দারুহরিদ্রা; মধুর সহিত প্রাতে সেবন করিলে কামলা রোগ নিবারিত থাকে।

চিনির সহিত তেউড়ীমূল চূর্ণ সেবনে কামলারোগ আরোগ্য হয়।

ঘলঘষিয়া পত্রের রস কিঞ্চিৎ তৈল এবং লবণের সহিত তাম্রপাত্রে ঘষিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিলিত করিয়া অঞ্জন দিলে চক্ষের বিবর্ণতা নষ্ট হয়।

হরিদ্রা, গেরিমাটি এবং আমলা চূর্ণ, মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিলে চক্ষুর বিবর্ণতা নষ্ট হয়।

নবায়স লৌহ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, চিতামূল এবং বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক ১ তোলা; লৌহ ৯ তোলা; এই সমুদায় জলে মর্দ্দন করিয়া, ঘৃত এবং মধুর সহিত সেবনে পাণ্ডু, কামলা এবং হলীমক রোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ১ রত্তি হইতে ৯ রত্তি পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে।

পুনর্নবাদি মণ্ডুর।

শোধিত মণ্ডুর /।।৶০ আড়াই পোয়া, পাকার্থ গোমূত্র /৫ সের, লেহবৎ ঘন হইলে পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব, পিপুলমূল এবং মুথা ; প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ৪ মাষা। ইহা সেবনে পাণ্ডু এবং শোথ প্রভৃতি রোগ আশু উপশমিত হইয়া থাকে।

প্রাণবল্লভ রস।

হিঙ্গুলোথ রস, আমলাসার গন্ধক, লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতিয়া, হিং, ত্রিফলা, সিজ-বৃক্ষের মূল, যবক্ষার, জয়পালবীজ, সোহাগার খই এবং তেউড়ীমূল ; সমভাগ চূর্ণ। ছাগদুগ্ধে একবার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু কিম্বা শীতল জল। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি রোগ সকল অতি শীঘ্র নিবারিত হইয়া অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

হরিদ্রাদি ঘৃত।

মাহীষ ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ।৬ সের, জল ৬৪ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছাল, বেড়েলা এবং যষ্টিমধু মিলিত /১ সের। মাত্রা দুই তোলা। এই ঘৃত পানে সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডুরোগ নিবারিত থাকে।

পাণ্ডু, কামলা এবং হলীমক রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

রক্তপিত্ত রোগ।

অত্যন্ত ঘর্ম্ম, ব্যায়াম, শোক, পথপর্য্যটন এবং মৈথুন হেতু এবং তীক্ষ্ণ উষ্ণ যবক্ষারাদি লবণ, অম্ল ও কটুদ্রব্য সেবন জন্য পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া আপন গুণে শরীরস্থ সমস্ত শোণিতকে দূষিত করিয়া দেহের অধঃ এবং ঊর্দ্ধশাখাতে উহার সহ সঞ্চালিত হয়। সেই কুপিত শোণিত ঊর্দ্ধ এবং অধোদ্বার দ্বারা বিনির্গত হইয়া থাকে, ঊর্দ্ধদ্বার অর্থাৎ নাসিকা, নেত্র, কর্ণ এবং মুখ ; অধোদ্বার অর্থাৎ মেঢ্র, যোনি এবং মলদ্বার, কখন কখন কুপিত শোণিত দেহের সমুদায় লোমকূপদ্বারা বহির্গত হইয়া থাকে। রক্তপিত্তরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে অঙ্গের অবসন্নতা, শীতল বস্তুতে ইচ্ছা, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমন অনুভব, বমি ও নিশ্বাসে লৌহগন্ধ হইয়া থাকে।

কফাশ্রিত রক্তপিত্ত রোগে,—রক্ত ঘন, পাণ্ডুবর্ণ, স্নেহযুক্ত এবং পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

বাতিক রক্তপিত্ত রোগে,—রক্তস্রাব, অরুণবর্ণ, ফেণাযুক্ত, অল্প এবং রুক্ষতা হয়।

পৈত্তিক-রক্তপিত্ত রোগে,—রক্ত কষায়, কৃষ্ণ এবং গোমূত্রবর্ণ, গৃহধূমপ্রভ কিম্বা অঞ্জন তুল্য হয়।

পূর্ব্বোক্ত দুই দোষের মিশ্রিত লক্ষণ দ্বারা দ্বন্দ্বজ অনুভব করিতে হইবে।

দোষত্রয়ের সমুদায় লক্ষণ দ্বারা সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত বলা যায়।

ঊর্দ্ধনিঃসরিত রক্তপিত্তকে কফসংঘটিত, অধোগত উক্ত রোগকে বাতানুবন্ধ এবং ঊর্দ্ধ এবং অধঃনিঃসরিত উক্ত রোগকে উভয়ানুবন্ধ বলিতে হইবে।

ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত-রোগ সাধ্য, অধোগত রোগ যাপ্য এবং উভয়াভিমুখে বহির্গত রোগ অসাধ্য।

যে রক্তপিত্তরোগে রক্তের এক পথে ঊর্দ্ধ নিঃসরণ, অনতিবেগে ও অচিরে উৎপন্ন হয়, অন্য কোনরূপ উপদ্রব না ঘটে, এবং রোগী ক্ষীণ না হয়; সে রোগ সুখকালে অর্থাৎ হেমন্ত এবং শিশির ঋতুতে সাধ্য। এক দোষাক্রান্ত রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষসম্ভূত যাপ্য এবং দোষত্রয় মিলিত রোগ অসাধ্য জানিবে।

যদি মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির, নানা রোগাক্রান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির এবং অনাহারী কিম্বা বৃদ্ধ ব্যক্তির রক্তপিত্তের বেগ অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের রক্তপিত্ত রোগকে অসাধ্য বলিতে হইবে।

দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, কাস, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, মূর্চ্ছা, ভুক্ত বস্তুর অত্যন্ত অপরিপকত্ব, অধীরতা, হৃদয়ে অতুল্য বেদনা অনুভব, পিপাসা, কোষ্ঠস্থিত মলরেচন, মস্তকের পরিতাপ, দুর্গন্ধ, নিষ্ঠীবন, অন্নে অরুচি এবং আহারের অপাক। এই সকল লক্ষণ রক্তপিত্ত রোগের উপদ্রব বা উপসর্গ অনুভব করিতে হইবে।

যে রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বিকৃত শোণিত মাংসধৌত জলের ন্যায় ও পচা হয়, কিম্বা কর্দ্দমযুক্ত জলের তুল্য, অথবা মেদ এবং পূঁজযুক্ত রক্তের আকৃতি কিম্বা যকৃতের সম, কিম্বা পাকা জামফলের তুল্য হয়; এবং যে রক্তপিত্তের শোণিত কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা নীলবর্ণ অথবা অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হয়, কিম্বা ইন্দ্রধনুর সদৃশ বিবিধ বর্ণযুক্ত হয়, সেই রক্তপিত্ত রোগাক্রান্তরোগীকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন।

যে রক্তপিত্তরোগাক্রান্তব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত শ্বাস কাসাদি উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহাকেও চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন। যে রক্তপিত্তরোগী আকাশ এবং সমুদায় পদার্থকে রক্তবর্ণ দর্শন করে, তাহার রোগ নিশ্চয় অসাধ্য। যে রোগীর অধিক রক্তবমন, চক্ষু রক্তবর্ণ, উদ্গার, রক্তাস্বাদন এবং সমুদায় পদার্থ রক্তিমবর্ণ দর্শন হয়, সে রোগী মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।

রক্তপিত্তরোগের চিকিৎসা।

ক্ষুদ্রযোগ।

রক্তপিত্ত রোগী বলবান থাকিলে এবং আহার করিতে পারিলে, প্রথমে প্রবল রক্তপিত্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে না ; কারণ দুষ্ট রক্তপিত্ত দেহে সহসা রুদ্ধ হইলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম এবং জ্বরাদি বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন করে।

ডুমুরের রস মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবনে, শীঘ্র রক্তপিত্তরোগ নিবারিত হয়।

তেলাকুচা মূলের রস কিঞ্চিৎ মধু এবং চিনি মিলিত করিয়া সেবনে উক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

দুর্ব্বাঘাসের রস সেবনে এবং নস্য গ্রহণে উক্ত ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

বাসকের রসে হরীতকীচূর্ণ ৭ বার ভাবনা দিয়া মধুর সহিত এবং পিপ্পলী চূর্ণ মধুর সহ অবলেহ করিলে উক্ত ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

ডুমুর, গাম্ভারী, হরীতকী, পিণ্ডখেজুর অথবা দ্রাক্ষা (কিসমিস) এই সকল দ্রব্য শুষ্ক এবং চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে, প্রবল রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে উক্ত ব্যাধিতে বিশেষরূপে উপকার হইয়া থাকে।

আয়াপানের পাতার রস মধুর সহিত সেবনে, প্রবল রক্তপিত্ত অতি শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

এলাচাদি গুড়িকা।

ছোট এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, গুড়ত্বক ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা ; চিনি, মধু, পিণ্ডখর্জ্জুর এবং কিসমিস প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, সমুদায় চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা বলাবল বিবেচনা করিয়া ।• আনা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত সেব্য। এই ঔষধ সেবনে প্রবল সোপদ্রব রক্তপিত্ত এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অতি শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

দাড়িমপুষ্পরস নির্জ্জল নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

শ্বেত দুর্ব্বা শুষ্ক চূর্ণ করিয়া নস্য লইলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

আম্রকেশী (আমের কশি) অথবা পলাণ্ডু (পিয়াজ) রস নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

বাসাকুষ্মাণ্ড খণ্ড।

বাসকমূলের ছাল ৩২ পোয়া, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কুষ্মাণ্ড শস্য ২৫ পোয়া, ২ সের গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইবে। পরে চিনি, বাসকের কাথ ও কুষ্মাণ্ড শস্য এই তিন দ্রব্য একত্রে পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, গুড়ত্বক, তেজপত্র এবং ছোট এলাইচ; প্রত্যেক ২ তোলা এবং এলোবালুকো, শুঠ, ধনে এবং মরিচ, প্রত্যেক ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া এবং পিপুল ২ পোয়া, নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু /১ সের মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ।৹ চারি আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ অথবা শীতল জল। এই ঔষধ সেবনে সোপদ্রবযুক্ত সর্ব্বপ্রকার প্রবল রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত ও পিপাসা রোগ শীঘ্র উপশমিত হইয়া থাকে।

খণ্ডকাদ্য লৌহ।

শতমূলী, গোলঞ্চ, বাসক ছাল, মুণ্ডরি, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, বামনহাটী এবং কুড়; প্রত্যেক ॥৵৹ আড়াই পোয়া, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, লৌহ ৬ পোয়া, চিনি ৮ পোয়া এবং গব্যঘৃত ৮ পোয়া। এই সকল দ্রব্য উক্ত কাথের সহিত পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে—শিলাজতু, গুড়ত্বক, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঠ এবং জায়ফল; প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া শীতল হইলে, মধু ২ দুই সের মিলিত করিয়া লইবে। মাত্রা পূর্ব্ববৎ। অনুপান দুগ্ধ কিম্বা মাংসরস। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার সোপদ্রব রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

সুধানিধি রস।

রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক এবং লৌহ; সমভাগে লইয়া ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া, মুষাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ১ রতি। অনুপান ত্রিফলার জল ও লৌহপাত্রসিদ্ধ গব্য দুগ্ধ। রাত্রে ঔষধ সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

রক্তপিত্ত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

রাজযক্ষ্মা এবং উরঃক্ষত রোগ।

মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, ধাতুক্ষয়, অসম সাহস কিম্বা বিরুদ্ধাশন জন্য ত্রিদোষজনিত যক্ষ্মারোগ সমুদ্ভব হয়। কফপ্রধান দোষ দ্বারা রসবাহিনী শিরা সকল রুদ্ধ হইলে কিম্বা

অতিশয় ব্যবায়ী (স্ত্রীবিলাসী) ব্যক্তিদিগের শুক্রক্ষয় হইয়া অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি ধাতুসকল (মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস, রক্ত, রসাদি) ক্ষয় হইয়া মনুষ্যের দেহ শুষ্ক হয়।

যক্ষ্মারোগ জন্মিবার অগ্রে—শ্বাস, অঙ্গমর্দ্দন, মুখ হইতে কফস্রাব, তালু শোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, পীনস, কাস নিদ্রা ও নেত্র শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে এবং রোগীর মাংস ভক্ষণে এবং স্ত্রীসংসর্গে বিশেষ অভিলাষ জন্মে, স্বপ্নযোগে রোগী বায়স, শুকপক্ষী, সজারু, ময়ূর, শকুনী, বানর এবং গোধাদ্বারা ব্যাহিত হয় এবং জলহীন নদী, পবন, ধূম অথবা বনাগ্নি দ্বারা শুষ্ক তরু সকল দর্শন করিতে থাকে।

যক্ষ্মারোগে,—স্কন্ধ ও উভয় পার্শ্বে বেদনা, হস্ত এবং পদের সন্তাপ জ্বর হয়।

ত্রিদোষের অংশাংশ ক্রমে যক্ষ্মারোগ একাদশ প্রকার লক্ষণ কথিত আছে; যথা—

বায়ু প্রকোপ জন্য যক্ষ্মারোগে,—স্বরভেদ, স্কন্ধ এবং পার্শ্বের সঙ্কোচ এবং বেদনা হয়। পিত্ত প্রকোপ হইতে—জ্বর, দাহ, অতিসার এবং শোণিত নিষ্ঠীবন হয়। কফ প্রকোপ হইতে,—মস্তকভার, অরুচি, কাস এবং স্বরভঙ্গ হয়। এই একাদশ লক্ষণ কিম্বা ইহার মধ্যে ছয়টী অথবা তিনটী লক্ষণযুক্ত ক্ষয়রোগ পীড়িত ব্যক্তির বল এবং মাংস ক্ষয় হইলে সন্দেহ সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার লক্ষণ, যথা—কাস, অতিসার, পার্শ্ববেদনা, স্বরভেদ, অরুচি। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার লক্ষণ যথা—কাস, শ্বাস, শোণিত নিষ্ঠীবন। ঐ সর্ব্বপ্রকার এবং জ্বরলক্ষণ সংযুক্ত যক্ষ্মারোগে—শক্তি এবং মাংস ক্ষয় না হইলেও অসাধ্য অনুভব করিতে হইবে।

যে যক্ষ্মারোগীর প্রচুর আহার দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন না হয় কিম্বা অতিসার থাকে, অথবা যাহার অণ্ডকোষে এবং উদরে শোথ হয়, তাহাকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন।

যে যক্ষ্মারোগী চিকিৎসকের বাক্য রক্ষা করে ও যাহার অগ্নি প্রদীপ্ত থাকে, দেহ কৃশ হয় না এবং পীড়া অল্পকাল উদ্ভব হয়, তাহাকে বৈদ্য চিকিৎসা করিবেন। যে রোগীর নেত্র শুক্লবর্ণ, অন্নে অরুচি এবং উর্দ্ধশ্বাস হয় এবং রোগী অত্যন্ত কষ্ট সহকারে বহুমাত্রায় ...ত্যাগ করে, যক্ষ্মা তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

ব্যবায় অর্থাৎ অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, অধ্বগমন, ব্রণ এবং উরুক্ষত হইতে যে শোষ অর্থাৎ ক্ষয় উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই সমূহের লক্ষণ যথা;—

ব্যবায়জনিত শোষপ্রাপ্ত ব্যক্তি—শুক্রক্ষয় লক্ষণ দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে; তাহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তি ধাতু সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

শোকজনিত শোষপ্রাপ্ত ব্যক্তি—চিন্তাযুক্ত এবং শিথিলাঙ্গ হয় এবং শুক্রক্ষয় ব্যতীত ব্যবায়ী শোষপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমুদায় লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জরা কিম্বা বার্দ্ধক্য জন্য শোষ হইলে রোগী কৃশ ও অকর্ম্মণ্য হয়, বুদ্ধিশক্তি এবং ইন্দ্রিয় সমূহের হ্রাস, কম্প এবং অরুচি হয়; স্বরভঙ্গ কাংস্যপাত্রের বাদ্যের সম হইয়া উঠে, শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার যত্ন করিলেও নিঃসরণ করিতে পারে না। শরীর ভারীবোধ এবং ক্লান্তি-যুক্ত, মুখ, নাসা এবং নেত্র হইতে স্রাব নির্গত হয়। শরীর এবং গলা শুষ্ক এবং রুক্ষ হয়।

অত্যন্ত অধ্বগমন অর্থাৎ পথশ্রান্ত দ্বারা শোষ হইলে, মনুষ্যের অঙ্গ সমুদয় শিথিল হইয়া পড়ে, শরীর ভাজা দ্রব্যের তুল্য কর্কশ হয়, শরীরে স্পর্শ অনুভব হয় না, মুখ, তালু এবং গলা শুষ্ক বোধ হইয়া থাকে।

ব্যায়াম অর্থাৎ অতিশয় মল্লক্রিয়া জন্য শোষ হইলে, মনুষ্য অধ্বশোষের লক্ষণ সকল দ্বারা বিশেষ পরিমাণে পীড়িত হইয়া থাকে এবং ক্ষত ভিন্ন উরঃক্ষত রোগের সদৃশ লক্ষণ প্রাপ্ত হয়।

ব্রণযুক্ত রোগীর—রক্তক্ষয়, ব্রণবেদনা এবং আহার যন্ত্রণা জন্য শোষ হইলে, তাহা প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠে।

উরঃক্ষত রোগ।

ধনুক্ষেপণে অত্যন্ত পরিশ্রম, গুরুতর ভার বহন, বলিষ্ঠ ব্যক্তির সহ মল্লক্রিয়া, অত্যন্ত উচ্চস্থল হইতে লম্ফ দ্বারা পতন, দ্রুতগামী বলিষ্ঠ ঘোটক, বৃষ, মাতঙ্গ এবং উষ্ট্রাদিকে ধৃত-করণ, গুরুতর কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড বিশেষ বল দ্বারা নিক্ষেপকরণ, শত্রুকে তাড়না, অতি উচ্চরবে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে দূর পথে গমন, বৃহৎ নদীতে সন্তরণ, অশ্বের সহ দ্রুতবেগে গমন, অকস্মাৎ দূর হইতে লম্ফ প্রদান, অধিক দ্রুতবেগে নৃত্যকরণ, কোনরূপ দুঃসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠান, অধিক স্ত্রীসংসর্গ, রুক্ষ, অল্প এবং অপ্রমিত আহারাদি; এই সকল কারণ হইতে বক্ষঃস্থলে উরঃক্ষত নামে বলবান ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

উরঃক্ষত রোগে—বক্ষস্থলে ভঙ্গ বিদারণ এবং ভেদন তুল্য পীড়া উদ্ভব হয়, পার্শ্বযুগল বেদনাযুক্ত, শরীর শুষ্ক এবং কম্পিত হয়; বীর্য্য, শক্তি, বর্ণ, রুচি এবং অগ্নির ক্রমে হ্রাস পায়। জ্বর, গাত্রবেদনা, মনের গ্লানি, মলরেচন ও মন্দাগ্নি হইয়া থাকে। কাসের সহিত শ্যাব কিম্বা পীতবর্ণ দূষিত দুর্গন্ধ গাঁইটযুক্ত এবং শোণিত মিশ্রিত কফ সর্ব্বদাই অধিক পরি-মাণে নির্গত হয়, শুক্র এবং ওজঃ ক্ষয় হইয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে; যে সকল লক্ষণ বলা হইল, এই সকলের অল্প লক্ষণ দ্বারা উরঃক্ষত রোগের পূর্ব্বরূপ জানিতে হইবে।

উরঃক্ষত রোগে,—হৃদয়ে বেদনা, রক্তবমন এবং অত্যন্ত কাস হইয়া থাকে। শোষ অথবা ক্ষীণ রোগে,—রক্ত মিশ্রিত মূত্র নির্গত হয় এবং পার্শ্বযুগলে, পৃষ্ঠ, কটিতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে যাহার শরীরে বল এবং অগ্নি প্রদীপ্ত থাকে এবং রোগ অল্প লক্ষণযুক্ত ও অল্পদিনের হয়, সে রোগীর রোগ সাধ্য; এক বৎসর অতীত হইলে যাপ্য এবং সর্ব্ব লক্ষণযুক্ত হইলে অসাধ্য জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

রাজযক্ষ্মা এবং উরঃক্ষত রোগের চিকিৎসা।

ক্ষুদ্রযোগ।

গোরক্ষচাকুলের মূল বাটীয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনে যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হয়।

কাকজঙ্ঘা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মা উপশমিত হয়।

চিনি ৪ মাষা, মধু ৪ মাষা এবং নবনীত ৮ মাষা; একত্রে ভক্ষণ করিলে যক্ষ্মা উপশমিত হয়।

শীতোপলাদি লেহ।

ঘৃতসংযুক্ত মধু ও দুগ্ধপান করিলে, দেহের পুষ্টিসাধন দ্বারা উক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গুড়ত্বক ১ ভাগ, এলাইচ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ এবং চিনি ১৬ ভাগ; একত্রে ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে অথবা ঐ সকল চূর্ণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস এবং ক্ষয়াদি রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, চিনির সহিত ছাগঘৃত সেবন, ছাগসেবা, ছাগমধ্যে শয়ন; এই সকল উপযোগ যক্ষ্মারোগীর পক্ষে সাতিশয় উপকারী।

জীবন্ত্যাদ্য ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ,—জীবন্তী, যষ্টিমধু, কিসমিস, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, শঠি, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, ভুঁই-আমলা, বলাডুম্বর, দুরালভা এবং পিপ্পলী; মিলিত /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার যক্ষ্মারোগ উপশমিত হয়।

চ্যবনপ্রাশ।

বেলছাল, গণিয়ারি ছাল, সোণা, পারুল, বেড়েলা, শালপাণী, চাকুলে, মুগানী মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুরী, বৃহতী, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁই-আমলা, কিসমিস; জীবন্তী, কুড়, অগোরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক ঋষভক, শঠী, পুনর্ণবা, মেদ, ছোট এলাইচ, শুন্দীপুষ্প, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসক মূল, কাকলী এবং কাকজঙ্ঘা. ইহাদের প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। মোথ পুটুলীবদ্ধ। গোটা আমলা ৫০০টা, এই সমুদায় একত্রে ৬৪ সের জলে সিদ্ধ

করিয়া শেষ।৮ সের থাকিবে। ঐ কাথজল ছাঁকিয়া পুটলীবদ্ধ আমলকী সকল খুলিয়া বীজ ফেলিয়া দিয়া, ঘৃত ৵৮০ তিন পোয়ার সহিত একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিয়া লইবে, পরে মিছরি ২৫ পোয়া উক্ত কাথজল এবং উল্লিখিত শিলাপৃষ্ঠ নির্বীজ আমলকী একত্রে পাক করিবে; লেহবৎ ঘন হইলে বংশলোচন ॥০ অর্দ্ধ সের, পিপুল ১ এক পোয়া, গুড়ত্বক ২ তোলা, তেজপত্র ২ দুই তোলা, এলাইচ ২ দুই তোলা এবং নাগেশ্বর ২ দুই তোলা; এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, আলোড়ন করিয়া নামাইবে, শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৵৮০ তিন পোয়া মিলিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ দুই তোলা। অনুপান ছাগীদুগ্ধ। এই ঔষধ সেবনে শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ, শুক্রগত দোষ এবং যক্ষ্মারোগ প্রভৃতি উপশমিত হইয়া অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য, আয়ুবৃদ্ধি এবং বৃদ্ধেরও যৌবনভাব উপস্থিত হয়; ইহা ক্ষীণধাতুর অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ইহা বহু ব্যবহৃত)

যক্ষ্মারি লৌহ।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শীলাজতু, হরীতকী চূর্ণ এবং লৌহ; এই সমুদায় ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হয়।

ক্ষয়কেশরী।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল এবং লবঙ্গ; প্রত্যেক ১ এক তোলা; লৌহ ৯ নয় তোলা, ছাগীদুগ্ধে মাড়িয়া ১ এক রতি প্রমাণ বটী। অনুপান মধু। ইহা সেবনে ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

রাজমৃগাঙ্ক রস।

পারদ ৪ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশীলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা এবং গন্ধক ২ তোলা; এই সমুদায় একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া বড় বড় কড়ীর মধ্যে পুরিয়া, পরে ছাগীদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কড়ী সকলের মুখ বন্ধ করিয়া মৃত্তিকায় ভাণ্ডে স্থাপিত ও রুদ্ধ করিয়া লেপ শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিয়া, শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান ঘৃত, মধু, দশটী পিপুল বা ১৯টী মরিচ সহিত সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র রস।

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হীরা, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জয়ত্রী এবং এলবালুক; এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারি, কেশুরিয়া এবং ছাগদুগ্ধে প্রত্যেক তিনবার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগীদুগ্ধ অথবা ঘৃত ও মধু। এই ঔষধ সেবনে শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, উরঃক্ষত প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি শীঘ্র উপশমিত হয়।

মহাচন্দনাদি তৈল।

এই তৈল যক্ষ্মা ও ক্ষতরোগে ব্যবহৃত হয়।

রাজযক্ষ্মা এবং উরঃক্ষত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

কাসরোগ।

ধূমোপঘাত, রস, ব্যায়াম, রুক্ষান্ন, বিমার্গগামী আহার জন্য (অর্থাৎ যথাস্থানে আহার্য্য সন্নিবেশিত না হইলে) এবং মলমূত্র ও হাঁচির বেগ সম্বরণ জন্য দূষিত প্রাণবায়ু উদান বায়ুর অনুগত হইয়া, ভগ্ন কাংস্যপাত্রের সদৃশ শব্দ করতঃ যথা দোষানুক্রমে মুখ হইতে নির্গত হয়, ইহাকেই কাসরোগ বলা যায়।

কাসরোগ পাঁচপ্রকার, যথা।—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ এবং ক্ষয়জ ; এই পঞ্চ প্রকার কাসরোগ যথাক্রমে উত্তরোত্তর বলবান হয়, উপেক্ষা করিলে পরিণামে ক্ষয় অর্থাৎ যক্ষ্মাকাসের লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।

কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তিন প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, গলা এবং মুখে ধান্যের অগ্রভাগ সম কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত অনুভব হয়, কণ্ঠদেশ চুলকাইতে থাকে এবং আহারের অবরোধ হয়।

বাতজ কাস।

বাতজ কাসরোগে,—হৃদয়, ললাট, মস্তক, উদর ও পার্শ্বে শূল এবং মুখবর্ণ বিবর্ণ হয়, দুর্ব্বলতা, স্বরভেদ এবং ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে এবং রোগী ভিন্ন স্বর লইয়া বেগবান শুষ্ক কাসযুক্ত হয়।

পিত্তজ কাস।

পিত্তজ কাসরোগে,—বঃক্ষস্থল জ্বালাযুক্ত, জ্বর, দাহ, মুখ শুষ্ক এবং তিক্ত রস অনুভব হয়, পিপাসা, পিত্তবমন এবং কাসের সহিত কটু শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন হইতে থাকে এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়।

কফজ কাস।

কফজ কাসরোগে,—মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা লেপিত অনুভব, শিরঃপীড়া, অরুচি, শরীর অবসাদযুক্ত, গুরু এবং কফদ্বারা পরিপূর্ণ বোধ হইয়া থাকে এবং রোগী কাসের সহিত সর্ব্বদা গাঢ় কফ পরিত্যাগ করে।

ক্ষতজ কাস।

অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ ভারবহন অধ্বগমন যুদ্ধ অশ্ব কিম্বা হস্তী আরোহণ এবং মল মূত্রাদির বেগধারণ জন্য রুক্ষব্যক্তিদিগের বায়ু উরুক্ষত উৎপাদন করিয়া কাস জন্মায়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অগ্রে শুষ্ককাস উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ রসযুক্ত কাস নিষ্ঠীবন হয়। কণ্ঠে অত্যন্ত বেদনা হয়, হৃদয়ে পীড়া জন্মে এবং সুতীক্ষ্ণ সূচী দ্বারা বিদ্ধবৎ অনুভব হয়। স্পর্শাসহিষ্ণুতা হয়, পার্শ্ব যুগলে শূল এবং ভেদনসম বেদনাতে ব্যথিত হইয়া থাকে। পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, পিপাসা এবং স্বরভঙ্গ হয় ও কাসরোগ হইতে কণ্ঠে কপোতের স্বরের সম শব্দ অনুভব হয়।

ক্ষয় কাস।

বিষম এবং অহিতকর দ্রব্যাদি ভোজন, অধিক স্ত্রীসংসর্গ ও মলমূত্রের বেগধারণ জন্য কিম্বা ঘৃণা ও শোকার্ত্তব্যক্তিগণের অনাহার জন্য বায়ু দ্বারা; অগ্নি প্লাবিত হয়, তাহাতে দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া, ক্ষয়কাস রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

এই ক্ষয়কাস রোগে,—শরীরের বেদনা, জ্বর, অত্যন্ত দাহ মূর্চ্ছা এবং বলক্ষয় হয়, পীড়িত ব্যক্তি শুষ্ক, দুর্ব্বল এবং কৃশ হইয়া শোণিত এবং পূঁজ মিলিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন করে। এই সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত দুঃসাধ্য রোগ দুর্ব্বলদিগের দেহ সত্বরেই নষ্ট করিয়া থাকে। ক্ষতজ এবং ক্ষয়জ কাস নবোত্থিত এবং চতুষ্পাদ লক্ষণ মিলিত হইলে কদাচ কোন রোগী রক্ষা পাইয়া থাকে নতুবা ইহাকে অসাধ্য বলিয়াই অনুভব করিতে হইবে। ক্ষতজকাস বলিষ্ঠ রোগীগণের পক্ষে সাধ্য এবং যাপ্যও হয়। বৃদ্ধদিগের জরাহেতু ধাতুক্ষয় জন্য কাস সর্ব্বত্র যাপ্য। বায়ু, পিত্ত, এবং কফজনিত ত্রিবিধ কাস সাধ্য, চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। যাপ্য যথাযোগ্য পথ্যাদি দ্বারা যাপন করিবে।

সমাপ্ত।

কাসরোগের চিকিৎসা।

ক্ষুদ্রযোগ।

শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, বামনহাটী, পুরাতন গুড়, মুতা এবং দুরালভা। এই সকল দ্রব্য কটুতৈলে মর্দ্দন করিয়া অবলেহ করিলে বাতজ কাস নষ্ট হয়।

কিসমিস, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর, পিপুল এবং মরিচ; মধুর সহিত অবলেহ করিলে পিত্তজ কাস নষ্ট হয়।

পিপুল চূর্ণের সহিত দশমূলের কাথ সেবন করিলে কফজ কাস, পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও শ্বাস নষ্ট হয়।

আদার রস মধুর সহিত পান করিলে, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কাস, শ্বাস ও প্রতিশ্যায় (মুখ নাসিকাদি হইতে জলস্রাব) নিবারিত হয়।

কণ্টকারী ২ তোলা. জল অর্দ্ধ সের শেষ ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া ; প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ ৪ মাষা, পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস্ নিবারিত হয়।

বৃহতী ফল চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস নিবারিত হয়। এই যোগটী বালকের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

বাসকপত্রের রস মধুর সহিত অবলেহ করিলে, সর্ব্বপ্রকার কাস এবং রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

মরিচাদ্য চূর্ণ।

মরিচ চূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, দাড়িমবীজ চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা যবক্ষার ১ তোলা ; এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে, সর্ব্বপ্রকার অতি দুঃসাধ্য কাস এবং সশোণিত ও পূয়াদি পর্য্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

সমশর্করচূর্ণ।

লবঙ্গ ২ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুণ্ঠী চূর্ণ ‌॥৹ অর্দ্ধ সের, চূর্ণ সকলের সমান চিনি ; এই সকল একত্রে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার কাস, জ্বর এবং অরুচি নষ্ট হয়।

বাসাবলেহ।

বাসক ছাল /২ দুই সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের ; এই কাথে চিনি /১ সের, ঘৃত ✓৹ এক পোয়া, মিলিত করিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে পিপুল চূর্ণ ✓৹ এক পোয়া প্রক্ষেপ দিয়া, শীতল হইলে মধু /১ সের মিলিত করিবেন ; এই ঔষধ অবলেহ করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস. শ্বাস, রাজযক্ষ্মা রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

তালিশাদি চূর্ণ।

তালিশ পত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুণ্ঠী ৩ তোলা, পিপুলী ৪ তোলা, বংশলোচন ৷ তোলা, দারুচিনি অর্দ্ধ তোলা, ছোট এলাইচ অর্দ্ধ তোলা এবং চিনি ৩২ তোলা, একত্রে মিলিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ সর্ব্বদা সেবনে সর্ব্বপ্রকার কাস, শ্বাস. যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ সকল আশু উপশমিত হইয়া থাকে। ইহা বহুব্যবহৃত।

শ্রীচরণামৃত রস।

ত্রিকটু ৩ তোলা, ত্রিফলা ৩ তোলা, চই, ধনে, জীরা এবং সৈন্ধব ; প্রত্যেক ১ এক তোলা, রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, সোহাগার খই ৮ আট তোলা ; এবং মরিচ ৪ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ৯ নয় রতি প্রমাণ বটী।

অনুপান বাসকপত্রের রস কিম্বা পিপুল চূর্ণ এবং মধু। এই সকল ঔষধে সর্ব্ব প্রকার কাস রোগ নিবারিত হয়।

সার্ব্বভৌম রস কিম্বা শৃঙ্গরাভ্য বটী।

অভ্র ১৬ তোলা, বঙ্গ, রস, গন্ধক, লৌহ, জাতিফল, সোহাগা, জীরা, এলাইচ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, যমানী, তেজপত্র, মুথা, তালিশপত্র, দারুচিনি, ত্রিকটু, বালা ধনে, জায়ফল এবং নাগেশ্বর পুষ্প; প্রত্যেক ২ তোলা; স্বর্ণ ১ তোলা, জইত্রী ১ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ ছাগী-দুগ্ধে মর্দ্দন, ২ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান কফাধিক্যে পিপুল চূর্ণ, মধু এবং বাতপৈত্তিকে বাসকপত্র রস, মধু। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার কাসে অমোঘাস্ত্র স্বরূপ। (ইহা বহু ব্যবহৃত)

বসন্ততিলক রস।

স্বর্ণ ।৹ আনা, অভ্র ৷৹ আনা, লৌহ ৷৹ আনা, কজ্জলী ২ তোলা, বঙ্গ ।৹ আনা, মুক্তা ১ তোলা এবং প্রবাল ১ তোলা, এই সমস্ত বস্তু উত্তমরূপে খল করিয়া, তাহাতে গোক্ষুরী, বাসক এবং ইক্ষুরস; এই সকল বস্তুর প্রত্যেক সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া বর্দ্ধমুষায় বিলঘুটিয়ার অগ্নিতে বালুকা যন্ত্রে সাত প্রহর পাক হইবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া মৃগনাভি ।৹ আনা, কর্পূর ৷৹ আনা মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান পিপুল চূর্ণ কিম্বা বাসকপত্রের রস এবং মধু। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কাস, শ্বাস, উরঃক্ষত এবং ক্ষয় রোগ আশু উপশমিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রকার কাসরোগে চন্দনাদি তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাসরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

হিক্কা রোগ।

বিদাহী, গুরু, দুষ্পাচ্য, (অপাচনীয়) রুক্ষ এবং ঘৃত তৈলাদি সেবন জন্য; শীতল পান ও ভক্ষণ ও শীতল স্থানে অবস্থান হেতু; নাসাপথ দ্বারা ধূলি এবং ধূম প্রবেশ জন্য অতি রৌদ্র, উত্তাপ, মল্লযুদ্ধ, উষ্ণ বায়ু সেবন, ভারবহন, অধিক পথভ্রমণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং অনশন হেতু মনুষ্যের হিক্কা, শ্বাস এবং কাস রোগ উৎপাদিত হয়। যে রোগে প্রাণ এবং উদান বায়ু সর্ব্বদাই হিক্ হিক্ শব্দ করত যকৃৎ প্লীহা ও অন্ত্র সমুদায়কে যেন মুখে আনিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করে এবং শব্দের সহ ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া আইসে, তাহাকে হিক্কা কহে। এই হিক্কা রোগ সত্বরেই রোগীর প্রাণ নষ্ট করে।

কফাশ্রিত দূষিত বায়ু পঞ্চবিধ হিক্কা উৎপাদন করিয়া থাকে। যথা—অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা এবং মহতী। হিক্কা জন্মিবার অগ্রে, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল ভার, মুখ কষায় এবং উদরে গুড়গুড় শব্দ হইয়া থাকে।

অধিক অন্ন ও পান সেবন দ্বারা দূষিত বায়ু অকস্মাৎ উর্দ্ধগত যে হিক্কা রোগ উৎপাদন করে, সেই রোগকে অন্নজা হিক্কা বলা যায়। যে হিক্কা যমল বেগের দ্বারা অর্থাৎ পর পর দুইটী কিম্বা তাহাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় বিলম্বে উঠে এবং রোগীর মস্তক এবং গলা কম্পিত হয়, তাহাকে যমলা কিম্বা যমিকা হিক্কা রোগ বলে। যে হিক্কা কণ্ঠমূল হইতে উঠিয়া, মৃদু বেগ সহ কালযোগে প্রকাশিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রিকা বলা যায়। যে হিক্কা ঘোর গম্ভীর শব্দে বহুরূপ উপদ্রবযুক্ত (অর্থাৎ পিপাসা এবং জ্বরাদি সংমিলিত) হইয়া নাভিস্থল হইতে উত্থিত হয়, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা বলে। যে হিক্কা মস্তক অঙ্গ কাঁপাইয়া এবং দেহের মর্ম্মস্থল সকল (অর্থাৎ নাভির অধোদেশ, হৃদয় ও মস্তক) পীড়ন করতঃ সর্ব্বদা উদিত হয়, তাহাকে মহতী হিক্কা কহে।

সর্ব্বক্ষণ হিক্কা জন্য যে রোগীর নেত্র উপরে উদিত এবং বিস্তৃত এবং দেহ কুঞ্চিত হয় এবং যাহার শরীর ক্ষীণ, অন্নে অরুচি ও অধিক হিক্কা হয়, এইরূপ রোগীকে এবং মহতী হিক্কা ও গম্ভীরা রোগ বিশিষ্ট রোগীকে বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন। অতি সঞ্চিত দোষ, অনাহার জন্য কৃশ, ব্যাধিদ্বারা ক্ষীণ দেহ, বৃদ্ধ ও অতি ব্যবায়ী ব্যক্তিগণের পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার (অন্নজা, যমিকা এবং ক্ষুদ্রিকা) হিক্কা প্রাণ বিনষ্ট করিয়া থাকে। বলযুক্ত, প্রসন্নচিত্ত, স্থিরধাতু, স্থির ইন্দ্রিয়যুক্ত রোগীর যমিকা হিক্কা সাধ্য, তদ্ব্যতীত অসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে। যমিকা, হিক্কা—প্রলাপ; মোহ, তৃষ্ণাযুক্ত থাকিলে আশু বিনষ্ট করে।

সম, শ্রু।

শ্বাস রোগ।

শ্বাস রোগ পাঁচ প্রকার। যথা, উর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক এবং ক্ষুদ্র। তৎপর প্রতমক নামে যে শ্বাসরোগ তাহা আর সংখ্যার মধ্যে পরিগণিত হয় না, যেহেতু উহা তমকশ্বাসের অবস্থান্তর মাত্র। বাতাধিক্য জন্য ক্ষুদ্রশ্বাস, কফাধিক্য জন্য তমশ্বাস, কফ বাতাধিক্য জন্য ছিন্ন শ্বাস এবং বায়ু সংসৃষ্ট বশত মহা ও উর্দ্ধশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্বাসরোগ উৎপন্ন হইবার অগ্রে হৃৎপীড়া, শূল আধ্মান, আনাহ, মুখের বিরসতা এবং ললাটের একদেশে বেদনা হয়।

শ্বাসরোগ সংপ্রাপ্তি। যথা—যে সময়ে প্রবল কফযুক্ত বায়ু কফ জন্য আবদ্ধ হইয়া, প্রাণ উদক এবং অন্নবাহি স্রোত সকল বদ্ধ করিয়া, সকল শরীরে ব্যাপিত হয়, তৎকালে ঐ বায়ু শ্বাস রোগ উৎপাদন করে। যাঁহার বায়ু উর্দ্ধমুখে চালিত হয়, যাহার দীর্ঘনিশ্বাস কষ্টক্রমে শব্দের সহ ক্রুদ্ধ প্রমত্ত ষণ্ডের সম সর্ব্বক্ষণ বহিষ্কৃত হয়, যাহার জ্ঞান এবং বিজ্ঞান নাশ, নেত্র কখন সচল ভঙ্গ মুখ প্রসারিত, মল এবং মূত্র অবরোধ, বাক্‌শক্তিহীন, দীনতা এবং শ্বাস দূর হইতে ভয়ঙ্কর অনুভব হয়, তাহাকে মহাশ্বাস প্রাপ্ত জানিতে হইবে। এই মহাশ্বাসগ্রস্ত রোগী সত্বরেই বিনষ্ট হয়।

ঊর্দ্ধশ্বাসযুক্ত রোগী ঊর্দ্ধ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, এবং অধিকক্ষণ অধঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না, মুখস্রোত, সকল শ্লেষ্মা জন্য আবদ্ধ থাকাতে দূষিত বায়ুর অতি অবরোধ হেতু অধিক কষ্ট পায়, ঊর্দ্ধদৃষ্টি এবং ভ্রান্ত নেত্রে এদিকে ও দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; মোহ, বেদনাযুক্ত, শুষ্ক আস্য এবং অনবস্থিত চিত্তযুক্ত হয়। এই প্রকার ঊর্দ্ধশ্বাস কুপিত হইলে অধঃশ্বাস এককালে অবরোধ হইয়া যায়। মোহ এবং ক্লান্তিযুক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঊর্দ্ধশ্বাসে নিশ্চয় জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। যে দুঃখার্ত্ত রোগী সকল বলের সহ পীড়িত হইয়া বিশৃঙ্খল মতে শ্বাস পরিত্যাগ করে এবং তাহাতে হয়ত শ্বাস প্রাপ্ত হয় না, হৃদয় ছেদনের তুল্য বেদনায় পীড়িত হইয়া থাকে, আনাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা এবং বস্তিস্থলে দাহমান হইয়া থাকে, অতি ক্ষীণ হইয়া শ্বাস পরিত্যাগ করে, জলপ্লাবিত এবং আরক্ত চক্ষুযুক্ত হয় ও শুষ্ক, বিবর্ণ চেতনহীন, ও প্রলাপযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিকে ছিন্নশ্বাস দ্বারা পীড়িত অনুভব করিতে হইবে। এই ছিন্নশ্বাস জন্য রোগাক্রান্তব্যক্তি বিশৃঙ্খল হইলে স্বভাবতঃ প্রাণ পরিত্যাগ করে।

তমকশ্বাসের সম্প্রাপ্তি এবং পূর্ব্বলক্ষণ যথা,—যে সময়ে বায়ু বিপরীতভাবে স্রোতসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া, গ্রীবা ও মস্তকে আরোহণ করে এবং শ্লেষ্মাকে বৃদ্ধি করিয়া পীনস জন্মায়, তৎকালে এই কফের দ্বারা বায়ু অবরোধ হইয়া অত্যন্ত প্রবল বেগান্বিত ঘুরঘুরক শব্দযুক্ত এবং হৃদয়ের ক্লেশদায়ক শ্বাস উৎপাদন করে। রোগ,—চেষ্টাহীন এবং সর্ব্বাধিক পিপাসাপন্ন হয়, কাসিতে কাসিতে পুনঃ পুনঃ মোহযুক্ত হয়; শ্লেষ্মা বহিষ্কৃত করিতে না পারিলে যথোচিত ক্লেশ পায়, শ্লেষ্মা বাহির করিতে পারিলে অল্প কালের জন্য সুখ হয়; গলা চুলকায়, কষ্টে বাক্য প্রয়োগ করে, শয়ন করিলে শ্বাস জন্য নিদ্রা হয় না, বায়ু পার্শ্বদেশ পীড়ন করে, বসিয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ সুস্থ অনুভব হয়, উষ্ণ দ্রব্যাদির প্রতি অভিলাষ জন্মে, অক্ষি শোথযুক্ত, কপাল হইতে অধিক ঘর্ম নির্গত হইয়া থাকে, মুখ শুষ্ক এবং ক্ষণে শ্বাস, ক্ষণে হস্তি আরোহিত সম সমুদায় শরীর চালিত হয়। বৃষ্টি, মেঘ, শীতলজনক বায়ু ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দ্রব্যাদিতে রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই তমকশ্বাস যাপ্য বলিয়া কথিত আছে, অল্পকালের হইলে কখন সাধ্য হইয়া থাকে। তমকশ্বাসাক্রান্ত রোগী জ্বর এবং মূর্চ্ছাযুক্ত হইলে, সেই রোগকে প্রতমশ্বাস বলা যায়।

কোষ্ঠ অবরোধ, অজীর্ণ, নাসারন্ধ্রে ধূলি প্রবেশ, দেহের ক্লিন্নতা এবং বেগরোধ বশত তমক শ্বাস জন্মায়। এই রোগ অন্ধকারে উন্নত এবং শীত দ্বারা সত্বরে উপশমিত হয় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা অন্ধকারে আবৃত সম অনুভব করে।

রুক্ষ অন্ন এবং পান ব্যবহার জন্য এবং পরিশ্রমের দ্বারা কোষ্ঠস্থিত বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া ক্ষুদ্রশ্বাস রোগ জন্মায়। এই রোগ অল্প লিঙ্গবিশিষ্ট জানিতে হয়। অত্যন্ত ক্লেশকর কিন্তু অপীড়ক নহে, শরীরক্ষুণ্ণল করে না, অন্যান্য শ্বাসের সম নষ্টপ্রদ নহে, অন্ন এবং পানের গতি অবরোধ করে না, ইন্দ্রিয়দিগের ব্যথাদায়ক নহে এবং অপর কোন রোগও উৎপাদন করে না। এই ক্ষুদ্র শ্বাসরোগ সাধ্য বলিয়া কথিত আছে। সর্ব্বপ্রকার শ্বাস রোগ অল্প লক্ষণবিশিষ্ট হইলে, সকল রোগীদিগের পক্ষে সাধ্য হয়। ক্ষুদ্রশ্বাস রোগ অনায়াস সাধ্য, তমক কষ্টসাধ্য এবং মহাঊর্দ্ধ এবং ছিন্নশ্বাস সর্ব্বলক্ষণবিশিষ্ট হইলে অসাধ্য হইয়া উঠে। দুর্ব্বল রোগীর তমক শ্বাসও অসাধ্য জানিতে হইবে।

সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি বহু প্রকার রোগ সকল মনুষ্যের প্রাণ নাশ করিয়া থাকে কিন্তু হিক্কা এবং শ্বাস রোগ যত শীঘ্র প্রাণ নষ্ট করে এমত আর কোন রোগে করে না।

সমাপ্ত।

হিক্কা এবং শ্বাসরোগের চিকিৎসা।

হিক্কা এবং শ্বাস রোগ জন্মিলে প্রথমে রোগীর উদরের উপরে তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ-স্বেদ কিম্বা জলস্বেদ ব্যবস্থা করিবে। ঘৃতাদির সহিত সৈন্ধব লবণ মিলিত করিয়া সেবন করাইলে বায়ুর লঘুতা হইয়া থাকে। রোগী বলবান হইলে বমন বিরেচন দ্বারা বায়ু এবং কফের শান্তি করিয়া চিকিৎসা করিবে।

ক্ষুদ্রযোগ।

আনারসের পাতার রস মধুর সহ সেবন করাইলে হিক্কা নিবারিত হয়। গেরিমাটী, শীতল জলে গুলিয়া শ্বেতচন্দনের সহিত সেবন করাইলে হিক্কা রোগ উপশমিত হয়।

কুল আঁটির শাঁস শ্বেতচন্দনের সহিত বাটীয়া সেবনে হিক্কারোগ নিবারিত হয়।

কুল আঁটির শাঁস, রসাঞ্জন ও খই চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে হিক্কা নিবারিত হইয়া থাকে।

কটকী চূর্ণ ও গেরিমাটী সমভাগ মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবন করাইলে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

যষ্টিমধু চূর্ণ মধুর সহিত এবং পিপ্পলী চূর্ণ চিনির সহিত এবং শুণ্ঠী চূর্ণ গুড়ের সহিত নস্য লইলে হিক্কা নিবারিত হয়।

স্তন্যদুগ্ধের সহিত আল্‌তা অথবা রক্তচন্দন ঘসিয়া নস্য লইলে হিক্কারোগ উপশমিত হয়।

মরিচ চূর্ণ চিনির সহিত বার বার অবলেহ করিলে এবং কদলী মূলের রস মধু সহ পান করিলে, অতি প্রবল হিক্কা শীঘ্র নিবারিত হয়।

মাষকলাইয়ের ধূম গ্রহণ করিলে, (কলিকায় সাজিয়া তামাকের ন্যায় টানিলে) সর্ব্ব-প্রকার প্রবল হিক্কা নিবারিত হইয়া থাকে।

রসসিন্দুর ঘৃতকুমারির রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। এই ঔষধ শ্বেতচন্দন এবং স্তন্যদুগ্ধ সহ সেবনে অতি প্রবল হিক্কা ও শ্বাস রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বাসকমূল ছাল এবং পিণ্ডখর্জ্জুর; প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ তোলা, জল ⁄৷০ অর্দ্ধসের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু ৵০ অর্দ্ধ তোলা। শ্লেষ্মাধিক্যে খর্জ্জুরের পরিবর্ত্তে শুণ্ঠী দেয়। এই পাচন সেবনে অতি শীঘ্র শ্বাস রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

হরিদ্রাদি চূর্ণ।

হরিদ্রা, মরিচ, কিসমিস, পুরাতন গুড়, রাচ্না, পিপ্পলী এবং শুণ্ঠী, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ একত্রে মিলিত করিয়া ৪ মাষা মাত্রায় তিলতৈলের সহিত সেবনে হিক্কা এবং শ্বাস আরোগ্য হয়।

পুরাতন গুড় ১ তোলা, সর্ষপ তৈল ১ তোলা; একত্রে মিলিত করিয়া একুশ ২১ দিন সেবন করাইলে শ্বাসরোগ আরোগ্য হয়।

বিল্বপত্রের রস, বাসকপত্রের রস, কটু তৈলে মিলিত করিয়া পান করিলে প্রবল শ্বাস-রোগ নিবারিত হয়।

কুষ্মাণ্ড শস্য চূর্ণ ৪ মাষা গরম জলের সহিত সেবনে শ্বাস এবং কাসরোগ উপশমিত হয়।

ধুতুরা ফল, শাখা এবং পত্র কুটিয়া শুখাইয়া তাহার ধূম পান করাইলে প্রবল শ্বাস এবং হিক্কা রোগ আরোগ্য হয়।

ইন্দ্রযব চূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত মিলিত করিয়া অবলেহ করিলে, প্রবল শ্বাস এবং হিক্কা রোগ আরোগ্য হয়।

ভার্গী গুড়।

বামনহাটীর মূল ১২॥০ সাড়ে বারসের, দশমূল প্রত্যেক ⁄১।০ পোয়া, হরীতকী ১০০টী বস্ত্রে শিথিলভাবে বান্ধিয়া ১১৬ সের জলে ক্বাথ করিয়া ২৯ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া, ঐ জলে উক্ত হরীতকী সকল এবং পুরাতন গুড় ।২॥০ সাড়ে বার সের একত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে উহাতে ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র এবং এলাইচ, ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ ⁄০ অর্দ্ধ পোয়া এবং যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ করিবে। শীতল হইলে মধু ⁄৫০ তিন পোয়া মিলিত করিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত। হরীতকী চূর্ণের সহিত সেব্য। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার প্রবল হিক্কা, শ্বাস কাস আরোগ্য হয়।

শ্বাসকুঠার রস।

রস, গন্ধক, মিঠা, সোহাগার খই, মনঃশিলা, মরিচ এবং ত্রিকটু; ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ। জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান আদার রস এবং মধু। এই ঔষধ সেবনে বাতশ্লেষ্মাজন্য হিক্কা, শ্বাস কাস এবং স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়।

শ্বাস চিন্তামণি।

লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ এক তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা ॥০ অর্দ্ধ তোলা এবং স্বর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা ; এই সমুদায় দ্রব্য একত্রে মাড়িয়া কণ্টকারী, আদা, ছাগদুগ্ধ ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের এক একবার ভাবনা দিয়া ৪ রতি বটীকা করিবে। অনুপান মধু ও বহেড়ার শস্য চূর্ণ। এই ঔষধ সেবনে হিক্কা, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বৃহৎ চন্দনাদি তৈল।

হিক্কা শ্বাস কাসাদি রোগে উক্ত তৈল ব্যবহৃত হয়।

হিক্কা এবং শ্বাসরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

স্বরভেদরোগ।

অতি উচ্চরবে বাক্য কহিলে, উচ্চস্বরে বেদাদি পাঠ করিলে, বিষ সেবন হেতু এবং লগুড় প্রভৃতির দ্বারা কণ্ঠদেশ আঘাত প্রাপ্ত হইলে কুপিত বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া স্বরবাহিনী শিরা চতুষ্টয়কে প্রাপ্ত হইয়া স্বরকে বিনষ্ট করে। স্বরভেদ ছয় প্রকার। যথা— বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, মেদজ এবং ক্ষয়জ। বাতজ স্বরভেদে,—রোগাক্রান্ত-ব্যক্তির মল, মূত্র, মুখ এবং নেত্রদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং অল্পে অল্পে গর্দ্দভের সম ভঙ্গস্বরে বাক্য নির্গত হইয়া থাকে। পিত্তজ-স্বরভেদে, মল, মূত্র, নেত্রদ্বয় এবং মুখ পীতবর্ণ হয় এবং দাহ-যুক্ত কণ্ঠ হইতে স্বর নিঃসৃত হইয়া থাকে। কফজ-স্বরভেদে,—কণ্ঠদেশ সতত কফ দ্বারা অবরোধ হইয়া সর্ব্বদা অল্প অল্প বাক্য নিঃসারিত হয় এবং দিবসে রবির রশ্মিদ্বারা কফের লাঘব হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাক্য নির্গত হইয়া থাকে। সান্নিপাতজ স্বরভেদে— পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণযুক্ত হয়; সান্নিপাতজ স্বরভেদ রোগকে ঋষিরা অসাধ্য বলিয়া কহিয়াছেন। ক্ষয়জ-স্বরভেদে—ধাতুক্ষয় জন্য বাক্‌শক্তির হ্রাস হইয়া ক্লেশের সহিত মধুর স্বর নির্গত হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তির বাক্‌রোধ হইলে, চিকিৎসক তাহাকে ত্যাগ করিবেন। মেদজ স্বরভেদে, গলনালী মেদ কিম্বা শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হয়, পিপাসা জন্মে ও গলার মধ্য হইতে অস্পষ্ট স্বর বিলম্বে নিঃসৃত হয়। ক্ষীণ, বৃদ্ধ, কৃশ এবং মেদযুক্ত ব্যক্তির এবং চিরোত্থিত ও জন্মসহ উৎপন্ন স্বরভেদ রোগ অসাধ্য।

সমাপ্ত।

স্বরভেদ রোগের চিকিৎসা।

চব্যাদি চূর্ণ।

চই, অম্লবেতস, ত্রিকটু, তেঁতুল, তালিশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, গুড়ত্বক, তেজপত্র এবং এলাইচ ; এই সমুদায় দ্রব্যের সমভাগ সূক্ষ্ম চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া অবলেহ করিলে, সর্ব্বপ্রকার স্বরভঙ্গ পিনস ও শ্লৈষ্মিক অরুচি নষ্ট হয়।

বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার এবং চিতামূল ; এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ ; ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে সর্ব্বপ্রকার স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়।

কুলপাতা সৈন্ধব লবণের সহিত ঘৃতে ভাজিয়া সেবনে সর্ব্বপ্রকার স্বরভঙ্গ এবং কাসরোগ নিবারিত হয়।

পিপুল, পিপুলের মূল, মরিচ এবং শুঠ ; এই সমুদায় দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কফজ স্বরভঙ্গ নিবারিত হইয়া থাকে।

ব্যাঘ্রী ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ চারি সের, কণ্টকারীর রস ।৬ ষোল সের, (সরস কণ্টকারী অভাবে গোক্ষুরী এবং ত্রিকটু মিলিত /১ এক সের ; একত্রে পাক করিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান বস্কা দুগ্ধ। এই ঘৃত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার স্বরভেদ এবং কাস নিবারিত হয়।

সারস্বত বা ব্যাঘ্রী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, মূল এবং পত্র সহিত জলধৌত এবং সুপীষ্ট ব্রাহ্মী শাকের রস ।৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল এবং হরীতকী ; প্রত্যেক চূর্ণ অর্দ্ধ পোয়া। পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি এবং বচ, প্রত্যেক চূর্ণ ২ দুই তোলা। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার স্বরভেদ নিবারিত হয়।

ত্র্যম্বকাভ্র।

অভ্র, স্রোতোঞ্জন এবং মরিচ ; প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ পোয়া লইয়া কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপুল মূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা এবং গুলঞ্চ ; ইহাদের প্রত্যেকের ৵০ অর্দ্ধ পোয়া পরিমিত রসে পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া, এক রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত ও মধু। ইহা সেবনে স্বরভঙ্গ, হিক্কা প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

পথ্য।

মুগ, মসুরযূষ, দুগ্ধ, অন্ন, রুটী ইত্যাদি।

স্বরভেদ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অরোচক রোগ।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক ভেদে পাঁচ প্রকার অরোচক হয়।

শোক, ভয়, অনিষ্টকর বস্তুর প্রতি লোভ, ক্রোধ এবং মনের বিকারজনিত দ্রব্য আহার করা কিম্বা তাহার প্রতি দৃষ্টি করা, কি ঘ্রাণ লওয়া; এই সকল কারণ জন্য আগন্তুক অরোচক রোগ উৎপন্ন হয়।

বাতজ অরোচকে,—দন্তহর্ষ ও মুখের কষায়ত্ব হয়। পিত্তজ অরোচকে,—মুখ দুর্গন্ধ, কটু, অম্ল, উষ্ণ, রসশূন্য ও লবণযুক্ত হয়। কফজ-অরোচকে,—মুখের মধুরতা পিচ্ছিলতা গুরুত্ব এবং শীতলত্ব হয়, ভোজনে স্পৃহা জন্মে না এবং কফ জন্য মুখ আবৃত হইয়া থাকে। আগন্তুক অরোচকে.—মুখ স্বাভাবিক রূপেই থাকে। সান্নিপাতিক অরোচকে,—বাত, পিত্ত এবং কফজ এই তিন প্রকার অরোচকে যে যে প্রকার মুখ হয়, সেই সর্ব্বপ্রকার রসযুক্ত হইয়া থাকে।

বাতজ অরোচকে,—হৃদয় শূলযুক্ত। পিত্তজ-অরোচকে,—তৃষ্ণা, দাহ ও বিস্তারিতরূপে চোষণবৎ পীড়া; কফজ-অরোচকে,—কফপ্রসেক এবং সান্নিপাতিক অরোচকে,—বহু প্রকার বেদনা এবং আগন্তুক-অরোচকে,—মানসিক ব্যাকুলতা, মোহ এবং জড়তা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।

অরোচক রোগের চিকিৎসা।

ক্ষুদ্রযোগ।

কচি দাড়িমের রস, জীরা এবং চিনি; মধুর সহিত অবলেহ করিলে,—লোধকাষ্ঠ, চই হরীতকী, ত্রিকটু ও যবক্ষার; সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে, কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিটলবণ সমভাগ চূর্ণ তৈলের সহিত গুলিয়া মুখে ধারণ করিলে;— আমলা, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, পিপুল, রক্তচন্দন ও শুঁদি পুষ্প; সমভাগ সূক্ষ্ম চূর্ণ; মধু এবং তৈলের সহিত গুলিয়া মুখে ধারণ করিলে, সর্ব্বপ্রকার অরোচক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

গুড়ত্বক, মুথা, এলাইচ এবং ধনে, সমভাগ সূক্ষ্ম চূর্ণ। গুড়ত্বক, দারুহরিদ্রা ও যমানী সমভাগ চূর্ণ, পিপুল ও খই চূর্ণ। তেঁতুল ও যমানী চূর্ণ। এই কএক প্রকার যোগ সমভাগ সূক্ষ্ম চূর্ণ সর্ব্বদা মুখে ধারণ করিলে মুখশুদ্ধি এবং সর্ব্বপ্রকার অরোচক রোগ আরোগ্য হয়

তেঁতুল এবং গুড়, জলে গুলিয়া, তাহার সহিত গুড়ত্বক, এলাইচ ও মরিচ চূর্ণ কিঞ্চিৎ মিলিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, অভক্তচ্ছন্দ রোগ (অন্নে রুচি না থাকে) নিবারিত হয়।

কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, কিসমিস, আমরুল শাক, দাড়িম, সচললবণ, গুড় ও মধু, দাড়িমের রস, বিটলবণ ও মধু একত্রে মিলিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অরোচক রোগ আরোগ্য হয়।

কলহংস।

সজিনাবীজ ১৮ টা, মরিচ ১০ টা, পিপুল ২০টা, আদা অর্দ্ধ পোয়া, গুড় ৴০ অর্দ্ধ পোয়া, কাঞ্জি ৮ আট সের ও বিটলবণ ৴০ অর্দ্ধ পোয়া; এই সমুদায় বস্তু একত্রে দণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে মন্থন করিয়া তাহার সহিত গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ এবং নাগেশ্বর মিলিত ৴০ অর্দ্ধ পোয়া মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কণ্ঠস্বর অতি উৎকৃষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া সর্ব্বপ্রকার অরোচক রোগ নিবারিত হয়।

তিন্তিড়ি পালক।

বীজ রহিত সুপক্ক তেঁতুল /॥০ আড়াই পোয়া, চিনি /২॥০ আড়াই সের, সূক্ষ্ম চূর্ণ ধনে ৪ তোলা, আদা ৪ তোলা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ এবং নাগেশ্বর; প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। জল উনচল্লিশ পোয়া দুই ছটাক দুই তোলা। এই সমুদায় নূতন মাটীর পাত্রে আলোড়ন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে অগুরু কর্পূরাদি সুবাসিত করিয়া ৪ দণ্ড কাল রাখিবে। এই রাজযোগ্য পানীয় সেবনে সর্ব্বপ্রকার অরোচক রোগ আরোগ্য হয়।

রসকেশরী।

পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা এবং মিঠা ২ মাষা; এই সমুদায় দন্তীর ক্কাথে মর্দ্দন করিয়া, মাষকলাই প্রমাণ বটীকা করিবে। গুড়ের সহিত এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অরুচি, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য রোগ আরোগ্য হয়।

অরোচক রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

ছর্দ্দি রোগ।

ছর্দ্দি (বমন) পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুজ।

অত্যন্ত দ্রব, অধিক শীতল, অহৃদ্য এবং লবণাক্ত দ্রব্য সেবন হেতু; অধিক পরিমাণে অসময়ে কিম্বা অসাধ্য আহার জন্য; অধিক শীঘ্র আহার দ্বারা, শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ এবং

কৃমিদোষ হেতু ; বিকৃতি দর্শন প্রভৃতিতে এবং স্ত্রীদিগের আপন স্বত্ব (অর্থাৎ গর্ভাবস্থার জন্য) কুপিত দোষ আশু বল প্রাপ্ত হইয়া, মুখে উঠিয়া অঙ্গ ভঙ্গ সহকারে মুখকে পীড়ন ও আচ্ছাদন করে।

ছর্দ্দি হইবার অগ্রে বমন ইচ্ছা, উদ্গাররোধ, মুখ হইতে জল উঠে, মুখ লবণাক্ত এবং অন্নপানাদিতে বিতৃষ্ণা জন্মে।

বাতজ ছর্দ্দিতে,—হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক এবং নাভিস্থলে বেদনা জন্মে ; কাস, মুখশোষ এবং স্বরভঙ্গ হয় ; প্রবল শব্দ সহযোগে উদ্গার উঠে এবং অধিক বেগের সহ ফেণা মিলিত, অল্প স্বল্প উষ্ণ কষায় দ্রব্যের কষ্টের সহ বমন হয়।

পিত্তজ ছর্দ্দিতে,—মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা এবং মুখশোষ জন্মে। মস্তক, তালু এবং অক্ষিতে সন্তাপ হয়, ভ্রম জন্মে, অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় অনুভব হয় এবং দাহ সহকারে অত্যন্ত উষ্ণ, তিক্ত, হরিত কিম্বা কৃষ্ণ রক্তবর্ণ দ্রব্যের বমন হয়।

কফজ ছর্দ্দিতে,—মুখ হইতে লালা নিঃসরণ, অন্নে বিদ্বেষ এবং অরুচি জন্মে। তন্দ্রা এবং মুখ মধুর রসযুক্ত হয়। নিদ্রা এবং দেহের গুরুত্ব জন্য আর্ত্ত এবং রোমাঞ্চিত হইয়া অল্প বেদনা সহযোগে শীতল ঘন, স্বাদু পদার্থ বমন হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক ছর্দ্দিতে,—প্রবল শূল, পরিপাক, অরুচি, পিপাসা, শ্বাস এবং প্রমেহ হইয়া থাকে এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি সর্ব্বদা লবণাক্ত, অম্ল, ঘন, উষ্ণ, নীল কিম্বা লোহিতবর্ণ পদার্থ বমন করে। যে সময়ে বায়ু, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ও অম্বুবহ স্রোত সমূহকে অবরোধ করতঃ ঊর্দ্ধগত হয় এবং কোষ্ঠস্থল হইতে সঞ্চিত পিত্তকে কিম্বা কফকে উপরদিকে তুলে, সেই সময়ে রোগাক্রান্তব্যক্তি পিপাসা, শ্বাস এবং হিক্কা দ্বারা ক্লেশিত হইয়া সর্ব্বদা অধিক বেগের সহ বিকার প্রাপ্ত মল এবং মূত্রের সম গন্ধ এবং বর্ণযুক্ত পদার্থ বমন করিয়া থাকে। এইরূপ সান্নিপাতিক ছর্দ্দিরোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সত্বরেই জীবন নষ্ট হয়।

আগন্তুক ছর্দ্দি পঞ্চবিধ। যথা—বীভৎসজা, দৌহৃদজা, অসাত্ম্যজা, আমজা এবং কৃমিজা। আগন্তুক ছর্দ্দিরোগে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি লক্ষণ জন্য দোষ সম্বন্ধ দৃষ্টি করিয়া চিকিৎসা করিবেন। কৃমিজা ছর্দ্দির বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—শূল এবং হৃল্লাসের বাহুল্য এবং কৃমিজনিত হৃদ্রোগের সম লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যে ছর্দ্দিতে রোগাক্রান্তব্যক্তি দুর্ব্বল ও উপদ্রব (অর্থাৎ কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, পিপাসা, অস্থিরতা, হৃদ্রোগ এবং অন্ধকারে প্রবেশানুভব) এই সব উপদ্রবযুক্ত হয় এবং সর্ব্বদা রক্ত এবং পুঁজ মিলিত কিম্বা ময়ূরপুচ্ছের সম বর্ণযুক্ত পদার্থ বমন করে, সেই রোগকে অসাধ্য অনুভব করিতে হইবে। উপদ্রবহীন ছর্দ্দি সাধ্য এবং চিকিৎসা যোগ্য হয়।

সমাপ্ত।

ছর্দ্দি রোগের চিকিৎসা।

ক্ষুদ্রযোগ।

শ্বেত চন্দন ২ তোলা এবং আমলকীর রস ২ তোলা; একত্রে মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবনে বমি নিবারিত হয়।

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া; প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা। এই কাথ পানে বমি নিবারিত হয়।

হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে বমি নিবারিত হয়।

ভাজা মুগ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, জল /২ দুই সের, শেষ /।০ এক পোয়া; খইচূর্ণ /।০ এক পোয়া কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিলিত করিয়া সেবনে বমি, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ এবং জ্বর নিবারিত হয়।

আমলকীর রস ১ তোলা এবং কয়েত বেলের রস ১ তোলা; কিঞ্চিৎ পিপুল, মরিচ চূর্ণ ও মধুর প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, প্রবল বমিরোগ অতি শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

খই চূর্ণ, কয়েতবেলের শস্য, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবনে,—হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরা সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে,—সর্ব্বপ্রকার বমি ও অরুচি নিবারিত হয়।

এলাদি চূর্ণ

এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুল আঁটির শস্য, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্তচন্দন এবং পিপুল; সমভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ। চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

অশ্বত্থের শুষ্কছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে ফেলিয়া নিবাইবে, পরে ঐ জল ছাঁকিয়া পান করিলে শীঘ্র বমি নিবারিত হয়।

ছর্দ্দিরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

তৃষ্ণা।

ভয়, শ্রম এবং বলনাশ হেতু অথবা পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন জন্য, পিত্ত এবং বায়ু দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করত তালুতে প্রাপ্ত হয়; তাহাতে তৃষ্ণা উৎপাদিত হইয়া থাকে, কিম্বা অন্য,—কফ এবং আমের দ্বারা জলবহ স্রোত দূষিত হইয়া মনুষ্যের পিপাসা উৎপাদিত হয়।

তৃষ্ণা নানা প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষয়জ, আমজ এবং আহারজনিত,—

বাতজ তৃষ্ণাতে,—মুখ মলিন এবং বিরস হয়, মস্তক এবং কপালে বেদনা হইয়া থাকে,

এবং অম্বুবাহী-ধমনীর অবরোধ হয় এবং শীতল জল ব্যবহার করিলে রোগ বৃদ্ধি হইয়া উঠে।

পিত্তজ তৃষ্ণাতে,—মূর্চ্ছা, অন্নে অরুচি, প্রলাপ, দাহ, নয়ন লোহিতবর্ণ, অত্যন্ত মুখশোষ, শীতল দ্রব্যাদিতে ইচ্ছা, মুখ তিক্ত এবং শরীর সন্তাপযুক্ত হয়। কফজ-তৃষ্ণাতে,—আপন স্বভাবে কুপিত কফ অন্তরাগ্নিকে আচ্ছাদন করত এবং পাবক উষ্মাকে অধোমুখ করিয়া নিম্নস্থিত অম্বুবহ স্রোতকে শোষণ করিয়া লোকের তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই রোগে নিদ্রা প্রবল, দেহের গুরুত্ব, মুখের মধুরতা এবং শুষ্কতা ও তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়। অস্ত্রাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত লোকের বেদনা এবং রক্ত নিক্ষেপ হেতু চতুর্থরূপ তৃষ্ণা সমুদ্ভব হইয়া থাকে।

রসক্ষয় হেতু যে তৃষ্ণা জন্মে, তাহাকে ক্ষয়জ-তৃষ্ণা বলা যায়। ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দিবানিশি জল সেবন করিলেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না এবং রসক্ষয়োক্ত সাকল্য লক্ষণ পরিদর্শন করিয়া থাকে, এমত রসক্ষয় তৃষ্ণাকে কোন কোন চিকিৎসক সান্নিপাতিক তৃষ্ণা বলিয়া উল্লেখ করেন।

আমজ তৃষ্ণা,—সান্নিপাতিক তৃষ্ণার সমতুল্য লক্ষণযুক্ত হয়। আমজ তৃষ্ণায় হৃদয়ে বেদনা, নিষ্ঠীবন ও অঙ্গাবসাদ হইয়া থাকে।

আহারজনিত তৃষ্ণা,—স্নেহযুক্ত অম্ল লবণাক্ত এবং গুরু অন্ন সেবন জন্য সত্বরেই তৃষ্ণা উদ্ভব হইয়া থাকে। যে রোগাক্রান্তব্যক্তির ঘাম, মূর্চ্ছা, ক্লান্তি, কণ্ঠ, গলা এবং তালুতে শোষ প্রভৃতি উপসর্গ উপলব্ধি হয়, তাহার সেই তৃষ্ণা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে।

জ্বর, মূর্চ্ছা, ক্ষয়কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগগ্রস্থ এবং রোগ জন্য কৃশ এবং বমনজন্য কাতর ব্যক্তিগণের সর্ব্বরূপ অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ ঘোর এবং উপদ্রবযুক্ত তৃষ্ণাকে মরণের লক্ষণ জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

তৃষ্ণা রোগের চিকিৎসা।

গুড়সংযুক্ত দধি, শীতল ও পুষ্টিকারক রস ও গুলঞ্চের রস পানে বাতজতৃষ্ণা রোগ নিবৃত্তি হয়।

পাকা ডুমুরের রস কিম্বা কাথ পানে অথবা শারিবাদি (অনন্তমূল, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারিপত্র, মউলফুল এবং বেণামূল, মিলিত ২ তোলা, ৵৹ তিন ছটাক জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ঐ জল পান করিলে, পিত্তজ তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয়।

খই ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া, ⁄১ এক সের উষ্ণজলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া, মধু ৪ মাষা, গাম্ভারিফল চূর্ণ ৪ মাষা ও চিনি ৪ মাষা মিলিত করিয়া পান করিলে, তৃষ্ণারোগ নিবারিত হয়।

নিমপত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল ঈষদুষ্ণ পান করাইলে বমন হইয়া কফজ তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়।

মাংসের যুষ বা রক্ত পানে ক্ষতজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

দুগ্ধমিশ্রিত জল, মাংসযুষ বা মধু মিশ্রিত জল পানে ক্ষয়জ তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়।

দুগ্ধ এবং মধুর রস দ্বারা ছাগমাংস পাক করিয়া তাহার শীতল যুষ পান করিলে অতিশয় দুর্ব্বল ব্যাধির তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয়।

কিসমিস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ, মধু অথবা শুঁদিফুলের রস নাসিকা দ্বারা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রবল তৃষ্ণা শান্তি হইয়া থাকে।

আম বা জামের কচিপত্র সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত পানে, বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

বটের ঝুরি, চিনি, লোধকাষ্ঠ, দাড়িম, যষ্টিমধু ; একত্রে পেষণ করিয়া, তণ্ডুলের জলের সহ সেবন করিলে, বমি এবং তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

মধুর গণ্ডুষ মুখে ধারণ করিলে দাহ এবং তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

বটের ঝুরি, কুড়, খই, মধু এবং শুঁদিপুষ্প ; এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া এই গুড়িকা মুখে রাখিলে শীঘ্র তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়।

অধিক তৃষ্ণাযুক্ত ব্যক্তিকে কোন অবস্থাতেই শীতল জল পানে নিষেধ করিবে না ; কারণ অধিক তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা জন্মে এবং ঐ মূর্চ্ছাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় ; কিন্তু অধিক জল পান করিতে দিবে না।

আমছাল এবং জামছাল ইহাদের কাথ পান করিলে অথবা ইহাদের রস মধু মিশ্রিত করিয়া কেবল (কুলি) করিলে তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয়।

তৃষ্ণারোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

মূর্চ্ছা, ভ্রম, নিদ্রা ও সংন্যাস রোগ।

ক্ষীণ, বহুদোষবিশিষ্ট, বিরুদ্ধ আহারভোজী, মলমূত্রাদির বেগরোধী, আঘাতপ্রাপ্ত কিম্বা হীনবল মানবদিগের উগ্রতর দোষ সকল যে সময়ে আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়াদিতে প্রবিষ্ট হয়, তৎকালে মনুষ্য মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাত প্রভৃতি দোষের দ্বারা সংজ্ঞাবহ নাড়ী সমূহ আবৃত হইলে, অকস্মাৎ সুখদুঃখহন্তা তমোগুণ বাড়িয়া উঠে এবং তজ্জন্য মনুষ্য কাষ্ঠের সম ভূমিতে নিপতিত হইয়া থাকে। এই রোগকে মোহ এবং মূর্চ্ছা বলা যায়।

মূর্চ্ছা ছয় প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মদ্যজ এবং বিষজনিত, এই ছয় প্রকার রোগেই পিত্তকে প্রধান জানিতে হইবে। মূর্চ্ছা উৎপন্ন হইবার অগ্রে, হৃৎপীড়া, হাই, দেহের গ্লানি এবং জ্ঞানের দুর্ব্বলতা বোধ হইয়া থাকে।

বাতজমূর্চ্ছারোগে,—রোগী আকাশকে নীল, কৃষ্ণ কিম্বা অরুণবর্ণ দেখিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু পুনর্ব্বার সত্বরেই জ্ঞানলাভ করে। কম্প, অঙ্গমর্দ্দন, হৃদয়ের পীড়া এবং দুর্ব্বলতা হয় এবং চর্ম্মশ্যাব কিম্বা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে।

পিত্তজ মূর্চ্ছারোগে,—রোগী আকাশকে লোহিত হরিৎ কিম্বা পীতবর্ণ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, এবং ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পুনর্ব্বার চেতন লাভ করে। তৃষ্ণা ও সন্তাপ হইয়া থাকে, নেত্র লোহিত, পীত কিম্বা অরুণবর্ণ হয়, মলত্যাগ করে এবং গাত্র পীতবর্ণ হয়।

কফজ মূর্চ্ছারোগে,—রোগী আকাশকে মেঘাবৃত কিম্বা অন্ধকারময় অবলোকন করিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, অধিকক্ষণ পরে চেতন প্রাপ্ত হয়। আর্দ্র চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিতের সম গাত্রের গুরুতা বোধ হয়, মুখ হইতে লালা নিঃসরণ হইয়া থাকে এবং বমনভাব উপস্থিত হয়।

সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে,—রোগী বাত, পিত্ত এবং কফজ রোগের ত্রিবিধ লক্ষণ প্রাপ্ত হয়; এবং মৃগীরোগের সম অতি সত্বরেই ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়ে, কিন্তু ইহাতে মৃগীরোগের সম মুখে ফেণা, দন্তসংঘটন এবং নেত্র বিভঙ্গি আদি হয় না। সান্নিপাতিক মূর্চ্ছা এবং মৃগী-রোগের এইমাত্র প্রভেদ জানিতে হইবে।

রক্তজ মূর্চ্ছারোগে,—পৃথিবী এবং জলে অধিক পরিমাণে তমোগুণ আছে এবং রক্তগন্ধ পৃথিবী এবং জল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, একারণ রক্তগন্ধ দ্বারা তমোগুণযুক্ত মনুষ্যগণ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ কহেন, রক্ত দর্শন মাত্রে যে মূর্চ্ছা হয়, তাহা দ্রব্যের স্বভাব জন্য। রক্তজমূর্চ্ছাতে, অঙ্গ এবং নেত্রের স্তব্ধতা ও অস্পষ্ট শ্বাস ত্যাগ হইয়া থাকে।

মদ্যজ এবং বিষজ মূর্চ্ছারোগ। মদ্যে এবং বিষে তীব্রতর গুণযুক্ত পদার্থ আছে একারণ ঐ বিষ ও মদ্য দ্বারা মনুষ্যের মূর্চ্ছা উৎপন্ন হইয়া থাকে। মদ্যজমূর্চ্ছারোগে,—বুদ্ধিনষ্ট ও ভ্রম হইয়া থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত সুরা পরিপাক না হয়, তাবৎ কালাবধি রোগী বিলাপ করতঃ ভূমিতে শয়ন করিয়া রহে এবং হস্ত পদ নিক্ষেপ করে। বিষজমূর্চ্ছারোগে,—কম্প, নিদ্রাসক্ত এবং পিপাসা হয় এবং রোগী অন্ধকারে প্রবেশ অনুভব করে এবং যে বিষ যে প্রকার, সেইরূপ তীব্রতর লক্ষণ উৎপাদিত হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা, ভ্রম, তন্দ্রা এবং নিদ্রা।

মূর্চ্ছা,—পিত্ত এবং তমোগুণের প্রাধান্য জন্য উৎপন্ন হয়।

ভ্রম,—পিত্ত, বায়ু এবং রজোগুণ হইতে জন্মে। যে রোগে শরীর সর্ব্বক্ষণ চক্রের সম ঘূর্ণায়মান হয় এবং ভূমিতে পতিত হয়, তাহাকে ভ্রম কহে।

তন্দ্রা,—বায়ু এবং রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্দ্রা জন্য মনুষ্য ইন্দ্রিয় সমূহ আপন আপন বিষয়ে চেষ্টাশূন্য হয়, শরীরের ভার, হাই এবং ক্লান্তি হইতে থাকে এবং লোক নিদ্রাভিভূতের সম হইয়া পড়ে।

নিদ্রা,—কফ এবং তমোগুণ হইতে জন্মে।

মদ্যজনিত মূর্চ্ছা এবং সংন্যাস।

সংন্যাস রোগ,—ঔষধ সেবন ভিন্ন উপশম হয় না। মদ্যজনিত মূর্চ্ছা দোষের বেগ উপশম হইলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রাণস্থানস্থিত অত্যন্ত বলিষ্ঠ কুপিত দোষ, শরীর, বাক্য এবং মানসিক চেষ্টাকে বিনষ্ট করতঃ দুর্ব্বল মানবকে মোহযুক্ত করিয়া থাকে, এবং সেই মোহযুক্ত রোগী কাষ্ঠের সম মৃতদেহের ন্যায় ভূমিতে পতিত হয়। আশু ফলপ্রদ চিকিৎসা না হইলে সত্বরেই রোগীর প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।

মূর্চ্ছা, ভ্রম, নিদ্রা ও ন্যাস রোগের চিকিৎসা।

সর্ব্বপ্রকার মূর্চ্ছা রোগে,—শীতল জলাভিষেক ও শীতল জলে অবগাহন, গাত্রে উশীর ও চন্দনাদি লেপন, তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন, কর্পূরাদিবাসিত সুশীতল পানীয়, এই সমুদায় বিশেষ উপকারী জানিবে।

রক্তদর্শন জন্য-মূর্চ্ছাতে,—শীতক্রিয়া কর্ত্তব্য।

মদ্যপান-জন্য মূর্চ্ছাতে,—বমনকারক ঔষধ দ্বারা উদরস্থ মদ্য বমন করাইয়া রোগীকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিবে।

বিষজ-মূর্চ্ছারোগে,—বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতিকার করিবে।

কুল আটীর শস্য, পিপুল, বেণারমূল এবং নাগেশ্বর; এই সমুদায় শীতল জলে বাটীয়া সেবনে অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু একত্রিত করিয়া অবলেহ করিলে সর্ব্বপ্রকার মূর্চ্ছা, ভ্রম এবং সংন্যাস রোগ নিবারিত হয়।

দুরালভার কাথ ঘৃতের সহিত সেবনে মূর্চ্ছা, ভ্রম এবং সংন্যাস রোগ নিবারিত হয়। এই রোগে দুগ্ধ অতি হিতকারী জানিবে।

পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন ও শিলাজতু প্রভৃতি রাসায়নিক ঔষধ সেবনে, উল্লিখিত সমস্ত রোগের শান্তি হয়।

প্রতিদিন রাত্রে ত্রিফলা চূর্ণ ও মধু এবং প্রাতে আদা ও গুড় সেবনে এবং সুপথ্য ভোজন করিলে, এক সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার মূর্চ্ছা, ভ্রম, সংন্যাস, কামলা ও উন্মাদ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

সংন্যাসরোগে মূর্চ্ছাবস্থায় অপস্মারোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন সকল ব্যবস্থেয়। রশুন কিম্বা মরিচ চূর্ণের নস্য গ্রহণ, সূচিবেধ, উষ্ণ লৌহশলাকাদি দ্বারা নখের অভ্যন্তরে পীড়ন, কেশাদি ও লোমাদি আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন ও গাত্রে আলকুশী ঘর্ষণ এই সকল ক্রিয়াতে রোগীর সংজ্ঞাগাত হয়।

পিপুলচূর্ণ এবং গুড় একত্রে মিলিত করিয়া সেবন করিলে চিরপ্রণষ্ট নিদ্রা পুনঃ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইক্ষু, পুঁইশাক, মাষকলাই, মদ্য, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, গোধূম, গুড় ও মৎস্য; এই সকল দ্রব্য ভোজন করিলে অথবা সিদ্ধি দুগ্ধে বাটিয়া পাদদ্বয়ে লেপন করিলে সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

মূর্চ্ছা, ভ্রম, নিদ্রা ও সংন্যাস রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং পান-বিভ্রম রোগ।

বিষের যে সকল গুণ আছে, মদ্যতেও সেই সমস্ত গুণ দেখা যায়; তজ্জন্য অনিয়মিতরূপে সুরা সেবন করিলে উগ্র-মদাত্যয় নামক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু মদ্য স্বভাবতঃ অন্নের স্বরূপ জানিতে হইবে, এবং অন্নের সম অপরিমিতরূপে ব্যবহৃত হইলে রোগোৎপন্ন হয়. পরিমিতরূপে সেবন করিলে অমৃতের সম ফল দর্শায়। যে অন্ন মনুষ্যগণের প্রাণস্বরূপ; সেই অন্ন অযুক্তরূপে আহার করিলে প্রাণনাশক হয়; এবং প্রাণনাশক যে বিষ, তাহা পরিমিতরূপে সেবন করিলে রাসায়নিক অর্থাৎ ফলদায়ক হয়. সেইরূপ নিয়মিতরূপে উচিত মাত্রায় ঘৃতাদি স্নিগ্ধ দ্রব্য ও মাংসাদির সহ সুরা সেবন করিলে বল এবং আয়ুবৃদ্ধি, শরীরের রমণীয়তা, মনের সন্তোষ, তেজ এবং বিক্রম বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মদমত্ততা চারি প্রকার। যথা—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ। মদের প্রথমাবস্থা অত্যন্ত মনোরম এবং সুখজনক; এই অবস্থায় বুদ্ধি স্মৃতি প্রীতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং পান, অন্ন, নিদ্রা, রতি, অধ্যয়ন এবং সংগীতাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং স্বর বর্দ্ধিত হয়। দ্বিতীয়াবস্থায়,—বুদ্ধি, স্মৃতি ও বাক্যের অস্পষ্টতা হয়, এবং মদ্যপায়ী বিরুদ্ধ চেষ্টায় রত, ভীষণ মূর্ত্তি ও উন্মত্তের সম হইয়া, পুনঃ পুনঃ আলস্য এবং নিদ্রাভিভূত হয়। তৃতীয়াবস্থায়, পানশীল ব্যক্তি পৃথক কিম্বা স্বাধীন থাকিতে পারে না, অগম্যা স্ত্রীতে গমন, গুরুতর ব্যক্তিকে অমান্য এবং অখাদ্য ভক্ষণে রত হয়, জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে এবং মনের গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে। চতুর্থাবস্থায়,—দুর্ব্বৃত্ত মদ্যপ্রিয় মানব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্যে জ্ঞানশূন্য হইয়া ভগ্নকাষ্ঠের সম অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং মৃত লোকেরও অধম হয়; এইরূপ অবস্থায় পতিত হইতে কোন জ্ঞানী স্বাধীন কিম্বা কৃতকৃত্য ব্যক্তি কেহই ইচ্ছা করেন না (যেরূপ হিংস্রজন্তুসংকীর্ণ দুর্গম বর্ত্ম বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।)

অভুক্তাবস্থায় অধিক মাত্রায় সুরা সেবন করিলে, অত্যন্ত কষ্ট এবং পানাত্যয়াদি রোগ সকল উদ্ভব হয়, এবং দেহ নষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রোধিত, ভয়ার্ত্ত, পিপাসিত, ক্ষুধিত, কিম্বা শোকাতুর ব্যক্তি; মল্লক্রিয়া, ভারবহন, এবং যে ব্যক্তি আহার জীর্ণ না হইলে আহার করে ও উষ্ণাভিতপ্ত ব্যক্তি, মদ্যপান কিম্বা দ্রুতগমন জন্য হীনবল ব্যক্তি, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ কিম্বা আঘাতিত ব্যক্তি মদ্যপান করিলে, পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং পান বিভ্রম রোগে প্রপীড়িত হয়।

পানাত্যয়।

বাতাধিক্য পানাত্যয়ে,—হিক্কা, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল, নিদ্রাহীন এবং অধিক প্রলাপ হয়।

পিত্তাধিক্য পানাত্যয়ে,—পিপাসা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, মোহ, অতিসার, বিভ্রম এবং কলেবর হরিৎবর্ণ হইয়া থাকে।

কফাধিক্য পানাত্যয়ে,—বমী, অরুচি, বমনেচ্ছা তন্দ্রা; শরীরের আর্দ্রতা, গুরুত্ব এবং শীতলত্ব হয়।

ত্রিদোষযুক্ত পানাত্যয়ে,—বাত, পিত্ত এবং কফের উপরোক্ত সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

পরমদ।

পরমদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির নাসিকা হইতে স্রাব নির্গমন, দেহের গুরুত্ব, মুখ বিরস, সন্ধি সকলে ভেদন সম বেদনা, শিরঃপীড়া, মল এবং মূত্রের বদ্ধতা, তন্দ্রা, তৃষ্ণা এবং অরুচি হইয়া থাকে।

পানাজীর্ণ।

পানাজীর্ণ রোগীর উদর ফাঁপ, উদগার উঠে এবং সমস্ত শরীরে দাহ হয়।

পান বিভ্রম।

পানবিভ্রম-রোগীর,—শরীর এবং হৃদয়ে বেদনা, কফনিঃসরণ, কণ্ঠ হইতে ধূমসম নির্গত অনুভব, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, শিরঃপীড়া এবং দাহ হয়। সুরা, অন্ন এবং বিকৃত পিষ্টক ভোজনে ইচ্ছা জন্মে।

পানাত্যয়াদি রোগীর নীচের ওষ্ঠ লম্বমান, মুখ তৈলাক্ত সম, জিহ্বা ওষ্ঠ এবং দন্ত, কৃষ্ণ, নীল কিম্বা পীতবর্ণ, নেত্র রক্তবর্ণ এবং দেহের উপর অত্যন্ত শীতল হয় এবং অন্তরে অধিক দাহ অনুভব হয়; এই সকল লক্ষণযুক্ত রোগীকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন।

মদাত্যয়াদি রোগে হিক্কা, জ্বর, বমি, কম্প, পার্শ্বশূল, কাস এবং বিভ্রম এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

সমাপ্ত।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং পানবিভ্রম রোগের চিকিৎসা।

মদের সহিত সচললবণ, ত্রিকটু ও কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইলে, বাতজ পানাত্যয় রোগ উপশমিত হয়।

কতকগুলি খই জলে গুলিয়া, তাহাতে খর্জ্জুর, কিসমিস, তেঁতুল, দাড়িম ও আমলকীর রস মিশ্রিত করিয়া, পান করাইলে সর্ব্বপ্রকার পানাত্যয় রোগ নিবারিত হয়।

চিনির সহিত মুগের যুষ সুস্বাদু মাংসরস পান করাইলে, সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ মদাত্যয় রোগ আরোগ্য হয়; পৈত্তিক মদাত্যয়রোগে শীতক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পঞ্চকোলের কাথ মধ্যে মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইলে, শ্লৈষ্মিক পানাত্যয় রোগ নিবারিত হয়।

সান্নিপাতিক মদাত্যয়-রোগে,—উল্লিখিত ত্রিবিধ চিকিৎসাই কর্ত্তব্য।

মদ্যপান করিয়া যদি তৎকালে ঘৃতসংযুক্ত চিনি ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ মদ্য অতি তীক্ষ্ণবীর্য্য হইলেও কিছুমাত্র মত্ততা উপস্থিত হয় না।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং পানবিভ্রম
রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

দাহ রোগ।

দাহ রোগ সাতপ্রকার। যথা।—মদ্যজ, রক্তজ, পিত্তজ, তৃষ্ণানিরোধ, রক্তপূর্ণ, কোষ্ঠজ, ধাতুক্ষয়জ এবং মর্ম্মাভিঘাতজ।

মদ্যজ দাহ রোগে,—মদ্যপান জন্য কুপিত পিত্তোষ্মা, পিত্ত এবং রক্ত কর্ত্তৃক বৃদ্ধি পাইয়া, যখন চর্ম্মকে আশ্রয় করে, তখন প্রবল দাহ উদ্ভব হয়, পিত্তকুপিত চিকিৎসার সম ইহার চিকিৎসা করা বিধেয়।

রক্তজ দাহ রোগে,—সমস্ত শরীরের রক্ত কুপিত হইয়া শরীরকে দাহন করিতে থাকে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সম্মুখস্থিত অগ্নি দ্বারা সন্তাপিতের সম অনুভব করে। শরীর এবং নেত্রযুগল তাম্রবর্ণ হয়, পিপাসা প্রবল এবং বদনে ও গাত্রে লৌহ সম গন্ধ হয়।

পিত্তজ দাহ রোগে,—পিত্ত-জ্বরের যে সকল লক্ষণ, তাহাই উৎপন্ন হয় এবং পিত্তজ্বরের চিকিৎসা সম চিকিৎসা করা বিধেয়।

তৃষ্ণানিরোধজ দাহ রোগে,—যে মনুষ্য তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া জলপান না করে, তাহার রসধাতু ক্ষীণ হইয়া পিত্তের উষ্মা বর্দ্ধন করে। দেহের উপর এবং ভিতর জ্বলিতে থাকে, গলা, তালু এবং ওষ্ঠ পরিশুষ্ক হয়, মুখ হইতে জিহ্বা বহির্গত হইয়া কম্পিত হইতে থাকে।

শস্ত্রাদি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া কোন কোষ্ঠ রক্ত পূর্ণ হইলে যে দাহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ কহে। এই রোগ অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য।

ধাতুক্ষয়জ দাহরোগে,—মূর্চ্ছা, পিপাসা, ক্ষীণস্বর এবং নিশ্চেষ্টতা হয়, এবং দাহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে, রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে।

মর্ম্মস্থানে আঘাত জন্য যে দাহ উৎপাদিত হয়, তাহাকে মর্ম্মাভিঘাত দাহ কহে, রোগীর দেহ শীতল হইলে সকল প্রকার দাহ রোগকেই অসাধ্য জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

দাহ রোগের চিকিৎসা।

পৈত্তিকজ্বরে—দাহ নিবারণের যে প্রকার চিকিৎসা বলা হইয়াছে, পিত্তজদাহরোগেও সেই সকল চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

দাহার্ত্ত ব্যক্তিকে পদ্মপত্রে কিম্বা কদলী পত্রে শয়ন করাইয়া চন্দনজলসিক্ত তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিয়া নিদ্রিত করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দাহ নিবারিত হয়।

সেচন, অবগাহন ও ব্যজনার্থ শীতল জল প্রশস্ত, তদ্দ্বারা তৃষ্ণা এবং দাহ নিবারিত হয়।

প্রিয়ঙ্গু, লোধকাষ্ঠ, বেণামূল, নাগেশ্বর, তেজপত্র এবং মুথা; এই সমুদায় পেষণ করিয়া অগুরু চন্দনের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার দাহ রোগ নিবারিত হয়।

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল এবং রক্তচন্দনচূর্ণসংযুক্ত জলপরিপূর্ণ টবে অবগাহন করিলে দাহ নিবারিত হয়।

শীতলজলপূর্ণ টবে অবগাহন করিলে দাহ রোগ নিবারিত হয়।

দাহ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

উন্মাদ ও ভূতোন্মাদ রোগ।

যে রোগে কুপিত দোষ বিমার্গগামী হইয়া, মনবিভ্রম উৎপাদন করে, সেই মানসিক রোগকে উন্মাদ রোগ কহে। উন্মাদ রোগ ছয় প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, শোকজ এবং বিষজ।

উন্মাদরোগ অপ্রবৃদ্ধ অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় মদ নামে ব্যক্ত হয়। বিরুদ্ধ, দুষ্ট ও অশুচি ভোজন, দেবতা, গুরু ও বিপ্রের শাপ ভয় কিম্বা হর্ষ জন্য; মনোভিঘাত এবং অসাধ্য সাধনাদিতে চেষ্টা করা; এই সকল কারণ হইতে উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপরোক্ত বাতাদি কুপিত দোষ, মনের নিবাসস্থল হৃদয়কে দোষযুক্ত করিয়া এবং মনোবহ স্রোত সকলে স্থাপিত হইয়া, অল্প জ্ঞানযুক্ত মনুষ্যের চিত্তকে আশু মোহযুক্ত করে। সাধারণ উন্মাদ রোগে,—বুদ্ধির ভ্রান্তি, চিত্তের চঞ্চলতা, পর্য্যাকুলাদৃষ্টি, অধীরতা, অসম্বদ্ধ বাক্য কথন এবং হৃদয়ের শূন্যতা হয়।

বাতজ উন্মাদ রোগ।

রুক্ষ, অল্প এবং শীতল অন্ন সেবন, বিরেচন এবং ধাতুক্ষয় কিম্বা উপবাসাদি জন্য বায়ু অত্যন্ত বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া, চিন্তাযুক্ত হৃদয়কে দোষবিশিষ্ট করিয়া, বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তিকে সত্বরে বিনষ্ট করতঃ বাতজ উন্মাদ রোগ উৎপন্ন করে। এই বাতজ উন্মাদরোগাক্রান্ত ব্যক্তি

বৃথাহাস্য ঈষৎ হাস্য করে, নৃত্যগীতাদিতে রত হয়, অধিক বাক্য কহে অঙ্গ চালনা এবং ক্রন্দনাদিও করে। রোগীর গাত্রের কৃশত্ব কর্কশতা এবং অরুণ বর্ণতা হয় এবং আহার জীর্ণ হইলে রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিত্তজ উন্মাদ রোগ।

অজীর্ণকর, কটু, অম্ল, বিদাহী (ভাজা পোড়া ইত্যাদি) ও উষ্ণ দ্রব্যাদি সেবন জন্য হৃদয়স্থিত সঞ্চিত পিত্ত দূষিত হইয়া, অবশেন্দ্রিয় মনুষ্যগণের চিত্তকে দোষাক্রান্ত করিয়া সত্বরেই উৎকট পিত্তজ উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে রোগাক্রান্তব্যক্তি অসহিষ্ণু এবং সর্ব্বক্ষণ দোষযুক্ত হয়, উলঙ্গ হইয়া থাকে, লোককে ভয় দেখায়, সর্ব্বদা পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। শীতল ছায়া জল এবং অন্নে স্পৃহা জন্মে, কলেবর উষ্ণ এবং হরিদ্রাবর্ণযুক্ত হয়।

কফজ উন্মাদ রোগ।

চেষ্টাহীন মনুষ্যের অধিক আহার জন্য পিত্তের সহ কফ দূষিত হইয়া, হৃদয় বুদ্ধি এবং স্মরণশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া মনকে মোহাক্রান্ত করতঃ কফজ উন্মাদ রোগ জন্মে। এই কফজ উন্মাদরোগে, রোগাক্রান্তব্যক্তি অল্প বাক্য কহে, কখন জনশূন্য স্থানে থাকিতে ইচ্ছা করে, কখন স্ত্রীতে অভিলাষ হয়, কখন নিদ্রান্বিত হইয়া রহে। ত্বক, মূত্র, চক্ষু এবং নখ প্রভৃতি শুক্লবর্ণ হয় ; অরুচি, বমন এবং লালাস্রাব হইয়া থাকে, আহার করিলে রোগ বাড়িয়া উঠে।

সান্নিপাতিক উন্মাদ রোগ।

পূর্ব্বোক্ত বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ উন্মাদরোগের সকল রূপ লক্ষণ মিলিত দ্বারা সান্নিপাতজ উন্মাদরোগ উৎপন্ন হয়। সর্ব্বলক্ষণযুক্ত বিরুদ্ধ চিকিৎসনীয় হইলে চিকিৎসক রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন।

শোকজ উন্মাদ রোগ।

তস্কর, রাজপুরুষ, বৈরি কিম্বা অন্য কোন কারণ বশতঃ ত্রাসযুক্ত, ধন কিম্বা বন্ধুনাশ হেতু, কিম্বা অভিলষিত প্রিয়জন অলাভ জন্য মনুষ্যের পিত্ত অত্যন্ত ক্ষোভিত হইলে উৎকট মানসিক বিকার অর্থাৎ শোকজ-উন্মাদ রোগ উৎপাদিত হয়। এই রোগে রোগী জ্ঞানহীন হইয়া নানারূপ কথা কহে, গোপনীয় কথা ব্যক্ত করে এবং গীত হাস্য এবং ক্রন্দন করিতে থাকে।

বিষজ উন্মাদ রোগ।

বিষজ উন্মাদরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তির নেত্র রক্তিমবর্ণ, মুখ শ্যাববর্ণ, বল, ইন্দ্রিয় এবং দেহের দীপ্তি নষ্ট হইয়া থাকে।

উন্মাদ রোগের অসাধ্য লক্ষণ।

যে উন্মাদরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ অধোমুখে কিম্বা উর্দ্ধমুখে অবস্থিতি করে, মাংস এবং বল ক্ষয় হয় এবং নিদ্রা হয় না, সে রোগ অসাধ্য।

ভূতোন্মাদ রোগ।

যে উন্মাদরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তির বাক্য, বীর্য্য, দৈহিক চেষ্টা, তত্ত্বজ্ঞান এবং শিল্পাদি জ্ঞানের অন্যথা হয় এবং রোগের উন্মাদ ও শান্তির কাল নিশ্চয় থাকে না, তাহাকে ভূতোন্মাদ রোগ বলা যায়। ভূতোন্মাদ রোগ অষ্টবিধ। যথা—দেবগ্রহ ১, অসুরগ্রহ ২, গন্ধর্ব্বগ্রহ ৩, যক্ষগ্রহ ৪, পিতৃগ্রহ ৫, ভুজঙ্গগ্রহ ৬, পিশাচগ্রহ ৭ এবং রাক্ষসগ্রহ ৮।

১। দেবগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি হৃষ্টচিত্ত এবং শুদ্ধাচারী হয়, সুগন্ধ মাল্য এবং পুষ্পাদির দ্বারা আপনার দেহকে সুসজ্জিত করে, পবিত্র সংস্কৃত ভাষা কহিতে থাকে, তেজবান, স্থিরনেত্রযুক্ত এবং নিদ্রাহীন হয়; সমাগত ব্যক্তিগণকে বরদান এবং ব্রাহ্মণাদির প্রতি ভক্তি করিয়া থাকে।

২। অসুরগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদরোগে,—রোগীর দেহে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, দৃষ্টি, বিমার্গগামী, নেত্র সমুজ্জ্বল হয় এবং মনোমধ্যে কোন ভয় থাকে না। রোগী ব্রাহ্মণ দেবতা এবং গুরুজনের নিন্দা কিম্বা দোষ কীর্ত্তন করে, অন্ন পানাদিতে সন্তোষ লাভ করে না, সর্ব্বদা দুষ্ক্রিয়ান্বিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে।

৩। গন্ধর্ব্বগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ হৃষ্টচিত্ত থাকে, জলমধ্যস্থিত পুলিনে (অর্থাৎ চড়ার উপরে) কিম্বা বনোমধ্যে বাস করিতে ইচ্ছুক হয়; সঙ্গীত, সুগন্ধ দ্রব্যাদি এবং মাল্য প্রভৃতিতে বিশেষ প্রীতি জন্মে, উত্তমরূপে নৃত্য এবং মধুরস্বরে হাস্য করিয়া থাকে।

৪। যক্ষগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদ রোগে,—রোগী সুস্থ, উত্তম এবং রক্তবর্ণ বসন পরিধান করিবার ইচ্ছুক হয়, অল্প বাক্য কহে; নেত্র তাম্রবর্ণ, স্বভাব তেজস্বী, গম্ভীর সহিষ্ণু ও দ্রুতগামী হয় এবং কাহাকে কি প্রদান করিব সর্ব্বদাই এই কথা কহিয়া থাকে।

৫। পিতৃগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি শান্তমন হইয়া এবং বামোত্তরীয় ধারণ করিয়া, পিতা মাতা এবং পূর্ব্ব পুরুষীয় প্রেতদিগকে কুশপত্র রচিত শয্যাতে জল এবং পিণ্ডদান করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি করে (রোগী মাংস, তিল, মিষ্টান্ন এবং পায়স ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে।

৬। ভুজঙ্গগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি উরু যুগলের দ্বারা ভুজঙ্গের সম ভূমিতে গমন করে, কখন কখন জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠের প্রান্তযুগল লেহন করে, সর্ব্বদা ক্রোধযুক্ত হয় এবং গুড়, মধু, দুগ্ধ এবং পায়স ভক্ষণে স্পৃহা জন্মে।

৭। পিশাচগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি উলঙ্গ হইয়া থাকে, দেহ কৃশ, কর্কশ এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়; রোগী নানাপ্রকার প্রলাপ বাক্য কহে, অত্যন্ত অশুচি

ব্যবহার করে, সর্ব্বপ্রকার পান ভোজনে ইচ্ছুক হইয়া অপরিমিত আহার করিয়া থাকে, জনশূন্য বন মধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করে, বিরুদ্ধাচার হইয়া রোদন করিতে করিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

৮। রাক্ষসগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি মাংস, রক্ত এবং নানাবিধ সুরাবিকৃত পানীয় দ্রব্য ভক্ষণে অভিলাষ করে, অত্যন্ত নির্লজ্জ আচার এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে, অত্যন্ত সাহসীক, বলযুক্ত এবং ক্রোধাশক্ত হয়, রাত্রি হইলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং শুদ্ধাচারে বিরত হয়।

ভূতোন্মাদ রোগের অসাধ্য লক্ষণ।

যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অক্ষিযুগল বিকৃত করিয়া থাকে, জিহ্বাদ্বারা ফেণযুক্ত ওষ্ঠযুগল লেহন করে, দ্রুতবেগে গমন করিয়া থাকে, নিদ্রাবিষ্ট হইয়া কম্পিত হয় কিম্বা ভূমিতে পড়িয়া যায়, সে রোগীর রোগ অসাধ্য জানিতে হইবে। যে রোগী পর্ব্বত কিম্বা বৃক্ষাদি হইতে পতিত হয় তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার উন্মাদরোগে ত্রয়োদশ বর্ষ অবধি আরোগ্য না হইলে, তাহাকে অসাধ্য জানিতে হইবে।

দেবাদি গ্রহ সকলের মনুষ্যের দেহে প্রবেশ করিবার কাল নিরূপণ।

দেবগ্রহগণ পূর্ণিমাতিথিতে মনুষ্যের দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন। অসুরগ্রহেরা উভয় সন্ধ্যাকালীন,—গন্ধর্ব্বগ্রহেরা অষ্টমী তিথিতে,—যক্ষেরা প্রতিপদে, পিতা মাতা ও পূর্ব্বপুরুষ প্রেতেরা অমাবস্যা তিথিতে, সর্পেরা পঞ্চমীতে, পিশাচের চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং রাক্ষসেরা রাত্রিকালে মনুষ্যের দেহে প্রবিষ্ট হন। যে প্রকারে ছায়া দর্পণাদিতে প্রবিষ্ট হয়, যেমন শীত এবং উষ্ণ মনুষ্যের দেহে অবস্থিতি করে, যেরূপ দীপ্তি সূর্য্যকান্ত মণিতে প্রযোজিত হয়, যেরূপ আত্মা শরীর মধ্যে থাকিয়া দেহ ধারণ করে, তদ্রূপ দেবাদিগ্রহ সমূহ মানবদিগের দেহে অদৃশ্যরূপ প্রবেশ এবং অবস্থিতি করেন।

সমাপ্ত।

উন্মাদ ও ভূতোন্মাদ রোগের চিকিৎসা।

বাতজ উন্মাদ রোগে,—প্রথমে স্নেহ পান (কল্যাণাদি ঘৃত, নারায়ণাদি তৈল) পৈত্তিকে বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিকে বমনক্রিয়া কর্ত্তব্য।

অপস্মার চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়, উন্মাদ রোগেও দোষ (বাতাদি) ও দূষ্য (রস রক্তাদি) সম্বন্ধে সেই সেই ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মীশাক, শাঁচীকুমুড়া এবং বচ; ইহাদিগের রস ও কুড় চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ-রোগ আরোগ্য হয়।

উন্মাদ রোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া বায়ু-শূন্য স্থানে নিদ্রিত করিবে। ইহাতে স্মৃতিভ্রংশ ও মনোবিকার দূরীভূত হইয়া সংজ্ঞা লাভ হয়।

চটক (চড়াই) পক্ষীশাবকের মাংস শুষ্ক করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবনে উন্মাদ রোগ আরোগ্য হয়।

ছাঁচি কুমড়ার বীজ চূর্ণ ৪ মাষা, মধুর সহিত তিন দিবস সেবনে, উন্মাদ-রোগ আরোগ্য হয়।

তালের রস মধুর সহিত পান করিলে উন্মাদ রোগে উপকার দর্শায়।

উন্মাদ রোগীকে সরিষা তৈলের নস্য দেওয়া এবং উক্ত তৈল সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে, পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

প্রতিদিন প্রাতে পুরাতন ঘৃতপানে উন্মাদ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষা ও লোভ জন্য উন্মাদরোগ উপস্থিত হইলে পরস্পর বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা উপশমের চেষ্টা করিবে।

পানীয় কল্যাণ ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ রাখালশসার মূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপানী, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, শুঁদিপুষ্প, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালিশপত্র, বৃহতী, মালতী ফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন এবং পদ্মকাষ্ঠ; প্রত্যেক ২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। মাত্রা ২ তোলা, অনুপান ইক্ষুচিনি এবং উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঘৃত সেবনে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ, অপস্মারাদি রোগ সকল উপশমিত হয়।

ক্ষীর কল্যাণ ঘৃত।

পানীয় কল্যাণ ও ক্ষীর কল্যাণ ঘৃত উভয়ই প্রায় এক প্রকার। বিশেষ এই যে, ক্ষীর কল্যাণ ঘৃতে, ঘৃতের দ্বিগুণ জল এবং চারি গুণ দুগ্ধ দিয়া পাক করিবে। কল্ক দ্রব্য সকল একই প্রকার জানিবে। মাত্রা পূর্ব্ববৎ।

শিবা ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থে পুং শৃগালের মাংস /৬।০ সওয়া ছয় সের। জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। দশমূল মিলিত /৬।০ সওয়া ছয় সের। জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। ছাগীদুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, ত্রিফলা, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, বেণুর, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশসার মূল; শালপানী, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কাকুলী, ক্ষীরকাকুলী, পদ্মপুষ্প, শুঁদিপুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেধ, এলাইচ, এলবালুক এবং চাকুলে; প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পানে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ ও অপস্মারাদি রোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে। মাত্রা ও অনুপান পূর্ব্ববৎ।

চক্রদত্ত বলেন, উন্মাদরোগে, নারায়ণ বা মহানারায়ণ তৈল বিশেষ উপকার করে।

উন্মাদ গজাঙ্কুশ রস।

পারদ ২ তোলা, যথাক্রমে ধুতুরা, জলপিপুলী এবং কুঁচিলার রসে তিন দিবস ঊর্দ্ধপাতন করিয়া, তাহার সহিত শোধিত গন্ধক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া অল্প পুট দিবে। পশ্চাৎ উহার সহিত ধুতুরার বীজ, অভ্র, গন্ধক ও মিঠা; প্রত্যেক ২ তোলা একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া, ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান মধু। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ, ভূতোন্মাদ এবং অপস্মারাদি রোগ আশু উপশমিত হয়।

পারদ ২ তোলা, যথাক্রমে ধুতুরা, জলপিপুলী এবং কুঁচিলার রসে তিন দিবস ঊর্দ্ধপাতন করিয়া, তাহার সহিত শোধিত গন্ধক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া অল্প পুট দিবে। পশ্চাৎ ইহার সহিত ধুতুরার বীজ, অভ্র, গন্ধক ও মিঠা; প্রত্যেক ২ তোলা একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ, ভূতোন্মাদ এবং অপস্মারাদি আশু উপশমিত হয়।

ভূতাঙ্কুশ রস।

পারদ, লৌহ, রৌপ্য, মুক্তা, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তুঁতিয়া, তিলাঞ্জন, সমুদ্র ফেণা, রসাঞ্জন এবং পঞ্চলবণ, প্রত্যেক ১ তোলা। হীরা ২ মাষা। এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজ, দন্তী, সিজবৃক্ষের রসে মর্দ্দন করিয়া দিনান্তে পিণ্ডাকার করিয়া যথা নিয়মে গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি, অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইয়া মাহীষ ঘৃত, দুগ্ধ ও শুক্রপাক অন্ন ভোজন ও গাত্রে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করাইবে। ইহাতে ভূতোন্মাদ রোগ আরোগ্য হয়।

উন্মাদ ও ভূতোন্মাদ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অপস্মার রোগ।

দুষ্ট দোষ স্মৃতি এবং জ্ঞানের লোপ করিয়া অপস্মার রোগ উৎপাদন করে। এই অপস্মার রোগাক্রান্ত ব্যক্তি জ্ঞানহীন এবং বিকৃত চক্ষু হইয়া হস্তপদাদি নিক্ষেপণ করে। অপস্মার রোগের পূর্ব্বরূপ—হৃদয় কম্প ও শূন্যতা অনুভব, অধিক ঘর্ম্ম, চিন্তাশীলতা, নিদ্রাহীন এবং মনের ও ইন্দ্রিয়ের মোহ হয়।

বাতজ অপস্মাররোগে,—রোগী সমস্ত বস্তু অরুণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করিয়া কম্পিত এবং মুখে ফেণাযুক্ত হয় এবং দন্ত ঘর্ষণ করিয়া থাকে।

পিত্তজ অপস্মার রোগে,—রোগী সমস্ত বস্তু পীত কিম্বা লোহিত বর্ণ অবলোকন

করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, দেহ মুখ মুখের ফেণা ও নেত্র পীতবর্ণ ধারণ করে, অধিক তৃষ্ণা হয় এবং সমস্ত বস্তু অগ্নি দ্বারা ব্যাপিত অনুভব করে।

কফজ অপস্মার রোগে,—রোগী সমস্ত বস্তু শুক্লবর্ণ দেখিয়া রোগ প্রাপ্ত হয়, এবং শীত অনুভব, রোমহর্ষ এবং গাত্রের গুরুতা হয়। কফজ অপস্মার রোগে রোগী অন্যান্য অপস্মার রোগ অপেক্ষা কালবিলম্বে চেতন প্রাপ্ত হয়।

সান্নিপাতিক অপস্মার রোগে,—উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক এবং দুর্ব্বল ব্যক্তির এক দোষজ এবং বহুকালজ অপস্মার রোগ অসাধ্য। অপস্মার রোগে যে ব্যক্তির অধিক কম্প এবং ভ্রূযুগল বিচলিত হইয়া থাকে, চক্ষু বিকৃতরূপ ধারণ করে, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সে ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

দ্বাদশ দিন এক পক্ষ কিম্বা এক মাসের মধ্যে কুপিত দোষ সকল অপস্মার রোগের বেগ উৎপাদন করে (অর্থাৎ রোগী তাহাতে আক্রান্ত হয়) কেবল কোন সময়ে কথিত নির্দ্দিষ্ট কালের অগ্রে কিম্বা ততোধিক কালে বেগ হইয়া থাকে। অপস্মারজনিত কুপিত দোষ সর্ব্বদা শরীরে স্থিতি করে কিন্তু এই রোগ দশ পনেরো দিবসে কিম্বা তাহার অধিক কাল অন্তরে এক একবার অল্প কালের জন্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন বর্ষাকালে রোপিত কোন কোন বীজ শরৎকালে অঙ্কুর উৎপাদন করে, এই অপস্মার উৎপত্তির নিয়ম তদ্রূপ জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

অপস্মার [মৃগী] রোগের চিকিৎসা।

বাতিক অপস্মারে বস্তিক্রিয়া,—পৈত্তিকে বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিকে বমন ক্রিয়া বিধেয়।

পুষ্যানক্ষত্রে কুকুরের পিত্ত লইয়া, অঞ্জন দিলে অথবা ঐ পিত্তের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ধূপ প্রদান করিলে, অপস্মার নিবারিত হয়।

নকুল, পেচক, বিড়াল, শকুনী, সর্প ও কাক, ইহাদিগের যথালাভ তুণ্ড (ঠোঁঠ) পক্ষ ও বিষ্ঠার দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে অপস্মার রোগ নিবারিত হয়।

মনঃশিলা, রসাঞ্জন, পায়রার বিষ্ঠা দ্বারা অঞ্জন দিলে, অপস্মার ও উন্মাদ রোগ উপশমিত হয়।

কৃষ্ণ তুলসীর শিকড়, কুড়, হরীতকী, ভূতকেশী ও চোরকাঁচকী; এই সমুদয় ছাগমূত্রে বাটিয়া গাত্রে মর্দ্দন করাইলে, অপস্মার রোগ আরোগ্য হয়।

ছাগলের লোম ভস্ম কিম্বা শ্বেতসর্ষপ ও সজিনা বীজ, ছাগমূত্রে বাটিয়া গাত্রে মাখাইলে অপস্মার নিবারিত হয়।

প্রতিদিন বচচূর্ণ মধুর সহিত সেবনে ও দুগ্ধান্ন ভোজনে সর্ব্বপ্রকার প্রবল অপস্মার রোগ নিবারিত হয়।

তৈলের সহিত রশুন, দুগ্ধের সহিত শতমূল এবং মধুর সহিত ব্রাহ্মীশাকের রস ; সেবনে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত।

কাথার্থ,—দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুরচী ছাল, আপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ, কটকী, সোঁদালফল, ডুমুরমূল, কুড় এবং দুরালভা ; প্রত্যেক /।০ এক পোয়া, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ বামনহাটী, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজুলবীজ, গজপিপ্পলী, অরহরফল, দূর্ব্বামূল, চিতামূল, চিরতা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তবোড়া, গন্ধতৃণ এবং ময়না ফল ; প্রত্যেক ২ তোলা। গব্য ঘৃত /৪ সের, গোময় রস /৪ সের, গোমূত্র /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের এবং অম্লগব্যদধি /৪ সের ; মাত্রা ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার শোথ ও জ্বরাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মহাচৈতন্য ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, দশমূল, শতমূলী, রাস্না, পিপুলী ও সজনা ছাল ; প্রত্যেক /।০ এক পোয়া। জল ৫৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ ভূমিকুষ্মাণ্ড, মেদ, মহামেদ, কাকুলী, ক্ষীরকাকুলী, চিনি, খর্জ্জুরবীজ, কিসমিস, শতমূলী, গোক্ষুরী, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণী, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, শুঁদিপুষ্প, ছোট এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ এবং তালের মাতী ; প্রত্যেক ২ তোলা। দুগ্ধ /৪ সের, কেচিন্মতে ১৬ ষোল সের। এই ঘৃত পানে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার, উন্মাদ, বহুবিধ বাতব্যাধি এবং অন্যান্য বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া দেহ এবং বলের পুষ্টি সাধিত হয়।

চণ্ডভৈরব রস।

রস, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, মনঃশিলা ও রসাঞ্জন ; প্রত্যেক সমভাগ ; গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে অল্পকাল পাক করিবে। মাত্রা ৫ পাঁচরতি। অনুপান হিঙ্গু, সচল লবণ এবং কুড়চূর্ণের সহ গোমূত্র ও ঘৃত। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার এবং উন্মাদ রোগ আরোগ্য হয়।

তৈল।

উন্মাদ ও অপস্মার রোগে,—বায়ুরোগাধিকারোক্ত নারায়ণাদি তৈল এবং বৃহচ্ছাগলাদি ঘৃত এবং লালচতুর্ম্মুখ ও রসরাজরস প্রভৃতি ঔষধ সেবনে বিশেষ ফললাভ হয়।

অপস্মার রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

বাতব্যাধিরোগ।

অতি রুক্ষ, অতি শীতল, অত্যল্প, অতি লঘু অন্ন সেবন, স্ত্রীসংসর্গ, রাত্রি জাগরণ, বিষমাশন, দেহ হইতে এককালে অধিক পরিমাণে মল মূত্র নিঃসরণ, রক্তস্রাব, উপবাস, জলসন্তরণ, অধিক পথশ্রম, ব্যায়াম, রসরক্তাদি ধাতুক্ষয়, চিন্তা, শোক, অধিককাল রোগ ভোগ করা, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, আমদোষ, অভিঘাত, অনাহার, মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রাপ্তি এবং গজ অশ্ব উষ্ট্রাদি শীঘ্রগামী যান দ্বারা গমন করা ; এই সকল কারণ বশতঃ মনুষ্য-দিগের শরীরে বলবান বায়ু বিকৃতি ভাব প্রাপ্ত হইয়া শূন্য শিরাপথ পূরণ করতঃ সর্ব্বাঙ্গ অথবা একাঙ্গ আশ্রয় করিয়া, বিবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে ; ঐ সকল ব্যাধি উৎপত্তি হই-বার পূর্ব্বে কোন প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, ব্যাধির স্বরূপই আত্মরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। অস্থি এবং সন্ধিস্থলের সংকোচ অথবা রোধ হওয়া কিম্বা ভঙ্গবৎ ব্যথা, লোমাঞ্চ, প্রলাপ, হস্ত, পৃষ্ঠ এবং মস্তকের ব্যথা, খঞ্জতা, পঙ্গুত্ব, কুব্জত্ব, অঙ্গশোষ, নিদ্রানাশ, গর্ভ, শুক্র এবং রজোনাশ, কম্প, শরীর অসাড় হওয়া, মস্তক, নাসা, চক্ষু, স্কন্ধ, সন্ধি এবং গ্রীবাদির বিকৃতি ভাব অথবা কম্পন ; স্থানীয় কিম্বা সমস্ত অঙ্গের ভঙ্গবৎ অথবা মোচড়ানী ব্যথা, পুনঃ পুনঃ হস্তপদাদির আক্ষেপ, শ্রান্তিবোধ ; মানবদেহে বায়ু কুপিত হইলে উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ; এবং বিভিন্ন কারণ বশতঃ পাত্র কাল ও অবস্থাভেদে অন্য বহুবিধ বায়ুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু কুপিত হইলে, মল মূত্রের অপবৃত্তি ব্রধ্ন, বামভাগ এবং গুল্ম, অর্শ এবং পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হয়। সর্ব্বাঙ্গের বায়ু কুপিত হইলে গাত্রের কম্পন, ভঙ্গবৎ ব্যথা এবং মুখ সন্ধি সকলে সূচ বিদ্ধবৎ ব্যথা অনুভব হইয়া থাকে। গুহ্যদেশস্থ বায়ু দুষ্ট হইলে, বাত, মূত্র এবং পুরীষের অপবৃত্তি শূল, আধ্মান, শর্করাশ্মরী এবং জঙ্ঘা, ঊরু, ত্রিক, পাদ এবং পৃষ্ঠাদির শোষ উপস্থিত হয়। আমাশয়গত বায়ু দুষ্ট হইলে, উদর, পার্শ্ব, হৃদয় এবং নাভিতে ব্যথা জন্মে এবং তৃষ্ণা, উদ্গার, বিসূচিকা, শ্বাস, কাস এবং কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হইয়া থাকে। পক্বাশয়স্থ দুষ্ট বায়ু উদরের সাড়, শূল, আটোপ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মলপ্রবৃত্তি, আনাহ, জানুসন্ধির ব্যথা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্য্যের অবরোধ উৎপাদন করে।

ত্বগাশ্রিত দুষ্ট বায়ুতে শরীর রুক্ষ, স্ফুটিত (কাটাফাটা) অসাড়, কৃশ, কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীর বেদনাযুক্ত, লোহিতবর্ণ ও সন্ধিস্থল সকল ব্যথাযুক্ত হইয়া থাকে। দুষ্ট বায়ু রক্তাশ্রয় করিলে শরীর অতিশয় বেদনাযুক্ত, সন্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে ক্ষুদ্র ব্রণ দৃষ্ট হয় এবং ভোজনের পর শরীরে স্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিকৃত বায়ু যখন মাংস, মেদ, অস্থি এবং মজ্জাকে প্রাপ্ত হয়, তখন একই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—শরীর, দণ্ড বা মুষ্টি দ্বারা আহতের ন্যায় ব্যথাযুক্ত হয় এবং বেদনার সহিত শরীরে শ্রান্তি বোধ হয়। দুষ্ট বায়ু শুক্রগত হইলে,—শীঘ্র শুক্রত্যাগ কিম্বা শুক্রবদ্ধ এবং গর্ভ ও শুক্রের বিকৃতি ভাব হইয়া থাকে। শিরাগত বায়ু দুষ্ট হইলে, শূন্য শিরা সংকোচ, শিরার স্থূলত্ব এবং বাহিক ও আভ্যন্তরিক বিস্তৃতি প্রহিবাতরোগ এবং কুব্জত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে। স্নায়ুগত দুষ্টানিল সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গ ব্যাপি রোগ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে। সন্ধিগত বায়ু সন্ধিস্থান স্তম্ভিত করিয়া, শূল এবং আটোপ উৎপাদন করে। প্রাণবায়ু দুষ্ট হইয়া পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে, বমন এবং দাহ উপস্থিত হয়। দুষ্ট বায়ু

কফাবৃত হইলে শরীরের দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, তন্দ্রা এবং মুখ বৈরস্য জন্মিয়া থাকে। উদরের বায়ু পিত্তযুক্ত হইলে, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম বা শ্রান্তি উৎপন্ন হয়। উদান বায়ু কফাবৃত হইলে, ঘর্ম্ম নির্গম হয় না, রোমাঞ্চ মন্দাগ্নি এবং শীত বোধ হইয়া থাকে। সমান বায়ু পিত্তসংবৃত হইলে, স্বেদ নির্গম, দাহ, শরীর উষ্ণবোধ এবং মূর্চ্ছা হয়। অপানবায়ু পিত্তযুক্ত হইলে,—দাহ, শরীর উষ্ণ বোধ এবং মূত্র রক্তবর্ণ হয়। শরীরের অধঃ প্রদেশ দুষ্ট কফাবৃত হইলে,—শরীর ভার এবং শীত বোধ হয়। ব্যান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে, দাহ, ক্লান্তি এবং গাত্র বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। ব্যানবায়ু কফাবৃত হইলে, শরীর স্তম্ভ, দন্তক শূল এবং শোথ উৎপাদন করে। যখন বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত ধমনীকে আশ্রয় করে, তৎকালে গজারোহী পুরুষের ন্যায় শরীরের পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ উপস্থিত হয়, বার বার আক্ষেপ হেতু ইহাকে আক্ষেপক বাতব্যাধি কহে। যখন বায়ু স্বকীয় কারণে কুপিত হইয়া শরীরে উর্দ্ধগত হয় এবং হৃদয়, মস্তক ও ললাটাস্থি পীড়ন করতঃ মনুষ্যকে মোহিত করিয়া ধনুকের ন্যায় শরীর উন্নমিত করে, তৎকালে সেই ব্যক্তি নিমীলিত নেত্র বা স্থিরদৃষ্টি হইয়া অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে এবং কপোতের ন্যায় কণ্ঠধ্বনি করত সংজ্ঞাশূন্য হয়, ইহাকে অপতন্ত্রক বাতব্যাধি কহে। কুপিত বায়ু দেহের সকল ধমনীকে আশ্রয় করিয়া, উর্দ্ধগত হইলে সংজ্ঞানাশ, দৃষ্টিস্থির হয় এবং এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করে, হৃদয়ের শুদ্ধিতে রোগী সুস্থতা বোধ করে এবং পুনর্ব্বার মোহিত হয়; ইহাকে অপতানক বাতব্যাধি কহে। দুষ্ট বায়ু কফযুক্ত হইয়া, যখন সমস্ত ধমনীকে আশ্রয় করে, তৎকালে মনুষ্যের হস্ত, পাদ, পৃষ্ঠ, মস্তক এবং কোমর দণ্ডের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া সমস্ত শরীর স্তম্ভিত করে; এই ঘোর ব্যাধিকে দণ্ডাপতানক বাতব্যাধি কহে। দুষ্ট বায়ু মনুষ্যকে যখন ধনুকের ন্যায় উন্নমিত করে, তখন তাহাকে ধনুস্তম্ভ সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যথাকালে বলবান দুষ্ট বায়ু—অঙ্গুলি, গুল্ফ (গোড়ালী) জঠর, হৃদয়, বক্ষ এবং গ্রীবাদেশকে আশ্রয় করিয়া, শিরা সকলের আক্ষেপ জন্মায়, তৎকালে রোগী স্থিরদৃষ্টি হনুস্তম্ভ (চোয়াল ধরা) এবং উভয় পার্শ্বে ব্যথাযুক্ত হইয়া রক্ত বমন করতঃ ধনুকের ন্যায় সম্মুখদিকে নত হয়। উক্ত প্রকার বায়ু যৎকালে রোগীকে পৃষ্ঠদিকে নমিত করে, তৎকালে বক্ষ, কটি এবং উরুদেশে ভঙ্গবৎ ব্যথা জন্মে। পণ্ডিতেরা এই দুই রূপ পীড়াকে কুব্জ (কুঁজ) কহেন এবং ইহা অসাধ্য জানিবে। কোন প্রকার আঘাত জন্য বায়ু কুপিত হইয়া কফ এবং পিত্তযুক্ত হইয়া বা কফ পিত্তযুক্ত না হইয়া, অন্য প্রকার আক্ষেপক রোগ উৎপাদন করে। গর্ভপাত জন্য অধিক শোণিত স্রাব হেতু এবং অভিঘাতক, অপতানক রোগ অসাধ্য জানিবে।

যখন বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত শরীরের অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া শিরা সকল শুষ্ক করে, তৎকালে সন্ধিবন্ধ সমস্ত শিথিল হয় এবং সেই অঙ্গ প্রায় অকর্ম্মণ্য এবং সংজ্ঞাশূন্য হয়। কোন কোন পণ্ডিতেরা ইহাকে একাঙ্গরোগ এবং কোন কোন পণ্ডিতেরা ইহাকে পক্ষবধ (পক্ষাঘাত) কহেন। এরূপ সর্ব্বশরীর ব্যাপী বায়ু বিকৃত হইলে সমস্ত দেহের উক্তরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। উক্ত বিকৃত বায়ু পিত্তযুক্ত হইলে শরীরে সন্তাপ, দাহ এবং মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। কফযুক্ত হইলে, শীতবোধ এবং শরীর ভার হইয়া থাকে। কেবল বিকৃত বায়ু জন্য পক্ষবধ রোগ কষ্টসাধ্য জানিবে। কফপিত্তাশ্রিত পক্ষবধ সাধ্য, এবং ধাতুক্ষয় জন্য কেবল বাতকৃত পক্ষবধ অসাধ্য জানিতে হইবে।

উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কথন, কঠিন বস্তু ভোজন, উচ্চ হাস্য, হাইতোলা, ভারবহন এবং

বিষম ভাবে শয়ন ; এই সকল কারণ বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া মুখমণ্ডল পীড়ন করতঃ অর্দ্দিত রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের মুখ এবং গ্রীবার অর্দ্ধাংশ বক্র হয় এবং শিরঃকম্প, বাকরোধ ভ্রুগণ্ড এবং চক্ষুর ব্যথা, কম্প ও বক্রত্বাদি রোগ উৎপন্ন হয়।

যে পার্শ্বে অর্দ্দিত রোগ জন্মে, সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক এবং দন্তে ব্যথা হয়। পণ্ডিতেরা ইহাকেই অর্দ্দিত বাতব্যাধি কহেন। অর্দ্দিত বায়ুরোগাক্রান্ত যে ব্যক্তির চক্ষু নিমেষ শূন্য হয়, অস্ফুট বাক্য বলে এবং কম্পনশীল হয় ও যাহার তিন বৎসর গত হইয়া, এই রোগ গাঢ় হইয়াছে, তাহা অসাধ্য জানিবে।

উক্ত সর্ব্বপ্রকার আক্ষেপাদি রোগে বায়ুর কিঞ্চিৎ উপশম হইলে রোগী স্বাস্থ্য অনুভব করে।

জিহ্বা মার্জ্জন সময়ে কিম্বা শুষ্ক বস্তু চর্ব্বণকালে অথবা আঘাত প্রাপ্ত হইলে হনুস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া তৎস্থান হইতে স্খলিত হইয়া বিবৃতাস্যতা সংবৃতাস্যতা উৎপাদন করে, ইহাকে হনুগ্রহ রোগ কহে। এই রোগ জন্মিলে, রোগীর বাক্য কথনে কিম্বা চর্ব্বণক্রিয়ায় সাতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হয়। দিবানিদ্রা, বিষম স্থানে শয়ন এবং বিস্তারিত ঊর্দ্ধনেত্রের দ্বারা নিরীক্ষণ ; এই সকল কারণ বশতঃ বায়ু কফাবৃত হইয়া মন্যাস্তম্ভ রোগ উৎপাদন করে। বাগবাহিনী শিরা সংস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া, জিহ্বাস্তম্ভরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ উপস্থিত হইলে রোগী অন্নপানে ও বাক্যকথনে অসমর্থ হইয়া থাকে। বায়ু কুপিত হইয়া গ্রীবাগত শিরা সকল আশ্রয় করিলে, ঐ সকল শিরা রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ এবং ব্যথাযুক্ত হয়। ইহাকে শিরোগ্রহ রোগ কহে। এই রোগকে অসাধ্য রোগ জানিবে। কেবল বিকৃত বায়ু অথবা দুষ্ট বায়ু কফযুক্ত হইয়া কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জানু, জঙ্ঘা এবং পাদদেশে ব্যথা জন্মাইয়া স্তম্ভিত করে এবং ঐ সকল স্থানের বার বার স্পন্দন হয়। ইহাকে গৃধ্রসী রোগ কহে। এই রোগ জন্মিলে, রোগীর শরীর ভার বোধ এবং অরুচি উপস্থিত হয়। যে বায়ুরোগে বাহুর উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুলী পর্য্যন্ত বেদনার সহিত কণ্ডুরা জন্মে (অর্থাৎ শিরা উত্থিত হয়), তাহাকে বিশ্বচী রোগ কহে ; এই রোগ জন্মিলে, গ্রহণ, আকুঞ্চনাদি বাহুর ক্রিয়া রহিত হয়। জানুমধ্যে অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত, শৃগালের মস্তকের ন্যায় বাতরক্তজ শোথ জন্মিলে তাহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ রোগ কহে। কটিদেশস্থ বায়ু কুপিত হইয়া যখন উরুদেশের স্নায়ুতে আক্ষেপ জন্মায়, তৎকালে তাহাকে খঞ্জ (খোঁড়া) কহে। এইরূপ দুই উরুর আক্ষেপ উপস্থিত হইলে তাহাকে পঙ্গু কহে। যে রোগী খঞ্জের ন্যায় গমন করে এবং গমনের উপক্রমে সকল শরীরে কম্প হয়, তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে। এই রোগে সন্ধিস্থান সকল শিথিল হয়। বিষম ভাবে পাদ বিক্ষেপ দ্বারা অতিশয় পথশ্রম দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া গুল্‌ফে (গোড়ালিতে) ব্যথা জন্মিলে, তাহাকে বাতকণ্টক রোগ কহে। দুষ্টানীল, পিত্ত শোণিত সহিত শিথিল হইয়া পাদদাহ রোগ উৎপাদন করে, এই পাদজ্বালা রোগ গমনকালে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

দুষ্টবাত কফের দ্বারা পাদহর্ষ (ঝিঞ্ঝিনী) রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ জন্মিলে সে স্থানে স্পর্শজ্ঞান থাকে না। স্কন্ধদেশস্থ বায়ু কুপিত হইলে, অংশদেশ শুষ্ক হয় এবং সেই স্থানের শিরা সকল আকুঞ্চন করিয়া অববাহুক রোগ উৎপাদন করে। যখন বায়ু কফাবৃত হইয়া শব্দবাহিনী শিরাসকল রোধ করে, তৎকালে মুক মিম্মিন ও গদ্‌গদ্ নামে ব্যাধিনইকাঃ

রোগ উৎপন্ন হয়। মূকে, এককালে বাক্‌রোধ হয়, মিম্মিন্ রোগে সানুনাসিক বাক্য উচ্চারিত হয় এবং গদ্গদরোগে, অব্যক্ত বাক্য বহির্গত হইয়া থাকে। যে ব্যথা মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে উত্থিত হইয়া, ক্রমশঃ অধোদিকে গমন করিয়া, গুহ্য এবং উপস্থ দেশে সাতিশয় ভঙ্গবৎ বাধা উপস্থিত করে, তাহাকে তূনীনামক বাতব্যাধি কহে। গুহ্য এবং উপস্থদেশ হইতে উত্থিত হইয়া যে ব্যথা ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া পক্বাশয়ে গমন করিয়া, মনুষ্যকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয়, তাহাকে প্রতিতূনী কহে। যৎকালে বিকৃত বায়ু দ্বারা উদর ফুলিয়া উঠে এবং উদর মধ্যে ব্যথার সহিত এক প্রকার গুড়গুড় শব্দ অনুভব হয়, তাহাকে বাতনিরোধজ আধ্মান কহে। উক্ত ভয়ানক আধ্মান রোগ যখন বায়ু কফের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যের হৃদয় এবং পার্শ্বস্থ বেদনার প্রাবর করে, তৎকালে তাহাকে প্রত্যাধ্মান নামক বাতব্যাধি কহে। নাভীর অধোদেশে সচল বা অচল, উপরিভাগ দীর্ঘ অথচ উন্নত, বাতমূত্রপুরীষরোধিনী যে অষ্ঠীলা (বর্ত্তুলাকার পাষাণ বিশেষ) জন্মে, তাহাকে বাতাষ্ঠীলা কহে। ঐ অষ্ঠীলা রোগ যদি মনুষ্যের উদরে তির্য্যগভাবে উত্থিত হয় এবং তাহাতে ব্যথাবোধ হয়, তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা রোগ কহে। বস্তিদেশস্থ বায়ু সরল থাকিলে মনুষ্যের সম্যক মূত্র প্রবৃত্তি হয় এবং বিকৃত বায়ু উর্দ্ধগামী হইলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমস্ত শরীরে কম্পনকারী বায়ুকে বেপথু কহে এবং পাদজঙ্ঘা, উরু ও করমূলের কম্পকর বায়ুকে খল্লি বা শিরোমোড় (খালধরা) কহে।

এতদ্ভিন্ন অনুক্ত আরও অনেক প্রকার বায়ু রোগের স্থান এবং নাম ভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; উক্ত সর্ব্বপ্রকার রোগে পিত্তাদির অনুবন্ধ বুঝিতে হইবে। হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, অপতানক প্রভৃতি বাতব্যাধি সকল ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ বহুকাল যত্নদ্বারা চিকিৎসা করিলেও রোগের উপশম হয় কি না সন্দেহ জানিবে। বলবান ব্যক্তির এই সকল ব্যাধি নূতন জন্মিলে এবং তাহা উপদ্রবশূন্য হইলে সুচিকিৎসা দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে। পক্ষবধাদি বাতরোগ সকল শরীরে উপস্থিত হইলে বিসর্প, দাহ, গাত্রবেদনা, মূর্চ্ছা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। রোগীর মাংস ও বল নষ্ট হইয়া যায়। বায়ুরোগে,—শূল ও সুপ্ত ত্বচ (স্পর্শজ্ঞান না হওয়া) ভগ্ন, কম্প, আধ্মান এবং বেদনা এই সকলের পীড়িত ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির বায়ু অব্যাহত, গতি স্বস্থানস্থ এবং প্রকৃতিস্থ থাকে, সে ব্যক্তি নিরোগ হইয়া সুস্থশরীরে একশত বৎসর ও অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে।

সমাপ্ত।

বাতব্যাধি রোগের চিকিৎসা।

বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের,—স্বাদু, অম্ল ও লবণযুক্ত স্নিগ্ধ আহার, তৈলাদি মর্দ্দন এবং বস্তিক্রিয়া আদি করা বিধেয়।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুতে,—দুগ্ধপান ব্যবস্থেয়।

আমাশয়স্থ বায়ুতে,—বমন, বিরেচনাদি করাইয়া, যথা নিয়মে রোগনাশক ক্রিয়া করিবে এবং বমন করাইয়া রুক্ষস্বেদ, লঙ্ঘন ও অগ্নিকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

পক্বাশয়স্থ বায়ুতে,—তৈলাদি দ্বারা বিরেচন করাইলে, বিশেষ উপকার হয়।

বস্তিগত বায়ুতে,—বস্তিশুদ্ধি এবং ত্বক, মাংস রক্ত ও শিরাশ্রিত বায়ুতে, রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

স্নায়ু, সন্ধিস্থল ও অস্থিগত বায়ুতে,—স্নেহ, প্রলেপ, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন ও মর্দ্দনাদি কর্ত্তব্য।

ত্বকগত বায়ুতে,—স্বেদ, তৈলাদি মর্দ্দন ও সুমিষ্ট অন্ন ভোজন করাইবে।

রক্তগত বায়ুতে,—বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ; মাংস ও মেদঃগত বায়ুতে-বিরেচন, নিরূহন (পিচকারী দেওয়া) ও প্রশমন ঔষধ এবং অস্থিগত ও মজ্জাগত বায়ুতে স্নেহ ও স্নেহভ্যঙ্গ ব্যবস্থেয়। শুক্রগত বায়ুতে সুস্বাদু অন্নপান প্রদান উচিত।

শুক্রমার্গ হইলে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বায়ুর দ্বারা গর্ভ, শুক্র, বা বালকগণ শুষ্ক হইলে, যষ্টিমধু, এবং চিনি দুগ্ধের সহিত সেবনে বিশেষ উপকার করে।

বায়ু শিরোগত হইলে—বাতিক শিরোরোগের চিকিৎসা করিবে। বিবৃতাস্য বায়ুরোগে (মুখ বুজিতে না পারিলে) হনুদেশে স্বেদ দিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলীর দ্বারা দাড়ী উন্নমিত করিয়া মুখ প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

রশুন ছেঁচিয়া নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিলে, বায়ু দ্বারা তাড়িত মেঘ সমূহের ন্যায় শীঘ্র অর্দ্দিত রোগ দূরীকৃত হয়। অর্দ্দিত রোগে, নবনীতের সহিত মাষ কলাইয়ের পিষ্টক ভক্ষণে উপকার দর্শে। দুগ্ধ এবং মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া শয়নকালে দশমূলের কাথ পান করিলে অর্দ্দিত রোগের উপশম হয়।

স্বেদ, অভ্যঙ্গ, শিরোবস্তি, পান,নস্য ও ভোজনাস্তে ঘৃত পান, এই সমুদায় ক্রিয়া দ্বারা অর্দ্দিত রোগ প্রশমিত হয়।

মন্যাস্তম্ভরোগে—(মন্যা শব্দের অর্থ গ্রীবার পশ্চাতভাগস্থ শিরা, তাহার স্তব্ধ ভাব হইলে মস্তক নাড়িতে পারে না।) বৃহৎ পঞ্চমূল, অথবা দশমূলের কাথ এবং রুক্ষস্বেদ ও নস্য ব্যবস্থেয়। কটু তৈল মর্দ্দন করিলে এবং অশ্বগন্ধার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে মন্যাস্তম্ভ রোগ নিবারিত হয়।

বায়ু দ্বারা বাক্‌বাহিনী শিরা বিকৃতা হইলে, ঘৃত তৈলাদির গণ্ডুষ মুখে ধারণ করা কর্ত্তব্য।

বায়ু দ্বারা মনুষ্য কুব্জ হইলে, বাতঘ্ন ঔষধ দশমূলের কাথ, স্নেহ পান ও মাংস রসাদি সেবন ব্যবস্থেয়। কুব্জতা অধিক বৃদ্ধি হইলে অসাধ্য।

উদর আধ্মানে,—লঙ্ঘন, হস্ত উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ, অগ্নিকারক ও পাচক ঔষধ ও বস্তি ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা রোগে,—অন্তর্বিদ্রধি (উদরের মধ্যে ফোঁড়া) ও গুল্মের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

গোমূত্রের সহ এরণ্ড তৈল একমাস কাল সেবন করিলে, গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ রোগ নিবারিত হয়।

মৃদু অগ্নিতে শিউলী পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবনে আশু গৃধ্রসী রোগ উপশমিত হয়।

এরণ্ডফল পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত সেবনে গৃধ্রসী ও কটীশূল নিবারিত হয়।

বাতকণ্টক-রোগে,—পাদদেশের রক্ত মোক্ষণ, উষ্ণ সূচীর দ্বারা দহন, কিম্বা এরণ্ড তৈল পান ব্যবস্থেয়।

খল্ল (খালধরা) রোগ,—স্নিগ্ধ, অম্ল দ্রব্য ও লবণ দ্বারা স্বেদন, মর্দ্দন ও প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

কুল আঁটির শস্য, কুলথ কলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, মসিনার তৈল, ত্রিফলা, কুড়, বচ, শুলফা ও যবচূর্ণ; এই সমুদায় সমভাগে কাঁজিতে বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরোগ শান্তি হয়।

কোন পাত্র (টব) তৈল বা কাঁজির দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিলে, পক্ষাঘাত, কটি, হনু, মস্তক, কর্ণ নাসিকা, চক্ষু, তালু, গ্রীবা ও গ্রন্থিস্থিত প্রবল বায়ু, অর্দ্দিত অপতানক, মূত্রাঘাত, গ্রহণী, শ্বাস ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পন; এই সমুদায় রোগ উপশমিত হয়।

কল্যাণ লেহ।

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, জিরা, বামনহাটী, যষ্টিমধু, এবং সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ; ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। ইহা একুশ দিবস সেবন করিলে, জড়তা, অস্পষ্ট ভাষণ ও বাকশক্তিহীনতা দূরীকৃত হইয়া উৎকৃষ্ট স্বর, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়।

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুল।

বাবলার ছাল, অশ্বগন্ধা, হবুস, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুরী, বিদ্ধড়ক, রাস্না, শুল্‌ফা, শঠী, যমানী ও শুণ্ঠী; প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, গুগ্‌গুল ১২ তোলা, ঘৃত ৬ তোলা। প্রথমে ঘৃত দ্বারা গুগ্‌গুল মাড়িয়া লইতে হইবে। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ যে পরিমিত ঘৃতে গুগ্‌গুল মাড়া যায়, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, এই সমুদায় মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধ তোলা, অনুপান মদ্য মাংসাদির যূষ, দুগ্ধ বা উষ্ণ জল। ইহা সেবনে কটীগ্রহ, গৃধ্রসী ও বাতজ অন্যান্য নানা প্রকার পীড়া আরোগ্য হয়।

বৃহচ্ছাগাদি ঘৃত।

ঘৃত ১৬ সের। নপুংসক ছাগমাংস ১২॥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূলী প্রত্যেক /১৷০ পাঁচপোয়া, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১২॥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বেড়েলা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, শুঁদীপুষ্প, মুথা, রক্তচন্দন রাস্না, মুগানী, মাষানী, শালপাণী, চাকুলে, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, জাতিপুষ্প, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগেশ্বর, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমবীজ, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা। পাক শেষে ঘৃত ছাকিয়া শীতল হইলে, চিনি /২ সের মিলিত করিয়া মৃণ্ময়ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঘৃত বাতব্যাধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা পান করিলে, অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠরোধ, কর্ণরোগ, বধিরতা, অপতন্ত্রক, ভূতোন্মাদ গৃধ্রসী এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বাতজ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ইহা দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়াদি শক্তিহীনতার মহৌষধ। কিছুদিন সেবনে শরীর বিলক্ষণ পুষ্টি ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল হয়।

লালচতুর্ম্মুখ।

রসসিন্দুর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ॥০ অর্দ্ধ তোলা ও স্বর্ণ ।০ আনা। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন। বটিকা ২ রতি, অনুপান ধনে বা মিছরির জল। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ উপশমিত হয়।

চতুর্ম্মুখ রস।

রস, গন্ধক, লৌহ এবং অভ্র, প্রত্যেক ১ তোলা। স্বর্ণ ২ মাষা। এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া, এরণ্ড দ্বারা বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিবে। মাত্রা ১ রতি। অনুপান মধু ও ত্রিফলার ক্বাথ। ইহা সেবনে বলি পলিত, ক্ষয়, পাণ্ডু, প্রমেহ, কাস, শূল মন্দাগ্নি হিক্কা, অম্লপিত্ত, অপস্মার এবং উন্মাদ প্রভৃতি রোগ সকল আশু উপশমিত হয়।

চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ।

রসসিন্দুর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও স্বর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা; এই সমুদয় একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া, এরণ্ডপত্রে বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিয়া, ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও ত্রিফলার জল। ইহা সেবনে অপস্মার উন্মাদ প্রভৃতি রোগ সকল উপশমিত হয়।

যোগেন্দ্র রস।

রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা এবং বঙ্গ, প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধ তোলা; একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া, এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া তিন দিবস ধান্য রাশির মধ্যে স্থাপন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল ও চিনি। রাত্রিতে গব্যদুগ্ধ সেবা। এই ঔষধ সেবনে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, পক্ষাঘাত ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

রসরাজ রস।

রসসিন্দুর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা এবং স্বর্ণ ১ তোলা। এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া, তাহাতে লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জইত্রি এবং ক্ষীরকাকলী প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধ তোলা মিলিত করিয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ৪ চারি রতি প্রমাণ বটীকা করিবেক। অনুপান দুগ্ধ এবং চিনি। এই ঔষধ সেবনে পক্ষাঘাত অর্দ্দিত হনুস্তম্ভ, অপতন্ত্রক ও ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার হয়।

তৈল।

বৃহৎবিষ্ণু, মধ্যমনারায়ণ, মহানারায়ণ, মহাবলী, পুষ্পরাজপ্রসারিণী, মহামাস, কুব্জ-প্রসারিণী এবং অষ্টাদশ শতিকাপ্রসারিণী; এই সকল তৈলে সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি, উন্মাদ এবং অপস্মার প্রভৃতি রোগ সকল উপশমিত হইয়া থাকে।

পথ্য।

বাতব্যাধিরোগে,—স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণদ্রব্য লুচী, মাংসযূষ, দুগ্ধ, ঘৃত, মাষকলায়, শালী ধান্তের অন্ন এবং মৎস্যযূষ ইত্যাদি হিতকর।

বাতব্যাধি রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

বাতরক্ত রোগ।

লবণ, অম্ল, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ উষ্ণ ও অজীর্ণকর দ্রব্য পানাহার জন্য জলসম্ভূত কচ্ছপ প্রভৃতি এবং জলপ্লাবিত দেশজাত বরাহ প্রভৃতি ক্লিন্ন ও শুষ্কমাংস আহার জন্য; তিলকল্ক, মুগা, কুলথ, মাষকলায়, সীম, শাক প্রভৃতি, মাংস, ইক্ষু, দধি, কাঞ্জি, সৌবীর, শুক্ত তক্র এবং মদিরাদি অধিক সেবন জন্য; বিরুদ্ধ আহার এবং অতি ভোজন জন্য; ক্রোধ, দিবা-নিদ্রা এবং রাত্রি জাগরণ জন্য; মিথ্যা আহার বিহারকারী মৃদুদেহী, স্থূলদেহী এবং সুখী মনুষ্যগণের বায়ু এবং রক্ত প্রকোপ প্রাপ্ত হইয়া বাতরক্ত রোগ উৎপন্ন হয়।

বাতরক্তরোগের সংপ্রাপ্তি।—যে ব্যক্তি হস্তী, অশ্ব এবং উষ্ট্রারোহণ করে, দাহজনক দ্রব্যাদি আহার করে, যাহার অন্ন পরিপাকান্তে দগ্ধ তুল্য হয়, সেই ব্যক্তির সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত এবং দোষযুক্ত হইয়া অধোগমন পূর্ব্বক পাদদ্বয়ে সঞ্চিত হইয়া দূষিত বায়ুর সহিত মিলিত হয়। এই রোগে বায়ুর প্রবলতা জন্য ইহাকে বাতরক্ত রোগ কহে।

বাতরক্তরোগের পূর্ব্বরূপ,—অত্যন্ত ঘর্ম্ম কিম্বা ঘর্ম্ম অবরোধ, চর্ম্ম বিবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ স্পর্শজ্ঞানহীন, শরীরের কোন অংশে ক্ষত হইলে অধিক বেদনা হয়, সন্ধি শৈথিল্য, আলস্য, অঙ্গের অবসাদ এবং পীড়কা উৎপত্তি হইয়া থাকে; জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পাদ এবং সন্ধি সকলে সূচীবিদ্ধ সম বেদনা হয় এবং স্পন্দন ভঙ্গ সম পীড়া, ভারবোধ ও সুপ্ততা হইয়া থাকে, সন্ধি সকল পুনঃ পুনঃ বেদনাযুক্ত হয়, কখন বা বেদনাহীন হইয়া থাকে। চর্ম্মের উপরে চক্রের তুল্য মণ্ডল উৎপন্ন এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি গাত্রকণ্ডূতে বাধিত হয়।

বাতাধিক্য বাতরক্তরোগের লক্ষণ।—অতিশয় শূল, ভঙ্গ সম পীড়া, বেদনা এবং স্পন্দন হয়। শোথ, রুক্ষ, কৃষ্ণ কিম্বা শ্যাববর্ণ এবং কভু বর্দ্ধিত, কভু হ্রস্ব হয়।

ধমনী, অঙ্গুলী এবং সন্ধি সমূহের সঙ্কোচন এবং অঙ্গগ্রহ হইয়া থাকে, শীতের অসহিষ্ণুতা অনুপকার, শরীর কম্পিত, স্তব্ধ এবং সুপ্ত হয়।

রক্তাধিক্য বাতরক্তরোগের লক্ষণ।—শোথ, অধিক বেদনাযুক্ত, কখন সূচীবিদ্ধ সম, কখন চিনচিন বেদনা হয়, তাম্রবর্ণ, ক্লেদযুক্ত এবং কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে; স্নিগ্ধ এবং রুক্ষ ক্রিয়াদিতে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পিত্তাধিক্য বাতরক্তরোগের লক্ষণ।—শোথ, স্পর্শাসহ, বেদনাযুক্ত, রক্তিমবর্ণ, অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং পাকযুক্ত হয়। রোগাক্রান্তব্যক্তি দাহ, পিপাসা এবং ঘর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে, মূর্চ্ছা, সম্মোহ (অর্থাৎ মনোমোহ এবং মত্ততা) প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কফাধিক্য বাতরক্তরোগের লক্ষণ।—শোথ, তিমিরতা, গুরুতা, স্নিগ্ধতা, শীতলতা, সুপ্ততা, কণ্ডু এবং অল্প বেদনাযুক্ত হয়।

দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক বাতরক্তরোগের লক্ষণ।—পূর্ব্বোক্ত দুই লক্ষণযুক্ত হইলে দ্বন্দ্বজ এবং সর্ব্বসম্পূর্ণ লক্ষণ হইলে সান্নিপাতিক বাতরক্ত রোগ বলা যায়।

দূষিত বাতরক্ত প্রথমতঃ পাণিমূল অথবা হস্তমূল হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দ সর্পাদির বিষের ন্যায় জ্বালাপূর্ব্বক সমস্ত শরীরে ব্যাপিত হয়।

বাতরক্তরোগের উপদ্রব।—রোগীর নিদ্রা হয় না এবং শিরঃশূল, ভ্রম, মূর্চ্ছা এবং অত্যন্ত প্রলাপ হয়। রোগীর দাহ, পিপাসা, জ্বর, অরুচি, শ্বাস, হিক্কা, কম্প, ক্লান্তি, সূচীভেদন সম বেদনা, অঙ্গগ্রহ এবং মর্ম্মগ্রহ উপদ্রব জন্মে। অঙ্গুলী সমূহ বাঁকিয়া যায়, শরীর পঙ্গুবৎ হয়, চর্ম্মে বিসর্পস্ফোটক এবং অর্ব্বুদের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং শোথ পাকিয়া মাংস মধ্যে নালী উৎপাদিত হয়।

বাতরক্তরোগের যাপ্য লক্ষণ।—যে বাতরক্ত রোগ সমুদায় উপদ্রবযুক্ত না হয়, তাহা যাপ্য হইতে পারে, সংবৎসর অতীত হইলে রোগ যাপ্য হয়।

বাতরক্তরোগের সাধ্য লক্ষণ।—যে বাতরক্তরোগ উপদ্রবযুক্ত না হয়, তাহা সাধ্য। একদোষজ নবোত্থিত ও দ্বন্দ্বজ রোগও সাধ্য হইয়া থাকে।

বাতরক্তরোগের অসাধ্য লক্ষণ।—যে বাতরক্তরোগে পাদমূল হইতে জানুস্থল অবধি চর্ম্ম বিদীর্ণ অথবা চর্ম্ম ভেদ করিয়া, অত্যন্ত স্রাব নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহা অসাধ্য। যে বাতরক্ত-রোগে—রোগাক্রান্তব্যক্তির বল এবং মাংস ক্ষীণ হয়, তাহাও অসাধ্য। অন্য কোন উপদ্রব না থাকিয়া রোগী মোহ প্রাপ্ত হইলে, সে রোগ অসাধ্য। ত্রিদোষজনিত কিম্বা উপদ্রব-বিশিষ্ট বাতরক্ত রোগ অসাধ্য।

সমাপ্ত।

বাতরক্ত রোগের চিকিৎসা।

৩টী কিম্বা ৫টী হরীতকী গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিয়া গুলঞ্চের কাথ পান করিলে জানু পর্য্যন্ত স্ফুটিত বাতরক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

পটলাদি কাথ।

পটলপত্র, কটকী, শতমূলী, ত্রিফলা এবং গুলঞ্চ; মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ⁄।৷৹ অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া; এই কাথ সেবনে দাহ পৈত্তিক বাতরক্ত উপশমিত হয়।

সোঁদালফলের মজ্জা, গুলঞ্চ এবং বাসকপত্র; মিলিত ২ তোলা, জল ⁄।৷৹ অর্দ্ধসের, শেষ ⁄৹ অর্দ্ধ পোয়া। এই কাথ এরণ্ড তৈলের সহ সেবনে, সর্ব্বাঙ্গিক বাতরক্ত নষ্ট হয়।

গুলঞ্চের রস, চূর্ণ কল্ক বা কাথ, অধিক দিন সেবন করিলে, বাতরক্ত রোগ আরোগ্য হয়। এই রোগে তিল ভাজা দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

গোধূমচূর্ণ, ছাগদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ ও এরণ্ডবীজ। শত ধৌত ঘৃত—বাতরক্তে এই ত্রিবিধ প্রলেপ ও মেষদুগ্ধ সেবন বিশেষ হিতকর।

নিম্বাদি চূর্ণ।

নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী এবং আমলকী, ইহাদিগের প্রত্যেক ⁄৹ পোয়া, সোমরাজী ⁄৹ পোয়া, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দামূল, পিপুল, যমানী, বচ, জিরা, কটকী, খয়েরকাষ্ঠ, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, দেবদারু এবং কুড়, প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় সূক্ষ্মচূর্ণ বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ৪ মাষা। অনুপান গুলঞ্চের কাথ। এক মাস কাল এই ঔষধ সেবনে অতি প্রবল সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত, ব্রণ, কণ্ডু প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া শান্তি হইয়া থাকে।

কৈশোর গুগ্গুল।

শ্লথ পুটলীবদ্ধ গুগ্গুল ⁄২ সের, ত্রিফলা ⁄২ সের, গুলঞ্চ ⁄৪ সের। পাকার্থ জল ৯৬ সের। ৪৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং ঐ পুটলীস্থ গুগ্গুল ঘৃতে মাড়িয়া ঐ কাথ জলে গুলিয়া পুনর্ব্বার লৌহপাত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া ত্রিফলা চূর্ণ, প্রত্যেক ৪ তোলা, ত্রিকটু চূর্ণ ১২ তোলা, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ তোলা; দন্তীমূল চূর্ণ ২ তোলা, গুলঞ্চ চূর্ণ ⁄৹ অর্দ্ধ পোয়া প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া, গব্য ঘৃত ⁄১ সের মিলিত করিয়া লইবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান দুগ্ধ কিম্বা জল। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

বাতরক্তান্তক রস।

রস, গন্ধক, লৌহ, মুথা, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, গুগ্‌গুল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সমুদ্রের ফেণা, পুনর্ণবা, দেবদারু, চিতামূল, দারুহরিদ্রা এবং শ্বেত-অপরাজিতা-মূল; এই সমুদায় সমভাগ, ত্রিফলার কাথ ও ভৃঙ্গরাজ রসে যথাক্রমে তিনবার ভাবনা দিয়া, মাষ-কলাই প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান ঘৃত ও নিম্বের পত্র, পুষ্প বা ত্বকের কাথ। ইহা সেবনে সোপদ্রবযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

গুড়চ্যাদি তৈল।

গুলঞ্চ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, মুথা ও চিতা; প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ; একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহা সেবনে বাতরক্ত রোগ ও হস্তপদাদির জ্বালা আশু আরোগ্য হয়; ধনে ও পলতার জলের সহিত সেব্য।

তৈল।

বৃহৎ গুড়চ্যাদি, মহারুদ্র তৈল ব্যবহারে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

পথ্য।

বাতরক্ত রোগে,—অরহর, ছোলা, মুগ এবং মসূরযূষ, পুরাতন যব, গোধূম, শালী ধান্যান্ন এবং গব্য ও মহীষ দুগ্ধ, মাংসযূষ, পটল, পলতা, গুলঞ্চশাক ইত্যাদি হিতকর।

বাতরক্ত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

উরুস্তম্ভ রোগ।

শীত, উষ্ণ, দ্রব, কঠিন, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, জীর্ণ, ব্যায়াম, অব্যায়াম, নিদ্রা এবং জাগরণ; এই সমূহের পরস্পর বিরুদ্ধ আহার এবং আচার জন্য শ্লেষ্মা এবং মেদযুক্ত বায়ু দেহস্থিত অত্যন্ত সঞ্চিত অশক্ত পিত্তকে অভিভব করিয়া, যৎকালীন উরুযুগলকে প্রাপ্ত হয় এবং আর্দ্রশ্লেষ্মা দ্বারা ঐ সকলের অস্থির অন্তরকে সংপূরণ করে, তৎকালীন বায়ু শুদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য উরুযুগল স্তব্ধ, শীতল, অচেতন, ভারি ও সমধিক বেদনাযুক্ত হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি উঠিতে ও গমনাগমন করিতে পারে না। উরুস্তম্ভরোগে—মানব চেষ্টাহীন হয় এবং যেন আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত আছে, এমত অনুভব করে। তন্দ্রা, বমি, অরুচি, অঙ্গগ্রহ, জ্বর এবং পদযুগল অবসন্ন, (কষ্টে উত্তোলিত এবং অসাড় হইয়া থাকে)। কেহ কেহ উরুস্তম্ভ রোগকে আঢ্যবাত বলেন।

উরুস্তম্ভ রোগের পূর্ব্বরূপ,—অধিক নিদ্রা, চেষ্টাহীনতা, স্তিমিতভাব, জ্বর, রোমহর্ষ, অরুচি, বমন এবং জঙ্ঘাজড়তা ও উরুতে বেদনা উৎপন্ন। যদি উরুস্তম্ভ রোগ অনুভব করিতে না পারিয়া বাতরোগ ভাবিয়া স্নেহাদি কার্য্য করে, তাহা হইলে পদযুগলের অবসাদ এবং সুপ্ততা ও অত্যন্ত কষ্টে উত্তোলিত হয়। জঙ্ঘা এবং উরুতে অধিক গ্লানি হইয়া থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে দাহযুক্ত বেদনা হয়। রোগাক্রান্তব্যক্তি পদনিক্ষেপ করিতে ব্যথিত হইয়া থাকে, শীতস্পর্শ অনুভব করিতে পারে না, পদযুগলের অবস্থিতি, পীড়ন কিম্বা চালন করিতে অসক্ত হইয়া থাকে এবং উরু ও চরণযুগলকে ভগ্ন অবশের সম অনুভব করিয়া থাকে।

উরুস্তম্ভ রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।—যে সময়ে রোগাক্রান্তব্যক্তি দাহ, বেদনা এবং কম্পযুক্ত হইয়া থাকে, তৎকালে উরুস্তম্ভ রোগে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহার অন্যথা হইলে কিম্বা নব উদিত হইলে সাধ্য জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

উরুস্তম্ভ রোগের চিকিৎসা।

উরুস্তম্ভ রোগে, যাহাতে শ্লেষ্মা নষ্ট হয়, অথচ বায়ু কুপিত না হয়, এমত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এই রোগে বস্তি, বিরেচন এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়া নিষিদ্ধ। উরুস্তম্ভে শিলাজতু, গুগগুল, পিপুল অথবা শুঁঠ ;—গোমূত্র কিম্বা দশমূলের ক্বাথের সহিত সেব্য।

ভোলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্ণবা এবং দশমূল ; ইহাদিগের ক্বাথ সেবন করিলে, উরুস্তম্ভ রোগ আরোগ্য হয়।

পিপুল, পিপুলমূল এবং ভেলামুষ্ঠী ; ইহাদিগের ক্বাথ বা কল্ক (গুড়) মধুর সহিত সেবনে উরুস্তম্ভ রোগ উপশমিত হয়।

ত্রিফলা, চই, ত্রিকটু কিম্বা পিপুলমূল, মধুর সহিত অথবা গুগগুল গোমূত্র সহিত সেবনে উরুস্তম্ভ রোগ নিবারিত হয়।

মধু, সর্ষপচূর্ণ এবং উইমৃত্তিকা ; ধুতুরাপাতা কিম্বা সিজপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া, প্রলেপ দিয়া বস্ত্রাদি বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ মধুর সহিত সেবনে অথবা দশমূলের ক্বাথের সহিত গুগগুল সেবনে উক্ত রোগে বিশেষ উপকার হয়।

গুঞ্জাভদ্র রস।

পারদ ১॥০ দেড় তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, কুঁচবীজ ৩ তোলা এবং জয়পাল বীজ অর্দ্ধ তোলা ; এই সমুদায় জয়ন্তী, জম্বীর, ধুতুরা এবং কাকমাচীর রসে এক একটী ভাবনা দিয়া,

ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ৪ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান হিং এবং সৈন্ধব লবণ। ইহাতে উরুস্তম্ভ রোগ আরোগ্য হয়।

উরুস্তম্ভ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

আমবাত রোগ।

বিরুদ্ধ আহার ও বিহার, অব্যায়াম কিম্বা অত্যন্ত ব্যায়াম ও অগ্নিমান্দ্য হেতু আম উৎপাদিত হইয়া বায়ু দ্বারা আমাশয়ে নীত হয়, পশ্চাৎ বায়ু দ্বারা অধিক দূষিত হইয়া ধমনী সমুদায়ে চালিত হইলে, পুনর্ব্বার বায়ু পিত্ত এবং কফ কর্তৃক দূষিত হইয়া বিবিধ বর্ণযুক্ত এবং পিচ্ছিল হয়, স্রোত সকল হইতে স্রাব নিঃসারিত হয়, দুর্ব্বলতা এবং হৃদয়ের গুরুতা উৎপাদিত হইয়া থাকে, ইহাকেই নানাপ্রকার রোগের আশ্রয় স্বরূপ ভয়াবহ আম কহে। যে সময়ে দুষ্ট আম এবং বায়ু এককালে কুপিত হইয়া মেরুদণ্ডের নিম্নস্থান এবং সন্ধির অন্তরে প্রবেশ করতঃ গাত্রের স্তব্ধতা উৎপন্ন করে, সেই সময়ে আমবাত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সামান্য আমবাত রোগের লক্ষণ।—অরুচি অপাক তৃষ্ণা আলস্য, গাত্রভারি এবং জ্বর হয়, এবং অঙ্গ সমুদায় বেদনাযুক্ত এবং ফুলিয়া উঠে।

যখন আমবাত রোগ প্রকুপিত (অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া) থাকে, তখন এ রোগ সকল অপেক্ষা কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে।

বর্দ্ধিত আমবাতের লক্ষণ।—হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্ফ, ত্রিকস্থল, জানু, উরুযুগল এবং সন্ধি সকল বেদনা ও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যে যে স্থলে দোষ স্থিতি করে, সেই সেই স্থল বিছার কামড়ের সম অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য, মুখস্রাব, অরুচি, মুখ বিরস, কোষ্ঠবদ্ধ, তৃষ্ণা, বমি, অন্ত্রকূজন, আনাহ শূল এবং কুক্ষিযুগল কঠিন হইয়া থাকে, নিদ্রা হয় না, মূর্চ্ছা, ভ্রম এবং হৃদয়ে পীড়া উৎপন্ন হয়, শরীরে উৎসাহ-হীন, দাহ বেদনা এবং সর্ব্বক্ষণ ভারবোধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহে জড়তা জন্মে, অধিক মূত্র সঞ্চার হয় এবং অন্যান্য নানারূপ কষ্টকর উপদ্রবও উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—অঙ্গ সংকোচন খঞ্জত্ব প্রভৃতি।

বাতাধিক্য আমবাত রোগে,—অত্যন্ত বেদনা জন্মে। পিত্তাধিক্য আমবাত রোগে দাহ রোগে দাহ ও শরীর রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। কফাধিক্য আমবাত রোগে-গাত্র ভারি, কণ্ডু এবং স্তৈমিত্য হয়।

আমবাত রোগ স্বভাবতঃ ত্রিদোষজ, তাহার মধ্যে এক দোষের আধিক্য হইলে রোগ সাধ্য। দ্বিদোষ হইলে রোগ যাপ্য। ত্রিদোষাধিক্য রোগে সর্ব্বাঙ্গে শোথ উৎপন্ন হইলে, কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

আমবাত রোগের চিকিৎসা।

আমবাতরোগে,—লঙ্ঘন, স্বেদ, তিক্ত, অগ্নিকারক ও কটুদ্রব্য এবং বিরেচন, স্নেহপাক এবং বস্তিক্রিয়া কর্ত্তব্য।

বালুকার পুটলী তপ্ত করিয়া স্বেদক্রিয়া করিলে আমবাত রোগে উপকার হয়। কণ্টকারী কেউ সজিনার মূল এবং উইমৃত্তিকা; একত্রে গোমুত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, আমবাত নিবারিত হয়।

শুলফা, বচ, সজিনাছাল, গোক্ষুর, বরুণছাল, বেড়েলা, পুনর্ণবা, শঠী, গন্ধভাদুলিয়া, জয়ন্তীফল এবং হিং; এই সমুদায় সমভাগ কাজিতে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিলে, আমবাত নিবারণ হয়।

রাস্নাদি দশমূল।

দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ, এবং দেবদারু, মিলিত ২ তোলা, জল ✓৷৷০ অর্দ্ধ সের শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। এরণ্ড তৈলের সহ কাথ পান করিলে আমবাত আরোগ্য হয়।

রাস্না সপ্তক।

রাস্না, গুলঞ্চ, সোদালফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, এবং পুনর্ণবা; মিলিত ২ তোলা, জল ✓৷৷০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ শুণ্ঠিচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা। এই কাথ পানে জঙ্ঘা, উরু, পার্শ্বত্রিক ও পৃষ্ঠের বেদনা নিবারিত হয়।

রাস্না পঞ্চক।

রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু এবং শুঁঠ; মিলিত ২ তোলা, জল ✓৷৷০ অর্দ্ধ সের শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। এই কাথ সেবনে সন্ধিগত, অস্থিগত, মজ্জাগত ও সার্ব্বাঙ্গিক আমবাত নিবারিত হয়।

দশমূল বা শুণ্ঠির কাথ এরণ্ড তৈলের সহ সেবনে, কুক্ষিশূল ও কটীশূল নিবারিত হয়।
এরণ্ড তৈল আমবাত রোগে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এরণ্ড তৈলের সহিত হরীতকী চূর্ণ ভক্ষণ করিলে আমবাত, গৃধ্রসী, বৃদ্ধি ও অর্দ্দিত রোগ আরোগ্য হয়।

সোঁদালপত্র সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া অন্নের সহিত ভোজনে আমবাত রোগ নিবারিত হয়।
শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা, কাঞ্জির সহিত প্রতিদিন সেবনে আমবাত ও বাতশ্লেষ্মা নষ্ট হয়।

বৈশ্বানর চূর্ণ।

সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, যমানী ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, শুঠ ৫ ভাগ এবং হরীতকী ১২

ভাগ; এই সমুদায় উত্তমরূপ চূর্ণ, একত্রে মিলিত করিয়া লইবে। অনুপান কাঞ্জি ঘৃত কিম্বা উষ্ণ জল। ইহা সেবনে আমবাত ও গুল্মরোগ আরোগ্য হয়।

মহারসোন পিণ্ড।

রশুন ।১২॥ সাড়ে বার সের, নিস্তুষ তিল /৬॰ সওয়া ছয়সের, গব্য তক্র ষোল সের, ত্রিকটু ধনে, চই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, গুড়ত্বক, এলাইচ এবং পিপুলমূল, ইহাদের প্রত্যেক ✓॰ অর্দ্ধ পোয়া, চিনি /১ এক সের, মরিচ অর্দ্ধ পোয়া, কুড় /॥॰ অর্দ্ধ সের, কৃষ্ণজীরা /॥॰ অর্দ্ধ সের, মধু /॥॰ অর্দ্ধ সের, আদা /॥॰ অর্দ্ধ সের, ঘৃত /১ এক সের, তিলতৈল /১ এক সের, কাঞ্জি /২॥॰ আড়াই সের, শ্বেত সর্ষপ /॥॰ অর্দ্ধ সের, রাই সর্ষপ /॥॰ অর্দ্ধ সের, হিং ২ দুই তোলা এবং পঞ্চলবণ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় একত্রিত করিয়া, প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঘৃতকুম্ভে স্থাপন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ১২ দিবস রাখিবে। প্রাতঃকালে যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিবে। অনুপান সুরা কিম্বা দুগ্ধ। এক মাস কাল এই ঔষধ সেবনে নানাপ্রকার বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বিশেষতঃ আমবাত রোগ আরোগ্য হয়। ইহা বহু পরীক্ষিত।

সিংহনাদ গুগ্গুল।

হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়া; প্রত্যেক /৪ চারি সের, কটু তৈল মর্দ্দিত শ্লথ পুটলী বদ্ধ গুগ্গুল /১ এক সের, জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। এই কাথ জলের সহিত গুগগুল গুলিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূথা, বিড়ঙ্গ, বিছাদিমূল, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, চই, ওল, মান, পারদ এবং গন্ধক, প্রত্যেক ৪ তোলা; জয়পালবীজ ১০০০ এক হাজার, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিয়া আলোড়িত করিয়া লইবে। মাত্রা /॰ এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত। অনুপান উষ্ণ জল কিম্বা দুগ্ধ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার আমবাত আশু নিবারিত হইয়া অতিশয় অগ্নিদীপ্তি, ধাতুপুষ্টি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা আমবাত রোগে বহু পরীক্ষিত।

আমবাতারি রস।

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, আমলা ৪ ভাগ, বহেড়া ৫ ভাগ, চিতামূল ৬ ভাগ, এবং গুগ্গুল ৭ ভাগ; এই সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এরণ্ড তৈলে মাড়িয়া লইবে। এরণ্ড তৈলের সহ সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ ও মৎস্য ভোজন নিষিদ্ধ। এই ঔষধ সেবনে প্রবল আমবাত রোগ আরোগ্য হয়।

আমবাতারি রস।

কুচিলা, ত্রিকটু, ছোট এলাইচ, তেজপত্র ও অহিফেণ; সমভাগ, নিমপত্র রসে মর্দ্দন; ২ রত্তি প্রমাণ বটী, অনুপান আদা এবং সৈন্ধবলবণ। এই ঔষধ সেবনে

সন্ধিস্থ কোমড় ফুলা, বেদনা প্রভৃতি আমবাত রোগে আশু আরোগ্য হইয়া অগ্নি এবং বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা পরীক্ষিত।

তৈল।

বৃহৎ সৈন্ধবাদি ও বিজয়-ভৈরব তৈল আমবাত রোগে প্রযোজ্য।

পথ্য।

শালীধান্যের অন্ন, রুটী, লুচী, অল্প দুগ্ধ, ছাগমাংসযূষ, পটোল, পলতা এবং করলা ইত্যাদি পথ্য।

আমবাত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

শূল রোগ।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, আমজ এবং দ্বন্দ্বজ ভেদে শূলরোগ আট প্রকার হয়। প্রায় সর্ব্বপ্রকার শূলরোগে বায়ুর আধিক্য হইয়া থাকে।

বাতিক শূলরোগ।—অত্যন্ত ব্যায়াম, যানারোহণ, স্ত্রীসংসর্গ, রাত্রি জাগরণ এবং অতি-খাতজ, কলায়, মুদ্গ, অরহর এবং গোধূম ভক্ষণ জন্য; অত্যন্ত শীতল জলপান, বিরুদ্ধ আহার এবং অধিক আহার জন্য; রুক্ষ, তিক্ত এবং কষায় দ্রব্য পানাহার জন্য; অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন, মাংস এবং শুষ্ক শাক ভোজন জন্য; মল, মূত্র, শুক্র এবং বায়ু বেগ অবরোধ জন্য এবং শোক, উপবাস, অতি হাস্য ও অত্যন্ত বাক্য কথন জন্য—বায়ু কুপিত হইয়া, হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিক এবং বস্তিদেশে শূল উৎপাদন করে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বাত এবং বদ্ধমল দ্বারা সূচীবিদ্ধের সম বেদনা এবং ভেদন সম পীড়াতে কাতর হয়। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাককালীন প্রদোষ সময়ে, মেঘাগমে এবং শীত ঋতুতে বাতিক শূলরোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং স্বেদ-ক্রিয়া অভ্যঞ্জন, মর্দ্দনাদি এবং স্নিগ্ধ কিম্বা উষ্ণ দ্রব্য পানাহারে সাম্য হয়। বায়ুর চঞ্চলতা জন্য বাতিক শূলরোগ ক্ষণে ক্ষণে সাম্য এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রকুপিত হয়।

পৈত্তিক শূলরোগ।—ক্ষার, অতি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, অম্ল এবং বিদাহী দ্রব্য সেবন জন্য তিলের তৈল, খলী, শিম্বী, কুলত্থ, কাঁজি ও মদিরাদি হইতে প্রস্তুতীকৃত দ্রব্য আহার জন্য, দগ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ জন্য, ক্রোধ, পরিশ্রম, অগ্নি এবং রৌদ্রসন্তাপ এবং অধিক স্ত্রীবিলাস জন্য; পিত্ত প্রকুপিত হইয়া নাভিস্থলে শূলরোগ উৎপাদন করে। রোগাক্রান্তব্যক্তি তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ, ঘর্ম্ম, ইন্দ্রিয় মোহ, ভ্রম এবং চোষণসম পীড়াক্রান্ত হয়, মধ্যাহ্ন, অর্দ্ধরাত্রে অন্নের পরিপাককালীন এবং শীত ও শরৎকালে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শীতক্রিয়া এবং সুস্বাদুযুক্ত শীতল পান ভোজনাদি দ্বারা রোগ শান্ত থাকে।

শ্লৈষ্মিক শূলরোগ।—জলজাত, জলপ্লাবিত দেশজাত মাংস ভক্ষণ জন্য, ছানা, দধি, তক্রাদি পানভোজন জন্য, পুলীপিষ্টক, তিলের খিচুড়ি, তিল তণ্ডুল, মাষকলাইজনিত যবাগু ভক্ষণ জন্য; ইক্ষু, মাষকলায় এবং অপর অপর শ্লেষ্মা জনক দ্রব্য সেবন জন্য কুপিত হইয়া আমাশয়স্থলে শ্লৈষ্মিক শূলরোগ উৎপাদন করে। রোগাক্রান্তব্যক্তির কোষ্ঠের

স্তৈমিত্য, মস্তকের গুরুতা, হৃল্লাস, কাস, মুখপ্রসেক, অবসাদ এবং অরুচি জন্মিয়া থাকে। আহার করিবামাত্র, প্রাতে, শিশির এবং বসন্ত ঋতুতে বেদনা অধিক বৃদ্ধি হয়।

সান্নিপাতিক শূলরোগ।—পূর্ব্বোক্ত বাতাদি দোষের সমুদায় কারণ এবং লক্ষণযুক্ত হইলে, সান্নিপাতিক শূলরোগ জানিতে হইবে। সান্নিপাতিক শূলরোগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও বিষ এবং বজ্র সদৃশ। সান্নিপাতিক শূলরোগাক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন।

আমজনিত-শূলরোগ।—ইহাতে কফজ শূলরোগের লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আনাহ, আটোপ, কফপ্রসেক, হৃল্লাস, বমি, শরীরের গুরুতা এবং স্তৈমিত্য হয়।

দ্বন্দ্বজ শূলরোগ।—বস্তি, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠদেশে বাতশ্লৈষ্মিক শূলরোগ উৎপন্ন হয়। বাত-শ্লৈষ্মিকশূল—বায়ু পিত্তজনিত শূলরোগের নির্দ্দিষ্ট স্থান সকলে উৎপন্ন হয়; এবং উহাতে অত্যন্ত জ্বর এবং দাহ হইয়া থাকে। কফ পৈত্তিক শূলরোগ—কুক্ষি, হৃদয় এবং নাভীতে উৎপাদিত হয়।

শূলরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।—একদোষযুক্ত শূলরোগ সাধ্য। দুই দোষযুক্ত কষ্টসাধ্য। সর্ব্বদোষযুক্ত অর্থাৎ সান্নিপাতিক শূলরোগ অসাধ্য। যে শূলরোগ অত্যন্ত কষ্টপ্রদ হইয়া, অঙ্গমর্দ্দন, পিপাসা, মূর্চ্ছা, আনাহ, গাত্রভারি, অরুচি, শ্বাস এবং হিক্কাদি উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা অসাধ্য জানিতে হইবে।

পরিণাম শূলরোগ।—ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে পরিণাম শূলরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বীয় কার্য্যজন্ত কুপিত বায়ু যখন কফ ও পিত্তকে দূষিত করিয়া প্রবল হয়, তখন পরিণাম শূলরোগ উৎপন্ন হয়। বাতাধিক্য পরিণাম শূলরোগে,—আধ্মান, আটোপ, মল এবং মূত্র-বদ্ধ, গ্লানি এবং কম্প হয়; স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ ক্রিয়াতে রোগ শান্ত থাকে। পিত্তাধিক্য পরি-ণাম শূলরোগ,—কটু, অম্ল ও লবণযুক্ত দ্রব্য সেবনে বৃদ্ধি পায়, শীতক্রিয়া দ্বারা শান্ত থাকে, রোগাক্রান্তব্যক্তি পিপাসা, দাহ, গ্লানি এবং ঘর্ম্মযুক্ত হয়। কফাধিক্য পরিণাম শূলরোগে,—বমি, হৃল্লাস, সম্মোহ এবং অল্প বেদনা হইয়া থাকে, রোগ দীর্ঘকাল ভোগ করে; কটু এবং তিক্তরসযুক্ত সেবনে রোগ শান্ত থাকে। পূর্ব্বোক্ত দুই দোষ মিলিত লক্ষণ দ্বারা দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিদোষের সমুদায় লক্ষণ মিলিত দ্বারা সান্নিপাতিক পরিণাম শূল জানিতে হইবে। সান্নিপাতিক পরিণাম শূলরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অগ্নি, বল এবং মাংসের ক্ষীণতা হইলে রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে।

অন্নদ্রব শূলরোগ।—এই শূল রোগ অন্নজীর্ণ এবং অজীর্ণ উভয় সময়েই রোগ উপস্থিত থাকে। ইহা সুপথ্য কিম্বা কুপথ্য আহার, কি অনাহার, নিয়ম কিম্বা অনিয়ম, কোনমতেই উপশমিত হয় না, কেবল বমন করিলে পিত্ত পরিপাক হইয়া সত্বরেই কিছুকালের জন্য রোগ শান্ত থাকে।

সমাপ্ত।

শূল রোগের চিকিৎসা।

শূলরোগে,—বমন, লঙ্ঘন, স্বেদক্রিয়া, পাচন ও ক্ষারাদি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

শূলরোগীকে,—অগ্রে কোষ্ঠের অজীর্ণ দূরীকৃত করিয়া হিঙ্গু, আতইচ, ত্রিকটু, বচ, সচল লবণ এবং হরীতকী ; এই সমুদায় চূর্ণ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

বেড়েলা, পুনর্ণবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর ; মিলিত ২ তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রক্ষেপ হিং ২ রতি, সৈন্ধব ২ মাষা। ইহা পান জন্য বাতশূল আরোগ্য হয়।

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধব, যবক্ষার, সচল লবণ এবং হরীতকী ; এই সকল চূর্ণ সুরার সহিত সেবনে বাতশূল নিবারিত হয়।

শুণ্ঠী এবং এরণ্ডমূল মিলিত ২ তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ হিঙ্গু ২ রতি, সচল লবণ ২ মাষা। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হয়।

শুঁঠ, এরণ্ডমূল এবং যব ; মিলিত ২ তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ কুড় চূর্ণ অথবা হিঙ্গু ও সচল লবণ চূর্ণ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শূল-রোগ আরোগ্য হয়।

মদনফল (ময়না ফল) কাঁজিতে পেষণ করিয়া নাভীতে প্রলেপ দিলে শূলরোগ আরোগ্য হয় ; এবং তিলতৈলের সহিত জীবন্তীমূল বাটীয়া প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল নষ্ট হয়।

প্রাতে শতমূলীর রস মধুর সহিত পান করিলে, পিত্তশূল ও দাহাদি নিবারিত হয়। শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল এবং গোক্ষুর ; মিলিত ২ তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ গুড়, মধু এবং চিনি। এই কাথ সেবনে রক্তপিত্ত, দাহ, পিত্তশূল ও দাহজ্বর নিবারিত হয়।

আমলকী চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে পিত্তশূল নিবারিত হয়।

সৈন্ধব, সচল, বিট, পিপুলমূল, চিতামূল, চই এবং শুঁঠ ; এই সমুদয় চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবনে কফশূল নিবারিত হয়।

শঙ্খচূর্ণ ১ মাষা, সৈন্ধব ও ত্রিকটু মিলিত ২ মাষা এবং হিঙ্গু ২ রতি ; এই সমুদায় উষ্ণ জলের সহিত সেবনে সান্নিপাতিক শূল এবং আমশূল নিবারিত হয়।

শুঁঠ ২ তোলা ও গুড় ২ তোলা, দুগ্ধের সহিত সেবনে প্রবল পরিণাম শূল এক সপ্তাহ মধ্যে নিবারিত হয়।

শাকাদি গুড়িকা।

শম্বুক ভস্ম ২ তোলা, ত্রিকটু ১ তোলা এবং পঞ্চ লবণ মিলিত ১ তোলা ; এই সমুদায় কলমীশাকের রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ মাষা মাত্রায় প্রাতে অথবা আহারের পূর্ব্বে উষ্ণ জলের সহিত সেবনে পরিণাম শূল নষ্ট হয়।

কলায়ের যূষের সহিত যবের ছাতু সেবন করিলে, পরিণামশূল সত্বরে নষ্ট হয়।

ধাত্রী লৌহ।

আমলকী চূর্ণ /১ সের, লৌহ অর্দ্ধ /॥০ সের, যষ্ঠিমধু চূর্ণ /।০ এক পোয়া, এই সমুদায় একত্র করিয়া গুলঞ্চ কিম্বা আমলকীর রসে ৭টী ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক ও পুনঃ পেষিয়া নূতন মৃণ্ময়পাত্রে রাখিবে। আহারের পূর্ব্বে মধ্যে এবং অন্তে তিন মাষা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনে বহুকালজ সর্ব্বপ্রকার কষ্টকর শূলরোগ শীঘ্র উপশমিত হয়। ইহা বহু ব্যবহৃত।

শুষ্ঠী চূর্ণ ৫ তোলা, বিটলবণ ২॥০ তোলা, সোহাগার খই ১।০ সওয়া তোলা, মুলতানী শোধিত হিং (ঘৃত ভর্জ্জিত) ॥৵০ আনা। প্রথম সজিনা ছালের রস দিয়া হিং মাড়িবে, পরে উহাতে বিটলবণ মিলিত করিয়া মাড়িয়া তাহাতে সোহাগা মিলিত করিয়া মাড়িবে, তৎপর শুণ্ঠী চূর্ণ মিলিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ৫৪টী বটিকা করিবে। প্রাতে এবং বৈকালে শীতল জল সহ এক এক বটী ২৭ দিবস সেবনে সর্ব্বপ্রকার সোপদ্রব শূলরোগ নিবারিত হইয়া অগ্নি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সজিনার ছাল রসের মাত্রার নিয়ম নাই, যাহাতে উত্তমরূপে মাড়িতে পারা যায় এমত পরিমাণে রস গ্রহণ করিবে।

বৃহৎ নারিকেল খণ্ড।

সুপক্ব নারিকেল শস্য শিলে ছেঁচিয়া রস ফেলিয়া /১ এক সের, উহা ॥৵০ আড়াই পোয়া গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ১৬ ষোল সের নারিকেল জলে /২ সের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত উক্ত ঘৃত ভর্জ্জিত নারিকেল শস্য /১ সের, শুণ্ঠী চূর্ণ /॥০ অর্দ্ধ সের, দুগ্ধ /২ সের একত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। গাঢ় হইলে বংশলোচন, ত্রিকটু, মুথা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপুল এবং জীরা; প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধ তোলা। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার সোপদ্রব শূল, অম্লপিত্তাদি রোগসকল আশু উপশমিত হইয়া বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়। অনুপান উষ্ণদুগ্ধ।

হরীতকী খণ্ড।

ত্রিফলা, মুথা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, যমানী, ত্রিকটু, ধনে, মৌরী, শুলফা এবং লবঙ্গ; প্রত্যেক ২ তোলা, তেউড়ী ও সোণামুখী প্রত্যেক /।০ এক পোয়া। হরীতকী চূর্ণ /১ সের, চিনি /৪ সের, একত্রে যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার সোপদ্রব, শূল অম্লপিত্ত এবং অর্শ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

শূলান্তক রস।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, তেউড়ীমূল এবং চিতামূল ; প্রত্যেক ১ তোলা, কর্জ্জলী ১ তোলা, (পারা ৷৷৹ অর্দ্ধ তোলা, গন্ধক ৷৷৹ অর্দ্ধ তোলা) লৌহ, অভ্র এবং বিড়ঙ্গ ; প্রত্যেক দুই তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করতঃ গুঁড়া করিয়া লইবে। রোগের বলাবল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া মাত্রা দিবে। অনুপান কাঁজি। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ আরোগ্য হয়।

শূলবর্জ্জিনী বটী।

রস, গন্ধক, এবং লৌহ ; প্রত্যেক ৪ চারি তোলা ; সোহাগা, হিং, শুঁঠ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শঠি, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, তালিশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা এবং ধনে, প্রত্যেক ১ তোলা, ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল। ইহাতে শূল ও গুল্মাদি রোগ আরোগ্য হয়।

তৈল।

শূলরোগে,—শূলগজেন্দ্র তৈল ব্যবহার করিলে মহোপকার হয়।

পথ্য।

লাবপক্ষীর মাংস, ছাগমাংসযুষ, কুলথ কলায়, দাড়িম্ব, তিল তণ্ডুল, যবাগু, দুগ্ধ, খই, শালি তণ্ডুলান্ন, পটোল, পলতা ইত্যাদি।

শূল রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

উদাবর্ত্ত রোগ।

বাত, মল-মূত্র জৃম্ভণ, অশ্রু, ক্ষব (হাঁচি) উদ্গার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, পিপাসা, উৎশ্বাস এবং নিদ্রার বেগ ধারণ জন্য ত্রয়োদশরূপ উদাবর্ত্ত রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে।

১। বাতবেগ নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে,—বাত, মূত্র এবং মলের অবরোধ, আধ্মান, ক্লান্তি এবং বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং উদর মধ্যে অপর মধ্যে অপর অপর তোদশূলাদি বাতজন্য বিবিধরূপে রোগ উৎপাদিত হয়।

২। মলবেগ নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে,—আটোপ, শূল, গুহ্যদ্বারে কর্ত্তন সম পীড়া, মল অবরোধ এবং বায়ুর ঊর্দ্ধগতি হইয়া থাকে, কখন বা মুখ দ্বারা মল নির্গত হয়।

৩। মূত্রের বেগ নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে,—বস্তি এবং শিশ্নে শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং শিরঃপীড়া উৎপাদন হয় এবং বঙ্ক্ষণদেশে আনাহ রোগ জন্য শরীর নত হইয়া পড়ে।

৪। জৃম্ভণ বেগ নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে, মন্যা ও গলস্তম্ভ শিরঃপীড়া নাসিকা এবং মুখ ও কর্ণ পীড়া উৎপাদিত হইয়া থাকে।

৫। সুখজনিত কিম্বা শোকজনিত, নেত্রজল নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে, গুরুতা পীনস এবং ভয়াবহ চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৬। ক্ষব (হাঁচি) নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে,—মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিত অর্দ্ধশিরঃশূল এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়।

৭। উদ্গারের বেগ নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে,—কণ্ঠ ও মুখের পূর্ণত্ব সূচীবিদ্ধের ন্যায় অত্যন্ত বেদনা, অব্যক্ত কচস্বর, শ্বাসরোধ এবং বাতজনিত হিক্কাদি রোগ উৎপাদিত হয়।

৮। বমন নিরোধজনিত উদাবর্ত্তরোগে, মণ্ডলাকৃতি, কোঠ (চাকা চাকা দাগ) গাত্রকণ্ডু, অরুচি, অঙ্গশোথ, পাণ্ডুজ্বর, কুষ্ঠ, বিসর্প এবং হৃল্লাস হয়।

৯। শুক্র নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে,—মূত্রাশয়ে, মলদ্বারে এবং অণ্ডকোষে শোথ এবং বেদনা উৎপাদিত হয়। মূত্রাবরোধ শুক্রাশ্মরী এবং শুক্রস্রাব সমুদ্ভব হইয়া থাকে।

১০। ক্ষুধা-নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে,—তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রম এবং দৃষ্টিহীনতা জন্মে।

১১। তৃষ্ণা-নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে,—কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, শ্রবণশক্তি হীন ও হৃদয়ে বেদনা উৎপাদিত হয়।

১২। নিদ্রাভিঘাত দ্বারা উদাবর্ত্ত রোগে,—জৃম্ভণ, তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দন এবং নেত্র ও মস্তকের জড়তা হয়।

১৩। শ্রান্তব্যক্তির নিশ্বাস নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে,—হৃদ্রোগ, মূর্চ্ছা, কখন বা গুল্মরোগ উৎপাদিত হয়।

রুক্ষসেবনজন্য কুপিত বাতজনিত উদাবর্ত্ত রোগে—রুক্ষ কষায়, কটু, তিক্তরসযুক্ত দ্রব্য পান, ভোজনের জন্য কোষ্ঠাস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া সদ্য উক্ত উদাবর্ত্ত রোগ উৎপাদিত করে। এই রোগে মলের কাঠিন্য উৎপাদিত হয় এবং বাত, মল, মূত্র, রক্ত কফ এবং মেদবাহী স্রোত সকলকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। এই উদাবর্ত্ত রোগে, হৃদয়ে এবং বস্তিদেশে শূল জন্মিয়া থাকে, শরীরের গ্লানি এবং হৃল্লাস হয়, বাত মূত্র এবং বিষ্ঠা অত্যন্ত কষ্টের সহিত নির্গত হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস, কাস, প্রত্যাসায়, দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, মনোবিভ্রম এবং শ্রবণবিভ্রম হইয়া থাকে এবং কুপিত বাতজনিত অপর অপর বহুবিধ রোগ উৎপত্তি হয়।

সমাপ্ত।

আনাহ রোগ।

যে রোগে বিমার্গগামী বায়ু জন্য আম কিম্বা পুরীষ ক্রমে অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া নির্গত হয় না, তাহাকে আনাহ রোগ বলা যায়। আনাহ রোগ দুই রূপ। যথা—আমজনিত এবং মলজনিত।

আমজনিত আনাহরোগে,—পিপাসা, প্রতিশ্যায়, শিরোদাহ, আমাশয়ে শূল, গাত্র ভারি, হৃদয়ে স্তম্ভন এবং উদ্গারের অবরোধ হইয়া থাকে।

মলজনিত আনাহরোগে,—কটি এবং পৃষ্ঠদেশে জড়তা, মলমূত্রের অবরোধ, শূল, মূর্চ্ছা, বিষ্ঠাবমন এবং শোথ হয় এবং অলসক রোগোক্ত লক্ষণ সমুদায় (অর্থাৎ বাত নিরোধাদি রোগের লক্ষণ) দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।

উদাবর্ত্ত আনাহ রোগের চিকিৎসা।

নারাচ চূর্ণ।

চিনি ৶৹ অর্দ্ধ পোয়া, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৶৹ পোয়া এবং পিপুল ২ তোলা, এই সমুদায় মধুর সহিত মিসিত করিয়া ভোজনের পূর্ব্বে ২ তোলা পরিমাণে অবলেহ করিলে উদাবর্ত্ত রোগ উপশমিত হয়।

নারাচ রস।

পারা, গন্ধক এবং মরিচ ; প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগা, পিপুল, এবং শুঁঠ প্রত্যেক ২ তোলা, সর্ব্ব সমান জয়পালবীজ। এই সমুদায় সিজের আঠায় তিন দিবস মর্দ্দন করিয়া নারিকেলের মধ্যে পুরিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। পরে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ নাভীতে প্রলেপ দিলে অথবা ইহার আঘ্রাণ লইলে বিরেচন হইয়া উদাবর্ত্ত রোগের উপশম হয়।

তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় ১১ ভাগ। এই সমুদায় একত্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে মলরোধ নিবারিত হয়।

তেউড়ী, হরীতকী এবং কৃষ্ণবর্ণ তেউড়ী ; সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া পান করিলে মলমূত্রাদি নির্গত হইয়া আনাহ রোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিকটু, সৈন্ধব, শ্বেতসরিষা, ঝুল, কুড় ও ময়নাফল, মিলিত ২ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য অর্দ্ধ পোয়া মধু কিম্বা গুড়ের সহিত পান করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে ; ঐ বর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া অল্পে অল্পে গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহাতে ভেদাদি হইয়া আনাহ উদাবর্ত্ত জঠর ও গুল্ম রোগ আরোগ্য হয়

পথ্য।

জলজ মাংসরস, নবান্ন ও অন্যান্য যে সমস্ত বস্তু মূত্রকারক ও বিরেচক এবং গুড়জ মদ্য বিশেষ উপকারজনক।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

গুল্মরোগ।

মিথ্যা আহার-বিহার জন্য বাতাদি দোষ দূষিত হইয়া কোষ্ঠান্তরে (অর্থাৎ আমাশয়াদির মধ্যে) সচল বা অচল হ্রাস বা বৃদ্ধি বিশিষ্ট যে গ্রন্থি জন্মে তাহাকে গুল্ম কহে। বাত, পিত্ত শ্লেষ্মা, সান্নিপাত ও রক্তভেদে গুল্মরোগ পঞ্চবিধ হইয়া থাকে। পার্শ্বযুগল, হৃদয়, নাভি এবং বস্তি গুল্মরোগের এই পঞ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। বাত প্রভৃতি চারি প্রকার গুল্মরোগ পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের হইয়া থাকে। রক্তজ-গুল্মরোগ কেবল স্ত্রীলোকের হয়। গুল্মরোগ উৎপন্ন হইবার অগ্রে উদ্গারের বাহুল্য, মল, আহারে অনিচ্ছা, দৌর্ব্বল্য, অন্ত্রকূজন, আটোপ, আধ্মান এবং ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক হইয়া থাকে। গুল্মরোগের সামান্য লক্ষণ অরুচি, বাত, মল এবং মূত্রের কৃচ্ছ্রতা, অন্ত্রকূজন, আনাহ এবং বায়ুর ঊর্দ্ধগতি হয়।

বাতগুল্ম।—বিষম এবং অধিক মাত্রায় রুক্ষ দ্রব্যাদি পান ভোজন কিম্বা আহার দ্বারা বিরুদ্ধ চেষ্টা, বেগ বিঘাত, শোক, অভিঘাত এবং অত্যন্ত মলরেচন হেতু বায়ু কুপিত হইয়া বাতগুল্মরোগ উৎপাদন করে। বাতগুল্মরোগে,—গুল্মস্থান বিকল্প আকৃতি এবং বেদনার বিকল্প হইয়া থাকে, মল এবং বাতের অবরোধ হয়; গল এবং মুখশোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীর শ্যাব কিম্বা রক্তবর্ণ হয়। শীতজ্বর এবং হৃদয় কুক্ষি, পার্শ্ব অংশ ও মস্তকে বেদনা জন্মিয়া থাকে। ভুক্তাহার পরিপাক হইলে রোগের বৃদ্ধি হয়। আহার করিলে রোগ উপশমিত থাকে এবং রুক্ষ, কষায়, তিক্ত ও কটু ক্রিয়া জন্য প্রকোপ প্রাপ্ত হয়।

পৈত্তিক গুল্ম.—কটু অম্ল তীক্ষ্ণ উষ্ণ বিদাহী এবং রুক্ষ দ্রব্য পানাহার দ্বারা ক্রোধ অত্যন্ত সুরা সেবন, রৌদ্র এবং অগ্নি সন্তাপ দ্বারা এবং আমাভিঘাত ও দূষিত রক্তদ্বারা পৈত্তিক গুল্মরোগ উৎপাদিত হয়। পৈত্তিক গুল্মরোগে জ্বর তৃষ্ণা ঘর্ম্ম এবং শরীর রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ভুক্তাহার জীর্ণাবস্থায় অত্যন্ত শূল উৎপন্ন হয় এবং ব্রণের তুল্য দাহযুক্ত এবং স্পর্শাসহ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক গুল্ম।—শীতল গুরু স্নিগ্ধ এবং পরিতৃপ্ত আহার দ্বারা দিবানিদ্রা এবং নিশ্চেষ্টতা দ্বারা শ্লৈষ্মিক গুল্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে স্তৈমিত্য শীতজ্বর দেহাবসাদ হৃল্লাস কাশ অরুচি গুরুত্ব এবং শীত অনুভব হয়, গুল্ম কঠিন উন্নত ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়।

সান্নিপাতিক-গুল্ম।—পূর্ব্বোক্ত বাতাদি গুল্মত্রয়ের সমূহ লক্ষণ হইতে সান্নিপাতিক গুল্ম-রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক গুল্মরোগে, গুল্ম প্রস্তরের সম কঠিন, উন্নত, দারুণ এবং অধিক ব্যথা ও দাহযুক্ত হয়; এবং আশু শরীরের বিদাহ, মনের ব্যাকুলতা, কলেবরের কৃশত্ব, অগ্নির বিষমতা এবং বলের হ্রাস উৎপাদন করে। সান্নিপাতিক-গুল্ম-রোগকে অসাধ্য বিবেচনা করিতে হইবে।

ঔষধের কল্পনা জন্য দোষদ্বয়ের মিলিত কারণ এবং লক্ষণের দ্বারা দ্বন্দ্বজভেদে আর তিন প্রকার গুল্মরোগ জানিতে হইবে।

নবপ্রসূতা,—আমগর্ভপ্রসব (অর্থাৎ নবম মাসের পূর্ব্বে প্রসবা) এবং ঋতুর সময়ে অহিত ভোজনশীল স্ত্রীগণের বায়ু দ্বারা শোণিত গৃহীত হইয়া দাহ এবং বেদনাযুক্ত গুল্মরোগ উৎপাদিত হয়। এই গুল্মরোগে,—পৈত্তিক গুল্মের লক্ষণ এবং আর একটী বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রক্তগুল্ম,—যে গুল্মরোগে গর্ভের তুল্য লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে (অর্থাৎ ঋতু হয় না।) স্তনমুখ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ এবং দোহদাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ভ্রূণ, হস্তপদাদি সঞ্চালন দ্বারা নিঃশূল, স্পন্দন না হইয়া গর্ভাশয়ে বেদনাযুক্ত পিণ্ডস্পন্দন অনুভব হইয়া থাকে, তাহাকে রক্তগুল্মরোগ বলা যায়। রক্তগুল্মরোগ যুবতী স্ত্রীদিগের হইয়া থাকে। রক্তগুল্ম-রোগ দশ মাস অতীত না হইলে চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে পারেন না।

গুল্মরোগের অসাধ্য লক্ষণ।—যে গুল্ম ক্রমে ক্রমে সঞ্চয় লাভ করিয়া সমুদয় উদরে ব্যাপিত হইয়া থাকে, ধাত্বন্তরে সংলগ্ন হইয়া শিরা সমুদয় দ্বারা বেষ্টিত হয় এবং কূর্ম্মের ন্যায় বাড়িয়া উঠে এবং দৌর্ব্বল্য, অরুচি, হৃল্লাস, কাস, বমি, গ্লানি, জ্বর, পিপাসা, তন্দ্রা এবং প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে, সে গুল্মরোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে। যে গুল্মরোগাক্রান্ত ব্যক্তির হৃদয়, নাভি, হস্ত এবং পদে বিষম শোথ উৎপন্ন হইয়া জ্বর, শ্বাস, বমি এবং অতি-সার জন্মে, সে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস, শূল, তৃষ্ণা, অন্ন-বিদ্বেষ, দৌর্ব্বল্য এবং গ্রন্থিরূপ গুল্মের অকস্মাৎ বিলোপ হয়, সে রোগীও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে।

সমাপ্ত।

গুল্মরোগের চিকিৎসা।

গুল্মরোগে,—সর্ব্বাগ্রে বায়ু শান্তির উপায় করিবে। বায়ু উপশমিত হইলে অনায়াসেই অন্যান্য দোষের উপশম হইয়া থাকে।

গুল্মরোগে,—লঙ্ঘন, অগ্নিদীপ্তিকারক ঔষধ, স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ স্বেদক্রিয়া এবং যদ্দ্বারা দেহের পুষ্টি হয়, তৎসমুদায় হিতকারক জানিবে।

গুল্মরোগীকে,—বিষ্ণু তৈলাদি মাখাইয়া গুল্মস্থলে স্বেদ দিবে, স্বেদক্রিয়া দ্বারা দৈহিক স্রোত সমূহ পরিষ্কৃত হইয়া প্রবল বায়ুর দমন ও মলাদি রোধ নিবারিত হইয়া গুল্মরোগ উপশমিত হয়।

বায়ুনাশক ক্বাথ বা কাঞ্জিকাদি দ্বারা কোন পাত্র পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান তাহাকে কুম্ভী স্বেদ কহে।

সিদ্ধ মাংসাদির পিণ্ড দ্বারা স্বেদ প্রদানের নাম পিণ্ড-স্বেদ এবং ইষ্টকচূর্ণ উষ্ণ করিয়া কাঞ্জিতে করিয়া স্বেদ প্রদানের নাম ইষ্টক স্বেদ। এই তিন প্রকার স্বেদ, সুখোষ্ণ প্রলেপ ও শান্তনা প্রভৃতির দ্বারা গুল্মরোগ উপশমিত হয়।

টাবালেবুর রস, হিং, দাড়িম এবং বিটলবণ, এই সমুদায় সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বায়ুজনিত গুল্মরোগ শান্তি হয়।

শুঁঠ ৪ তোলা, নিস্তুষ তিল ১৬ তোলা এবং গুড় ৮ তোলা; এই সমুদায় একত্রে পেষণ করিয়া উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল নিবারিত হয়।

উষ্ণ দুগ্ধ কিম্বা সুরার সহিত এরণ্ড তৈল পানে গুল্মরোগ উপশমিত হয়।

তিল তৈল বা এরণ্ড তৈলের সহ সাচিক্ষার ২ মাষা ও কুড়চূর্ণ ২ মাষা অথবা কেতকী জটার ক্ষার মিলিত করিয়া সেবনে বাতগুল্ম প্রশমিত হয়।

বাতগুল্মে কফাধিক্য হইলে বমনকারক ও চূর্ণাদি ঔষধ, পিত্তগুল্মে স্নিগ্ধ বিরেচন এবং রক্তগুল্মে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়।

তক্রের সহিত যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে, অগ্নির দীপ্তি এবং বায়ু, মূত্র পুরীষের অনুলোম সাধিত হয়।

কফজ গুল্মে,—তিল, এরণ্ডবীজ, তিসি ও সর্ষপ বাটিয়া গুল্মস্থানে প্রলেপ দিয়া উষ্ণদুগ্ধ লৌহপাত্র দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

দ্বন্দ্বজ গুল্মে ঐ উভয়বিধ ক্রিয়া এবং সান্নিপাতিক-গুল্মে,—ত্রিদোষনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

বচ ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, বিটলবণ ৬ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, হিং ১ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, চিতামূল ৫ ভাগ ও যমানী ৫ ভাগ; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া মদ্যাদির সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম ও আনাহ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

যমানি, হিং সৈন্ধব, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী; সমভাগে চূর্ণ করিয়া সুরা সহ সেবনে সর্ব্বপ্রকার গুল্মশূল নিবারিত হয়।

হিঙ্গাদি চূর্ণ।

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, পদ্মমূল ৭ ভাগ এবং কুড় ৮ ভাগ; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া সুরা সহ সেবনে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম রোগ উপশমিত হয়।

অন্যরূপ হিঙ্গাদি চূর্ণ।

হিং, ত্রিকটু, আকনাদি, হবুস, হরীতকী, শুষ্ঠী, বনযমানি, ক্ষেত্রযমানি, তেঁতুলছাল, জস, অম্লবেতস; অম্লদাড়িম, কুড়, ধনে, জিরা, চিতামূল, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, বিটলবণ এবং চই; এই সমুদায় সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া ছোলঙ্গ লেবুর রসে সাত দিবস ভাবনা দিয়া মদ্য বা উষ্ণ জলের সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগ উপশমিত হয়।

বচাদি চূর্ণ।

বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধব লবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার এবং যমানী; এই সমুদায় সমভাগ চূর্ণ প্রাতে ৪ মাষা মদ্য বা উষ্ণ জলের সহিত সেবনে অতি শীঘ্র সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগ উপশমিত হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কাঙ্কায়ণ গুড়িকা।

শঠী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়ব, শুঁঠ, বচ এবং তেউড়ীমূল; প্রত্যেক ৵৹ পোয়া, হিং ⁄।৵৹ দেড় পোয়া, যবক্ষার ⁄।৹ এক পোয়া, অম্লবেতস ⁄।৹ এক পোয়া, যমানি, জীরা, মরিচ এবং ধনে; প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, প্রত্যেক ⁄৹ এক ছটাক; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া টাবালেবুর রসে মাড়িয়া, ৪ মাষা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক দুই বা তিন গুড়িকা এককালে সেবনীয়। অনুপান সুখোষ্ণ জল, কাঁজি, মদ্য, মাংসযূষ, ঘৃত কিম্বা দুগ্ধ প্রভৃতি। গোমূত্রের সহিত সেবনে কফজ, দুগ্ধের সহিত পৈত্তিক এবং মদ্য বা কাঁজির সহিত সেবনে বাতিক গুল্ম আরোগ্য হয়। স্ত্রীদিগের রক্তগুল্মে উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেব্য।

দন্তী হরীতকী।

শ্লোথ পুটলীবদ্ধ হরীতকী ২৫ টা, দন্তীমূল ⁄১৵৹ সাড়ে বার পোয়া, চিতামূল ⁄১৵৹ সাড়ে বার পোয়া, জল ৬৪ সের, শেষ ⁄৮ সের। এই ক্বাথ জলে ⁄১৵৹ সাড়ে বার পোয়া, পুরাতন গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ২৫টা দিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে তেউড়ীমূল চূর্ণ ⁄।৷৹ সের, তিলতৈল অর্দ্ধ সের, শুঠ এবং পিপুলচূর্ণ; প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া, উত্তমরূপ আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ⁄।৷৹ সের, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ এবং নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা। অনুপান একটী হরীতকী চূর্ণ। ইহাতে বিরেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা, শোথ এবং বিবিধ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বৃহৎ গুল্মকালানল রস।

রস, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, সোহাগা, কটুকী, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, কুড়,

ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক, নাগেশ্বর এবং খদির; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, একত্রে মর্দ্দন করিয়া জয়ন্তী, চিতা, ধুতুরা এবং কেশুরিয়া; ইহাদের পত্রের রসে পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান উষ্ণজল বা দুগ্ধ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগ আশু উপশমিত হয়।

নাগেশ্বর রস।

রস, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশীলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, নিষেদল, সোহাগা, লৌহ, অভ্র এবং তাম্র; এই সমুদায় চূর্ণ সমভাগ লইয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করিবে, পরে চিতা, বাসক ও দন্তী এই তিনের একত্রে কাথ করিয়া তদ্দ্বারা একদিন মর্দ্দন করিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান পানের রস। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম আরোগ্য হয়।

রক্তগুল্ম।

রক্ত-গুল্মে—প্রসবকাল অর্থাৎ দশ মাস গত হইলে রোগিণীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে।

শুলফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামনহাটী ও পিপুল; এই সমুদায় বাটীয়া তিলের কাথের সহিত সেবনে রক্তগুল্ম আরোগ্য হয়।

পুরাতন গুড়, ত্রিকটু, হিং এবং বামনহাটী; এই সমুদায়ের সহিত তিলের কাথ, যবক্ষার ও ত্রিকটুর সহিত মদ্য অথবা পলাশ ছাল-ভস্মের জলে সিদ্ধ ঘৃত পান করিলে রক্তগুল্ম আরোগ্য হয়।

রক্তগুল্মে অধিক রক্তস্রাব হইলে রক্তপিনাশক চিকিৎসা করিবে।

ভেলার কল্ক ও কষায় দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া চিনির সহিত সেবনে রক্তগুল্ম আরোগ্য হয়।

পঞ্চানন রস।

রস, গন্ধক, তুঁতিয়া, জয়পাল, পিপুল ও সোঁদাল ফলের আঠা; এই সমুদায় সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আমলকীর রস কিম্বা তেঁতুল পাতার রস। পথ্য দধি ও অন্ন। ইহাতে রক্তগুল্ম আরোগ্য হয়।

তৈল।

বাতহর বৃহৎ বিষ্ণু। মহানারায়ণ তৈলাদি গুল্মরোগে প্রযোজ্য।

পথ্য।

বাতহর ঔষধাদি দ্বারা সিদ্ধ পেয়া কুলত্থ কলায়যূষ, অন্ন, জাঙ্গাল মাংসযূষ, পঞ্চমূল সিদ্ধ মাংসযূষ গুল্মরোগের পথ্য।

শুষ্ক মাংস, মূলা, মৎস্য, শুষ্ক শাক, দাউল, আলু, ও মিষ্ট ফল; এই সকল কুপথ্য জানিবে।

গুল্মরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

হৃদ্রোগ।

সর্ব্বদা অত্যন্ত উষ্ণ, গুরুপাক অন্ন এবং কষায় ও তিক্ত-দ্রব্য পান ভোজন জন্য; শ্রম, অভিঘাত এবং অধ্যয়ন জন্য, এবং চিন্তা ও বেগ বিঘাতের জন্য; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক এবং কৃমিজনিত ভেদে পাঁচ প্রকার হৃদ্রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে। যে রোগে হৃদয়গত বিকৃত দোষ সকল (বাতাদি) রসকে দূষিত করিয়া হৃদয়ে বেদনা উৎপাদন করে, তাহাকে হৃদ্রোগ বলা যায়।

বাতিক হৃদ্রোগে,—হৃদয়ে আকর্ষণের সম; সূচী বেদনার সম, দণ্ড দ্বারা মন্থনের সম, কুঠারের দ্বারা উৎপাটনের সম এবং কভু স্ফোটকের সম পীড়া অনুভব হইয়া থাকে।

পৈত্তিক-হৃদ্রোগে,—পিপাসা, দাহ, চোষণবৎ পীড়া, মনের ব্যাকুলতা, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমন অনুভব, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম এবং মুখশোষ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক-হৃদ্রোগে,—কফস্রাব, শরীর ভার বোধ, স্তব্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, মুখের মধুরতা এবং অরুচি জন্মে।

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে,—পূর্ব্বোক্ত বাতাদি ত্রয়ের দোষ মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রিমিজ-হৃদ্রোগে,—ক্রিমি হইতে কণ্ডুযুক্ত তীব্রবেদনা, বমিভাব, নিষ্ঠীবন, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বমি এবং অন্ধকারে প্রবেশ অনুভব হইয়া থাকে এবং অরুচি, শ্যাবনেত্রতা এবং শোথ উৎপন্ন হয়।

দোষজনিত হৃদ্রোগে—উপদ্রব ক্লান্তি, অবসাদ, ভ্রম এবং শোথ হইয়া থাকে। ক্রিমিজ হৃদ্রোগে,—হৃল্লাস, মুখস্রাব, অবিপাকাদি, শ্লৈষ্মিক ক্রিমিরোগোক্ত উপদ্রব দৃষ্ট হয়।

সমাপ্ত।

হৃদ্রোগের চিকিৎসা।

বায়ুপ্রধান হৃদ্রোগে,—রোগীকে তৈল ও সৈন্ধব লবণাদির সহিত দশমূলের কাথে মদনফলাদির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বমন করাইবে।

নবোত্থিত হৃদ্রোগে,—লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়। কিন্তু বায়ুপ্রবল থাকিলে লঙ্ঘন বিধেয় নহে।

প্রথমতঃ বমনক্রিয়া দেহ শুদ্ধি করিয়া পরে পিপুল, এলাইচ, বচ, হিং, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, শুঁঠ ও বনযমানি ; এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া লেবুর রস, কাঁজি, কুলথকলায়যুষ, দধি, মদ্য অথবা অন্য কোন স্নেহের সহিত সেবন করাইবে।

শুঁঠি ২ তোলা, জল /॥০ অৰ্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু। এই কাথ পানে হৃদ্রোগ, কাস, শ্বাস ও বায়ু নষ্ট হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

পিত্তজ হৃদ্রোগে,—গাম্ভারি ফল ১ তোলা এবং যষ্টিমধু ১ তোলা। জল /॥০ অৰ্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া। এই কাথে মধু, চিনি ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া এবং তাহার সহিত মদনফল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বমন করাইলে হৃদ্রোগ উপশমিত হয়।

অর্জ্জুনছাল, চিনি, ক্ষুদ্র পঞ্চমূল বা যষ্টিমধু সমভাগ দুই তোলা, জল /॥০ অৰ্দ্ধ সের ও দুগ্ধ ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া, শেষ ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। এই কাথ সেবনে পিত্তজ হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়।

অর্জ্জুনছাল ২ তোলা, জল /॥০ অৰ্দ্ধ সের, শেষ অৰ্দ্ধ পোয়া। ইহাতে ঘৃত, দুগ্ধ বা গুড় মিলিত করিয়া সেবনে হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয়।

বচ ১ তোলা এবং নিমছাল ২ তোলা ; জল /॥০ অৰ্দ্ধ সের ; শেষ ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। এই কাথ সেবনে বমন হইয়া কফজ হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়।

কুড়চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ, বক্ষের ব্যথা, শ্বাস, কাস এবং হিক্কা নিবারিত হয়।

হিং, বচ, বিটলবণ, শুঁঠ, পিপুল, চিতামূল, কুড়, হরীতকী, যবক্ষার, সচললবণ ও পদ্মমূল ; প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। যবের কাথের সহিত মিলিত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ ও শূল নষ্ট হয়।

দশমূল মিলিত দুই তোলা, জল /॥০ অৰ্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ লবণ ও যবক্ষার ২ মাষা। এই কাথ সেবনে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ, কাস, শ্বাস ও গুল্মশূল নিবারিত হয়।

বলাদ্য ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছাল মিলিত /৮ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক—যষ্টিমধু /১ সের। এই ঘৃত পানে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয়।

অর্জ্জুন ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ সের। অর্জ্জুনছাল /৮ সের। জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। কল্ক অর্জ্জুনছাল /১ সের। এই ঘৃত পানে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ উপশমিত হয়।

শালী তণ্ডুলান্ন, গোধূম, যব এবং ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ইত্যাদি পথ্য।

হৃদ্রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ।

অতি ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ ঔষধ, রুক্ষদ্রব্য, মদিরা, স্ত্রীসংসর্গ, দ্রুতগামী অশ্বাদিতে সর্ব্বদা গমনাগমন, জলজ মাংসাহার, অধ্যয়ন এবং অজীর্ণবশতঃ মনুষ্যগণের অষ্টবিধ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শল্যজনিত, পুরীষজ, অশ্মরীজাত এবং শুক্রজ। যে রোগে স্ব স্ব নিদানের দ্বারা প্রত্যেক বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া কিম্বা একত্রে তিন দোষ কুপিত হইয়া বস্তিদেশে গমন করতঃ মূত্রের দ্বারা পীড়ন করে এবং কষ্টের সহিত মূত্র নির্গত হইয়া থাকে, তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বলে।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—বঙ্ক্ষণ, বস্তি ও শিশ্নে অধিক বেদনা জন্মে এবং অল্প পরিমাণে মূত্র পুনঃ পুনঃ পরিত্যাগ হইয়া থাকে।

পিত্তজ-মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—দাহ এবং বেদনার সহ পীতবর্ণ কভু বা রক্তবর্ণ মূত্র পুনঃ পুনঃ কষ্ট সহকারে নির্গত হয়।

কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—মূত্রের পিচ্ছিলতা, শিশ্নে এবং বস্তিতে শোথ এবং ভারবোধ হয়।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—পূর্ব্বোক্ত বাতাদি দোষত্রয়ের লক্ষণযুক্ত এবং অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য হয়।

শল্যজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—মূত্রবাহিস্রোত, শল্যের দ্বারা ক্ষত কিম্বা অভিহত হইলে অতি ভয়ানক শল্যজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের লক্ষণযুক্ত হয়।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—পুরীষ অবরোধ হেতু পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে বায়ু কুপিত হইয়া আধ্মান, শূল এবং মূত্র অবরোধ উৎপন্ন করে।

অশ্মরীজাত-মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—অগ্রে অশ্মরী রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎপর মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ উৎপাদিত হয়।

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—শুক্র দোষ দ্বারা দূষিত হইয়া মূত্রপথে ধাবমান হয় এবং রোগা-ক্রান্তব্যক্তির বস্তি ও শিশ্নদেশে শূলযুক্ত হইয়া কষ্টের সহিত শুক্র মিশ্রিত মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে।

শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের উৎপত্তি এবং লক্ষণ অশ্মরীজাত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের সমতুল্য। ঐ উভয় প্রকার রোগের এই মাত্র প্রভেদ দেখা যায়, যখন অশ্মরী পিত্ত হইতে পাচিত বায়ু দ্বারা শোণিত এবং কফসংযোগ রহিত হইয়া চিনির সদৃশ ক্ষরিত হইয়া থাকে, তখন তাহাকে শর্করা রোগ কহে। শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে, কম্প, হৃৎপীড়া, কুক্ষিশূল, মন্দাগ্নি, মূর্চ্ছা।

এবং মূত্রের কৃচ্ছ্রতা জন্মিয়া থাকে। মূত্রের বেগ নিয়ন্ত হইলে বেদনার লাঘব হয় এবং যে যে পর্য্যন্ত মূত্রের স্রোতমুখে শর্করার গুড়িকা পুনঃ প্রত্যাগত না হয়, রোগাক্রান্তব্যক্তি তাবৎকালাবধি সুস্থ থাকে।

সমাপ্ত।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে.—বায়ুনাশক তৈলাদি মর্দ্দন, স্বেদ, প্রলেপ এবং বাতহর দ্রব্যের সিদ্ধমাংস যুষাদি ব্যবস্থেয়।

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে.—শীতলদ্রব্য সিদ্ধজল গাত্রে সেচন, উষীর ও চন্দনাদির প্রলেপ, দুগ্ধপান, বিরেচন, কিসমিস, ভূমিকুষ্মাণ্ড এবং ইক্ষু; এই সকলের রস এবং ঘৃত পান ব্যবস্থেয়।

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে.—ক্ষার, উষ্ণদ্রব্য, পঞ্চকোলাদি তীক্ষ্ণ ঔষধ ও অন্নপান, স্বেদ যবান্ন, বমন, তিক্ত ঔষধসিদ্ধ, তৈলমর্দ্দন ও পান, এই সকল ব্যবস্থেয়।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে,—যথা দোষত্রয়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া মিলিত ক্রিয়া বমন, বিরেচন ও বস্তিক্রিয়া করিবে।

ক্ষুদ্রযোগ।

কুমড়ার রসে কিঞ্চিৎ যবক্ষার ও চিনি মিলিত করিয়া পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র শীঘ্র আরোগ্য হয়।

মধুর সহিত শিলাজতু সেবনে শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরোগ্য হয়।

তৃণপঞ্চমূল।

কুশ, কাশা, শর, বেণামূল ও কাজলী আকের মূল; মিলিত ২ তোলা, জল /॥॰ অর্দ্ধ সের, শেষ ৶॰ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু। এই কাথ পানে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

পঞ্চতৃণ ক্ষীর।

কুশ, কাশা, শর, বেণামূল ও কাজলী আকের মূল; মিলিত ২ তোলা, জল /১ সের, দুগ্ধ /।॰ পোয়া, শেষ একপোয়া। এই কাথ সেবনে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মেঢ্র হইতে রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। (ইহা বহু ব্যবহৃত)

গোক্ষুর বীজ ২ তোলা, জল /॥॰ অর্দ্ধ সের, শেষ ৶॰ পোয়া। ইহাতে যবক্ষার চূর্ণ ৶॰ আনা মিলিত করিয়া সেবনে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

বৃহৎ ধাত্র্যাদি।

আমলকী. কিসমিস, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর বীজ, কুশমূল, কুষ্কেক্ষুমূল এবং হরীতকী; প্রত্যেক ২ মাষা; জল ।।৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রক্ষেপ চিনি ৷৷০ তোলা। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র ও দাহাদি নিবারিত হয়।

যবক্ষার চূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিলিত করিয়া শীতল জলের সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

হুড়হুড়ের বীজ উত্তমরূপে জলের সহিত শীলায় পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

নারিকেল পুষ্প বা মুচী তণ্ডুলজলের সহিত বাটীয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

যবক্ষার চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

তারকেশ্বর রস।

রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ. যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ এবং হরীতকী সমভাগ মিলিত করিয়া কুমড়ার জলে, কুশাদি তৃণ পঞ্চমূলের কাথে ও গোক্ষুর রসে ক্রমান্বয়ে এক একবার ভাবনা দিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান মধুর ও পকডুমুর ফল চূর্ণ। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

পথ্য।

ছাগদুগ্ধ, ইক্ষুরস এবং চিনি ইত্যাদি।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

মূত্রাঘাত রোগ।

মূত্রাদির বেগ অবরোধ হেতু দোষ কুপিত হইয়া ত্রয়োদশরূপ মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে। যথা—বাতকুণ্ডলী, অষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত মূত্রজঠর, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত, মূত্রসাদ, বিড়বিঘাত এবং বস্তিকুণ্ডল।

বাতকুণ্ডলীমূত্রাঘাত রোগ।—রুক্ষ সেবন জন্য কিম্বা মল মূত্রাদির বেগ অবরোধ হেতু কুপিত বায়ু মূত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া বস্তিতে বেদনা উৎপত্তি করত কুণ্ডলাকারে স্থিতি করে এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি অল্প পরিমাণ অত্যন্ত কষ্টের সহিত মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

অষ্ঠীলামূত্রাঘাত রোগে,—বায়ু বস্তি এবং গুহ্যদ্বার অবরোধ করিয়া আধ্মান উৎপন্ন করে এবং তাহাতে মলমূত্রাদির অবরোধকারী তীব্র বেদনাজনক উন্নত এবং সঞ্চরণশীল অষ্ঠীলা উৎপন্ন হয়।

বাতবস্তি মূত্রাঘাত রোগ।—যে মূঢ় মনুষ্য মূত্রের বেগ আপন ইচ্ছানুসারে অবরোধ করিয়া রাখে, তাহার বস্তিগত বায়ু বস্তিমুখ অবরোধ করিয়া মূত্র রোধ করে এবং তাহাতে বস্তিতে এবং কুক্ষিতে বেদনা জন্মিয়া থাকে। এই রোগকে অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধ্য জানিতে হইবে।

মূত্রাতীত মূত্রাঘাত রোগ।—যে ব্যক্তি অধিককাল মূত্রের বেগ ধারণ করে, সত্বরে মূত্র পরিত্যাগ হয় না, কিম্বা প্রবর্ত্তন হইলেও অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

মূত্রজঠর মূত্রাঘাত রোগ।—মূত্রের বেগ-বিঘাত জন্য কুপিত অপান বায়ু উদাবর্ত্ত উৎপন্ন করত হৃদয়কে অধিক স্ফীত করে, নাভীর নীচে তীব্র বেদনাযুক্ত আধ্মান উৎপাদিত হয়, এবং বস্তির অধোদেশ অবরোধ করে।

মূত্রক্ষয় মূত্রাঘাত রোগ।—অতি রুক্ষ সেবন কিম্বা অত্যন্ত পরিশ্রম জন্য মূত্র অল্প পরিমাণে পরিত্যাগ হয় এবং বস্তিস্থিত পিত্ত এবং বায়ু বস্তিতে বেদনা এবং দাহ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

মূত্রগ্রন্থি মূত্রাঘাত রোগ।—বস্তির মুখমধ্যে বর্ত্তুলাকার স্থির অল্প পরিমিত এবং অশ্মরী রোগের সদৃশ কষ্টদায়ক গ্রন্থি জন্মিয়া থাকে।

মূত্রোৎসঙ্গ মূত্রাঘাত রোগ।—বস্তি, শিশ্ন কিম্বা শিশ্নের অগ্রভাগে মূত্র অবরোধ হইয়া থাকে এবং কুন্থন করিলে বেদনার সহিত কিম্বা বেদনা না জন্মিয়া অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ মূত্র নিঃসৃত হয়। কোন কোন রোগীর রক্ত মিশ্রিত মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে। এই রোগকে বাতজনিত জানিতে হইবে।

মূত্রশুক্র মূত্রাঘাত রোগ।—মনুষ্য মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া স্ত্রীসংসর্গ করিলে তাহার রেত বায়ু দ্বারা দূষিত হইয়া স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে এবং প্রস্রাবের অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে ভস্মমিলিত জলের ন্যায় মূত্র নির্গত হয়।

উষ্ণবাত মূত্রাঘাত রোগ।—অতি ব্যায়াম, অধ্বগমন এবং রৌদ্রসেবন জন্য বায়ু এবং পিত্ত বস্তিদেশে গমন করিয়া, বস্তি, মেঢ্র এবং মলদ্বারে দাহ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং এই রোগে রোগী পুনঃ পুনঃ লোহিতবর্ণ কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ মূত্র, কোন কোন সময়ে কেবল শোণিত অত্যন্ত কষ্টের সহিত পরিত্যাগ করে।

মূত্রাসাদ মূত্রাঘাত রোগ।—পিত্ত কিম্বা কফ অথবা পিত্ত এবং কফ একত্রে বায়ু কর্ত্তৃক সংহত হইয়া ঘন, পীত শ্বেত কিম্বা রক্তবর্ণ মূত্র কষ্টের সহিত নির্গত করে। পিত্তজনিত মূত্রাসাদ রোগে,—মূত্র গোরোচনা বর্ণ এবং দাহজনক হয়। কফজনিত রোগ—শঙ্খচূর্ণের ন্যয়, এবং সান্নিপাতিকে, বাত পিত্ত এবং কফের সর্ব্বপ্রকার বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

বিড়বিঘাত মূত্রাঘাতরোগ।—অতি রুক্ষ এবং দুর্ব্বল মনুষ্যের মল বায়ু দ্বারা উর্দ্ধগত হইয়া মূত্রবহা স্রোতকে প্রাপ্ত হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি এই রোগে মলযুক্ত কিম্বা মলগন্ধযুক্ত মূত্র কষ্টের সহিত পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

বস্তিকুণ্ডল মূত্রাঘাত রোগ।—দ্রুতাধ্বগমন উৎপতন, ব্যায়াম, অভিঘাত এবং পীড়ন জন্য মূত্রাশয় স্বস্থান হইতে উর্দ্ধগামী হইয়া গর্ভের সম স্থূলাকার প্রাপ্ত হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি শূল, স্পন্দন এবং দাহযুক্ত হইয়া বিন্দু বিন্দু পরিমাণে মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে এবং রোগীর নাভীর নিম্নস্থান পীড়ন করিলে স্তম্ভ এবং উদ্বেষ্টনরূপ বেদনা জন্মিয়া ধারাক্রমে মূত্র নির্গত হয়। এই বস্তিকুণ্ডল, মূত্রাঘাতরোগ প্রাপ্ত বায়ুর আধিক্য জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে,

এই রোগ শস্ত্র এবং বিষের সদৃশ ভয়ঙ্কর। অনভিজ্ঞ চিকিৎসক এ রোগকে আরোগ্য করিতে সক্ষম হয় না। পিত্তজনিত বস্তিকুণ্ডল রোগে,—দাহ, শূল এবং মূত্রের বিবর্ণতা হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাজনিত রোগে,—গাত্র গুরুত্বা এবং শোথ উৎপন্ন হয় এবং শুক্লবর্ণ এবং ঘন মূত্র পরিত্যাগ হয়।

বস্তিকুণ্ডল-মূত্রাঘাতরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

যদি বস্তির মুখরন্ধ্র শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত কিম্বা বস্তিস্থল পিত্ত দ্বারা উপচিত হয়, তাহা হইলে এ রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে। বস্তির মুখ অবরোধ কিম্বা বস্তিকুণ্ডলীভূত না হইলে সাধ্য হইয়া থাকে। বস্তিকুণ্ডলীভূত হইলে পিপাসা, মোহ এবং শ্বাস উৎপন্ন হয়।

সমাপ্ত।

মূত্রাঘাত রোগের চিকিৎসা।

মূত্রাঘাত রোগে,—দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক ঔষধ দ্বারা মূত্রাঘাত রোগের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে বস্তিক্রিয়া ও বিরেচন ব্যবস্থেয়।

কুমড়ার রস ৪ তোলা, যবক্ষার ৪ মাষা, একত্রে সেবন করিলে মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগ উপশমিত হয়।

কাঁকুড়বীজ ২ তোলা, সৈন্ধবলবণ ২ তোলা, কাঁজি ৪ তোলা, একত্রে বাটিয়া সেবনে সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

গোক্ষুর বৃক্ষের পত্র, ফল ও মূল সহিত কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

তেলাকুচার মূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া নাভীতে প্রলেপ দিলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

তণ্ডুলজল (চেলোনির) সহিত চন্দন ও চিনি মিলিত করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

কুশ, কাশ, বেণা, শর ও কুক্ষেক্ষু; ইহাদিগের প্রত্যেকের মূলের কাথ চিনি সহযোগে প্রতিদিন প্রাতে পান করিলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

মূত্রমার্গ এককালে রোধ হইলে, লিঙ্গমধ্যে কর্পূর চূর্ণ প্রবেশ করাইলে; অথবা কুমাণ্ড রস ও যবক্ষার চিনির সহিত সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

রসসিন্দুর ও কাঁজি সৈন্ধব লবণের সহিত প্রাতে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

উবারাস্ত তৈল মূত্রাঘাত রোগে ব্যবহৃত।

পথ্য।

দুগ্ধ, শালীধান্যের তণ্ডুল এবং যবমণ্ড ইত্যাদি।

মূত্রাঘাত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অশ্মরীরোগ।

অতি দারুণ অশ্মরী (পাথরী) রোগ ;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং শুক্রজ ভেদে চারিপ্রকার কথিত আছে। তাহার মধ্যে বাতাদি তিনপ্রকার শ্লেষ্মাশ্রিত (অর্থাৎ শ্লেষ্মা দ্বারা সংঘটিত হয়) এবং শুক্রাশ্মরীরোগ শুক্রসংঘটীত হইয়া থাকে। যখন বায়ু বস্তিগত শুক্রের সহিত মূত্রকে কিম্বা পিত্তের সহিত কফকে শুষ্ক করে, তখন গোরোচনার সম ক্রমে অশ্মরী রোগ উৎপাদিত হয়। সকল প্রকার অশ্মরী রোগই ত্রিদোষজনিত, কেবল দোষত্রয়ের উলবণতা ভেদে উহার বাতাদি দোষ-ভেদে জানিতে হইবে।

অশ্মরীরোগের পূর্ব্বরূপ।—বস্তিতে আধ্মান এবং যে স্থলে অশ্মরী স্থিতি করে, সেই স্থান অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে, মূত্রের ছাগ গন্ধত্ব এবং কৃচ্ছ্রতা এবং জ্বর ও অরুচি হয়।

অশ্মরীরোগের সাধারণ লক্ষণ।—নাভী সেবনী শিশ্ন এবং বস্তিতে বেদনা হয়, অশ্মরী দ্বারা মূত্র অবরোধ হইলে বিশীর্ণ ধারে মূত্র পরিত্যাগ হইয়া থাকে, মূত্রপথ হইতে অশ্মরী অপসৃত হইলে গোমেদের সম স্বচ্ছ মূত্র বিনা কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে। বায়ুর দ্বারা অশ্মরীর সঞ্চালন হইয়া মূত্রস্রোতে ক্ষত হইলে রক্তমিশ্রিত মূত্র নিঃসৃত এবং কুন্থন করিলে অধিক বেদনা হয়।

বাতজনিত অশ্মরী রোগে,—রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হস্ত দ্বারা শিশ্ন এবং নাভি পীড়ন করতঃ সর্ব্বদা আর্ত্তনাদ করে, পুনঃ পুনঃ বিন্দু বিন্দু মূত্র পরিত্যাগ করে। মূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে শব্দের সহিত মল পরিত্যাগ হয় এবং দন্তে দন্ত লাগিয়া কম্প হইয়া থাকে। বাতাশ্মরী কণ্টকসমূহ দ্বারা বেষ্টিত এবং শ্যাব কিম্বা রক্তবর্ণ হয়।

পিত্তজনিত অশ্মরীরোগে,—বস্তি দাহযুক্ত, উষ্ণ এবং পচ্যমান (অর্থাৎ ক্ষার দ্বারা ভক্ষিতের সম হয়, এবং অশ্মরী ভল্লাতকবীজের সম ও রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, কখন কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্লেষ্মজনিত অশ্মরীরোগে,—রোগীর বস্তিদেশে শীতল, ভারি এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হয়। এবং অশ্মরী বৃহৎ শুক্লবর্ণ, কখন বা ঈষৎ পিঙ্গলযুক্ত শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতজনিত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষত্রয় মিলিত, অশ্মরীরোগ প্রায় বাল্যাবস্থাতেই

উৎপাদিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যদিগের এ রোগ কদাচিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বালকগণের বস্তিস্থল অল্প মাংস বিশিষ্ট এবং অনবগাঢ়, তজ্জন্য অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা অশ্মরীকে অনায়াসে গ্রহণ এবং আহরণ করিতে পারা যায়। এ রোগকে সুখসাধ্য জানিতে হইবে।

শুক্রজনিত অশ্মরীরোগ,—কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যদিগের হয়, বালকের হয় না, মানবদিগের কামোদ্রেক জন্য শুক্র স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া নির্গত না হইলে, যখন বায়ু বস্তি মুখ মধ্যে উহাকে গ্রহণ করিয়া শোষণ করে, তৎকালীন এই রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুষ্কযুগলে শোথ, বস্তিতে বেদনা এবং মূত্রের কৃচ্ছ্রতা জন্মে। এই রোগ উৎপত্তি হইবামাত্র শুক্র নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং অঙ্গুলী দ্বারা বস্তি পীড়ন করিলে, অশ্মরী অনুভব করিতে পারা যায় না।

শর্করা এবং সিকতা নামা অশ্মরীর অবস্থান্তরমাত্র দুইটী রোগ আছে।

শর্করা এবং সিকতা রোগের সংপ্রাপ্ত এবং লক্ষণ।—যখন অশ্মরী বায়ু দ্বারা বিভিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড (অর্থাৎ চিনির কণার সম) হইয়া যায়, তখন তাহাকে শর্করা রোগ জানিতে হইবে এবং যখন বালুর কণার সম হয়, তখন উহাকে সিকতা কহে। শর্করা এবং সিকতা এই উভয়বিধ রোগের মধ্যে শর্করা হইতে সিকতার রেণু সকল সূক্ষ্ম হয় এই প্রভেদ মাত্র।

শর্করারোগে,—বায়ুর অনুলোম গতি থাকিলে, উহার রেণু সকল মূত্রের সহিত নিঃসৃত হয়, বিরূপ গতি হইলে ঐ রেণু সকল আবদ্ধ থাকে এবং মূত্রস্রোত আগত হইয়া অবরোধ হইলে, নীচের লিখিত উপদ্রব জন্মায়। যথা—দুর্ব্বলতা, অঙ্গাবসাদ, শরীরের কৃশতা, পাণ্ডুত্ব, কুক্ষিশূল, হৃৎপীড়া, তৃষ্ণা, অরুচি, বমন, নাভি এবং অণ্ডদ্বয়ে শোথ এবং মূত্রবদ্ধতা। এই সকল উপদ্রবযুক্ত হইলে শর্করা কিম্বা সিকতা প্রাপ্ত অশ্মরী রোগ আশু জীবন নষ্ট করিয়া থাকে।

সমাপ্ত।

অশ্মরী রোগের চিকিৎসা।

মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাত রোগে,—যে সকল ক্ষুদ্রযোগ বলা হইয়াছে, অশ্মরী রোগেও সেই সকল ব্যবহার করা যায়।

বৃহৎ বরুণাদি ক্বাথ।

বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলথকলাই ও কুশাদি তৃণ পঞ্চমূল; মিলিত ২ তোলা, জল /।• সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ চিনি ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ মাষা। ইহা সেবনে অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রাঘাত ও লিঙ্গশূল নিবারিত হয়।

গোক্ষুরবীজচূর্ণ ও মধু ছাগদুগ্ধে মিলিত করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী আরোগ্য হয়।

তালমূলী অথবা গোরক্ষচাকুলে বাসী জলে বাটীয়া, পানে সত্বর অশ্মরী নিপাতিত হয়।

নারিকেল মূলী বা পুষ্প ও যবক্ষার প্রত্যেক ৪ মাষা, জলে বাটীয়া প্রাতে সেবন করিলে অশ্মরী নিবারিত হয়।

কুলত্থাদ্য ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ সের, বরুণছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ কুলত্থ-কলাই, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, চিনি, পানশিউলী, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ডবীজ ও গোক্ষুর বীজ, প্রত্যেক ৶৹ অর্দ্ধ পোয়া। এই ঘৃত পানে সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

আনন্দযোগ।

তিলনাল ভস্ম, আপাঙ্গ ভস্ম, কদলীকাণ্ড ভস্ম, পলাশকাণ্ড ভস্ম, আমলকীকাণ্ড ভস্ম, মিলিত /২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই জল ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিয়া জল নিঃশেষিত করিবে। এই চূর্ণ ২ রতি মাত্রা। মেষ বা ছাগমূত্রের সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার অশ্মরীরোগ নিবারিত হয়।

অশ্মরী রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

প্রমেহ রোগ।

সর্ব্বদা কোমল শয্যায় শয়নোপবেশন, অধিক নিদ্রা, স্ত্রীসংসর্গ, জলজাত জন্তুর মাংসাদি সেবন, দধি, দুগ্ধ, জল, নূতন অন্ন, নূতনপানীয়, গুড়বৈকৃত (শোকাদি) অপর অপর শ্লেষ্ম-জনক দ্রব্য পান ভোজনাদি জন্য প্রমেহ (অর্থাৎ মেহ) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ভেদে প্রমেহ রোগের তিন প্রকার সংপ্রাপ্তি জানিতে হইবে। তাহার মধ্যে শ্লৈষ্মিক-প্রমেহ রোগের সুসাধ্যত্ব জন্য অগ্রে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রমেহ রোগের সংপ্রাপ্তি।—কুপিত বস্তিগত শ্লেষ্মা শরীরস্থ মেদ মাংস ক্লেদকে দূষিত করিয়া কফজ প্রমেহ পীড়া উৎপাদন করে। পিত্ত, উষ্ণ বীর্য্য উষ্ণ স্পর্শ দ্রব্য দ্বারা কুপিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বস্তিগত মেদ মাংসাদিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিকপ্রমেহ উৎপাদন করে। কফ এবং পিত্তের অপেক্ষাকৃত অপ্রবৃদ্ধ অবস্থায় কুপিত বায়ু গম্ভীর ধাতু সকলকে (অর্থাৎ বসা, মজ্জা, ওজ ও লসিকাকে) দূষিত করিয়া বস্তিমুখে আনয়ন করতঃ বাতজ-প্রমেহ উৎপাদন করে।

প্রমেহ রোগ বিংশতি প্রকার।—তাহার মধ্যে কফজনিত দশ প্রকার প্রমেহ সাধ্য।

পৈত্তিক প্রমেহ ছয় প্রকার; তাহা যাপ্য এবং বাতজ প্রমেহ চারি প্রকার অসাধ্য জানিতে হইবে।

প্রমেহরোগের দোষ এবং দুষ্য।—প্রমেহরোগে দোষত্রয় (অর্থাৎ কফ, পিত্ত এবং বায়ু) এবং দুষ্য সমুদায় (অর্থাৎ মেদ, রক্ত, শুক্র অম্বু; বসা, লসিকা, মজ্জা, রস, মাংস এবং ওজ) নানারূপে মিলিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিংশতিরূপ প্রমেহ উৎপন্ন হয়।

প্রমেহ রোগের পূর্ব্বরূপ।—দন্ত, জিহ্বা, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতিতে অধিক মল সঞ্চিত হয়, হস্ত এবং পদের দাহ হয়, চর্ম্ম চিক্কণ (অর্থাৎ তৈলাক্ত সম) দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগাক্রান্ত-ব্যক্তির পিপাসা এবং মুখের মধুরতা হয়।

সকল প্রকার প্রমেহ রোগের সামান্য লক্ষণ;—রোগাক্রান্তব্যক্তি অধিক পরিমাণে আবিলবর্ণ (অর্থাৎ ঘোলা) মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে, দোষ (বায়ু পিত্ত এবং কফ) এবং দুষ্যের (রসরক্তাদি) সংযোগ বিশেষ দ্বারা অর্থাৎ বাতাদি সহিত রসরক্তাদির আধিক্য বা অল্পত্ব প্রযুক্ত মূত্রের বর্ণাদি ভেদে মেহ রোগের প্রকার ভেদ জানা যায়।

বিংশতি প্রকার প্রমেহ রোগের নাম ও লক্ষণ।

১। উদক প্রমেহ রোগে,—অধিক পরিমাণে স্বচ্ছ শুক্লবর্ণ, শীতল, গন্ধহীন অম্বু সম কিঞ্চিৎ আবিল ও পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হয়।

২। ইক্ষু প্রমেহ রোগে,—ইক্ষুরসের সম অতি মধুর মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে।

৩। সান্দ্রপ্রমেহ রোগে,—মূত্র পাত্রে ধরিয়া রাখিলে গাঢ় হইয়া যায়।

৪। সুরাপ্রমেহ রোগে,—মদ্যের সম অর্থাৎ উপরে স্বচ্ছ অধোভাগে ঘন মূত্র নিঃসৃত হয়।

৫। পিষ্টপ্রমেহ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি রোমাঞ্চিত হইয়া বহু পরিমাণে শুক্লবর্ণ স্নিগ্ধ মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

৬। শুক্রপ্রমেহ রোগে,—শুক্র মিশ্রিত কিম্বা শুক্রের সম বর্ণ মূত্র পরিত্যাগ হয়।

৭। সিকতাপ্রমেহ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি বহু পরিমাণে কঠিন বালুকার সম পদার্থ মূত্রের সহিত পরিত্যাগ করে।

৮। শীতপ্রমেহ রোগে,—বহু পরিমাণে মধুর এবং অত্যন্ত শীতল মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে।

৯। শনৈঃপ্রমেহ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অতি অল্প অল্প মূত্র পরিত্যাগ করে।

১০। লালাপ্রমেহ রোগে,—পিচ্ছিল এবং লালাতন্তুযুক্ত মূত্র ত্যাগ হয়। এই দশ-প্রকার প্রমেহ রোগকে কফজনিত জানিতে হইবে।

১১। ক্ষারপ্রমেহ রোগে,—ক্ষারজলের তুল্য স্পর্শ, গন্ধ, বর্ণ এবং রসযুক্ত মূত্র নিঃসৃত হয়

১২। নীলপ্রমেহ রোগে,—মূত্র নীলবর্ণ দৃশ্য হইয়া থাকে।

১৩। কালপ্রমেহ রোগে,—মসীর তুল্য মূত্র নিঃসৃত হয়।

১৪। হরিদ্রাপ্রমেহ রোগে,—দাহের সহিত কটু হরিদ্রাবর্ণ মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে।

১৫। মঞ্জিষ্ঠাপ্রমেহ রোগে,—মঞ্জিষ্ঠা ধৌত জলের সম এবং আমগন্ধি (অর্থাৎ অপক্ক আহারের গন্ধযুক্ত) মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

১৬। রক্তপ্রমেহ রোগে,—আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ লবণাক্ত এবং রক্তবর্ণ মূত্র পরিত্যাগ হয়। এই ছয় প্রকার প্রমেহ রোগকে পিত্তজনিত জানিতে হইবে।

১৭। বসাপ্রমেহ রোগে,—সর্পিসম ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ এবং বসামিশ্রিত মূত্র পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়।

১৮। মজ্জাপ্রমেহ রোগে,—মজ্জার তুল্য বর্ণ এবং মজ্জা মিশ্রিত মূত্র পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত হয়।

১৯। ক্ষৌদ্রপ্রমেহ রোগে,—কষায় এবং মধুর রসযুক্ত এবং রুক্ষ মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

২০। হস্তিপ্রমেহ রোগে,—মত্ত হস্তীর সম বেগ বিবর্জ্জিত লালাযুক্ত পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত মূত্র নির্গত হয়।

এই চারি প্রকার প্রমেহ রোগকে বাতজনিত জানিতে হইবে।

প্রমেহ রোগের উপদ্রব ও সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

কফজনিত প্রমেহ রোগে,—অপাক, অরুচি, ছর্দ্দি, নিদ্রাভিভূতা, কাশ এবং পীনস প্রভৃতি উপদ্রব উৎপন্ন হয়।

পিত্তজনিত প্রমেহ রোগে,—বস্তি এবং শিশ্নে বেদনা উৎপন্ন হয়, কোষ বিদারণ জ্বর, দাহ, পিপাসা, অম্ল উদ্গার, মূর্চ্ছা এবং মলরেচন হইয়া থাকে।

বাতজনিত প্রমেহ রোগে,—উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃৎপীড়া, শোষ, কাস, শ্বাস, শূল এবং অনিদ্রা হয় এবং রোগীর সকল প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদির প্রতি স্পৃহা জন্মে।

যে রোগাক্রান্তব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব সমূহের দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে অর্থাৎ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, সে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

যে প্রমেহ রোগ, জনক জননীর বীজ দোষ হইতে পুত্রের হইয়া থাকে, সে রোগ অসাধ্য; যেহেতু যাবতীয় কুলজবিকার অসাধ্য বলিয়া কথিত আছে। সকলরূপ প্রমেহরোগ যথাসময়ে চিকিৎসিত না হইলে ক্রমে মধুপ্রমেহ রোগে পরিণত হইয়া থাকে, সহজেই তাহা অসাধ্য জানিতে হইবে।

মধুমেহ রোগ।

মধুমেহ-রোগের মূত্র মধু সম হইয়া থাকে, একারণ এই রোগকে মধুমেহ বলা যায়। মধুমেহ রোগ দুই রূপে উৎপন্ন হয়। যথা—ধাতুক্ষয়জনিত বায়ুর কোপজন্য কিম্বা অপর দোষজন্য বায়ুর গতি অবরোধ কারণ।

বায়ুর গতি রোধজন্য যে মধুমেহ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে দোষ বিশেষের লক্ষণ সমুদায় অকারণ উপস্থিত হইয়া থাকে। একারণ রোগ কখন ক্ষীণ কখন বা পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়।

ধাতুক্ষয়জনিত মধুমেহ রোগে,—কেবল কুপিত বায়ুর লক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রায় সকল প্রকার প্রমেহ রোগে মধুরসযুক্ত মূত্র পরিত্যাগ হইয়া থাকে এবং দেহের মধুরতা হয়, তজ্জন্য যাবতীয় মেহ রোগ মধুমেহ নামে কথিত হয়।

প্রমেহ রোগ চিকিৎসা না করাইলে দশ প্রকার পীড়কার উৎপন্ন হইয়া থাকে, যথা।— শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা এবং বিদ্রধি। এই সমুহ পীড়কা সন্ধি এবং মর্ম্মস্থলে কিম্বা মাংসযুক্ত স্থলে উৎপন্ন হয়।

দশবিধ পীড়কার আকার এবং লক্ষণ।

১। শরাবিকা পীড়কা,—শরাব সম আকৃতি (অর্থাৎ মধ্যে নিম্ন এবং পার্শ্বে উন্নত) হইয়া থাকে।

২। সর্ষপিকা পীড়কার আকৃতি এবং পরিমাণ শ্বেতসরিষার সম হয়।

৩। কচ্ছপিকা পীড়কার আকৃতি কচ্ছপের তুল্য হইয়া থাকে এবং এই রোগে দাহ উৎপন্ন হয়।

৪। জালিনী পীড়কা, মাংসজলে আবৃত থাকে অর্থাৎ ইহার উপরের চর্ম্ম চিক্কণ না হইয়া জালিযুক্ত এবং অত্যন্ত দাহযুক্ত হয়।

৫। বিনতা পীড়কা—পৃষ্ঠদেশে কিম্বা উদরে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা বৃহদাকার নীলবর্ণ এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং ক্লেদযুক্ত হইয়া থাকে।

৬। পুত্রিণী পীড়কা বৃহদাকার হয় এবং এই পীড়কার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা সমূহ আবৃত থাকে।

৭। মসূরিকা পীড়কার—আকৃতি মসূরির আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

৮। অলজা পীড়কায়,—রক্তবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক সকল দৃষ্ট হয়।

৯। বিদারিকা পীড়কা,— ভূমিকুষ্মাণ্ডের সম গোল আকৃতি এবং কঠিন হইয়া থাকে।

১০। বিদ্রধি পীড়কার লক্ষণ বিদ্রধি রোগে ব্যক্ত আছে।

এই দশপ্রকার পীড়কা যে দোষজন্য প্রমেহ উৎপাদিত হইয়া থাকে উহাদের সেই দোষ অনুবন্ধ অনুভব করিতে হইবে। কোন কোন সময়ে প্রমেহ রোগ না হইয়া কেবল দূষিত মেদ হইতে পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পীড়কা সকল যে পর্যন্ত আপন আপন আকৃতি প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদের লক্ষণ নিশ্চিত হইতে পারে না।

দুর্ব্বলাগ্নিযুক্ত মনুষ্যগণের উপদ্রব বিশিষ্ট অর্থাৎ তৃষ্ণা, কাস, মাংস সঙ্কোচন, মোহ, হিক্কা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প এবং মর্ম্ম সংরোধ। পীড়কা মলদ্বার, মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ, হৃদয় কিম্বা অপর কোন মর্ম্মস্থানে প্রকাশ হইলে বৈদ্য সে রোগীর চিকিৎসা পরিত্যাগ করিবেন।

সমাপ্ত।

প্রমেহ রোগের চিকিৎসা।

প্রমেহ রোগীর মধ্যে কেহ বলিষ্ঠ, কেহ কৃশ, কেহবা দুর্ব্বল থাকে, তাহার মধ্যে কৃশ রোগীর পক্ষে মাংস এবং বলবৃদ্ধিকর ঔষধ এবং অধিক দোষ ও বলবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সংশোধন অর্থাৎ বিরেচনাদি ব্যবস্থা করা বিধেয়।

বমন এবং বিরেচন দ্বারা দোষসমূহ ঊর্দ্ধ এবং অধঃ নিঃসৃত হইলে সন্তর্পণ ক্রিয়া ব্যবস্থেয়। যে প্রমেহ রোগীকে সংশোধন করান অবিহিত বোধ করিবে, তাহার পক্ষে সংশমন ঔষধ ব্যবস্থেয়।

গাঢ়রূপে রুক্ষগাত্র মার্জ্জন, ব্যায়াম, রাত্রি জাগরণ এবং অপর অপর যে সমুদায় শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়া দ্বারা কফ এবং পিত্ত বিনষ্ট হয়, প্রমেহ রোগে সেই সমূহে উপকার দর্শে।

মধু এবং হরিদ্রাসংযুক্ত আমলকীর রস অথবা ত্রিফলা, দেবদারু এবং মুথার কাথ কিম্বা ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুথার কাথ মধু মিলিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিফলা, লৌহ, শিলাজতু বা হরীতকী চূর্ণ—মধুর সহিত অবলেহ করিলে, প্রমেহ আরোগ্য হয়।

গোলঞ্চের রস, অথবা সার, মধুর সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ আরোগ্য হয়।

পলাশ পুষ্প ১ তোলা, চিনি ॥০ অর্দ্ধ তোলা, শীতল জলে বাটীয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগ আরোগ্য হয়।

দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস পান করিলে বিংশতি প্রকার মেহ রোগ উপশমিত হয়।

প্রত্যহ প্রাতে কাঁচা দুগ্ধ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, জল অর্দ্ধ পোয়া, মিলিত করিয়া পান করিলে অতি পুরাতন শুক্রমেহ আরোগ্য হয়।

কিঞ্চিৎ ফটকিরি চূর্ণ একটী নারিকেলের মধ্যে পুরিয়া ঐ নারিকেল একরাত্রি পঙ্ক মধ্যে রাখিয়া, সেই জল ও শস্য সেবন করিলে বহু দিবসের পুরাতন মেহ রোগ নষ্ট হয়।

প্রমেহে জ্বালা থাকিলে, জলীয়কন্দ (পদ্মমূল ইত্যাদি) জলে বাটীয়া মধুর সহিত সেবনে অথবা যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও মধু মিলিত করিয়া সেবনে অতি শীঘ্র মেহের জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, সোঁদালের আঠা, কিসমিস, গুলঞ্চ, গাবের আঁটী, গাম্ভারি ছাল বা ফল, ধুনা, খদিরকাষ্ঠ, লোধকাষ্ঠ, শিরিশছাল, অর্জ্জুনবৃক্ষছাল, তালমূলী, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শালকাষ্ঠ, অগুরুচন্দন, তালীশছাল, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, নিমছাল, চিতামূল, আকনাদি, শালমূলী দাড়িমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, খর্জ্জুর, কটকী, বরাক্রান্তা, নাগেশ্বর ও প্রিয়ঙ্গু; এই সকলের যথালাভ মিলিত ২ তোলা, জল /।৮ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপ মধু। এই কষায় সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহ অতি শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

কুশাবলেহ।

কুশ, কাশ, বেণা, কুক্ষেক্ষু ও শরমূল; প্রত্যেক /১।০ পাঁচ পোয়া, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে চিনি /২ সের মিলিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে, ঘন হইলে নামাইয়া যষ্টিমধু, কাঁকুড়বীজ, কুমড়াবীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, গুড়ত্বক, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু; প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লইবে। মাত্রা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগ সকল অতি শীঘ্র উপশমিত হয়।

বৃহৎ দাড়িম্বাদি ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ পক্ক দাড়িম /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ দাড়িমবীজ, চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কিসমিস, পিণ্ডখর্জ্জুর, তালমাখী, শুঁদীপুষ্প, গজপিপ্পলী, বনযমানী, মহানিম, কাকলা, শুঁঠ, বচ, দেবদারু, চই, কুড়, গাম্ভারিছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশসামূল, মূর্ব্বা, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কুলত্থকলায়, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ত্রিফলা, বাসকছাল, ছাতিমছাল ও নিসিন্দামূল, মিলিত /১ সের, জল ১৬ সের। এই ঘৃত পানে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি উপশমিত হয়।

হেমচিন্তামণি।

গেরিমাটী জলে মর্দ্দন করিয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কাঁচা হরিদ্রার রস এবং মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহ আরোগ্য হয়।

পূর্ণচন্দ্র রস।

গেরিমাটী কিঞ্চিৎ কর্পূরের সহিত জলে মর্দ্দন করিয়া পাঁচ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান গব্যঘৃত, চিনি এবং মধু। ইহা সেবনে এক সপ্তাহকাল মধ্যে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ আরোগ্য হয়।

পানপিউলী পাতার রস ২ তোলা, দধি /০ এক ছটাক; একত্রে মিলিত করিয়া

রোগী গলা পর্য্যন্ত জলে মগ্ন করিয়া তিন দিবস প্রাতে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ আরোগ্য হয়।

ঘৃতকুমারীর রস ঐশানীক শিকড় (অর্থাৎ ঈশানদিকের শিকড়) সাতখণ্ড করিয়া আদা সাতখণ্ডের সহিত রোগী গলা পর্য্যন্ত জলে মগ্ন করিয়া একখণ্ড উক্ত শিকড় এবং একখণ্ড আদা মুখে করিয়া ডুব দিয়া সেবন করিবে, এইরূপে ঐ সাতখণ্ড শিকড় এবং আদা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়। (ইহা দৈবদত্ত ও বহু ব্যবহৃত)

মেহমুদ্গর রস।

রসাঞ্জন, বিটলবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িমবীজ; প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৬ তোলা এবং গুগ্গুল ৷৴০ অর্দ্ধ পোয়া। এই সমুদায় ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ১ এক রত্তি প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান শীতল জল। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার মেহ আরোগ্য হয়।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর।

রস, গন্ধক, বঙ্গ, রৌপ্য, কর্পূর, অভ্র; প্রত্যেক ১ তোলা। স্বর্ণ ও মুক্তা; প্রত্যেক ।০ চারি আনা। কেশুরিয়া পাতার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান কাঁচা হরিদ্রা রস ও মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ শীঘ্র উপশমিত হয়।

পূর্ণচন্দ্র রস।

রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, স্বর্ণ, তাম্র, কাংস, দারুচিনি, জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, কর্পূর, মুথা ও প্রিয়ঙ্গু; প্রত্যেক সমভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন, একদিন শতমূলীর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটী করিয়া পরে এরণ্ড পত্রে বন্ধন করিয়া এক দিবস রাখিবে। অনুপান দুগ্ধ ও মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহ আরোগ্য হয়।

সোমনাথ রস।

হিঙ্গুলোত্থ রস ২ তোলা, পালিতামাদার পত্ররসে অথবা ইঁদুরকাণী পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহাতে শোধিত গন্ধক ২ তোলা মিলিত করিয়া কজ্জলী করিবে। উহাতে লৌহ ৮ আট তোলা মিলিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া পরে উহার সহিত অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য খর্পর (সীসা) স্বর্ণমাক্ষিক এবং স্বর্ণ; প্রত্যেক এক তোলা মিলিত করিয়া ঘৃতকুমারী ও থুলকুড়ীর রসে এক একটী ভাবনা দিয়া ২ দুই রত্তি প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান কাঁচা হরিদ্রারস ও মধু। ইহা সেবনে বিংশতি প্রকার মেহ অতি শীঘ্র উপশমিত হইয়া অগ্নি এবং বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বসন্তকুসুমাকর রস।

স্বর্ণ ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, কেহ কেহ রৌপ্যের পরিবর্ত্তে কর্পূর দিয়া থাকেন, বঙ্গ ১৷৹ দেড় তোলা, সীসা ১৷৹ দেড় তোলা, লৌহ ১৷৹ তোলা; অভ্র, প্রবাল এবং মুক্তা, প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় একত্রে মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছাল রস, কিম্বা কাথ, লাক্ষার কাথ, বালারস, কদলীমূল রস, মোচার রস পদ্মপুষ্প রস, মালতীপুষ্প রস ও মৃগনাভী; এই সমুদায় দ্বারা প্রত্যেক ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান ঘৃত ও চিনি এবং মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অগ্নি, বল বর্ণ ও মাংস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তৈল।

প্রমেহমিহির তৈল মেহ রোগে ব্যবহৃত।

পথ্য।

শালীতণ্ডুলান্ন, গোধূম, মুদ্গ, মসূর, হংস, কপোত, কুক্কুট ও ছাগাদি মাংসযূষ, তিক্তশাক, যবান্ন, মধু, পরিশ্রম; এই সকল মেহ রোগের হিতকর।

প্রমেহ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

মেদ রোগ।

যে সমস্ত মানব পরিশ্রম করে না, দিবসে নিদ্রা যায়, অত্যন্ত শ্লেষ্মাজনক দ্রব্য এবং মধুর রস বিশিষ্ট অন্নরস ও স্নেহাদি সেবন করে, তাহাদিগের মেদরোগ জন্মে। মেদধাতু অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া রসরক্তাদিবাহিনী শিরা সমূহকে রুদ্ধ করিলে উক্ত ধাতু সমূহ পুষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং রোগাক্রান্তব্যক্তি দুর্ব্বল এবং সর্ব্বকর্ম্মে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

মেদরোগের লক্ষণ।—ক্ষুদ্রশ্বাস, অকস্মাৎ শ্বাসাবরোধ, পিপাসা, মেহ, নিদ্রাভিভূতা এবং অঙ্গাবসাদ। রোগাক্রান্তব্যক্তির ক্ষুধা প্রবল থাকে না; স্বেদ দুর্গন্ধযুক্ত হয়, বলের লাঘব এবং স্ত্রীসংসর্গে অসক্ততা জন্মে।

জীব সমূহের উদরাস্থি মেদের স্থান জানিতে হইবে, একারণ মেদ বৃদ্ধি [illegible] প্রায় উদরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মেদ দ্বারা রুদ্ধ পথ হইয়া বায়ু কোষ্ঠ মধ্যে [illegible] হয় এবং অগ্নিকে প্রদীপ্ত এবং ভুক্তান্ন শোষণ করিয়া থাকে, একারণ [illegible] এবং পুনর্ব্বার ক্ষুধা অনুভব হয়, আহারের সময় ব্যতিক্রম হইলে [illegible] হইয়া থাকে। অগ্নি এবং বায়ু এই সমূহ উপদ্রব উৎপন্ন করে, যেমন বন [illegible] করে তদ্রূপ মেদাগ্নি স্থূলব্যক্তিকে দহন করে।

নিতম্ব উদর এবং স্তন চালিত হইয়া থাকে এবং আপনার শক্তি অনুযাইকের অধিক মাংস বৃদ্ধি এবং উৎসাহ হয় তাহাকে স্থূল মনুষ্য বলা যায়।

সমাপ্ত

মেদ রোগের চিকিৎসা।

স্থূলতা পরিত্যাগ করিতে হইলে, রাত্রি জাগরণ, স্ত্রীসঙ্গম, ব্যায়াম ও চিন্তা এই সকল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পর্য্যটন, মধুপান, জাগরণ, যব ও শ্যামাক ভোজন; এই সকল দ্বারা নিশ্চয়ই দেহের স্থূলতা অপনীত হয়।

প্রাতে মধুমিশ্রিত জল পান করিলে মেদরোগ আরোগ্য হয়।

চই, জীরা, ত্রিকটু, হিং, সচললবণ ও চিতামূল; এই সমভাগ চূর্ণ ১ তোলা, শক্তু (ছাতু) ১৬ তোলা, সমুদায়ই একত্রে দধির মাতে মিশ্রিত করিয়া যথাশক্তি ভোজন করিবে; সে দিবস আহার করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে স্থূলতা নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, লৌহ, মধু, যব ও আমলকী; এই সমস্ত সেবনে স্থূলতা নষ্ট হয়।

শীলাজতু গণিয়ারির রসের সহিত সেবনে উক্ত রোগ প্রশমিত হয়।

অমৃতাদ্য গুগ্গুল।

গুলঞ্চ ১ ভাগ, ছোট এলাইচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, কুরচি ছাল ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলকী ৭ ভাগ, গুগ্গুল ৮ ভাগ, এই সকল চূর্ণ একত্রে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবনে মেদ ও ভগন্দর রোগ উপশমিত হয়।

মেদ রোগে ত্রিফলাদ্য তৈল ব্যবহৃত হয়।

মেদ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

উদর রোগ।

উদর রোগে,—উদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, মন্দাগ্নি হইতে যাবতীয় রোগের উৎপত্তি হয়, সেই মন্দাগ্নি দ্বারা এবং অজীর্ণকর ও দোষজনক বিরুদ্ধ অন্ন সেবন জন্য কিম্বা কোষ্ঠে মল সঞ্চার হেতু উদর রোগ জন্মিয়া থাকে। কুপিত দোষ, স্বেদ এবং অম্বুবাহী স্রোত সমূহ অবরুদ্ধ করিয়া এবং অগ্নি, প্রাণ ও অপান বায়ুকে দুষ্য করিয়া মানবগণের উদর রোগ উৎপত্তি হয়।

উদর রোগের সামান্য লক্ষণ।—উদরে আধ্মান, গমনে অশক্ত, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, অঙ্গাবসাদ, বাত এবং পুরীষের আবদ্ধতা, দাহ এবং তন্দ্রা হয়।

উদর রোগ আট প্রকার। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, প্লীহা, বদ্ধ, ক্ষত এবং উদক।

বাতিক উদররোগে,—হস্ত, পদ, নাভী এবং কুক্ষিতে শোথ হইয়া থাকে; কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, কুক্ষি, উদর এবং পর্ব্বসকলে বেদনা জন্মে; শুষ্ককাস, অঙ্গমর্দ্দন, শরীরের অধোভাগে গুরুতা এবং কোষ্ঠের কঠিনতা হয়; ত্বক এবং নেত্র ও মূত্রাদি শ্যাবারুণ বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে; উদরের স্ফীততা এবং অনিয়মিতরূপে (অর্থাৎ হঠাৎ) বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয় এবং উহাতে সূচী-বিদ্ধ সম ও ভেদনের তুল্য বেদনা জন্মিয়া থাকে; উদরে সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরা সকল দেখা যায় এবং উহাতে আঘাত করিলে বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটকের সম শব্দ হইয়া থাকে। সর্ব্বগতি বায়ু ইহাতে বেদনার সহিত শব্দ উৎপাদন করে।

পৈত্তিক উদররোগে,—জ্বর, দাহ, পিপাসা, কটুস্বাদ, ভ্রম, অতিসার এবং কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমন অনুভব হইয়া থাকে, ত্বক, চক্ষু এবং মূত্রাদি পীতবর্ণ দেখা যায়, উদর অধিক স্বেদযুক্ত উষ্ণতাতে দহ্যমান, স্পর্শে মৃদু বেদনাযুক্ত এবং উদরের উপরে পীত এবং তাম্রবর্ণ শিরা সকল উৎপাদিত হয়। পৈত্তিক-উদররোগে,—উদর সত্বর বাড়িয়া জলোদরে পরিণত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক-উদররোগে,—গাত্র গুরুতা, অঙ্গাবসাদ, শোথ, স্পর্শজ্ঞানরহিত, অধিক নিদ্রা, বমন ইচ্ছা, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং ত্বক, চক্ষু প্রভৃতি শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। উদর অতিশয় বৃদ্ধি এবং শুক্ল শিরা সকল দ্বারা আবৃত, স্তিমিত, স্নিগ্ধ গুরু, স্থির কঠিন এবং স্পর্শে শীতল দীর্ঘকালে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক উদররোগে,—অনবৎনৃতা স্ত্রীলোকগণ অন্ন কিম্বা পানীয় দ্রব্যাদিতে লোম, নখ, মল, মূত্র কিম্বা আর্ত্তব সংযুক্ত করতঃ যে ব্যক্তিকে সেবন করায়, কিম্বা শত্রুকর্ত্তৃক যে ব্যক্তি বিষপান করে কিম্বা যে মনুষ্য দূষিত জল কিম্বা মন্দ প্রভাবশালী বিষ পান করে, সেই সকল ব্যক্তির দোষত্রয় এবং রক্ত কুপিত হইয়া সত্বরেই ভয়াবহ সান্নিপাতিক উদর রোগ উৎপাদন করে। সান্নিপাতিক উদর রোগ শীতল বাতে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অত্যন্ত বৃদ্ধি এবং দাহযুক্ত হইয়া থাকে। রোগাক্রান্তব্যক্তি সর্ব্বদা মোহ প্রাপ্ত, পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ ও পিপাসা জন্য শোষিত হয়। এই সান্নিপাতিক ত্রিদোষজ উদররোগকে দুষ্যোদর রোগও বলা যায়।

প্লীহোদর রোগ।—বিদাহী (ভাজা পোড়া) এবং অভিসন্দি (ঘৃত তৈল ইত্যাদি) দ্রব্য সেবনশীল মনুষ্যদিগের রক্ত এবং কফ দূষিত হইয়া প্লীহারোগ উৎপাদন করে; ক্রমশঃ প্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, সেই রোগকে প্লীহোদর কহে। প্লীহা বামপার্শ্বে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে রোগাক্রান্তব্যক্তি মন্দ জ্বর এবং কফজনিত অগ্নিমান্দ্যাদি উপদ্রবযুক্ত, ক্ষীণ বল হয় এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে দক্ষিণ দিকে যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে তাহাকে যকৃদাল্যুদর রোগ বলা যায়।

বাতপ্লীহোদর রোগে,—উদাবর্ত্ত, বেদনা এবং আনাহ হইয়া থাকে। পিত্তজনিত প্লীহোদর রোগে,—মোহ, পিপাসা, দাহ এবং জ্বর হয়। কফজনিত প্লীহোদর রোগে,—গাত্র গুরুতা, অরুচি এবং উদরের কঠিনতা হইয়া থাকে।

বদ্ধগুদ উদররোগে,—মনুষ্যের অন্ত্রনাড়ী পিচ্ছিল, শাকসালুকাদি অন্ন দ্বারা কিম্বা ক্ষুদ্র

প্রস্তর দ্বারা যথাক্রমে আচ্ছাদিত হয়, দূষিত মল ঝাঁটী দেওয়া ধূলিকণার সদৃশ ক্রমে ক্রমে অন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে; মলদ্বারে অবরোধ হয়, কখন বা অধিক কষ্টে অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে এবং হৃদয় ও নাভীর মধ্যস্থলে উদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ক্ষতোদর রোগ,—কোন প্রকার শল্য (অর্থাৎ কণ্টকাদি) ভক্ষণীয় দ্রব্যের দ্বারা আবৃত হইয়া ভক্ষিত হইলে কিম্বা অন্য কোনরূপ অস্ত্র প্রবৃষ্ট হইলে অন্ত্রকে ভেদ করিয়া ক্ষতোদর রোগ উৎপাদন করে। এই ক্ষতোদর রোগের অন্যতর নাম পরিস্রাবী উদর কহে। এই ক্ষতোদর রোগে ক্ষতস্থান হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত গুহ্যদ্বারে পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়। নাভীর অধোদেশে উদর বৃদ্ধি পায় এবং উহা অতিশয় সূচীভেদ সম ও বিদারণ সম বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে।

জলোদর রোগ।—যে মনুষ্য স্নেহ পান করিয়া কিম্বা স্নেহ মিলিত দ্রব্যের পিচকারী লইয়া কিম্বা বমন বিরেচন, কিম্বা নিরূহণ কার্য্য করিয়া সুশীতল সলিল পান করে, তাহার উদকবাহী স্রোত সকল সত্বরে দূষিত এবং স্নেহোপলিপ্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্য অন্নরস, রস-বাহিনী নাড়ীর বাহিরে সঞ্চিত হইয়া উদর বৃদ্ধি করে। এই রোগে উদর স্নিগ্ধ এবং বৃহৎ আকার হয়, নাভিস্থল বেদনাযুক্ত এবং পরিবৃত অর্থাৎ পূর্ণ হইয়া উচ্চ হয়। যেরূপ সলিল-পূর্ণ চর্ম্মপুটকে কম্প, অন্তরে জল সঞ্চালন ও শব্দ হয়; এই জলোদর রোগে রোগীর উদরে তদ্রূপ হইয়া থাকে।

উদর রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

প্রায় সকল প্রকার উদর রোগ উৎপন্ন হইলেই কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। কেবল সবল মনুষ্যের নবোত্থিত অজাতাম্বু উদর রোগ যত্নসাধ্য। বদ্ধগুদ উদররোগ একপক্ষ মধ্যে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। জলোদক এবং ক্ষতোদর রোগ উহাপেক্ষা দীর্ঘকাল অতীত হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে। কিন্তু ঐ দুইরোগ কখন কখন শল্য শস্ত্রাদি চিকিৎসা দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে।

যে উদর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চক্ষে শোথ, শিশ্ন বক্র, ত্বক এবং সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্র অনুভব, বল, শোণিত, মাংস ক্ষীণ হয়, অন্নে বিদ্বেষ এবং পার্শ্ব ভঙ্গ, শোথ এবং অতিসার হয়, সেই রোগাক্রান্তব্যক্তিকে সবৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন।

সমাপ্ত।

উদর রোগের চিকিৎসা।

সর্ব্বপ্রকার উদররোগই প্রায় ত্রিদোষজ, অতএব ত্রিদোষের শান্তিকারক চিকিৎসা উদর রোগের ব্যবস্থেয়।

সর্ব্ব প্রকার উদর রোগে—মন্দাগ্নি জন্মে, অতএব এই রোগে অগ্নিদীপ্তিকারক ঔষধাদি এবং লঘু ভোজনাদি বিশেষ আবশ্যক।

দোষাদির অতি সঞ্চয় এবং শারীরিক স্রোত সকলের নিরোধ হেতু উদর রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব ইহাতে সর্ব্বদা বিরেচন ক্রিয়া বিধেয়।

গোমূত্র বা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল পান করাইয়া বিরেচন করাইবে।

বাতোদরে,—পিপুল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত; পিত্তোদরে,—চিনি ও মরিচযুক্ত; কফোদরে,—যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা ও ত্রিকুটু মিলিত এবং ত্রিদোষজ,—ত্রিকটু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণযুক্ত তক্র পান করাইবে। ইহার দ্বারা দেহের ভার এবং অরুচি নাশ হয়।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ।

করকচ, সচল, সৈন্ধব, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, চিতামুল, শুঁঠ, হিং এবং বিটলবণ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত ভোজন করিলে বাতোদর, গুল্ম ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

সিজের আঠায় তণ্ডুল ভিজাইয়া তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে এক সপ্তাহের মধ্যে উদর রোগ নষ্ট হয়।

মহিষের মূত্র ও দুগ্ধ, পান করিয়া অন্য আহার পরিত্যাগ করিলে সপ্তাহ মধ্যে উদর রোগ নষ্ট হয়।

ইচ্ছাভেদী রস।

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ৩ মাষা, বহেড়া ১ মাষা, আমলা ১ মাষা, পিপুল ২ মাষা, শুঠ ৩ মাষা ও জয়পাল বীজচূর্ণ ২০ মাষা। আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আমরুলের রস ও উষ্ণজল। যাবৎ শীতল জল পান করান না যাইবে, তাবৎকাল বিরেচন হইবে।

চুলিকা বটি।

রস, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, ত্রিকটু ও সোহাগা; প্রত্যেক সমভাগ। সমষ্টির চতুর্গুণ জয়পাল বীজচূর্ণ। ভৃঙ্গরাজ বা কেশুরিয়া রসে এবং মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধে পাণ্ডু, কামলা, আমবাত, ভগন্দর, কুষ্ঠ, প্লীহাদি গুল্ম আরোগ্য হয়।

যমানিকাদি চূর্ণ।

যমানী, চিতামুল, দন্তীমুল, পিপুল, যবক্ষার ও বচ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মাত্রা ৴৷৹ অর্দ্ধ তোলা। উষ্ণজল, দধির মাত বা সুরার সহিত সেবনে, প্লীহা ও যকৃৎ রোগ নষ্ট হয়।

তালজটাভস্ম পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনে প্লীহা যকৃৎ নষ্ট হয়।

চিতামূল জলে বাটিয়া এক রতি প্রমাণ বটী করিবে। উহার তিনটী বটিকা পক্ক রম্ভার মধ্যগত করিয়া সেবনে যকৃৎ প্লীহা নষ্ট হয়।

শঙ্খনাভী চূর্ণ ৷৷৹ অর্দ্ধ তোলা জাম্বিরের রসে গুলিয়া পানে শীঘ্র প্লীহা যকৃৎ উপশমিত হয়।

অর্কলবণ।

পাকা আকন্দপত্র ও সৈন্ধবলবণ, অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া দধির মাতের সহিত সেবনে প্লীহা যকৃৎ ও গুল্মরোগ উপশমিত হয়।

বৃহৎ মানকাদি গুড়িকা।

পুরাতন মান, আপাং মূলভস্ম, শালপাণী, চিতামূল, সিজমূল, শুঁঠ, সৈন্ধব, তালজটা ভস্ম, বিড়ঙ্গ, মুথা, চই, বচ, বিটলবণ, সচললবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুং জীরা ও পালদামাদারের মূল; প্রত্যেক ৪ তোলা, গোমূত্র ২৪ সের। এই সমুদায় একত্রে পাক করিবে, ঘন হইলে জীরা, ত্রিকটু, হিং, যমানী, কুড়, শুঁঠ, ভেউড়ী, দন্তীমূল এবং রাখাল শসার মূল, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ৵৷৴৹ দেড় পোয়া মিলিত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ও অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে প্লীহা যকৃৎ ও গুল্মাদি রোগ উপশমিত হয়।

চিত্রকাদি লৌহ।

চিতামূল, শুঁঠ, বাসকমূল, শুলফ, শালপাণী, তালজটাভস্ম, আপাং মূল ভস্ম ও পুরাতন মান, প্রত্যেক ৬ তোলা। লৌহ, অভ্র, পিপুল, তাম্র, যবক্ষার এবং পঞ্চলবণ প্রত্যেক ২ তোলা। গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে; শীতল হইলে মধু এক পোয়া মিলিত করিবে। ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ উপশমিত হয়।

অভয়া লবণ।

পালিদাছাল, পলাশছাল, আকন্দছাল, সিজের ছাল, আপাং মূল, চিতামূল, বরুণছাল, গণিয়ারিছাল, শ্বেত পুনর্ণবা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, মাটাকরঞ্জ, অপরাজিতা, কুরচিছাল, ঘোষালতা, তালেরজটা এবং বকছাল; এই সমুদায়ের প্রত্যেক ভস্ম এক ছটাক তিন কাঁচ্চা অর্থাৎ সমভাগে মিলিত ৴২ সের। জল ৬৪ সের। তিন কাষ্ঠের জালে মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ ক্ষারজলে সৈন্ধবলবণ ৴২ সের, হরীতকী ৴২ সের, গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিং, যমানী, কুড় এবং শুঁঠ, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা মিলিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা, অনুপান উষ্ণ জল। ইহা সেবনে যকৃৎ প্লীহা ও নানা রোগ উপশমিত হয়।

গুড়পিপ্পলি।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিং, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেণা, চিতামূল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভস্ম, কুমুড়ার ডাঁটা ভস্ম, আপাং ভস্ম এবং তেঁতুলছাল ভস্ম প্রত্যেক সমভাগ। এই সমুদায় চূর্ণের সমান পিপুলচূর্ণ। পিপুলচূর্ণের সহিত সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়, সমুদায় একত্রে মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ॥॰ অর্দ্ধ তোলা, অনুপান উষ্ণ-জল। ইহা সেবনে অতি কঠিন যকৃৎ প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি উদর রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ বালকদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

লোকনাথ রস।

কর্জ্জলী ৪ তোলা, কড়িভস্ম ৮ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, তাম্র ৮ তোলা ও অভ্র ৮ তোলা; এই সমুদায় একত্র করিয়া গোঁড়া বা পাতিলেবুর রসে ২১ টা ভাবনা দিয়া পরে ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেক ৮ তোলা, সোহাগা ৮ তোলা ইহাতে মিলিত করিয়া পুনঃ উক্ত লেবুর রসে ৩ টা ভাবনা দিবে। মাত্রা ২ রতি, অনুপান মধু। ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

প্রকারান্তর লোকনাথ রস।

রস, গন্ধক ও অভ্র; প্রত্যেক ১ তোলা; লৌহ এবং তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা; কড়িভস্ম ও হরীতকীভস্ম; প্রত্যেক ৩ তোলা। এই সমুদায় একত্রে পানের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে দিয়া পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি, অনুপান মধু। এই ঔষধ সেবনে প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উদররোগ উপশমিত হয়।

শঙ্খ দ্রাবক ভস্ম।

শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, ফটকিরি এবং নিশাদল; এই সমুদায় সমভাগে (কাঁচের পাত্রে) স্থাপিত করিয়া বারুণী যন্ত্রে চোয়াইয়া দ্রাবক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১০।১২ বিন্দু ভোজনান্তে সেব্য। ইহা চারি দণ্ডের মধ্যে শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্যকে দ্রবী-ভূত করে। সুতরাং ইহা সেবনে প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ সকল আশু নিবারিত হইয়া অগ্নি দীপ্ত হইয়া থাকে।

পথ্য।

শালীতণ্ডুলান্ন, যব, মুগ, মসূর, জাঙ্গালমাংসযূষ, দুগ্ধ, গোমূত্র, মধু এবং সুরা এই রোগে সেবনীয়।

উদর রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

শোথ রোগ।

স্বকীয় কারণ জন্য কুপিত বায়ু দূষিত রক্ত পিত্ত এবং কফকে বহিঃশিরা সকল প্রেরণ করিয়া এবং তদ্দ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া ত্বক এবং মাংসাশ্রিত উৎসেধ অর্থাৎ শোথ রোগকে উৎপাদন করে। এই শোথ-রোগ কারণ এবং লক্ষণ ভেদে নানাপ্রকার যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ ত্রয়, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ এবং বিষজনিত।

শোথের পূর্ব্ব লক্ষণ।—দেহে সন্তাপ, শিরা সকলের বিস্তারিত সম বেদনা এবং শরীরে গুরুতা হইয়া থাকে।

বমন বিরেচন জ্বরাদি বিগুণ দ্রব্য সেবন ও অনাহার জন্য কৃশাঙ্গ এবং দুর্ব্বল মনুষ্যগণের ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ কিম্বা গুরুদ্রব্য সেবন জন্য শোথ উৎপন্ন হয়।

শোথ উৎপত্তির নিদান।—দধি, শাক, মৃত্তিকাভক্ষণ, দোষ বিবর্দ্ধক, অপক্ক বিরুদ্ধ কিম্বা বিষসংযুক্ত অন্নসেবন, অব্যায়াম, প্রবল অর্শরোগ, মর্ম্মস্থানীয় আঘাত, গর্ভস্রাব কিম্বা বমন বিরেচনাদি কর্ম্মের মিথ্যা উপচার কিম্বা পীড়িতাবস্থায় দেহ শুদ্ধির জন্য উহাদের অপ্রয়োগ।

শোথ রোগের সামান্য লক্ষণ।—শোথাক্রান্ত ভারি, স্থূল স্থল উচ্ছ্রিত, অনবস্থিত (অর্থাৎ শিরা দ্বারা আবৃত) রোমহর্ষযুক্ত বিবর্ণান্বিত এবং উষ্ণ হয়।

বাতিক শোথ রোগে,—শোথের উপরিস্থিত ত্বক কঠিন, দেহ কৃষ্ণ কিম্বা অরুণবর্ণ, স্পর্শাজ্ঞাপ্তি এবং ঝিনঝিনী বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। শোথ কোন সময়ে বিনা কারণে প্রশমিত হয়। পীড়ন করিলে নীচু হইয়া যায়, দিবসে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, রাত্রিকালে উপশম হয়।

পৈত্তিক শোথ রোগে,—শোথ ঈষৎ দুর্গন্ধ উত্তপ্ত, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং কৃষ্ণ পীত কিম্বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত দাহান্বিত হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, পিপাসা, ভ্রম, স্বেদ মত্ততা এবং নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক শোথরোগে,—শোথ গুরু, স্থির এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে, পীড়ন করিলে নীচু হয় না, দীর্ঘকাল উপচয় এবং প্রশমন হয় এবং রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইয়া দিবসে উপশমিত হয়। এই শোথ প্রায় অরোচকগ্রস্ত মনুষ্যগণের হইয়া থাকে।

দ্বন্দ্বজ শোথ রোগ।—দুই দোষের মিলিত নিদান এবং লক্ষণের দ্বারা ত্রিবিধ দ্বন্দ্বজ শোথ রোগ জানিতে হইবে।

সান্নিপাতিক শোথরোগ।—বাতাদি দোষত্রয়ের নিদান ও লক্ষণ দ্বারা সান্নিপাতিক শোথরোগ অনুভব হইয়া থাকে।

আভিঘাতিক শোথ রোগ।—অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদন, ভেদন কিম্বা ক্ষত হইলে, শীতল কিম্বা সমুদ্র বায়ু সেবন জন্য এবং ভল্লাতক কিম্বা আলকুশির রস কিম্বা আককুশির রোয়া অঙ্গে লাগিলে অভিঘাতিক শোথরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অভিঘাতিক শোথরোগে,—বিসর্পবান এবং অতিশয় উষ্ণ ও লোহিতবর্ণ হয়। এই শোথরোগ প্রায় পিত্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া জন্মে।

বিষজনিত শোথ-রোগ।—বিষ বিশিষ্ট জন্তুদিগের গাত্র কিম্বা মূত্র সংযোগ জন্য বিষ-জনিত শোথ উৎপন্ন হয়। বিষহীন প্রাণী সমূহের দন্ত, নখ কিম্বা দংষ্ট্রাঘাত জন্যও এই শোথ

উৎপন্ন হইয়া থাকে। মল মূত্র শুক্র সংযুক্ত ম্লান বস্ত্র পরিধান জন্য, বিষবৃক্ষের বায়ু সেবন জন্য এবং চূর্ণীকৃত বিষসংযোগ জন্য, বিষজনিত শোথ উৎপন্ন হয়, এই শোথ মৃদু, লম্বমান এবং দাহ ও বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে; সত্বরে উৎপাদিত হয়, একস্থানে আবদ্ধ থাকে না।

আমাশয়স্থ দোষ অঙ্গের উর্দ্ধভাগে শোথ উৎপাদন করে। পক্বাশয়স্থ দোষ দেহের মধ্যভাগে শোথ উৎপাদন করে। বর্চ্চস্থানস্থিত (মলাশয়স্থিত) দোষ অঙ্গের অধোভাগে শোথ উৎপাদন করে। সর্ব্বদেহস্থিত প্রকুপিত দোষ সমুদায় শরীরে শোথ উৎপাদন করে।

শোথ রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

যে শোথ কলেবরের মধ্যস্থলে কিম্বা সমস্ত শরীরে উৎপাদিত হয়, তাহাকে কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে। যে শোথ দেহের অর্দ্ধাঙ্গে উৎপন্ন হয় কিম্বা উপরদিকে গমন করে, সে শোথ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে। যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, দুর্ব্বলতা, জ্বর এবং অন্নে অরুচি জন্মে, সদ্বৈদ্য সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন। যে শোথ অন্য রোগের উপদ্রব স্বরূপ না হইয়া আপন কারণে উৎপন্ন হয় এবং মনুষ্যের পদে উত্থিত হইয়া উপরদিকে যায় কিম্বা স্ত্রীদিগের মুখে উৎপন্ন হইয়া অধোদিকে আইসে কিম্বা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বস্তিদেশে উৎপন্ন হয়, তাহাকেও অসাধ্য শোথ রোগ জানিতে হইবে। নবোত্থিত এবং উপদ্রবহীন শোথ রোগ সাধ্য। যদি শোথ কুক্ষি, উদর, গলা এবং মর্ম্ম স্থানগত হয়, চিকিৎসক সে রোগীকে ত্যাগ করিবেন। অতি স্থূল এবং প্রখর শোথ রোগ অসাধ্য। বালক বৃদ্ধ এবং হীনবল ব্যক্তিগণের শোথ রোগ অসাধ্য জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

শোথ রোগের চিকিৎসা।

শোথ রোগে,—দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, লঙ্ঘন, পাচন বিরেচনাদি ব্যবস্থা করিবে।

বাতজ-শোথে,—স্নিগ্ধক্রিয়া, মল বদ্ধ থাকিলে পীচকারি; পিত্তজ শোথে,—দুগ্ধ ও ঘৃত পান এবং কফজ-শোথে,—রুক্ষক্রিয়া উচিত।

আমজ-শোথে,—লঙ্ঘন ও পাচন; প্রবল দোষে শোধন; মস্তকশোথে,—নস্য; দেহের অধোভাগগত শোথে,—বিরেচন এবং উর্দ্ধভাগের শোথে,—বমনকারক ঔষধ বিহিত।

এইরূপ তৈল ঘৃতাদি স্নেহ সেবন জন্য শোথে,—রুক্ষক্রিয়া ও রুক্ষতা জন্য শোথের,—স্নিগ্ধক্রিয়া বিহিত।

বাতজ শোথে,—দশমূল প্রশস্ত। ইহাতে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল সেবন করাইবে।

গোমূত্র অথবা পুরাতন মানের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে শীঘ্র সর্ব্বপ্রকার শোথ আরোগ্য হয়।

মানমণ্ড।

পুরাতন মানচূর্ণ ১ তোলা, আতপতণ্ডুলচূর্ণ ২ তোলা, সজল দুগ্ধ ৪২ তোলা; একত্রে পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রত্যহ পান করিলে বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ উপশম হয়। এই মানমণ্ড ঔষধ সর্ব্বপ্রকার শোথে ব্যবস্থা করিবে, কারণ ইহাতে দেহের স্রোত সকল পরিষ্কৃত হইয়া অগ্নিদীপ্তি হইয়া থাকে।

পুনর্নবাষ্টক।

পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুণ্ঠী, কটকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা এবং হরীতকী; মিলিত ২ তোলা, জল ।৷০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গের শোথ, উদরী, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়। (ইহা বহুব্যবহৃত)

পুনর্নবা, নিমপত্র, সিমপত্র, পালিদাছাল বা আপাং, কুলেখাড়া, নিসিন্দা ও জয়ন্তী পত্র; এই সকল দ্রব্য পুটলীবদ্ধ করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে, সর্ব্বপ্রকার প্রবল শোথ উপশমিত হয়।

শোথারি চূর্ণ।

শুষ্ক মূলা, আপাং, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুথা, সমভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ একত্রে মিলিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় বিল্বপত্ররস সহ সেবনে সর্ব্বপ্রকার শোথ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

অগ্নিমুখমণ্ডুর।

শোধিত মণ্ডুর (লৌহমল) /১৷০ দেড়সের, পাকার্থ গোমূত্র ।২ বার সের, প্রক্ষেপার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ তোলা মাত্রায় তক্রের সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার শোথ ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়।

শোথ রোগীকে উদর রোগোক্ত চুনিকাবটি, সপ্তাহে এক দিন করিয়া সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে।

পঞ্চামৃত রস।

রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ৩ তোলা, মিঠা ৩ তোলা ও মরিচ

৬ তোলা; এই সমুদায় একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটি করিবে, অনুপান আদার রস। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার শোথ রোগ নষ্ট হয়।

দুগ্ধবটী।

মিঠা, ধুস্তুরবীজ এবং হিঙ্গুল; এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিলিত করিয়া ধুস্তুরপত্র রসে এক প্রহর মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটী করিবে। দুগ্ধ সহ সেব্য, পথ্য দুগ্ধান্ন। লবণ এবং জল বর্জ্জনীয়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শোথ, পাণ্ডু এবং কামলা উপশমিত হয়।

শোথশার্দ্দুল রস।

রস, গন্ধক, মিঠা, মরিচ, পিপুল এবং সোহাগার খই সমভাগ, জলে মর্দ্দন, ২ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান বিল্বপত্রের রস ও মরিচচূর্ণ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শোথরোগ আশু নিবারিত হয়। পথ্য দুগ্ধান্ন। লবণ এবং জল বর্জ্জনীয়।

গ্রহণীযুক্তশোথে কল্পলতা বটী।

মিঠা, হিঙ্গুল, ধুস্তুরবীজ, প্রত্যেক।৵০ আনা, অহিফেণ।৵০ ছয় আনা, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য দুগ্ধান্ন। লবণ ও জল সেবন নিষেধ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শোথ নিবারিত হয়।

তক্রমণ্ডুর।

সাতবার গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ /॥০ অর্দ্ধ সের, গোমূত্র /১ সের। বিল্বপত্র, গণিয়ারীপত্র, পুনর্ণবা, কুলেখাড়া, কেশুরিয়া এবং ভীমরাজ, ইহাদের রসে ক্রমান্বয়ে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া দশ রতি মাত্রায় তক্রের সহিত সেব্য। পথ্য তক্রান্ন। লবণ ও জল পান নিষেধ। পিপাসায় তক্রপান। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শোথ রোগ আরোগ্য হয়।

তক্রবটী।

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ১ মাষা, মিঠা ২ মাষা, তাম্র ৪ মাষা, পিপুল ১ তোলা এবং মণ্ডুর ১ তোলা, এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া কৃষ্ণজীরার কাথে সাতদিন ভাবনা দিয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান তক্র। পথ্যাদি পূর্ব্ববৎ। ইহা সেবনে শোথ, গ্রহণী, মন্দাগ্নি ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

ক্ষীরবটী।

হিঙ্গুল ২ তোলা, লবঙ্গ, অহিফেণ, মিঠা, জায়ফল ও ধুস্তুরবীজ; প্রত্যেক ১ তোলা; এই সমুদায় সিদ্ধির কাথে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান কেবল শোথে

দুগ্ধ, গ্রহণীতে সিদ্ধির কাথ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শোথ ও গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া শান্তি হয়।

বৃহৎ শুষ্কমূলাস্থ তৈল ও পুনর্ণবাদি তৈল ব্যবহেয়।

শোথরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

বৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগ।

অধোগামী কুপিত বায়ু শোথ এবং শূল উৎপাদনপূর্ব্বক বঙ্ক্ষণ হইতে কোষে গমন করতঃ উহার ধমনীকে পীড়ন করিয়া কোষ বৃদ্ধি করে। কোষ বৃদ্ধি সাত প্রকার যথা,—বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, রক্তজ, মেদজনিত, মূত্রজ এবং অন্ত্রজনিত। মূত্র অন্ত্রবৃদ্ধি বাতজনিত হই-য়াও কেবল হেতু ভেদ জন্য পৃথক জানিতে হইবে।

বাতজনিত বৃদ্ধি.—রুক্ষ এবং স্পর্শে বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটের সম অনুভব হইয়া থাকে, এই রোগের অকারণে বেদনার বৃদ্ধি ও লাঘব হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত বৃদ্ধি,—দাহ এবং উত্তাপযুক্ত ও পক্ক যজ্ঞডুম্বরের সম ও পাক বিশিষ্ট হয়।

কফজনিত বৃদ্ধি,—শুক্লবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, কঠিন, কণ্ডু বিশিষ্ট এবং অল্প বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে।

রক্তজনিত বৃদ্ধি.—পিত্তজ বৃদ্ধিরোগের সদৃশ লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে এবং উহার উপরে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক দৃশ্য হয়।

মেদঃজনিত বৃদ্ধি,—কফজনিত বৃদ্ধি রোগের লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে এবং মৃদু তালফলের সদৃশ হয়।

মূত্রজনিত বৃদ্ধি,- মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া গমন করিলে মূত্রজ বৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই রোগে জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকের সম জল সঞ্চালন করিয়া থাকে এবং অল্প বেদনাযুক্ত হয় এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের সম যাতনাও হইয়া থাকে। অণ্ড অর্থাৎ মুষ্ক ফল কোষের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে।

অন্ত্রজনিত বৃদ্ধি.—বায়ুবৃদ্ধিকর আহার জন্য, শীতল জলে অত্যন্ত অবগাহন জন্য মল-মূত্রাদির উপস্থিত বেগ ধারণ কিম্বা অনুপস্থিত বেগ প্রবল জন্য, অধিক ভারবহন, অধ্বগমন, কিম্বা বিষম ক্রমে অঙ্গ প্রবর্ত্তন জন্য কিম্বা অন্য কোন বায়ু বৃদ্ধিকর কারণ জন্য, যে সময়ে কুপিত বায়ু ক্ষুদ্র অন্ত্রকে সঙ্কুচিত করিয়া আপন স্থান হইতে অধোগামী হয়, সেই সময়ে কুচকীতে গ্রন্থির সম শোথ উৎপন্ন হয়। এই বঙ্ক্ষণস্থিত শোথ উপেক্ষিত হইলে ক্রমশঃ শুস্ত সম আধ্মান এবং বেদনাযুক্ত অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ উৎপন্ন হয়। অন্ত্রবৃদ্ধি প্রপীড়িত হইলে শব্দ করিয়া উর্দ্ধগামী হয় এবং পীড়নযুক্ত হইলে অধোগামী অর্থাৎ নামিয়া আইসে। এই রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে এবং বাতজ বৃদ্ধির তুল্য অনুভব করিতে হয়।

সমাপ্ত।

বৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগের চিকিৎসা।

বাতজ বৃদ্ধিরোগে,—দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন, পুনর্নবার কাথ ও কল্ক দ্বারা পক্ক তৈল, নারায়ণ তৈলাদি পান ও দশমূলের সহিত এরণ্ড তৈল সেবন করিলে বৃদ্ধিরোগে বিশেষ উপকার হয়।

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণামূল ও শুদীপুষ্প; এই সমুদায় দুগ্ধে বাটিয়া মুষ্কে প্রলেপ দিলে দাহ, শোথ ও যাতনার হ্রাস হইয়া পৈত্তিক বৃদ্ধি রোগ উপশমিত হয়।

বচ, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, পাকুড় এবং বেত; এই পঞ্চ বৃক্ষের ছাল ঘৃতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্ত ও পিত্তজ বৃদ্ধি রোগ উপশমিত হয়।

মেদজ বৃদ্ধিরোগে,—কোষে স্বেদ প্রদান করিয়া, নিসিন্দা, তুলসী ও পুনর্নবা গোমূত্রে বাটিয়া কোষে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা এবং গোক্ষুর; মিলিত ২ তোলা, জল ৷৷০ অর্দ্ধসের, শেষ ৵০ পোয়া; ইহাতে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি উপশমিত হয়।

বেড়েলামূল ২ তোলা, দুগ্ধ ।০ এক পোয়া, জল ।১ সের। পাক করিয়া শেষ ।০ এক পোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, এরণ্ডতৈলের সহিত সেবনে, আধ্মান ও যন্ত্রণাযুক্ত অন্ত্রবৃদ্ধি-রোগ আশু নিবারিত হয়।

হরীতকী পেষণ করিয়া তাহাতে পিপুল ও সৈন্ধব মিলিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবনে, এক সপ্তাহ মধ্যে বৃদ্ধিরোগ উপশমিত হয়।

বিল্বাদি চূর্ণ।

বেল, কয়েতবেল, সোঁদাল, চিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিল্বড়ক, নাটাকরঞ্জ ও সজিনা এই সমুদায়ের এবং শুঁঠ, ভেলার মুটী, পিপুলমূল, চই, পঞ্চলবণ, সৈন্ধব, সচল, বিট, (সামুদ্রিক ও সম্ভব) যবক্ষার ও যমানী; এই সমুদায় সমভাগ চূর্ণ কাঁজি কিম্বা উষ্ণজলের সহিত সেবনে বৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগ ১ (কুঁচকী) উপশমিত হয়।

কাঁকরোলবীজ জলে ঘসিয়া প্রলেপ দিলে কুঁচকী রোগ উপশমিত হয়।

গোধূম বা কুন্দরখোটী ছাগীদুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণাযুক্ত কুঁচকী রোগ আরোগ্য হয়।

(১) শ্লেষ্মজনিত গুরু ও কাঁচা দ্রব্য ভোজনের দ্বারা বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে শোথ হইয়া জ্বর বেদনা গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। এই রোগকে ব্রধ্ন অর্থাৎ কুঁচকী কহে।

কৃষ্ণজীরা, হবুষ, কুড়, গোখুর ও কুলগুঁটা; কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুঁচকী উপশমিত হয়।

শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়।

শতপুষ্পাদ্য ঘৃত।

[illegible] বাসক, মুণ্ডিরী, এরণ্ড, বিল্বপত্র, প্রত্যেকের রস /৪ সের ও দুগ্ধ [illegible]—শুল্‌ফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, গুগ্‌গুল, গুড়ত্বক, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এলাইচ, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কটকী, সৈন্ধব, তগরপাদুকা, কুড়, জায়ফল ও শুঁঠী; প্রত্যেক ২ তোলা। পাত্র এবং অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ২ তোলা পর্য্যন্ত। এই ঘৃত পানে সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধি ও শ্লীপদাদি রোগ উপশমিত হয়।

তৈল।

সৈন্ধবাদ্য তৈল বৃদ্ধিরোগে ব্যবহৃত হয়।

বৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপিচ গ্রন্থি এবং অর্ব্বুদরোগ।

গলগণ্ডে অণ্ডের সম শোথ লম্বিত হইয়া নিবদ্ধ হইলে তাহাকে গলগণ্ড রোগ কহে। গণ্ডগণ্ড রোগ ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহদাকার দুই প্রকারই হয়। বায়ু কফ কিম্বা মেদ গলদেশে দূষিত হইয়া মন্যাযুগলকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত চিহ্নযুক্ত তিন প্রকার গলগণ্ড রোগ উৎপাদন করে।

বাতজ-গলগণ্ড,—শ্যাব কিম্বা অরুণবর্ণ, কঠিন এবং বিন্ধন সম বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে, গলগণ্ডের উপরে কৃষ্ণবর্ণ শিরা সমূহ দেখা যায় এবং ইহা কালবিলম্বে বৃদ্ধি পায় এবং পাকিয়া উঠে, কোন সময়ে বিনা কারণেও হঠাৎ পাকিয়া থাকে। বাতজ গলগণ্ড রোগে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখ বৈরস্য এবং তালু ও গলা শুষ্ক হইয়া উঠে।

কফজ গলগণ্ড,—স্থির, গুরু, শীতল এবং বর্ণ শরীরের সদৃশই হইয়া থাকে। ইহা কালবিলম্বে বর্দ্ধিত এবং বৃহদাকার ও অল্প বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত হয়। কখন কখন অধিক কাল বিলম্বে পাকিয়া উঠে। কফজ-গলগণ্ডরোগে,—রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখ মধুর রসযুক্ত, তালু এবং গলা কফদ্বারা লেপিত অনুভব হইয়া থাকে।

মেদজ গলগণ্ড,—স্নিগ্ধ, গুরু, পাণ্ডুবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং গলকণ্ডে কণ্ডু এবং অল্প বেদনা হইয়া থাকে; ইহার মূল অল্প (অর্থাৎ সরু) ইহা গলদেশ হইতে লাউয়ের ন্যায় লম্বিত হয়। এই শোথ শরীর ক্ষীণ হইলে শুষ্ক হইয়া থাকে এবং শরীর পুষ্ট হইলে বাড়িয়া উঠে। মেদজ গলগণ্ডরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তির মুখে তৈলাক্ত অনুভব এবং গলার মধ্যে সর্ব্বদা শব্দ হইয়া থাকে।

গলগণ্ডরোগের অসাধ্য লক্ষণ।—যে গলগণ্ড মৃদু গাত্র (অর্থাৎ কোমল) কিম্বা এক বৎসর কাল অতীত হইয়া আরোগ্য না হয়, তাহা অসাধ্য। যে গলগণ্ডরোগাক্রান্ত ব্যক্তির কষ্টে নিশ্বাস নির্গত হয় এবং অরুচি, স্বরভঙ্গ এবং দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে, চিকিৎসক সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন।

সমাপ্ত।

গণ্ডমালা।

অধিক সংখ্যক গণ্ডমালার সহিত গ্রথিত হইয়া উঠিলে, তাহাকে গণ্ডমালা রোগ বলা যায়। এই গণ্ডমালা রোগ,—কফ, বাহুমূল মধ্যস্থান এবং কুঁচকীতে দূষিত মেদ এবং কফ জন্য উৎপাদিত হইয়া ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ কুলের সম কিম্বা আমলকীর ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং অধিক দিন অতীত হইলে অল্প পরিমাণে পাকিয়া উঠে।

অপচি।

গণ্ডমালার কোন কোন গণ্ড পাকিয়া স্রাবিত হইয়া থাকে, কতকগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় না (অর্থাৎ মিলিত হইয়া যায়) কতকগুলি নূতন জন্মিয়া থাকে, তাহার মধ্যে যে গণ্ড চিরানুবদ্ধ (অর্থাৎ অবস্থান্তর না হইয়া বহুকাল অবস্থিতি করে এবং পাকে না, তাহাকে অপচি রোগ কহে)। এই রোগ সাধ্য; কিন্তু পীনস, কাস, পার্শ্বশূল, ছর্দ্দি এবং জ্বর হইলে অসাধ্য জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

গ্রন্থি।

দুষ্ট বাতাদি মাংস, শোণিত, মেদ ও শিরা সমূহকে দূষিত করিয়া কঠিন উন্নত এবং বর্ত্তুলাকার গাইটের সদৃশ শোথ উৎপন্ন করিলে, তাহাকে গ্রন্থি রোগ কহে। বাতজ গ্রন্থি

বিস্তারণ, সূচীবিদ্ধ, ক্ষেপণ, মন্থন, ভেদন ও ছেদন সম বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ, মৃদু এবং বস্তি সম বিস্তৃত হয় এবং ভিন্ন হইলে নির্ম্মল স্রাব পরিত্যাগ করে।

পিত্তজ গ্রন্থি,—অতিশয় জ্বালা, উত্তাপ এবং ছেদন সম পীড়াযুক্ত হইয়া থাকে এবং রক্ত কিম্বা পীতবর্ণ হয় এবং অধিক পাকিয়া উঠে এবং বিদারিত হইলে অত্যন্ত উষ্ণ শোণিত ত্যাগ করে।

কফজ গ্রন্থি,—শীতল, প্রকৃতি তুল্য বর্ণ, পাষাণ তুল্য কঠিন, অল্প বেদনা এবং অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে, দীর্ঘকালে বাড়িয়া উঠে এবং বিদারিত হইলে গাঢ় শুক্লবর্ণ পুঁজ ত্যাগ করে।

মেদ গ্রন্থি,—বৃহদাকার, স্নিগ্ধ এবং কণ্ডু ও বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে এবং দেহের হ্রাস এবং বৃদ্ধির সহ ক্ষয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শিরাজগ্রন্থি,—অত্যন্ত ব্যায়ামাদি জন্য দুর্ব্বল মানবদিগের কুপিত বায়ু শিরা সকলকে সঙ্কোচন, শোষণ এবং সংহত করিয়া আশু উন্নত গোলাকৃতি এই শিরাগ্রন্থি উৎপন্ন করে। শিরাজগ্রন্থি—বেদনাযুক্ত এবং সচল হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিতে হইবে। মর্ম্মস্থান উত্থিত বৃহদাকৃতি শিরাজগ্রন্থি বেদনাহীন এবং অচল হইলে সাধ্যাতীত হয়।

সমাপ্ত।

অর্ব্বুদ।

কুপিত দোষ অঙ্গের কোন স্থলের মাংস এবং শোণিতকে দুষ্ট করিয়া স্থির গোলাকৃতি বিস্তীর্ণ মূল এবং আয়তনযুক্ত অর্থাৎ মাংস উৎপন্ন করে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই রোগকে অর্ব্বুদ কহেন। অর্ব্বুদরোগ অল্প বেদনাযুক্ত হয়, বিলম্বে পাকিয়া উঠে এবং পাকে না। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, মেদজ, রক্তজ এবং মাংসজ ভেদে ছয় প্রকার অর্ব্বুদ রোগ নিশ্চিত আছে। তাহাদিগের মধ্যে তাহার পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার অর্ব্বুদরোগ ঐ সমূহের দোষজাত গ্রন্থিরোগের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

রক্তজ অর্ব্বুদ রোগ।—দূষিত দোষ রক্ত এবং শিরা সকলকে সঙ্কোচন ও সংহত করত মাংসপিণ্ডকে প্রবর্দ্ধন করিয়া থাকে। এই অর্ব্বুদ ঈষৎ পাকিয়া ক্লেদরূপ স্রাব নির্গত করে, আশু বৃদ্ধি পায় এবং মাংসাঙ্কুর দ্বারা আবৃত থাকে। পশ্চাৎ ঐ অর্ব্বুদ হইতে সর্ব্বদা রক্তস্রাব হয় এবং শোণিত ক্ষয় জন্য রোগাক্রান্তব্যক্তি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। এই রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে।

মাংসার্ব্বুদ রোগ।—মুষ্ট্যাঘাতাদি জন্য অঙ্গ অর্দ্দিত হইলে, দূষিত মাংসে শোথ জন্মিয়া থাকে। এই অর্ব্বুদের দেহের সমতুল্য বর্ণ স্নিগ্ধ বেদনাশূন্য অপ্রচাল্য এবং পাষাণ সম কঠিন হয়, ইহা পাকে না। মাংসাশী মনুষ্যগণের দূষিত মাংসে এই প্রকার অর্ব্বুদ অধিক গাঢ় হইয়া থাকে। মাংসার্ব্বুদ রোগ অসাধ্য বলিয়া ব্যক্ত আছে এবং সাধ্য হইলেও চিকিৎসা বর্জ্জিত হয়।

যে অর্ব্বুদ মর্ম্মস্থানে উৎপন্ন হইয়া স্রাব ত্যাগ করে কিম্বা স্রোতাদির মধ্যে উৎপত্তি হইয়া অচল হয়, তাহাও অসাধ্য। একটী অর্ব্বুদ অগ্রে উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার অপর একটী অর্ব্বুদ তাহারই উপর উৎপত্তি হইলে তাহাকে অর্ব্বুদ বলা যায়। একত্রে কিম্বা ক্রমে দুইটী অর্ব্বুদ মিলিত হইলে তাহাকে দ্বিরর্ব্বুদ রোগ বলে। অধ্যর্ব্বুদ এবং দ্বিরর্ব্বুদ এই দুই প্রকার রোগই অসাধ্য।

গ্রন্থির সম অর্ব্বুদ পাকে না, তাহার কারণ এই কফ এবং মেদের আধিক্য এবং দোষের স্থিরতার জন্য ইহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে, সহজেই পচ্যমান বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

সমাপ্ত।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচি, গ্রন্থি এবং অর্ব্বুদ রোগের চিকিৎসা।

হস্তিকর্ণপলাশের মূল আতপতণ্ডুলের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড রোগ আরোগ্য হয়।

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মূলাবীজ, মসিনা ও যব, এই সমুদায় তক্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও গ্রন্থিরোগ আরোগ্য হয়।

পুরাতন কুষ্মাণ্ড রস, সৈন্ধব ও বিটলবণের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে, অচিরজাত গণ্ডগণ্ড নষ্ট হয়।

হুড়হুড়ের রস গলাতে মর্দ্দন করিলে গলগণ্ড উপশমিত হয়।

কটফল চূর্ণ গলাতে ঘর্ষণ করিলে অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত সেবনে গলগণ্ড উপশমিত হয়।

তুম্বি তৈল।

কটুতৈল /৪ সের, তিতলাউয়ের রস ১৬ সের। কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, রাস্না, চিতামূল, ত্রিকটু ও দেবদারু; মিলিত /১ একসের; এই তৈল নস্য গ্রহণ করিলে, গলগণ্ড রোগ উপশমিত হয়।

বরুণমূলের কাথ মধুর সহিত একবার পান করিলে গণ্ডমালা উপশমিত হয়।

কাঞ্চনবৃক্ষের ছাল আতপ তণ্ডুলের জলে বাটিয়া, তাহাতে শুণ্ঠীচূর্ণ মিলিত করিয়া সেবনে গলগণ্ড গণ্ডমালা উপশমিত হয়।

সোঁদালের মূল জলে বাটিয়া নস্য গ্রহণ ও প্রলেপ দিলে অথবা নিসিন্দার মূল জলে বাটিয়া নস্য লইলে গলগণ্ড গণ্ডমালা উপশমিত হয়।

শ্বেত অপরাজিতার মূল গোমূত্রে বাটিয়া পান করিলে অথবা বামনহাটীর মূল আতপ-তণ্ডুলের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও কুড়ও রোগ উপশমিত হয়।

বনকার্পাসের মূল ১ ভাগ, তণ্ডুল ৩ ভাগ, একত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে অপচি রোগ নষ্ট হয়।

সজিনামূল ও দেবদারু কাঁজির সহিত বাটিয়া ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিলে অতি কঠিন অপচি রোগ আরোগ্য হয়।

সাচিক্ষার, মূলাক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ; এই সমুদায় মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ রোগ আরোগ্য হয়।

ব্রণ ও অর্ব্বুদাদিতে পুঁইপত্রের রস মাখাইয়া পুঁইপত্রের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে উপকার দর্শে।

পুঁইপত্র ও কাঁজি ঘোলের সহিত বাটিয়া প্রত্যহ রাত্রিতে প্রলেপ দিলে মর্ম্মস্থান জাত অর্ব্বুদাদি উপশমিত হয়।

হরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন কুল ও মনঃশীলা; এই সকল দ্রব্য অধিক পরিমিত মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার অর্ব্বুদ রোগ নষ্ট হয়।

পথ্য।

উক্ত রোগে শালীতণ্ডুলান্ন, যব, গোধুম, মুগ, পটোল এবং কটু ও রুক্ষ দ্রব্য পথ্য এবং রক্তমোক্ষণ ও বমন করান বিহিত।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচি, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদরোগের
চিকিৎসা সমাপ্ত।

শ্লীপদ রোগ।

বেদনাযুক্ত যে শোথ, অগ্রে জ্বরের সহিত বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে উৎপন্ন হইয়া তৎপর ক্রমশঃ পদে অবনত হইয়া থাকে তাহাকে শ্লীপদ রোগ কহে। কোন কোন সময়ে এই শ্লীপদরোগ হস্ত, কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা এবং শিশ্নেও উৎপন্ন হয়। দোষ ভেদে এই রোগ তিন প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ এবং শ্লৈষ্মিক।

বাতজ শ্লীপদ,—কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, বিদারিত এবং তীব্র বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে; ইহাতে অত্যন্ত জ্বর এবং অকারণে বেদনা উৎপন্ন হয়।

পিত্তজ শ্লীপদ,—কোমল ও পীতবর্ণ হইয়া থাকে এবং ইহাতে অতিশয় দাহ এবং জ্বর উৎপন্ন হয়।

শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ.—স্নিগ্ধ, শ্বেত কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ, গুরু এবং স্থির হইয়া থাকে।

যে শ্লীপদ বল্মীক শিখরের সদৃশ গ্রন্থি সকল দ্বারা আবৃত থাকে, সে রোগ অসাধ্য, সম্বৎসর কাল অতীত এবং বৃহৎ আকৃতি হইলে সে শ্লীপদ রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে। যে শ্লীপদ অত্যন্ত উন্নত কফাত্মক কণ্ডু এবং স্রাবযুক্ত ও সর্ব্বলিঙ্গ বিশিষ্ট হয়, তাহাও চিকিৎসকের বর্জ্জনীয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শ্লীপদেই কফের প্রাধান্য জানিতে

বে; কারণ কফ ব্যতীত উহার গুরুত্ব এবং বৃহৎ আকৃতি সম্ভব হইতে পারে না। জল প্লাবিত, আর্দ্র এবং শীতপ্রধান দেশে এই শ্লীপদ রোগ অধিক হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।

শ্লীপদ রোগের চিকিৎসা।

শ্লীপদ রোগের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, স্বেদ প্রলেপ এবং কফনাশক উষ্ণক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

কৃষ্ণধুতুরার মূল, এরণ্ডমূল, নিসিন্দা, পুনর্ণবা, সজিনামূলের ছাল এবং তেউড়ীমূল, সর্ষপ; এই সমস্ত জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ রোগ উপশমিত হয়।

শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ রোগ আরোগ্য হয়।

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়কামাই ও পুনর্ণবা; এই সকল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, উক্ত রোগ প্রশমিত হয়।

নাটাকরঞ্জপত্রের রস, সর্ষপ তৈলের সহ পানে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

বিড়ঙ্গকছালমূল চূর্ণ কাঁজি বা গোমূত্রের সহিত মিলিত করিয়া সেবনে অথবা গুড় মিশ্রিত হরিদ্রাচূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, চিরজাত সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ, দদ্রু এবং কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হয়।

হরীতকী এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া গোমূত্রের সহিত সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ রোগ আরোগ্য হয়।

গুলঞ্চের কাথ ও কটুতৈল একত্রে মিলিত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ রোগ আরোগ্য হয়।

বৃদ্ধদারুসম চূর্ণ

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, দারুহরিদ্রা, বরুণছাল, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও গুলঞ্চ: প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ। বৃদ্ধদারুকবীজ চূর্ণ সর্ব্ব সমান। সমুদায় একত্রে মিলিত করিয়া এক মাত্রায় সেব্য। অনুপান চোনা। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ, মেদরোগ ও আমবাত আরোগ্য হয়।

পিপ্পলাদি চূর্ণ।

পিপুল, ত্রিফলা, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্ণবা; প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। বৃদ্ধদারুকবীজচূর্ণ /১॥০ দেড় সের। এই সমুদায় একত্রে মর্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা। কাঁজির সহিত সেব্য। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ রোগ নষ্ট হয়।

শ্লীপদ গজকেশরী।

ত্রিকটু, মিঠা, যমানী, পারা, গন্ধক, চিতামূল, মনঃশিলা, সোহাগা ও জয়পালবীজ এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, কাশর ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রত্তি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান উষ্ণজল। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ ও প্লীহা আরোগ্য হয়।

শ্লীপদ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

বিদ্রধি রোগ।

অস্থি সমাশ্রিত দোষ,—মাংস মেদ এবং রক্তকে দূষিত করতঃ ক্রমশঃ ভয়াবহ উন্নতি উৎপন্ন করে, তাহাকে বিদ্রধি বলা যায়। ইহা মহামূল বিশিষ্ট বেদনাযুক্ত গোলাকৃতি কিম্বা দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। এই শোথে অধিক দাহ হয় বলিয়া চরক ইহাকে বিদ্রধি রোগ বলিয়াছেন। বিদ্রধি রোগ ছয় প্রকার। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ক্ষতজ এবং রক্তজ।

বাতিক-বিদ্রধি।—কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা অরুণবর্ণ হয়, কখন অল্প কখন অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে এবং নানারূপে উত্থিত ও পদচিত হয়।

পিত্তজ বিদ্রধি।—পাকাডম্বুরের সম কিম্বা শ্যামবর্ণ হয় এবং সত্বরে বাড়িয়া উঠে ও পাকে, ইহাতে অত্যন্ত জ্বর এবং দাহ হয়।

শ্লৈষ্মিক বিদ্রধি।—শিরার সম আকৃতি পাণ্ডু কিম্বা শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ কণ্ডুযুক্ত এবং অল্প বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে, ইহা বিলম্বে বাড়িয়া উঠে এবং পাকে।

বাতবিদ্রধি রোগে,—তনুস্রাব নির্গত হয়। পৈত্তিকরোগে,—পীতবর্ণ এবং শ্লৈষ্মিক রোগে—শুক্লবর্ণ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক-বিদ্রধি।—বিবিধ বর্ণ, বেদনা ও স্রাবযুক্ত হয়, বৃহদাকৃতি এবং ঘাটাল (অর্থাৎ অত্যন্ত উচ্ছিত) হইয়া থাকে এবং বিষমরূপে পাকে অর্থাৎ গম্ভীরতা ও উত্তানতা ভেদে বিলম্বে কিম্বা সত্বরে পাকে। সান্নিপাতিক বিদ্রধি রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে।

আগন্তু অর্থাৎ ক্ষতজ বিদ্রধি,—লাঠি প্রভৃতির দ্বারা মথিত কিম্বা ক্ষত মনুষ্যগণের অপথ্য সেবন জন্য উৎপন্ন হয়, ইহাতে বায়ু কর্ত্তৃক কুপিত ক্ষতোষ্মা, পিত্ত এবং রক্তকে দুষ্ট করে, অর্থাৎ আঘাতোত্থিত তেজঃ, পিত্ত এবং রক্তকে দূষিত করত এই বিদ্রধি রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে জ্বর, পিপাসা, দাহ এবং পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পায়।

রক্তজ বিদ্রধি রোগে,—অধিক দাহ; বেদনা এবং শোথ কৃষ্ণবর্ণ এবং স্ফোটকাবৃত হইয়া থাকে। এই রোগের অপর অপর লক্ষণ পৈত্তিক বিদ্রধির সম হয়।

অভ্যন্তর বিদ্রধির বিশেষ স্থান এবং লক্ষণ।

বাত, পিত্ত এবং কফ পৃথকরূপে কিম্বা মিলিতরূপে কুপিত হইয়া গুল্মরূপ বিশিষ্ট এবং বল্মীক তুল্য সমুন্নত অভ্যন্তর বিদ্রধি উৎপন্ন করে। এই বিদ্রধি মলদ্বারে, বস্তিমুখে, নাভিতে, উভয় কুক্ষিতে, উভয় বঙ্খণদেশে, বৃক্কস্থানে, হৃদয়ে, প্লীহাতে, যকৃতে, এবং ক্লোমে অর্থাৎ বৃক্কস্থানের ঊর্দ্ধে পিপাসাস্থানে উৎপাদিত হইয়া থাকে, ইহাদের সামান্য বাহ্য বিদ্রধি সম জানিতে হইবে।

স্থান বিশেষে বিদ্রধি রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ।

বিদ্রধি গুহ্যদ্বারে উৎপন্ন হইলে বাত বিরোধ হয়। বস্তিমুখে উৎপন্ন হইলে কষ্টের সহিত অল্প মাত্রায় মূত্র নিঃসৃত হয়। নাভিতে উৎপন্ন হইলে হিক্কা এবং উদর সংরব্ধ হইয়া থাকে। কুক্ষিতে উৎপন্ন হইলে মার্গ বিরোধ জন্য বায়ুর প্রকোপ হয়, বঙ্খণ সন্ধিতে উৎপন্ন হইলে কটিতে এবং পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা জন্মে; বৃক্কস্থানে উৎপন্ন হইলে পার্শ্ব সঙ্কোচন হইয়া থাকে, প্লীহাতে উৎপন্ন হইলে শ্বাস অবরোধ হয়, যকৃতে উৎপন্ন হইলে শ্বাস এবং হিক্কা হইয়া থাকে, হৃদয়ে উৎপন্ন হইলে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা এবং কাস উৎপন্ন হয়, ক্লোমস্থানে উৎপন্ন হইলে অত্যন্ত তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

উল্লেখিত বিদ্রধি গুলীর মধ্যে যে গুলী নাভীর ঊর্দ্ধভাগে উৎপন্ন হয়, সে গুলী পক্ক হইলে ঊর্দ্ধদিকে (অর্থাৎ মুখ এবং নাসিকা প্রভৃতি দ্বারা) পূয স্রাব করে। যে বিদ্রধি গুলী নাভীর অধোভাগে (অর্থাৎ বস্তিমুখে এবং মলদ্বারাদিতে) উৎপন্ন হয়, সে গুলী পক্ক হইলে অধো নির্গত হইয়া থাকে।

বিদ্রধি রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

নাভীর ঊর্দ্ধদেশজাত বিদ্রধি গুলি অসাধ্য। নাভীর অধোদেশজাত বিদ্রধি সমূহ সাধ্য বলিয়া কথিত আছে। হৃদয়, নাভি এবং বস্তিস্থান পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থান অর্থাৎ প্লীহা ক্লোম প্রভৃতি স্থান জাত বিদ্রধি চিকিৎসক কর্ত্তৃক ভিন্ন হইলে কখন কখন সাধ্য হইয়া থাকে। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ এবং আগন্তুজ; এই পাঁচ প্রকার বিদ্রধি রোগ সাধ্য। সান্নিপাতিক বিদ্রধি রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে। শোথের সম বিদ্রধি রোগেরও আম পক্ক এবং বিদগ্ধ লক্ষণ হইয়া থাকে। যে বিদ্রধি রোগযুক্ত মনুষ্যের আধ্মান, মূত্রবদ্ধতা, বমি, হিক্কা, পিপাসা, শ্বাস এবং অত্যন্ত বেদনা হয়, সে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ অসাধ্য।

সমাপ্ত।

বিদ্রধি (ফোড়া) রোগের চিকিৎসা।

বিদ্রধিরোগে,—রক্তমোক্ষণ, বিরেচন, লঘু আহার এবং স্বেদ, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বাতজ বিদ্রধিরোগে,—দেবদারুমূল ঘৃতে বাটিয়া ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিবে।

সজিনা মূলের ছাল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে এবং যব ও গোধুম সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার অপক্ক বিদ্রধি শীঘ্র উপশমিত হয়।

দশমূল, পুনর্ণবা, দেবদারু ও শুঠ; মিলিত ২ তোলা জল /॥০ সের শেষ ৵০ পোয়া প্রক্ষেপ এরণ্ড তৈল। ইহা সেবনে বাতজ বিদ্রধি রোগ আরোগ্য হয়।

খই ও যষ্টিমধু চিনির সহিত,—ক্ষীরকাকুলী, বেণামূল, রক্তচন্দন, ও চিনি দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধি উপশমিত হয়।

প্রতিদিন প্রাতে সজিনামূলের ছাল ২ তোলা, জল /॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রক্ষেপ হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ। ইহা সেবনে অতি শীঘ্র সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধি আরোগ্য হয়।

শ্বেত-পুনর্ণবা-মূল, বরুণ বৃক্ষের মূলের ছাল; প্রত্যেক এক তোলা, জল /১ এক সের শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধি রোগ আরোগ্য হয়।

আকনাদি মূল আতপ তণ্ডুলের জলে বাটিয়া মধুর সহিত সেবনে, অন্তর বিদ্রধি আরোগ্য হয়।

বিদ্রধি পাকিয়া উঠিলে ব্রণশোথোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

বিদ্রধি রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

ব্রণশোথ রোগ।

একস্থানে নিবদ্ধ শোথই ব্রণ শোথের পূর্ব্বলক্ষণ বলা যায়। ব্রণশোথ ছয় প্রকার। যথা। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, রক্তজ এবং আগন্তুজ। ব্রণশোথের লক্ষণ ছয় প্রকার শোথের অনুযায়িক জানিতে হইবে।

ব্রণশোথের পক্ক বিষয়ের নিয়ম
এবং লক্ষণ।

বাতজ ব্রণশোথ বিষম রূপে (অর্থাৎ অনিয়মিত কালে) পক্ক হয়। পিত্তজ শোথ অতি সত্বরে পাকিয়া উঠে। কফজ শোথ কাল বিলম্বে পক্ক হয়। রক্তজ এবং আগন্তুজ শোথ পিত্তজ শোথের সম আশু পক্ক হয়।

অপরিণত অবস্থায় শোথ কঠিন মন্দ, উষ্ম ও বেদনা বিশিষ্ট এবং অল্প বিস্তারিত হয় এবং ত্বক প্রাকৃতবর্ণ থাকে। যে সময়ে ব্রণ শোথ পক্ক হইতে থাকে, তৎকালে উহাতে বহ্নির সম দহনবৎ কিম্বা ক্ষার দ্বারা পচ্যমান সম পীড়া বোধ হইয়া থাকে; পিপীলিকা দ্বারা দংশন কিম্বা ছেদন সম যন্ত্রণা উৎপন্ন হয় শস্ত্র দ্বারা ছিন্নদণ্ডের দ্বারা

তাড়িত, কথন বা হস্তের দ্বারা পীড়িতের সম অনুভব হইয়া থাকে এবং অন্তরে সূচী বিদ্ধ সমবেদনা হয়। চোষ এবং দাহের সহিত চর্ম্মবিবর্ণ হইয়া যায় এবং অঙ্গুলি দ্বারা টীপিলে বসিয়া যায়। বৃশ্চিক দংষ্ট্রমনুষ্যের সম রোগাক্রান্তব্যক্তি শয়ন কি উপবেশন কোন সময়েই শান্তি লাভ করিতে পারে না। শোথ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া ও ফুলিয়া উঠে এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি জ্বর, পিপাসা এবং অরুচি জন্য বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়ে।

ব্রণ শোথ পাকিয়া উঠিলে বেদনার লাঘব; শোথ রক্তবর্ণ এবং উহার উচ্চতা কমিয়া আইসে এবং উহার উপরে বলীর উৎপত্তি হইয়া থাকে (অর্থাৎ চর্ম্ম কুঁকড়াইয় আইসে] এবং মুহুর্মুহু কণ্ডু এবং সুচিবিদ্ধ সম অল্প বেদনা অনুভব হয় চর্ম্ম ফাটিয়া উঠে, শোথ নীচু হয়, উপদ্রবের লাঘব হইয়া আইসে। জল পূর্ণ চর্ম্মপুটকের মধ্যে যে প্রকার বারি সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পক্ক শোথের মধ্যে পূয়ের সঞ্চালন হইয়া থাকে এবং উহার এক দিগে অঙ্গুলীদ্বারা পীড়ন করিলে অপর দিকে পূয়ে র সঞ্চালিত হয়। শোথ পক্ক হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আহারে পুনঃ পুনঃ অভিলাষ জন্মে। বায়ু ব্যতীত বেদনা উৎপন্ন হয় না, পিত্ত বিনা পাক সম্ভবে না এবং কফ ভিন্ন পূয়ের উৎপত্তি হয় না একারণে পরিপাক কালে সকল প্রকার শোথ ত্রিদোষ অনুবন্ধ জানিতে হইবে। তৃণ কাষ্ঠ প্রভৃতিতে অনল সংলগ্ন হইয়া বায়ু সহকারে উত্তেজিত হইলে যে প্রকার আশু দহন করে, তদ্রূপ অবিনির্গত পূয় শরীরে থাকিয়া মাংসশিরা এবং স্নায়ু সকলকে সত্বরে নষ্ট করে। যে জ্ঞানহীন ব্যক্তি অপক্ক ব্রণ শোথকে ছিন্ন করে, কিম্বা পাকিলে উপেক্ষা করে, তাহাকে চণ্ডালের সম জ্ঞান করিতে হয়। যে চিকিৎসক অপক্ক পচ্যমান এবং পক্ক লক্ষণ জানিতে পারেন, তিনিই সদ্বৈদ্য, যে সকল চিকিৎসক ব্রণ শোথের অবস্থা বুঝিতে অক্ষম হইয়া চিকিৎসা করে, তাহাদিগকে তস্কর বলিতে হয়।

সমাপ্ত।

ব্রণশোথ রোগের চিকিৎসা।

ব্রণশোথের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘনাদি,—দ্বিতীয়ে রক্তমোক্ষণ,—তৃতীয়ে প্রলেপ, চতুর্থে,—বিদারণ,—পঞ্চমে,—পূয়াদি নিঃসরণ, ষষ্ঠে,—রোপণ ক্ষতশুদ্ধি, এবং সপ্তমে,—বিকৃতি দূরীকরণ ব্যবস্থেয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথের প্রথমাবস্থায়, ধুতুরামূল সৈন্ধবের সহিত জলে বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া বা, না করিয়া প্রলেপ দিলে বসিয়া যায়।

শেওড়া বৃক্ষের কাচা ছাল কাঞ্জির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতজব্রণ শোথ বসিয়া যায়।

বট, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত; সমভাগ বাটিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে ব্রণ শোথ বসিয়া যায়।

যে ব্রণ স্থির এবং পাণ্ডু ধূসর বর্ণ হইয়া থাকে, যাহা হইতে ক্লেদ কিম্বা পূয় নিঃসৃত হয় না এবং যাহাতে মাংসাঙ্কুর সকল উৎপন্ন হয়, তাহাকে রোহিত ব্রণ কহে।

যে ব্রণের বর্ণ চর্ম্মের সম, উদরদেশ জিহ্বাতলের তুল্য সমতল (অর্থাৎ উচ্চ কিম্বা গভীর নহে) যাহার অন্তরে পূয় শূন্য জন্য বেদনা জন্মায় না এবং যাহার ব্রণবাস্ত উৎপন্ন (অর্থাৎ ক্ষত পূর্ণ হইয়াছে) তাহাকে সম্যক্‌রূঢ় ব্রণ কহে।

কুষ্ঠ এবং মধুমেহগ্রস্ত ও বিষদূষিত ব্যক্তিগণের ব্রণ কষ্ট সাধ্য হইয়া থাকে; ব্রণের উপর ব্রণ উৎপন্ন হইলে অসাধ্য হয়। যে ব্রণ হইতে বসা, মেদ, মজ্জা, কিম্বা মৃত্তিকা সম স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহাকে অসাধ্য জানিতে হইবে। আগন্তুজ ব্রণ সাধ্য এবং দোষব্রণ অসাধ্য বলিয়া ব্যক্ত আছে। যাহার ব্রণ মদ্য, অগুরু, ঘৃত, পদ্মকাষ্ঠ, চন্দন, চম্পকপুষ্প, কিম্বা পারিজাত প্রভৃতি দিব্য পুষ্পের সম গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার মৃত্যু নিকট জানিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তির মর্ম্মস্থানে ব্রণ উৎপন্ন হইয়া অধিক বেদনা বিশিষ্ট হয়, যাহাদের অন্তরে অতিশয় দাহ এবং বাহিরে শীত অনুভব হয়, কিম্বা বাহিরে দাহ এবং অন্তরে শীতবোধ হইয়া থাকে এবং যে সকল রোগীর বল ও মাংসক্ষয়, শ্বাস, কাস, এবং অরোচকের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহাদিগের ব্রণ রোগ অসাধ্য জানিতে হইবে। মর্ম্মস্থানে ব্রণ উৎপাদিত হইয়া অতিশয় রক্ত এবং পূয় নির্গত হইলে রোগ অসাধ্য। যে রোগীর ব্রণ যথাবিহিত চিকিৎসা দ্বারা উপশমিত না হয়, সদ্বৈদ্য আপনার যশ রক্ষার জন্য সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন।

সমাপ্ত

সদ্যোব্রণ রোগ।

নানারূপ ধার এবং অগ্রবিশিষ্ট অস্ত্র দেহের নানা স্থানে নিপাতিত হইলে নানা রূপ সদ্যোব্রণ সমুদ্ভব হয়। সদ্যোব্রণ ছয় প্রকার। যথা। ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্ছিল এবং ঘৃষ্ট।

দেহের কোন অঙ্গে তির্য্যক কিম্বা সরলভাবে বিস্তৃত ক্ষত হইলে তাহাকে ছিন্ন সদ্যোব্রণ কহে।

শেল, দণ্ড, শর, খড়্গাগ্র কিম্বা শৃঙ্গের দ্বারা আমাশয় প্রভৃতি কোষ্ঠ ভেদ হইয়া যে ক্ষত হয় তাহাকে ভিন্ন সদ্যোব্রণ বলে। আমাশয়, পচ্যমানাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, রুধিরাশয়, হৃদয় উণ্ডুক এবং ফুষফুষকে কোষ্ঠ কহে, এই সমূহের অন্যতর ভিন্ন হইয়া শোণিত পূর্ণ হইলে জ্বর এবং দাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যে কোষ্ঠ ভিন্ন হয়, তাহার অনুযায়িক স্রাব নিঃসৃত হয়। কোষ্ঠ বিশেষের অবস্থিতি স্থান ভেদে মূত্রপথ গুহ্যদ্বার, আস্য কিম্বা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মূর্চ্ছা, শ্বাস, পিপাসা, আধ্মান, অরুচি, মল, মূত্র এবং বাতকর্ম্মের নিরোধ, অধিক স্বেদ, চক্ষু রক্তিমবর্ণ, মুখে লৌহগন্ধ এবং শরীরে

দুর্গন্ধ হইয়া থাকে এবং হৃদয়ে ও পার্শ্বে শূল উৎপন্ন হয়। আমাশয় ভিন্ন হইয়া শোণিত পূর্ণ হইলে রুধির বমন, অত্যন্ত শূল, আধ্মান হইয়া থাকে। ঐ প্রকার পকাশয়ে শোণিত সঞ্চিত হইলে, দেহভারি, অধিক বেদনা এবং অঙ্গের নিম্নভাগে বিশেষ শীত অনুভব হয়।

সূক্ষ্মাগ্র শল্যদ্বারা কোষ্ঠস্থান ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গ বিদ্ধ হইলে তাহাকে বিদ্ধ সদ্যব্রণ কহে। এই রোগ শল্য ক্ষত মধ্যে উর্দ্ধমুখ করিয়া থাকে কিম্বা নির্গত হইয়া যায়।

যে ক্ষত অত্যন্ত ছিন্ন কিম্বা অত্যন্ত ভিন্ন হয় না, উভয় রূপেই কিঞ্চিৎ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অঙ্গ বৈষম্য অর্থাৎ ত্বক মাংসের কিয়দংশ বিচ্ছেদ কিম্বা বিনষ্ট করে তাহাকে সদ্য ক্ষত ব্রণ কহে।

যষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রহারিত কিম্বা কপাটাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া কোন অঙ্গ অস্থির সহিত দলিত হইলে এবং তাহাতে মজ্জা এবং শোণিত পরিপ্লুত শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে পিচ্ছিত সদ্যব্রণ বলা যায়। এই রোগে ক্ষত না হইলেও চিকিৎসার জন্য ইহা সদ্যব্রণ রোগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ঘর্ষণ কিম্বা অভিঘাত জন্য কোন অঙ্গের উপত্বক উঠিয়া গেলে, তাহাকে ঘৃষ্ঠ সদ্যোব্রণ বলে। এই রোগে দাহ এবং স্রাব নিঃসৃত হয়। সশল্যাঙ্গতে (অর্থাৎ ক্ষত মধ্যে শল্য বিদ্যমান থাকে) ব্রণ শ্যাববর্ণ শোথ বিশিষ্ট এবং পীড়কাবৃত হয়, ক্ষত হইতে পুনঃ পুনঃ শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকে, এবং উহাতে বুদ্বুদ সম অল্প উন্নত বেদনা বিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়। সপ্তাহ অতিক্রম করিয়া এবং শিরাস্নায়ু মাংস আদিকে ভেদ করতঃ কিম্বা ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়া শল্যাদি কোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলে, বক্ষ্যমাণ, আটোপ, আনাহ এবং ব্রণমুখে তাহার পুরীষাদির দর্শন ইত্যাদির লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয়।

যদি কোষ্ঠ ভেদ হইয়া উহার মধ্যে শোণিত সঞ্চিত হইয়া থাকে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নেত্রযুগল রক্তবর্ণ, অঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ, আনাহ এবং হস্ত, পদ, আস্য এবং নিঃশ্বাস শীতল হয়, তাহা হইলে ঐ রোগীকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন।

মর্ম্মস্থানের মধ্যে এক স্থানে ক্ষত হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অবশেন্দ্রিয়তা প্রলাপ মোহ, ভ্রম, অবসাদ, মূর্চ্ছা, হস্তপদাদি বিক্ষেপ, অঙ্গ বিভ্রংস সম বেদনা বলক্ষয় এবং দাহ হইয়া থাকে, বায়ুর উর্দ্ধগতি এবং বাতজ নানাবিধ তীব্র বেদনা উৎপাদিত হয় এবং মাংসধৌত জলের ন্যায় রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। শিরা ভিন্ন কিম্বা ক্ষত হইলে ইন্দ্রগোপ নামা রক্তবর্ণ কীটের বর্ণের ন্যায় অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব হইয়া থাকে এবং বায়ু দুষ্ট হইয়া নানারূপ উপদ্রব মস্তকের অভিতাপ, অগ্নিমান্দ্য এবং আক্ষেপাদি রোগ উৎপাদন করে। যে রোগাক্রান্ত মনুষ্যের স্নায়ু বিদ্ধ হয় তাহার কুব্জত্ব, দেহের অবসাদ, নিজ নিজ কার্য্যে অসামর্থতা এবং অধিক বেদনা জন্মে। এরূপ ক্ষত অধিক কাল বিলম্বে পূরিত হয়। চল, কিম্বা স্থির উভয় বিধ সন্ধিতে ক্ষত হইলে, অত্যন্ত মুখশোষ, বেদনা এবং বলক্ষয় হইয়া থাকে। সন্ধিস্থলের চতুঃপার্শ্বে শোথ এবং উহাদের কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। অস্থিবিদ্ধ হইলে অত্যন্ত বেদনা জন্মে এবং দিবস, কি রাত্রি কোন সময়ে রোগী শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই লক্ষণ দ্বারা সদ্বৈদ্য অস্থিবিদ্ধ রোগ নির্ণয় করেন। শিরা, স্নায়ু

সন্ধি আদি ক্ষতের সহিত যদি মর্ম্মস্থানেও ক্ষত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা যথারূপে উহার লিঙ্গ জানিতে হইবে। মাংসবিদ্ধ হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পাণ্ডুবর্ণ এবং স্পর্শজ্ঞান রহিত হইয়া থাকে।

সকল প্রকার ব্রণ ষোড়শ রূপ উপদ্রব যুক্ত হয়। যথা।—বিসর্প, পক্ষাঘাত, শিরাস্তম্ভ অপতানক, মোহ, উন্মত্ততা, ব্রণবেদনা, জ্বর, পিপাসা, হনুগ্রহ, কাস, ছর্দ্দি, অতিসার, হিক্কা, শ্বাস এবং কম্প।

সমাপ্ত

শারীর ব্রণ, সদ্যোব্রণ, অগ্নিদগ্ধ এবং ক্ষত রোগের চিকিৎসা।

কোন স্থানে অস্ত্রাদিতে ক্ষত হইলে যষ্টিমধু উষ্ণ ঘৃত দ্বারা সেই স্থান সিক্ত করিবে।

কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত ক্ষরণ হইলে আপাং পত্রের রস দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে রক্ত স্রাব বন্ধ হইয়া রোগ উপশমিত হয়।

শতধৌত ঘৃতের সহিত কর্পূরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, বেদনার নিবারণ ও ক্ষত স্থান না পাকিয়া শুষ্ক হয়।

কুকুরের জিহ্বা চূর্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে উহা যুড়িয়া যায়।

সদ্যোব্রণ ও শারীর ব্রণে যে সকল চিকিৎসা লিখিত হইল, তাহা সপ্তাহ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য তৎপর পূর্ব্বোক্ত ক্ষতরোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

প্রসঙ্গ ক্রমে এই স্থলে অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

পিত্ত বিদ্রধি ও পিত্ত বিসর্প রোগের যে সকল প্রলেপাদি লিখিত আছে, অগ্নি-ক্ষতে তৎসমুদায় ব্যবস্থেয়।

তিল ও যব ভস্ম একত্রে প্রলেপ দিলে ক্ষত নিবারিত হয়।

যবভস্ম তিলতৈলের সহিত প্রলেপ দিলে, অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া আরোগ্য হয়।

কোনস্থান অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে, তৎক্ষণাৎ দগ্ধস্থানে মধু মাখাইয়া যবের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে আশু জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

মাহিষ নবনী দুগ্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

কোন স্থান দগ্ধ হইলে মসিনার তৈল লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়, এবং দগ্ধ স্থান পাকিয়া পূয়াদি নিঃসরণ হইয়া শীঘ্র শুষ্ক হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদি তৈল।

তিল তৈল /৪সের। কল্কার্থ,—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মুগেরামূল মিলিত /১ সের, জল ।৬ ষোল সের। এই তৈল লেপনে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত শুষ্ক হয়।

শারীর-ব্রণ ও সদ্যোব্রণ অগ্নিদগ্ধ ও ক্ষত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

ভগ্নরোগ।

ভগ্ন দুই প্রকার। যথা—অস্থি এবং সন্ধিবিশ্লেষ। সন্ধিবিশ্লেষ ছয়রূপ। যথা,—উৎপিষ্ট বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্য্যগগত, ক্ষিপ্ত এবং অধঃক্ষিপ্ত।

সন্ধিবিশ্লেষের সামান্য লক্ষণ। যথা,—বিশ্লেশিত, অঙ্গে প্রসারণ আকুঞ্চন কিম্বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন সময়ে অতিশয় বেদনা এবং বিশ্লিষ্ট, সন্ধিস্পর্শা সহিষ্ণু হইয়া থাকে।

উৎপিষ্ট সন্ধিবিশ্লেষ। সন্ধিস্থ দুই খানা অস্থি চুর্ণিত হইলে, উৎপিষ্ট সন্ধিবিশ্লেষ বলে, ইহাতে সন্ধিস্থানের চতুঃপার্শে অত্যন্ত শোথ এবং রাত্রিকালে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বিশ্লিষ্ট সন্ধিবিশ্লেষ। সন্ধিস্থ অস্থি দুই খানি সম্পুর্ণরূপে পৃথক না হইয়া অল্প মাত্র বিশ্লেষিত হয়, তাহাকে বিশ্লিষ্ট সন্ধিবিশ্লেষ কহে। এই রোগেও শোথ এবং রাত্রে বেদনা প্রবল হয় এবং বেদনা সর্ব্বদা স্থিতি করে।

বিবর্ত্তিত সন্ধিবিশ্লেষ। সন্ধিস্থ দুই খানি অস্থি বিভ্রমণ করিয়া বিপরীতরূপে অবস্থিত করিলে, তাহাকে বিবর্ত্তিত সন্ধিবিশ্লেষ কহে। এই রোগে অস্থির পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা জন্মে।

তির্য্যগগত—সন্ধিবিশ্লেষ। সন্ধিস্থ দুই খানি অস্থি সন্ধিস্থান ত্যাগ করিয়া তির্য্যগরূপে অবস্থিতি করিলে, তাহাকে তির্য্যগগত সন্ধিবিশ্লেষ কহে। ইহাতে অত্যন্ত তীব্র বেদনা হইয়া থাকে।

উৎক্ষিপ্ত সন্ধিবিশ্লেষ। সন্ধিস্থ একখানি অস্থি উৎক্ষিপ্ত হইলে (অর্থাৎ উপরের দিকে উঠিলে) ক্ষিপ্ত কিম্বা উৎক্ষিপ্ত সন্ধিবিশ্লেষ কহে। এই রোগেও অত্যন্ত শূল জন্মে।

অধঃক্ষিপ্ত—সন্ধিবিশ্লেষ। একখানি অস্থি কিঞ্চিৎ অধোদিকে অপসৃত হইলে, তাহাকে অধঃক্ষিপ্ত সন্ধিবিশ্লেষ কহে। এই রোগে সন্ধি বিটন এবং বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অস্থিভগ্ন।

অস্থিভঙ্গ দ্বাদশ প্রকার। যথা—কর্কট, অশ্বকর্ণ, বিচূর্ণিত, পিচ্ছিত, অস্থিচ্ছলিকা

কাণ্ডভগ্ন, অতিপাতিত, মর্জ্জাগত, স্ফুটীত, বক্র এবং দুই রূপ ছিন্ন; যথা—অনুচ্ছিন্ন এবং বহু বিদীর্ণ। এই সকল অস্থিভঙ্গের লক্ষণ নামানুযায়িক জানিতে হইবে।

অস্থিভঙ্গের সামান্য লক্ষণ। ভগ্নস্থানে প্রস্তাঙ্গতা, শোথ, অত্যন্ত বেদনা, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, স্পন্দন সূচীবিদ্ধ সম পীড়া এবং শূল হইয়া থাকে। অস্থি পীড়ন করিলে শব্দোদ্ভব হয় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই সুখ লাভ করিতে পারে না।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ

অল্পভোজী, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রী, বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট এবং উপদ্রবযুক্ত ভগ্নরোগী কষ্টে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। যে রোগাক্রান্তব্যক্তির কপালের অস্থি ভঙ্গ হয়, কটি সন্ধিমুক্ত হয়, কিম্বা জঙ্ঘার অস্থি উৎপিষ্ট হয়। সে রোগীকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন। কপালের কপালাস্থি অসংশ্লিষ্ট থাকিয়া কিম্বা সংশ্লিষ্ট চূর্ণিকৃত হইলে রোগাক্রান্তব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে। স্তনান্তরে (অর্থাৎ বুক স্থানে) পৃষ্ঠে, শঙ্খে এবং মস্তকের উপরে অস্থিভঙ্গ হইলে অসাধ্য জানিতে হইবে। যে রোগাক্রান্তব্যক্তির সম্যকভাবে সংযমিত ভগ্নাস্থি দুর্নিপোণ কিম্বা দুষ্ট বন্ধন জন্য কিম্বা অভিঘাতাদি হেতু সংক্ষোভন জন্য বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, চিকিৎসক সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন। তরুণাস্থি সকল অভিঘাতাদি জন্য নমিত হইয়া থাকে। নলকাস্থির ভগ্ন হয়, কপালাস্থি সকল বিদারিত হইয়া থাকে এবং নলকাস্থি ও দন্ত সকল স্ফাটিত হয়।

সমাপ্ত।

ভগ্ন রোগ চিকিৎসা।

ভগ্নস্থানে অগ্রে শীতল জল সেচন, পঙ্ক লেপন ও কুশাদি দ্বারা বন্ধন করা বিধেয়।

যে অস্থি অবনত হইয়াছে, তাহা উন্নমিত ও উন্নত অস্থিকে চাপিয়া স্বস্থানস্থ করা বিধেয়।

যে অস্থি অতিশয় উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাকে আকর্ষণ করিয়া অধস্থাপিত ও অধোগত অস্থি উত্তোলন করা বিধেয়।

ভগ্নস্থানে মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু কাঞ্জির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

শালীতণ্ডুল পেষণ করিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা সেচন করিবে

ভগ্নস্থানে অধিক বেদনা থাকিলে পঞ্চমূল ২ তোলা দুগ্ধ /।• পোয়া, জল /১ সের, একত্রে পাক করিয়া /।• পোয়া শেষ থাকিতে পান করিতে দিবে।

রশুন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত এবং চিনি; এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া ভক্ষণ করিলে, ছিন্নভিন্ন ও স্থানচ্যুত ও অস্থি সকল পুনর্ব্বার সংযুক্ত হয়।

কড়িভস্ম ৩ রতি কাচা দুগ্ধের সহিত সেবনে ভগ্ন অস্থি পুনর্ব্বার মিলিত হয়।

লাক্ষা ও যষ্টিমধু দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবনে ভগ্ন রোগের উপশম হয়।

ভগ্নস্থানে এরণ্ডমূলের ছাল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, আশু যন্ত্রণা উপশমিত হইয়া বিশ্লিষ্ট স্থান পুনর্ম্মিলিত হয়।

লাক্ষা গুগ্গুল।

লাক্ষা, হাড়যোড়া অর্জ্জুনছাল অশ্বগন্ধা এবং গোরক্ষচাকুলে; প্রত্যেক ১ তোলা গুগ্গুল ৫ তোলা; একত্রে মর্দ্দন করিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিলে তদ্বারা ভগ্নস্থানচ্যুত অস্থির বেদনার উপশম হইয়া সেই স্থান বজ্র তুল্য দৃঢ় হয়।

বাবলামূলের ছাল, ত্রিফলা; ত্রিকটু; প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান গুগ্গুল, একত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নসন্ধি সংমিলিত হয়।

পথ্য।

শালীতণ্ডুলান্ন, মাংস, মৎস্যযূষ, ঘৃত, কলাইযূষ, দুগ্ধ এবং দুগ্ধপক্ক মধুর ঔষধাদি এবং বলকারক অন্ন পান পথ্য ব্যবস্থেয়।

নিষেধ।

লবণ, কটুরস, ক্ষার, অম্ল, মৈথুন, অগ্নি, রৌদ্রতাপ ও ব্যায়াম। ভগ্ন ব্যক্তির এই সমুদায় সেবন নিষেধ।

ভগ্ন রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

নাড়ী ব্রণশোথ।

যে অজ্ঞমনুষ্য পক্ক শোথকে আম অর্থাৎ অপক্ক অনুভব করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে, কিম্বা যে অহিতাচারী ব্যক্তি গম্ভীর প্রচুর পূযযুক্ত শোথকে তাচ্ছল্য করে, তাহাদের সেই পূয, ত্বক, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ কিম্বা মর্ম্মস্থানকে বিদারণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে, এ প্রকার ব্রণ নলের সম হয় এবং অভ্যন্তরে অধিক দূর গমন করিয়া থাকে, তাহাতেই এই রোগকে নাড়ীব্রণ কিম্বা গতিব্রণ বলে। নাড়ীব্রণ রোগ পাঁচ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ সান্নিপাতিক এবং শল্যজনিত।

বাতজ নাড়ীব্রণ, কর্কশ, সুক্ষ্মমুখী এবং বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে, ইহার পুয় ফেণা মিলিত হয় এবং রাত্রিকালে এই ব্রণ হইতে অত্যন্ত স্রাব নিঃস্থত হইয়া থাকে।

পিত্তজ নাড়ীব্রণ জ্বর, পিপাসা এবং দাহ উৎপন্ন করিয়া থাকে, এই ব্রণ হইতে অধিক পীতবর্ণ উত্তপ্ত স্রাব নিঃস্থত হইয়া থাকে এবং দিবাভাগে উহার স্রাব বৃদ্ধি পায়।

কফজ নাড়ীব্রণ,—বেদনা বিহীন, কঠিন এবং কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে, এবং উহা হইতে অত্যন্ত গাঢ় শুক্লবর্ণ পিচ্ছিতস্রাব নিঃস্থত হইয়া থাকে এবং ইহারও রাত্রিকালে পুয় বৃদ্ধি হয়।

সান্নিপাতিক নাড়ীব্রণ,—পূর্ব্বোক্ত বাতাদি তিনের লক্ষণযুক্ত হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তির দাহ, জ্বর, মূর্চ্ছা ও মুখশোষ হইয়া থাকে। এই সান্নিপাতিক নাড়ীব্রণকে দারুণ যমভগিণীর সম ঘোর সাংঘাতিক জানিতে হইবে।

শল্যজনিত নাড়ীব্রণ,—বিমার্গগামী শল্য আদি কোনরূপে অদৃশ্য ভাবে ত্বক, মাংস প্রভৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে শল্যজনিত কিম্বা অভিঘাতজনিত তীব্র ব্রণ উৎপাদিত হয়। এই ব্রণ সর্ব্বদা ব্যথাযুক্ত থাকে, এবং উহা হইতে ফেণযুক্ত মথিত রক্ত মিশ্রিত ও উষ্ণ স্রাব নিঃস্থত হয়।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

ত্রিদোষজনিত (অর্থাৎ সান্নিপাতিক। নাড়ীব্রণ রোগ অসাধ্য। অপর দোষজনিত এবং শল্যজনিত নাড়ীব্রণ রোগ যত্নসাধ্য।

সমাপ্ত।

নাড়ীব্রণ রোগের চিকিৎসা।

নাড়ীব্রণের (নালীঘার) গতি অন্বেষণ অর্থাৎ কোন দিকে শোষ হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া ঐ স্থান বিদারণ করিবে পরে শোষণ (পুয়াদি নিঃসরণ) এবং রোপণ, (ক্ষত শুষ্কি-করণ) প্রভৃতি ব্রণ বিহিত চিকিৎসা বিধেয়।

নালীঘায়ে আপাংবীজ ও তিল একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, উক্তরোগ উপশমিত হয়।

তিল, মঞ্জিষ্ঠা, হাতিশুড়া, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, অথবা তিল, যষ্টিমধু, দন্তীমূল, নিম ও সৈন্ধব লবণ; একত্রে পেষণ করিয়া ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে উক্ত রোগ উপশমিত হয়।

শিয়াকুলফলের ছাল, মদনফল, সুপারিছাল ও সৈন্ধবলবণ, এই সমুদায় সিজ ও আকন্দের আঠায় মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি নালীর ক্ষতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে অতি শীঘ্র উক্ত রোগ উপশমিত হয়।

সৈন্ধব লবণ মধু সংযোগে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নালী মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে উক্ত রোগ উপশমিত হয়।

সপ্তাঙ্গ গুগগুল।

গুগগুল, ত্রিফলা এবং ত্রিকটু; প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ঘৃতে মাড়িয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে নালী ঘা, দুষ্টব্রণ ও ভগন্দর উপশমিত হয়।

হংসপাদি তৈল ইত্যাদি ব্যবস্থেয়।

নাড়ীব্রণ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

ভগন্দন রোগ।

গুহ্য দ্বারের দ্বি অঙ্গুলি পরিমাণ ক্ষেত্র মধ্যে বেদনা যুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন হইলে ঐ ব্রণকে ভগন্দর কহে। এই রোগ পাঁচ প্রকার। যথা।—শতপোণক, উষ্ট্রগ্রীব, পরিস্রাবী, শম্বুকাবর্ত্ত এবং উন্মার্গি।

শতপোণক,—কষায় এবং রুক্ষ সেবন জন্য বায়ু অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া অপান্ দেশে পিড়কা (অর্থাৎ ফোড়া) উৎপাদন করে। ঐ পীড়কা উপেক্ষিত হইলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া পাকিয়া উঠে, এবং ভিন্ন হইলে অরুণবর্ণ ফেণামিলিত পূয় পরিত্যাগ করে। পীড়কার মুখ হইতে মূত্র বিষ্টা এবং শুক্র নিঃসৃত হইতে থাকে। এই রোগে অপানদেশে অধিক ছিদ্র উৎপাদিত হয়, তজ্জন্য ইহাকে শতপোণক ভগন্দর কহে।

উষ্ট্রগ্রীব। পিত্ত-বৃদ্ধিকর আহারাদি সেবন জন্য, পিত্ত দুষ্ট হইয়া মলদ্বারে রক্তবর্ণ পিড়কা উৎপাদন করে। উহা অতি সত্বরেই পাকিয়া উঠে এবং উষ্ণ দুর্গন্ধ পূয় স্রাব করে। এই পিড়কা সত্বরে বৃদ্ধি এবং পাকিয়া উঠে বলিয়া ইহাকে উষ্ট্রগ্রীব কহে।

পরিস্রাবী। কফপ্রবল—ভগন্দরে পিড়কা কঠিন স্বল্প বেদনা বিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণ হয় এবং ঘন পূয় স্রাব করিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহাকে পরিস্রাবী কহে।

শম্বুকাবর্ত্ত। পিড়কা গভীর স্তনের সম আকৃতি এবং বিবিধ বর্ণ, বেদনা ও স্রাবযুক্ত হয়, এবং নালী শম্বুকের সম আবর্ত্তিত থাকে। তাহাতে শম্বুকাবর্ত্ত কহে।

উন্মার্গি। মলদ্বারে কণ্টক প্রভৃতির দ্বারা ক্ষত হইয়া যে নালী উৎপাদিত হয়, তাহা উপেক্ষিত হইলে বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে উহাতে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, ঐ ক্রিমি সকল মাংস বিদারণ করিয়া বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ব্রণ উৎপাদন করে; তাহাকে উন্মার্গি কহে।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

সকল প্রকার ভগন্দর অত্যন্ত ভয়ানক, কষ্টদায়ক এবং দুঃসাধ্য; তাহার মধ্যে সান্নিপাতিক

এবং ক্ষত রোগবিশেষ অসাধ্য জানিতে হইবে। যে ভগন্দর হইতে বায়ু, মূত্র, বিষ্ঠা, ক্রিমি এবং শুক্র নির্গত হয়, তাহা আরোগ্য হইবার নহে।

সমাপ্ত।

ভগন্দর রোগের চিকিৎসা।

গুহ্যে শোথ জন্মিলে অগ্রে উপবাস এবং বমন ও বিরেচন বিধেয় এবং জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়। যে হেতু এই সমুদায় ক্রিয়ার দ্বারা উক্ত শোথ শুষ্ক হইয়া যায়। পাকিলে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া থাকে।

বটপত্র, ইষ্টকচূর্ণ, শুঠ গুলঞ্চ এবং পুনর্নবা; এই সমুদায় একত্রে জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, উক্ত রোগ উপশমিত হয়।

সিজ আঠা, আকন্দের আটা, ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ; প্রত্যেক সমভাগ লইয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া ভগন্দরে প্রবেশ করাইয়া রাখিলে পীড়া শান্তি হয়।

তিল, হরিতকী, লোধকাষ্ঠ ও নিমপত্র; অথবা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, বচ, লোধ ও গৃহধুল; সমভাগ জলে পেশণ করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগন্দর, নালীক্ষত, উপদংশ ও দুষ্ট ব্রণাদি হইতে রস, রক্ত পূয়াদি নির্গত হইয়া ব্রণ শুষ্ক হইয়া যায়।

ত্রিফলার কাথে বিড়ালের অস্থি পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগন্দর ও দুষ্টব্রণ শুষ্ক হয়।

ভগন্দরের ক্ষত স্থান প্রত্যহ ত্রিফলার কাথে উত্তম রূপে ধৌত করা ব্যবস্থেয়।

হরীতকী আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক ২ তোলা, গুগগুল ১০ তোলা; পিপুল ২ তোলা, এই সমুদায় ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, ভগন্দর শোথ, গুল্ম ও অর্শ রোগ উপশমিত হয়।

মুল, গুলঞ্চ, হাড়ভাঙ্গা, দেবদারু, কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, শরপুংখা, নিমছাল, নিসিন্দা, মুণ্ডী ও চাউলমুগরা, প্রত্যেক ।০ এক পোয়া, চোনা ১৬ ষোল সের। উক্ত সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া চোনাতে মিলিত করিয়া হাড়ীতে পুরিয়া উহার মুখ সরার দ্বারা মৃত্তিকা সংমিলিত আবদ্ধ করিবে। চোনা ।৮ সের থাকিতে নামাইয়া রোগীর গাত্র কম্বল দ্বারা আবৃত করিয়া ঐ হাড়ীর মুখ খুলিয়া অল্পে অল্পে মলদ্বারে ভাবনা দিবে। এরূপ সপ্তাহ করিলে সর্ব্বপ্রকার অতি কৃচ্ছসাধ্য ভগন্দর রোগ উপশমিত হয় (বহু ব্যবহৃত)

তৈল।

ভগন্দর রোগে,—করবীরাদ্য তৈল ও নিশাদ্য তৈল প্রযোজ্য।

ভগন্দর রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত

উপদংশ রোগ।

হস্ত, নখ, দন্ত প্রভৃতির দ্বারা শিশ্নে অভিঘাত জন্য, কিম্বা শিশ্ন পরিষ্কার না রাখিলে অত্যন্ত মৈথুন কিম্বা দুষ্ট যোনি গমন জন্য এবং অপর অপর নানারূপ অপচার জন্য পুরুষাঙ্গে উপদংশ রোগ (গরমী) জন্মে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা ইহাকে ফিরিঙ্গি রোগ কহেন। উক্ত রোগ পাঁচপ্রকার। যথা। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং রক্তজ।

বাতজ উপদংশ রোগে,—কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং তোদন ভেদন স্ফুরণাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তজ উপদংশ রোগে,—পীতবর্ণ এবং দাহ ও অত্যন্ত ক্লেদবিশিষ্ট স্ফোটক উৎপন্ন হয়।

কফজ উপদংশ রোগে,—স্ফোটক শুক্লবর্ণ, বৃহদাকার শোথ এবং কণ্ডুযুক্ত হয় এবং ঘনস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে।

সান্নিপাতিক উপদংশে, ঐ স্ফোটক নানাপ্রকার বেদনা এবং স্রাবযুক্ত হয়।

রক্তজ উপদংশ রোগে,—স্ফোটক মাংসপিণ্ডের সম, তাম্রবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, শোণিত মিলিত থাকে এবং রক্তস্রাব করে। ইহার অন্য অন্য লক্ষণ পিত্তজ উপদংশের সম হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

সান্নিপাতিক উপদংশ রোগ অসাধ্য। যে উপদংশ রোগাক্রান্তব্যক্তির শিশ্নেরমাংস স্খলিত হইয়া পড়ে, কিম্বা ক্রিমি দ্বারা ভক্ষিত হয় এবং রোগীর পুরুষাঙ্গ বিশীর্ণ হইয়া কেবল অণ্ড-কোষ অবশিষ্ট থাকে সে রোগীকে সদ্বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন। যে মূঢ় ব্যবয়াশক্ত ব্যক্তি উপদংশ রোগ উৎপন্ন মাত্রে চিকিৎসা না করায় এবং কুকার্য্যে রত থাকে, ভবিষ্যতে তাহাতে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

লিঙ্গার্শ।

এক স্থানে উৎপত্তি জন্য লিঙ্গার্শ রোগের বিষয় এই স্থলে বলা যাইতেছে।

লিঙ্গার্শের আকার সকল অগ্রে বীজাকার মাংস বিস্তার স্বরূপ উৎপন্ন হয়। পশ্চাৎ উপর্য্যুপরি সংহিত হইয়া ক্রমশঃ কুকুড়ার মস্তকের ঝুটির সম আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহার অণ্ডকোষের অভ্যন্তরে মেঢ্র, সন্ধি এবং বঙ্খন সন্ধিতে উৎপন্ন হয়, বেদনা হীন এবং পিচ্ছিল হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রিদোষে দূষিত বলিয়া চিকিৎসার অতীত হয়। লিঙ্গার্শের অপর একটী নাম লিঙ্গবর্ত্তী জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

উপদংশ রোগের চিকিৎসা।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় জোক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

ইহাতে বমন বিরেচন, ঔষধ সেবন দ্বারা দেহ শুদ্ধি অতি আবশ্যক। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা দোষের লাঘব হইলে বেদনা এবং শোথের উপশম হয়।

ত্রিফলার কাথ বা তিমরাজের রসে প্রতিদিন ক্ষত ধৌত করিবে।

শিরিষছাল কিম্বা হরীতকী কিঞ্চিৎ রসাঞ্জন মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ রোগ উপশমিত হয়।

শুষ্ক বাবলাপত্র বা শুষ্ক দাড়িম্বের ছাল জলে বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ প্রশমিত হয়।

জয়ন্তী বা জাতি বা করবী অথবা সোদাল পত্র জলে বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কুলের মূলের ছাল, আকন্দ মূলের ছাল, বামনহাটী ও হিঙ্গুল, প্রত্যেক সমভাগ লইয়া মর্দ্দন করিয়া ধূপ প্রদান করিলে উপদংশের ক্ষত শুষ্ক হয়।

গব্যঘৃত ১৸০ দেড় তোলা, শ্বেতধুনা, তুতে, ফটকিরি, খড়িমাটী এবং শ্বেত খদির প্রত্যেক ৷০ তোলা, একত্রে মর্দ্দন করিয়া ক্ষতে দিলে, উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

তিল তৈল ৴৷৷০ অর্দ্ধ সের, মুত্রাশশ্ব, পাটবীজ সিন্দুর এবং মিঠা; প্রত্যেক ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা গোড়ালেবুর রস ৴৷০ পক পোয়া; একত্রে পাক করিবে। এই তৈল ক্ষত স্থানে দিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ আরোগ্য হয়।

পান তপ্ত করিয়া বাঁধিলে লিঙ্গের শোথ আরোগ্য হয়।

পথ্য।

শালীতণ্ডুলান্ন, যবের ছাতু, রুটি, লুচী, ক্ষুপোদক ইত্যাদি

অপথ্য।

দিবানিদ্রা, মূত্রের বেগ ধারণ, গুরু অন্ন, মৈথুন, গুড়, পরিশ্রম, অম্ল, তক্র, মৎস্য ইত্যাদি বর্জ্জনীয়।

উপদংশ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

শূকদোষ রোগ।

যে সমস্ত মূঢ় মনুষ্য নিয়মের অধিক লিঙ্গ বৃদ্ধি করিবার জন্য শূকাদি নানারূপ দ্রব্য শিশ্নে সংযুক্ত করে, তাহাতে অষ্টাদশ প্রকার শূকদোষ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিম্নে তাহার নাম এবং লক্ষণাদি বলা হইবে।

সর্ষপিকা। এই রোগে,— শিশ্নে শ্বেত সরিষার সম স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা বাত-কফাত্মক।

অষ্ঠীলিকা। অষ্ঠীলিকা অর্থাৎ লৌহকারের ভাণ্ডের সম কঠিন অপ্রশস্ত পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহা বাতজ।

গ্রথিত। সর্ব্বদা শূকের দ্বারা পুরিত হইলে শিশ্নে গ্রন্থি সম ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ইহা কফাত্মক।

কুম্ভিকা। রক্তজনিত এবং পিত্তজনিত কৃষ্ণবর্ণ জায়ফলের আটির সম স্ফোটক জন্মে।

অলজী। প্রমেহ রোগে এই পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে, শূকদোষেও সেই লক্ষণাক্রান্ত পীড়কা উৎপন্ন হয়।

মৃদিত। শূক প্রয়োগ জন্য লিঙ্গ শোথযুক্ত হয়। এই রোগ দূষিত বাতজনিত।

সংমূঢ়। শূক প্রয়োগ জন্য পাচিত লিঙ্গ করদ্বয় দ্বারা পিচ্ছিল হইয়া অবনত হয়।

অধিমন্থ। শূক প্রয়োগ জন্য দীর্ঘাকার অধিক সংখ্যক পীড়কা জন্মে, ইহার মধ্যে বিদীর্ণ হইয়া বেদনা ও রোমহর্ষ উৎপাদন করে। এই রোগকে কফরক্ত জনিত জানিতে হইবে।

পুষ্করিকা। কমল বীজকোষের সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা দ্বারা বেষ্টিত হয়। ইহা পিত্ত রক্ত জনিত।

স্পর্শহানি। শূল দুষ্ট রক্ত হইতে জন্মে।

উত্তমা। শূক প্রয়োগ জন্য মুদ্গ কিম্বা মাষকলায় সম রক্তবর্ণ পীড়কা জন্মে ইহা রক্তপিত্ত জনিত।

শতপোনক। শিশ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা বাতরক্ত জনিত।

ত্বকপাক। শূকদোষ জন্য জ্বর এবং দাহ উৎপাদন করে। ইহা বায়ু এবং পিত্ত জনিত।

শোণিতার্ব্বুদ। লিঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ স্ফোটক এবং ব্রণস্থানে অগ্রে বেদনা উৎপন্ন হয়।

মাংসার্ব্বুদ। শূক প্রয়োগের পর প্রহারাদি দ্বারা মাংস হইতে উৎপন্ন হয়।

মাংসপাক। লিঙ্গ হইতে মাংস গলিয়া পড়ে এবং উহার সর্ব্বস্থানে বেদনা জন্মে। ইহা সান্নিপাত জনিত।

বিদ্রধি। নানাপ্রকার বেদনা, বর্ণও স্রাবযুক্ত হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক বিদ্রধি রোগে বলা হইয়াছে তদ্রূপ জানিতে হইবে।

তিলকালক। কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট বিষাক্ত শূক প্রয়োগ জন্য সমস্ত মেঢ্র আশু পচিয়া যায় এবং মাংস কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গলিয়া পড়ে। ইহা সান্নিপাতজনিত।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ প্রকার শূক রোগের মধ্যে মাংসার্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি এবং তিলকালক এই চারি রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

শূকদোষ রোগেচিকিৎসা।

এই রোগে পঞ্চ তিক্তাদি ঘৃত পান, হরীতকী প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ সেবন রক্ত মোক্ষণ এবং লঘু আহার ব্যবস্থেয়।

এই রোগ উপস্থিত হইলে, সেওড়া প্রভৃতি পত্রদ্বারা, ঘর্ষণ করিয়া, কিংশুক; মঞ্জিষ্ঠা, অথবা অশ্বত্থ বটাদির ছাল চূর্ণ দ্বারা প্রলেপ দিবে। ইহাতে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

অষ্ঠিলা রোগে,— রক্ত মোক্ষণ করিয়া শ্লৈষ্মিক গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কুম্ভিকা রোগে,—রক্ত মোক্ষণ করিবে, উহা পাকিলে পূয়াদি নিঃসরণ করিয়া গাব ত্রিফলা ও লোধ, এই সকলের প্রলেপ প্রদানে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

অলজী রোগে,—রক্তদূষিত থাকিলে, কুম্ভিকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

উত্তমা নামক ব্রণ ছেদন করিয়া কষায় দ্রব্যের কল্ক ও চূর্ণ মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া লেপন করিবে।

মৃদিত রোগে,—বেড়ালার কাথ ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন করিলে উপকার হয়।

গ্রথিত নামক পীড়কায়, ও শতপোণক পীড়ায়,—চাকুলে প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ তৈল লেপন করিবে।

শোণিতার্ব্বুদে,—রক্ত বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

পূয়াদি নিঃসরণ ও ক্ষত শোষণার্থ কষায় দ্রব্যের কল্ক দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত, তৈল ও রস ক্রিয়া যথাস্থানে ব্যবস্থা করিবে।

শূকদোষোৎপন্ন অর্ব্বুদ,—মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক এই সমুদায় অচিকিৎসক। তদ্ভিন্ন চিকিৎসা করিবে।

শূকদোষ জাত যাবদীয় পীড়ায় ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। উপদংশাধিকারোক্ত সমস্ত ক্রিয়া ইহাতে কর্ত্তব্য।

দার্ব্বী তৈল।

তৈল /৪ সের। কল্কার্থ দারুহরিদ্রা তুলসী, যষ্টিমধু, গৃহধূম, হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রা মিলিত /১ সের পাকার্থ জল।৬ ষোল সের নির্জ্জল হইলে তৈল প্রস্তুত হইবে। এই তৈল ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার শূকদোষজ ক্ষত আশু শুষ্ক হইয়া থাকে।

শূকদোষ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

কুষ্ঠ রোগ।

যে মনুষ্য একত্রে ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ অন্নপান এবং দ্রব্য ও স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করে এবং উপস্থিত ছর্দ্দি এবং মূত্র পুরীষাদির বেগ ধারণ করে এবং আহার করিয়া অতিশয় পরিশ্রম এবং সন্তাপ নিষেবন করে, এবং ঘর্ম্ম, শ্রম ও ভয়পীড়িত হওন ক্ষণকাল বিশ্রাম না করিয়া শীতল জলপান করে, এবং অপক্ব অন্ন ভোজন করে ও পঞ্চ কর্ম্ম ক্রিয়মাণে অপচারী হয় এবং নবান্ন দধি, মৎস্য লবণাম্ল, মাষকলাই, মূলক, পিষ্টান্ন, তিল, ক্ষীর ও গুড়াদি ভোজন করে এবং অতিশয় মৈথুনরত ও বিদগ্ধরূপে অন্ন অজীর্ণ হইলেও দিবসে নিদ্রিত হয় এবং গুরু ও বিপ্রকে অভিভব করিয়া শাপ কর্ম্ম করে, তাহার বাতাদি দোষ সমূহ কুপিত হইয়া ত্বক, রক্ত, মাংস ও জলকে দূষিত করিয়া থাকে, তাহাতে মনুষ্যের সপ্তপ্রকার দ্রব্য সংগ্রহ মহাকুষ্ঠ ও ইহা হইতেই একাদশ প্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ সাকল্যে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠরোগ জাত হয়।

বাত, পিত্ত, কফজ, এই তিন প্রকার ও তিন প্রকার দ্বন্দজ ও এক প্রকার আগন্তুজ এই সপ্ত প্রকার কুষ্ঠ রোগ হয় অধিকন্তু সকল প্রকার কুষ্ঠের এই দোষ ভেদে নাম ভেদ হইয়া থাকে। যথা—বাত হেতু কপাল কুষ্ঠ ইত্যাদি।

কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বলক্ষণ। কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে চর্ম্ম বিবর্ণ, অত্যন্ত মসৃণ কিম্বা খরস্পর্শ এবং অত্যন্ত স্বেদ বিশিষ্ট, কিম্বা স্বেদ হীন হয় এবং উহাতে কণ্ডু দাহ; স্পর্শাজ্ঞাপ্তি, সূচীবিদ্ধসম ব্যথা এবং কোষ্ঠের (চাকাদাগের) উৎপত্তি হয়। দৈবগত ব্রণ সকলের আশু উৎপত্তি, অত্যন্ত শূল, দীর্ঘকাল ব্যাপী, অল্প কারণে বৃদ্ধি এবং অঙ্কুর সকল রুক্ষ হইয়া থাকে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ভ্রম, অকস্মাৎ রোমহর্ষ, এবং রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়।

সপ্তরূপ মহাকুষ্ঠের নাম এবং লক্ষণ।

১। কপাল—কুষ্ঠরোগে,—চর্ম্মের উপর খোলাকুচির সম কৃষ্ণ-রক্ত বর্ণ, রুক্ষ খরস্পর্শ তনু এবং অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট চিহ্নসমূহের উৎপাদন হইয়া থাকে। এই রোগ অসাধ্য।

২। উডুম্বরকুষ্ঠ। উডুম্বর ফলের সম রক্তবর্ণ এবং বেদনা, দাহ, এবং কণ্ড বিশিষ্ট হয় এবং উহার উপরের রোম কপিলবর্ণ হইয়া থাকে।

৩। মণ্ডল কুষ্ঠ। শ্বেত কখন রক্তবর্ণ, কঠিন আর্দ্র এবং স্নিগ্ধ হইয়া থাকে উচ্চ মণ্ডল কুষ্ঠ অক্লান্ততে উৎপন্ন হয় এবং অপর অপর কুষ্ঠের সহিত মিলিত থাকে এই রোগকে কষ্ট সাধ্য জানিতে হইবে।

৪। ঋষ্যজিহ্ব-কুষ্ঠ,—কর্কশ, বেদনাবিশিষ্ট এবং ঋষ্যনামা মৃগের জিহ্বার সম আকৃতি হয়, ইহাদের অন্তর কৃষ্ণবর্ণ এবং চারিপার্শ্বে রক্তবর্ণ দেখা যায়।

৫। পুণ্ডরিকা,—কুষ্ঠে,—উৎপন্ন মণ্ডল সকল রক্তকমলদলের সম মধ্যে রক্তবর্ণ এবং চারি পার্শ্বে শ্বেত রক্তবর্ণ দেখা যায়।

৬। সিধ্ম—কুষ্ঠে—শ্বেত তনু এবং অলাবু ফলের শ্বেত, তাম্রবর্ণচিহ্ন সকল প্রকাশিত

হয়, ঘর্ষণ করিলে উহাদের উপর হইতে ধুলি সম গুঁড়া নির্গত হয়। এই রোগ প্রায় বক্ষঃ স্থলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৭। কাকণক কুষ্ঠের,—চিহ্ন সকল তীব্র বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং পাকিয়া থাকে। ইহাদের গুঞ্জার সম মধ্যে রক্ত পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা মধ্যে কৃষ্ণ ও পার্শ্বে রক্তবর্ণ হয় এই রোগ ত্রিদোষ জনিত জানিতে হইবে। এবং ইহা অসাধ্য রোগ।

একাদশ রূপ ক্ষুদ্রকুষ্ঠের নাম এবং লক্ষণ।

১। এক কুষ্ঠরোগে,—ত্বকের উপর স্থান ব্যাপিয়া মৎস্যের আইসের সম চিহ্ন সকল প্রকাশ পায় এবং ঘর্ম্মরোধ হইয়া থাকে।

২। চর্ম্মকুষ্ঠে;—ত্বক হস্তির চর্ম্মের সম স্থূল হইয়া থাকে, এই রোগ অধিক স্থান ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়।

৩। কিটিমকুষ্ঠ,—শ্যাববর্ণ পরুষ এবং কিণ (অর্থাৎ ক্ষত চিহ্নের সম খরস্পর্শ)।

৪। বৈপাদিক কুষ্ঠে,—হস্ত এবং পদতল স্ফুটিত (অর্থাৎ হস্ত এবং পদ ক্ষত বিক্ষত) হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা তীব্র ব্যথাবিশিষ্ট হয়।

৫। অলসকুষ্ঠে,—কণ্ডুযুক্ত রক্তবর্ণ স্ফোটক সকল উৎপন্ন হয়।

৬। দদ্রুকুষ্ঠে,—কণ্ডুযুক্ত রক্তবর্ণ উন্নত পীড়কা মণ্ডলাকৃতিতে উৎপন্ন হয়।

৭। চর্ম্মদলকুষ্ঠে,—স্ফোটক সকল রক্তবর্ণ বেদনাবিশিষ্ট কণ্ডুযুক্ত এবং স্পর্শাসহ হয় এবং ইহা আশু পক্ক হইয়া পূয় ত্যাগ করে।

৮। পামাকুষ্ঠ,—পীড়কা সমূহ সূক্ষ্ম, বহুসংখ্যক এবং কণ্ডু ও দাহবিশিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে অত্যন্ত স্রাব নির্গত করে।

৯। কচ্ছুকুষ্ঠে,—করযুগলে এবং নিতম্বে তীব্র বেদনাযুক্ত পামার সম স্ফোটক উৎপন্ন হয়

১০। বিস্ফোটকুষ্ঠে,—শ্যাবারুণবর্ণ স্ফোটক নির্গত হইয়া থাকে এবং উহার চর্ম্ম অত্যন্ত পাতলা হয়।

১১। শতারুকুষ্ঠে,—রক্ত শ্যাববর্ণ দাহবিশিষ্ট বহুসংখ্যক ব্রণের উৎপত্তি হয়।

বিচর্চ্চিকা নামে অপর এক প্রকার চর্ম্মরোগ ব্যক্ত আছে। ইহাতে শ্যাববর্ণ কণ্ডু বিশিষ্ট এবং অত্যন্ত স্রাবী পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কুষ্ঠ হস্তে এবং পদে জন্মে। পাদজ বিচর্চ্চিকা বিদীর্ণ হইলে বৈপাদিক বলে; একারণ কুষ্ঠ রোগ সংখ্যা মধ্যে গণিত হয় নাই।

কুষ্ঠ রোগের দোষের উল্বণ লক্ষণ।

বাতোল্বণকুষ্ঠ,—খরস্পর্শ, রুক্ষ, শ্যাব কখন বা অরুণবর্ণ এবং বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তোল্বণকুষ্ঠ,—রক্তবর্ণ এবং দাহ ও দুর্গন্ধ স্রাবযুক্ত হয়।

কাকোদুম্বরকুষ্ঠ, স্নিগ্ধ, কণ্ডুযুক্ত শীতল, গুরু এবং ঘন ক্লেদ বিশিষ্ট হয়।
দ্বন্দজোল্বণ কুষ্ঠে,—দুই দোষের লক্ষণ দেখা যায়।
সান্নিপাতিকোল্বণ কুষ্ঠে,—ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠ রোগের ধাতুগত লক্ষণ।

১। রসগত কুষ্ঠরোগে,—দেহের বিবর্ণতা ও রুক্ষতা, রোমহর্ষ, ত্বকের স্পর্শাজ্ঞাপ্তি এবং অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়।

২। রক্তাশ্রিত কুষ্ঠে,—কণ্ডু এবং পূয় সঞ্চার হইয়া থাকে।

৩। মাংসগত কুষ্ঠে,—অত্যন্ত মুখশোষ শরীরে পরুষতা এবং চর্ম্মের স্থির বেদনা বিশিষ্ট স্ফোটকাচিত পীড়কার উৎপত্তি হয়।

৪। মেদগত কুষ্ঠে,—রোগাক্রান্তব্যক্তির সমুদায় অঙ্গে ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত সর্ব্বত্র বিসর্পণ করিয়া থাকে, হস্তপদের অঙ্গুলী খসিয়া যায়, এবং গমনাগমনে ব্যাঘাত জন্মে। রস, রক্ত ও মাংসগত কুষ্ঠের সমুদায় লক্ষণ এই রোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অস্থি এবং মজ্জাশ্রিত কুষ্ঠে,—নাসিকা ভঙ্গ এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, ক্ষত স্থানে ক্রিমি উৎপন্ন হয় এবং স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে।

শুক্রগত কুষ্ঠে,—মাতা পিতার শোণিত এবং শুক্র আধিক্যরূপে দুষ্ট হইয়া সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই সন্তান কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠ রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

ত্বক, রক্ত এবং মাংসগত এবং বাত শ্লেষ্মাধিক্য কুষ্ঠ সাধ্য। মেদোগত ও দ্বন্দ্বজ কুষ্ঠরোগ যাপ্য। মজ্জা এবং অস্থিগত কুষ্ঠ সাধ্য। ক্রিমি, পিপাসা দাহ এবং মন্দাগ্নি বিশিষ্ট ত্রিদোষজাত কুষ্ঠরোগ অসাধ্য। যে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের বহির্গতহয় (অর্থাৎ সকল কার্য্যে উপকৃত হয় না) সে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

অষ্টাদশ কুষ্ঠের বাতাদি দুষ্ট লক্ষণ।

কপাল কুষ্ঠ বাতজ। উডুম্বর পিত্তজ। মণ্ডল এবং বিচর্চ্চিকা কফজ ঋষ্যজিহ্বা বাত-পিত্তজ। চর্ম্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলসক এবং বিপাদিকা বতাশ্লেষ্মোৎপন্ন। দদ্রু শতারুষী, পুণ্ডরীক, বিস্ফোটক, পামা এবং চর্ম্মদল শ্লেষ্মা পিত্তজনিত। কাকণকুষ্ঠ ত্রিদোষ জনিত।

কপাল উডুম্বর, মণ্ডল পুণ্ডরীক ঋষ্যজিহ্বা সিধ্ম এবং কাক, এই সাত প্রকার কুষ্ঠকে, মহাকুষ্ঠ কহে।

কিলাস কুষ্ঠ।

কিলাস নামে অপর এক কুষ্ঠ রোগ আছে, যে সকল কারণ হইতে কুষ্ঠরোগ জন্মে,

কিলাস কুষ্ঠও সেই সকল কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিলাস কুষ্ঠ ত্রিবিধ। যথা শ্বিত্র, দারুণ এবং অরুণ। ইহারা অস্রাবী। (অর্থাৎ মহাকুষ্ঠের ন্যায় ক্ষত এবং স্রাবযুক্ত নহে।

বাতজ কিলাসকুষ্ঠ— রুক্ষ এবং অরুণ বর্ণ। পিত্তজ কিলাস,—পদ্মপত্র সম তাম্রবর্ণ দাহযুক্ত ও রোমহন্তা। শ্লৈষ্মিক কিলাস,—শ্বেতবর্ণ ঘন, গুরু ও কণ্ডু বিশিষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বর্ণ (অর্থাৎ অরুণ তাম্র এবং শ্বেতবর্ণ) দ্বারা যথা ক্রমে রক্ত,—মাংস এবং মেদ সংশ্রিত কিলাস রোগ নির্ণয় করিতে হয়। রক্ত এবং মাংস গত কিলাস রোগকে কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিতে হইবে।

শ্বিত্র কিলাস,—দুই প্রকার। যথা। দোষজ এবং ব্রণজ (অর্থাৎ ক্ষত কিম্বা অগ্নিদগ্ধ জনিত যে শ্বিত্র-কিলাসে বহু সংখ্যক কৃষ্ণবর্ণ রোম বিদ্যমান থাকে, যাহার চিহ্ন সকল পরস্পর অসংশ্লিষ্ট হয় কিম্বা যাহা অগ্নিদগ্ধ হইলে উৎপন্ন হয় না, এবং নবোত্থিত; তাহা সুসাধ্য। ইহার অন্যথা হইলে অসাধ্য। গুহ্যদেশে, ওষ্ঠে এবং করতলের নবোত্থিত শ্বিত্ররোগকেও সদ্বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন।

স্ত্রীসংসর্গ, গাত্রসংস্পর্শ, নিশ্বাস, বায়ুগ্রহণ একত্রে ভোজন, এক শয্যায় শয়ন কিম্বা উপবেশন কিম্বা দূষিত বসন কিম্বা মাল্য পরিধান হেতু সংক্রামক রোগ সকল এক মনুষ্য হইতে অন্য মনুষ্যকে আক্রমণ কিম্বা দূষিত করিয়া থাকে। কুষ্ঠ, জ্বর, রাজযক্ষ্মা চক্ষু, অভিষ্যন্দ এবং পাপজনিত রোগ সমূহ সংক্রামক বলিয়া পরিগণিত হয়।

সমাপ্ত।

কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা।

বাতজ—কুষ্ঠে,—ঘৃতপান, কফজে, বমন পৈত্তিকে, রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন ব্যবস্থেয়।

দুষ্ট রক্ত নির্গত করিয়া এবং বমন ও বিরেচন করাইয়া প্রলেপাদি ব্যবহারে শীঘ্র রোগের উপশমিত হয়।

দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধব, চাকুন্দেবীজ ও তুলসীপত্র, এই সমুদায় কাঁজী বা তক্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু ও দদ্রু আরোগ্য হয়।

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধব ও সর্ষপ, এই সকল কাঁজিতে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু রোগ উপশমিত হয়।

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, হাকুচবীজ, শ্বেতসর্ষপ, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা ও আকন্দপত্র সমভাগে গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নাশ হয়

কালকাসন্দার মূল বা সোঁদালপত্র কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হয়।
মুলারবীজ আপাঙ্গের রসে মাড়িয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ রোগ উপশমিত হয়।
মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ; তৈল ও আকন্দের আঠা; এই সকল দ্রব্য সমভাগ একত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হয়।

মিটা, বরুণছাল, হরিদ্রা, চিতামূল, গৃহধূম, মরিচ ও দূর্ব্বামূল; এই সকল আকন্দ ও সীজের আঠায় বাটিয়া প্রলেপ দিলে নানাবিধ কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়।

সোমরাজ, কালকাসন্দার পত্র, চাকুন্দেবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও সৈন্ধব; এই সকল সমভাগ লইয়া দধির মাত ও কাঁজির সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ উপশমিত হয়।

কাকমাছী, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপুল; সমুদায় দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র (ধবল) রোগ উপশমিত হয়।

আমলকী ও খদির এই উভয়ের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু অথবা সোম রাজ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ধবল রোগ নষ্ট হয়।

সোমরাজবীজ ⁄॥৹ অর্দ্ধসের, হরিতাল ⁄৹ পোয়া এই উভয় দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ধবল রোগ আরোগ্য হইয়া ঐ স্থান স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে।

রবিবারে শ্বেতজয়ন্তীর মূল দুগ্ধে বাটিয়া খাইলে ধবল রোগ নষ্ট হয়।

কুঁচফল ও চিতামূল চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ধবল রোগ নষ্ট হয়।

শ্বেতারি।

পারা, গন্ধক, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, হাকুচবীজ, ভেলার মুটী, কৃষ্ণতিল ও নিম্ববীজ। এই সমুদায় ভৃঙ্গরাজের রসে তিন সপ্তাহ ক্রমাগত পৃষ্ঠ ও শুষ্ক করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মধু ও ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ইহাতে ধবল রোগ নষ্ট হয়।

সোমরাজী ও কৃষ্ণতিল চূর্ণ একত্রে এক বৎসর নিয়ত ভক্ষণ করিলে অতি প্রবল কুষ্ঠ নষ্ট হইয়া দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রত্যহ গুলঞ্চের রস পান এবং মুগের যুষ ঘৃতের সহিত অন্ন ভোজন করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হইয়া লাবণ্য বৃদ্ধি হয়।

হরীতকী ও নিমপত্র অথবা নিমপত্র ও আমলকী একত্রে ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগের শান্তি হয়।

পঞ্চনিম্ব।

নিমেরফুল, ফল, ছাল, পত্র ও মূল; প্রত্যেক ২ তোলা। ত্রিফলা, ত্রিকটু, ব্রাহ্মী, গোক্ষুর ভেলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, চামর আলু, লৌহ, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হাকুচবীজ, সোঁদালের আঠা, চিনি, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদি প্রত্যেক ১ তোলা। সমুদায় চূর্ণ একত্রে মর্দ্দন

করিয়া খদির, অশনছাল ও নিমছাল ইহাদের ঘনকাথে এবং ভীমরাজের রসে যথাক্রমে আড়াই বার ভাবনা দিবে। স্নেহক্রিয়া বমন ও বিরেচনান্তে এই পঞ্চ নিম্ব যথাযোগ্য সেব্য। অনুপান মধু পঞ্চতিক্তাদি ঘৃত কিম্বা খদিরোদক অথবা উষ্ণজল পথ্য ঘৃতাদি সংযুক্ত লঘু অন্ন। ইহা সেবনে বহুবিধ কুষ্ঠ ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত বা গুগগুল।

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টকারী; প্রত্যেক /১।০ পাঁচ পোয়া। শ্লোথ পুটলী বদ্ধ গুগগুল /১৴০ একসের অর্দ্ধ পোয়া, পাকার্থ জল ৬৪ সের। শেষ ।/৮ সের কাথ ছাঁকিয়া উষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত ঐ গুগগুল গুলিয়া লইবে। পরে পূর্ব্বোক্ত ঘৃতের সহিত এই কাথজল পাক করিবে। কল্কার্থ,—আকনাদি বিড়ঙ্গ দেবদারু, গজপিপলী, যবক্ষার, শাচিক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা, মৌরি, চই, কুড়, লতাফটকী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, চিতামূল, কটকী, ভেলা, বচ পিপুল মূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, ত্রিফলা ও বনযমানী; প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ ও ভগন্দর প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

মহাবিশ্বেশ্বর রস।

মিঠা ৫ তোলা, রস, গন্ধক, তুঁতে, পলাশবীজ শ্বেত করবীরমূল, ধুস্তুরমূল, পদ্মমূল, আকন্দমূল, নীলপদ্ম, কুঁচিলে ও সিদ্ধি; প্রত্যেক ১০ দশ তোলা; জলে মর্দ্দন। ২ রতি বটী। অনুপান দুগ্ধ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, কোঠ ও কণ্ডু প্রভৃতি আশু উপশমিত হইয়া থাকে।

তৈল।

এই রোগে বৃহৎ সোমরাজী তৈল, বৃহৎ মরিচাদ্য তৈল এবং কন্দর্পসার তৈল ব্যবস্থেয়।

কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

শীতপিত্ত, উদর্দ্ধ ও কোঠ রোগ।

শীতল বায়ু সেবন জন্য দূষিত শ্লেষ্মা, এবং বায়ুপিত্তের সম মিলিত হইয়া দেহের মধ্যে স্থিত রস রক্তাদি এবং বহিঃস্থিত ত্বকে বিসর্পণ করিয়া শীতপিত্ত এবং উদর্দ্ধরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

শীতপিত্ত উদর্দ্ধ রোগের পূর্ব্বলক্ষণ। তৃষ্ণা, অরুচি, হৃল্লাস নেত্র লোহিতবর্ণ গাত্রজ্বাল এবং অবসাদ হয়।

শীতপিত্ত উদর্দ্ধ রোগের সংপ্রাপ্তি লক্ষণ। চর্ম্মের উপর বোলতার দংশনের ন্যায়

বিদ্ধন তুল্য ব্যথা এবং কণ্ডুযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়, রোগাক্রান্তব্যক্তি অত্যন্ত বমন ও জ্বর দাহতে কাতর হইয়া পড়ে।

এই রোগ বাতপ্রবল হইলে "শীতপিত্ত এবং কফ প্রবল হইলে "উদর্দ্ধ" রোগ বলা যায়।

উদর্দ্ধরোগের লক্ষণান্তর। যথা। মণ্ডল সকল রক্তবর্ণ, মধ্য নীচু ও কণ্ডুবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কোঠরোগের সংপ্রাপ্তি এবং লক্ষণ। অসম্যক বমন কার্য্য (অর্থাৎ বমনের অযোগ কিম্বা মিথ্যাযোগ জন্য পিত্ত শ্লেষ্মা প্রবল হইলে উহাদের বেগ নিগ্রহ করিলে, (অর্থাৎ বমনাদি কার্য্য না করিয়া অন্য ঔষধদ্বারা সেই বেগ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলে) চর্ম্মের উপরে মণ্ডলাকার বিশিষ্ট রক্তবর্ণ বহুসংখ্যক উৎসেধ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কোঠরোগ কহে। এই বক্রাকার কোঠ সমূহ ক্ষণেক দেখা যায়, ক্ষণেক মিলিত হইয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কখন উপস্থিত বমন বেগ ধারণ জন্যও এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই কোঠ রোগকে উৎকোঠ এবং সানুবন্ধ কোঠ বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

সমাপ্ত।

শীতপিত্ত, অদর্দ্ধ ও কোঠ রোগের চিকিৎসা।

উদর্দ্ধরোগে,—কটু তৈল মর্দ্দন, উষ্ণজলে অববাহন, এবং পটল পত্র ও নিম্বপত্রের কাথ পানদ্বারা বমন করান কর্ত্তব্য।

গুড় ও যমানী একত্রে সপ্তাহ ভক্ষণে উদর্দ্ধ রোগ আরোগ্য হয়।

দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু, দদ্রু, এবং শীতপিত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

গণিয়ারির মুল বাটিয়া ঘৃতের সহিত সেবনে সপ্তাহ মধ্যে শীতপিত্ত উদর্দ্ধ এবং কোঠ রোগ আরোগ্য হয়।

শীত পিত্তাদি রোগে কুষ্ঠোক্ত ও অম্লপিত্তোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

এই রোগে যথাতিক্ত ঘৃত পান ও রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়।

গব্য ঘৃত ২ তোলা, মরিচ ১ তোলা একত্রে প্রাতে ভক্ষণ করিলে, শীতপিত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

হরিদ্রা খণ্ড।

হরিদ্রা ৴৸৹ অৰ্দ্ধ সের, তেউড়ীচূর্ণ ৴৸৹ অর্দ্ধ সের, হরিতকীচূর্ণ ৴৸৹ অর্দ্ধ সের, চিনি ৴২৸৹ আড়াই সের। কল্কার্থ,—দারুহরিদ্রা, মুস্ত, চিতা, যমানী, বনযমানী, কটকী,

কৃষ্ণজীরা, পিপ্পলী, শুণ্ঠি, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বাসক, কুড়, ত্রিফলা, চই, ধনে, লৌহ, এবং অভ্র; প্রত্যেক ১ এক তোলা। একত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। একতোলা মাত্রা। উষ্ণদুগ্ধ সহিত সেব্য। ইহা সেবনে শীতপিত্ত, উদর্দ্ধ, কোঠ, দদ্রু ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ পীড়া উপশমিত হয়।

শীতপিত্ত ও কোঠ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অম্লপিত্ত রোগ।

বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবন জন্য এবং অম্ল দূষিত বস্তু, বিদাহী কিম্বা অন্যরূপ পিত্তজনক অম্ল, পান-সেবনশীল মনুষ্যগণের বর্ষাকালীয় জলাদি দোষজ পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত দুষ্ট হইয়া, অম্লপিত্ত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

অম্লপিত্তরোগে,—অপাক, ক্লান্তি, বমনেচ্ছা, তিক্ত অম্ল উদগার, গাত্র ভার এবং বক্ষ-স্থলে ও কণ্ঠে দাহ হইয়া থাকে। অম্লপিত্ত রোগ দুই প্রকার। যথা। অধোগত এবং উর্দ্ধগত।

অধোগত অম্লপিত্তরোগে,—বমনভার, পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম এবং অধোদ্বারা বিবিধ বর্ণের গন্ধযুক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে। কখন কখন চর্ম্মে কোঠ উৎপন্ন হয়।

কলেবর পীতাভ হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তির মন্দাগ্নি রোমহর্ষ এবং ঘর্ম্ম হইয়া থাকে।

উর্দ্ধগত অম্লপিত্ত রোগে,—হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ ঈষৎ রক্তবর্ণ, কিম্বা মাংসধোয়া জলের ন্যায় বমন হয়। বমিত দ্রব্য, অত্যন্ত অম্ল, পিচ্ছিল, স্বচ্ছ, শ্লেষ্মা যুক্ত এবং কটু তিক্তাদি নানা রসযুক্ত হয়। কখন কখন আহার পরিপাক হইলে কিম্বা শূন্য উদরে তিক্ত অম্ল বমন এবং উদ্গার হয়। কণ্ঠে, হৃদয়ে, এবং কুক্ষিস্থলে দাহ এবং শিরঃপীড়া, হস্ত পদ উষ্ণ এবং দাহযুক্ত এবং কফপিত্ত জনিত জ্বর, অতিশয় অরুচি জন্মে।

কণ্ডুমণ্ডল এবং পীড়কা সমূহদ্বারা রোগীর গাত্র আবৃত হয়, এবং অবিপাক, উৎক্লেশ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই অম্লপিত্তরোগ নূতন হইলে যত্নসাধ্য, পুরাতন হইলে যাপ্য অথবা কখন কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে।

এই অম্লপিত্ত রোগে,—বমন বিরেচন জন্য ইহার সহিত ছর্দ্দি, অতিসার রোগের ভ্রম হওয়া সম্ভাবনা, একারণ সদ্বৈদ্য দোষবল বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়া রোগ নির্ণয় করিবেন।

বাত প্রবল অম্লপিত্তে,—কম্প, প্রলাপ মূর্চ্ছা, অন্ধকার দর্শন, বিভ্রম, প্রমেহ, চিমিচিমি সম বেদনা অঙ্গাবসাদ, এবং শূল হইয়া থাকে।

কফপ্রবল অম্লপিত্তে,—কফ, বমন, মুখ লেপা অনুভব, গাত্রভার জড়তা, শীত অনুভব, দেহাবসাদ, অরুচি মন্দাগ্নি গাত্রকণ্ডু এবং অত্যন্ত নিদ্রা হইয়া থাকে।

বাত এবং শ্লেষ্মা উভয়ানুবন্ধ অম্লপিত্তরোগে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার চিহ্ন দেখা যায়।

শ্লেষ্মাপিত্ত অম্লপিত্তরোগে,—তিক্ত অম্ল এবং কটু উদ্গার উঠে, হৃদয় কুক্ষি এবং কণ্ঠ দাহ, লালা প্রসেক, মুখ মাধুর্য্য, অরুচি, এবং বমি হইয়া থাকে এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আলস্য অনুভব, শিরঃপীড়া ভ্রম এবং মূর্চ্ছা হয়।

সমাপ্ত।

অম্লপিত্ত রোগের চিকিৎসা।

অম্লপিত্তরোগে,—বমন, বিরেচন এবং স্নেহক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

রোগের অবস্থানুসারে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

উর্দ্ধগত অম্লপিত্তে,—বমন ও অধোগত অম্লপিত্তে বিরেচন আবশ্যক। এই দুই রোগে তিক্ত আহার পানীয় বিশেষ উপকারক।

নিম্বের সব, বাসকপত্র ও আমলকী, মিলিত ১ তোলা, জল /।৷• অর্দ্ধ সের, শেষ ৵• অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ চূর্ণ এবং মধু। ইহা সেবনে অম্ল পিত্ত আরোগ্য হয়।

শুঁঠ ১ তোলা, পটোলপত্র ১ তোলা, জল /।৷• সের শেষ ৵• পোয়া। এই ক্বাথ পানে কণ্ডু ও বমি নিবারিত হয়;

পটোলপত্র, শুঁঠ এবং ধনে; মিলিত ২ তোলা জল /।৷• সের, শেষ ৵• পোয়া। এই ক্বাথ পানে অগ্নিমান্দ্য এবং দশাঙ্গ শূলাদি রোগ আরোগ্য হয়।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, চিতামূল ভিমরাজ, ত্রিফলা এবং পটোল পত্র, মিলিত ২ তোলা, জল /।৷• সের, শেষ ৵• পোয়া। প্রক্ষেপ মধু এই ক্বাথ পানে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

পঞ্চনিম্বাদি চূর্ণ।

নিমের ছাল; পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল এ সমুদায় এক ভাগ, বিড়ঙ্গ ২ ভাগ এবং যবচূর্ণ ১০ ভাগ এই সমুদায়ের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায়, শীতল জল ও মধু অনুপানে সেব্য। ইহা সেবনে পিত্তশ্লৈষ্মিক শূল ও অম্লপিত্ত উপশমিত হয়।

মধু সংযুক্ত পিপলীচূর্ণ অথবা চিনির সহিত সুপক্ক লেবুর রস সায়ংকালে সেবনে, অম্লপিত্ত নিবারিত হয়।

রক্তপিত্তোক্ত বাসাঘৃত, কুষ্ঠোক্ত পঞ্চতিক্তঘৃত, প্রীহাদিকারোক্ত পিপলীঘৃত, শূলাধিকারোক্ত খণ্ডামলকী; এই সমস্ত ঔষধ অম্লপিত্ত রোগে ব্যবস্থেয়।

অবিপত্তিকর চূর্ণ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিটলবণ, মুতা, বিড়ঙ্গ, এলাইচ ও তেজপত্র। প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ১১ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪৪ তোলা এবং চিনি ৬৬ তোলা; এই সকল একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবেন। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, মলমূত্র রোধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

রক্তচন্দন, চকখড়ী ও কাবাবচিনি, প্রত্যেক সমভাগ। জলে মর্দন। পাঁচ রতি বটী। অনুপান ডাবের জল বা শীতল জল। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

বৃহৎ শঙ্খবটি।

শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুলছালভস্ম, ত্রিকটু, হিং মিঠা, রস এবং গন্ধক; প্রত্যেক সমভাগ; ভাবনা আপাঙ্গে ৪ বার, চিতামূলে ৭ বার, নিম্বে ৭ বার, গোড়ালেবুতে ৭ বার। ২ রতি বটি। অনুপান ডাবের জল কিম্বা শীতল জল। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধি উপশমিত হয়।

ধাত্রী লৌহ।

আমলকী /১ সের, লৌহ /।০ সের, যষ্টিমধু ।।০ পোয়া। আমলকী রসে ভাবনা ৭ বার। মাত্রা ৫ রতি। অনুপান ডাবের জল কিম্বা শীতল জল। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

শুণ্ঠিখণ্ড।

শুণ্ঠিচূর্ণ /।০ সের, চিনি /২ সের, ঘৃত /১ সের, দুগ্ধ ⁄৮ সের। এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিবে। আমলকী, ধনে, মুতা, জিরা, পিপুল, বংশলোচন গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী; প্রত্যেক ১।।০ দেড় তোলা, মরিচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেক ৬ মাষা; শীতল হইলে মধু ।৵০ দেড় পোয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ৪ চারি আনা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, শূল, হৃদ্রোগ, বমি ও আমবাত প্রভৃতি পীড়া সকল আরোগ্য হয়।

সৌভাগ্য শুণ্ঠিমোদক।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, গুড়ত্বক, জিরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, যমানী, লৌহ, অভ্র, কাকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুতা, এলাইচ, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শুঁঠ, মধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন; প্রত্যেক সমভাগ। সর্ব্বসমান শুঁঠচূর্ণ। শুঁঠচূর্ণের সহিত সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি, সমুদায় সমষ্টির চারিগুণ গব্য দুগ্ধ। যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান দুগ্ধ বা জল। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, শূল কণ্ঠদাহ প্রভৃতি সকল উপশমিত হয়।

অম্লপিত্ত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

বিসর্প রোগ।

বিসর্পরোগ শরীরের নানাস্থানে ভ্রমণ করে বলিয়া ইহাকে বিসর্প কহে। লবণ, অম্ল, কটু, উষ্ণাদি দ্রব্য অধিক সেবন জন্য দোষ কুপিত হইয়া পৃথক দ্বন্দ্বজ এবং সান্নিপাতিক ভেদে সাত প্রকার বিসর্প রোগ জন্মে। তাহারমধ্যে বাতকফজ বিসর্পকে গ্রন্থি বাতপিত্তজকে আগ্নেয় এবং পিত্তকফজনিতকে কর্দ্দমক বিসর্প রোগ বলা যায়। কুষ্ঠ রোগের সম বিসর্প রোগে দোষ এবং দুষ্যের সংগ্রহ নিশ্চয় আছে। বায়ু পিত্ত এবং কফ এবং রক্ত, লষিকা, ত্বক, এবং মাংস; এই সাত প্রকার ধাতু বিসর্প রোগের আভ্যন্তরিক উৎপন্নের হেতু জানিতে হইবে।

বাতপ্রবল বিসর্পরোগে,—বাতজ্বরের সম শরীর বেদনা, ক্লান্তি এবং রোমহর্ষ হইয়া থাকে, যে স্থানে রোগ প্রকাশিত হয়, তথায় স্ফীত এবং ভেদন ও সুচীবিদ্ধ সম বেদনা উৎপন্ন এবং পীড়ন করিলে কিঞ্চিৎ চালিত অনুভব হয়।

পৈত্তিক বিসর্প,—রক্তাভ এবং অত্যন্ত দ্রুত বেগে বিস্তার হয়, এই রোগে পিত্ত প্রবল জ্বরের লক্ষণ দেখা যায়।

শ্লৈষ্মিক বিসর্পে উৎপত্তিস্থান,—স্নিগ্ধ, কণ্ডুবিশিষ্ট এবং অল্প বেদনা যুক্ত হইয়া থাকে এই রোগে কফজ্বরের লক্ষণ দেখা যায়।

সান্নিপাতিক বিসর্প,—সর্ব্বলক্ষযুক্ত অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ ত্রিবিধ বিসর্পের লক্ষণাক্রান্ত হয়।

বাতজ পিত্তজ, অর্থাৎ অগ্নের বিসর্প রোগে,—জ্বর, বমন, অধিক পিপাসা, মূর্চ্ছা, অতিসার এবং ভ্রম হইয়া থাকে, গ্রন্থি সকল ব্যথা, অগ্নিমান্দ্য, তমক শ্বাস, এবং অরুচি হয়। সমস্ত শরীর জলন্ত অঙ্গার দ্বারা আবৃত (অর্থাৎ অধিক দাহ হয়) যে যে স্থানে বিসর্প বিস্তারিত হয় সেই সমুদায় স্থান আশু কৃষ্ণ, নীল কিম্বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে এবং অগ্নিদগ্ধের সম স্ফোটক দ্বারা উপচিত হয়। বায়ু অত্যন্ত প্রবল হইলে এই রোগ সত্বরে মর্ম্ম স্থানে বিসর্পণ করে এবং শরীর বেদনা, শ্বাস, হিক্কা, নিদ্রা এবং সংজ্ঞা শূন্য উৎপাদন করে। এই প্রকার অবস্থাধীন মনুষ্য অনবহিত চিত্ত হইয়া কি ভূ মতে উপবেশন শয্যায় শয়ন আহার বিহারাদিতে কখন সুখ লাভ করিতে পারেনা এবং কোন কায়িক কার্য্যের উপক্রম করিলে মানসিক এবং দৈহিক ক্লান্তি জন্য তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

গ্রন্থি বিসর্পের সংপ্রাপ্তি। কফাবৃত বায়ু আবরক কফকে বিবিধরূপে ভিন্ন করিয়া কিম্বা রক্তাধিক্য মনুষ্যগণের ত্বক, শিরা, স্নায়ু এবং মাংসগত রক্তকে দুষ্ট করিয়া দীর্ঘ গোলাকৃতি উন্নত এবং খরস্পর্শ গ্রন্থি সকলের মালা উৎপাদন করে। ইহারা রক্তাভ এবং তীব্রবেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, শ্বাস, কাস, অত্যন্ত মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, মোহ, মূর্চ্ছা, চর্ম্মের বিবর্ণতা অঙ্গাবসাদ, এবং অগ্নি নষ্ট হয়। এই রোগ কফবাত জনিত। কফপিত্তজনিত (অর্থাৎ কর্দ্দমনামা বিসর্প রোগে) রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর গাত্রস্তব্ধতা, নিদ্রা, তন্দ্রা এবং শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। দেহাবসাদ, অঙ্গ বিক্ষেপ ভ্রম, মূর্চ্ছা এবং ইন্দ্রিয় সমূহের স্তব্ধতা হয়। মুখে এবং স্রোত সকলে লেপা অনুভব অরোচক তৃষ্ণা, অপক্ক মল রেচন অগ্নিমান্দ্য এবং অস্থি সকলের ভেদন সম পীড়া হইয়া থাকে। ইহাতে

বেদনা অধিক জন্মায় না। শোথ, স্নিগ্ধ, স্পর্শে উষ্ণ, কৃষ্ণ শ্যামল, কিম্বা মলিন বর্ণ, এবং পীত, লোহিত কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ দ্বারা আবৃত হয়। স্পর্শে অত্যন্ত উষ্ণ অনুভব হয়। শোথ প্রথমতঃ অন্তরে পক্ক হইয়া পরে বিদীর্ণ হইয়া থাকে, উহা হইতে শবগন্ধ পচ্য কর্দ্দমের সম মাংস নির্গত হয় এবং ক্ষত স্থলের স্নায়ু এবং শিরা সকল স্পষ্টরূপে দেখা যায়। কর্দ্দমের সম মাংস নির্গত হওয়া জন্য এই রোগকে কর্দ্দম বিসর্প কহে।

অভিঘাতাদি বাহ্য কারণ জন্য, ক্ষত হইলে দূষিত বায়ু রক্ত এবং পিত্তকে দুষ্ট করিয়া বিসর্প রোগ উৎপাদন করে। ইহার উপর কুলত্থ সম স্ফোটক সমূহ বহির্গত হইয়া থাকে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, শোথ, বেদনা এবং দাহ হয়, এবং রক্ত শ্যামবর্ণ হইয়া থাকে। জ্বর, অতিসার, বমন, ত্বক এবং মাংস পচন, দেহের গ্লানি, অরুচি এবং অবিপাক; বিসর্প রোগের উপদ্রব বলিয়া বিদিত আছে।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ বিসর্প রোগ সাধ্য। সান্নিপাতিক এবং অভিঘাত জনিত বিসর্প অসাধ্য। পিত্তজ বিসর্পে যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে সে রোগ অসাধ্য। অপর অপর সকল প্রকার বিসর্প মর্ম্ম স্থান প্রাপ্ত হইলে অতি কষ্ট সাধ্য হয়।

সমাপ্ত।

বিস্ফোটক রোগ।

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহি, রুক্ষ; ক্ষার এবং অজীর্ণ কর আহার জন্য, কিম্বা আহার পরিপাক না হইতে পুনঃ আহার জন্য এবং রৌদ্র শীত উষ্ণাদি সেবন ও ধাতু সকলের স্বভাব অন্যথা জন্য, দোষ দুষ্ট হইয়া চর্ম্মকে আশ্রয় এবং রক্তমাংস এবং অস্থিকে দুষ্ট করিয়া ঘোর বিস্ফোট সকল উৎপাদন করে। বিস্ফোট প্রকাশ হইবার অগ্রে জ্বর হইয়া থাকে। যে রোগে জ্বরের সহ রক্তপিত্ত জনিত পীড়কা অগ্নিদগ্ধ স্ফোটক আকৃতিতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিস্ফোট বলা যায়। কখন কখন বিস্ফোট অঙ্গের সর্ব্বস্থলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিস্ফোট আট প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, দ্বন্দজ ত্রিবিধ রক্তজ এবং সান্নিপাতিক বাতজ বিস্ফোটক অতিশয় শূল যুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শিরঃপীড়া জ্বর, পিপাসা ও পর্ব্বভেদন হয়।

পিত্তজ বিস্ফোট,—পীত লোহিতবর্ণ এবং বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে, এবং আশু পক্ক হইয়া স্রাব নির্গত করে। রোগাক্রান্তব্যক্তির জ্বর, দাহ এবং পিপাসা উৎপন্ন হয়।

কফজ বিস্ফোট,—পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন কণ্ডু বিশিষ্ট এবং অল্প বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে, এবং বিলম্বে পক্ক হয়; রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বমন, অরুচি এবং মুখ জড়তা হইয়া থাকে।

বাতপিত্ত বিস্ফোটে,—তীব্র বেদনা জন্মায়।

কফ বাতজ বিস্ফোটে,—কণ্ডু, আর্দ্রতা এবং গুরুত্ব হইয়া থাকে।

কফ পিত্তজ-বিস্ফোটে —কণ্ডু, দাহ, জ্বর এবং বমন হয়।

ত্রিদোষজ (অর্থাৎ সান্নিপাতিক) বিস্ফোটক,—মধ্যভাগে নিম্ন, এবং অন্তে উন্নত, লোহিতাভ, বেদনাযুক্ত, কঠিন এবং অল্প পাকিয়া থাকে। ইহাতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, বমন, মোহ; মূর্চ্ছা, প্রলাপ, কম্প এবং তন্দ্রা জন্মায়; এই রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে।

শোণিতোত্থিত বিস্ফোট,—পিত্তজ বিস্ফোটকের কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা গুঞ্জা (কুঁচ) কিম্বা প্রবাল সম রক্তাভ হইয়া থাকে এবং শত শত সিদ্ধ যোগেও উপশমিত হয় না।

বিস্ফোট রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

এক দোষাক্রান্ত বিস্ফোটক সাধ্য। দ্বিদোষজ কৃচ্ছ্রসাধ্য। বহু উপদ্রবযুক্ত এবং সান্নিপাতিক বিস্ফোটককে অসাধ্য জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

মসূরিকা। (বসন্ত) রোগ।

কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার দ্রব্য ভক্ষণ জন্য, বিরুদ্ধ আহার কিম্বা অধ্যশন জন্য শিম্বিবীজ ও শাকাদি অতি সেবন জন্য দুষ্ট অন্ন দুষ্ট বায়ু কিম্বা দূষিত জল সেবন জন্য এবং ক্রুদ্ধ গ্রহগণের অশুভ দৃষ্টি জন্য দূষিত বাতাদি দুষ্ট শোণিতকে সংসৃষ্ট করত মানবদিগের দেহের মসুরী কলাই সম পীড়কা উৎপাদন করে। ইহাকে মসূরীকা (বসন্ত) রোগ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইবার অগ্রে,—জ্বর, গাত্রভঙ্গ, কণ্ডু, অস্থিরতা, ভ্রম এবং নেত্র রক্তবর্ণ হয় এবং চর্ম্মবিকৃতি ও শোথ যুক্তহইয়া থাকে।

বাতজ, পিত্তজ কফজ, রক্তজ এবং সানিপাতিক ভেদে মসূরীকা রোগ পাঁচ প্রকার।

বাতজ মসূরিকা রোগে—স্ফোটক সকল শ্যাবারুণ বর্ণ, রুক্ষ তীব্র বেদনা বিশিষ্ট ও কঠিন হইয়া থাকে এবং বিলম্বে পক্ক হয়; সন্ধি অস্থি এবং পর্ব্ব সকল ভেদনবৎ।

বেদনা, কাস, কম্প, অস্থিরতা, ক্লান্তি, অরুচি ও পিপাসা হয়; এবং তালু ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিত্তজ মসূরিকা রোগে,—স্ফোটক সকল রক্ত পিত্ত কিম্বা শুভ্রবর্ণ এবং দাহ ও তীব্র বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং অতি সত্বরেই পাকিয়া উঠে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল রেচন, দাহ, পিপাসা, অরতি অরুচি, তীব্রজ্বর, মুখপাক, এবং নেত্ররোগ হয়।

কফজ মসূরিকা রোগে পীড়কা সকল শুভ্রবর্ণ,অতি স্নিগ্ধ স্থূলাকার এবং কণ্ডু ও মন্দ বেদনা বিশিষ্ট হয় এবং বিলম্বে পাকিয়া উঠে।

রক্তজ মসূরিকা রোগে,—পিত্তজ মসূরিকা রোগের সম লক্ষণ যুক্ত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মসূরিকারোগে,—পীড়কা সকল চিপিটক বিস্তীর্ণ সম অনুভব হইয়া থাকে। (চর্ম্মের উপরে কতকগুলি চিড়া ছড়ান আছে এমন দেখা যায়) ঐ সকল পীড়কা নীলবর্ণ বেদনাবিশিষ্ট এবং মধ্যে নিম্ন হয় এবং বিলম্বে পক্ক হইয়া অধিক পূতিগন্ধ স্রাবত্যাগ করে। রোগাক্রান্তব্যক্তির কণ্ঠবদ্ধ, অরুচি, তন্দ্রা, প্রলাপ, অস্থিরতা এবং জ্ঞানশূন্যতা হয়। এই রোগ অত্যন্ত ভয়াবহ; ইহাকে চর্ম্মদল বসন্ত রোগ কহে।

রোমান্তি রোগে,—সমুদায় গাত্রে রোমকূপ সম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হইতে, তাহাকে রোমান্তি (হাম রোগ) কহে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাস এবং অরুচি জন্মে। এই রোগকে মসূরিকার প্রকার ভেদ জানিতে হইবে। হাম রোগকে বাতপিত্ত জানিতে হইবে।

রস রক্তাদি সপ্তধাতুগত মসূরিকা রোগের লক্ষণ।

রসগত মসূরিকার পীড়কা সকল জলপূর্ণ বুদ্বুদ সম হয় এবং ভিন্ন হইলে সলিল সম স্রাব নির্গত করিয়া থাকে। এই রোগে দোষের অল্পতা এবং দুষ্যের আধিক্য জন্য ইহাকে সুখ-সাধ্য জানিতে হইবে। রোগকে পানবসন্ত বলে।

রক্তগত মসূরিকার পীড়কা গুলি রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, সত্বরেই পক্ক হইয়া উঠে, উহাদের চর্ম্মকোষ সমূহ অত্যন্ত তনু (পাতলা) হয় এবং ভিন্ন হইলে শোণিত নিঃসরণ করে। রক্ত-মসূরিকা রোগেরও দোষ অতি অল্প থাকে, তজ্জন্য ইহাকেও সাধ্য জানিতে হইবে।

মাংসগত মসূরিকার পীড়কা সকল কঠিন এবং স্নিগ্ধ হইয়া থাকে, ইহাদের ত্বক ঘন (পুরু) হয়, এবং বিলম্বে পক্ক হইয়া উঠে। এই রোগে রোগাক্রান্তব্যক্তির জ্বর, পিপাসা, অস্থিরতা, গাত্র বেদনা এবং কণ্ডু হইয়া থাকে। এই রোগকে কৃচ্ছ্র সাধ্য জানিতে হইবে।

মেদোগত মসূরিকার পীড়কা সকল স্থূল এবং মণ্ডলাকৃতি নরম, অল্প উন্নত এবং বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। রোগাক্রান্তব্যক্তির ঘোররূপ জ্বর, সন্তাপ অস্থিরতা এবং মোহেন্দ্রব হয়; এই রোগ হইতে রোগাক্রান্তব্যক্তি কদাচিৎ রক্ষা পাইয়া থাকে।

মজ্জা এবং অস্থিগত মসুরিকার পীড়কা সকল ক্ষুদ্রাকৃতি শরীরের সম বর্ণ, রুক্ষ, চিপিটা এবং অল্প উন্নত হইয়া থাকে। রোগাক্রান্তব্যক্তির অতিশয় মোহ বেদনা ও অস্থিরতা এবং মর্ম্মস্থল ছেদন সম বেদনা বিশিষ্ট হয়। দোষ মজ্জা এবং অস্থিগত হওয়াতে অস্থি সকল ভ্রমর বিদ্ধন সম ছেদনবৎ পীড়া হইতে থাকে। এই রোগে সত্বরেই প্রাণ নষ্ট হয়।

শুক্রগত-মসুরিকার পীড়কা সমুদায় পকসম, স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম এবং অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। রোগাক্রান্তব্যক্তির অস্থিরতা জড়তা, দাহ সংজ্ঞা নষ্ট এবং উন্মত্ততা হয়। শুক্রগত মসুরিকার লক্ষণ বলা হইল বটে, কিন্তু এ রোগে এত শীঘ্র প্রাণ নষ্ট করে, যে জীবিত থাকিতে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইবার আবশ্যক হয় না।

এই সপ্ত ধাতুগত মসুরিকার সহিত যে দোষ নষ্ট থাকে, তাহার লক্ষণ সকল এবং মিলিত রূপে প্রকাশিত হয়।

মসুরিকা রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

রসজ, রক্তজ, পিত্তজ, কফজ এবং পিত্তশ্লেষ্মাজনিত মসুরিকা রোগ সাধ্য। বাতজ, বাতপিত্তজ এবং কফবাতজ মসুরিকা কৃচ্ছ্রসাধ্য। একারণ এই রোগের চিকিৎসা বিশেষ যত্ন সহকারে করিতে হয়। সান্নিপাতিক মসুরিকা অসাধ্য। বাতাদি জনিত অসাধ্য মসুরিকা সকল সংমূর্চ্ছন দোষভেদে প্রবালের তুল্য বর্ণ কখন জম্বু (জাম) ফলের সম হয়, কভু ধীবরের জালস্থিত লোহ (জালকাটি) সম কখন অতসী (মসীন) ফল সম বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দোষ দুষ্য ভেদে ইহাদের বহু প্রকার বর্ণভেদ হয়। যে মসুরিকাক্রান্ত রোগীর কাস হিক্কা, পিপাসা, দাহ, প্রবল জ্বর, মোহ; প্রলাপ, মূর্চ্ছা, অরতি এবং গাত্র ঘূর্ণন হয়, মুখ নাসিকা এবং নেত্র হইতে শোণিত স্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দ হইয়া অত্যন্ত কষ্টে নিশ্বাস নির্গত হয়-তাহাকে চিকিৎসকের ঔষধাদি প্রদান করা বৃথা জানিতে হইবে, বায়ু দুষ্ট মসুরিকা রোগাক্রান্তব্যক্তি, অতিশয় পিপাসাযুক্ত হইয়া নাসিকা দ্বারা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তাহার রোগ অসাধ্য। মসুরিকা রোগের শেষে কূর্পর; মণিবন্ধ এবং অংশ ফলকে ভয়ানক শোথ উৎপন্ন হইলে তাহা অসাধ্য।

সমাপ্ত।

বিসর্প বিস্ফোট ও মসুরিকা রোগের চিকিৎসা।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে শুভ্রবর্ণ কলসোপরি লোহিত কিম্বা লাল পতাকাযুক্ত মনসা বৃক্ষের শাখা স্থাপন করিলে, সে বাটীতে বসন্ত রোগ হয় না।

হরীতকীর বীজ স্ত্রীলোকের বাম বাহুতে পুরুষের দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে, বসন্ত রোগ হয় না।

রুদ্রাক্ষ চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ বাসীজলে মিলিত করিয়া পান করিলে, তিন দিবসে বসন্তরোগ প্রশমিত হয়।

বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে অধিক জলপান পরিত্যাগ, বায়ুশূন্য গৃহে অবস্থান, গাত্রে জয়ন্তীপত্র চূর্ণ মর্দ্দন ও বস্ত্র দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া রাখা উচিত।

পটোলপত্র, নিম্বপত্র ও ইন্দ্রযব; মিলিত ২ তোলা জল ৴৷৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া এই ক্কাথে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু এবং মদনফল, এই সমুদায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমভাগে বাটিয়া মিলিত করিয়া পান করিলে বমন হইয়া বসন্ত রোগ শান্তি হয়।

ব্রাহ্মী বা হিংচে শাকের রস মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

এই রোগে--বমন করাইয়া পশ্চাৎ বিরেচন ব্যবস্থেয়। দুর্ব্বল রোগীকে বমন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

হরিদ্রার গুড়ার সহিত উচ্ছে পাতার রস পান করিলে হামজ্বর বিস্ফোট ও বসন্ত রোগ উপশমিত হয়।

শিয়ালকাঁটার মূল বা হরিদ্রা ও তেঁতুল পত্র, অথবা মরিচ ও কড়ীচূর্ণ; জলে বাটিয়া সেবন করিলে বসন্তরোগ নষ্ট হয়।

বাসি জলের সহিত মধু মিলিত করিয়া পান করিলে বসন্তের গুটি ও তজ্জন্য গাত্র দাহ উপশমিত হয়।

পটোলাদি।

পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুথা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কটকী ও ক্ষেৎপাপড়া মিলিত ২ তোলা, জল ৴৷৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। এই ক্কাথ পানে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত ও পক্ক বসন্ত শুষ্ক হয়। বিস্ফোটক জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারক।

অমৃতাদি।

গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র, মুথা, ছাতিমছাল, খদির, কৃষ্ণবেত, নিমপত্র হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; মিলিত ২ তোলা, জল ৴৷৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। এই ক্কাথ সেবনে বিসর্প, কুষ্ঠ বিস্ফোট, কণ্ডু, বসন্ত শীতপিত্ত ও জ্বর প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য হয়।

টাবালেবুর কেশর কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত সকল পাকিয়া উঠে এবং দাহ নিবারিত হয়।

বসন্তরোগে অতিশয় দাহ হইলে; তণ্ডুল জল সেবন ব্যবস্থেয়।

বসন্ত পাকিবার উপক্রমে গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিসমিস, ইক্ষুমূল, দাড়িম, ও গুড় সংযুক্ত ঔষধ প্রদান করিবে, ইহাতে বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠিবে এবং বায়ু কুপিত হয় না।

কৃষ্ণচূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

বসন্তরোগে,—শূল, উদর আধ্মান ও কম্প থাকিলে, সৈন্ধব লবণের সহিত মাংস যূষ পান করাইবে।

জাতিপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, গুপারি, শাঁই, বাবলাছাল, আমলা ও যষ্টিমধু; এই সমুদায় জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল মুখ ও কণ্ঠক্ষতে ব্যবহেয়।

গোরক্ষচাকুলে ও যষ্টিমধু জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে।

বসন্তে অধিক পূয় হইলে, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত, ইহাদের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইয়া দিবে। এবং বিলঘুন্টে ভস্ম বসন্তের উপর বিকীর্ণ করিবে।

বসন্তে ক্রিমি না জন্মে তজ্জন্য সরলকাষ্ঠ, ধুনা, দেবদারু, রক্তচন্দন ও অগুরু কাষ্ঠ প্রভৃতির ধূপ প্রদান করিবে।

ত্রিফলার কাথে গুগ্‌গুল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পূয়াদি নির্গত হইয়া বেদনা ও দাহ নিবারিত হয়।

কণ্ঠ পরিষ্কারার্থে মধুর সহিত পিপুল ও হরিতকী চূর্ণের অবলেহ, অষ্টাঙ্গ অবলেহ বা আদা প্রভৃতির কবল ধারণ কর্ত্তব্য।

পান, অভ্যঙ্গ ও ভোজনার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টকারী ব্যবহার করিবে। ইহাতে ব্রণোক্ত সমুদায়-ক্রিয়া কর্ত্তব্য তৈলাদি দ্রব্য বর্জ্জনীয়।

দুষ্ট বসন্তে,—জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ এবং ব্রণ শোথ নাশক চিকিৎসা করিবে।

ঘণ্টাকর্ণ (ঘেটুদেবতা) শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণের পূজা এবং জপহোমাদি অনুষ্ঠান ও পুনঃ পুনঃ ভক্তি পূর্ব্বক শীতলা দেবীর স্তব পাঠ করিবে।

পথ্য।

বসন্ত রোগে প্রথমতঃ চিনির সহিত খই চূর্ণ পথ্য দিবে। এবং তিক্ত দ্রব্যের যূষ ও পারাবতাদি পক্ষীর মাংসযূষ হিতকর।

বিসর্প, বিস্ফোট ও বসন্ত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

ক্ষুদ্ররোগ।

ক্ষুদ্ররোগের লক্ষণ এবং বিবরণে অল্প অল্প ক্ষুদ্ররোগ কথিত হয়।

অজগল্লিকা। এই রোগে মুদ্গ প্রমাণ, স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, গ্রথিত, বেদনাশূন্য পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহাকে কফবাতোৎপন্ন জানিতে হইবে। এ রোগ প্রায় বালক দিগের হইয়া থাকে। ১।

যবপ্রখ্যা। এই রোগে কঠিন যবাকৃতি (যবের ন্যায়) মাংসগ্রন্থি পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহাকে কফবাতজ জানিতে হইবে। ২।

অন্ত্রালজী,—এই রোগে,—কাচা ডুম্বরের সমবর্ণ, অবক্র, গোলাকার, উন্নত, ঘন এবং মুখে অল্প পূয বিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহাকে কফবাতজ এবং বায়ু সংশ্রিত জানিতে হইবে। ৩।

বিবৃতা। এই রোগে,—পক্ক ডুম্বর সমবর্ণ, গোলাকৃতি, অত্যন্ত দাহ বিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয়। এ রোগ পিত্তজনিত বলিয়া সত্বরে পাকিয়া উঠে এবং ইহাদের মুখ বিবৃত রূপে থাকে। ৪।

কচ্ছপিকা। এই রোগে,—গ্রন্থি সকল কচ্ছপাকার অর্থাৎ মধ্যে উন্নত এবং প্রান্তে নিম্ন হয় এবং পাঁচ ছয়টী একত্রে গ্রথিত থাকে। এই রোগকে কফবাতজ এবং অত্যন্ত ভয়ানক জানিতে হইবে। ৫।

বল্মীক,—এই রোগে গ্রীবা অংস, কক্ষ, হস্ত, পাদ, গলা এবং সন্ধিস্থানে বল্মীক সম অর্থাৎ অবগাঢ় মূল এবং প্রচুর শিখর বিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপাদন করিয়া থাকে। এই রোগকে ত্রিদোষজ জানিতে হইবে এবং এই রোগের চিকিৎসা না করাইলে ক্রমশঃ বহুল মুখ দ্বারা বেদনার সহিত স্রাব নির্গত হয়। এবং উন্নত অগ্রের দ্বারা বিসর্পের সম বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই রোগ ভয়াবহ, বিশেষ পুরাতন হইলে চিকিৎসার অতীত হয়। ৬।

ইন্দ্রবিদ্ধা। যে প্রকার কমলবীজকোষের বীজ সকল মণ্ডলাকারে সংস্থিত থাকে, সেই প্রকার ত্বকের উপর এই রোগের পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহাকে বাতপিত্ত জনিত জানিতে হইবে। ৭।

গর্দ্দভিকা। এই রোগে রক্তিমবর্ণ বেদনা বিশিষ্ট, বর্ত্তুলাকার, উৎপন্ন মণ্ডল প্রকাশ পায় এবং উহা ক্ষুদ্র পীড়কা সকল দ্বারা আবৃত থাকে। এই রোগকে বাতপিত্তজ জানিতে হইবে। ৮।

পাষাণ গর্দ্দভ। এই রোগে হনুসন্ধিস্থানে স্থির প্রস্তর সম কঠিন; স্নিগ্ধ, অল্পবেদনা বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে বাতশ্লেষ্মা জনিত জানিতে হইবে। ৯।

পনশিকা। এই রোগে কর্ণের ভিতর উগ্র বেদনা বিশিষ্ট স্থির পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং পশ্চাৎ পাকিয়া থাকে। ১০।

জালগর্দ্দ। এই রোগে চর্ম্মের উপর ভাগে দাহ জনক প্রায় রক্তিমবর্ণ অল্প শোথ জন্মে। ইহা বিসর্পের সম বিস্তারিত হইয়া থাকে, কিন্তু পক্ক হয় না। এই রোগকে পিত্তজ জানিতে হইবে এবং ইহাতে অত্যন্ত জ্বর এবং দাহ হইয়া থাকে। ইহা অসাধ্য রোগ জানিতে হইবে। ১১।

ইরিবেল্লিকা। এই রোগে,—জ্বর হইয়া মস্তকের উপরে বর্ত্তুলাকার উগ্র বেদনা বিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে ত্রিদোষজ এবং দুষ্ট বাতাদির সর্ব্বলিঙ্গ বিশিষ্ট জানিতে হইবে। ১২।

কক্ষা। এই রোগে,—বাহু, পার্শ্ব, অংস এবং কক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বেদনা বিশিষ্ট স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকেও পিত্তজ জানিতে হইবে। ১৩।

গন্ধমালা। এই রোগে,—উপরোক্ত কক্ষা-রোগের সম একটি স্ফোটক ত্বকের উপর উৎপন্ন হয়। ইহাকেও পিত্তজ জানিতে হইবে। ১৪।

অগ্নিরোহিণী। এই রোগে,—কক্ষদেশে মাংস, বিদীর্ণকর জ্বলন্ত অনলের সম স্ফোটক উৎপন্ন হয়। ইহাতে অন্তর্দাহ এবং জ্বর হইয়া থাকে, এবং রোগের চিকিৎসা না করিলে সাতদিন, দশদিন কিম্বা এক পক্ষ মধ্যে মৃত্যু উপস্থিত হয় ইহাকে ত্রিদোষজ জানিতে হইবে।১৫

চিপ্প। অঙ্গুলীর প্রান্তদেশে নখের সান্নিহিত মাংসে বায়ু এবং পিত্তের দ্বারা দাহ এবং পাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগকে অঙ্গুলী বেষ্টকও বলা যায়। ১৬।

কুনখ। এই রোগে,—পূর্ব্বোক্ত চিপপি অপেক্ষা দোষের অল্পত্ব জন্য, নখ কঠিন এবং বিবর্ণ হয়। ১৭।

অনুশয়ী। এই রোগে,—গম্ভীর অল্প শোথ বিশিষ্ট, অন্তঃপাকযুক্ত স্বাভাবিক বর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। ১৮।

বিদারিকা। এই রোগে,—কক্ষ এবং বঙ্খণ সন্ধিতে ভূমিকুষ্মাণ্ড সম কঠিন বর্ত্তুলাকার শোথ জন্মে। ইহা ত্রিদোষজনিত এবং সর্ব্বলক্ষণ যুক্ত হইয়া থাকে। ১৯।

শর্করার্ব্বুদ। এই রোগে,—কফ এবং বায়ুদ্বারা মাংস, শিরা, স্নায়ু এবং মেদ দুষ্ট হইয়া গ্রন্থি উৎপন্ন করে। এই গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া মধু ঘৃত এবং চাব্বি সম স্রাব ত্যাগ করিতে থাকে। অত্যন্ত স্রাব জন্য বায়ু পুনশ্চ বৃদ্ধি পাইয়া মাংস শোষণ করতঃ শর্করার সম কঠিন গ্রন্থি উৎপাদন করে এবং তাহার মধ্যাস্থিত শিরা সকল হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ পচা বিবিধ বর্ণযুক্ত ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে, কখন বা অকস্মাৎ শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। ২০।

পাদদারী। যে সব মনুষ্যগণ অধিক পদব্রজে ভ্রমণ করে, তাহাদিগের পদযুগল অধিক রুক্ষ হইয়া বিদীর্ণ হয়। (ফাটিয়া যায়) তাহাকে এই পাদদারী রোগ কহে। বিপাদিকা,—কুষ্ঠরোগের সহ ইহার এই মাত্র প্রভেদ দেখা যায়, বিপাদিকা রোগে পদ স্ফুটিত হইয়া তীব্র বেদনা বিশিষ্ট হয়, ইহাতে বেদনা জন্মেনা, কেবল বিদারিত হইয়া থাকে এবং পদ ফাটিবার পূর্ব্বে স্ফোটক জন্মায় না। ২১।

কদরাশর্করা। কণ্টক প্রভৃতির দ্বারা আঘাত কিম্বা ক্ষত হইলে কোল সম উৎপন্ন গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোজমুনি কহেন, কদররোগ হস্তেও উৎপন্ন হয়। ইহা অবগাঢ় খর, মাংসকিলের সম দেখা যায় এবং শল্যের সম বেদনা উৎপাদন করে। ২২।

অলস। দূষিত কর্দ্দমের সংস্পর্শ জন্য পাদস্থিত অঙ্গুলি যুগলের মধ্য স্থলে পচা মাংসযুক্ত আর্দ্র, কণ্ডু, দাহ এবং বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগকে পাঁকুই বলা যায়। ২৩।

ইন্দ্রলুপ্ত। বায়ুর সহিত পিত্ত দূষিত হইয়া রোমকূপগত হইলে কেশক্ষরণ হইয়া থাকে তৎপর শ্লেষ্মা এবং শোণিত রোমকূপ সকল বন্ধ করে একারণ অন্য রোম ঐ স্থলে আর উৎপন্ন হয় না। এই রোগকে খালিত্য এবং রুণ বলে। ভাষাতে টাক রোগ জানিতে হইবে। ২৪।

দারুণক। এই রোগে,—কেশভূমি কঠীন রুক্ষ ও কণ্ডু বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং উহার

উপস্থক কাটিয়া যায়। এই রোগ কফবাত জনিত। ইহাকে রুকথী কিম্বা খুকথী কহে। ২৫।

অরুংসিকা। এই রোগে,—মাথার উপরে বহু মুখ যুক্ত এবং বহু ক্লেদ বিশিষ্ট ব্রণ সকল উৎপন্ন হয়। ইহা কফরক্ত এবং ক্রিমির কোপজন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৬।

পলিতা। ক্রোধ, শোক, এবং শ্রম জন্য দেহস্থিতা উষ্মা এবং পিত্তশিরঃগত হইয়া কেশকে শুভ্রবর্ণ করে। (চুল পাকিয়া যায়) এই নিদান কেবল অকাল জাত বার্দ্ধক্যের জন্য, বৃদ্ধ কালে বয়সের স্বধর্ম্মে কেশ পক্ব হইয়া যায়। ২৭।

মুখদূষিকা। যুবামনুষ্যগণের মুখে শাল্মলী কণ্টক সম (মূলে স্থূলে অগ্রে সূক্ষ্ম) পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহা রক্ত কফ এবং বাতাত্মক জানিতে হইবে। ইহাকে বয়ো-ব্রণ জানিতে হইবে। ২৮।

পদ্মিণীকণ্টক। চর্ম্মের উপরে বর্ত্তুলাকৃতি পাণ্ডুবর্ণ, কণ্ডু বিশিষ্ট এবং পদ্মকণ্টক সম কঠিন দ্বারা আবৃত মণ্ডল নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগ বাত কফজ জানিতে হইবে তাহাকে পদ্মকাঁটা কহে। ২৯।

জতুমণি। এই রোগে,—ত্বকের উপর কৃষ্ণবর্ণ কিঞ্চিৎ উন্নত মসৃণ মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা সহজাত (জন্মের সহিত জন্মে) এবং দীর্ঘ লোম দ্বারা আবৃত থাকে। এই রোগকে জটুল কিম্বা জটও কহে। ৩০।

মাষক। এই রোগে,—মাষকলায় সম কৃষ্ণবর্ণ, বেদনা বিহীন, স্থির উৎপন্ন পীড়কা সকল গাত্রে জন্মে। এই রোগকে বাত জনিত জানিতে হইবে। ৩১।

তিলকালক। এই রোগে,—চর্ম্মে অমুচ্ছন্ন বেদনা রহিত কৃষ্ণবর্ণ তিল পরিমাণ চিহ্ন উৎপন্ন হয় (ইহা ত্রিদোষ জনিত হইবে) ভাষাতে ইহাকে তিল বলা যায়। ৩২।

ন্যচ্ছ। এই রোগে,—শরীরের অধিক স্থান, কখন অল্প স্থান ব্যাপিয়া শ্যাব কিম্বা শ্বেতবর্ণ বেদনা রহিত মণ্ডল প্রকাশ পায়। ইহার অপর নাম ছোত্র। ভাষাতে ছুলি কহে। ৩৩।

ব্যঙ্গ। ক্রোধ কিম্বা অত্যন্ত পরিশ্রম জন্য দূষিত বায়ু পিত্তের সহ মিলিত হইয়া এবং মুখকে প্রাপ্ত হইয়া অকস্মাৎ বেদনা রহিত শ্যাববর্ণ মণ্ডলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন মুখে উৎপাদন করে। ইহার অপর নাম ঝোত্র। ৩৪।

নীলিকা। পূর্ব্বোক্ত ব্যঙ্গ লক্ষণ যুক্ত কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন কিম্বা দাগ শরীরে কিম্বা মুখে প্রকাশ পায়। ইহার অপর নাম কালিঞ্জর কহে। ৩৫।

পরিবর্ত্তিকা। অধিক মর্দ্দন, পীড়কা কিম্বা অভিঘাত জন্য দুষ্ট ব্যান বায়ু মেঢ্র চর্ম্মকে আশ্রয় করিলে চর্ম্ম স্ফীত এবং শিশ্নাগ্রের অধোভাগে গ্রন্থিরূপে লম্বিত হয়। এই রোগ বাতজ হইলে বেদনা বিশিষ্ট, এবং কফজ হইলে কঠিন এবং কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম মুদো বলা যায়। ৩৬।

অবপাটিকা। অল্প আয়তন বিশিষ্ট যোনি মর্দ্দ কিম্বা বলপূর্ব্বক গমন করিলে কিম্বা হস্তাভিঘাত দ্বারা কিম্বা বল পূর্ব্বক উলটা করিয়া দিলে যদ্যপি মেঢ্র কোণ হইতে উর্দ্ধবাত হয় (আর মুদ্রিত না হয়) তাহাকে এই রোগ বলা যায়। ৩৭।

নিরুদ্ধ প্রকাশ। এইরূপ অবপাটিকার চর্ম্ম যদি মণিকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় এবং মূত্র স্রোত সঙ্কোচন করে, তাহাকে এই নিরুদ্ধ প্রকাশ রোগ বলা যায়। এই রোগে,—মূত্র মন্দ ধারে বেদনার সহ প্রবর্ত্তন হয় কিম্বা মণির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এক কালে অবরোধ হইয়া যায়। এই ব্যাধি কখন স্বতন্ত্র বা ওয়ায়া উৎপন্ন হয় অর্থাৎ প্রথমতঃ অবপাটিকা না

হইয়া বায়ু দ্বারা ক্রমে সঙ্কুচিত হয় এবং রোগী শূল যুক্ত হইয়া কষ্টে মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

সন্নিরুদ্ধগুদ। মলমূত্রাদির বেগধারণ জন্য অপান বায়ু মলবাহিনী স্রোতকে অবরোধ এবং উহার দ্বারকে সঙ্কুচিত ও সূক্ষ্ম করিয়া থাকে, মার্গদ্বারের সূক্ষ্মত্ব জন্য কষ্টে পুরীষ ত্যাগ হয়। ইহা অত্যন্ত দারুণ ব্যাধি জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

অহিপুতন। অধিক ঘর্ম্ম হইয়া কিম্বা মলমূত্র লাগিয়া বালকদিগের মলদ্বার পরিষ্কার না থাকিলে, উহাতে রক্ত কফজনিত কণ্ডু উৎপন্ন হয়, তাহা চুলকাইলে অকস্মাৎ স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া স্রাব নির্গত করে এবং ক্ষত সকল একত্রিত হইয়া যায়। তাহাকে এই অহিপুতন কহে, ইহা ভয়ানক ব্যাধি জানিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

বৃষণকচ্ছু। যে সমস্ত ব্যক্তি স্নান কিম্বা অঙ্গ পরিষ্কার না রাখে তাহাদের অণ্ডকোষ স্থিত মলা ঘর্ম্ম দ্বারা ক্লিন্ন হইয়া কণ্ডু উৎপাদিত করে। তাহা চুলকাইলে আশু স্ফোটক উৎপন্ন ও স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। ইহা কফ রক্তজ ॥ ৪১ ॥

গুদভ্রংশ। প্রবাহিকা ও অতীসার রোগে রুক্ষ এবং দুর্ব্বল মনুষ্যদিগের কুন্থনের সহিত গুদোবলি বহির্নির্গমন হইলে এই রোগ কহে ॥ ৪২ ॥

শূকরদংষ্ট্রক। এই রোগে জ্বর দাহ এবং চর্ম্মের উপর কণ্ডু তীব্র বেদনা বিশিষ্ট এবং পাক যুক্ত শোথ হয়। এই রোগ বিসর্প লক্ষণ বিবিষ্ট হয় এবং স্রাব রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম বরাহ দংষ্ট্রক ॥ ৪৩ ॥

সমাপ্ত।

ক্ষুদ্ররোগের চিকিৎসা।

অজগল্লিকা রোগের অপক্বাবস্থায়, জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণ এবং কণ্টকারির কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলে উহা পাকিয়া শীঘ্র প্রশমিত হয়।

বাসকমূল ও রাখালসসার মূল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা রোগ আরোগ্য হয়।

অনুশয়ী রোগে,—কফজ বিদ্রধির ন্যায় এবং বিবৃতা ইন্দ্রবিদ্ধা গর্দ্দভিকা জাল গর্দ্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগে,—পিত্ত বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিয়া মধুর ঔষধ সহ সিদ্ধ ঘৃত দ্বারা ক্ষত শুষ্ক করিবে।

বিদারিকা রোগে,—রক্তমোক্ষণ, স্বেদপ্রদান এবং সজিনামূলের ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ প্রদান করিবে।

পণাপকা, কচ্ছপিকা এবং অনান্য কঠিন শোথে উক্তমরূপ চিকিৎসা করিবে।

অন্ত্রালজি, কচ্ছপিকা ও পাষাণগর্দ্দভ রোগে,—দেবদারু, মনোশীলা ও কুড় বাটীয়া প্রলেপ দিবে, পাষাণগর্দ্দভে,—বাতশ্লৈষ্মিক শোথঘ্ন প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

বল্মীক রোগে,—অস্ত্র দ্বারা উৎপাদন করিয়া ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে। এবং মনোশীলা, ভেলা, ছোট এলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন ও জাতিপত্র; এই সকল কল্ক দ্বারা নিমের তৈল পাক করিয়া উহাতে লেপন করিবে। ইহাতে বহু ছিদ্র ও বহু পূয় বিশিষ্ট নষ্ট হয়।

শোথযুক্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত মর্ম্মোৎপন্ন বল্মীক অচিকিৎসক।

পাদদারী রোগে,—শিরা বিদ্ধ করিয়া স্নেহ ও স্বেদ প্রদান এবং মম, বসামজ্জা, ঘৃত ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিবে।

গুড়, সৈন্ধবলবণ ও তেঁতুলছাল, প্রত্যেক ১ তোলা, সমষ্টির দ্বিগুণ, গোমূত্রে বাটিয়া কিঞ্চিৎ শুখাইয়া বিদীর্ণ স্থলে প্রলেপ দিলে পাদদারী আরোগ্য হয়।

ধুনা, সৈন্ধবলবণ, মধু ও কটু তৈল, একত্রে মিশ্রিত করিয়া, প্রলেপ দিলে, পাদদারী রোগ আরোগ্য হয়।

পুঁইপত্র, শ্বেতসর্ষপ, নিমছাল, মোচা, কুমড়া এবং কাঁকুড়; সমুদয় ভস্ম করিয়া ক্ষার জল প্রস্তুত করিবে। ঐ ক্ষার জলে কিঞ্চিৎ লবণের সহিত তৈল পাক করিয়া সেবনে পাদদারী রোগ শীঘ্র উপশমিত হয়।

অলসকরোগে,—অম্ল দ্বারা অধিক ক্ষণ পা ভিজাইয়া রাখিয়া, পটোলপত্র, হিরাকস ও ত্রিফলা বাটীয়া মুহুর্মুহু প্রলেপ দিবে।

করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, হিরাকস যষ্টিমধু, গোরোচনা ও হরিতাল; এই সমুদায় দ্বারা প্রলেপ দিলে অলসরোগ আরোগ্য হয়।

কদররোগে,—অস্ত্রদ্বারা উহার উৎপাটন করিয়া উষ্ণ তৈল কিম্বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

চিপ্প রোগে;—উষ্ণ জলের স্বেদ, ঐ স্থান ছেদন, এবং তৈলাদি লেপন করিয়া

চূর্ণ লাগাইলে বা কৃষ্ণবর্ণ লৌহপাত্রে হরিদ্রারস রাখিয়া তাহাতে হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া
রা চিপ্পস্থানে বারম্বার প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

নখ মধ্যে সোহাগাচূর্ণ বা কুলথকলাই বাটিয়া প্রলেপ দিলে, চিপ্প রোগ উপশমিত হয়।

৭টী কচি গাস্তার পত্র, অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া রাখিলে, অঙ্গুলীবেষ্টক রোগ আরোগ্য হয়।

নিমছালের কাথ পান করাইলে, বমন করাইলে, পরে নিমছালের কাথের সহিত ঘৃত
ক করিয়া মধুর সহিত পান করাইলে, পদ্মিনীকণ্টক রোগ আরোগ্য হয়।

পদ্মের ডাঁটা দগ্ধ করিয়া, সেই ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা নিমছাল ও সোঁদাল
[illegible] বা প্রলেপ দিলে পদ্মিনীকণ্টক রোগ উপশমিত হয়।

[illegible] ও [illegible] বাটিয়া ঘৃতের সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে জাল গর্দ্দভ
াগ নষ্ট হয়।

শিশুর গুহ্য ক্ষত রোগে,—(অহীপূতন) ধাত্রীর স্তনদুগ্ধের দোষ সংশোধন করিবে এবং
ফলা ও খয়েরের কাথ দ্বারা বারম্বার ক্ষত ধৌত করিয়া দিবে।

করঞ্জবীজ, ত্রিফলা ও তিক্ত দ্রব্যের সহিত পক্ক ঘৃত অহীপূতন রোগে ব্যবস্থা করিবে,
াতে রসাঞ্জন সেবন করাইলে এবং তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

গুদভ্রংশরোগে,—বহির্গত গুহ্যাংশে তৈল মর্দ্দন করিয়া উহা প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। প্রবিষ্ট
লে স্বেদ প্রদান করিয়া একখানি সচ্ছিদ্র চর্ম্ম দ্বারা কৌপীন বন্ধন করিবে। ঐ ছিদ্র দ্বারা
। নির্গত হয়।

কচি পদ্মপত্র চিনির সহিত সেবনে গুদভ্রংশ রোগ আরোগ্য হয।

গরুর বসার দ্বারা বহির্গত গুহ্যাংশে মর্দ্দন করিলে উহা শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়।

ইন্দুরের বসা দ্বারা গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে অথবা ইন্দুরের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা
দ প্রদান করিলে, গুদভ্রংশ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

চাঙ্গেরি ঘৃত।

ঘৃত /১ সের, আমরুলের রস /৪ সের, কুলশুঁঠোর কাথ /৪ সের, অম্লদধি /৪ সের।
কার্থ শুণ্ঠী ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, যবক্ষার ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। এই ঘৃত পানে গুদভ্রংশ রোগ
ারোগ্য হয়।

মূষিকাদ্য তৈল।

বৃহৎ পঞ্চমূল ও চর্ম্ম ও অন্তর রহিত মূষিক, দুগ্ধে পাক করিয়া সেই দুগ্ধ এবং বাতঘ্ন
বধের সহিত সিদ্ধ তৈল গুহ্যদেশে মর্দ্দন এবং পান করিলে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

চর্ম্মকীলক, বহুমর্দি, মশক ও তিলকালক অস্ত্রের দ্বারা কর্ত্তন করিয়া ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা

নিঃশেষে দগ্ধ করিবে। এরণ্ডনাল চূর্ণ অথবা সাপের খোলস দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মসক রোগ নষ্ট হয়।

প্রথম যৌবনকালে মুখব্রণ, অচ্ছ, নীলিকা, ব্যঙ্গ ও শর্করা রোগে শিরাবেধ, প্রলেপ ও উপযুক্ত তৈলাদি মর্দ্দন ব্যবস্থা করিবে।

যৌবনজাত মুখব্রণে,—লোধ, ধনে, বচ, এই সমুদায় বা গোরোচনা ও মরিচ চূর্ণ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগের উপশম হয়। ইহাতে বমন করা প্রশস্ত।

শশকের রক্ত লেপন করিলে, মুখ ব্যঙ্গ দূরীভূত হয়।

তীক্ষ্ণ শিমূল কাঁটা জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, তিন দিবস মধ্যে পদ্মের ন্যায় মুখের শ্রী হয়।

টাবালেবুর মূল, ঘৃত, মনঃশিলা, টাট্‌কা গোময় রস, একত্রে মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ ও তিলকালক রোগ নষ্ট হয়।

জায়ফল বাটিয়া লেপন করিলে নীলিকাদি রোগ নিবারিত হয়।

কালীয়ক (সুগন্ধি কাষ্ঠ বিশেষ অথবা দারুহরিদ্রা) উৎপল, কুড়, দধির সর, কুল আঁটির শস্য ও প্রিয়ঙ্গু; এই সমুদায় বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সপ্তাহের মধ্যে মুখের অতিশয় সৌন্দর্য্য হয়।

নিস্তুষ যবচূর্ণ, যষ্টিমধু ও লোধ; এই সমুদায় একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অতি রমণীয় মুখসৌন্দর্য্য হয়।

আকন্দের আঠা ও হরিদ্রা একত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের কৃষ্ণবর্ণতা দূরীভূত হয়।

কুঙ্কুমাদ্য তৈল।

তিল তৈল /৪ সের, লাক্ষার কাথ /৮ সের, ছাগীদুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ কুঙ্কুম, পলাশপুষ্প, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কৃষ্ণাগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, টাবালেবুর কেশর, কুসুমফুল, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, যুঁইপুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোরোচনা, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, মনঃশিলা, কাঁকুলী, ক্ষীরকাঁকুলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক, মেদ ও মহামেদ; প্রত্যেক দুই তোলা; ইহা মুখে মাখিলে সাতিশয় মুখকান্তি হয়।

অরুংষিকা (শিরোব্রণ রোগে) প্রথমতঃ শিরা বিদ্ধ করিয়া অথবা জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। নিমছাল ৮ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /১ সের। ঐ জলে মস্তক ধৌত করিয়া অশ্ববিষ্ঠার রস এবং সৈন্ধবলবণ একত্রিত করিয়া প্রলেপ দিবেন। এই রোগে মস্তক মুণ্ডন আবশ্যক।

পুরাতন সর্ষপ খইল অথবা কুক্কুটের বিষ্ঠা গোমূত্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, অরুংষিকা রোগ শীঘ্র নষ্ট হয়।

নীলোৎপলের কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আমলা; এই সমুদায় একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল উৎপন্ন দারুণক রোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিফলাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের। কল্কার্থ,—ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভৃঙ্গরাজ, নীলোৎপল ও অনন্ত-মূল; মিলিত /২ সের, জল।৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে রুক্ষতা নিবারিত হয়।

টাকরোগে,—তৎস্থলের শিরা বিদ্ধ করিয়া মনঃশিলা, হিরাকস ও তুঁতে; এই সমুদায় মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কৈবর্ত্ত মুথা, আপাংমূল, জাতিপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ ও করবীমূল; এই সমুদায় কল্কের সহিত পক্ক তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিলে টাক রোগ আরোগ্য হয়।

টাকস্থান ক্ষত বিক্ষত করিয়া গোমূত্রপিষ্ট রক্তবর্ণ কুঁচের দ্বারা প্রলেপ দিলে টাক রোগ প্রশমিত হয়।

পুটদগ্ধ হস্তিদন্ত ভস্ম ও রসাঞ্জন একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পুনঃ কেশোৎপত্তি হয়।

হস্তিদন্তভস্ম তৈলের সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে, টাকরোগ দূরীভূত হয়।

যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মুগ্‌রারমূল, তিল, ঘৃত, দুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ, একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, ঘন দৃঢ়মূল ও বক্র কেশ উৎপন্ন হয়।

গুলঞ্চের রসে বটের ঝুরি ও জটামাংসীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যপাক করতঃ মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশোদ্ভব হয় অর্থাৎ টাকরোগ আরোগ্য হয়।

ভেলা, বৃহতীফল, কুঁচমূল, কুঁচফল; জলে বাটিয়া ইহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাকরোগ নিবারিত হয়।

কেশরঞ্জক।

ত্রিফলা, নালবৃক্ষপত্র, লৌহ ও ভীমরাজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ, মেষমূত্রে মর্দ্দন করিয়া কেশে মাখাইলে কেশ সকল উত্তম কৃষ্ণবর্ণ হয়।

প্রত্যহ স্নানকালে লৌহমল (মণ্ডুর) ও জবাপুষ্প একত্রে পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশের পক্কতা নিবারিত হয়।

হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল এবং রসাঞ্জন; এই সকল কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রণ, কচ্ছু এবং অহীপূতন রোগ নষ্ট হয়।

তেলাকুচার মূলের রস ২ তোলা, ।০ চারি আনা চিনি সহ সায়ংকালে পান করিলে শয্যামূত্র রোগ নিবারিত হয়।

সায়ংকালে অর্দ্ধ বা ১ একরতি মাত্রায় অহীফেণ সেবনে নিশ্চয়ই শয্যামূত্র নিবারিত হয়।

শঙ্খভস্ম ও হরিতাল কদলীর রসে মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে লোম সকল নিপতিত হয়।

ক্ষুদ্র রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

মুখ রোগ।

মুখরোগ ছয় প্রকার। যথা—ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, দন্ততালুমূল, তালু, কণ্ঠ এবং সর্ব্বসরাগত; অত্যন্ত আনূপ মাংস কিম্বা ক্ষীর, দধি অথবা মাংস অধিক সেবন জন্য রক্তাদিদোষত্রয় দুষ্ট হইয়া মুখরোগ সকল উৎপাদন করে।

ওষ্ঠগত রোগ।

বাতজ ওষ্ঠরোগে,—ওষ্ঠযুগল কর্কশ, পুরুষত্বক্ ও বাত বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং ওষ্ঠদ্বয়ের ত্বক বিদীর্ণ কিম্বা ঈষৎ অবিদীর্ণ হয়।

পিত্তজ ওষ্ঠরোগে,—ওষ্ঠদ্বয়ের উপর পীতবর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট দাহ এবং পাকযুক্ত পীড়কা সকল উৎপন্ন হয়।

কফজ ওষ্ঠরোগে,—ওষ্ঠযুগল পিচ্ছিল, শীতল এবং ভার হয়, ওষ্ঠদ্বয়ের উপরে বেদনা-বিহীন স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হয়।

সান্নিপাতিক-ওষ্ঠরোগে,—ওষ্ঠযুগল কখনও পীত, কখন শুক্লবর্ণ এবং অতিসংখ্যক পীড়কা দ্বারা আবৃত হয়, রক্ত দুষ্ট হইলে ওষ্ঠযুগল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে এবং রক্তস্রাব করে এবং ওষ্ঠ-দ্বয়ের উপর খর্জ্জুর ফলের সম বর্ণযুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হয়। মাংস দুষ্ট হইলে ওষ্ঠযুগল মাংস-পিণ্ডের সম উন্নত, গুরু এবং স্থূল হইয়া থাকে এবং উহাতে কৃমি জন্মে। মেদ দুষ্ট হইলে ওষ্ঠযুগল গুরু কণ্ডুযুক্ত এবং ঘৃত লেপিত সম অনুভব হয় এবং উহা হইতে স্ফটিক সম স্বচ্ছ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়। এই রোগে ক্ষতস্থান পূর্ণ কিম্বা ওষ্ঠের মৃদুত্ব হয় না। অভিঘাতজনিত ক্ষত হইলে ওষ্ঠ বিদারিত হয়।

দন্তবেষ্টগত রোগ।

শীতাদরোগে,—দন্তবেষ্ট (দাঁতের মেড়িয়া) হইতে অকস্মাৎ (বিনা আঘাতে) রক্তস্রাব হয় এবং দন্তমাংস দুর্গন্ধ কৃষ্ণবর্ণ ও নরম হইয়া পচে এবং খসিয়া পড়ে। এই রোগ কফজনিত।

দুইটা কিম্বা তিনটা দন্ত ব্যাপিয়া অধিক শোথ হইলে, তাহাকে দন্তপুপ্পুটক রোগ কহে। ইহাতে বেদনা কিম্বা লালা স্রাব হয় না। এই রোগ কফজনিত।

দন্তবেষ্ট রোগে,—দন্ত চালিত হয় (নড়ে) এবং দন্তের গোড়া হইতে রক্ত ও পূঁজ স্রাব হইয়া থাকে। এই রোগ দুষ্ট রক্তজনিত।

শৈশির রোগে,—দন্তমূলে শোথ, বেদনা এবং দন্তমূল হইতে লালা নির্গত হয়। এই রোগ কফ রক্তজনিত। যে শৈশিররোগে, দন্ত সকল দন্তবেষ্ট হইতে চালিত হয় এবং তালু দন্ত এবং ওষ্ঠে বিদীর্ণসম বেদনা জন্মে, তাহাকে মহা-শৈশির রোগ বলে। এই রোগ ত্রিদোষজনিত। ভোজমুনি কহিয়াছেন, এই রোগে সপ্তরাত্র মধ্যে প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পরিদর রোগে,—দন্তমাংস শীর্ণ (বিদীর্ণ) এবং শোণিত নিষ্ঠীবন হয়। এই রোগ কফ রক্ত এবং পিত্তজনিত।

উপকুশরোগে,—দন্তবেষ্টে দাহ এবং পূঁজ জন্মিয়া থাকে, দন্ত লোহিত এবং মন্দ মন্দ বেদনা বিশিষ্ট হয়, আঘাত প্রাপ্ত হইলে রক্তস্রাব করে, রক্তস্রাব হইলে দন্তের মাঢ়ী স্ফীত হয় এবং মুখে দুর্গন্ধ জন্মে। এই রোগ পিত্ত এবং রক্তজনিত।

বৈদর্ভরোগ,—দাঁতনাদি দ্বারা দন্তমাংস আঘাতিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে দন্তের মাঢ়ী অত্যন্ত দাহ বিশিষ্ট এবং দন্ত চালিত হয়। ইহা অভিঘাতজনিত।

বায়ু দ্বারা তীব্র বেদনার সহিত অতিরিক্ত দন্ত উদ্ভব হইলে, খলিবর্দ্ধন রোগ কহে। সম্পূর্ণভাবে দন্ত বহির্গত হইলে রোগ উপশম হয়।

দন্তাশ্রিত বায়ু ক্রমশঃ বিষম বিকটাকৃতি দন্ত উৎপাদন করিলে, (দন্তের উপর দন্ত উঠিলে) তাহাকে করালদন্ত বলে। এই রোগ অসাধ্য।

অধিকমাংসকরোগে,—হনুর পশ্চাতস্থিত দন্তে (জ্ঞান দন্তে) মহাশোথ, বেদনা এবং লালাস্রাব হইয়া থাকে। এই রোগ কফজনিত।

দন্তমূলে নাড়ীব্রণ নিদানোক্ত পাঁচপ্রকার নালী উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার লক্ষণ ব্রণ লিঙ্গসম জানিতে হইবে।

দন্তগত রোগ।

দন্তরোগ সাত প্রকার। যথা—দালন কিম্বা দন্তশূল, কৃমিদন্তক, ভঞ্জনক, দন্তহর্ষ, দন্তশর্করা, কাপালিকা এবং শ্যাবদন্তক।

দালন কিম্বা দন্তশূলরোগে,—দন্ত অত্যন্ত বিদীর্ণ সম বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগ বাতজ।

কৃমিদন্তক রোগে,—দন্ত চালিত এবং দন্ত মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র দেখা যায় এবং ঐ ছিদ্র হইতে স্রাব নির্গত হয় এবং দন্তমূলে শোথ এবং বেদনা উৎপন্ন হয়, ঐ বেদনা অনিমিত্ত (অভিঘাত ব্যতীত) হইয়া থাকে। এই রোগ বাতজনিত।

ভঞ্জনকরোগে,—দন্তভঙ্গ এবং মুখ বাঁকিয়া যায়। এই রোগ কফবাতজনিত। দন্তহর্ষরোগে,—দন্তে শীতল, রুক্ষ এবং অম্লদ্রব্য সংলগ্ন এবং বাতস্পর্শ অসহ্য বোধ হইয়া থাকে। এই রোগ বাতপিত্তজনিত।

দন্তশর্করা রোগে,—দন্তগত মল বাত কফ দ্বারা শুষ্ক শর্করার সম খরস্পর্শ হইয়া থাকে। এই রোগ বাত কফজনিত।

কাপালিকা রোগে,—দন্তবল্কল শর্করাবৃত হইয়া উহার সহিত বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগে দন্তনাশ হয়।

শ্যাবদন্ত রোগে,—শোণিত মিশ্রিত পিত্তের দ্বারা দন্ত সকল বিবিধ প্রকারে দগ্ধীভূত হইয়া শ্যাব কিম্বা নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জিহ্বাগত রোগ।

জিহ্বা রোগ পাঁচ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, অলাস এবং উপজিহ্বিকা। বাতদুষ্ট জিহ্বা ঈষৎ বিদীর্ণ, রস বোধহীন এবং সেগুণপত্রের সম খরস্পর্শ কণ্টকাবৃত হয়।

পিত্তদুষ্ট জিহ্বা, দাহযুক্ত হয় এবং উহার উপরে রক্তবর্ণ কণ্টক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কফদুষ্ট জিহ্বা স্থূল এবং ভারি হয় ও শিমুল কাঁটার সম মাংসাঙ্কুর দ্বারা আবৃত থাকে।

অলাস রোগে,—জিহ্বার উপরে কফ রক্ত দুষ্ট হইলে শোথ উৎপাদন করে। এই রোগ প্রবৃদ্ধ হইলে জিহ্বাকে স্তম্ভ এবং জিহ্বামূলে পূঁজ উৎপাদন করে।

উপজিহ্বিকা রোগে,—জিহ্বার নীচে কফ রক্তজনিত জিহ্বার অগ্রভাগ সম শোথ জন্মে, ইহাতে লালাস্রাব, কণ্ডু, দাহ এবং জিহ্বা উন্নত হইয়া থাকে।

তালুমূলগত রোগ।

তালুমূলগত রোগ চারি প্রকার। যথা—গলশুণ্ডি বা গলস্ত তুণ্ডীকেরী, অধ্রুষ বা ধ্রুষ এবং কচ্ছপ।

গলশুণ্ডিরোগে,—রক্ত এবং কফজনিত তালুমূল দীর্ঘাকৃতি বায়ুপূরিত চর্ম্মপুট (মশক) সম শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাতে কাস শ্বাস এবং পিপাসা হইয়া থাকে।

তুণ্ডকেরী রোগে,—তালুমূলে কফ এবং রক্তজনিত বনকার্পাস ফল সম স্থূলাকৃতি, দাহ, বিদ্ধনসম বেদনা বিশিষ্ট এবং পাকযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়।

অধ্রুষ কিম্বা ধ্রুষ রোগে,—তালুমূলে রক্তজনিত রক্তবর্ণ, তীব্র বেদনা বিশিষ্ট অল্প শোথ জন্মে। এই রোগে জ্বর উৎপন্ন হয়।

কচ্ছপরোগে,—তালুমূলে কফজনিত বেদনাহীন কচ্ছপাকৃতি, দীর্ঘকালজনিত শোথ উৎপন্ন হয়।

তালুগত রোগ।

তালুগত রোগ পাঁচ প্রকার। যথা—তাল্বর্ব্বুদ, মাংসসংঘাত; তালুপুপ্পুট তালুশোষ এবং তালুপাক।

তাল্বর্ব্বুদ রোগে,—তালুমধ্যে রক্তজনিত পদ্মকর্ণিকা সম এবং রক্তার্ব্বুদ রোগের লক্ষণ-যুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়।

মাংস সংঘাত রোগে,—তালুমধ্যে কফজনিত বেদনাশূন্য মাংসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তালুপুপ্পুট রোগে,—তালুমূলে মেদো বিশিষ্ট কফজনিত, কুল ফলের সম বেদনা বিহীন স্থায়ী শোথ উৎপন্ন হয়।

তালুশোষ রোগে,—উগ্রশ্বাস এবং তালুতে অতিশয় শোষ ও বিদীর্ণ সম বেদনা বিশিষ্ট হয়। ইহা বাতজনিত রোগ।

তালুপাক রোগে,—পিত্তজনিত তালুদেশে ঘোরতর পাক উৎপন্ন হয়

কণ্ঠাগত এবং গলগত রোগ।

কণ্ঠগত এবং গলগত রোগ চতুর্দ্দশ প্রকার। যথা—রোহিণী, কণ্ঠশালুক, অধিজিহ্বা, বলয়, বলাসসঙ্গ, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, শীলাঘিসঙ্গ, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, শরম, মাংসতান এবং বিদারি।

রোহিণী রোগে,—কুপিত বায়ু পিত্ত কফ এবং শোণিত কণ্ঠাভ্যন্তরের মাংসকে দূষিত করত কণ্ঠাবরোধকারী মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে।

রোহিণী রোগ পাঁচ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং রক্তজ।

বাতজ রোহিণী রোগে,—জিহ্বার চতুষ্পার্শ্বে কণ্ঠরোধক অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি বাতজ উপদ্রব সকলে মস্যাস্তম্ভাদির দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হয়।

পিত্তজ রোহিণী,—দাহ এবং পাকযুক্ত হয় এবং আশু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই রোগে অত্যন্ত তীব্র জ্বর উৎপন্ন হয়।

কফজ রোহিণী রোগে,—মাংসাঙ্কুর সমস্ত উন্নত অচল এবং স্থির হইয়া থাকে এবং কণ্ঠস্রোত রোধ করে।

সান্নিপাতিক রোহিণী রোগে,—পূর্ব্বোক্ত বাতাদি তিন প্রকার মিলিত লক্ষণ দেখা যায়। মাংসাঙ্কুর সমস্ত গম্ভীর পাকযুক্ত হয় এবং চিকিৎসার দ্বারা কোন উপকার উপলব্ধি হয় না।

রক্তজ রোহিণী রোগে,—জিহ্বামূলে স্ফোটক সমূহ উৎপন্ন হয় এবং পিত্তজ রোহিণী রোগের লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। এই রোগ সাধ্য।

কণ্ঠশালুক রোগে,—কফজ কুলের আঁঠির পরিমাণ খর স্থির এবং কণ্টকযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। এই রোগ অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

অধিজিহ্বা রোগে,—জিহ্বামূলের উপরে শোণিত মিশ্রিত কফজ জিহ্বার অগ্রভাগ সম শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা পাকিলে অসাধ্য জানিতে হইবে।

বলয় রোগে,—গলমধ্যে কফজ বিস্তৃত উন্নত এবং অন্নবহা নাড়ীরোধক শোথ উৎপন্ন হয়। এই রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে।

বলাসসঙ্গ রোগে,—গলমধ্যে বাতজ এবং কফজ বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা শ্বাস ও হৃদয়ের পীড়া জন্মে। এই রোগকে দুঃসাধ্য জানিতে হইবে।

একবৃন্দ রোগে,—গলমধ্যে কফরক্তজ কঠিন বর্ত্তুলাকার উন্নত শোথ জন্মে, ইহা অল্প দাহ ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে, পাকে না।

বৃন্দ রোগে,—একবৃন্দরোগের সম সমুন্নত বর্ত্তুলাকৃতি শোথের সহিত তীব্রজ্বর এবং দাহ উৎপন্ন হয়। এই রোগ পিত্তরক্তজনিত। ইহাতে সূচী-বিদ্ধন সম বেদনা হইলে বাতজনিত জানিতে হইবে।

শতঘ্নী রোগে,—গলমধ্যে নানারূপ বেদনা বিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর দ্বারা বাহুল্যরূপে আচিত বর্ত্তিসম কঠিন শোথ উৎপন্ন হয়। এই রোগ ত্রিদোষজ, কণ্ঠরোধ করিয়া রোগীর জীবন নষ্ট করে। এই রোগের আকৃতি শতঘ্নী সম কণ্টকাবৃত শিলার সম, তজ্জন্য এই রোগকে শতঘ্নী কহে।

শিলাষসঙ্গরোগে,—গলমধ্যে আমলকী ফলের আঁটির সম স্থির এবং অল্প বেদনাযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। এই রোগে সর্ব্বদা আহারীয় দ্রব্য যেন গলার মধ্যে সংলগ্ন আছে এমন অনুভব হইয়া থাকে। এই রোগকে কফরক্তজনিত জানিতে হইবে। এই শিলাষসঙ্গ রোগ অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে।

গলবিদ্রধিরোগে,—সমস্ত গলার মধ্যে নানারূপ বেদনা বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয়। এই রোগ ত্রিদোষজ এবং সান্নিপাতিক বিদ্রধির সম লক্ষণযুক্ত জানিতে হইবে।

গলৌঘরোগে,—গলমধ্যে মহাশোথ উৎপন্ন হইয়া উদান বায়ুর গতি রোধ করে, ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত এবং তীব্র জ্বর হয়। এই রোগ কফ রক্তজনিত জানিতে হইবে।

শরঘ্নরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি অস্থির হইয়া সর্ব্বদা শ্বাস পরিত্যাগ করে, অন্যপ্রকার স্বর এবং শুষ্ককণ্ঠ হয়, কোন বস্তু গলায় করিতে পারে না এবং বায়ুর স্রোত সমস্ত কফদ্বারা আবৃত অনুভব হইয়া থাকে। এই রোগ বাতজনিত জানিতে হইবে।

মাংসতান রোগে,—কণ্ঠদেশে বিস্তৃত লম্বিত কষ্টজনক শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ গলরোধ করে। এই রোগ ত্রিদোষজনিত এবং অসাধ্য।

বিদারিরোগে,—গলা এবং মুখের ভিতরে তাম্রবর্ণ, দাহ এবং বিন্ধন সম বেদনা বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয় এবং সেই শোথ হইতে দুর্গন্ধ পচা মাংস খসিয়া পড়ে। এই রোগকে পিত্তজ জানিতে হইবে।

বিদারিরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি যে পার্শ্বে শয়ন করে, প্রায় সেই পার্শ্বেই শুইয়া থাকে। এই রোগে মাংস বিদারিত হয় বলিয়া ইহাকে বিদারিত্ত কহে।

সর্ব্বসরাগত রোগ।

সর্ব্বসরাগত রোগে,—সমুদায় মুখ (অর্থাৎ জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু কণ্ঠাদি সপ্তাবয়ব) ব্যাপিয়া স্ফোটক কিম্বা ফুসকুড়ি উৎপন্ন হয়। এই রোগ ত্রিবিধ। যথা—বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ।

বাতজ সর্ব্বসরাগত রোগে,—স্ফোটক সকল বিন্ধন সম বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তজরোগে,—স্ফোটক সমূহ বিরল রক্ত কিম্বা পীতবর্ণ এবং দাহ বিশিষ্ট হয়।

কফজ রোগে,—স্ফোটকগুলি দেহের সমবর্ণ, কণ্ডু এবং অল্প বেদনাযুক্ত হয়।

মুখরোগের অসাধ্য লক্ষণ।

ওষ্ঠগতরোগে,—মাংসজ, রক্তজ এবং ত্রিদোষজ রোগ অসাধ্য। দন্তবেষ্টগত রোগে,—ত্রিদোষজ নাড়ী এবং মহা শৈশির রোগ অসাধ্য। দন্তগতরোগে,—শ্যাবদন্ত দালন এবং ভঞ্জন অসাধ্য। জিহ্বাগতরোগে,—অলাস অসাধ্য, তালুগত রোগে,—তালুর্ব্বুদ

অসাধ্য। কণ্ঠগত রোগে, স্বরঘ্ন, বলয়, বৃন্দ, বলাস, বিদারী, গলৌঘ, মাংসতান, শতঘ্ন এবং সান্নিপাতিক অসাধ্য। এই উনবিংশতি রূপ মুখরোগ চিকিৎসা বিফল হইয়া থাকে।

মুখরোগ সমাপ্ত।

মুখরোগাদির চিকিৎসা।

বাতজ ওষ্ঠ রোগ,—মৃদু প্রলেপ বাতঘ্ন ঔষধ, সিদ্ধ তৈলের নস্য, স্বেদ, অভ্যঙ্গ ও ঘৃতাদি পান ব্যবস্থেয়।

পিত্তজ ওষ্ঠরোগে,—বমন, বিরেচন, তিক্তপান, মাংসযুষাদি সেবন, শীতল প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে।

কফজ ওষ্ঠরোগে,—রক্তমোক্ষণ করিয়া নস্য, ধূম স্বেদ ও কবল ধারণ এই সকল ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুথা, বরাক্রান্তা, আকনাদি, চই এবং হরিদ্রা; এই সমুদায় চূর্ণ দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে, রক্তস্রাব কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয়।

বকুলের ছাল দন্তে চর্ব্বণ করিলে দন্ত দৃঢ় হয়।

নীল ঝাঁটি পত্রের কাথের গণ্ডুষে এবং তিল ও বচ চর্ব্বণে দাঁতনড়া নিবারিত হয়।

মধু পিপুলচূর্ণ ও ঘৃত একত্রে মিলিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিবারিত হয়।

দন্তবেষ্টে ক্ষত হইলে, লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষাচূর্ণ মধুর সহিত ক্ষতস্থানে ঘর্ষণে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

অধিমাংস রোগে,—পটলপত্র, নিম্বপত্র ও ত্রিফলার কাথে ক্ষতস্থান ধৌত করতঃ নস্য ও বিরেচক, ধূম সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

দন্তনালী রোগে,—নাড়ীব্রণোক্ত চিকিৎসা বিধেয়।

জাতিপত্র, মদনছাল, কটকী ও বইচির কাথ এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধুর সহিত পক তৈল দ্বারা দন্তনালী নিবারিত হয়।

হিং উষ্ণ করিয়া দন্তে দিলে ক্রিমিদন্ত রোগ নিবারিত হয়।

জিহ্বায় জড়তা হইলে, মানভস্ম, সৈন্ধব ও তৈল দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ এবং জামির লেবু প্রভৃতি অম্ল দ্রব্য অম্ল শীজের আঠার সহিত চর্ব্বণ করিবে।

কাঁকড়ার পা দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা মর্দ্দন করিলে দন্ত শব্দ নিবারিত হয়।

ঐরূপ কাঁকড়ার পা বাটীয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ উপশমিত হয়।

কাঁকড়ার দুইখানা পা বাটিয়া দুগ্ধে পাক করিয়া রাত্রে পাদদ্বয়ে লেপন করিলে দাঁত কড়মড়ানি নিবারিত হয়।

তালুপাকে,—পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

তালুশোষে,—স্নেহ, স্বেদ ও বায়ুনাশক চিকিৎসা আবশ্যক।

হরিতকীর-কাথ মধুর সহিত অথবা কটকী, আতইচ, দারুহরিদ্রা, মুথা ও ইন্দ্রযব সমভাগে গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কণ্ঠরোগ নষ্ট হয়।

কালক চূর্ণ।

ঝুল, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, চই, ত্রিফলা, লৌহ ও চিতামূল; এই সমুদায় সমভাগ চূর্ণ উত্তমরূপে মিলিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, দন্ত, মুখ ও গলসম্বন্ধীয় পীড়া উপশমিত হয়।

দারুহরিদ্রার কাথ ঘনীভূত করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে মুখরোগ, রক্তদোষ এবং নাড়ীব্রণ নষ্ট হয়।

দশন সংস্কার চূর্ণ।

শুঁঠি, হরিতকী, মুথা, খদির, কর্পূর, গুবাকভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও গুড়ত্বক, প্রত্যেক সমভাগ, ঝুলখড়িচূর্ণ সর্ব্ব সমান। এই চূর্ণ ব্যবহারে দন্তরোগ উপশমিত হয়।

খদির বটীকা।

খদির ১২॥০ সের, গুয়েবাবলার ছাল ৩১।০ সের, জল ২১৬ সের, শেষ। এই কাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাকার্থ চড়াইবে। ঘনীভূত হইলে, এলাইচ, বেণামূল শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, অনন্তমূল, তমালছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, লৌহ, যষ্টিমধু, মরাক্রান্তা, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, ধাইফুল, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, গিরিমাটি দারুহরিদ্রা, কটফল, চাকুন্দাবীজ, লোধ; বটেরঝুরি, দুরালভা, জটামাংসী, হরিদ্রা, রাস্না ও দারুচিনি; প্রত্যেক ২ দুই তোলা। কাকুলী, জায়ফল, জইত্রী এবং লবঙ্গ; প্রত্যেক ৮ আট তোলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। শীতল হইলে কর্পূর অর্দ্ধ সের মিলিত করিয়া কলাই প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা শুষ্ক করিয়া মুখে ধারণ করিলে, গলা, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালু সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার রোগ নষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধ সুরস, দন্ত সকল দৃঢ় এবং জিহ্বার জড়তা নিবৃত্তি হইয়া আহারে প্রবৃত্তি জন্মে।

মুখরোগহর রস।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও শিলাজতু ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য গোমূত্র, আকন্দপত্ররস, জাতিপত্ররস, নিম্বপত্ররস ও জলপিপ্পলী রসে ৭ সাতবার করিয়া মর্দ্দন

৮ আট রতি প্রমাণ বটী। এই বটী মুখে ধারণ এবং জল পিপ্পলীর কল্ক দ্বারা মুখ ঘর্ষণ করিলে মুখরোগ আরোগ্য হয়।

দন্তকাষ্ঠ, স্নান, অম্লদ্রব্য, মৎস্য, অনুপমাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই, রুক্ষান্ন, কঠিন ভোজন, অধোমুখে শয়ন, গুরু ও কফজনক দ্রব্য ভক্ষণ ও দিবসে নিদ্রা, এই সকল মুখরোগে নিষিদ্ধ।

মুখরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

কর্ণস্রোত রোগ।

কর্ণবিবরগত বায়ু বিপরীতরূপে সর্ব্বতোভাবে বিচরণ করিয়া কর্ণমূল রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে যেহেতু বাত পিত্ত রক্তাদি দোষ সকল আবৃত হয়, সেই লিঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কর্ণস্রোতে,—বায়ু অবস্থিতি করিলে, ভেরি মৃদঙ্গ, শঙ্খাদির সম নানাপ্রকার শব্দ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি শ্রবণ করিতে থাকে। ইহাকে কর্ণনাদ রোগ কহে। যৎকালে শব্দবহ বায়ু স্বয়ং কিম্বা কফের সহিত কর্ণস্রোতকে আবৃত করিয়া স্থিতি করে, তৎকালে রোগী বধির (কালা) হয়। এই রোগকে বাধীর্য্য কহে। বায়ু পিত্তাদির সহিত সংসৃষ্ট হইয়া কর্ণস্রোত রোধ করিলে কর্ণ মধ্যে বংশীর ধ্বনির সম শব্দ হইতে থাকে। এই রোগকে কর্ণক্ষেড় কহে। মস্তকে আঘাত, কিম্বা জলে নিমজ্জন অথবা বিদ্রধিরোগ জন্য দূষিত বায়ু দ্বারা কর্ণ পীড়িত হইয়া যে পূঁজ-স্রাবিত হয় তাহাকে কর্ণস্রাব কহে।

বায়ু কফ সংযুক্ত হইয়া যে কণ্ডু উৎপাদন করে, তাহাতে পিত্তাগ্নি দ্বারা কফ শুষ্ক হইয়া কর্ণগুথ (কাণের খোল) জন্মায়; সেই কর্ণগুথ যখন স্নেহস্বেদ দ্বারা দ্রব হইয়া মুখ ও নাসিকারন্ধ্র দিয়া নির্গত হয়, তখন তাহাকে কর্ণপ্রতিনাহ রোগ বলা যায়। এই রোগে মস্তকের অর্দ্ধাবভেদ (আদকপালে) বেদনা হয়। কর্ণে ক্ষত হইয়া ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, কিম্বা উহাতে মক্ষিকাদি কীট ডিম পাড়িলে ক্রিমিকর্ণিক রোগ কহে।

পতঙ্গাদি কিম্বা শতপদী (কাণকোটারী) কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে রোগীকে অতিশয় অস্থির এবং ব্যাকুল ও কর্ণে বেদনা ও ফর্‌ফর্‌ শব্দ উৎপাদন করে। কীটের সঞ্চরণে তীব্রবেদনা এবং উহারা স্থির থাকিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

দোষ প্রকোপ হেতু কিম্বা ক্ষত বা অভিঘাত জন্য কর্ণে বিদ্রধি রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে বিদ্ধন সম বেদনা, দাহ, উত্তাপ এবং রক্ত পীত অথবা অরুণবর্ণ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

কর্ণবিদ্রধি পক্ক হইলে,—কর্ণে জল প্রবেশ করিলে কিম্বা পিত্ত দূষিত হইলে, ক্লেদজনক দুর্গন্ধ কর্ণপাক রোগ উৎপন্ন হয়।

কর্ণ হইতে পূতিগন্ধ পূঁয স্রাব হইলে, পূতিকর্ণক রোগ কহে।

পূর্ব্বোক্ত রোগ ভিন্ন কর্ণে নানারূপ শোথ, অর্ব্বুদ এবং অর্শ জন্মে, উহাদের প্রকার ভেদ এবং লক্ষণ ঐ সকল রোগের নিদান দেখিলে জানিতে পারা যায়।

চরকোক্ত কর্ণরোগ চারি প্রকার। বাতজ কর্ণরোগে,—বধিরতা, কর্ণনাদ, তীব্র বেদনা, কর্ণমূলে শুষ্কতা কিম্বা তরল স্রাব নির্গত হয়। পিত্তজ কর্ণরোগে—রক্তবর্ণ শোথ, দাহ, বিদারণ সম বেদনা এবং কর্ণশোথ হইতে পীতবর্ণ পূতিগন্ধ স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে। কফজ কর্ণরোগে,—কর্ণে বিরুদ্ধ শ্রবণ, অল্প বেদনা এবং কণ্ডুবিশিষ্ট স্থির শোথ উৎপন্ন হয় এবং শুভ্রবর্ণ স্নিগ্ধ স্রাব নিঃসৃত হয়। সান্নিপাতিক কর্ণ রোগে,—পূর্ব্বোক্ত তিনের সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং যে দোষ অতিশয় প্রবল থাকে, সেই বর্ণের স্রাব নিঃসৃত হয়।

কর্ণপালি রোগে,—কর্ণপালির ছিদ্র ক্রমশ বর্দ্ধন না করিয়া এককালে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে, পালির মৃদুত্ব জন্য বেদনা বিশিষ্ট কৃষ্ণ অরুণবর্ণ শুষ্ক শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ বাতজ জানিতে হইবে। ইহাতে চর্ম্ম বিদারিত হয় বলিয়া ইহাকে পরিপোটক রোগও বলা যায়।

কর্ণে ভারি অলঙ্কার ধারণ করিলে কিম্বা অতিশয় তাড়ন অথবা ঘর্ষণাদি জন্য কর্ণপালিতে শ্যাব কিম্বা রক্তবর্ণ, দাহ এবং বেদনা বিশিষ্ট পাকবান শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগকে কর্ণোৎপাত কহে। ইহাকে রক্তপিত্তজ জানিতে হইবে।

যে মনুষ্য বলপূর্ব্বক কর্ণবর্দ্ধন করে, তাহা কুপিত বায়ু কফকে দুষ্ট করত পালিতে কণ্ডু বিশিষ্ট অল্প বেদনাযুক্ত এবং শুষ্ক শোথ উৎপাদন করে, ইহাকে উন্মন্থক রোগ কহে। এই রোগ বাত, কফজনিত।

বালকগণের কর্ণবেধে ছিদ্র ভালরূপ না হইলে, পালিতে কণ্ডু দাহ এবং বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহা পক হইয়া থাকে। এই রোগকে দুঃখবর্দ্ধন কহে। ইহাকে ত্রিদোষজনিত জানিতে হইবে।

দুষ্ট কফ রক্ত এবং ক্রিমি কর্ণপালিতে সর্ষপাভ বিসর্পবান, কণ্ডু দাহ ও বেদনা বিশিষ্ট পীড়কা উৎপাদন করে। এই রোগ বিসর্প রোগের সম হইয়া সমুদায় কর্ণকে আচ্ছাদন করে, পরে শুষ্কুলী এবং পালিকে লেহ (মাংসশূন্য করে) তজ্জন্য এই রোগকে পরিলেহী কহে।

কর্ণরোগ সমাপ্ত।

কর্ণরোগের চিকিৎসা।

আদা, মধু, সৈন্ধব এবং তৈল; এই সমুদায় উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিলে বেদনা নিবারিত হয়।

কপিত্থপত্র রস, টাবালেবুর রস ও আদার রস; ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

কর্ণ বেদনায় সমুদ্রফেণ চূর্ণ করিয়া কর্ণে দিলে আরোগ্য হয়।

রশুন, আদা, সজিনাছাল, মূলা ও কদলীর রস, ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কানে পূরণ করিলে যাতনা নিবারিত হয়।

আদা, হুড়হুড়ে, সজিনা কিম্বা মূলার রস, মধু, তৈল ও লবণের সহিত কানে দিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

সজিনার রস তিল তৈলের সহিত মিলিত ও উত্তপ্ত করিয়া কানে পূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

গোমূত্র প্রভৃতি অষ্টপ্রকার মূত্রে কোন মূত্র ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া কানে পূরণ করিলে কর্ণশূল শাম্য হয়।

আকন্দপত্রের পুটে সিজপত্র ঝলসাইয়া তাহার ঈষৎ উত্তপ্ত রস কানে পূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

পক্ক আকন্দপত্রে ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহার রস নিপীড়ন করিয়া কানে প্রবেশ করাইলে, কর্ণশূল ও তজ্জনিত বেদনা উপশমিত হয়।

তীব্রশূল, শব্দ এবং ক্লেদ বিশিষ্ট কর্ণে সৈন্ধব চূর্ণ সহিত উষ্ণ ছাগমূত্র কানে পূরণ করা কর্ত্তব্য।

হিং, ধনিয়া ও শুঁঠ; এই সকল সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া কানে পূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

কর্ণনাদ এবং কর্ণক্ষেড় রোগে,—কানে কটুতৈল পূরণ করিবে। বধিরতা ও কর্ণনাদে খ্যাত শূলোক্ত ঔষধ প্রযোজ্য।

হরিতাল গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া কানে দিলে কানপাকা ভাল হয়।

কচি আম্রপত্র, জামপত্র, কয়েতবেলপত্র, কার্পাসফল ও আদা; এই সমুদায় রস মধু মিশ্রিত করিয়া কানে দিলে কান হইতে পূঁয পড়া নিবারিত হয়।

কটুতৈলে শামুকের মাংস সিদ্ধ করিয়া কানে পূরণ করিলে প্রবল কর্ণশূল ও পূয নিঃসরণ আরোগ্য হয়।

কেবল ছাগীমূত্র কানে দিলে প্রবল যাতনা এবং কর্ণস্রাব আরোগ্য হয়।

কর্ণ রোগে।

দশমূলী তৈল, অপামার্গ তৈল, বিল্বতৈল প্রযোজ্য।

কর্ণ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

নাসা রোগ।

অপীনস বা পীনস নাসারোগে,—নাসিকা বদ্ধ, শুষ্ক, সন্তাপযুক্ত এবং কফদ্বারা আর্দ্র হইয়া থাকে এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি ঘ্রাণ ও রসবোধ করিতে অশক্ত হয়। এই রোগ বাত-শ্লেষ্মজনিত। ইহা প্রতিশ্যায় রোগের লক্ষণ সম হয়।

পূতিনস্ত নাসারোগে,—গলাতে এবং তালুমূলে কফ পিত্ত রক্ত বিদগ্ধ জন্য পূতিভাব প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে নীত হয় এবং বায়ু সেই পূতিকে মুখ ও নাসিকায় আনয়ন করে।

নাসাপাক নাসারোগে,—ঘ্রাণাশ্রিত পিত্ত দুষ্ট হইয়া নাসিকাতে বহু সংখ্যক ব্রণ উৎপাদন করে, ঐ সমস্ত ব্রণ অতিশয় পক্ক হইয়া দুর্গন্ধ ক্লেদ নিঃসরণ করে।

পূঁজরক্ত নাসা রোগে,—পিত্ত এবং রক্তের আধিক্য জন্য কিম্বা কপালে লগুড়াদি আঘাত জন্য কিম্বা আহার হেতু নাসিকা হইতে রক্ত এবং পূঁজ স্রাব হইয়া থাকে।

ক্ষবথু নাসারোগে,—নাসাপুটদ্বয় দুষ্ট হইলে ঘ্রাণাশ্রিত বায়ু কফকে পশ্চাৎ করিয়া অতিশয় শব্দের সহিত নাসিকা হইতে নির্গত হইতে থাকে।

আগন্তুজ ক্ষবথু নাসারোগে,—তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ, কটু দ্রব্য অতিসেবন, সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিকরণ কিম্বা সূত্রাদি দ্বারা কফ বিলয়ন ভাব হেতু নাসিকাস্থিত তরুণাস্থিত ও মর্ম্মস্থান চলিত হইলেই মনুষ্যের হাঁচি হইয়া থাকে।

ভ্রংশথু নাসারোগে,—পূর্ব্ব সঞ্চিত ঘন লবণ রসযুক্ত এবং বিদগ্ধ কফ মূর্দ্ধাদেশে সূর্য্য কর্তৃক তাপিত হইয়া গলিয়া পড়ে।

দীপ্তনামা নাসারোগে,—নাসিকা প্রজ্জ্বলিত সম এবং অতিশয় দাহ বিশিষ্ট এবং উহা হইতে বায়ু ধূমের সম নির্গত হয়।

প্রতীনাহ নাসা রোগে,—কফ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া নাসারন্ধ্র বদ্ধ করে।

নাসাস্রাব রোগে,—নাসিকা হইতে তরল কিম্বা ঘন পীত কিম্বা শুক্লবর্ণ কফ নির্গত হয়।

নাসাপরিশোষ রোগে,—ঘ্রাণাশ্রিত স্রোত সমস্ত বায়ু দ্বারা অত্যন্ত প্রতপ্ত এবং পরিশুষ্ক হয় তজ্জন্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে।

আম অর্থাৎ অপক্ক এবং পক্ক পীনস রোগের পৃথক পৃথক লক্ষণ।

আম-পীনস রোগে,—মস্তক ভার, অরুচি, অস্পষ্ট স্বর এবং সর্ব্বক্ষণ তরল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

পক্ক-পীনস রোগে,—আম লিঙ্গযুক্ত কফ গাঢ় হইয়া নাসারন্ধ্রে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে এবং স্বর ও বর্ণ পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

প্রতিশ্যায় রোগ,—মলমূত্রের বেগ ধারণ, অজীর্ণ, অধিক বাক্য কথন, ক্রোধ, শোক, ঋতুর বৈষম্য, শিরস্তাপ, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, তুষার ও শীতল জল ব্যবহার, মৈথুন এবং নাসিকা মধ্যে রজ ও ধূমের প্রবেশ এবং বিবিধ দোষ বন্ধনকারী হেতু অন্য স্বস্থানস্থিত সঞ্চিত রক্ত এবং বাতাদি দোষত্রয় পৃথক কিম্বা সান্নিপাতিকরূপে কুপিত হইয়া মূর্দ্ধাতে গমন করত ঘনীভূত হইলে বায়ু বৃদ্ধি হইয়া সন্ত প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে। এই রোগের প্রারম্ভে হাঁচি, মস্তক ভার, অঙ্গমর্দ্দন, গাত্রগুরুতা, রোমহর্ষ এবং তালুদাহাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বাতিক প্রতিশ্যায় রোগে,—নাসা-বিবদ্ধ এবং আচ্ছাদিতের সম অনুভব এবং উহা হইতে তরল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। গলা তালু এবং ওষ্ঠে শোথ, শঙ্খদ্বয়ে তোদন সম বেদনা, অত্যন্ত হাঁচি, মুখ বিরস এবং স্বরভঙ্গ হয়।

পৈত্তিক প্রতিশ্যায় রোগে,—নাসিকা হইতে উষ্ণ, ঈষৎ পীতবর্ণ স্রাব নির্গত হয়; শরীর উষ্ণ, কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি উত্তপ্ত ধূম সম পদার্থ সহসা বমন করে।

কফজ প্রতিশ্যায় রোগে,—নাসা হইতে শীতল পাণ্ডুবর্ণ কফ অধিক পরিমাণে নিষ্ক্রান্ত হয়, ত্বক এবং অক্ষি শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে, মস্তক, কণ্ঠতালু ও ওষ্ঠযুগল কণ্ডুবিশিষ্ট এবং মস্তক ভারাক্রান্ত হয়।

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায় রোগ,—পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইয়া সহসা নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং উহার স্রাব কখন পক্ক কখন অপক্ক হইয়া থাকে, নাসিকা বারবার শুষ্ক কিম্বা ক্লেদযুক্ত বিবদ্ধ কিম্বা বিকৃত হয়; নিশ্বাস দুর্গন্ধ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট হয়। এই প্রকার দুষ্ট প্রতিশ্যায় রোগকে কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিতে হইবে।

রক্তপ্রতিশ্যায় রোগে,—নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব ও নেত্র রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, মুখ এবং নিশ্বাসে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়, রোগাক্রান্তব্যক্তির ঘ্রাণশক্তি বিলোপ হয় এবং উরোঘাত রোগ দ্বারা প্রপীড়িত হয়।

সর্ব্বরূপ প্রতিশ্যায় রোগে,—চিকিৎসিত না হইলে ক্রমশঃ দুষ্ট এবং অসাধ্য হইয়া নাসিকাতে শ্বেত স্নিগ্ধ এবং সূক্ষ্ম ক্রিমি উৎপন্ন হয় এবং ক্রিমিজাত শিরোরোগের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পীনসরোগ বাড়িয়া উঠিলে,—বধিরতা, ঘ্রাণশক্তিহীনতা, অন্ধতা এবং অপর অপর ভয়ানক চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য, কাস এবং শোথ হয়। উপরোক্ত রোগ ভিন্ন নাসিকারোগে সাতবার অর্ব্বুদরোগ, চারিপ্রকার শোথ এবং চারি প্রকার অর্শ এবং চারি প্রকার রক্তপিত্তরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।

নাসা রোগের চিকিৎসা।

সকল প্রকার পীনসরোগে,—বায়ুশূন্য গৃহে অবস্থান, স্নেহ, স্বেদ, ধূম ও গণ্ডূষ ব্যবস্থেয়।

ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল; অম্লবেতস, চই ও কৃষ্ণজীরা; প্রত্যেক ১ তোলা এলাইচ, তেজপত্র ও গুড়ত্বক, প্রত্যেক ।০ চারি আনা, পুরাতন গুড় ৯॥০ সাড়ে নয় তোলা, একত্রে মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে পীনস শ্বাস এবং কাসরোগ আরোগ্য এবং রুচি ও স্বর বর্দ্ধিত হয়।

নাসা হইতে পূঁজ এবং রক্তস্রাবে রক্তপিত্ত-নাশক কষায় ও নস্যাদি প্রয়োগ করিবে।

শয্যায় শয়ন করিয়া অধিক পরিমাণে শীতল জল পানে পীনস রোগের উপশম হয়।

গুড়ের সহিত মরিচ, দধি ও অম্ল ভোজন করিলে কফের পরিপাক হইয়া প্রতিশ্যায় রোগের উপশম হয়।

পিপুল, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ, সমভাগ চূর্ণ মিলিত করিয়া নস্য করিলে প্রতিশ্যায় রোগ আরোগ্য হয়।

ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষারস, কটফল, ত্রিকটু, বচ, সজিনাছাল ও বিড়ঙ্গ; এই সকল চূর্ণ দ্বারা নস্য করিলে, প্রতিশ্যায় পীনস রোগ উপশমিত হয়। দূর্ব্বার রস নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

দাড়িম্ব পুষ্প নির্জ্জল ছেঁচিয়া তাহার রস নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

তৈল বা ঘৃত ⁄৪ সের। ক্কাথার্থে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বেলশুঁঠা ও কিসমিস ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৮ সের। কল্কার্থে ক্কাথ দ্রব্য মিলিত ⁄১ সের। এই তৈল বা ঘৃতের নস্যে ক্ষবথু (অত্যন্ত হাঁচি হওয়া) রোগ আরোগ্য হয়।

মুড়া মাখম ⁄০ এক ছটাক, তুঁতে এক আনা, নারিকেল মালার ভিতরের ছাল ৵০ দুই আনা, ফটকিরি ৵০ দুই আনা, ভরণের বাটীতে উক্ত সকল দ্রব্য নিমের সোটনার দ্বারা অষ্ট প্রহর খল করিয়া সর্ব্বদা নস্য লইলে পীনসরোগ অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

পাঠাদি ও ব্যাঘ্রী তৈল নাসারোগে ব্যবস্থেয়।

নাসা রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

নেত্র রোগ।

সুশ্রুতের মতে নেত্ররোগ ৭৬ প্রকার। যথা—বাতজ ১০ দশ, পিত্তজ ১০ দশ, কফজ ১৩ তের, সান্নিপাতিক ২৫ পঁচিশ, রক্তজ ১৬ এবং আগন্তুজ ২ দুই। নেত্রের অবয়ব ভেদে এই ৭৬ ছিয়াত্তর প্রকার নেত্ররোগ নীচের লিখিত মতে

বিভক্ত হইয়াছে। যথা—সর্ব্বগত ১৭ সতেরো, কৃষ্ণগত ৪ চারি, দৃষ্টিজ ১২ বার, শুক্লগত ১১ এগারো, সন্ধিগত ৯ নয়, বর্ত্মজ ২১ একুশ এবং বাহ্যগত ২ দুই।

আতপাদি দ্বারা তপ্তদেহ ব্যক্তির সহসা জলে অবগাহন, অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরস্থিত কিম্বা সূক্ষ্মবস্তু দর্শন, বাষ্পবেগ ধারণ, চক্ষু মধ্যে ধুলা বা ধূম প্রবেশ, বমনবেগ ধারণ কিম্বা অতিশয় বমনকরণ, দ্রব দ্রব্য ও অন্নাদি সেবন, মলমূত্র ও বায়ুর বার বার বেগ বিঘাত, অতিশয় রোদন, কোপ, শোক, মৈথুন অথবা মদিরা পান, নিদ্রাভিঘাত, ধাতুবিপর্য্যয় শারীরিক ক্লেশ কিম্বা অভিঘাত, মস্তকে আঘাত ইত্যাদি হেতু নেত্ররোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সর্ব্বগত নেত্ররোগ।

সর্ব্ব-নেত্রাময়কর রোগে,—দুঃসহ বেদনাযুক্ত অভিষ্যন্দ (নেত্র-প্রদাহ) চারি প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ এবং রক্তজ।

বাতজ অভিষ্যন্দ রোগে,—চক্ষু স্থির, রুক্ষ এবং বিশুষ্কভাব হয়, বালুকা পতনের সম, কর্ কর্ করিতে থাকে এবং দন্তাঘাতের ন্যায় বেদনা বিশিষ্ট হয়, শীতল অশ্রু স্রাব এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শিরঃপীড়া ও রোমহর্ষ হইয়া থাকে।

পিত্তজ অভিষ্যন্দ রোগে,—চক্ষু উষ্ণপীতবর্ণ, দাহ এবং পাকযুক্ত হয়, অধিক পরিমাণে উষ্ণ অশ্রুস্রাব নির্গত হয়, শীতক্রিয়াচারে সুখ বোধ হইয়া থাকে।

কফজ অভিষ্যন্দ রোগে—চক্ষু তৈলাক্ত, ভারি, শীতল, কণ্ডু এবং শোথ বিশিষ্ট হইয়া থাকে, মুহুর্মুহুঃ পিচ্ছল স্রাব নির্গত এবং উষ্ণ ক্রিয়ায় সুখ অনুভব হইয়া থাকে।

রক্তজ অভিষ্যন্দ রোগে,—পিত্তজ অভিষ্যন্দ রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা না হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চারি প্রকার তীব্র বেদনা বিশিষ্ট অধিমন্থ রোগ উৎপন্ন হয়।

অধিমন্থ রোগে,—চক্ষু উন্মূলিত কি মন্থিত হইবার সম বেদনা অনুভব এবং অর্দ্ধ কাপালিক শিরঃপীড়া (আদকপালে মাথা ধরা) হয়।

রোগাক্রান্ত-ব্যক্তি মিথ্যা আচার করিলে পিত্তজ অধিমন্থ রোগ সদ্য দৃষ্টিনাশ করে, রক্তজ রোগ পাঁচ রাত্রে, কফজ সাত রাত্রে এবং বাতজ ছয় রাত্রে দৃষ্টির বিনাশ সাধন করে।

আম এবং পক্কভেদে নেত্র রোগের সামান্য লক্ষণ।

আম অর্থাৎ তরুণ চক্ষুরোগে,—অধিক বেদনা, কড়মড়ি শূল এবং লগুড়াদি দ্বারা পীড়ন সম যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ, শোথ ও অশ্রুবিশিষ্ট হইয়া থাকে। দোষ পক্ক হইলে বেদনা, শোথ ও অশ্রুপাতের সাম্য হয় এবং চক্ষু কণ্ডুবিশিষ্ট ও স্বাভাবিক বর্ণ হইয়া থাকে।

নেত্রপাক রোগে,—চক্ষু পক্ক ডুমুর ফলের সম বর্ণ এবং বিলেপিত স্রায় দেখা যায়, কণ্ডু, এবং অশ্রুযুক্ত হয় এবং শোথযুক্ত হইয়া থাকে। কখন কখন নেত্রপাক রোগে শোথ না হইয়া, অন্য লক্ষণ দেখা যায়। সেই রোগকে শোথহীন নেত্র পাক রোগ কহে।

বাতজ অধিমন্থ রোগ চিকিৎসিত না হইলে সহসা নেত্রকে শোষণ এবং নানারূপ উগ্র বেদনায় পীড়িত করে। এই রোগকে হতাধিমন্থ রোগও কহে। ইহা অসাধ্য।

বাতপর্য্যায় নামা নেত্ররোগে,—বায়ু পুনঃ পুনঃ ভ্রূযুগল এবং অক্ষিদ্বয়কে সঙ্কোচন এবং নানারূপ তীব্র বেদনা বিশিষ্ট করে।

শুষ্কাক্ষিপাক রোগে,—চক্ষু মুদ্রিত ও দাহ বিশিষ্ট হয়, নেত্রের পাতা কঠিন এবং রুক্ষ, দৃষ্টি আবিল (ঘোলাটে) এবং চক্ষু মেলিলে অত্যন্ত বেদনা অনুভব হয়। মস্তক, অবটু মন্যা, কর্ণ, হনু কিম্বা অপর কোন অঙ্গস্থিত বায়ু দুষ্ট হইয়া ভ্রূ এবং চক্ষুতে বেদনা জন্মাইলে অন্যগত বাত কহে।

অম্লাধ্যুষিত রোগ,—অত্যন্ত অম্লসেবন জন্য জন্মে, ইহাতে চক্ষুর মধ্যদেশে ঈষৎ নীলবর্ণ এবং চারি পাশ লোহিতবর্ণ হইয়া থাকে, দাহ, শোথ ও স্রাব নিঃসৃত হয় এবং রোগ সমস্ত চক্ষুকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে।

শিরোৎপাত রোগে,—চক্ষুর শিরাজাল কখন তাম্রবর্ণ কখন রক্তশূন্য হয় এবং এই রোগে কখনও বেদনা জন্মে, কখনও বেদনাহীন হয়। শিরোৎপাতরোগ চিকিৎসিত না হইলে শিরাপ্রহর্ষ নামা রোগ উৎপন্ন হয়। শিরাপ্রহর্ষরোগে,—নেত্র তাম্রবর্ণ ও গাঢ়স্রাবযুক্ত এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি নাশ হয়।

সমাপ্ত।

কৃষ্ণগত রোগ।

সব্রণ ও অব্রণ ভেদে কৃষ্ণমণ্ডলের উপরে দুই রূপ শুক্র রোগ উৎপন্ন হয়।

সব্রণ শুক্ররোগে,—কৃষ্ণের উপর নিমগ্নরূপ গোলাকৃতি শুক্রচিহ্ন ও সূচীবিদ্ধ সম বেদনা জন্মে এবং নেত্র হইতে সর্ব্বদা উষ্ণস্রাব বহির্গত হইতে থাকে। যে সব্রণ শুক্র দৃষ্টির সম্মুখে স্থিত এবং অত্যন্ত অবগাঢ় না হয়, অল্প স্রাব এবং অল্প বেদনা বিশিষ্ট হয় এবং যাহাতে কেবল একটি শুক্র চিহ্ন থাকে, সে শুক্র কদাচিৎ আরোগ্য হয়, অপর অসাধ্য জানিতে হইবে।

শুক্র অভিষ্যন্দজনিত যে অব্রণ, কৃষ্ণেতে মাত্র স্থিত এবং জ্বালা বিশিষ্ট হয়, যাহার শুক্র-চিহ্ন শঙ্খ ইন্দু কুন্দকুসুম কিম্বা আকাশস্থ অভ্রের সম প্রভা বিশিষ্ট অর্থাৎ নির্ম্মল সিত এবং স্বচ্ছ হয়, সেই অব্রণ শুক্র সাধ্য।

যখন অব্রণ শুক্র অতিশয় গাঢ় এবং চির উত্থিত হইয়া থাকে, তখন সেই রোগকে কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিতে হইবে।

যে অব্রণ শুক্র,—মধ্যে নীচু কিম্বা মাংসাঙ্কুর ও সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা আবৃত, যাহা দ্বিত্বগ্ গত চারিদিকে রক্তবর্ণ, দৃষ্টির বিরোধকারী অথবা চিরোত্থিত, সে রোগ অসাধ্য।

যে শুক্র রোগে,—কৃষ্ণের উপর মুদ্গ তুল্য স্ফোটক জন্মে এবং নেত্র হইতে উষ্ণ অশ্রুপাত হয়, সে রোগ অসাধ্য।

কেহ কেহ বলেন, তিত্তির পক্ষীর সম বর্ণ বিশিষ্ট কৃষ্ণের ক্ষত, সে রোগও অসাধ্য।

যে রোগে,—সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডল শুভ্রবর্ণ হয়, সেই রোগকে অক্ষিপাকাত্যয় কহে। এই রোগকে ত্রিদোষজ এবং অসাধ্য জানিতে হইবে।

অজকাজাত রোগে,—শুষ্ক ছাগলের বিষ্ঠা সম উৎসের কৃষ্ণকে ভেদ করিয়া অক্ষির উপর বহির্গত হয়। এই রোগে নেত্র রক্তবর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং পিচ্ছিল ও রক্ত মিশ্রিত স্রাব নিঃসরণ করে।

সমাপ্ত।

দৃষ্টিজ রোগ।

দৃষ্টির প্রথম পটলে অর্থাৎ কালেকাস্থি সংশ্রয় আবরণে দোষ ব্যবস্থিত হইলে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট রূপ দর্শন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পটলে দোষ স্থাপিত হইলে,—দৃষ্টি অতিশয় ব্যাকুল অর্থাৎ রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; মক্ষিকা, মশক এবং জালকাদি কখন মরিচীমণ্ডলের সম রূপ দর্শন হয়; কখন অনুভব হয়, যে নানাবিধ পদার্থ জলে মগ্ন হইয়া আছে কিম্বা বৃষ্টি, মেঘ অথবা অন্ধকার হইয়া আছে, দৃষ্টির বিভ্রমজন্য নিকটস্থ পদার্থ দূরস্থিত এবং দূরস্থ বস্তু নিকটস্থ অনুভব হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি বিশেষ যত্ন করিলেও সূচীরন্ধ্রে সূত্র প্রবেশ করাইতে পারে না।

তৃতীয় পটলে দোষ সংস্থিত হইলে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পায়, কিন্তু অধোদিকে চাহিলে কিছুই দেখিতে পায় না। বৃহৎ বস্তু সকল বস্ত্রাবৃতের সম অনুভব হয় এবং জন্তু সকলের কর্ণ নাসিকা এবং চক্ষুবিহীন কিম্বা বিকৃতাকার দেখিতে থাকে; যে দোষ দুষ্ট হয় তদনুযায়িক বর্ণে রূপ সমস্ত রঞ্জিত অনুভব হয়, অর্থাৎ পিত্ত কুপিত জন্য পীত নীলবর্ণ, কফ কুপিত জন্য শ্বেতবর্ণ এবং বায়ু কুপিত জন্য অরুণবর্ণ এবং

রক্ত কুপিত জন্য রক্তিমবর্ণ দেখিয়া থাকে। দোষ পটলের অধঃস্থলে সংস্থিত হইলে নিকটস্থ বস্তু দৃশ্য হয় না। উপর সংস্থিত হইলে পার্শ্বস্থ বস্তু দৃশ্য হয় না। মধ্যসংস্থিত হইলে স্থূলাকার বস্তু ক্ষুদ্রাকার অনুভব হয়। দোষ সমস্ত পটল ব্যাপিত হইলে অপর অপর পদার্থের সহিত মিশ্র রূপ দর্শন হইয়া থাকে। দোষ একদা দ্বিপার্শ্ব সংস্থিত হইলে এক রূপ দ্বিভাগকৃত অনুভব হয়। দোষ অনবস্থিত অর্থাৎ একস্থানে স্থির না থাকিলে. এক এক পদার্থ অধিক সংখ্যক রূপে দর্শন হইয়া থাকে। দোষ দৃষ্টিকে তির্য্যকরূপে আশ্রয় করিলে একটী বস্তু দুইটীর সম অনুভব হয়।

চতুর্থ পটলে দোষ সংস্থিত হইলে, দৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে অবরোধ হয়, এই রোগকে তিমির, নালিকা, কাচ এবং লিঙ্গনাশ কহে। অনতিবৃদ্ধি লিঙ্গনাশরোগে রোগাক্রান্তব্যক্তি চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র বিদ্যুৎ এবং অলঙ্কার প্রভৃতির নির্ম্মল জ্যোতি অনুভব করিতে সমর্থ হয়। বাতজ লিঙ্গনাশরোগে,—অরুণবর্ণ চঞ্চলাভ, আবিল এবং কুটীল রূপ দর্শন হইয়া থাকে। পৈত্তিক তিমির রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি সর্ব্বদা সূর্য্য, রামধনু খদ্যোত এবং বিদ্যুতের রূপ দেখিতে পায় এবং পদার্থ সকল ময়ূরের কলাপ সম নীল ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট অনুভব হয়। কফজ লিঙ্গনাশ রোগে,—সমস্ত বস্তু স্থূল, তৈলাক্ত, শুভ্রবর্ণ এবং জলে মগ্ন দ্রব্যের সম আর্দ্র অনুভব হইয়া থাকে। রক্তজ লিঙ্গনাশ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি, রক্ত ও নানাপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ রূপ দেখিতে পায় এবং শুক্ল বস্তুকে কখন কৃষ্ণ, কখন পীতবর্ণ দর্শন করিয়া থাকে।

সান্নিপাতিক লিঙ্গনাশ রোগে.—বিবিধ রূপ বিপরীত বর্ণে চিত্র বিচিত্র রূপ দর্শন হয়, বস্তু সমস্ত দ্বিধা কিম্বা বহুধা হীনাঙ্গ কিম্বা অধিকাঙ্গ অনুভব হয়; কখন বা নানারূপ আলোক দেখা যায়।

দুষ্ট পিত্ত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিম্লায়ী নাম্মা এক প্রকার তিমির উৎপাদন করে। এই রোগে,—আকাশ, খদ্যোত সমস্ত বস্তু এবং সূর্য্য পীতবর্ণ অনুভব হয় এবং বৃক্ষ সকল খদ্যোত কিম্বা অলঙ্কার দ্বারা আচ্ছাদিতের সম অনুভব হইয়া থাকে।

বাতাদি ভেদে ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ রোগ বলা হইল। এক্ষণে উহাদের দোষ ভেদে বিশেষ বিশেষ বর্ণ বলা হইতেছে। বাতজে,—দৃষ্টিমণ্ডল অরুণবর্ণ; পিত্তজে এবং পরিম্লায়ী তিমিরে.—নীলবর্ণ, কফজে শুক্লবর্ণ, রক্তজে এবং ত্রিদোষজে বিচিত্রবর্ণ উপদিষ্ট আছে। উহাদের সবিশেষ বর্ণনা নীচে লিখিত হইতেছে।

বাতজ লিঙ্গনাশের দৃষ্টিস্থিত অরুণমণ্ডল স্থূল কাঁচের সম অরুণাভবিশিষ্ট অর্থাৎ বাহুল্য অরুণবর্ণযুক্ত হয়। পরিম্লায়ী রোগে,—ঈষৎ নীলমণ্ডল দৃষ্ট হয়, ইহাতে দোষ ক্ষয় জন্য রোগ উপশমিত হইয়া কখন দর্শনশক্তি প্রত্যাগত হইয়া থাকে। পিত্তজ তিমিরে ঈষৎ নীল কাংসবর্ণ কিম্বা পীতবর্ণ মণ্ডল দেখা যায়। কফজ লিঙ্গনাশরোগে, অতিস্নিগ্ধ এবং শঙ্খ ইন্দু কুন্দপুষ্প কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল দেখা যায় এবং উহা নৃত্যমান চক্ষুতে কমলপত্রস্থিত শুভ্র জলবিন্দুর সম চঞ্চল হয়। রক্তজ লিঙ্গনাশে প্রবাল কিম্বা রক্ত কমলদল সম লোহিতাভমণ্ডল দৃষ্ট হয়। ত্রিদোষজ লিঙ্গনাশে, পূর্ব্বোক্ত পীত নীল লোহিতাদি বর্ণে বিচিত্র মণ্ডল দেখা যায় এবং সকল দোষের মিলিত লক্ষণ জন্মে।

চতুর্থ পটলগত ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ বলা হইয়াছে, এক্ষণে দৃষ্টি আশ্রিত ছয় প্রকার রোগ বলা হইতেছে। যথা—পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি, শ্লেষ্মবিদগ্ধ দৃষ্টি, ধূমদর্শী, হ্রস্বজাড্য, নকুলান্ধতা এবং গম্ভীরিকা।

দূষিত পিত্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় পটলে সংস্থিত হইয়া দৃষ্টিকে পীতবর্ণ করিলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কথঞ্চিৎ পীতবর্ণ দর্শন করে। এই রোগকে পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি বলে। ঐপ্রকার পিত্ত তৃতীয় পটলে সংস্থিত হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দিবসে দর্শনশক্তি রহিত হয় কিন্তু রাত্রিকালে দেখিতে পায়; যেহেতু রাত্রে পিত্তের হ্রাস এবং দৃষ্টি শীতানুগ্রহিত হইয়া থাকে। দূষিত কফ কর্ত্তৃক দুষ্ট হইলে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সমুদায় পদার্থকে শুভ্রবর্ণ দর্শন করে। এই রোগকে শ্লেষ্মবিদগ্ধ দৃষ্টি কহে। দূষিত শ্লেষ্মা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পটলে অল্প পরিমাণে সংস্থিত হইয়া দৃষ্টি দুষ্ট করিলে নক্তান্ধতা (রাতকাণারোগ) জন্মে, কারণ দিবসে দৃষ্টি সূর্য্যানুগ্রহিত এবং কফের লঘুতা জন্য সহজেই দিবসে দেখিতে পায়। শোক, জ্বর, পরিশ্রম কিম্বা শিরঃপীড়া জন্য দৃষ্টি আহত হইলে রোগাক্রান্তব্যক্তি সমস্ত পদার্থকে ধূমাবৃতের সম দর্শন করে। এই রোগকে ধূমদর্শী কহে। হ্রাস্বজাড্য রোগে,—দিবসে ক্ষুদ্র পদার্থকে অত্যন্ত কষ্টে দর্শন করিয়া থাকে। যে রোগীর দোষাভিপন্ন দৃষ্টির দীপ্তি নকুলের নেত্র সম হয়, সে রোগী দিবসে চিত্র বিচিত্র দর্শন করে। এই রোগকে নকুলান্ধ কহে। সমস্ত দৃষ্টিমণ্ডল বাতোপসৃষ্ট হইলে, দৃষ্টিপার্শ্ব বেষ্টন জন্য বিকৃত রূপ প্রাপ্ত ও অবগাঢ় বেদনা বিশিষ্ট হয় এবং উহা সঙ্কোচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই রোগকে গম্ভীরিকা কহে।

নিমিত্ত এবং অনিমিত্তক্রমে অপর দুই প্রকার আগন্তুজ লিঙ্গনাশ রোগ ব্যক্ত আছে। তাহার মধ্যে নিমিত্তজ লিঙ্গনাশ রোগ মস্তকের বেদনা হইতে জন্মে এবং অভিষ্যন্দ রোগের লক্ষণযুক্ত হয়। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, মহাসর্প কিম্বা সূর্য্যদর্শন জন্য দৃষ্টি উপহত হইলে, অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ রোগ জন্মে। এই রোগে নেত্রগোলক স্বাভাবিকাপেক্ষা প্রশস্ত রূপ দৃষ্টি হয় এবং দৃষ্টি স্বাভাবিক বর্ণ ও বিমল থাকে, কেবল দর্শনশক্তির অভাব হয়।

সমাপ্ত।

শুক্লজ নেত্ররোগ।

চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে পাঁচ প্রকার চক্ষুরোগ উৎপত্তি হয়। যথা—প্রস্তারিঅর্ম্ম, শুক্লার্ম্ম, রক্তার্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম এবং স্নায়ুঅর্ম্ম।

প্রস্তারিঅর্ম্মরোগে,—শুক্লমণ্ডল মধ্যে বিস্তীর্ণ স্বচ্ছজ কিম্বা রক্তবর্ণ মাংস সঞ্চয় উত্থিত হয়। শুক্লার্ম্মরোগে,—ঈষৎ শ্বেতবর্ণ কোমল মাংসচয় দীর্ঘকালে বাড়িয়া থাকে। রক্তার্ম্মরোগে,—রক্তবর্ণ, মৃদু মাংসোচ্ছ্রয় উপচিত হয়। অধিমাংসার্ম্মরোগে,—বিস্তীর্ণ, স্থূল, কোমল, যকৃদাভ মাংস সঞ্চিত হয়। স্নায়ুঅর্ম্মরোগে,—কঠিন, শুষ্ক এবং বহুমাংসযুক্ত হইয়া থাকে। প্রস্তারিঅর্ম্ম শুষ্ক হইলে স্নায়ুঅর্ম্ম জন্মে।

শুক্তিকা নামারোগে,—শুক্লমণ্ডল মধ্যে শ্যাব কিম্বা মাংস তুল্য বর্ণ কিম্বা ঝিনুকের সম মাংসবিন্দু সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন রোগে,—শুক্লের উপর শশকের রক্ত সম একটী মাত্র বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়।

পিষ্টকরোগে,—শুক্লমণ্ডলে কিঞ্চিৎ মলাক্ত, দর্পণের সম স্বচ্ছ, পিষিত তণ্ডুলের ন্যায় বর্ণ এবং উন্নত মাংসোচ্ছ্রয় জন্মে। ইহা বাত-শ্লেষ্মজনিত।

শিরাজাল রোগে,—শুক্লমণ্ডলে জলবিন্দু সম মাংসচয় জন্মে, ইহা কঠিন বিস্তৃত ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং শিরাজালে আবৃত থাকে।

শিরাজ শুক্লরোগে—শুক্লের উপর শ্বেতবর্ণ এবং শিরা সমূহ দ্বারা আবৃত পীড়কা উৎপন্ন হয়, ইহা কৃষ্ণের নিকটস্থ শিরা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া শিরাজ নামে বিদিত হয়।

বলাস শুক্লরোগে—কাঁসারবর্ণ, কঠিন এবং জলবিন্দুসম উন্নত মাংস জন্মে।

সমাপ্ত।

সন্ধিগত রোগ।

সন্ধিগত রোগ নয় প্রকার। যথা—পুয়ালস, উপনাহ (চারিপ্রকার), নেত্রনাড়ী অথবা স্রাব, পর্ব্বনিকা, অলজী এবং কৃমিগ্রন্থি।

পুয়ালস রোগে,—কালীনি সন্ধিতে বিন্ধনসম বেদনা বিশিষ্ট পক্ব শোথ জন্মে এবং ঐ শোথ হইতে দুর্গন্ধ পূয় নির্গত হইয়া থাকে।

উপনাহ রোগে,—কৃষ্ণ ও দৃষ্টিমণ্ডলের সন্ধিস্থলে বৃহৎ গাইটের সম অপাকী বেদনাহীন কণ্ডুবিশিষ্ট শোথ উৎপত্তি হয়।

চারিপ্রকার নেত্রনাড়ী বা স্রাব রোগে,—দোষ সকল অশ্রুমার্গের দ্বারা নেত্রান্তর্গত চারি সন্ধিযুক্ত হইয়া আপন আপন লক্ষণ প্রকাশ করে। সান্নিপাতিক স্রাবরোগে সন্ধিস্থল পাকিয়া পূয় নির্গত হয়, তাহাকে পূয় স্রাব কহে। কফজ স্রাব রোগে, শুক্লবর্ণ, ঘন এবং পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়। রক্তস্রাবরোগে,—প্রভূত উষ্ণ তনু রক্তস্রাব হয়। পিত্তজ স্রাব-রোগে,—সন্ধির মধ্যস্থল হইতে হরিদ্রা বা পীতবর্ণ উষ্ণ এবং জলের ন্যায় স্বচ্ছস্রাব নির্গত হয়। এই চারি প্রকার রোগকে অসাধ্য জানিবে।

পর্ব্বনিকা রোগে,—কৃষ্ণ এবং শুক্লের সন্ধিস্থলে তাম্রবর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি দাহ এবং শূলযুক্ত পীড়কা জন্মে।

অলজী রোগে,—পূর্ব্বোক্ত সন্ধিস্থানে প্রমেহ নিদানোক্ত অলজী নামক পীড়কার লক্ষণ পীড়কা জন্মে।

কৃমিগ্রন্থি রোগে,—বর্ত্ম এবং পক্ষ্মের সন্ধিস্থলে নানারূপ কৃমি জন্মিয়া ঐ স্থানে কণ্ডু উৎপাদন করে এবং উহারা ক্রমে ক্রমে বর্ত্ম এবং শুক্লের অন্তর্গত সন্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চক্ষুকে দূষিত করত দৃষ্টিনাশ করিয়া থাকে।

বর্ত্মগত রোগ।

বর্ত্মগত রোগ একবিংশতি প্রকার। তাহার নাম এবং লক্ষণাদি নীচে লিখিত হইতেছে।

উৎসঙ্গ রোগে,—বর্ত্মমধ্যে স্থূল, কণ্ডুবিশিষ্ট, বাহ্যে তাম্রবর্ণ এবং অভ্যন্তরমুখী পীড়কা জন্মে। বিদেহ কহিয়াছেন, এই রোগ ত্রিদোষজনিত। এই পীড়কা বিদারিত হইলে উহা হইতে মুরগীর ডিমের লালের সম স্রাব নির্গত হয়।

কুম্ভিকারোগে,—বর্ত্মের মধ্যে দাড়িমের বীজের সম পীড়কা জন্মে, উহা বিদারিত হইলে স্রাব নির্গত হয় এবং পুনর্ব্বার ফুলিয়া উঠে।

পোথকী রোগে,—রক্ত সরিষার সম এবং স্রাব, কণ্ডু বেদনা এবং ভারযুক্ত জন্মে।

বর্ত্মশর্করা রোগে,—বর্ত্মমধ্যে স্থূলাকার, খরস্পর্শ, পীড়কা জন্মে এবং উহা অপর অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কার দ্বারা আবৃত হয়। এই রোগ ত্রিদোষজনিত এবং বর্ত্ম দূষক জানিতে হইবে।

বর্ত্মার্শো রোগে,—কাঁকুড়বীজ সম কর্কশ, খর, অল্পবেদনাবিশিষ্ট পীড়কা বর্ত্মমধ্যে জন্মে।

শুষ্কার্শরোগে,—দীর্ঘাঙ্কুর বিশিষ্ট, কর্কশ কঠিন শুষ্ক মাংসাঙ্কুর পীড়কা বর্ত্মের অভ্যন্তর হইতে উৎপন্ন হয়।

অঞ্জনীরোগে,—বর্ত্মতে দাহ বিদ্ধন সম পীড়া এবং অল্প বেদনা বিশিষ্ট কোমল সূক্ষ্ম তাম্রবর্ণ পীড়কা জন্মে।

বহুলবর্ত্ম রোগে,—সমস্ত বর্ত্মের উপর চর্ম্ম সদৃশ বর্ণ স্থির পীড়কা সকল উৎপন্ন হয়।

বর্ত্মবন্ধরোগে,—বর্ত্মদ্বয় শোথ কণ্ডু এবং মন্দ বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং উহারা অক্ষিগোলককে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না।

ক্লিষ্টবর্ত্মরোগে,—বর্ত্মদ্বয় তাম্রাভ এবং মন্দ বেদনা বিশিষ্ট থাকিয়া অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হয়।

বর্ত্মকর্দ্দমরোগে,—ক্লিষ্টবর্ত্মরোগ পিত্তানুবদ্ধ হইয়া রক্তকে দগ্ধ এবং ক্লেদযুক্ত স্রাব ত্যাগ করে।

শ্যাববর্ত্মরোগে,—বর্ত্মের বাহ্য এবং অন্তরে শ্যাববর্ণ, মৃদু বেদনাবিশিষ্ট শোথ জন্মে।

প্রক্লিন্নবর্ত্মরোগে,—বর্ত্মের বাহ্যে বেদনাহীন শোথ জন্মে এবং উহার ভিতর হইতে প্রচুর ক্লেদ সম স্রাব নির্গত হয়।

অপরিক্লিন্নবর্ত্মরোগে,—অপরিপক বর্ত্মযুগল পরস্পর সংলগ্ন হয় এবং পুনঃ পুনঃ ধৌত হইলে পুনর্ব্বার পৃথক থাকে।

বাতহতবর্ত্মরোগে,—বর্ত্মসন্ধি বিক্লিষ্ট হইয়া (নিমেষোন্মেষ রহিত) হয় এবং সঙ্কোচনে অক্ষম জন্য চক্ষু মুদ্রিত হয় না।

বর্ত্মার্ব্বুদরোগে,—বর্ত্মের অভ্যন্তরে বিষম গাঁইট রূপ ঈষৎ বেদনা বিশিষ্ট, রক্তাভ, অর্ব্বুদ জন্মে এবং উহা অকস্মাৎ বাড়িয়া উঠে।

নিমেষরোগে,—বায়ু বর্ত্ম শুক্ল সন্ধিস্থিত মিলন উন্মীলনকারী শিরা সকলকে প্রাপ্ত হইয়া অক্ষিবর্ত্মদ্বয়কে অত্যন্ত চালনা করিয়া থাকে।

শোণিতার্শরোগে,—বর্ত্মমধ্যে রক্তাভ কোমল মাংসাঙ্কুর জন্মে। ইহা রক্তজনিত, ছিন্ন কিম্বা ভিন্ন হইলে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নগণরোগে,—বর্ত্মের উপরে কঠিন শূলবেদনা বিহীন গ্রন্থি জন্মে, ইহা পাকে না।

সুশ্রুতের মতে নগণগ্রন্থি কোল পরিমাণ, কণ্ডু বিশিষ্ট এবং পিচ্ছিল বলিয়া ব্যক্ত আছে।

বিদবর্ত্মরোগে,—বর্ত্মের বাহরে ত্রিদোষজ শোথ জন্মিয়া উহাতে অধিক সংখ্যক ছিদ্র উৎপন্ন হয় এবং উহাদের মধ্য হইতে, বিষের সম জল নির্গত হইয়া থাকে।

কুঞ্চনরোগে,—দূষিত বাতাদি দোষত্রয় বর্ত্মযুগলকে এমত সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দর্শনশক্তি রহিত হয়।

পক্ষ্মকোপরোগে,—পক্ষ্ম (বর্ত্মরোম) সমূহ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করত মুহুর্মুহু অক্ষিঘর্ষণ এবং কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় মণ্ডলে সংরম্ভ উৎপাদন করে, পশ্চাত পক্ষ্মকোষ হইতে বর্ত্মরোম সকল পতিত হইয়া থাকে। এই ব্যাধি অত্যন্ত কঠিন এবং ত্রিদোষজ।

পক্ষ্মপাতরোগে,—পিত্ত পক্ষ্মকোষকে প্রাপ্ত হইয়া রোমসমূহকে উৎপাটন করে, কণ্ডু এবং দাহ বিশিষ্ট হয়।

নেত্ররোগ সমাপ্ত।

নেত্র রোগের চিকিৎসা।

নেত্ররোগ, কুক্ষিরোগ, প্রতিশ্যায়, ব্রণ ও জ্বর; এই সকল পীড়া পাঁচ দিবস উপবাস করিলে উপশমিত হয়।

আমলকী ফলের রস চক্ষুতে পূরণ করিলে নেত্ররোগ আরোগ্য হয়।

দারুহরিদ্রার কাথ স্তনদুগ্ধের সহিত চক্ষে পূরণ করিলে অভিষ্যন্দজন্য দাহ, জলনির্গম ও বেদনার উপশম হয়।

করবী পুষ্পের কচি পত্র ছিঁড়িলে যে রস নির্গত হয়, তাহা চক্ষে দিলে নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গিরিমাটী, হরীতকী ও রসাঞ্জন; একত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে বিবিধ প্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

লোধ ঘৃতে ভাজিয়া অথবা হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে নেত্র রোগ আরোগ্য হয়।

কিসমিস্, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও জীবনীয়গণের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে শোথ, শূল ও চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

লোধকাষ্ঠ, নিমপত্রে বেষ্টন করিয়া অগ্নি সন্তাপে উষ্ণ করিয়া লইবে, পরে উহার চূর্ণ স্তনদুগ্ধের সহিত স্বেদ প্রদান করিলে, পিত্ত রক্ত ও বায়ু জন্য নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

শুঁঠ ও নিমপত্র বাটিয়া তাহাতে অল্প সৈন্ধব মিলিত অম্ল উষ্ণ করিয়া চক্ষের বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে, শোথ কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয়।

সজিনাপত্রের রস তাম্রপাত্রে ঘৃতের সহিত মর্দন করিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে শোথ, কণ্ডু, অশ্রুপাত এবং বেদনা নিবারিত হয়।

বিল্বাঞ্জন।

বিল্বপত্র রস আধ তোলা, সৈন্ধব ২ দুই রতি, গব্য ঘৃত ৪ চারি রতি, এই সমুদয় তাম্র-পাত্রে রাখিয়া কড়ীর দ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া স্তনদুগ্ধে তরল করিয়া চক্ষে দিলে, শোথ, শূল, জলপড়া রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

আমলকীর ফল বিদ্ধ করিয়া তাহার রস চক্ষে দিলে সকল প্রকার চক্ষুরোগ উপশমিত হয়।

ঘর্ম্ম, অগ্নি, ধূম, শোক, রোগ ও সন্তাপ; এই সমুদায় দ্বারা চক্ষুপীড়া উপস্থিত হইলে, স্নিগ্ধ শীতল ও মধুর ঔষধ প্রয়োগ এবং যাহাতে দৃষ্টি প্রসন্ন হয় এমত ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

ছাগদুগ্ধে পদ্ম বাটিয়া চক্ষে শেচন করিলে রক্তিম অশ্রুপাত ও বেদনার শান্তি হয়।

রক্তবর্ণ ইক্ষুর অঙ্কুরের রস নেত্রে দিলে চক্ষুঃশূল নিবারিত হয়।

আমলা, নিমপত্র, কয়েতবেল পত্র, যষ্টিমধু, লোধ, খদির ও তৈল; ইহাদিগের শীতল ক্কাথ চক্ষে সেচন করিলে, সকল প্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

শঙ্খচূর্ণ ৪ চারি ভাগ, মনঃশিলা ২ দুই ভাগ, মরিচ ১ এক ভাগ, সৈন্ধব লবণ ।০ অর্দ্ধ ভাগ; এই সমুদয় চূর্ণ মধুর সহিত মর্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে শুক্র ও তিমির রোগ নষ্ট হয়।

বটের আঠার সহিত কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অতি ঘন ও উন্নত শুক্র শীঘ্র নষ্ট হয়।

ত্রিফলা, ঘৃত, মধু, যব, পাদদ্বয়ে তৈলাদি মর্দন, শতমূলী, মুগ, এই সমুদায় দ্বারা চক্ষু সুস্থ থাকে।

চন্দ্রোদয়বর্ত্তী।

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভী, মনঃশিলা; এই সমুদায়

ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে, উহার অঞ্জনে,—কণ্ডু, তিমির, পটল, অর্ব্বুদ-অভিন্যাস, কুসুম ও রাতকাণা নিবারিত হয়।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারুচিনি, সৈন্ধব ও মনঃশিলা; এই সমুদায়ের বর্ত্তী দ্বারা চক্ষের ক্লেদাদি দূরীভূত হয়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, জটামাংসী, কুড় ও পিপুল; এই সমুদায় একত্রে চূর্ণ করিয়া অঞ্জন দিলে, সকল প্রকার নেত্ররোগ আরোগ্য হয়।

পিপুল, তগরপাদুকা, উৎপল, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা, এই সমুদায় দ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়।

... মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিলে, তিমিরাদি রোগ নষ্ট হয়।

... সৈন্ধব; একত্রে চূর্ণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

... গেরিমাটী ও অনন্তমূল; এই সমুদায় ঘৃতের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষের রাঙ্গমা ও ব্যথা আরোগ্য হয়।

পদ্মকেশর, উৎপলকেশর, গোময় রসের সহিত অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দিলে রাতকাণা রোগ আরোগ্য হয়।

মধুর সহিত মরিচ ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে রাতকাণা রোগ নিবারিত হয়। মধুর সহিত শঙ্খচূর্ণ, সৈন্ধবলবণের সহিত নির্ম্মলি ফল চূর্ণ অথবা চিনির সহিত সমুদ্র ফেণ অঞ্জনরূপে প্রযুক্ত হইলে অর্জ্জুনরোগ আরোগ্য হয়।

পিপুল, সজিনাবীজ, সৈন্ধব এবং শুঁঠ; এই সকল টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন লইলে পীড়কা রোগ নষ্ট হয়।

যষ্টিমধু ও ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, জারিত লৌহ চারি তোলা; এই সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া শয়ন সময়ে ঘৃত এবং মধুর সহিত ২ মাষা পরিমাণ সেব্য, ইহাতে নানাপ্রকার নেত্ররোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শঠি, রাস্না, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাঁকলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নাগেশ্বর ও কণ্টকারী; মিলিত ২ দুই পল, লৌহ ১ এক পল, অভ্র ১ এক পল, এই সকল একত্রে মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে ত্রিফলার কাথ, তিলতৈল ও ভীমরাজের রসে ভাবনা দিয়া কুলআঁটির সম বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ উপশমিত হয়।

গোময় তৈল, নৃপবল্লভ তৈল নেত্ররোগে ব্যবস্থেয়।

নেত্ররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

শিরোরোগ।

শিরোরোগ একাদশ প্রকার কথিত আছে। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, রক্তজ, (রস রক্তাদি ধাতুক্ষয়জনিত) ক্রিমিজ, শূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত অর্দ্ধভেদক এবং শঙ্খক।

বাতজ শিরোরোগে,—মস্তকের বেদনা অকারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, রাত্রিকালে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, বস্ত্রাদির দ্বারা শিরোবন্ধন কিম্বা উহাতে স্নেহ স্বেদাদি প্রদান করিলে বেদনা লাঘব হয়।

পিত্তজ শিরোরোগে,—মস্তক জ্বলন্ত অঙ্গারের দ্বারা আবৃতের সম অনুভব এবং নাসিকা চক্ষু হইতে ধূম নির্গতের সম বোধ হয়। এই রোগ শীতক্রিয়া দ্বারা এবং রাত্রিকালে উপশমিত থাকে।

কফজ শিরোরোগে,—মস্তক কফাবৃত, গুরু, শীতল ও স্তব্ধের সম অনুভব এবং মুখে চক্ষুপুটে শোথ জন্মে।

সান্নিপাতিক শিরোরোগে,—পূর্ব্বোক্ত বাতাদি দোষত্রয়ের সমুদায় লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

রক্তজ শিরোরোগে,—পিত্তজ শিরোরোগের সমস্ত লক্ষণ জন্মে এবং মস্তকস্পর্শ অসহিষ্ণু হইয়া থাকে।

ক্ষয়জ শিরোরোগে,—মস্তকস্থ বসা, রক্ত, অনিল কিম্বা কফ ক্ষয় হইয়া থাকে। এই রোগ অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট এবং কষ্টসাধ্য। উষ্ণ প্রলেপাদি প্রয়োগ, বমনকার্য্য, নস্যগ্রহণ, ধূমপান কিম্বা শোণিত মোক্ষণ করিলে বাড়িয়া উঠে।

ক্রিমিজ শিরোরোগে,—মস্তকের অত্যন্ত কামড়ানি এবং বিন্ধন ... কের ভিতরে কীটের সঞ্চরণ অনুভব এবং নাসিকা হইতে রক্ত মিশ্র ... থাকে এবং উহার সঙ্গে কোন কোন সময়ে ক্রিমিও বাহির হইয়া আইসে

সূর্য্যাবর্ত্তশিরোরোগে,—প্রাতঃকালাবধি চক্ষু এবং ভ্রূযুগলে অল্প অল্প বেদনা জন্মে, ক্রমে সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত বেদনাও বৃদ্ধি হয়, সন্ধ্যা হইলে উপশমিত হইয়া থাকে; এই রোগ ত্রিদোষজনিত এবং অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

অনন্ত বাতশিরোরোগে,—দূষিত দোষত্রয় মন্যাদ্বয় পীড়ন করিয়া ঘাড়ে অত্যন্ত তীব্র বেদনা উৎপাদন করে, ঐ বেদনা চক্ষু ভ্রূ এবং শঙ্খদেশে ক্রমে অবস্থিতি করে এবং গণ্ড-পার্শ্বের কম্পন, হনুগ্রহ ও বিবিধ রূপ চক্ষুরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

অর্দ্ধভেদকশিরোরোগে,—রুক্ষাহার, আহার জীর্ণ না হইলে আহার করা, পূর্ব্ব বাত কিম্বা সেবন, অধিক স্ত্রীসংসর্গ, পরিশ্রম কিম্বা ব্যায়াম কার্য্য কিম্বা মল মূত্রাদির বেগ সম্বরণ জন্য প্রকোপ প্রাপ্ত বলবান্ বায়ু স্বয়ং কিম্বা কফের সহিত অনুবদ্ধ হইয়া মস্তকের অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত হইয়া এক পার্শ্বের মন্যা, শঙ্খ, কর্ণ, চক্ষু ও ললাটে তীব্র বেদনা উৎপাদন করে। এই অর্দ্ধ-ভেদক শিরোপীড়ারোগের বেদনা অস্ত্রের দ্বারা ছেদন কিম্বা অগ্নিদ্বারা দাহন সম অনুভব হইয়া থাকে। এই রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের নাশ করে।

শঙ্খকশিরোরোগে,—দূষিত শোণিত পিত্ত এবং বায়ু শঙ্খদেশে একত্রিত হইয়া রক্তাক্ত তীব্র বেদনা ও দাহ বিশিষ্ট দারুণ শোথ উৎপাদন করে, ঐ শোথ বিষের ন্যায় বেগবিশিষ্ট হইয়া আশু মস্তক ও গলাকে অবরোধ করে। এই রোগে ত্রিরাত্রের মধ্যে রোগীর জীবন নষ্ট হয়। যদ্যপি রোগী তিন দিবস জীবিত থাকে, চিকিৎসা করিবে।

সমাপ্ত।

শিরোরোগের চিকিৎসা।

বাতজ শিরোরোগে,—স্নেহ, স্বেদ, নস্য বায়ুনাশক অন্নপান ও প্রলেপ ব্যবস্থেয়। কুড় এবং এরণ্ডমূল এই উভয় দ্রব্য কিম্বা কেবল মোচকুন্দ ফুল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

মস্তক সদৃশ আয়ত ৮ অষ্ট অঙ্গুলি উন্নত একটি চর্ম্ম বেষ্টন দ্বারা রোগীর মস্তক বেষ্টিত করত ঐ বস্তির নীচে মাথার উপরিভাগে মাষকলাই বাটিয়া প্রলেপ দিবে, পরে ঈষৎ উষ্ণ তৈল দ্বারা ঐ চর্ম্মবস্তি পূর্ণ করিবে। যাবৎ সুস্থ না হইবে তাবৎ পর্য্যন্ত বস্তি ধারণ করিয়া থাকা ব্যবস্থেয়। ৪ চারি দণ্ড কিম্বা এক প্রহর পর্য্যন্ত বস্তি ধারণ করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য। ইহাতে বাতজ শিরোরোগ, মস্তককম্পন এবং হনুমন্যা চক্ষু ও কর্ণের পীড়া আরোগ্য হয়।

পিত্তজ শিরঃপীড়ায়.—ঘৃত, দুগ্ধ, জলসেচন, শীতলপ্রলেপ, নস্য, জীবনীয়গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত এবং পিত্তঘ্ন অন্নপান ব্যবস্থা করিবে।

কফজ শিরঃপীড়ায়,—লঙ্ঘন, স্বেদ, রুক্ষোষ্ণপাচন, তীক্ষ্ণনস্য, ধূম এবং তীক্ষ্ণকবল ব্যবস্থেয়।

অনন্তমূল, উৎপল, কুড়, যষ্টিমধু; এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া ঘৃত এবং তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত এবং অর্দ্ধভেদ (আধকপালিকা) আরোগ্য হয়। হুড়হুড়ের বীজ হুড়হুড়ের রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত আধকপালিয়া রোগের বেদনা সাম্য হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তে নস্যাদি প্রদান করতঃ এবং গুড়ের সহিত ঘৃত ও ঘৃতসংযুক্ত পিষ্টক ভোজন ব্যবস্থেয়।

শিরিশমূলের ছাল এবং মূলার বীজ অথবা বচ পিপুলচূর্ণ নস্য লইলে আধকপালিয়া আরোগ্য হয়।

ভৃঙ্গরাজের রস ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ২ তোলা মিলিত করিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া নস্য লইলে আধকপালিয়া আরোগ্য হয়।

দগ্ধ চুল্লির (উনুনের) মৃত্তিকা এবং মরিচ চূর্ণ সমভাগ নস্য লইলে আধকপালিয়া আরোগ্য হয়।

অপরাজিতা ফুলের রসের নস্য লইলে অথবা উহার শিকড় কর্ণে বাঁধিলে শিরোরোগ উপশমিত হয়।

কুঁচ ও করঞ্জবীজ জলে বাটিয়া নস্য লইলে অতি শীঘ্র শিরঃপীড়া উপশমিত হয়।

ভৃঙ্গরাজের রস অথবা শুঁঠ দুগ্ধে বাটিয়া নস্য গ্রহণ করিলে বিবিধ দোষোৎপন্ন শিরঃপীড়া আশু নিবৃত্তি হয়।

কড়ি ভস্ম ২॥০ আড়াই তোলা, সোহাগার খই ২॥০ আড়াই তোলা, মরিচ ৪॥০ সাড়ে চারি তোলা, মিঠা ১॥০ দেড় তোলা; এই সকল স্তন্যদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া নস্য লইলে শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

মুচুকুন্দ ফুল, সমুদ্রফেণ, হরিণের শিং; একত্রে ঘষিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে চিরোৎপন্ন বহু দোষজ শিরোরোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে। (ইহা বহু পরীক্ষিত)

শুঁঠ বাটিয়া দুগ্ধের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে, নানা দোষোৎপন্ন শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

ধানিলঙ্কা, লঙ্কা এবং সিজআটা; একত্রে বাটিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিলে প্রবল বেদনা শাম্য হয়।

শিরঃশূলাদ্রি রস।

পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, লৌহ ১ পল, তেউড়ীমূল ১ পল, গুগ্‌গুল ৪ পল, ত্রিফলা চূর্ণ ২ পল, কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, শুঁঠ, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ ও দশমূল; প্রত্যেক ১ তোলা। এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া দশমূলের কাথে ভাবনা দিয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ কিম্বা জল অথবা মধু। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

ময়ূরাদ্য ঘৃত, ষড়্‌বিন্দু তৈল, মহাদশমূল তৈল, শিরোরোগে ব্যবস্থেয়।

শিরোরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

স্ত্রীরোগ।

প্রদর রোগ।

বেদনার সহিত অত্যন্ত আর্ত্তব (রজঃ) নিঃসৃত হইলে অসৃদ্‌গত কিম্বা প্রদর রোগ কহে।

বিরুদ্ধ আহার, অধ্যয়ন, অজীর্ণ, মদ্যপান, গর্ভপাত, অত্যন্ত মৈথুন, পদব্রজে কিম্বা

অশ্বদোলাদিতে অধিক ভ্রমণ, শোক, অভিঘাত কিম্বা ভারাদি বহন, উপবাসাদি জন্য ধাং জন্য এবং দিবা নিদ্রাদি জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রদর রোগ উৎপন্ন হয়।

প্রদররোগ চারি প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ এবং সান্নিপাতিক। সর্ব্বপ্রকা প্রদর রোগেই বেদনা এবং অঙ্গমর্দ্দের সহিত অত্যন্ত শোণিত নির্গত হয়। এই রোগ অধিং বাড়িয়া উঠিলে, দুর্ব্বলতা, ভ্রম ও মূর্চ্ছা, মোহ, তন্দ্রা, প্রলাপ বাতজনিত আক্ষেপাদি পিপাসা, দাহ এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

কফজ প্রদররোগে,—পিচ্ছিল, আমগন্ধি, পাণ্ডুবর্ণ কিম্বা মাংসধৌত জলের সম স্রা নির্গত হয়।

পিত্তজ প্রদররোগে,—পীত, নীল কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণ শোণিত চিন্‌চিন্ বেদনার সহিং অত্যন্ত বেগে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

বাতজ প্রদর রোগে,—অরুণাভ ফেণবিশিষ্ট, রুক্ষ, মাংসধৌত জলের সম অল্প অ শোণিত বিন্ধন সম বেদনার সহিত নির্গত হয়।

সান্নিপাতিক প্রদররোগে,—মধু এবং ঘৃত মিশ্রিত সম কিম্বা মজ্জার ন্যায় হরিতাল বং শবগন্ধী শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই রোগ অসাধ্য। চিকিৎসার দ্বারা উপকা উপলব্ধি হয় না।

প্রদররোগে,—যে স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা শোণিত স্রাব হয়, পিপাসা, দাহ, জ্বর, দুর্ব্বলং এবং রক্তের অল্পতা হয়, তাহার রোগ অসাধ্য। যে স্ত্রীলোকের ঋতু মাসান্তর হইয়া পং রাত্র অবধি থাকে, দাহ ও বেদনাবিহীন হয় এবং অত্যন্ত কিম্বা অল্প পিচ্ছিল না হয়, তাহাে শুদ্ধার্ত্তবা প্রদররোগ কহে। যে রক্ত শশক রক্ত কিম্বা লাক্ষারস সম বর্ণ হয় এবং যাহা দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র ধৌত হইলে অনায়াসে পরিষ্কার (দাগ রহিত) হয়, সেই রক্ত প্রশংসি জানিতে হইবে।

যোনি-রোগ।

যোনিরোগ বিংশতি প্রকার। মিথ্যা, আহার, ব্যবহার, প্রদুষ্ট রক্ত, পিতা মাতার বীজদোষ কিম্বা দৈবঘটিত কারণ জন্য যোনিরোগ উৎপন্ন হয়।

উদাবর্ত্ত যোনিরোগে,—ফেণাযুক্ত রক্ত কষ্টের সহিত নিঃসৃত হয়।

বন্ধ্যারোগে,—রক্ত নষ্ট হয় (শোণিত নাশ জন্য গর্ভ হয় না)।

বিপ্লুত রোগে,—যোনিতে সর্ব্বদা বেদনা থাকে।

পরিপ্লুত রোগে,—মৈথুন সময়ে অতিশয় বেদনা বোধ হয়।

বাতলা রোগে,—যোনি কর্কশ এবং কঠিন ও উহাতে শূল এবং সূচীবিদ্ধ সম বেদনা

পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার যোনিরোগকে বাতজ এবং বেদনাযুক্ত জানিতে হইবে, তাহার মধ্যে বাতলা-রোগে,—বাতবেদনার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

লোহিত ক্ষয় রোগে,—দাহের সহিত শোণিত ক্ষয় হয়।

বামিনী রোগে,—যোনি হইতে বায়ুর সহিত শোণিত মিশ্রিত শুক্র নিঃসৃত হয়।

প্রস্রংশিনী রোগে,—যোনি-স্বস্থান হইতে অধঃপতিত ও ক্ষোভিত হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত কষ্টে সন্তান প্রসব করে।

পুত্রঘ্নী রোগে,—রক্তক্ষয় জন্য সময়ে সময়ে গর্ভ সঞ্চার হইয়া নষ্ট হয়।

পিত্তলারোগে,—যোনি অত্যন্ত দাহ ও পাকযুক্ত হয় এবং তাহাতে রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকের জ্বর হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত লোহিত ক্ষয়, বামিনী, প্রস্রংশিনী, পুত্রঘ্নী এবং পিত্তলা, এই পাঁচ প্রকার যোনিরোগ পিত্তজ এবং পিত্তজ লিঙ্গযুক্ত হইয়া থাকে।

অত্যানন্দা যোনি রোগে,—গ্রাম্যধর্ম্মে মৈথুনে সন্তোষ হয় না।

কর্ণিনীযোনিরোগে,—কফ এবং শোণিত কর্ত্তৃক যোনিতে মাংসকন্দার গ্রন্থি জন্মে।

আচরণা যোনি রোগে,—মৈথুনকালে পুরুষের পূর্ব্বে রজঃ ত্যাগ করে, একারণ বীজ ধারণে অসমর্থা হয়।

অতিচরণা যোনি রোগে,—কফজনিত কণ্ডু জন্য অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত হয়, ইহাতেও বীজ গ্রহণে অশক্তা হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মলা যোনিরোগে,—যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডুবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত শীতল হয়।

এই পাঁচ প্রকার যোনিরোগ কফজ এবং কফজ লিঙ্গ বিশিষ্ট জানিতে হইবে।

ষণ্ডীযোনিরোগে,—স্ত্রীদিগের ঋতু ও স্তন উদ্ভব হয় না এবং মৈথুনে যোনি খরস্পর্শা বোধ হয়।

অণ্ডলীযোনিরোগে,—অল্পবয়স্কা স্ত্রী স্থূলাকার শিশ্ন ধারণ করিলে উৎপন্ন হয়। সুশ্রুত গ্রন্থে এই রোগকে ফলিনী বলিয়াছেন।

মহাযোনি রোগে,—অত্যন্ত বিবৃতা হয়।

সূচীবক্ত্রা যোনি,—ত্রিদোষজনিত এবং সর্ব্বলিঙ্গবিশিষ্টা। এই সান্নিপাতিক পাঁচপ্রকার যোনিরোগ অসাধ্য জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

কন্দ রোগ।

দিবানিদ্রা, অত্যন্ত ক্রোধ, ব্যায়াম কিম্বা মৈথুন জন্য এবং যোনিদেশ নখ দন্তাদি দ্বারা ক্ষত হইলে বাতাদি দোষ দুষ্ট হইয়া যোনিতে পূয়, রক্ত, শক্কাশ এবং নিকুচ (মাদার ফলের সম) উৎসেধ উৎপাদন করে, ইহাকে কন্দ (প্যাদ) রোগ কহে। এই রোগ স্ত্রীলোকদিগের জার হইতে যোনিতে পতিত হইয়া থাকে।

বাতজ কন্দ,—রুক্ষবিবর্ণ এবং ফাটা ; পিত্তজ কন্দ,—দাহরোগ ও জ্বরযুক্ত ; কফজ কন্দ,—মসিনা ফুলের সম এবং কণ্ডুবিশিষ্ট এবং সান্নিপাতিক কন্দ,—পূর্ব্বোক্ত বাতাদি লিঙ্গ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।

মূঢ়গর্ভ রোগ।

ভয় অভিঘাত ও তীক্ষ্ণ কিম্বা উষ্ণ দ্রব্যের পান ভোজন অথবা নিষেবন হেতু গর্ভপাত কিম্বা গর্ভস্রাব হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা এবং শোণিত স্রাব হইয়া থাকে। চারি মাস পর্য্যন্ত গর্ভ দ্রবরূপ থাকে ; একারণ চারি মাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভস্রাব কহে এবং ছয় মাস মধ্যে ভ্রূণ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভপাত কহে। সাত মাসে ভ্রূণ জীবন প্রাপ্ত হয়, তৎপর হইতে গর্ভপাত হইলে তাহাকে বিগুণ জনম (অকাল প্রসব) কহে।

যে প্রকার বৃক্ষ হইতে অভিঘাতাদি জন্য পক্কফলের পতন হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষমাহার কিম্বা অভিঘাতাদি জন্য স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ অকাল প্রসব (অকালে পতিত) হয়। উচিত সময়ে প্রসব না হইলে মূঢ়গর্ভ কহে।

বায়ুব্যাসক্ত গতি (বিরুদ্ধ গতি) হইয়া যোনি ও জঠরাদিতে শূল, মূত্রবদ্ধতা এবং মূঢ়গর্ভ উৎপাদন করে।

বিগুণীকৃত বায়ু কর্তৃক গর্ভ কুটীল গতি হইয়া বিবিধরূপে যোনিকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান নানারূপে যোনিদ্বারে প্রবেশ করে। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ আট প্রকার কুটীল গতি বলা হইতেছে।

কখন বিপুল ভ্রূণমস্তক যোনিদ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া উহাতে লগ্ন হইয়া থাকে, অগ্রসর হইতে পারে না। ১। কখন মস্তকের পরিবর্ত্তে জঠর দ্বারা যোনিদ্বারে অবরুদ্ধ হয়। ২। কখন শিশুর দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া পৃষ্ঠদ্বারা যোনি প্রবেশ করে। ৩। কখন বা তির্য্যগ্ গতি হইয়া বিরুদ্ধ হয়। ৪। কখন বা শিশুর এক হস্ত কি দুই হস্ত অগ্রে অগ্রসর হইয়া বিপদ উৎপাদন করে। ৫। কোন শিশু অবাঙ্মুখ হইয়া (মস্তকের পরিবর্ত্তে মুখমণ্ডল দ্বারা) অগ্রসর হয়। ৬। কখন পার্শ্বভঙ্গ জন্য দেহপার্শ্বে নত হইয়া রুদ্ধগতি হইয়া থাকে। ৭।

অপর চারি প্রকার গতি আছে। যথা—সঙ্কীলক, প্রতিখুর, পরিঘ এবং বীজ গতি। সঙ্কীলক মূঢ়গর্ভে,—ভ্রূণের মস্তকের সহিত হস্ত এবং চরণযুগল যোনিতে প্রবেশ করিয়া কীলকের সম রুদ্ধ হইয়া থাকে। ১। প্রতিখুর মূঢ়গর্ভে,—

অগ্রে শিশুর পদদ্বয় যোনিতে প্রবেশ করে। ২। পরিঘ মূঢ় গর্ভে, সন্তান যোনিমধ্যে দ্বারের অর্গলের (খিলের) সম অনুপ্রস্থ (আড়ভাবে) অবস্থিতি করে। ৩। এবং বীজ-গতিমূঢ়গর্ভে, মস্তকের সহিত ভুজদ্বয় যোনি প্রবেশ করিয়া থাকে। ৪। যে গর্ভিনী শীতাঙ্গী এবং লজ্জাহীনা হয়, যাহার নাড়ী ক্ষীণ কিম্বা শিরা সকল কুক্ষির উপর নীলাভ হইয়া উদ্গত হয়, সে গর্ভিনীর জীবন এবং গর্ভ-উভয় নষ্ট হইয়া থাকে।

গর্ভমধ্যে সন্তানের জীবন নষ্ট হইলে গর্ভস্পন্দন রহিত হয়, প্রসব বেদনা হয় না, এবং গর্ভিনীর দন্ধ নিঃশ্বাস, শোথ এবং শরীর শ্যাব কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

মাতার মানসিক কিম্বা আগন্তুক ক্লেশদ্বারা কিম্বা নানারূপ ব্যাধির দ্বারা গর্ভস্থিত সন্তান বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যে গর্ভিনী যোনি সম্বরণ রোগে পীড়িত হয়, যাহার গর্ভ কুক্ষি শক্ত হইয়া থাকে ও মর্কল্ল নামা রক্ত বাতজ শূল দ্বারা পীড়িত হয় এবং যাহার শ্বাস আক্ষেপাদি উপদ্রব সমস্ত উপস্থিত হয়, সে মূঢ় গর্ভার জীবন নষ্ট হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।

সূতিকা রোগ।

সন্তান প্রসবের পর কুপিত বায়ু ক্ষরিত শোণিতকে অবরুদ্ধ করিয়া সূতিনীদিগের হৃদয়, মস্তক এবং বস্তিতে শূল উৎপাদন করিয়া থাকে। এই রোগকে মর্কল্ল শূল কহে।

সূতিকারোগে,—প্রায় অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, কম্প, তৃষ্ণা, গাত্রভার, শোথ শূল ও অতিসার উৎপন্ন হয়। মিথ্যা উপচার এবং দুষিত বিষম ও অজীর্ণ আহার সেবন জন্য সূতিনীগণের যে রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা অত্যন্ত ভয়ানক। দুর্ব্বল সূতিনীদের জ্বর, অতিসার, শোথ, শূল, আনাহ, বলক্ষয়, কফ বাতজনিত অরুচি, তন্দ্রা ও প্রসেকাদি রোগ সমূহ কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিতে হইবে। উপরোক্ত রোগ সকল প্রসূতীগণের উৎপন্ন হইলে সূতিকা নাম দিয়া বলা যায়। যথা,—সূতিকাজ্বর, সূতিকাসার ইত্যাদি। এই সকলের মধ্যে একটী প্রবল ভাবে থাকিলে অপর অপর লক্ষণ উহার উপদ্রব স্বরূপ বলা যায়।

সমাপ্ত।

স্তন রোগ।

দূষিত বায়ু পিত্ত এবং কফ দুগ্ধবিশিষ্ট কিম্বা দুগ্ধহীন স্তনকে প্রাপ্ত হইয়া স্তনের মাংস এবং শোণিতকে দুষ্ট করতঃ পাঁচ প্রকার স্তনবিদ্রধি রোগ উৎপাদন করে। যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুজ। এই সকল রোগের লক্ষণ ঐ সমস্ত দোষজনিত বাহ্যবিদ্রধির সম জানিতে হইবে।

নানারূপ গুরুপাক আহার হেতু কুপিত দোষের দ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে সন্তানের নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। বাতদূষিত দুগ্ধ কষায় এবং জলে পড়িলে ভাসিতে থাকে। পিত্তদূষিত দুগ্ধ তিক্ত অম্ল এবং লবণস্বাদ বিশিষ্ট হয় এবং উহাতে পীতরেখা দেখা যায়। কফ দূষিত দুগ্ধ—ঘন ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে পড়িলে মগ্ন হইয়া থাকে। ত্রিদোষ দূষিত, দুগ্ধ উভয়ের লক্ষণ বিশিষ্ট এবং ত্রিদোষ দূষিত দুগ্ধে ত্রিদোষ দেখা যায়। সুস্থ শরীরের অদুষ্ট দুগ্ধ পাণ্ডুবর্ণ মধুর এব জলের সহিত মিলিত হইয়া যায়; বাতাদি দূষিত দুগ্ধের ন্যায় বিবর্ণ হয় না। এইরূপ দুগ্ধকে প্রশংসিত জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

স্ত্রী-রোগের চিকিৎসা।

প্রদর চিকিৎসা।

কুশমূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া সেবন করিলে সত্বর রক্ত প্রদররোগ আরোগ্য হয়।

অশোকমূলের ছাল ২ দুই তোলা, দুগ্ধ ।৵০ এক পোয়া, জল ৵১ এক সের, একত্রে পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে ছাকিয়া ঐ ক্বাথ পানে অতি প্রবল রক্তপ্রদর আশু আরোগ্য হয়।

যজ্ঞডম্বুর ফলের রস মধুর সহিত সেবনে প্রদর রোগ আরোগ্য হয়।

রোহিতক (রোড) বৃক্ষের মূল জলে বাটিয়া অথবা আমলকী-বীজ, চিনি ও মধুর সহিত সেবনে পাণ্ডু প্রদর উপশমিত হয়।

বেড়েলার মূল ছাল দুগ্ধের সহিত অথবা কুশ ও বেড়েলা উভয়ের মূল, তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে প্রদর রোগ আরোগ্য হয়।

কুলশুঁটো চূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে প্রদর শান্তি হয়।

প্রদররোগে,—রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার এবং রক্তার্শের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে কুটজাষ্টক বিশেষ উপকারী।

ধাইফুল বা আমলকী চূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত অথবা কার্পাসের মূল তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডুপ্রদর রোগ আরোগ্য হয়।

ভূমি আমলকী চূর্ণ তণ্ডুলোদকের সহিত ভক্ষণ করিলে অতি শীঘ্র প্রদর রোগের উপশম হইয়া থাকে।

চন্দনাদি চূর্ণ।

রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণারমূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠো, নাগরমুথা, চিনি, বালা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, শুঁঠ, আতইচ, ধাইফুল, রসাঞ্জন, আম্রকেশী, জামের আঁটি, মোচরস, শুদিপুষ্প, বরাক্রান্তা, ছোট এলাইচ, ও দাড়িম্ব ফলের ছাল; প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। একত্রে মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা। অনুপান মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার প্রদর, রক্তাতিসার, রক্তার্শ, রক্তপিত্ত রোগ অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

প্রদরাদি লৌহ।

কুড়চিছাল ।২৷৷০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ৮ আট সের। এই কাথ ছাকিয়া পুনঃ পাক করিবে, ঘন হইলে বরাক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেলশুঁঠা, মুথা, ধাইফুল, আতইচ, অভ্র, লৌহ; প্রত্যেক চূর্ণ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। মাত্রা ১ এক তোলা। কুশমূল বাটিয়া জলে গুলিয়া তাহার সহিত এই ঔষধ সেব্য। ইহাতে নানাবিধ প্রদর ও কুক্ষিশূল আরোগ্য হয়।

প্রদররোগে অশোকঘৃত এবং শীতকল্যাণ ঘৃত ব্যবস্থেয়।

রস, গন্ধক, বঙ্গ, রূপা, খর্পর, ও কড়িভস্ম; প্রত্যেক ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা, লৌহ ৩ তিন তোলা এই সকল ঘৃতকুমারির রসে এক দিবস মাড়িয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রদররোগ আরোগ্য হয়। অনুপান তণ্ডুলোদক।

প্রদর রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা।

এই রোগে বায়ু শান্তিকর ক্রিয়া, অভ্যঙ্গ, সেচন, প্রলেপ ও নিগ্ধ তৈলাক্ত তুলা কিম্বা বস্ত্রখণ্ড যোনিতে ধারণ করা কর্ত্তব্য।

বচ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, পিপুল, বাসকছাল, সৈন্ধব, বনযমানি, যবক্ষার, ও চিতামূল; সমভাগ চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া চিনি ও গুড়মণ্ডের সহিত সেবনে এই রোগ আরোগ্য হয়।

মূষিকমাংস সংযুক্ত তৈল রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া যোনিতে মর্দ্দন করিলে যোনিগত অর্শ নিবারিত হয়। ইহাতে মূষিকমাংস ও সৈন্ধব দ্বারা স্বেদ প্রদান ব্যবস্থেয়।

মূষিকমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তৈলে পাক করিবে, এই তৈল যোনিকন্দরোগে ব্যবস্থেয়। উচ্ছেমূল বাটীয়া প্রলেপ দিলে প্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয়। এবং ইন্দুরের বসা দ্বারা মর্দ্দন করিলে বহির্গত যোনি পুনঃ প্রবিষ্ট হয়।

লোধ, লাউশস্য, একত্রে বাটীয়া প্রলেপ দিলে, অথবা বেতমূলের কাথে যোনি ধৌত করিলে যোনির শিথিলতা দূরীভূত হইয়া দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা; এই সকল জলে বাটীয়া প্রলেপ দিলে যোনি দৃঢ় হয়।

মদনফল, মধু ও কর্পূর, একত্রে মর্দ্দন করিয়া যোনি মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে উহা দৃঢ় ও সুকোমল হয়।

যবাফুল কাঁজিতে বাটীয়া; অথবা লতাফটকীর পত্র ভাজিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবনে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

ঋতুস্নানের পর আকনাদি পত্র জলের সহিত বাটীয়া খাইলে গর্ভোৎপত্তি হয় না।

পুষ্যানক্ষত্রে গোষ্ঠজাত বটবৃক্ষের ঈশান কোণের শাখাস্থ শুঙ্গাদ্বয় দুইটী মাষকলাই এবং দুইটী শ্বেতসর্ষপ দধির সহিত ভক্ষণ করিলে সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূরীভূত হয়।

গর্ভিনী নারী দুগ্ধের সহিত একটী পলাশপত্র বাটীয়া খাইলে রূপবান পুত্র লাভ করে।

অশ্বগন্ধামূল ২ দুই তোলা, জল ⁄১ এক সের, দুগ্ধ ⁄।০ এক পোয়া, শেষ ⁄।০ এক পোয়া। প্রক্ষেপ ঘৃত ॥০ অর্দ্ধ তোলা, ঋতুস্নানান্তে ইহা পান করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

পিপুল, শুঠ, মরিচ ও নাগেশ্বর; প্রত্যেক চূর্ণ ৵০ দুই আনা, ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঋতুস্নান দিবসে সেবন করিলে গর্ভব্যথা নিবারিত হয়।

ফলকল্যাণ ঘৃত ও কুমার কল্পদ্রুম ঘৃত এই রোগে ব্যবস্থেয়।

যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা সমাপ্ত।

গর্ভিনী চিকিৎসা।

গর্ভের প্রথম মাসে,—গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে শ্বেতচন্দন, শুলফা, চিনি এবং ময়নাফল, সমভাগে লইয়া তণ্ডুল জলের সহিত বাটীয়া, দুগ্ধে গুলিয়া গর্ভবতীকে সেবন করাইবে। কিম্বা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতণ্ডুল; এই সমুদি দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া পান করাইবে। ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন ব্যবস্থেয়।

দ্বিতীয় মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, পদ্ম, পানিফল এবং কেশুর; তণ্ডুল জলের সহিত পেষণ করিয়া, তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া স্থিরভাব ধারণ করে।

তৃতীয় মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, কাঁকলা এবং আমলকী; একত্রে পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত গর্ভিনীকে পান করিতে দিবে। ক্ষুধার সময় দুগ্ধের সহিত শালিতণ্ডুলান্ন আহার ব্যবস্থা করিবে কিম্বা পদ্ম, কুড় ও শালুক চিনির জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

চতুর্থ মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, শালুক, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর; এই সমুদায় কিম্বা গোক্ষুর কণ্টকারী ও বালা; এই সকল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

পঞ্চম মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, নীলোৎপল এবং ক্ষীরকাঁকলা পেষণ করিয়া দুগ্ধ ঘৃত এবং মধুর সহিত পান করাইবে। কিম্বা নীলোৎপল এবং কাঁকলা সমভাগ পেষণ করিয়া শীতল জলে আলোড়ন করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে বেদনাদি শাম্য হইয়া গর্ভ স্থির ভাব ধারণ করে।

ষষ্ঠ মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন এবং উৎপল, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। কিম্বা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা এবং খইচূর্ণ শীতল জলের সহিত মিলাইয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বেদনা নিবারিত হয়।

সপ্তম মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, শতমূলী এবং পদ্মমূল বাটীয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। কিম্বা কয়েতবেল, সুপারিমূল, খই এবং চিনি সুশীতল জলের সহিত পান করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

অষ্টম মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, তণ্ডুলজলের সহিত ধন্যা বাটীয়া পান করাইবে কিম্বা শীতল জলের সহিত পলাশপত্র বাটীয়া সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভবেদনা নিবারিত হয়।

নবম মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, এরণ্ডমূল এবং কাকলা; শীতল জলের সহিত বাটীয়া সেবন করিতে দিবে। কিম্বা পলাশবীজ, কাঁকলা ও ঝাটীমূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

দশম মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ এবং চিনি; দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে গর্ভের দোষ এবং বেদনা নিবারিত হয়।

একাদশ মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল এবং নীলোৎপল কিম্বা ক্ষীরকাঁকলা, উৎপল, কুড়, বরাক্রান্তামূল এবং চিনি; এই সকল শীতল জলে বাটীয়া সেবন করাইবে।

দ্বাদশ মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, চিনি, ভুমিকুষ্মাণ্ড, কাঁকলা এবং ক্ষীরকাকলা এই সকল বাটীয়া সেবন করাইলে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

প্রথম মাসে,—যষ্টিমধু, মাকরচাউলী, শাকবীজ, ক্ষীরকাকলা এবং দেবদারু। দ্বিতীয় মাসে,—কুলথকলায়, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী। তৃতীয় মাসে,—গুলঞ্চ, ক্ষীরকাকলা, নীলোৎপল এবং অনন্তমূল। চতুর্থ মাসে,—অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামনহাটী এবং যষ্টিমধু। পঞ্চম মাসে,—বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারিফল, বটের ঝুরি, শুড়ত্বক এবং ঘৃত। ষষ্ঠ মাসে,—চাকুলে, বেড়েলা, সজিনাবীজ, গোক্ষুর এবং যষ্টিমধু এবং সপ্তমমাসে,—পানিফল,

মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টিমধু এবং চিনি দুগ্ধের সহিত সেব্য; এই সমুদায় যোগ রক্তস্রাবে ব্যবস্থেয়।

অষ্টম মাসে,—কয়েতবেল, বেল, বৃহতী এবং ইক্ষু; ইহাদের মুল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে।

নবম মাসে,—যষ্টিমধু, অনন্তমুল, ক্ষীরকাকলী এবং শ্যামালতা; জলে পেষণ করিয়া সেবন করাইবে।

দশম মাসে,—গর্ভ বেদনা উপস্থিত হইলে শুঁঠ ২ দুই তোলা এবং দুগ্ধ ৴।০ এক পোয়া, ৴১ এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৴।০ এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহা পান করাইবে। কিম্বা শুঁঠ, যষ্টিমধু এবং দেবদারু, দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা বেদনাদি নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির ভাব ধারণ করিয়া থাকে।

কুশ, কেশে, এরণ্ড এবং গোক্ষুর; এই সকলের মূল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত সেবন করাইলে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

গর্ভস্রাবের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, কেশুর, পানিফল, জীবনীয়গণ (অর্থাৎ) জীরক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকলী, ক্ষীরকাকলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী এবং যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, উৎপল, এরণ্ডমূল এবং শতমূলী; এই সকলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইলে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়।

ছাগদুগ্ধ ৴।০ এক পোয়া, মধু দুই মাষা এবং কুমারের মর্দ্দিত হাড়ির মৃত্তিকা ৪ চারি মাষা একত্রিত করিয়া সেবন করাইলে গর্ভপাত নিবারিত হয়।

গর্ভস্রাবের লক্ষণ অনুভব হইলে কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, উৎপল, মুগানি, যষ্টিমধু এবং চিনি দুগ্ধের সহিত ব্যবস্থা করিবে এবং দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য ব্যবস্থেয়।

বায়ুদ্বারা গর্ভ কিম্বা বালক শুষ্ক হইলে, চিনি, যষ্টিমধু এবং গাম্ভারী ফলের সহিত সিদ্ধ পানার্থ ব্যবস্থেয়। ইহাতে পুষ্টি সাধিত হয়।

গর্ভিনীর জ্বর হইলে রক্তচন্দন, অনন্তমুল, লোধ এবং দ্রাক্ষা; এই সকল দ্রব্যের কাথ চিনির সহিত সেব্য। ইহাতে জ্বর শান্তি হয়।

এরণ্ডাদি তৈল

এরণ্ডমূল, শুলফ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু এবং পদ্মকাষ্ঠ; এই সকলের কাথ পান করাইলে গর্ভিনীর জ্বর নিবারিত হয়।

গর্ভিনীর জ্বর হইলে, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সাধারণ জ্বরোক্ত কষায় সকল ব্যবস্থা করা বিধেয়; চক্রদত্ত কহিয়াছেন, সিংহাস্যাদি গুড়ুচ্যাদি কিম্বা স্বল্প পঞ্চমুলীর কাথ অথবা পঞ্চমুলীর সিদ্ধ দুগ্ধ সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভিনীর জ্বর শান্তি লাভ করে।

আমছাল এবং জামছালের কাথ খইচূর্ণের সহিত সেবন করাইলে গর্ভিনীর গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়।

হ্রীবেরাদি।

বালা, সোনাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুথা, বেণারমূল, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, ও এলাইচ; এই সকলের কাথ পান করাইলে নানাপ্রকার অতিসার, রক্তস্রাব ও সূতিকা রোগ প্রশমিত হয়।

লবঙ্গাদি চূর্ণ।

লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুথা, ধাইফুল; বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুলফা, দাড়িম ফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, মুন্দিমূল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খদির ও বালা, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্রে মিলিত করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ। গর্ভাবস্থায় সংগ্রহ গ্রহণী অতিসার এবং আমরক্ত প্রভৃতি পীড়া হইলে ইহা ব্যবস্থেয়।

গর্ভচিন্তামণি রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ; প্রত্যেক ২ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জৈয়ত্রী, গোক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেঁড়েলা এবং শ্বেতবেড়েলা; প্রত্যেক ১ তোলা। জলে মর্দ্দন। ২ রতি প্রমাণ বটী। ইহা সেবন করাইলে গর্ভিনীর জ্বর, দাহ ও প্রদরাদি রোগ উপশমিত হয়।

গর্ভবিনোদ রস।

ত্রিকটু ৬ তোলা; হিঙ্গুল ৮ তোলা, জৈত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেক ৬ তোলা; স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য জলে মর্দ্দন। চণক প্রমাণ বটীকা। ইহা সেবন করাইলে জ্বরাদি রোগ আরোগ্য হয়।

এই রোগে গর্ভবিলাস তৈল ব্যবস্থেয়।

গর্ভিনীর বামপার্শ্বে রোমরাজি উত্থিত হইলে কন্যা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে তদ্রূপ হইলে পুত্র সন্তান উদ্ভব হয়।

অষ্টমাস উপস্থিত হইলে মৈথুন ক্রিয়া পরিত্যাগ বিধেয়। নতুবা গর্ভনষ্ট ও গর্ভিনীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। কিম্বা অন্ধ, মূক, বধির, কুব্জ সন্তানোৎপত্তি হয়।

গর্ভিণী চিকিৎসা সমাপ্ত।

সূতিকা রোগের চিকিৎসা।

আকনাদিমূল, ঈশলাঙ্গলামূল, বাসকমূল এবং আপাংমূল; এই সকল বাটীয়া নাভি বস্তি এবং যোনিস্থানে প্রলেপ দিলে কিম্বা ছোলঙ্গমূল এবং যষ্টিমধু, ঘৃত এবং মধুর সহিত পান করাইলে গর্ভিনী নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করে।

কাঁজিতে ঝুল গুলিয়া সেবন করাইলে, আশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

সাপের খোলস সরাবপুটে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম মধুর সহিত মাড়িয়া গর্ভিনীর চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে প্রসব বাধা দূরীভূত হয়।

কিঞ্চিৎ সিদ্ধ আটা গর্ভিনীর মস্তকে নিক্ষিপ্ত করিলে গর্ভস্থ মৃত সন্তান নির্গত হইয়া থাকে।

কাঁজি ২ দুই পল, হিঙ্গু ২ দুই রতি, এবং সৈন্ধব এক মাষা; একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে গর্ভ নিঃসৃত হয়।

নাগদনামূল ১ এক তোলা, ও চিতামূল ১ এক তোলা; বাটিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে আশু গর্ভ নিঃসারিত হয়।

সর্ষপ তৈলের সহিত তিতলাউ, সাপের খোলস, ঘোষালি ফল এবং সর্ষপ; এই সমুদায় দ্রব্যের ধূপ ব্যবস্থা করিলে অমর (ফুল) পতিত হয়।

অঙ্গুলিতে চুল জড়াইয়া যোনিদ্বারে ঘর্ষণ করিলে কিম্বা প্রসূতির হস্তে এবং পদে ঈশলাঙ্গলার মূল বাটীয়া প্রলেপ দিলে সত্বরেই অমরা পতিত হয়।

পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ সুরার সহিত কিম্বা শালিধান্যের শিকড় সুরা অথবা কাঁজির সহিত সেবন করাইলে অমরা পতিত হয়।

কৃষ্ণজীরা, পিপুল এবং সচল লবণ সুরার সহিত সেবন করাইলে যোনিশূল শাম্য হয়।

প্রসূতীর হৃদয়, মস্তক এবং বস্তিস্থানে শূল বেদনাকে মকল্ল কহে। তাহাতে ঘৃত কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত যবক্ষার ব্যবস্থেয়।

পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথে সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে মকল্লশূল আরোগ্য হয়।

গর্ভপাতান্তে অত্যন্ত রক্তস্রাব হইলে শালীতণ্ডুলের জলে পায়রার বিষ্ঠা গুলিয়া সেবন করাইলে আরোগ্য হয়।

অমৃতাদি ক্বাথ।

গুলঞ্চ, শুঁঠ, বাঁটীমূল গন্ধভাদুলিয়া, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এবং মুথা. মিলিত ২ তোলা; জল /॥৹ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া; প্রক্ষেপ মধু ॥৹ অর্দ্ধ তোলা। এই কাথ সেবন করাইলে সূতিকা রোগ আরোগ্য হয়।

দশমূলের কাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে সূতিকা রোগ আরোগ্য হয়।

ঝাঁটিমূল, কুড়, বেতের মূল, বঁইচিমূল, দেবদারু ও কুলথ কলাই মিলিত ২ দুই তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ সৈন্ধব ৪ মাষা ও হিঙ্গু ২ রতি। ইহা সেবন করাইলে সূতিকা জ্বর ও শূল নিবারিত য়।

সূতিকা দশমূল।

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী কণ্টকারী, গোক্ষুর নীলঝাঁটির মূল, গন্ধভাদুলের মূল, শুঁঠ, গুলঞ্চ এবং মুথা; মিলিত ২ দুই তোলা, জল অর্দ্ধ /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া; ক্বাথ সেবন করাইলে সূতিকা সম্বন্ধীয় দাহসংযুক্তজ্বর আরোগ্য হয়।

সহচরাদি।

ঝাঁটিমূল, মুথা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ এবং বালা; মিলিত ২ দুই তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষের মধু ॥০ অর্দ্ধ তোলা। ইহা সেবন করাইলে প্রসূতির জ্বর ও বেদনা উপশমিত হয়।

ঝাটিমূল ২ দুই তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ ॥০ আধতোলা। ইহা সেবন করাইলে অগ্নির দীপ্তি, প্রসূতির জ্বরাদি আরোগ্য হয়।

সন্ধ্যার সময় নীলঝাঁটির ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার পরদিন ঐ ক্বাথ সেবন করাইলে সূতিকা রোগ আরোগ্য হয়। তদ্রূপ ঐ বৃক্ষের মূল চর্ব্বণেও রোগ সাম্য হয়।

বজ্রকাঞ্জিক।

কাঁজি /১ এক সের। কল্ক র্থে,—পিপুলমূল, চই, শুঁঠ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীর হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা বিটলবণ ও সচলবণ; মিলিত ১ পল, পাকার্থ জল /৪ চারি সের, শেষ এক সের, মাত্রা ১ এক পল। কল্ক সহিত সেব্য। ইহা পান করাইলে মকল্দ শূল, আম এবং কফ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্য, অগ্নি, স্তনের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ।

গন্ধভাদুলিয়া ১২॥ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। চিনি ৷৵০ পৌনে চারি সের, প্রক্ষেপার্থ ইন্দ্রযব, ধনে, মুথা, বেণামূল, বেলশুঠ, মোচরস, পিপুল, মরিচ, বেড়েলা, আতইচ, জটামাংসী, বালা ও দুরালভা; প্রত্যেক চূর্ণ ১ এক পল। ইহাতে সংগ্রহ গ্রহণী এবং সূতিকাদি আরোগ্য হয়।

ভদ্রকটাদ্য ঘৃত।

এই ঘৃত সেবন করাইলে সূতিকারোগ, গ্রহণী এবং পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

সৌভাগ্য শুঁঠি।

কেশর, পাণিফল, পদ্মবীজকোষ, মুথা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক, শঠি, ধাইফুল, শুলফা, ধনে, গজপিপ্পলী, মরিচ ও শতমূলী, প্রত্যেক ৪ চারি তোলা ; লৌহ আট তোলা, অভ্র আট তোলা, শুঁঠচূর্ণ ১ এক সের, মিছরি ৩০ পল, ঘৃত /১ এক সের, গব্য দুগ্ধ /৮ সের। যথামতে পাক করিবে। মাত্রা ১ এক তোলা। ইহা সেবন করাইলে সূতিকারোগ, অতিসার এবং গ্রহণী আরোগ্য হইয়া অগ্নি দীপ্তি হয়।

সৌভাগ্য শুণ্ঠী।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, গুড়ত্ব তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর মুথা, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, লবঙ্গ, শতমূলী, নালুকা, ময়নাফল, যমানী, ধাইফুল, শতমূলী, লোধ, গজপিপ্পলী, পিয়ারবীজ, গুলঞ্চ, কর্পূর চন্দন ও রক্তচন্দন ; প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা শুঁঠচূর্ণ /৪ চারি সের। ঘৃত /১ সের, দুগ্ধ /৮ আট সের, চিনি /৫ পাঁচ সের। অনুপান ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করাইলে সূতিকা, গ্রহণী, নানাবিধ স্ত্রীরোগ ও অন্যান্য পীড়া আরোগ্য হয়।

জীরকাদ্য মোদক।

জীরা /১ এক সের, শুঠ।৵০ দেড় পোয়া ; শুলফা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, ছাগদুগ্ধ /৮ আট সের, চিনি /৬।০ সওয়া ছয় সের, ঘৃত /১ এক সের। প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মুথা ও লবঙ্গ ; প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। ইহা সেবন করাইলে সূতিকা ও গ্রহণী রোগ আরোগ্য হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

সূতিকারি রস।

রস, গন্ধক, অভ্র ও তাম্র সমভাগ। থুলকুড়ীর রসে মর্দ্দন করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া কলাই প্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহা সেবনে সূতিকা জ্বর, তৃষ্ণা অরুচি ও শোথ আরোগ্য হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

সূতিকা বিনোদ রস।

শুঠ, ১ এক ভাগ, মরিচ ২ দুই ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, সৈন্ধব ॥০ অর্দ্ধ ভাগ, জৈত্রী ২ দুই ভাগ, ও তুতে দুই ভাগ একত্রে নিসিন্দার ক্বাথে কিম্বা রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে সূতিকা রোগ আরোগ্য হয়।

বন্যকার্পাস মূল চূর্ণ দুইতোলা, অথবা ইক্ষুমূল চূর্ণ ৮ আট তোলা, কাঁজির সহিত সেবন করিলে স্তনের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূল ২ তোলা, আট তোলা মস্তার সহিত সেবনে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য।

শালীতণ্ডুল চূর্ণ ॥• অর্দ্ধ তোলা, ৵• অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধের সহিত সাত দিবস পান করিলে এবং অন্নের সহিত দুগ্ধ পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

হরিদ্রাদি বা বচাদিগণের ক্বাথ পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

বাতজ স্তন্যদোষে দশমূলের ক্বাথ এবং পৈত্তিকে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিম্বছাল, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল, এই সমুদায়ের ক্বাথ ধাত্রী ও শিশুকে পান করাইবে।

বামনহাটী, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতইচ, মিলিত ২ দুই তোলা, জল ৴॥• অর্দ্ধ সের, শেষ ৵• অর্দ্ধ পোয়া; এই ক্বাথ পানে স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

পথ্য মুদ্গা যূষাদি।

গোরক্ষ চাকুলের মূল চর্ব্বণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে সপ্তাহ মধ্যে স্তনকীল নষ্ট হইয়া অতিশয় স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

স্তনোত্থিত শোথে আম ও পচ্যমান পক্ক বিদ্রধির বিধি অনুসারে চিকিৎসা করিবে। ইহাতে সর্ব্বদা স্তনদোহন পূর্ব্বক নিঃশেষরূপে দুগ্ধ নিঃসরণ করা কর্ত্তব্য।

রাখাল শশার মূল অথবা হরিদ্রা ও ধুতুরা মূল সহিত বাটীয়া প্রলেপ দিলে স্তনের শোথ শুষ্ক হয়।

শূকর, মহিষ কিম্বা হস্তীর মাংসচূর্ণ ইন্দুরের বসার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্তনে মর্দ্দন করিলে স্তনদ্বয় কঠিন ও স্থূল হয়।

শ্রীপর্ণী তৈল।

গাম্ভারির ক্বাথ ও গাম্ভারছাল চূর্ণ করিয়া তিলতৈলে পাক করিয়া উহাতে তুলা ভিজা-ইয়া স্তনের উপর স্থাপিত করিলে লম্বিত স্তন পুনঃ উত্থিত হয়।

হিরাকস, অশ্বগন্ধা, লোধ ও গজপিপ্পলী; এই সমুদায় কল্কদ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন করিলে স্তনাদি পুষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

প্রথম ঋতুতে তণ্ডুলোদকের নস্য গ্রহণ করিলে স্তনদ্বয় উন্নত থাকে।

গব্যঘৃত, তিলতৈল, প্রিয়ঙ্গু, জলসিক্ত খই; একত্রে মর্দ্দন করিলে স্তনদ্বয় বর্দ্ধিত হয়।

পিপুলমূল বাটিয়া নির্জ্জল তক্রের সহিত পান করিলে মধ্যদেশ ক্ষীণ (অর্থাৎ কোমর সরু) হয়।

বেতমূলের ক্বাথ দ্বারা প্রক্ষালন করিলে যোনি দৃঢ় হয়।

যদি স্বামীর প্রতি ভার্য্যার স্বাভাবিক বিদ্বেষ থাকে অথবা দুষ্ট লোককৃত যোগাদির দ্বারা ঐ বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামী শববন্ধন রজ্জু দ্বারা স্ত্রীকে তাড়না করিলে উক্ত বিদ্বেষ দূর হয়।

পুষ্যানক্ষত্রে [illegible]
[illegible]

স্বামীর মূত্র স্ত্রীকে কোনরূপে পান করাইলে, ঐ স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া চিরকাল স্বামীর বশীভূতা হইয়া থাকে।

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

বাল রোগ।

বাতদুষ্ট স্তন্য পান করিলে শিশুর মল মূত্র বর্দ্ধিতা, কৃশতা, ক্ষীণস্বর এবং নানারূপ বাতজ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিত্ত দুষ্ট জন্য পানে দেহ সন্তাপ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, মলরেচন, কামলা এবং পিত্তজ পীড়া উৎপন্ন হয়। কফদুষ্ট স্তন্য পানে, লালাস্রাব, অতিনিদ্রা, জড়তা, শোথ, রক্তাক্ষতা, বমন এবং অপর কফজ রোগ উৎপন্ন হয়। দ্বিদোষ দূষিত স্তন্য পানে, পূর্ব্ব দুই প্রকার দোষজ এবং ত্রিদোষ দূষিত স্তন্যপানে বাতাদি ত্রিদোষ মিলিত লক্ষণ দেখা যায়।

বালকেরা বাক্যদ্বারা শারীরিক কষ্ট প্রকাশ করিতে পারে না, একারণ তাহাদিগের রোদনের প্রকার ভেদে বেদনার অল্পত্ব এবং আধিক্য জানিতে হইবে।

দূষিত স্তন্যপান জন্য বালকদিগের নেত্রের পাতাতে কুক্রণক (কোথনায) রোগ উৎ-পাদিত হয়। এই রোগে মুহুর্মুহু স্রাব ও চক্ষুকণ্ডু জন্মে এবং শিশু ললাট, চক্ষুপুট এবং নাসিকা ঘর্ষণ করিতে থাকে, রৌদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না এবং চক্ষু উন্মীলন করিতে অক্ষম হয়।

বালক গর্ভিনী জননীর স্তন্য অধিক পান করিলে উহার কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমন, তন্দ্রা, ভ্রম এবং অঙ্গের কৃশতা হয় এবং উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই রোগকে পারিগার্ভিক কি পরিভবাখ্য (এঁড়েলাগা কহে) এই পারিগার্ভিক রোগে বালককে অগ্নি বৃদ্ধিকর ঔষধ প্রদান করিবে।

শিশুর তালুমাংসে কফ দুষ্ট হইলে তালুকণ্টক রোগ উৎপন্ন হয়; এই রোগে তালুদেশ নীচু হইয়া যায়। তালুপতন জন্য বালক স্তন্যপানে বিরত হইয়া পড়ে কিম্বা অতিকষ্টে স্তন্যপান করিতে থাকে। এই রোগে পিপাসা, বমন, দ্রবমল, রেচন এবং চক্ষু ও কণ্ঠাতে বেদনা জন্মে এবং গ্রীবাকষ্ট ক্রমে ধারণ করে।

শিশুদিগের মাথায় কিম্বা নাভীর অধঃস্থলে ত্রিদোষজ সাংঘাতিক বিসর্প রোগ জন্মে, উহা মহাপদ্মাকৃতি এবং লোহিতাভ হয়; শিরোদ্ভব বিসর্প শঙ্খদেশ (ললাটের অস্থি স্থান) হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বিচরণ করে এবং বস্তিজাত বিসর্প হৃদয় হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ক্ষুদ্র রোগোক্ত অজাগন্ধ এবং অহিপূতনা রোগদ্বয় ও পূর্ব্বে যে সকল জ্বরাদি মহৎ মহৎ ব্যাধি লিখিত হইয়াছে তাহাও বালকের দেহে জন্মিয়া থাকে এবং লিখিতানুযায়িক লক্ষণ-যুক্ত হয়।

সমাপ্ত।

স্কন্দাদি গ্রহদুষ্ট বালরোগ।

প্রসূতীর কিম্বা ধাত্রীর অশুচী ব্যবহার জন্য স্কন্দাদি গ্রহদেবেরা পূজার মানসে নবপ্রসূত বালকগণের দেহ প্রবেশ করতঃ বিবিধরূপ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকেন।

গ্রহদুষ্টের সামান্য লক্ষণ। যথা—শিশু ক্ষণেক উদ্বিগ্ন, ক্ষণেক ত্রাসিত হয়, রোদন করে, নখ ও দন্তের দ্বারা আপনার কিম্বা ধাত্রীর দেহ বিদারণ করিতে থাকে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও সর্ব্বদা মুখ হইতে ফেণা বাহির করে, হাই তুলে এবং আর্ত্তনাদ করে। দৃষ্টি উর্দ্ধগত, ভ্রূদ্বয়ের কম্পন, নেত্রে শোথ, অতিশয় নিদ্রা নাশ, দুর্ব্বলতা, স্বরভঙ্গ ও মল রেচন হয়, শরীরে মাংস কিম্বা রক্ত গন্ধ জন্মে, এবং পূর্ব্বের সম আহার করিতে পারে না।

স্কন্দাদি গ্রহদুষ্টের লক্ষণ।

স্কন্দগ্রহ পীড়িত বালকের এক নেত্র হইতে স্রাব নির্গত হইয়া থাকে, গাত্রে ঘর্ম্ম, স্পন্দন এবং কম্প হয়, দৃষ্টি উর্দ্ধগামী, মুখ বক্র, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ এবং দেহে অতিশয় শোণিত গন্ধ জন্মে। বালক অবসাদযুক্ত হইয়া স্তন্য পান এবং অল্প অল্প ক্রন্দন করিতে থাকে।

স্কন্দাপস্মার গ্রহ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে বালক অচেতন হইয়া মুখ হইতে ফেণা বাহির করে কিম্বা সজ্ঞানে থাকিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করে। শরীরে পূঁয এবং রক্ত গন্ধ জন্মে।

শকুনীগ্রহ দেহে প্রবিষ্ট হইলে—বালকের দেহ শিথিল, বেদনা বিশিষ্ট এবং মাংসভোজী বিহগের ন্যায় বিস্রগন্ধ এবং সর্ব্বশরীরে দাহ, পাক, স্রাবযুক্ত পীড়কা ও স্ফোটক উৎপন্ন হয়। এই রোগে শিশু অকারণে ভয়ে চকিত হইয়া পড়ে।

রেবতীগ্রহ দ্বারা অভিভূত হইলে, বালকদিগের শরীর পঙ্কগন্ধযুক্ত এবং ব্রণ ও স্ফোটক দ্বারা আচিত হইয়া থাকে, ঐ সকল ব্রণ ও স্ফোটক হইতে শোণিত নিঃসৃত এবং দ্রবমল রেচন, জ্বর ও দাহ হয়।

পূতনাগ্রহাক্রান্ত শিশুর অতিসার, জ্বর, পিপাসা, বক্রদৃষ্টি, রোদন, নিদ্রানাশ এবং চিত্তের উদ্বিগ্নতা জন্মে।

অন্ধপূতগ্রহাক্রান্ত শিশুর কাস, জ্বর, পিপাসা, দুগ্ধপানে বিদ্বেষ, বমন, অতিসার, অত্যন্ত রোদন এবং শরীর চর্ব্বিগন্ধ বিশিষ্ট হয়।

শীতপূতনাগ্রহাক্রান্ত বালকের কম্প, কাস, দুর্ব্বলতা, বমন, অতিসার, ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মুখমুণ্ডিকা গ্রহাক্রান্ত শিশুর বদন প্রসন্নবর্ণ ও শিরা আবৃত হয়, শরীর মূত্রগন্ধ বিশিষ্ট ও আহার বৃদ্ধি হয়।

নৈগমেষ (পিতৃগ্রহ) হুষ্টে শিশুর কণ্ঠ ও মুখশোষ, উর্দ্ধদৃষ্টি, বমন, ঈষৎকম্প, মূর্চ্ছা এবং শরীর দুর্গন্ধযুক্ত হয়, এবং দন্ত কড়্‌মড় করে।

সমাপ্ত

বালরোগের চিকিৎসা।

বালক তিনপ্রকার। যথা—দুগ্ধজীবী, দুগ্ধান্নজীবী এবং অন্নজীবী। যতদিন পর্য্যন্ত বালকের কেবল দুগ্ধপান করিয়া জীবন রক্ষা হয়, তাবৎ কালাবধি তাহাকে দুগ্ধজীবী বলা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত দুধ এবং অন্ন এই উভয় বিধ দ্রব্যদ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তাবৎ কালাবধি তাহাকে দুগ্ধান্নজীবী কহে, তৎপর যখন দুগ্ধপান না করিলেও অন্নাদি, অন্যান্য দ্রব্যের দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তখন তাহাকে অন্নজীবী কহে।

দুগ্ধের এবং অন্নের দোষেই বালকের পীড়া উৎপত্তি হয়। দুগ্ধ এবং অন্ন নির্দ্দোষ থাকিলে বালকের পীড়া জন্মায় না।

দুগ্ধজীবী বালকের পীড়া উপস্থিত হইলে ধাত্রীর (মাতার কিম্বা যাহার স্তন্যপান করে) ঔষধ সেবনাদি ব্যবস্থেয়। দুগ্ধান্নজীবীর পীড়া জন্মিলে ধাত্রী এবং বালক উভয়েরই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। অন্নজীবী বালকের পীড়া হইলে, ধাত্রীর ঔষধ সেবন আবশ্যক করে না, অন্নের সহিত ঔষধ মিলাইয়া বালককে তাহা সেবন করাইবে।

বালকের পীড়া উপস্থিত হইলে,—আবশ্যক কাল পর্য্যন্ত ধাত্রীকে লঙ্ঘন করাইবে, শিশুর পক্ষে উপবাসাদি ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। বালকের অন্যান্য সকল নিষেধ করা যাইতে পারে, কিন্তু স্তন্যপান কোন ক্রমেই নিবারণ করা বিধেয় নহে।

যদি অচিরজাত বালক স্তন্য পান না করে, তাহা হইলে আমলকী এবং হরিতকী চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা বালকের জিহ্বায় ঘর্ষণ করা বিধেয়।

কুড়, বচ, হরিতকী, ব্রহ্মীশাক এবং ধুতুরামূল, প্রত্যেক চূর্ণ অতি অল্প পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করাইলে, বালকের বর্ণ, কান্তি এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়।

স্তনদুগ্ধের অভাবে বালককে ছাগদুগ্ধ, কিম্বা গব্যদুগ্ধ পান করাইতে পারা যায়। এই উভয়বিধ দুগ্ধ স্তন দুগ্ধের সম হিতকর।

বালকের নাভিতে শোথ হইলে, কোন প্রকার মৃত্তিকাপিণ্ড অগ্নিতে তপ্ত করিয়া দুগ্ধে ডুবাইয়া ঈষৎ উত্তপ্ত নাভিতে স্বেদ প্রদান করিলে নাভির শোথ ও বেদনাদি উপশমিত হয়।

নাভিপাকে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু এবং যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈল নাভিতে মাখাইলে কিম্বা ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নাভি ব্যাপ্ত করিলে উপশমিত হয়।

অন্নের পিষ্টক দগ্ধ করিয়া ভোজন করাইলে কিম্বা ছাতিমফুল, মরিচ এবং গোরচনা একত্রে পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করাইলে আহস্তিকা রোগ আরোগ্য হয়।

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে যথাবিধি উদ্ধৃত আপাঙ্গের মূল, বালকের জঘনে কিম্বা গ্রীবাদেশে বান্ধিয়া দিলে আহস্তি রোগ আরোগ্য হয়।

জ্বরাদিরোগ,—যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে, বালকদিগের জ্বরাদি রোগে সেই সকল ঔষধ অতি অল্প মাত্রায় সেবন করান ব্যবস্থেয়। তদ্বিষয়ে বয়স, বল এবং পীড়া বিশেষরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী এবং ইন্দ্রযব ; মিলিত ২ দুই তোলা, জল ।॰ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵॰ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথ দ্বারা স্তন্যদোষ নিবারিত ও বালকের জ্বরাতিসার আরোগ্য হয়।

বালচতুর্ভদ্রিকা।

মুথা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই সকলের চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবন করাইলে বালকের জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস ও বমি নিবারিত হয়।

ধাতক্যাদি।

ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, লোধ এবং বালা ; এই সকলের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবন করাইলে বালকের জ্বরাতিসার এবং বমন নিবারিত হয়।

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপ্পলী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শুলফা ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ; ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করাইলে বালকের জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

মৌরী, পিপুল, রসাঞ্জন, খৈচূর্ণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী এবং মরিচ ; এই সকলের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবন করাইলে বমি, কাস ও জ্বর নিবারিত হয়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা ও আতইচ ; এই সকলের চূর্ণ একত্রিত করিয়া কিম্বা কেবল আতইচ চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করাইলে, কাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়।

যে বালকের স্তন্যপানান্তে বমন হইয়া থাকে, তাহাকে বৃহতী এবং কণ্টকারীর রস এবং পঞ্চকোলের অবলেহ সেবন করাইলে বমন নিবারিত হয়।

আমের আঁটির শস্য, খইচূর্ণ এবং সৈন্ধবলবণ ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, মধুর সহিত মিলিত করিয়া অবলেহ করাইলে বমন নিবারিত হয়।

পিপুল এবং মরিচচূর্ণ ; চিনি এবং ছোলঙ্গনেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে বালকের হিক্কা এবং বমি নিবারিত হয়।

পেটারীমূল, আকনাদি মূল, জামছাল ও আমছাল ; এই সকল একত্রে পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করতঃ হৃদয়, নাভি এবং তালু প্রভৃতি স্থানে ধারণ করাইলে বমি ও অতিসার নিবারিত হয়।

কুল, আমরুল, কাকমাচী এবং কয়েতবেল ; এই সকলের পাতা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, শিশুর অতিসার এবং বমি নিবারিত হয়।

দুগ্ধপায়ী বালকের অতিসারের আমাবস্থা শুরু হইলে, ধাত্রীকে পিপুল চূর্ণ সহিত মাষ-কলাই যূষ সেবন করান ব্যবস্থেয়।

স্তন্যপায়ী বালকের আমাতিসারে ধাত্রীকে উপবাস কিম্বা পঞ্চকোল সিদ্ধ পেয়াদি সেবন করান ব্যবস্থেয়।

(বচাদি) বচ, মুথা, দেবদারু, শুঁঠ ও আতইচ ; মিলিত ২ তোলা, জল ।৷৹ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া। (হরিদ্রাদি) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, বৃহতী এবং ইন্দ্রযব ; মিলিত ২ তোলা, জল ।৷৹ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া। এই উভয়বিধ কাথ, স্তন্য বিশোধক, আমাতিসার নাশক, কফঘ্ন এবং মেদ শোষক। কাথজল বালকের স্তন্যদায়িনীকে এবং কিঞ্চিৎ বালককেও পান করান ব্যবস্থেয়।

মুস্তকাদি।

মুথা, আতইচ, শুঁঠ, বালা এবং ইন্দ্রযব ; মিলিত ২ দুই তোলা, জল ।৷৹ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া। এই কাথ প্রাতঃকালে স্তন্য-প্রদায়িনীকেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিশুকে সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার রোগ আরোগ্য হয়।

বেলশুঁঠা, ধাইফুল, বালা, লোধ এবং গজপিপ্পলী, মধুর সহিত এই সকলের কাথ সেবন ও অবলেহনে বালকের অতিসার আরোগ্য হয়।

আমড়াছাল, আমছাল এবং জামছাল এই সমস্তের সমভাগচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করাইলে বালকের অতিসার রোগ আরোগ্য হয়।

শ্বেতজীরা এবং শ্বেতধুনা চূর্ণ, বিল্বপত্রের রসের সহিত কিম্বা কেবল শ্বেতধুনা চূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করাইলে, বালকের আমরক্ত এবং তজ্জনিত পেটকামড়ানি আরোগ্য হয়।

বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল ; প্রত্যেক ৷৹ অর্দ্ধ তোলা, জল ।৷৹ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু ৷৹ অর্দ্ধ তোলা। এই কাথ ধাত্রী এবং বালককে সেবন করাইবে। ইহাতে বালকের অতিসার আরোগ্য হয়।

শুঁঠ, আতইচ, মুথা, বালা ও ইন্দ্রযব ; এই সকলের কাথ প্রস্তুত করিয়া বালককে সেবন করাইলে অতিসার আরোগ্য হয়।

বরাক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকাষ্ঠ ও আলকুশীবীজ ; এই সকল পেষণ করিয়া তাহাতে যবাগু প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অতিসার রোগ আরোগ্য হয়।

বিল্বমূলের কাথ খই এবং চিনি গুলিয়া বালককে পান করাইলে বমি ও অতিসার রোগ আরোগ্য হয়।

প্রিয়ঙ্গু কুল আঁটির শস্য, মুথা এবং রসাঞ্জন; কুটিয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে বালকের বমি, তৃষ্ণা এবং অতিসার উপশমিত হয়।

মোচরস, বরাক্রান্তা, ধাইফুল এবং পদ্মকেশর; এই সকল পেষণ করিয়া যবাগু প্রস্তুত করতঃ বালককে পান করাইলে রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

তিলতৈল, চিনি, মধু, তিল এবং যষ্টিমধু; এই সকল পেষণ করিয়া বালককে সেবন করাইলে রক্তস্রাব ও আমাশয় আরোগ্য হয়।

খই, যষ্টিমধু, চিনি এবং মধু; এই সকল পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করাইলে সত্বরেই শিশুর আমরোগ আরোগ্য হয়।

আঁকোড় মূল কিম্বা কুড়চি মূল, তণ্ডুলোদকে বাটিয়া সেবন করাইলে অতিসার এবং গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

মরিচ ১ ভাগ, শুঁঠ দুই ভাগ ও কুড়চিমূলের ছাল ৪ চারি ভাগ; এই সকল পেষণ করিয়া গুড় এবং তক্রের সহিত সেবন করাইলে গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুথা, মিলিত ২ দুই তোলা, দুগ্ধ /।০ এক পোয়া, জল /১ সের, শেষ /।০ এক পোয়া। ইহা সেবন করাইলে ৩ দিবসে মাংস ও রক্তক্ষরণ সহিত গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

ছাগদুগ্ধ এবং জামছালের রস সমভাগ মিলিত করিয়া শিশুকে পান করাইলে গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়।

বালকের গুহ্যপাকে পিত্তঘ্ন ক্রিয়া ব্যবস্থেয়; ইহাতে রসাঞ্জনের প্রলেপ ও তাহা সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

ধাত্রীর কদন্নাদি আহার জন্য বিকৃত স্তন্যপানে বালকের শরীরস্থ পিত্ত কুপিত হইয়া গুহ্যদেশে উপস্থিত হয়, তজ্জন্য এ স্থানে জোঁকের পেটের সম ব্রণ জন্মে। এই রোগে গুহ্যদেশে দাহ ও উত্তাপ জন্মে, মল হরিত কিম্বা পীতবর্ণ এবং প্রবল জ্বর হয়। এই পীড়ার নাম পশ্চারুজ, ইহা অতি কষ্টদায়ক।

পশ্চারুজরোগে,—রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও চোরকাঁচকি; এই সকলের প্রলেপ এবং অবলেহে উক্তরোগ আরোগ্য হয়।

বালকের মূত্র বদ্ধ হইলে, পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাইচ এবং সৈন্ধব; এই সকল দ্রব্যে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে প্রস্রাব সরল হয়।

শিশুর আনাহ এবং বাতশূল রোগে,—ঘৃতের সহিত সৈন্ধব, শুঁঠ, এলাইচ, হিঙ্গু এবং বামনহাটি, এই সকলের চূর্ণ কিম্বা কাথ ব্যবস্থেয়।

হরীতকী, বচ এবং কুড়; এই সকল বাটিয়া মধু এবং স্তন্যের সহিত পান করাইলে বালকের তালুপাক রোগ আরোগ্য হয়।

বালকের মুখপাকরোগে,—আম্রের আঁটির শস্য, লৌহচূর্ণ, গিরিমাটী, মধু এবং রসাঞ্জন একত্রিত করিয়া সেবন করাইবে এবং অশ্বত্থের ছাল ও পত্র একত্রে বাটিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে উক্ত রোগ আরোগ্য হইবে।

গোঁড়ালেবুর রস এবং শিমপত্রের রস একত্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখ পাক আরোগ্য হয়।

লাব ও তিত্তিরি পক্ষীর মাংসযূষ মধু সহ সেবন করাইলে, মুখশোষ শুষ্ক হয়।

শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়ে আক্ষেপাদি নানারূপ পীড়া উপস্থিত হয়, সেই অবস্থায় বিশেষ চিকিৎসা অবলম্বন কর্ত্তব্য, শিশুকে যন্ত্রণা দিবার আবশ্যকতা নাই। দন্ত উঠিলে আপনা আপনি উল্লিখিত পীড়া সমূহ নিবৃত্তি হয়।

কিস্‌মিস্‌, দুরালভা ও পিপুল; সমভাগ চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইলে কাস ও শ্বাস রোগের শান্তি হয়।

পুষ্করাদি চূর্ণ।

কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা; সমভাগ চূর্ণ, মধুর সহিত সেবন করাইলে, বালকের পঞ্চপ্রকার কাস উপশমিত হয়।

দাড়িমবীজ, জীরা এবং নাগেশ্বর; সমভাগ চূর্ণ, চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করাইলে বালকের তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

ময়ূরের পক্ষ ভস্ম জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন তাহা সেবন করাইলে, বালকের তৃষ্ণা নিবারিত হয়। তদ্রূপ বটকাষ্ঠের ভস্মে মুখশোষ নিবারিত হয়।

দারুহরিদ্রা, মুথা এবং গিরিমাটী; ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষের বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে বালকের নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

মনছাল, শঙ্খনাভি, পিপুল এবং রসাঞ্জন মধুর সহিত মাড়িয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, ইহার অঞ্জনে বালকের সর্ব্বপ্রকার চক্ষের পীড়া উপশমিত হয়।

একখানা আল্‌তা স্তনদুগ্ধে ও কটুতৈলে ভাবনা দিয়া প্রদীপের শিখায় তপ্ত করিয়া শিশুর মস্তকে স্বেদ প্রদান করিলে, বালকের নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

শুঁঠ ও গুড়ত্বক পুটপাক করিয়া সৈন্ধবলবণের সহিত চক্ষে স্বেদ প্রদান করিলে বালকের নেত্ররোগ আরোগ্য হয়।

বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মনছাল, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও গিরিমাটী; এই সকল দ্রব্যের সমভাগচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে বালকের কুকুনক এবং পোথকী রোগ আরোগ্য হয়।

কুকুনক রোগে, সুদর্শনমূল চূর্ণের অঞ্জন ব্যবস্থা করা বিধেয়।

মুথা, হরিদ্রা, কুড়, রাইসর্ষপ এবং ইন্দ্রযব; এই সমুদায় তক্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বালকের শিয় পাম্‌রা ও বিচ্চিকা রোগ আরোগ্য হয়।

অশ্বগন্ধা ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ৪০ চল্লিশ সের ; কল্কার্থে,—অশ্বগন্ধা /১ সের। এই ঘৃত সেবন করাইলে বালকের দেহ পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি হয়।

বাল-চাঙ্গেরি ঘৃত।

ঘৃত /৪ চারি সের, আমরুলের রস /৪ চারি সের, ছাগদুগ্ধ /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—কয়েতবেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলশুঁঠা, ধাইফুল এবং মোচরস, মিলিত /১ এক সের। এই ঘৃত সেবনে বালকের অতিসার এবং গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

কুমার কল্যাণ ঘৃত।

ঘৃত /৪ চারি সের। ক্কাথার্থ,—কণ্টকারী /৮ সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—দ্রাক্ষা, চিনি, শুঁঠ, জীবন্তী, জীরক, বেড়েলা, শঠি, দুরালভা, বেলশুঁঠা, দাড়িমফলের ছাল, তুলসী, শালপাণী, মুথা, কুড়, ছোট এলাইচ, গজপিপ্পলী ; প্রত্যেক ২ দুই তোলা। ইহা সেবন করাইলে বালকের দেহ পুষ্টি ও অগ্নির দীপ্তি এবং বলবৃদ্ধি হয়। ইহা দ্বারা দন্তোদ্ভেদ পীড়া ও অন্যান্য রোগ উপশমিত হয়।

অষ্টমঙ্গল ঘৃত।

ঘৃত /৪ চারি সের, কল্কার্থ,—বচ, কুড়, ব্রাহ্মী, শ্বেতসর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব এবং পিপ্পলী ; মিলিত /১ এক সের। এই ঘৃত পান করাইলে নানাপ্রকার দৈব উৎপাত নিবারিত হইয়া বালকের বুদ্ধি এবং মেধাদি সংবর্দ্ধিত হয়।

লাক্ষাদি তৈল।

তিলতৈল /৪ চারি সের, লাক্ষার ক্কাথ /৪ চারি সের, দধির মাত ১৬ ষোল সের, কল্কার্থ,—রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মুগরা-মূল, কটকী এবং রেণুক ; মিলিত /১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বালকের জ্বরাদি উপশমিত এবং বল বৃদ্ধি হয়।

সাপের খোলস, রসুন, মুগরা মূল, সর্ষপ, নিম্বপত্র, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেষশৃঙ্গ, বচ এবং মধু। এই সকলের ধূপ প্রদান করিলে বালকের জ্বর ও গ্রহাদি শান্তি হয়।

বালরোগান্তক রস।

পারা ও গন্ধক প্রত্যেক ।৹ অর্দ্ধ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ মাষা ; উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমা, হড়হড়ে, শালিঞ্চ এবং থুলকুড়ি ; এই সকলের রসে ভাবনা দিয়া শ্বেত অপরাজিতার মূল ২ দুই মাষা ও মরিচ ২ দুই মাষা,

উহার সহিত মর্দ্দন করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সর্ষপাকার বটিকা করিবে। ইহাতে বালকের জ্বর ও কাস আদি রোগ উপশমিত হয়।

বালকের পীড়া হইলে গ্রহশান্তির জন্য,—বলি, শান্তিকর্ম্ম প্রভৃতি ও মন্ত্রাদি পাঠ ও ধূপ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বালরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

বিষ রোগ।

বিষ দুই প্রকার। যথা—স্থাবর এবং জঙ্গম। স্থাবর বিষ দশ প্রকার। যথা—মূল, কন্দ, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক, ক্ষীর, সার, নির্য্যাস (কাথ কিম্বা আঠা) এবং ধাতব। সর্পাদি জঙ্গম বিষ ষোড়শ প্রকার। যথা—দৃষ্টি, নিঃশ্বাস, দংষ্ট্রা, নখ, মূত্র, বিষ্ঠা, শুক্র, লালা, স্পর্শ, মুখ-সংদংশ, বিগর্দ্দিত, গুদ, অস্থি, পিত্ত, শূক এবং শবগত।

জঙ্গম-বিষ প্রয়োগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তির নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, অপাক, রোমহর্ষ, শোথ এবং অতিসার জন্মে।

স্থাবর-বিষ প্রয়োগে,—জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, কণ্ঠরোধ, মুখ হইতে ফেণ নির্গমন, বমন, অরুচি, শ্বাস এবং মূর্চ্ছা হয়।

বুদ্ধিমান ইঙ্গিতজ্ঞ চিকিৎসক মানবদিগের বাক্য, কার্য্য এবং মুখভঙ্গি দেখিয়া বিষ প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে নিশ্চয় করিবেন। বিষ-প্রদায়ক ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর করিতে পারে না কিম্বা বলিতে ইচ্ছা করিয়া অচেতন হইয়া পড়ে। অনর্থক মূঢ়ের সম অস্পষ্ট কথা কয়, অকস্মাৎ বিনা কারণে হাস্য করিতে থাকে, অঙ্গুলির পর্ব্ব সকল মটকায়, অকর্ম্মণ্যের সম ভূমিতে লেখে কিম্বা নখদ্বারা কোন দ্রব্য ছিন্ন করে, ভীতচিত্তে অন্য লোকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কম্পিত, মুখ বিবর্ণ ও দগ্ধবৎ হইয়া জ্ঞানহীন মনুষ্যের সম বিপরীত ভাবে অবস্থিতি করে।

মূল এবং পত্রাদি বিষের লক্ষণ।

মূলবিষে,—দন্তাদি মর্দ্দন সম বেদনা, প্রলাপ এবং মোহ জন্মে।

পত্রবিষে,—হাই, কম্প এবং শ্বাস উৎপন্ন হয়।

ফলবিষে,—অণ্ডকোষযুগলে শোথ, দাহ এবং অন্নে বিদ্বেষ জন্মে।

পুষ্পবিষে,—বমন, আধ্মান এবং শ্বাস উৎপন্ন হয়।

ত্বক, সার এবং নির্য্যাসবিষে,—মুখের দুর্গন্ধতা, ত্বকের কর্কশতা, মস্তক বেদনা এবং লালা নিঃসৃত হয়।

ক্ষীরবিষে,—শরীর ভার, মলরেচন এবং মুখ হইতে ফেণার উদ্গম হইয়া থাকে।

ধাতুঘটিত বিষে,—হৃৎপীড়া মূর্চ্ছা এবং তালুতে দাহ উৎপন্ন হয়।

এই সকল স্থাবর বিষ দ্বারা দীর্ঘকালান্তে প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে, সদ্য মারাত্মক হয় না।

বিষলিপ্ত অস্ত্রের দ্বারা আহত হইলে সত্বই ক্ষতস্থান পাকিয়া উঠে, রক্ত নিঃসৃত হয়, পুনঃ পুনঃ উহার পূরণে ব্যাঘাত জন্মে, ক্ষতস্থান কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্লেদযুক্ত হয় এবং উহা হইতে অত্যন্ত পচাত্মক ও মাংস স্খলিত হইয়া পড়ে। আহত মনুষ্যের জ্বর, পিপাসা, দাহ এবং মূর্চ্ছা জন্মে। অস্ত্রাঘাত ভিন্ন অন্য প্রকার ব্রণতে বিষ প্রয়োগ হইলে এইরূপ লক্ষণসমূহ দেখা যায়।

বিষপান করিলে,—মনুষ্যের ফেণার সম বমন এবং গৃহ-ধূম সম কিম্বা পীতবর্ণ মল রেচন হইয়া থাকে।

জঙ্গম বিষের বিবরণ।

জঙ্গম বিষের মধ্যে সর্পের প্রাধান্য জন্য অগ্রে সর্প বিষের বিষয় বলা যাইতেছে।

সর্প চারি প্রকারে। যথা—ভোগী (ফণাবিশিষ্ট) মণ্ডলী (যে সর্পের গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্নযুক্ত), রাজিল (যাহাদের গাত্র দীর্ঘ রেখাযুক্ত) এবং দ্বন্দরূপী (মিশ্ররূপী), এই চারি প্রকার সর্প যথাক্রমে বাত পিত্ত কফাত্মক এবং দ্বন্দরূপী বলিয়া কথিত হয়।

ভোগী সর্পের দংশনে,—দংশিত স্থান কৃষ্ণবর্ণ এবং রোগী নানারূপ বাতজ রোগগ্রস্থ হয়।

মণ্ডলী সর্পের দংশনে,—শোথ, পীতবর্ণ ও মৃদু এবং নানারূপ পিত্তজ-রোগ উৎপন্ন হয়।

রাজিল-সর্পের দংশনে,—স্থির, পিচ্ছলি, পাণ্ডুবর্ণ ও স্নিগ্ধ শোথ জন্মে, এবং রক্ত ঘন এবং বহুপ্রকার কফ ঘটিত বিকার উদ্ভব হয়।

অশ্বত্থবৃক্ষের তলে, দেবমন্দিরে, শ্মশানভূমিতে, বল্মীকের উপরে, কিম্বা চৌমাথা রাস্তায় সর্পদংশন করিলে, চিকিৎসক রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন। প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যাকালে, ভরণী নক্ষত্রে, কিম্বা মর্ম্মস্থলে সর্পদংশন করিলে, মনুষ্যের জীবন নষ্ট হয়। ফণাযুক্ত সর্পের বিষ সত্বরে জীবন নষ্ট করে। সর্ব্বপ্রকার সর্প বিষ উষ্ণ সংযোগ দ্বারা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে।

আহার জীর্ণ না হইলে সর্পদংশন করিলে রোগীর মৃত্যু হয়, পিত্ত প্রকোপ কিম্বা রৌদ্রজন্য পীড়িত মনুষ্যদিগের এবং বালক, বৃদ্ধ ও গর্ব্ভিনীদিগের পক্ষেও সর্পবিষ অব্যর্থ হয় না। রুক্ষ, দুর্ব্বল, ক্ষুধার্ত্ত দেহ ক্ষীণ, ক্ষত ও কুষ্ঠরোগোৎপন্ন মনুষ্যদিগের সর্পদংশন অসাধ্য।

অস্ত্রদ্বারা দেহ ক্ষত করিলে যে সর্পঘাতিত মনুষ্যের রক্ত নির্গত হয় না, বেত্রাঘাত করিলে প্রহারের চিহ্ন প্রকাশ পায় না কিম্বা শীতল জল প্রয়োগ করিলে রোমহর্ষ হয় না, চিকিৎসক সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন। যে বিষাভিভূত মনুষ্যের মুখ স্তব্ধ হনুদ্বয় সংলগ্ন (দাঁত কপাটী) নাসিকা বক্র, কেশপতন, গ্রীবা অবনত এবং দংশিত স্থানের শোথরক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, মুখ হইতে গাঢ় লালা বর্ত্তির আকারে নির্গত হইতে থাকে, মুখ এবং মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হয়; চিকিৎসক সে রোগীর চিকিৎসা অযোগ্য বোধ করিবেন।

যে মনুষ্যকে সর্প চতুঃদন্তের দ্বারা দংশন করে, যে মনুষ্য কথা কহিতে পারে না, হস্ত পদাদির সঞ্চালন শক্তি রহিত হয়, দেহ কৃষ্ণবর্ণ এবং উষ্ণতা ও জ্বরাদি ঘোর উপদ্রব উপস্থিত হয়, চিকিৎসক সে রোগীর চিকিৎসা ত্যাগ করিবেন।

যে বিষ বিষঘ্ন ঔষধাদির দ্বারা জীর্ণ কিম্বা বিনষ্ট হয় অথবা দাবাগ্নি বায়ু বা আতপের দ্বারা দোষিত হইয়া থাকে কিম্বা স্বভাবতঃ গুণহীন হয়, তাহাকে দুষী বিষ বলে। অল্প বীর্য্য বশত দুষীবিষ প্রাণনষ্ট করিতে পারে না কিন্তু কফানুবদ্ধ হইয়া বহুকাল অবধি শরীরে স্থিতি করে। দুষীবিষ সেবনে মনুষ্যের অগ্রে দেহ বিবর্ণ, মুখ বিরস ও দুর্গন্ধযুক্ত; তৃষ্ণা, অতিসার, বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, গদ্গদ বাক্য, এবং বিরুদ্ধ চেষ্টাজন্য নানা রূপ কষ্ট হইয়া থাকে, পরে দুষী বিষ আমাশয়স্থ হইলে কফ ও বাতজ রোগ সমূহ উৎপন্ন হয় এবং পক্কাশয়স্থ হইলে বাতজ ও পিত্তজ রোগ জন্মিয়া থাকে। মস্তকের কেশ ও শরীরের রোম সমূহ খসিয়া পড়ে, এবং ক্রমে রোগীকে পক্ষহীন পক্ষীর সম দেখা যায়। দুষীবিষ রসাদি ধাতুস্থ হইলে শীত, বৃষ্টি, এবং সেবনে কোপ প্রাপ্ত হয় এবং ধাতুঘটিত নানা রূপ বিকার উৎপাদন করে। নিদ্রা, গাত্রভার, জৃম্ভন, অঙ্গমর্দ্দন, শরীরের শিথিলতা, এবং রোমহর্ষ এই সকল লক্ষণ ধাতুগত দুষীবিশেষের পূর্ব্বরূপ বলিয়া বর্ণিত আছে। তৎপরে অন্নের অপাক, বমি, বিরেচন, অরুচি এবং মাংসক্ষয় হইয়া থাকে; দেহে মণ্ডলাকৃতি কোঠ জন্মে, হস্তপদে শোথ উৎপন্ন হয় এবং মূর্চ্ছা, শ্বাস, পিপাসা, জ্বর এবং জঠর বাড়িয়া উঠে। কেহ কেহ উন্মাদ, কেহ কেহ স্বরভঙ্গ হয়, কাহার আনাহ, কাহার অস্পষ্ট বাক্য হয় এবং কেহ কেহ কুষ্ঠ, বিসর্প ও বিস্ফোটকাদি নানারূপ চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। বীর্য্যহীন বিষ সকল দেহে স্থায়ী হইলে শীতাদি কালে কুপথ্য এবং দিবানিদ্রা দ্বারা সর্ব্বদা ধাতু সমূহকে দূষিত করে, একারণ উহাদিগকে দুষীবিষ বলা যায়।

আত্মবশ ব্যক্তিগণের পক্ষে সদ্য প্রদত্ত দুষীবিষ সাধ্য, এক বৎসর কাল গত হইলে যাপ্য এবং অহিত সেবন-শীল দুর্ব্বল মনুষ্যদিগের পক্ষে দুষীবিষ অসাধ্য জানিতে হইবে।

যোষিতেরা আপনাপন সুখ সৌভাগ্যের জন্য মানবগণকে স্বেদ, আর্ত্তব, এবং নানা অঙ্গের মল, অন্ন এবং পানের সহিত সেবন করায় এবং শত্রু দ্বারা কোন কোন সময়ে ঐ প্রকার গর প্রদত্ত হয়। এরূপ বিষ প্রয়োগে মনুষ্যের দেহ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ এবং অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় জন্মে, সর্ব্বস্থলে বেদনা, আধ্মান, হস্তপদে শোথ, জঠর, গ্রহণী, যক্ষ্মা, গুল্ম, ক্ষয়, জ্বর এবং এই প্রকার নানা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লূতাদি কীট-বিষের বিবরণ।

এরূপ ব্যক্ত আছে, রাজা বিশ্বামিত্র কামধেনুকে বলাৎকার করায় ভগবান বশিষ্ঠ মুনি অত্যন্ত কুপিত হন, তৎকালে তাঁহার কপাল হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া সমীপস্থ লূন তৃণে নিপতিত হয়, ঐ তৃণ পতিত স্বেদবিন্দু হইতে লূতার (মাকড়শার) উৎপত্তি হয়। লূনতৃণ হইতে উৎপন্ন জন্য মাকড়শাকে লূতা কহে। মাকড়শা ষোড়শ প্রকার, তাহাদিগের মধ্যে সৌবর্ণিকাদি আট প্রকার মাকড়শার বিষ অসাধ্য এবং ত্রিমণ্ডলা " আট প্রকার বিষ সাধ্য। মাকড়শা দংশন করিলে,—দংশিত স্থান পুতিভাব এবং উহা হইতে শোণিত স্রাব হয়, এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, দাহ ও অতিসার জন্মে, দেহে নানা প্রকার পীড়কা ও বিস্তৃত মণ্ডল এবং শ্যাব রক্তবর্ণ কোমল চঞ্চল বৃহদাকার শোথ হইয়া থাকে।

ত্রিমণ্ডলাদি দূষীবিষ বিশিষ্ট মাকড়শার দংশনে,—ক্ষতস্থান কৃষ্ণ অথবা শ্যাববর্ণ জালকা-চির হইয়া থাকে এবং শঙ্খাকৃতি হইয়া অতিশয় পাকিয়া উঠে ও দুর্গন্ধ ক্লেদ নিঃসৃত হয়।

সৌবর্ণিকাদি অসাধ্য মাকড়ার দংশনে ক্ষতস্থানে শোথ জন্মে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত, কিম্বা পীতবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং অতিশয় জ্বর, শ্বাস, হিক্কা ও শিরঃপীড়া হইয়া জীবন নষ্ট হইয়া থাকে।

আখুর (ইন্দুরের) বিষ সাধ্যাসাধ্য ভেদে দুই প্রকার। সাধ্য কিম্বা দূষীবিষ বিশিষ্ট ইন্দুরের দংশনে আঘাত করিবামাত্র রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, দেহে পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল জন্মে এবং রোগীর গ্লানি, রোমহর্ষ দাহ ও জ্বর উৎপন্ন হয়।

অসাধ্য ইন্দুরবিষ-পীড়িত রোগীর,—মূর্চ্ছা, বধিরতা, শিরোভার, লালা এবং রক্তবমন, জ্বর, শোথ এবং অঙ্গের বিবর্ণতা হয়।

কৃকলাস (গিরগিট দংশনে রোগাক্রান্তব্যক্তির,—মোহ, মলরেচন এবং শরীর কৃষ্ণ শ্যাব কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক (বিছা) দংশনে অগ্রে অগ্নির সম দাহ ও ভেদন সম বেদনা জন্মে এবং বিষ শীঘ্র ঊর্দ্ধগামী হয়, পরে উহা দংশিত স্থলে স্থায়ী হইয়া থাকে। হৃদয় নাসিকা কিম্বা জিহ্বা মধ্যে বিছার দংশনে রোগীর মৃত্যু হয়।

অসাধ্য বিছার দংশনে,—অতিশয় বেদনা হইয়া ও মাংস বিগলিত হইয়া রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে।

কণভ (কীটবিশেষ) দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর, বমন এবং অবসাদ হইয়া থাকে।

উচ্চিটিঙ্গ দংশন করিলে,—রোমহর্ষ, স্তব্ধতা এবং অতিশয় বেদনা জন্মে, এবং অনুভব হয় সমস্ত দেহ যেন শীতল জলে স্নিগ্ধ হইতেছে।

বিষমণ্ডুক দংশন করিলে, বেদনা বিশিষ্ট শোথ ও পীড়কা জন্মে, এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পিপাসা, বমন ও নিদ্রাভিভূতা হয়। ইহাদের দংশন স্বভাবত একদংষ্ট্রকৃত হইয়া থাকে।

বিষযুক্ত মৎস্য দংশন করিলে,—দাহ, শোথ এবং বেদনা জন্মে।

বিষযুক্ত জোঁক দংশন করিলে:—কণ্ডু, শোথ, জ্বর এবং মূর্চ্ছা হয়।

গৃহগোধিকা (টিকটিকি) দংশন করিলে বিষ্ণন সম বেদনা, দাহ, শোথ ও ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

শতপদী (কেন্নু) দংশন করিলে, ঘর্ম্ম, দাহ এবং বেদনা হইয়া থাকে।

মশক দংশনের বিষে,—কণ্ডু, শোথ এবং অল্প বেদনা জন্মে।

পার্ব্বতীয় মশক দংশন করিলে তাহা অসাধ্য, মাকড়সার বিষের সম সাংঘাতিক জানিতে হইবে।

মক্ষিকা দংশন করিলে, দাহ, মূর্চ্ছা এবং জ্বর হয়, শ্যাববর্ণ ও সদ্য স্রাব বিশিষ্ট পীড়কা জন্মে। সুশ্রুতোক্ত ছয় প্রকার মক্ষিকার মধ্যে স্থগিকা মক্ষিকার দংশনে জীবন নষ্ট হয়।

চতুষ্পদ কিম্বা দ্বিপদ জন্তুদিগের নখ কিম্বা দন্ত বিষের দ্বারা জ্বর, পূঁষ সঞ্চার, মাংস পাক ও স্রাব নির্গত হয়।

বিষমুক্ত লক্ষণ।

বিষাতুর ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিলে তাহার দূষিত দোষ সকল শান্তি হয়, ধাতুসমূহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অন্নে অভিরুচি ও মল মূত্র স্বাভাবিক রূপে ত্যাগ এবং বর্ণ, ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও চেষ্টা প্রসন্ন হইয়া থাকে।

বিষবিজ্ঞান।

পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে, দ্বিবিধ, যথা—স্থাবর এবং জঙ্গম। স্থাবর বিষ দশ প্রকার, অবস্থাভেদে ঐ স্থাবর বিষ পঞ্চপঞ্চাশৎ অর্থাৎ ৫৫ পঞ্চান্ন প্রকার জানিতে হইবেক।

৫৫ প্রকার স্থাবর বিষ কথন।

৮ আট প্রকার মূলবিষ। যথা—১ ক্লীতকা ২ অশ্বমারক, (অর্থাৎ করবীর মূল) ৩ গুঞ্জা (অর্থাৎ কুঁচবৃক্ষের মূল) ৪ সুগন্ধা (অর্থাৎ নারাঙ্গীলেবুর মূল) ৫ করঘাট ; ৬ বিদ্যুৎ শিখ, (অর্থাৎ বিষলাঙ্গলীমূল) ৭ অনন্ত (অর্থাৎ সিদ্ধামূল) এবং ৮ বিজায়িনী অর্থাৎ বিজনীচটক বৃক্ষমূল)।

৫ পঞ্চপ্রকার পত্র বিষ। যথা—১ বিষপত্রিকা অর্থাৎ ছাগাত্রী বৃক্ষের পত্র, ২ লাম্বা অর্থাৎ পলাস পত্র, ৩ দেবদারু পত্র, ৪ শতাবরী পত্র, ৫ ফণীমনসাপত্র।

১২ দ্বাদশ প্রকার ফল বিষ। যথা—কুমুদ্বতী অর্থাৎ কুমুদিনী লতা ফল।

২ রেণুকা স্বনামখ্যাত বৃক্ষফল।

৩ কয়স্তু অর্থাৎ শতমূলী ফল। ৪ করভ অর্থাৎ উষ্ট্রকাণ্ডি ফল। ৫ কাককোঠ অর্থাৎ স্বনাম খ্যাত ফল। ৬ বরেনুক কর্ণিকার বৃক্ষ ফল। ৭ খদ্যোতক অর্থাৎ স্বনামখ্যাত বৃক্ষফল। ৮ মাগধ স্বনামখ্যাত ফল। ৯ সর্ব্বঘাতী অর্থাৎ ঐ। ১০ নন্দক অর্থাৎ নন্দীবৃক্ষ ফল। ১১ সাবক অর্থাৎ স্বনামখ্যাত বৃক্ষফল। ১২ পানীফল অর্থাৎ কেলেকড়া।

৫ পঞ্চ প্রকার পুষ্পবিষ। যথা—১ বেত্র অর্থাৎ বেত্রপুষ্প। ২ কাদম্ব অর্থাৎ কদম্বপুষ্প। ৩ বল্লিজ অর্থাৎ মরীচপুষ্প। ৪ রেণুক অর্থাৎ রেণুকপুষ্প। ৫ মহাকরম্ভ অর্থাৎ মহাকরম্ভ পুষ্প।

৭ সপ্তপ্রকার ত্বক বিষ। যথা—১. পঞ্চঅন্ত্রত্বক। ২ রক্ত-আকন্দ ত্বক। ৩ কাণ্ডীর-লতা ত্বক। ৪ পাষাণভেদী ত্বক। ৫ করবল্লিজ ত্বক। ৬ করঘাট ত্বক। ৭ চন্দনকানি ত্বক।

তৃতীয় প্রকার ক্ষীরবিষ যথা।—কুমুদঘ্নী বৃক্ষের ক্ষীর অর্থাৎ আঠা। ২ স্নুহীজাল অর্থাৎ মনসাসিজ বৃক্ষের ক্ষীর অর্থাৎ ঐ। ৩ লক্ষক বৃক্ষের ক্ষীর অর্থাৎ আঠা।

২ দ্বিবিধ ধাতুবিষ। যথা—শেঁখো দারমুচ, গোদন্তী এবং মনঃশিলা। এবং হরিতাল।

ত্রয়োদশ প্রকার স্কন্দবিষ। যথা—কালকূট স্কন্দ। ২ বৎসনাভ স্কন্দ। ৩ সর্ষপ স্কন্দ। ৪ কপীনক স্কন্দ। ৫ কর্দ্দমক স্কন্দ। ৬ বৈরাটক স্কন্দ। ৭ মুস্তক স্কন্দ। ৮ মহাবীর স্কন্দ। ৯ পুণ্ডরীক স্কন্দ। ১০ মূলক স্কন্দ। ১১ হলাহল স্কন্দ। ১২ শৃঙ্গী স্কন্দ। ১৩ মর্কট স্কন্দ।

এই পঞ্চপঞ্চাশৎ অর্থাৎ ৫৫ প্রকার স্থাবর বিষ কথিত হইল।

১৬ ষোড়শ প্রকার সর্পবিষ। যথা—দৃষ্টবিষ, নিশ্বাস বিষ, দংষ্ট্র বিষ, নখবিষ, মূত্রবিষ, পুরীষবিষ, শুক্রবিষ, লালাবিষ, স্পর্শবিষ, মুখদংশনবিষ, বিগর্দ্দিতবিষ, গুদবিষ, অস্থিবিষ, পিত্ত বিষ, শূকবিষ এবং স্বরবিষ।

ব্যালাসর্প অর্থাৎ ফণাধর বিবিধ সর্পের দৃষ্টি নিশ্বাস বিষ জানিতে হইবে।

ভৌমাদি অর্থাৎ ভূমিজাত বিবিধ কীটের দংষ্ট্র বিষ জানিতে হইবে।

বনমানুষ, বান্দর, ব্যাঘ্র, মকর এবং বিড়াল, ইহাদিগের দংষ্ট্র নখ বিষ জানিবে।

পিচ্ছিট-কৌণ্ডিন্য এবং কীটাদির মূত্রপুরীষ বিষ জানিবে।

বৃশ্চিক, বরটি অর্থাৎ বোলতা এবং উচ্চিঙ্গটার এবং সর্পাদির শুক্র এবং লালাদি বিষ জানিবে।

লূতাদির লালা এবং স্পর্শ বিষ জানিবে।

চিত্রক শীর্ষক শতদারুক শবকাদর ইত্যাদির মুখদংশন বিষ বিমূত্র শুক্রবিষ এবং বিগর্দ্দিত গুদপুরীষ বিষ জানিবে।

সর্পজাতি ৫ পাঁচ প্রকার। যথা—কৃষ্ণসর্প অর্থাৎ কালকেউটে ইত্যাদি। গোসসর্প অর্থাৎ বোড়াসর্প ইত্যাদি। মণ্ডলীসর্প অর্থাৎ শঙ্খচূড় ইত্যাদি। রাজিল কিম্বা রাজমন্ত অর্থাৎ ঢোড়াসর্প ইত্যাদি। এবং সঙ্করোৎপন্ন অর্থাৎ চিতি অথবা বিবিধ চিত্ররেখা যুক্ত সর্প ইত্যাদি।

বিষধর জন্তু অষ্টপ্রকার। যথা—ব্যাঘ্র, ক্ষুদ্রব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কুর, অশ্ব, বানর, বনমানুষ এবং মার্জ্জার।

মূষিক ১৯ উনবিংশতি প্রকার। যথা—মূষিক, লালন, পুত্রক, কৃষনলা, হংসিরেণা, চিকির ছুঁচা, উর্দ্ধবায়ু, কুলিঙ্গ, কষায়দন্ত, অজিত, চপল, কপিল, গ্রহয়কোকিল, অরুণ, মহাকৃষ্ণ, কপোত, মহতাকোপিল এবং শ্বেতন।

বিষকীট ১১৫ প্রকার। যথা—কুম্ভনসাদি ১৮ অষ্টাদশ প্রকার। কৌণ্ডলকাদি ২৪ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। গৌধেরকা ৫ পঞ্চপ্রকার। বিশ্বাম্বরাদি ১৩ ত্রয়োদশ প্রকার। তুণ্ডীনাদি ১২ দ্বাদশ প্রকার। দদ্রবকর্ণিকা ২ দ্বিবিধ। গলগলী ইত্যাদি ৬ ষড়বিধ। শতপদী ৮ অষ্টবিধ। বৃশ্চিক ৩ ত্রিবিধ। লুতা অর্থাৎ মাকড়সা ১৬ ষোড়শপ্রকার এবং মাক্ষিক ৮ অষ্ট প্রকার। ইহা ব্যতীত বিশ্বাম্বর, অহিণ্ডক, কণ্ডুমক, শূকবৃন্ত, ভিমরুল, বোলতা এবং পিপীলিকাদি নানাবিধ স্থলচর বিষধর জন্তু নির্দ্দিষ্ট আছে।

বিষধর জলজন্তুদিগের মধ্যে হাঙ্গর ১ একপ্রকার। কুম্ভীর ১ একপ্রকার। কৌড়ী ৩ তিন প্রকার। মৎস্য ৮ অষ্টপ্রকার। জলৌকা অর্থাৎ জোঁক ১২ দ্বাদশ প্রকার এবং মণ্ডূক অর্থাৎ বেং অষ্টপ্রকার।

বিষের বীর্য্য কথন।

বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নং।
অযুক্তি যুক্তিরোষায় যুক্তি যোজ্যং যথামৃতং॥

বিষ জীবননষ্টকারক, কিন্তু যুক্তি ও যোজনায় রোগনাশক রসায়ন সম ক্রিয়া সম্পাদন করে। অযুক্তি অর্থাৎ অযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে রোগ উৎপন্ন হয়। একারণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বল, বয়স, দেশ, কাল এবং ব্যাধির বল, বিশেষরূপে বিদিত হইয়া যথামত মাত্রায় বিষযুক্ত ঔষধ সেবন করাইলে বিষ অমৃত সেবন সম অজর এবং অমরকল্প ক্রিয়াগুণ ধারণ করিয়া থাকে।

বিষযুক্ত ঔষধের মাত্রা নিরূপণ।

যবমাত্রা বিষং দেবি গুঞ্জা মাত্রাতু কুষ্ঠীনে।

দেবাদিদেব মহাদেব ভগবতীকে কহিতেছেন, হে দেবি! বিষযুক্ত ঔষধসমূহের মাত্রা এক যবমাত্র। কেবল কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ১ রতি মাত্রায় সেবন করাইতে পার যায়।

উপরোক্ত বিষযুক্ত ঔষধের মাত্রা ১ তিল হইতে ঊর্দ্ধ মাত্রা ২ মুগ পর্য্যন্ত সেবন [illegible]

কালকূট,—স্পর্শ করিবামাত্র জ্ঞাননষ্ট, কম্প এবং জিহ্বার স্তম্ভ হইয়া থাকে।
অমৃত বিষ,—সেবনে স্কন্ধশিরা স্তম্ভিত এবং বিষ্ঠা মূত্র এবং চক্ষু পীতবর্ণ হয়।
সর্পবিষ,—সেবন করিলে বাতবৈগুণ্য বশতঃ আনাহ অর্থাৎ কোষ্টবদ্ধ রোগ ও গ্রন্থি-বাতরোগ উদর মধ্যে উৎপন্ন হয়।

পালকবিষ,—সেবন করিলে গ্রীবার শিরসমূহের দুর্ব্বলতা ও বাক্যের জড়তাদি ঘটিয়া থাকে।

কর্দ্দমাখ্যবিষে,—নাসিকা এবং মুখ দিয়া জলস্রাব হইতে থাকে, মলভেদ এবং চক্ষু পীতাভ হয়।
বেরাটক বিষজন্য,—দুঃখপ্রদ শিরোরোগ উৎপন্ন হয়।
মুস্তকাখ্য বিষজন্য,—দেহ স্তম্ভন এবং দেহ কম্পন হইয়া থাকে।
শৃঙ্গী বিষজন্য,—অঙ্গাবসাদ, দাহ এবং উদরীরোগের উন্নতি হইয়া থাকে।
পুণ্ডরীক বিষজন্য,—চক্ষু রক্তবর্ণ এবং উদরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।
মূলকবিষজন্য,—দেহ বিবর্ণ, ছর্দ্দি, হিক্কা ও শোকাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।
হলাহল বিষজন্য,—প্রথর শ্বাস প্রশ্বাসরোগ উৎপন্ন হয় এবং মনুষ্য শ্যাববর্ণ হইয়া পড়ে।
মহাবিষজন্য,—হৃদয়ের গ্রন্থিস্থলে অত্যন্ত শূল বেদনা উৎপন্ন হয়।
কর্কটকাক্ষ বিষজন্য,—ঊর্দ্ধগত রোগ ও দন্ত হর্ষণ রোগ উৎপন্ন হয়।

স্থাবর বিষের প্রথম বেগে,—শ্যাববর্ণ, জিহ্বা অবশ, মূর্চ্ছা, শ্বাস এবং বিকারের উপদ্রব উৎপন্ন হয়।

স্থাবর বিষের দ্বিতীয় বেগে,—শরীর কম্প, ঘর্ম্ম, দাহ, কণ্ডু ও বেদনা উৎপাদিত হয়।
স্থাবর বিষের তৃতীয় বেগে,—তালু শুষ্ক এবং আমাশয় স্থানে শূলবিদ্ধ সম বেদনা হইয়া থাকে।

স্থাবর বিষের চতুর্থবেগে,—মস্তক অত্যন্ত ভারি হইয়া উঠে।
স্থাবর বিষের পঞ্চমবেগে,—মুখ দিয়া কফস্রাব হইতে থাকে, বিবর্ণতা এবং অঙ্গসন্ধি, এবং পর্ব্ব সকল ভেদন সম বেদনা হয়।

স্থাবর বিষের ষষ্ঠবেগে,—বুদ্ধিনাশ এবং প্রবল অতিসার রোগ উৎপন্ন হয়।
স্থাবর বিষের সপ্তমবেগে,—স্কন্ধ, পৃষ্ঠ এবং কটীদেশ যেন ভঙ্গ হইয়া স্তম্ভিত হয়।
মূলবিষে,—দণ্ডাদি মর্দ্দন সম বেদনা, প্রলাপ এবং মোহ উৎপন্ন হয়।
পত্রবিষে,—জৃম্ভন, কম্পন এবং শ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।
ফলবিষে, অণ্ডকোষে শোথ, শরীর দাহ এবং অন্নে অরুচি উৎপন্ন হয়।
পুষ্পবিষে,—ছর্দ্দি, উদর আধ্মান এবং শ্বাস উৎপাদিত হয়।
ত্বগাদিবিষে,—মুখে দুর্গন্ধ, বাক্যের কর্কশতা, শিরঃপীড়া ও মুখ দিয়া কফস্রাব হয়।
ক্ষীরবিষে,—মুখ দিয়া ফেণা নির্গত, অতিসার ও শরীর ভার হইয়া থাকে।
ধাতুবিষে,—হৃদয়স্থল পীড়ন, মূর্চ্ছা, এবং তালুদাহ উৎপন্ন হয়।
বিষপানে,—বিষ্ঠার বর্ণ যুলের সম হয়, অতিসার রোগ জন্মে, এবং মুখ দিয়া ফেণা বমন হইয়া থাকে।

বিষাক্ত দ্রব্যের লক্ষণ

এবং চিকিৎসা।

ক্ষার, মদ্য এবং জলাদি তরল পদার্থ বিষাক্ত হইলে নানাবিধ বর্ণান্তর হয়, ফেণা এবং বুদ্‌বুদ জন্মিয়া থাকে এবং ছায়া দেখা যায় না। যদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দুইটী সূক্ষ্ম, কিম্বা বিকৃত রূপ দেখা যায় ॥ ১ ॥

শাক, অন্ন এবং মাংসাদি বিষাক্ত হইলে ক্লিন্ন এবং বিবস হইয়া থাকে, সদ্য পাক করা হইলেও পর্য্যুষিতের ন্যায় গন্ধহীন হয় ॥ ২ ॥

ফলাদি বিষাক্ত হইলে, গন্ধ, বর্ণ অথবা রসহীন হয়। পক্বফল বিষাক্ত হইলে শুকাইয়া যায় এবং অপক্ব ফল পাকিয়া উঠে।

দন্তকাষ্ঠ বিষাক্ত হইলে, কূর্চ্চ সকল শীর্ণ হইয়া যায়, জিহ্বা, দন্ত এবং ওষ্ঠের মাংস স্ফীত হয়।

চিকিৎসা।

ধাতকীফুল, হরিতকী, জামের আঁটী এবং মধু; এই চারি দ্রব্য মিলিত প্রলেপ, অথবা অঙ্কোটবৃক্ষের মূল, ছাতিমবৃক্ষের ছাল, শিরীষ এবং মাষকলাই (মধু দেওয়া হউক কিম্বা নাহি হউক, এই চারি দ্রব্য মিলিত প্রলেপ ফুলাস্থলে দিলে উপশমিত হয়।

বিষাক্ত।

মাখিবার তৈলাদি বিষাক্ত হইলে পিচ্ছিল এবং বিবর্ণ হয়। এই তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিলে স্ফোট জন্মে, বেদনা হয়, ত্বক পক্ব হইয়া উঠে, রস রক্তাদি নিঃসৃত, ঘর্ম্ম নিঃসরণ এবং জ্বর হয়, এবং মাংস বিদীর্ণও হইতে পারে।

চিকিৎসা।

শীতল জলসেবন করা বিধেয়।

রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুষ্ঠ, উশীর, বাঁশের পত্র, সোমলতা, শুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, দারুকাষ্ঠ, পীতকাষ্ঠ এবং গুড়ত্বক; একত্রিত কপিত্থ রস এবং গোমূত্রের সহিত অঙ্গে লেপন এবং পান করিলে উপশমিত হয়।

বিষাক্ত।

উৎসাদন, পরিসেচন, কাথ, অনুলেপন, শয্যা, বস্ত্র, কিম্বা অঙ্গাবরণ বিষাক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত অভ্যন্ত বিষাক্ত হওনের ন্যায় লক্ষণ জানিবে।

বিষাক্ত।

লেপনীয় দ্রব্য বিষাক্ত হইলে মাথার চুল উঠিয়া যায়, মস্তকে যাতনা জন্মায়, স্ফোট উদ্ভব হয়, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হয়।

চিকিৎসা।

অধিক পরিমিত কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য কিম্বা ঋষ্যজাতীয় হরিণের পিত্ত, ঘৃত, শ্যামালতা, কৃষ্ণতেউড়ী এবং নটেশাক, একত্রিত প্রলেপ প্রদান বিধেয় কিম্বা গোময়ের রস অথবা মালতীফুলের রস অথবা মূষিকপর্ণী রস কিম্বা গৃহের ঝুল—এই সকল বিশেষ হিতকর জানিবে।

বিষাক্ত।

মস্তকের তৈলাদি, কোনরূপ অভ্যঙ্গ, কোন প্রকার উষ্ণীষ এবং মাল্য যদি বিষাক্ত হয়।

চিকিৎসা।

বিষাক্ত অনুলেপনের সম প্রতিকার করা বিধেয়।

বিষাক্ত।

মুখলেপ বিষাক্ত হইলে, মুখ শ্যাববর্ণ হয় এবং বিষাক্ত অভ্যঙ্গের সম লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মুখে পদ্মকণ্টকের সম ক্ষুদ্র ব্রণ জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

মধু এবং ঘৃত পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

চন্দন, ঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, বামনহাটী, বাঁধুলী এবং পুনর্ণবা; একত্রিত লেপ দেওয়া বিধেয়।

বিষাক্ত।

নস্য কিম্বা ধূম বিষাক্ত হইলে, চক্ষু, কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়, মস্তকে বেদনা ও শ্লেষ্মা স্রাব হয় এবং ইন্দ্রিয় সমূহের বিকৃত লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

গব্যাদি ঘৃত ও অতিবিষ অর্থাৎ আতইচ দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া শীতল হইলে পান করিতে ব্যবস্থা করিবে।

বিষাক্ত।

পুষ্প বিষাক্ত হইলে,—গন্ধরহিত বিবর্ণ এবং ম্লান হইয়া থাকে। বিষাক্ত পুষ্পের গন্ধ গ্রহণ করিলে মস্তকের যাতনা জন্মে এবং চক্ষু বারিপূর্ণ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

অপরা ব্যবস্থা বিধেয়।

বিষাক্ত।

বিষাক্ত তৈল কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইলে,—শ্রবণশক্তির বৈগুণ্য, কর্ণ ফুলিয়া উঠে এবং বেদনা জন্মে।

চিকিৎসা।

সত্বরেই কর্ণ হইতে রস রক্তাদি স্রাব করাইবে এবং শতমূলীর রস, ঘৃত এবং মধু একত্রিত কর্ণে পূর্ণ করিয়া নির্গত করা বিধেয় অথবা শ্বেত খদিরের রস ঐরূপে কর্ণে পূর্ণ করিয়া বাহির করিবে।

বিষাক্ত।

অঞ্জন বিষাক্ত হইলে, অশ্রু নির্গত, নেত্রদাহ, নেত্রে বেদনা, দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত কিম্বা একেকালীন অন্ধও হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

পিপ্পলীর সহিত সদ্যোঘৃত পান করিতে দিবে কিম্বা মেষশৃঙ্গ বৃক্ষের কিম্বা বরুণবৃক্ষের আঠা চক্ষে অঞ্জন ব্যবস্থা করিবে অথবা ঘণ্টাপারুল এবং অজকর্ণবৃক্ষের ফেণা গোরচনা সহিত কিম্বা কপিথ মেষশৃঙ্গ কিম্বা ভল্লাতক বৃক্ষের মূল অথবা বন্ধুক এবং আঙ্কোটবৃক্ষের ফুল সেবন করিতে ব্যবস্থা করিবে।

পাদুকা বিষাক্ত।

পাদুকা বিষাক্ত হইলে, পদ ফুলিয়া উঠে, রস নিঃসৃত এবং শুষ্কভাব হয় ও স্ফোটক জন্মিয়া থাকে। অলঙ্কার বিষাক্ত হইলে, পূর্ব্বরূপ প্রভা থাকে না এবং যেস্থলে বিষাক্ত অলঙ্কার ধারণ করা যায় সেই স্থান জ্বালা করে, পাকিয়া উঠে এবং সেই স্থল হইতে রস নিঃসৃত হইতে থাকে।

চিকিৎসা।

অভ্যাঙ্গের তৈলাদি বিষাক্ত হইলে যেরূপ ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, পাদুকা এবং অলঙ্কার বিষাক্ত বিষয়ে তদনুরূপ ব্যবস্থা হিতকর জানিবে।

যদি কেহ বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে পিপ্পলী, যষ্টিমধু, শর্করা এবং ইক্ষুরস; এই সমস্ত এবং জল একত্র করিয়া পান করিবে, বমন করিবে, হৃদয়দেশ যাবৎকাল একেকালে পরিষ্কার না হইবে তাবৎকাল বমন করা ব্যবস্থেয়।

সমাপ্ত।

বিষরোগের চিকিৎসা।

সকল প্রকার সর্প দংশনের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। দংশন মাত্র চিকিৎসা না করিলে সুশাণিত অস্ত্র, বজ্র কিম্বা অগ্নির সদৃশ বিঘ্ন কর্ত্তৃক অবশ্য প্রাণ বিনষ্ট হয়।

সর্পদংষ্ট্র ব্যক্তির চিকিৎসাকালে কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

সকল প্রকার সর্পদংশনের লক্ষণ বলিতে গেলে অধিক বাহুল্য হয়। ফলত সর্প দংশনের লক্ষণ তিন প্রকার। যথা— ১ দার্ব্বীকর, ২ মণ্ডলী ও রাজীমন্ত ৩ অপর সর্প দংশনের লক্ষণ এই তিন প্রকারেরই অন্তর্গত জানিতে হইবে।

দার্ব্বীকর সর্পদংশনের ফল।

ত্বক, চক্ষু, নখ, দন্ত, মূত্র, পুরীষ ও দংষ্ট্রস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়, শরীর রুক্ষ, মস্তক ভার, সন্ধিস্থলে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা, হাই তোলা, কম্প, বাক্যের অবসন্নতা, গলা ঘড়ঘড়ানি, শরীরের জড়তা, শুষ্ক উদ্গার, হিক্কা, শ্বাস, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, গাত্র বেদনা, বমনেচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব, ফেণা নিঃসরণ, ইন্দ্রিয়কার্য্যরোধ এবং অন্যান্য যাতনা জন্মে।

সর্ব্বপ্রকার সর্পদংশনের সপ্তপ্রকার বেগ।

যথা।—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র। বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে প্রথমতঃ রসধাতু তৎপর রক্ত ধাতুকে দূষিত করে, ক্রমান্বয়ে সমস্ত দূষিত করিয়া থাকে। এইরূপ এক এক ধাতুকে দূষিত করাকে বিষের একটী বেগ কহে।

দার্ব্বীকর সর্পদংশনের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং দেহে পিপীলিকা সঞ্চরণের ন্যায় অনুভব হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বেগে,—মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরে ফুলা গ্রন্থি জন্মে। তৃতীয় বেগে,—মেদ দূষিত হয়, এবং ক্ষতস্থানে ক্লেদ জন্মে, মস্তক ভার, ঘর্ম্ম নিঃসরণ এবং দৃষ্টি স্থির হয়। চতুর্থ বেগে,—বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশপূর্ব্বক কফজ উপদ্রব উৎপাদন করে অর্থাৎ তন্দ্রা, লালাস্রাব ও সন্ধিস্থল শিথিল হয়। পঞ্চম বেগে,—বিষ অস্থিগত হইয়া প্রাণ ও অগ্নিকে দূষিত করে, এবং তদ্দ্বারা পার্শ্বভেদ, দাহ ও হিক্কা জন্মে। ষষ্ঠবেগে,—বিষ মজ্জাগত হইয়া পক্বাশয়কে দূষিত করে, তদ্দ্বারা শরীরভার, হৃদয়ের পীড়া ও মূর্চ্ছা জন্মে। সপ্তমবেগে,—বিষ শুক্রগত হইয়া ব্যান

১ যে সকল সর্পের ফণা আছে, তাহাদিগকে দার্ব্বীকর কহে। যথা– কৃষ্ণসর্প ইত্যাদি।

২ যে সকল সর্পের শরীরে মণ্ডলাকার দাগ আছে, তাহাদিগকে মণ্ডলী সর্প কহে। যথা—বোড়াজাতি।

৩ যে সকল সর্পের শরীরে বিচিত্র বর্ণ আছে, তাহাদিগকে রাজীমন্ত কহে। যথা—লাউডগা, কালনাগিনী ইত্যাদি।

বায়ুকে কুপিত করে এবং তদ্দ্বারা লোমকূপ প্রভৃতি সূক্ষ্ম দ্বার হইতে কফস্রাব হয়, এবং কটি ও পৃষ্ঠ ভঙ্গ হয়, ইন্দ্রিয়কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, লালাস্রাব, স্বেদ-নিঃসরণ ও শ্বাসরোগ হয়।

মণ্ডলী সর্পদংশনের লক্ষণ।

ত্বক, চক্ষু প্রভৃতির পীতবর্ণতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, মূর্চ্ছা, জ্বর; ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে শোণিত নিঃসরণ, মাংস টানিলে খসিয়া পড়া, ক্ষতস্থানে বেদনা, সকল বস্তু পীতবর্ণ দর্শন ও কোপন স্বভাব হয় এবং পিত্তজ লক্ষণ সকল জন্মে।

মণ্ডলী সর্পদংশনের প্রথম বেগে,—শোণিত দূষিত হইয়া অতিশয় শীতল হয়, সর্ব্বশরীরে দাহ জন্মে এবং দেহ পীতবর্ণ হয়। দ্বিতীয়বেগে,—মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় পীতবর্ণ হয়, দাহ জন্মে ও ক্ষতস্থান ফুলিয়া উঠে। তৃতীয়বেগে,—মেদ দূষিত হইয়া দৃষ্টি স্থির, তৃষ্ণা, ক্ষতস্থানে ক্লেদ ও ঘর্ম্ম জন্মে। চতুর্থবেগে,—বিষ কোষ্ঠগত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। পঞ্চম বেগে,—সর্ব্বশরীরে দাহ জন্মে। ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে,—দার্ব্বীকরের ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগের ন্যায় লক্ষণ হয়।

রাজীমন্ত সর্প দংশনের লক্ষণ।

ত্বক ও চক্ষু শুক্লবর্ণ, শীতজ্বর, রোমহর্ষ ও শরীরে স্তব্ধতা জন্মে ও দংষ্ট্রদেশের ফুলা, গলা ঘড়ঘড়ানি, শ্বাসাবরোধ, অন্ধকার দর্শন এবং অন্যান্য কফজ উপদ্রব উপস্থিত হয়।

রাজিমন্ত সর্পদংশনের প্রথমবেগ,—শোণিত দূষিত হইয়া শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও রোমাঞ্চ হয়। দ্বিতীয়বেগে,—মাংস দূষিত হইয়া শরীর পাণ্ডুবর্ণ, দেহের জড়তা এবং মস্তক ফুলিয়া উঠে। তৃতীয়বেগে,—মেদ দূষিত হইয়া দৃষ্টিস্থির, দন্তে ক্লেদ, ঘর্ম্মস্রাব এবং নাসিকা ও চক্ষু হইতে রক্ত নিঃসরণ হয়। চতুর্থবেগে,—বিষ কোষ্টগত হইয়া গ্রীবা সঞ্চালন শক্তি রহিত ও মস্তক ভার করে। পঞ্চমবেগে,—বাক্য রহিত, কম্প ও জ্বর হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে,—দার্ব্বীকর ও মণ্ডলী লক্ষণ সম লক্ষণ হয়।

পুরুষসর্প দংশন করিলে রোগীর ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হয়। স্ত্রী সর্প দংশন করিলে অধোদৃষ্টি হয় ও ললাটের শিরা সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। নপুংসক সর্প দংশনে দৃষ্টি তির্য্যগভাবে স্থির থাকে। গর্ভিণী সর্প দংশনে রোগীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং উদরে আধ্মান জন্মে। নবপ্রসূতা সর্পদংশনে শূল রক্তস্রাব ও আলজীবের রোগ; এই সকল উপদ্রব জন্মে। ক্ষুধার্ত্ত সর্প দংশনে রোগীর অন্নে অভিলাষ জন্মে। বৃদ্ধ সর্প দংশনে বিষবেগ মন্দ হয়। বালক সর্প দংশনে বিষবেগ তীব্র হয়। নির্ব্বিষ সর্প দংশনে অবিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কেহ কেহ কহেন, অন্ধ সর্প দংশনে রোগীও অন্ধ হয়। সদ্য প্রাণনাশক যে সকল সর্প তাহাদিগের দংশনে রোগী শস্ত্র ও বজ্রাহতের ন্যায় শিথিলাঙ্গ ও অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হয়।

দার্ব্বীকর (ফণাবিশিষ্ট) সর্পের প্রথম বিষ বেগে রক্তমোক্ষণ; দ্বিতীয় বেগে মধু ও ঘৃত সহযোগে অগদ পান; তৃতীয় বেগে বিষনাশক নস্য ও অঞ্জন; চতুর্থ বেগে, বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান: পঞ্চম ও ষষ্ঠবেগে; প্রথমতঃ বমন বিরেচন ব্যবস্থা করিয়া তৎপরে তীক্ষ্ণ শোধনী দ্রব্য প্রদান এবং মুর্দ্ধদেশে কাকপদ (দুই পার্শ্বে চুল রাখিয়া কেবল কপালের উপর হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত কেশ মুণ্ডন) আকারে মস্তক মুণ্ডন কিম্বা সেই স্থানের সরক্ত মাংস উত্তোলন ব্যবস্থা করা বিধেয়।

মণ্ডলীসর্পের প্রথম বিষবেগে রক্তমোক্ষণ; দ্বিতীয় বেগে ঘৃত ও মধু সহযোগে অগদ সেবন, তৎপর বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান; তৃতীয়বেগে তীক্ষ্ণবমন বিরেচন দ্বারা শরীর শোধন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ যবের মণ্ড সেবন; চতুর্থ ও পঞ্চম বেগে শীতল প্রক্রিয়া; ষষ্ঠে কাকোল্যাদিগণ, মধুরগণ (এই পুস্তকের যে স্থানে যা লিখিত হইয়াছে দৃষ্টি করুন) ও দুগ্ধ সেবন; সপ্তমবেগে বিষনাশক অগদের নস্য ব্যবস্থা করিবেন।

রাজিমন্ত সর্পের প্রথম বিষবেগে,—রক্ত নিঃসরণ এবং ঘৃত মধু সহযোগে অগদ পান; দ্বিতীয়বেগে—বমন করাইয়া পুনর্ব্বার অগদ পান; তৃতীয়বেগে,—বিষনাশক নস্য এবং অঞ্জন; চতুর্থবেগে,—বমন করাইয়া ঘৃত মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান; পঞ্চমবেগে,—শীতল প্রক্রিয়া; ষষ্ঠে, অতিশয় তীক্ষ্ণ অঞ্জন এবং সপ্তমবেগে নস্য ব্যবস্থা করা বিধেয়।

গর্ভিণী, বাল এবং বৃদ্ধ ইহাদিগের শিরা বিদ্ধ না করিয়া মৃদু প্রতিকার করা বিধেয়। ছাগ কিম্বা গর্দ্দভ সর্পদষ্ট হইলে, মনুষ্যের সম তাহাদিগেরও রক্ত মোক্ষণ করা বিধেয়। ঔষধের যেরূপ পরিমাণ বলা হইবে, গো এবং অশ্বের পক্ষে তাহার দ্বিগুণ এবং হস্তীর পক্ষে চারি গুণ ব্যবস্থা করিবে। পক্ষীদিগের পক্ষে কেবল শীতল পরিষেচন এবং শীতল প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

অঞ্জনার্থে এক মাষা, নস্যার্থে দুই মাষা, পানার্থে চারি মাষা এবং বমনার্থে আট মাষা ব্যবস্থেয়।

দেশ, রোগীর প্রকৃতি, অভ্যাস, ঋতু, বিষের বেগ, রোগীর বলাবল, বিষের আনুপূর্ব্বিক বেগ এবং তাহার শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এই সমুদায় নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

বিষাক্ত রোগীর অবস্থা বিশেষে যে যে রূপ প্রতিকার করা বিধেয় তাহা বলা হইতেছে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া স্থাবর ও জঙ্গম দুই প্রকার বিষের পক্ষেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বিষদ্বারা শরীর বিবর্ণ, কঠিন, ফুলা এবং বেদনাযুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত মতে আশু রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়।

রোগী ক্ষুধার্ত্ত কিম্বা বিষজন্য বায়ু প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে বিশেষ বিবেচনানুসারে রোগীকে দধি, তক্র, ঘৃত, মধু কিম্বা মাংসরস প্রদান করা বিধেয়।

বিষার্ত্ত ব্যক্তির পিত্তজন্য তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম ও অজ্ঞানতা উপস্থিত হইলে সংবাহন (শরীর টোচন) স্নান এবং শীতল প্রলেপ সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং সেই রোগীকে এবং মূর্চ্ছিত ও মত্ত রোগীকে তীক্ষ্ণ ঔষধের দ্বারা বমন করাইবে।

রোগীর পিত্তজন্য মল ও বায়ু বদ্ধ হইয়া কোষ্ঠদাহ, বেদনা, আধ্মান এবং মূত্ররোধ ; এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইলে বিরেচন ব্যবস্থেয়।

রোগীর চক্ষু মধ্যে ফুলিয়া উঠিলে, বিবর্ণ কিম্বা ঘোলা পড়িলে অঞ্জন ব্যবহার বিধেয়

বিষার্ত্ত রোগীর মস্তকের যাতনা, শরীর ভারী, আলস্য, চুয়াল ধরা, গলে বেদনা এবং ঘাড় না ফেরা ; এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে নস্য প্রয়োগ ব্যবস্থেয়।

বিষার্ত্ত রোগীর চক্ষু চাহিয়া থাকিলে, জ্ঞানশূন্য হইলে কিম্বা রোগীর গ্রীবাভঙ্গ হইলে বিরেচন চূর্ণ গলমধ্যে নলের দ্বারা সঞ্চালিত করা বিধেয় ; হস্ত পদ এবং কপালের শিরা সকল তাড়িত (বিদ্ধ করত চুঁচিয়া রক্ত নিঃসরণ) করিবে। তাহাতে রক্তস্রাব না হইলে মূর্দ্ধদেশে কাক-প্রদ আকারে ক্ষত করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে অথবা সেই স্থানের সরক্ত মাংস ও চর্ম্ম উত্তোলন করিবে কিম্বা চর্ম্মবৃক্ষের কাথ বা চূর্ণ অগদ সহযোগে দুন্দুভিতে লেপন করিয়া রোগীর পার্শ্বে বাদন করিবে, জ্ঞানোদয় হইলে পুনর্ব্বার বমন বিরেচন ও নস্য দ্বারা ঊর্দ্ধ অধোভাগ সংশোধন করা ব্যবস্থেয়। বিষ নিঃশেষরূপে শরীর হইতে বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য। অল্পাবশেষ থাকিলেও পুনর্ব্বার বিষের বেগ জন্মিয়া থাকে কিম্বা দেহের অবসন্নতা, বিবর্ণতা, জ্বর কাস, শিরোরোগ, ফুলা শোথ, প্রতিশ্যায় তিমিররোগ (চক্ষে দেখিতে পায় না) অরুচি ও পীনস ; এই সকল রোগ উৎপন্ন হয়। এই সকল রোগের মধ্যে কোন একটী রোগ প্রকাশ পাইলে, যেরূপ রোগ তদনুসারে প্রতিকার করা বিধেয়। বিষের প্রকৃতি এবং রোগীর যে প্রকার উপদ্রব তদনুযায়িক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। তৎপর বন্ধন মুক্ত করিয়া আশু দংশস্থলে আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে। দংশস্থানে শুষ্ক বিষ থাকিলে পুনর্ব্বার তাহার বেগ উৎপত্তি হয়। এইরূপে চিকিৎসা মন্ত্র ও ঔষধের দ্বারা বিষের তেজ বিনষ্ট হইলেও যদি কোনরূপ দোষ কুপিত হয়, তাহা হইলে তৈল, মৎস্য, কুলথ এবং অম্ল এই সকল ব্যতীত অন্য প্রকার স্নেহ প্রভৃতি বায়ুশান্তিকর ঔষধ সহযোগে বায়ুর দমন করিবে, পিত্তজ্বরনাশক কাথ দ্বারা ও স্নেহ বিরেচনের দ্বারা পিত্তের দমন করিবে এবং মধু সংযোগে আরগ্বধাদির কাথ দ্বারা শ্লেষ্মা-নাশক অগদের দ্বারা এবং তিক্তরুক্ষ ভোজনের দ্বারা শান্ত করিবে। বৃক্ষ হইতে পতন বা বিপরীতভাবে পতনের দ্বারা কিম্বা জলমগ্নের দ্বারা জ্ঞান রহিত হইলে, যে প্রকারে চিকিৎসা করিতে হয়, পূর্ব্বোক্ত রূপে বিষ জন্য জ্ঞানশূন্য হইলে সেইরূপ চিকিৎসা করা বিধেয়।

গাঢ়তর বন্ধন করিলে ও তীক্ষ্ণ লেপের দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে ও যদি বিষ কর্ত্তৃক শরীর স্ফীত, ক্লিন্ন এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে বিষ জন্য মাংস বিদ্ধ এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়াছে, (অর্থাৎ পচিয়াছে) জানিতে হইবে। তৎকালে বিদ্ধ করিলে কৃষ্ণবর্ণ শোণিত নির্গত হয়, সর্ব্বদা জ্বালা করে এবং পক্ক হয়; ক্ষতস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্লিন্ন শীর্ণ দুর্গন্ধবিশিষ্ট মাংস সর্ব্বদা নিঃসৃত হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি, দাহ ও জ্বর; এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই প্রকার বিষার্ত্তরোগীকে দিগ্ধ বিদ্ধ (আলেপনের দ্বারা যাহার শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হয়) বলে। এই সকল লক্ষণ জন্মিয়া বিষাধিক্য জন্য ব্রণ জন্মিলে কিম্বা মাকড়শা কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া অথবা আলেপনের দ্বারা শরীরের বিষ প্রবিষ্ট হইয়া, পূতিমাংস বিশিষ্ট ব্রণ উৎপন্ন হইলে সেই সকল ব্রণ হইতে পূতিমাংস নির্গত করত জলৌকার দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা বিধেয় এবং বমন বিরেচনের দ্বারা দেহের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগস্থ দোষ সমূহ সংশোধন করতঃ সেই সকল ব্রণে আকন্দ-বৃক্ষের ত্বকের কাথ সেচন করিবে। তৎপর সেই সমস্ত ব্রণের মধ্যে বস্ত্রখণ্ড পূরিত করিয়া তাহার উপরে শীতল ঘৃতাক্ত বিষঘ্ন প্রলেপ প্রদান করা ব্যবস্থেয়। দূষিত অস্থি দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, পিত্তজন্য বিষে প্রথমতঃ যেরূপ প্রতিকার করা গিয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিকার করা বিধেয়। তৎপরে নীচের লিখিত অগদ সেবন করাইবে।

মহাগদ।

তেউড়ী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কুঁচের মূল, লবণবর্গ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী এবং মরিচ; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গোশৃঙ্গের মধ্যে রাখিবে। এই অগদ পানে, অঞ্জনে, অভ্যঙ্গে এবং নস্যে ব্যবহার করিলে বিষ নষ্ট হয়।

অজিতাগদ।

বিড়ঙ্গ, পাঠা, ত্রিফলা, যমানী, হিং, তগরপুষ্প এবং ত্রিকটু; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সৈন্ধবলবণ ও চিতা সংযোগে মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে। তৎপরে গোশৃঙ্গের মধ্যে রাখিয়া শৃঙ্গময় আচ্ছাদনীয় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া এক পক্ষ কাল পরে ব্যবহার করিবে। এই অগদের দ্বারা স্থাবর এবং জঙ্গম উভয়বিধ বিষ নষ্ট হয়।

সঞ্জীবনী অগদ।

লাক্ষা, রেণুক, বেণামূল, প্রিয়ঙ্গু, সজিনাছাল, রক্ত সজিনাছাল, যষ্টিমধু ও এলাইচ সমভাগ চূর্ণ হরিদ্রার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত মধু সহযোগে গোশৃঙ্গ মধ্যে একপক্ষ

কাল স্থাপন করিয়া পানে, নস্যে ও অঞ্জনে ব্যবহার করিলে মৃতকল্প ব্যক্তিও আরোগ্য হয়।

মুখ্য অগদ।

চালতা, কটফল, মাতুলঙ্গ, শ্বেত অপরাজিতার পত্র, গেরিমাটী, আপাং এবং চিনি ; সমভাগ চূর্ণ নটেশাকের সংযোগে সেবনে দার্ব্বীকর ও রাজিমন্ত সর্পের বিষ নষ্ট হয়।

হস্তে কিম্বা পদে সর্পে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থান হইতে চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধে রজ্জু-দ্বারা দৃঢ়রূপে তাগা বাঁধিবে। ইহাতে বিষ দেহব্যাপী হইতে পারে না। তৎপরে দংষ্ট্রস্থান চিরিয়া রক্তমোক্ষণ এবং একখণ্ড লৌহ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ক্ষতস্থান দগ্ধ করা কর্ত্তব্য।

সর্পদংষ্ট্র ব্যক্তিকে তাগা-বাঁধিয়া উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা ক্ষতস্থান দগ্ধ করিয়া আকনাদি রস বা এরণ্ড রস অথবা সর্ষপতৈল কিঞ্চিৎ পান করাইলে এবং সর্ব্বাঙ্গে মাখাইলে বিষ নিবারিত হয়।

কৃষ্ণ বিছুটির শিকড় ॥০ অর্দ্ধ [illegible], [illegible] একুশটা মরিচের সহিত জলে বাটিয়া রোগীকে সেবন করাইলে সর্ব্বপ্রকার সর্পবিষ উপশমিত হয়। (ইহা বহু ব্যবহৃত)

সজিনা বীজ শিরিষ পুষ্পের রসে সাত দিবস ভাবনা দিয়া নস্য, পান ও অঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হইলে সর্প বিষ নিবারিত হয়।

তগরপাদুকা ও গুড় প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক ।৷৲ এক পোয়া ; এই সমুদায় একত্রে সেবন করিলে তক্ষকদংষ্ট্র ব্যক্তিরও বিষ আশু উপশমিত হয়।

যদি কেহ বিষ পান করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বমন করাইবে, ত্বকে বিষ সংযোগ হইলে, শীতল প্রলেপ ও শীতল সেবনাদি ব্যবস্থেয়।

ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব ; এই সমুদায়ে প্রলেপ দ্বারা ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয়।

বৃশ্চিক, বোলতা ও ভীমরুল প্রভৃতির বিষ দংশিত স্থলে টার্পিন তৈল প্রদান করিলে আরোগ্য হয়।

চাউল বাটিয়া তাহার মধ্যে মেষের লোম পুরিয়া ভক্ষণ করিলে কুক্কুরের বিষ নষ্ট হয়।

সিজের আঠায় শিরিষ বীজ ঘষিয়া দংশিত স্থলে লেপন করিলে কুক্কুরের বিষ নষ্ট হয়।

শৃগাল কিম্বা কুক্কুরে দংশন করিলে, রক্তস্রাব করাইয়া ঘৃত যোগে দগ্ধ করিয়া সেই স্থলে অগদ লেপন করিবে এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে গব্য পুরাতন কিম্বা নূতন ঘৃত পান করাইবে। অপরাজিতার মূল, পুনর্ণবা এবং ধুতুরামূল জলে বাটিয়া সেবন করাইলে কুক্কুর এবং শৃগালে দংশন করিলে বিষ নিবারিত হয়।

বিষ উদরগত কি আমাশয়গত হইলে বমন ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

শ্বেততুঁতিয়া চূর্ণ পাঁচ রতি অথবা লালতুঁতিয়া চূর্ণ ২॥০ আড়াই রতি, পাঁচ তোলা জলের সহিত সেবন করাইলে বমন হইয়া বিষ নির্গত হয় ॥ ১ ॥

রাইসরিষা ২॥০ আড়াইতোলা, জল ১৬ ষোলতোলা; একত্রে বাটিয়া সেবন করাইলে বমন হইয়া বিষ নির্গত হয় ॥ ২ ॥

বমন করাইয়া রোগী অস্থির হইলে ছাগীদুগ্ধ ১ একপল সেবন করাইলে সুস্থির হইবে ॥৩

নিশাদল চূর্ণ ২ তোলা, কলিচুন চূর্ণ ২ তোলা এবং বিটলবণ ২ তোলা একত্রিত করিয়া দংষ্ট্র-স্থলাবধি ব্যাপ্তস্থান পর্য্যন্ত মালিস করিলে উপকার দর্শে ॥ ৪ ॥

সর্পাঘাতে অঙ্গ শীতল এবং রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়িলে নিশাদল চূর্ণ ২ তোলা, কলি-চুন ২ তোলা এবং বিটলবণ ২ তোলা একত্রিত ২ দুই রতি প্রমাণ ২॥০ তোলা আড়াই তোলা স্বচ্ছজলের সহিত যাবৎ চৈতন্য না হইবে এক এক ঘণ্টা অন্তর সেবন এবং নস্য প্রদান করিবে। ৫ ॥

বিষবৃক্ষ কথন।

মনসা, শিরীষ, শ্বেতআকন্দ, শ্বেত অপরাজিতা, চাপানটীয়া, নিম্ব, বন্যকুক্কুট, বরুণ, বাসক, শ্বেতকুঁচ, মহাকাল, শ্বেতকরবী, বিষলাঙ্গলী, বক, কণকধুতুরা এবং শ্রীফল; এই ১৬টী বৃক্ষের মূল, হরিদ্রা, হরীতকী, ত্রিকটু, আতইচ, তাম্র, স্বর্ণ, দধি, ঘৃত, নবনী এবং মধু; এই সমস্ত দ্রব্য বিষনাশক বলিয়া তন্ত্রাদিতে বর্ণন আছে।

মনসা বৃক্ষের সূক্ষ্ম সাদা শিকড় ধৌত করিয়া ১ তোলা, গোলমরিচ ৮ তোলা; পরিষ্কার জলের সহিত বাটিয়া ২ তোলা মাত্রায় ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে, ৪।৫ বার সেবন করিলে অতি তীব্র বিষ উপশমিত হয় ॥ ৬ ॥

শিরীষ বৃক্ষের মূল ১ তোলা, মনসাবৃক্ষের আঠা ২ তোলা একত্রে বাটিয়া দংষ্ট্রস্থলে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিলে সকল প্রকার বিষ উপশমিত হয় ॥ ৭ ॥

শ্বেত আকন্দ বৃক্ষের মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া, স্ত্রীলোকের বাম বাহুতে এবং পুরুষের দক্ষিণ বাহুতে বন্ধন করিলে অথবা দংষ্ট্রস্থলে প্রলেপ দিলে কিম্বা ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ উপশমিত হয় ॥ ৮ ॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল এবং দেবদালির মূল একত্রিত জলে বাটিয়া নস্য গ্রহণ করিলে সর্ব্বরূপ বিষ উপশমিত হয় ॥ ৯ ॥

চাপানটিয়া, পানের মূল, চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে (অন্য বিষের কথা কি আছে) তক্ষকে দংশন করিলেও উপশমিত হয় ॥ ১০ ॥

পাকশালাস্থ ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাপানটীয়ার মূল, ঘৃত এবং মধু; একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে বাসুকি দংশনের বিষও উপশমিত হয় ॥ ১১ ॥

চাপানটিয়া শাকের মূল, চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার সর্পবিষ আশু উপশমিত হয়॥ ১২ ॥ (গৌরীকজ্জলিকা তন্ত্র)

বন্ধ্যা কাঁকুড় বৃক্ষের মূল বাটীয়া ঘৃত সহ সেবন কিম্বা প্রলেপ দিলে তীব্র বিষ উপশমিত হয় ॥ ১৩ ॥

পুষ্যা নক্ষত্রে রবিবার যোগ হইলে বরুণ বৃক্ষের মূল জলের সহিত বাটীয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বরূপ সর্পবিষ উপশমিত হয় ॥ ১৪ ॥

শ্বেতকুঁচের মূল জল সহযোগে বাটীয়া দংষ্ট্রস্থলে প্রলেপ দিলে বিষ এবং বিষশোথ উপশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

মহাকালমূল কাঁজির সহ বাটীয়া অল্প সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া দংষ্ট্রস্থলে প্রলেপ দিলে বিষ উপশমিত হয় ॥ ১৬ ॥

হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, মধু এবং ঘৃত একত্র করতঃ সেবন করিলে সর্ব্বরূপ বিষ উপশমিত হয় ॥ ১৭ ॥

হরিদ্রা বাটীয়া লেপ দিলে গরল ও বিষব্রণ উপশমিত হয় ॥ ১৮ ॥

অমৃতা নাম গোলাকৃতি হরীতকী, চিনি এবং মধু সহ সমভাগে মিলিত, সেবনে বিষ উপশমিত হয় ॥ ১৯ ॥

শ্বেত করবীর মূল বাটীয়া বিষব্যাপ্তস্থলে প্রলেপ দিলে, বিষের যাতনা, বিষ এবং বিষ-শোথ উপশমিত হয় ॥ ২০ ॥

বিষলাঙ্গলীর মূল, বকপুষ্প বৃক্ষের মূল, কনকধুতুরার মূল, শ্বেতকুঁচের মূল এবং শ্বেতকর-বীর মূল ; একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিষের উপদ্রব এবং বিষশোথ উপশমিত হয় ॥ ২১ ॥

দধি, মধু, নবনী, পিপুল, শুঁঠ, গোলমরিচ, হরীতকী, আতইচ এবং হরিদ্রা ; একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ উপশমিত হয় ॥ ২২ ॥

চিনি এবং মধুর সহিত তাম্রভস্ম অথবা স্বর্ণভস্মচূর্ণ অবলেহ করিলে সকলরূপ যৌগিক বিষ আশু উপশমিত হয় ॥ ২৩ ॥

গব্যঘৃত সেবন করিলে নানারূপ বিষদোষ উপশমিত হয়।

দার্ব্বীকর সর্প বিষ চিকিৎসা।

নেত্র, ত্বক, নখ, দন্ত, বিষ্ঠা, মূত্র এবং দংশন স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইলে, শ্বেত অপরাজিতার মূল তক্রের সহ বাটিয়া সেবন করিয়া তক্র পথ্য করিলে, রুক্ষযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা অপর অপর বর্ণের দুষ্ট রক্ত দূর হইয়া থাকে।

হরিদ্রা, গেরিমাটী এবং আমলকী ; একত্রে পেষণ করতঃ জলের সহিত লেহ সম করিয়া সানকে লেপিয়া প্রদীপের শিখার দ্বারা কজ্জল প্রস্তুত করতঃ নেত্রে, ত্বকে, দন্তে এবং দংশিত স্থলে লেপন করিলে বিষ উপশমিত হয়।

বিষ রক্ত ধাতুগত হইলে, ইহার পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই ব্যবস্থেয়।

বিষ মাংসগত হইলে,—শ্বেতসরিষা, সজিনার মূল, শুঁঠ, শ্বেতকুঁচের মূল, পুনর্ণবা শাক, কৃষ্ণজীরা এবং দেবদারু ; সমভাগে কাঁজির সহ বাটিয়া কাঁজির সহিত পাক করতঃ লেহবৎ করিবে। তাহা লেপ দিলে বিসর্পবিষ, শোথ, বেদনা প্রভৃতি উপশমিত হয়।

মণ্ডলি সর্পদিগের মধ্যে বোড়া সর্প দংশিলে, সেইস্থলে পীতবর্ণ শোথ জন্মে ও মৃদু পিত্ত-বকারের লক্ষণ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বোড়াসর্প দংশনের প্রথম বেগের লক্ষণ।

বিষ রক্তধাতু দূষণ করে, তজ্জন্য দষ্টস্থান শীতল, দাহযুক্ত এবং পীতবর্ণ হয়।

ঐ দ্বিতীয় বেগের লক্ষণ।

বিষ মাংস ধাতু দূষণ করে, দষ্টস্থান এবং দেহ পীতবর্ণ হয় অত্যন্ত দাহ জন্মে এবং দষ্ট-স্থানে শোথ হয়।

ঐ তৃতীয় বেগের লক্ষণ।

বিষ মেদধাতু দূষণ করে, দ্বিতীয় বেগের তুল্য সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়, দর্শনশক্তি নাশ, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম এবং দষ্টস্থলে ক্লেদস্রাব হয়।

ঐ চতুর্থ বেগের লক্ষণ।

বিষ কোষ্ঠগত হইয়া জ্বররোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

ঐ পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম বেগের লক্ষণ।

বিষ সমস্ত শরীরেই দাহ উৎপত্তি করিয়া থাকে।

গোলমরিচ, নিম্ববীজ, সৈন্ধব, মধু এবং ঘৃত ; একত্রে মিলিত পূর্ব্বক সেবন করিলে বিশেষ দুঃসহ বিষ উপশমিত হয়।

পাথর-কুচি বৃক্ষের মূল কিম্বা পাতা এবং চাঁপানটে শাকের মূল এবং পাতা, একত্রে বাটীয়া সেই রস প্রত্যেক ঘণ্টায় ১ এক তোলা পরিমাণে সেবন করিলে প্রস্রাব হইয়া বিষ উপশমিত হয়।

মধু প্রলেপ দিলে বিষ শোথ বেদনা সহ উপশমিত হয়।

শৃগাল, অশ্ব, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র, কুকুর বিড়াল, ভল্লুক এবং মনুষ্য প্রভৃতি জন্তুদিগের নখ অথবা দন্তাঘাতে বায়ু শ্লেষ্মা সহ দূষিত হইয়া দষ্টস্থল অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া থাকে এবং বিষকে সংজ্ঞাবহা নাড়ীতে স্থিতি করাইলে উষ্ণ সংজ্ঞা কহে।

যে সকল জন্তুর প্রশস্ত লেজ আছে, তাহাদিগের দংশনে চোয়ালী এবং স্কন্ধদেশ রক্তিম-হইয়া উঠে।

অশ্রবণশক্তি অথবা অন্ধ পশুর দংশনে মনুষ্য বধির অথবা অন্ধ হইয়া থাকে।

পটোলমূল, নীলসেফালিকা বৃক্ষের মূল, কাঁচা হরিদ্রা ও গিরিমাটী ; একত্রে বাটীয়া প্রলেপ দিলে বিবিধ চতুষ্পদ জন্তুর বিষ উপশমিত হয়।

যজ্ঞডুম্বর চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া সেবন করিলে কুকুরাদি চতুষ্পদ জন্তুর বিষ উপ-শমিত হয়।

হিং, সৈন্ধব এবং ত্রিকটু ; একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে, শৃগালের বিষ উপশমিত হয়।

হরিদ্রা, গিরিমাটী এবং শিরীষবৃক্ষের বীজ এবং ছাল বাটীয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে, শৃগালের ও কুকুরের বিষ উপশমিত হয়।

শ্বেত আকন্দমূল, গোলমরিচের সহ সেবন করিলে অথবা দংষ্ট্র স্থলে প্রলেপ দিলে শৃগালের ও কুকুরের বিষ উপশমিত হয়।

কণক ধুতুরা পাতার রস, ঘৃত, দুগ্ধ এবং গুড়; প্রত্যেক ২ দুই তোলা, একত্রিত ৮ আট তোলা; সেবন করিলে কুকুর, বিড়াল ও ঘোটকের বিষ উপশমিত হয়।

শ্বেতকুঁচের মূল গোলমরিচের সহিত সেবন করিলে কুকুর বিড়াল ও অশ্ব বিষ উপশমিত হয়।

শিরীষবীজ মনসাগাছের আঠাতে ঘষিয়া দষ্টস্থানে লেপ দিলে কুকুর, বিড়াল এবং অশ্ব-বিষ উপশমিত হয়।

পাকশালার ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা এবং সৈন্ধব লবণ; কাঁজির সহিত বাটীয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার ইন্দুরের বিষ উপশমিত হয়।

গব্যঘৃত পান করিলে বিবিধ জন্তুর দূষিতবিষ উপশমিত হয়।

মাকড়সার বিষজনিত, বিবিধবর্ণের চাকা চাকা দাগ, কোঠ এবং পীড়কাদি পঞ্চনিম্বে উপশমিত হয়।

পঞ্চনিম্ব।

নিম্বের ফল, ফুল, মূল, ত্বক এবং পত্র; প্রত্যেক চারি তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ব্রাহ্মী, গোক্ষুরী, ভেলার আঠা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, চামরালু, সোঁদালী, কুঁচিলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লৌহ, চিনি, কুড়, যব এবং আকনাদিমূল; এই সমুদায় দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ প্রত্যেক ১ এক তোলা, খদির, পিয়াশাল এবং তেলাকুঁচা এই তিন দ্রব্যে একটী ভাবনা দিয়া পরে নিম্বের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরূপ ক্বাথে সাতটী ভাবনা দিয়া চিনির জলে মাড়িবে। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধ তোলা। অনুপান চিরতা, হবুস, খদির ও পিয়াশাল; এই কএকের ক্বাথ এবং মধু। এই ঔষধ সেবন করিলে, দুস্বরু, পুণ্ডরী, দদ্রু কিট্টিপামা, ছুলি মণ্ডকার রোগ, পিড়কা কোঠ, ফুলা কপাল, নাড়ীব্রণ, বাতরক্ত, শিরোরোগ, প্রমেহ, বিস্ফোটক, বিসর্প, মিষগাগা, ভগন্দর এবং সর্ব্ববিধ জন্তুর দূষিতবিষ, মূল-বিষজনিত সমস্ত রোগ, সর্ব্বপ্রকার স্থাবর বিষকৃত রোগ, সর্প বিষজ রোগ, লুতাবিষজ রোগ এবং জ্বর প্রভৃতি সমূহ রোগ এই পঞ্চ নিম্ব ঔষধ সেবনে উপশমিত হয়।

ঐ বিষয়ের মূল প্রমাণ যথা—সারসংগ্রহ।

পঞ্চনিম্ব।

"পুষ্পকালে চ পুষ্পাণি ফলকালে ফলানি চ।
ত্বচ পত্রঞ্চ মূলানি পঞ্চ নিম্ব পৃথক্ পৃথক্॥"

দ্বিকর্ষাণি চ ভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
ত্রিফলাত্র্যূষণং ব্রাহ্মী শ্বদংষ্ট্রা রুস্করাগ্নিকা॥
বিড়ঙ্গ সারিবামৃতা বারাহী ব্যাধিঘাতিকা।
স্বর্ণবীজং হরিদ্রাদ্বে লৌহচূর্ণং সশর্করা॥
কুষ্ঠঞ্চ যবপাঠ চ কষার্দ্ধঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ।
খদিরান বিম্বিকাক্কাথে ভাবয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
সপ্তধা পঞ্চনিম্বেন ভাবয়েন্ন চ শর্করা।
সিদ্ধভূতেচ বুদ্ধিমান যোজয়ে তু শুভে দিনে॥
মধুনা তিক্তহবুষা খদিরশালবারিণা।
নেহুং ঘৃষ্টাম্বনা বাপি কোলার্দ্ধঞ্চ তথা পিবেৎ॥
তথাল্পভোজিনা কার্য্যং স্নিগ্ধং লঘুং হিতঞ্চ যৎ।
দম্বরু পুণ্ডরি দদ্রুকিট্টিপামা বিচর্চ্চিকা॥
পীড়কা মণ্ডলাকারং কোষ্ঠ কুষ্ঠং কপালিকান্।
নাড়ীব্রণঞ্চ বাতাসৃক্ শিরোরোগ প্রমেহজান্॥
বিস্ফোটঞ্চ বিসর্পঞ্চ বিষমালা ভগন্দরঃ।
সর্ব্বনষ্ট বিষঞ্চৈব মূলবিষং বিষম্যতি॥
স্থাবরঞ্চ বিষং সর্ব্বান বিষং সর্পাদিসম্ভবং।
লূতাবিষহরঞ্চৈবং সর্ব্বব্যাধি নিসূদনং॥
জ্বরান্ সর্ব্বান্ নাশয়েত্তাশু কান্তি পুষ্টিবিবর্দ্ধনং।
পঞ্চনিম্বমিদং নামং শিবেন পরিকীর্ত্তিতং॥

শ্বেত-আকন্দ বৃক্ষের মূল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে বার বার ফোমেণ্ট করিলে গৃহ-গোধিকা অর্থাৎ টিকটিকি দংশনে যে দাহ, ফুলা ব্যথা এবং ঘর্ম্ম হয় তাহা এবং শতপদী অর্থাৎ কর্ণ-জলোকার বিষ উপশমিত হয়।

দংষ্ট্রস্থানে পুনঃ পুনঃ উষ্ণজলের ফোমেণ্ট করিলে মণ্ডুক অর্থাৎ ভেক ও বিবিধ জন্তুর বিষ উপশমিত হয়।

জন্তু কিম্বা কীট দংশন করিলে যে পীড়কা রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে কাকমাছী অর্থাৎ গুড়কামাই বৃক্ষের রসে গন্ধক ঘসিয়া প্রলেপ দিলে, উপশমিত হয়। বিসর্প, বিস্ফোট, পামা, কণ্ডু এবং দদ্রু প্রভৃতিও ঐ প্রলেপ দিলে আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

আকন্দ বৃক্ষের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার ভাবনা অথবা ফোমেণ্ট করিলে নানাবিধ মৎস্যের বিষ এবং পিপীলিকার বিষ প্রশমিত হয়।

উষ্ণ জলের স্বেদ দিলেও পিপীলিকার বিষ দূর হয়।

মশকের বিষ—মধু লেপন মাত্রই উপশমিত হয়।

শুঁয়াপোকার বিষ—কলিচুন এবং নিশাদল একত্রিত করিয়া বিষাক্ত স্থানে মালিষ করিলে উপশমিত হয়।

মক্ষিকার বিষ,—নাগেশ্বর, গোলমরিচ এবং তগরপাদুকা, জলে বাটীয়া প্রলেপ দিলে উপশমিত হয়।

বৃশ্চিক বিষ,—গব্যঘৃত, সৈন্ধব এবং গন্ধক সমভাগে মিলিত করিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলে উপশমিত হয়।

মূল প্রমাণ।

উষ্ণগব্যঘৃতঞ্চাপি গন্ধ সৈন্ধব সংযুত।
বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি লেপনাৎ নাত্র সংশয়ঃ॥

বৃশ্চিক বিষ,—শুঁঠ জলে ঘষিয়া নস্য গ্রহণ করিলে তাহাতে উক্ত বিষের যন্ত্রণা দূর হইয়া উপশমিত হয়।

মূল প্রমাণ।

নাগরং বারিণা ঘৃষ্টা নরাণাং নস্য কর্ম্মণা।
বিষোবৃশ্চিক দংষ্টানাং হরেদেব প্রভাবতঃ॥

বচাদি চূর্ণ।

বচাহিঙ্গ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং গজপিপ্পলী।
পাঠা চাতিবিষাব্যোষং কশ্যপেন বিনির্ম্মিতং
দশাঙ্গমৌষধং পিষ্টা ভক্ষয়েৎ বিধি পূর্ব্বকং।
কীটদংষ্ট্রাঃ ক্রিয়া সর্ব্বাঃ সমামৌষধনৌকিষঃ॥

বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, আকনাদি, আতইচ, শুঁঠ, পিপ্পলী এবং গোলমরিচ এই দশ দ্রব্য একত্রে মর্দন করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার কীটবিষ উপশমিত হয়।

বিষবজ্রপাত রস।

রসনিশাটঙ্গমষণানি তুথং সমাংসাগুরু দেবদালী
রসেন পিষ্টং। বিষবজ্রপাতঃ সর্ব্ববিবেক হন্তা,
নিষ্কস্য মাত্রা সংজীবতি প্রযুক্তা॥ নৃমূত্রযোগে-
ন চ কালযুষ্টং জিহ্মগ বিষেনাঙ্গলিকঞ্চ সর্ব্বং
তথান্যৈর্বিষে ত্রাণতালয়ঞ্চ।

রস, হরিদ্রা, সোহাগা, তালমূলী, তুঁতে এবং অগুরুচন্দন; এই ছয় দ্রব্য দেবদালীর রসে মাড়িয়া সেবন করিলে সর্ব্ববিষ উপশমিত হয়। এই ঔষধ ২ দুই তোলা নরমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া, সর্প-বিষাক্রান্তব্যক্তির দেহে মর্দ্দন করাইলে আশু বিষ উপশমিত হয়। আশু বিষে এই ঔষধের ঘ্রাণ লইলে প্রশমিত হয়।

সর্পাঘাতের চিহ্ন দেখিয়া জানিতে হইবে, যে রোগী বাঁচিবে কি মরিবে। দংষ্ট্রস্থল আকার কি পাকা জম্বুফলের সম অথবা সে স্থল যদি নীলবর্ণ কি শ্বেতবর্ণ কি রক্তবর্ণ হইয়া উঠে তাহা হইলে সর্পাঘাতীর মৃত্যু হইবে।

সর্পাঘাতে যাহার মল মূত্র ত্যাগ হয়, হৃৎশূল, বমনভাব, দাহ, নাকীসুরে কথা এবং সন্ধিস্থানে বেদনা, নয়ন তাম্র কি নীলবর্ণ হইয়া উঠে, সে ব্যক্তির নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।

রোগীর সমস্ত শরীরে শীতল জল ঢালিলে, যাহার লোমাঞ্চ না হয়, তাহার জীবন রক্ষা হয় না।

দংষ্ট্রস্থানে তীব্র বেদনা জন্মে, কি কোন রূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, সমস্ত শরীরে অত্যন্ত জ্বালাবোধ হয়, তাহার মৃত্যু হইবে।

যে সর্পাঘাতী রোগী চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্র এবং দর্পণ, জল ও ঘৃতাদি স্বচ্ছ পদার্থে আপনার দেহের ছায়া দেখিতে পায়, সে রোগী রক্ষা পায় না।

সর্পাঘাতী রোগীর যে সকল মৃত্যু লক্ষণ কথিত হইল, তথাচ চিকিৎসা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

তিত লাউয়ের মূল উত্তমরূপে গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহাতে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা গোমূত্রে পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিলে বিষ নষ্ট হয়। যথা প্রমাণ—

কটুতুম্বূদ্ভব মূলং সূক্ষ্মং গোমূত্র পেষিতম্।
ছায়া শুষ্কাং বটিং মূত্রৈঃ পাণি লেপো বিষাপহাঃ ॥

গোমূত্র এবং নরমূত্র পান করিলে কিম্বা দশবৎসরের ন্যূন না হয় এমত পুরাতন ঘৃতের সহিত হরিদ্রা ভক্ষণ করিলে, স্থাবর এবং জঙ্গম উভয় প্রকার বিষ নষ্ট হয়। যথা প্রমাণ—

গোমূত্রৈর্নরমূত্রৈর্ব্বা পুরাতন ঘৃতেন বা।
হরিদ্রা পানমাত্রেণ বিষং হন্তি চরাচরম্ ॥

শুক্লপক্ষে শুক্লবর্ণ সর্পের মস্তক চূর্ণের নস্য দক্ষিণ নাসিকাতে নস্যরূপে গ্রহণ এবং কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ সর্পের মস্তক চূর্ণ বাম নাসিকাতে নস্যরূপে গ্রহণ করিলে সর্পবিষ নিশ্চয়ই উপশমিত হইবে। যথা প্রমাণ—

সর্প হরিতবর্ণঞ্চ পুচ্ছাগ্রে পাটয়েচ্ছিবঃ।
শুক্লং কৃষ্ণং পৃথক্ কার্য্যং নস্য সর্ব্ববিষাপহম্ ॥

শুক্লং শুক্লে দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণং কৃষ্ণেচ বামকে।
মৃত সঞ্জীবনং হ্যেতৎ কাল দ্রংষ্ট্রোঽপি জীবতি ॥

শূকর, গোসর্প, নকুল, অর্থাৎ বেজী, শশক এবং কুকুট; এই সকলের পিত্ত এবং শ্বেত অপরাজিতার মূল একত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ উপশমিত হয়। এই ঔষধের নাম অমৃত যোগ; বিষে জর্জ্জরিত ব্যক্তির এই যোগে প্রাণ রক্ষা হয়। যথা প্রমাণ—

বরাহ গোধানকুল শশকুক্কুট পিত্তকং।
শ্বেতায়া গিরিকর্ণাশ্চ ফলং মূলঞ্চ সেবয়েৎ ॥
পানে সর্ব্ববিষং হন্তি মৃতোঽপ্যুত্তিষ্টতেক্ষণাৎ!
নারাচ মৃতযোগোঽয়ং স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতঃ ॥

ঔষধের পরিমাণ। অঞ্জনার্থে,—এক মাষা; নস্যার্থে,—দুই মাষা; পানার্থে,—চারি মাষা এবং বমনার্থে,—আট মাষা ব্যবস্থা বিহিত জানিবে।

যখন বিষ দ্বারা দেহ বিবর্ণ, কঠিন, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে, তখন আর কোন ক্রমেই কাল বিলম্ব না করিয়া রক্ত মোক্ষণ করাই ব্যবস্থা জানিবে।

রোগী ক্ষুধিত হইয়া আহার করিতে ইচ্ছা করিলে, দধি, তক্র, ঘৃত এবং মধু অথবা মাংসরস ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বিষ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পিত্তজন্য,—তৃষ্ণা, দাহ এবং ঘর্ম্মোদ্ভব হইলে তীক্ষ্ণ ঔষধ দ্বারা বমন ক্রিয়া ব্যবস্থেয় জানিবে।

মলাবরোধ এবং বায়ু বিরুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠ দাহ, বেদনা, আধ্মান এবং মূত্রাবরোধ হইলে বিরেচন ক্রিয়া ব্যবস্থেয় জানিবে।

নেত্র বিবর্ণ, স্ফীত অথবা আবিলবর্ণ হইলে, অঞ্জন প্রয়োগ কর্ত্তব্য জানিবে।

মস্তকের যাতনা, দেহের গুরুতা, আলস্য, হনুস্তম্ভ আদি উপসর্গ দেখিলে, নস্য প্রদান যোগে শিরা বিরেচন ক্রিয়া আবশ্যক জানিবে।

মন্ত্র এবং ঔষধ দ্বারা বিষ উপশমিত না হইলে, দংষ্ট্রস্থান ধারালো অস্ত্রদ্বারা কিঞ্চিৎ চিরিয়া সেই স্থানে কিঞ্চিৎ স্থাবর বিষপ্রদান করিলে নিশ্চয়ই বিষ নষ্ট হইবে। যথা প্রমাণ—

ছেদয়েত্তীক্ষ্ণশস্ত্রেণ দংশস্থানে ভিষগ্বর।
স্থাবরস্তু বিষং দদ্যাদ্দ্রংষ্ট্রো দ্রংষ্টেন হন্যতে ॥

শিরিষবীজ, গোবসা, দাড়িমের মূল এবং আকন্দের দুগ্ধ; একত্রিত ধূপ প্রদানে বৃশ্চিক বিষ উপশমিত হয়।

ময়ূর, কপোত, কুক্কুটের বিষ্ঠা এবং আকন্দমূল; একত্রিত ধূপ প্রদানে সর্ব্ববিধ বিষ এবং চারিপ্রকার বৃশ্চিক এবং সর্পবিষ নষ্ট হয়।

শুণ্ঠীচূর্ণ জল সহযোগে নস্য গ্রহণ করিলে অথবা ঘৃত এবং সৈন্ধবলবণ ভক্ষণ করিলে, কিম্বা আকন্দমূল এবং ধুস্তুর মূল একত্রে পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে বৃশ্চিক-বিষ প্রশমিত হয়। যথা প্রমাণ—

"তোয়ৈর্বা নাগরং নস্য পিবেদ্বা সৈন্ধবং ঘৃতম্।
অর্ক ধুস্তুর মূলম্বা জলপানে বিষাপহম্॥"

সিজের আঠা এবং আকন্দের আঠা মোমে সপ্তবার ভাবনা দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ দংষ্ট্রস্থানে স্পর্শমাত্রে বৃশ্চিক বিষের যন্ত্রণা দূরীভূত হয়।

ছোলঙ্গলেবুর মূল রবিবারে উত্তরমুখে তুলিয়া রাখিবে। সেই মূল "ক্রঁ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণাঙ্গে বৃশ্চিক দংশন করিলে বামাঙ্গে স্পর্শ করাইবে এবং বামাঙ্গে বৃশ্চিক দংশন করিলে দক্ষিণাঙ্গে স্পর্শ করাইবে। ইহাতে বৃশ্চিক বিষ প্রশমিত হয়।

বকুলের বিচি কিম্বা ছাল বাটিয়া ওঁ ঝঁ হুঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে আশু বৃশ্চিক বিষ প্রশমিত হয়। যথা, প্রমাণ—

"বকুল ত্বচ বীজংবা নিষ্পিত্য দংশন স্থানে।
প্রলেপাদ্ বৃশ্চিকবিষঃ হরণঞ্চাভি মন্ত্রিতাৎ॥"

চাউল ধোয়া জলের সহিত প্রত্যঙ্গিরা লতার মূল বাটিয়া খাইলে কোনরূপ সর্প দংশনের ভয় থাকে না। যে সর্প দংশন করিয়া জীবের জীবন নষ্ট করে, পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াচারী ব্যক্তিকে সেই সর্প দংশন করিলে অচিরাৎ আপনি মৃত্যুলাভ করে। যথা, প্রমাণ—

"মূলং তণ্ডুলবারিণা পিবতি যঃ প্রত্যঙ্গধা সম্ভবম্।
নিষ্পিষ্টং শুচিভদ্রযোগ দিবসে তস্যাহিভীতিঃ কুতঃ॥
সর্পা দেব ফণী যদা দশতিত মোহান্বিত মানবম্।
স্থানে তত্র স এব জাতি নিয়তং চক্রী যমস্যাচিরাৎ॥"

আষাঢ়ীয় শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শিরীষমূল তুলিয়া কটিদেশে বাঁধিয়া চাউল-ধোয়া জল পান করিলে, সর্পে দংশন করিতে পারে না। যদিচ কোন সর্প ভ্রম বশতঃ পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াচারী মনুষ্যকে দংশন করে, তাহা হইলে অচিরাৎ সে আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যথা, প্রমাণ—

"আষাঢ় শুক্লপঞ্চম্যাং কট্যাং শিরীষমূলকম্।
তণ্ডুলোদকপানেন সর্পদংশো ন জায়তে।
ভ্রমাদ্বা দংশতে সর্প স্তদা সর্পো বিনশ্যতি॥"

শ্বেত আকন্দের মূল এবং শ্বেত পুনর্ণবার মূল পুষ্যানক্ষত্র যোগে তুলিয়া আনিয়া সেই নক্ষত্রের ভোগের কালেই চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া পান করিলে কোনরূপ সর্প ভয় থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক বৎসরেই এই ক্রিয়াচারটি করিতে হইবে।

যথা, প্রমাণ—

"পুষ্যে শ্বেতার্ক মূলস্তু শ্বেতবর্ষা ভূমূলকম্ ।
সংগৃহ্য পেয়ং তদৃক্ষে স্নাতা তণ্ডুলবারিণা ।
সর্পভীতিবিনাশার্থ প্রতিসম্বৎসরং নরঃ ॥"

বিষরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

স্নেহপাক বিধি।

তৈল মূর্চ্ছা মেকরাত্রং ক্বাথ পাচ্যং দ্বিবাসরং ।
কাঞ্জিকানাং ত্রিরাত্রেচ পচেৎ তৈলে ভিষকবর ॥
মাংসাদি ক্বাথ নির্য্যাসে পচেৎ রাত্র চতুষ্টয়ং ।
শতমূলী পচেৎ পঞ্চং মধ্যাদি ষষ্ঠরাত্রকং ॥
সপ্তরাত্র পচেৎ ক্ষীর কল্কৈক সর্ব্বরী পচেৎ ।
গন্ধদ্রব্য নবরাত্রং তৈলঘৃতে বদা দিশেৎ ॥

অগ্রে তৈল মূর্চ্ছা করতঃ এক রাত্রি রাখিবেক, কোন দ্রব্যাদির ক্বাথ দিবার ব্যবস্থা থাকিলে দুই রাত্র, কাঞ্জিক ঐ প্রকার তিন রাত্র, মাংসাদির ক্বাথ ঐ রূপ চারি রাত্র। শতমূলীর রস দিয়া পঞ্চ রাত্র, দধি কিম্বা দধিমস্থ দিয়া ছয় রাত্র, দুগ্ধ দিয়া সপ্তরাত্র, কল্ক দ্রব্যাদি দিয়া এক রাত্র এবং গন্ধাদি দ্রব্য দিয়া নয় রাত্র। এইরূপ তৈল কিম্বা ঘৃতের পাকের বিষয় গ্রন্থের উক্তি জানিবে।

প্রথমে মূর্চ্ছনং তৈলং ক্বাথদেয়ং দ্বিতীয়কে।
কল্কদ্রব্যং তৃতীয়েচ গন্ধদ্রব্য তথা পরে ॥
ক্রমেণ বিবিধং পাচ্য মন্দমন্দাগ্নিনাং ভিষক্ ।
নির্ম্মলং নির্জ্জলং তৈল তদা সিদ্ধং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

অগ্রে তৈল মূর্চ্ছন, দ্বিতীয়ে তৈল ক্বাথ জলের সহপাক, তৃতীয়ে কল্ক দ্রব্য প্রদান এবং চতুর্থে গন্ধদ্রব্য দেওয়া; ইহাই ব্যবস্থা জানিবে। মন্দ মন্দ অগ্নির জালে পাক করতঃ নির্জ্জল ও নির্ম্মল সিদ্ধ হইলে পাক সিদ্ধ জানিবে।

মূর্চ্ছার দ্রব্য কথন।

তৈলস্যস্তু কলাং কিঞ্চি শিবকসী ভাগশ্চমূর্চ্ছাবিধৌ ।
তথান্তে ত্রিফলা পয়োধ রজনী হৃদেব লোদ্ধ্রাদয় ।
বটাবর হৃস্ত জিঙ্গী পদাংশিকা সর্ব্বচূর্ণং বদেয়ং ॥

তৈলের ষোল ভাগের এক ভাগ মঞ্জিষ্ঠা এবং ত্রিফলা, মুথা, হরিদ্রা, বালা, লোধ, নালুকা ও বটনয়া এই সকলের ভাগ মঞ্জিষ্ঠার চারি ভাগের এক ভাগ লইবে। এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ সজলাক্ত ক্রমে ক্রমে মূর্চ্ছন করিতে হয়।

গন্ধদ্রব্য কথন।

এলাচন্দন কুঙ্কুমাগুরু মুর্ব্বা কঙ্কোলকং মাংসী শঠি।
শ্রীবাসচ্ছদন গ্রন্থিপর্ণী সবশ্যা ক্ষৌদ্রং কৌশিকং সমেতং॥
কস্তুরী নখপুত্রী শৈলজং দেব কুসুম মেথেন শশাঙ্ক।
গন্ধদ্রব্যাদি মিদং প্রদেয়ং মখিলং শ্রীবিষ্ণু তৈলেনাদিযু॥

এলাইচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, অগোর, মুর্ব্বা, কাকলী, জটামাংসী, গন্ধশঠি, শ্বেতচন্দন, তেজপত্র, গেঁঠেলা, নাগদন্তি, গুগ্গুল, চম্পক, মৃগনাভি, নখি, শতাবরী শৈলজ, লবঙ্গ এবং কর্পূর এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য বিষ্ণুতৈলে প্রদান করিবে।

তৈল এবং ঘৃতের শেষ পাক কথন।

স্নেহকল্কযদাঙ্গুল্যা বর্ত্তিতোচাপে বস্তুবেৎ।
বহ্নৌক্ষিপ্তে চ নশব্দ স্তদা সিদ্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥
শব্দাম্বু পরম প্রাপ্তে ফেণস্যাৎ পরগে তথা।
গন্ধবর্ণ রসাদিনাং সম্পর্ত্তৌ সিদ্ধমাদিশেৎ॥
ঘৃতসৈব বিপাকস্য জানিয়াৎ কুশলে ভিষক্।
ফেণাতি মাত্র তৈলস্য শেষ ঘৃত বদাদিশেৎ॥

তৈলের খরপাক দোষ কথন।

বরং পাক মৃদুঃ কার্য্যঃ দ্রব্যাণা ন খরগত।
খরপাক বিষং তুল্যং তথা ত্যজ্য বিষোপমা॥

বরং মৃদুপাকে কার্য্য হইয়া থাকে কিন্তু খরপাকে দ্রব্য বিষতুল্য হয়, তাহা ত্যজ্য জানিবে।

তিল তৈল মূর্চ্ছা প্রকরণ।

দৃঢ় মৃণ্ময় বা লৌহ অথবা তাম্র নির্ম্মিত কটাহে মৃদু অগ্নিতে তৈল পাক করিবে। ঐ তৈল নিষ্ফেণ হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে হরিদ্রা জলে বাটীয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। পরে কুট্টিত জলসিক্ত মঞ্জিষ্ঠা, তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, ত্রিফলা, কেয়ারমূল এবং বালা, এই সমুদায়ের চূর্ণ জল সংযুক্ত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিয়া

তৈলের চারি গুণ জল দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন তদবস্থায় রাখিবে। উক্ত হরিদ্রাদি দ্রব্যকে মূর্চ্ছা দ্রব্য কহে, মূর্চ্ছা দ্রব্যের পরিমাণের নিয়ম নাই, তৈলের পরিমাণ যত, মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ তাহার ষোড়শাংশ, অপরাপর প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ। অর্থাৎ তৈলের পরিমাণ /৪ সের হইলে মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ /৷৹ এক পোয়া এবং হরিদ্রার পরিমাণ /৹ এক ছটাক হইবে। মূর্চ্ছাক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া উত্তম সৌগন্ধ এবং অরুণবর্ণতা উৎপন্ন হয়। তৈলের সহিত অন্য কাথাদি পাক করিবার পূর্ব্বে মূর্চ্ছার দ্রব্য সকল ছাঁকিয়া ফেলিবে।

কটু তৈল মূর্চ্ছা প্রকরণ।

কটু তৈলের (সর্ষপ তৈলের) মূর্চ্ছা করিতে হইলে, হরিদ্রা, মুথা, আমলা, বেলছাল, নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা এবং বহেড়া; এই সকল দ্রব্য পূর্ব্ববৎ প্রণালিতে মূর্চ্ছা করিবে।

এরণ্ড তৈল মূর্চ্ছা প্রকরণ।

এরণ্ড তৈলের মূর্চ্ছা করিতে হইলে, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, ধনে, ত্রিফলা, জয়ন্তীপত্র, বালা, খর্জ্জুর, বটের ঝুরি, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ার মুল, দধি এবং কাঁজি; এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পূর্ব্ববৎ প্রণালীতে মূর্চ্ছা করিবে।

ঘৃত মূর্চ্ছা প্রকরণ।

হরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা ও লেবুর রস; এই সকল দ্রব্যের দ্বারা ঘৃতের মূর্চ্ছা করিবে। প্রথমে হরিদ্রা, তৎপর লেবুর রস, তদনন্তর অপরাপর দ্রব্য সমস্ত পূর্ব্ববৎ প্রণালীতে ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। /৪ চারি সের ঘৃতের মূর্চ্ছা করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত মূর্চ্ছা দ্রব্য প্রত্যেক পরিমাণ ৶৹ অর্দ্ধপোয়া হওয়া আবশ্যক, জল ১৬ সের।

স্নেহ পাকের সাধারণ নিয়ম।

কাথার্থ দ্রব্য চারিগুণ জলে পাক করিয়া তাহার চারি ভাগের এক ভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। স্নেহের অর্থাৎ ঘৃত কি তৈলের পরিমাণ যত, কাথের পরিমাণ তাহার চারিগুণ। কাথ দ্রব্য যে সর্ব্বত্রই চারিগুণ জলে পাক করিতে হয় এমত নহে, দ্রব্যের কাঠিন্যের তারতম্যানুসারে জলের ন্যূনাধিক হয়। কোমল দ্রব্য চারিগুণ জলে, কঠিন দ্রব্য আট গুণ জলে এবং অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য ষোল গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিবে। যে স্থলে পাঁচ বা ততোধিক দ্রব পদার্থের সহিত স্নেহ পাক হইবে, তথায় সকল দ্রব পদার্থের পরিমাণ স্নেহের সমান হইবে; আর যে স্থলে চারিটী পর্য্যন্ত দ্রব্যের

সহিত স্নেহপাক হইবে, সেই স্থলে প্রত্যেকের পরিমাণ স্নেহের চারি গুণ হওয়া উচিত। প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক পৃথক স্নেহপাক করিতে হয়। অবশেষে কল্ক পাক করিবার সময়ে স্নেহের চারি গুণ জল প্রদান করা ব্যবস্থেয়। পরিশেষে গন্ধদ্রব্য পাক করিবে।

স্নেহপাকের চুল্লীযন্ত্র নিরূপণ।

কুণ্ডাকার এক হাত মাপে গর্ত্ত করিয়া তাহার উপরে এগারোটী ঝিঁক দিবে এবং পূর্ব্বদিকে যন্ত্রের মুখ রাখিয়া গোময় জলে লেপ দিয়া শুখাইবে। যথা—

"কুণ্ডাকৃতি করং যন্ত্র একহস্ত প্রমাণত।
তদোর্দ্ধং কুরুতে স্তম্ভ মেকাদশ ভিষক্‌বর॥
পূর্ব্বাস্থ যন্ত্র বিধেয় লেপয়ং গোময়াম্বুনা।
ঘৃত তৈল গুড়াদিনাং পাকস্থান বিনির্ণয়॥"

পাকপাত্রে লেপ দিবার বিধি।

উইপোকার মাটী এক ভাগ, মাষকলাই চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ ভাগ এবং তণ্ডুলের কণা চূর্ণ অর্দ্ধ-ভাগ; জল সহযোগে একত্র করিয়া পাকপাত্রের পৃষ্ঠে লেপ দিয়া এক রাত্র শুষ্ক করা বিধেয়। যথা। প্রমাণ—

"বল্মীক মৃত্তিকাচূর্ণং মাষচূর্ণং তদোর্দ্ধকং।
তণ্ডুল কণিকাচূর্ণং সর্ব্বং নৈকত্র বারিণা॥
পাকপাত্রোভিলেপঞ্চ শুষ্কয়েৎ মেক শর্ব্বরী॥

ক্ষীর অঙ্গারক তৈল।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চর্ব্বং মিত্র মহৌষধং।
তালিশং বিকসা দারু কর্ষিকং সমভাগিকং॥
ক্ষীরনালৈ পচেৎ পশ্চাৎ জম্বিরস্য রসেন চ।
প্রত্যেকং তৈলসং তুল্যং ক্ষীরৎ দেয়ং দ্বিগুণকং॥
পাচয়েৎ কুশলে বৈদ্য কর্পূরে নৈব বাসিতং।
বাতিকং পৈত্তিকং চৈব দ্বন্দ্বজং সান্নিপাতিকং॥
সন্তত সততশ্চৈব জীর্ণ বিষম সংজ্ঞকং।
কামলা পাণ্ডুরোগঞ্চ প্লীহানাং যকৃতস্য চ।
সর্ব্বজ্বর নিহন্ত্যাশু তৈল অঙ্গারক মহৎ॥

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, শুণ্ঠী, তালিশপত্র, মঞ্জিষ্ঠা এবং দেবদারু; প্রত্যেক ২ দুই তোলা, মূর্চ্ছান তিলতৈল ⁄৪ চারি সের, দুগ্ধ ⁄৮ সের; কাঞ্জিক ⁄৪ চারি সের এবং গোঁড়ালেবুর রস ⁄৪ চারি সের; ক্রমে পাক করতঃ যথামত গন্ধদ্রব্য প্রদান করিবে; এই

এই শীত ভুঞ্জিত তৈল মর্দ্দন করিলে, প্রত্যেক বাতজ, দ্বন্দ্বজ, ত্রিদোষজ, জীর্ণ, বিষম, দাহ, শীত জ্বরাদি ও শোথ, পাণ্ডু কামলা, প্লীহা যকৃত এবং গুল্ম আদি রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণী মিহির তৈল।

ধন্যাকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতি বিধা শিবা।
উষিরং জলদশ্চৈব সজলং মোচকং তথা॥
রসাঞ্জন সবিল্বঞ্চ কেশরঞ্চ নীলোৎপলম্।
শ্যামা কলিঙ্গপত্রঞ্চ চক্রাঙ্গি পদ্মকেশরম্॥
পদ্মকাষ্ঠামৃতা মাংসী কটফলং গুড়ত্বকম্।
আম্রকদম্ব কুটজং কেশরাজ পুনর্ণবা॥
যমানী জীরকশ্চৈব জম্বূত্বক তথৈবচ।
প্রত্যেকং পলিকান্ ভাগান্ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
কুটজস্য ক্বাথে নৈব ধান্যকাথে চতুর্গুণম্।
সিদ্ধ তৈলবরশ্চৈব গন্ধাদি নাতি বাসয়েৎ॥
অভ্যঙ্গশ্চ প্রদেহশ্চ সর্ব্বরোগ কুলান্তকৃৎ।
গ্রহণী দুস্তরং হন্তি আমশূল বিনাশনম্॥
বিষমঞ্চ জ্বরশ্চৈব নানাদোষ সমুদ্ভবম্।
হলিমকং রক্তপিত্তং পাণ্ডুত্ব কামলামপি॥
ব্রণাদি কণ্ডু কৃচ্ছ্রঞ্চ সূতিকাতঙ্ক নাশনম্।
বলং বীর্য্যকরশ্চৈব মন্দাগ্নিশ্চ প্রদীপনম্॥
গ্রহণী মিহির হ্যেষ শ্রেষ্ঠ তৈল মিদং শুভম্॥

ধনে, ধাতকী, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, বেণারমূল, মুথা, বালা, মোচরস, রসাঞ্জন, বেলশুঁঠো, নাগেশ্বর, শুঁদিমূল, শ্যামালতা, ইন্দ্রযব, তেজপত্র, আমলকী, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, জটামাংসী, কটফল, দারুচিনি, আমছাল, কদম্বছাল, কুরচিছাল, কেশুত্তে, পুনর্নবা, যমানী, জীরা এবং আমছাল ; প্রত্যেক ৮ তোলা, তিলতৈল /৪ চারি সের, কুরচি ছাল ।৬ ষোল সের। পকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোল সের। ধনে ।৬ ষোল সের, পাকার্থ জল ঐ প্রকার। এই সমস্ত ক্বাথে এবং কল্কে তৈল পাক করতঃ তৎপর লাখি, কর্পূর, শিলারস, খাটাশি বালা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য যুক্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে, সর্ব্বরোগ উপশমিত হয়। বিশেষ দুঃসাধ্য গ্রহণী, আমশূল, নানা দোষজাত বিষমজ্বর, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কামলা, ব্রণ, কণ্ডুকৃচ্ছ্র এবং সূতিকাদি রোগ প্রশমিত হয়. এবং বল বীর্য্য এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মরিচাদি ঘৃত।

মরিচং পিপ্পলী মূলং নাগরং পিপ্পলী তথা।
ভল্লাতকং যমানীচ বিড়ঙ্গ হস্তি পিপ্পলী॥
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলঞ্চৈব বিড়সৈন্ধবচব্যথা।
সামুদ্রং স যবক্ষারং চিত্রকো বচয়া সহ॥
এতৈরর্দ্ধফলৈর্ভাগৈ ঘৃত প্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দশমূলী রসে সিদ্ধং পয়সা দ্বিগুণেন চ॥
মন্দাগ্নিনাং হিতং শ্রেষ্ঠ গ্রহণীদোষনাশনম্।
বিষ্টম্ভমাম দৌর্ব্বল্যং প্লীহানঞ্চাপি কর্ষতি॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চাপি দুর্মায় স ভগন্দরম্।
কফজান্ হন্তি রোগানাংশ্চ বাতজান্ ক্রিমিস্তবান্॥
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু শুষ্কং দার্ব্বানলো যথা॥

গব্যঘৃত ।৪ চারি সের, কাথার্থ,—দশমূল মিলিত ।৪ চারি সের, জল চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। দুগ্ধ ।৮ আট সের, জল ৩২ সের, কল্কার্থ, মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, ভেলা, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পুল, হিঙ্গু, সচল, বিট, সৈন্ধব, চই, করকচ, চিতামূল, লবণ, যবক্ষার এবং বচ;—শুষ্ককাষ্ঠ অনল সহযোগে যেরূপ ভস্মসাৎ হয়, তদ্রূপ এই ঘৃত সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণীদোষ, বিষ্টম্ভ আর দুর্ব্বলতা, প্লীহা, কাস, শ্বাস, অর্শ, ভগন্দর, কফজ এবং বাতজ ক্রিমিরোগ আরোগ্য হইয়া বলবৃদ্ধি এবং আয়ুবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মহাষট্ পলক ঘৃত।

সৌবর্চ্চলং পঞ্চকোলং সৈন্ধবং হবুষং-বিড়ম্।
অজমোদাং যবক্ষারং হিঙ্গুজীরক মৌদ্ভিদম্॥
কৃষ্ণাজাজীং সভুতীকং কল্কীকৃত্য পলার্দ্ধিকম্।
আদ্রক স্বরসং চুক্রং ক্ষীরমস্তার নালকং॥
দশমূল কষায়েন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ভক্তনে সহ পাতব্যং নির্ভক্তং বা বিচক্ষণৈঃ॥
ক্রিমি প্লীহোদরাজীর্ণ জ্বরকোষ্ঠ প্রবাহিকাঃ।
মহাষট্ পলক দাম্না বৃক্ষমিন্দ্রাশনি যথা॥

ঘৃত, দশমূলের কাথ, আদ্রকরস, চুকপালঙ্গশাক, দুগ্ধ, দধির মাত এবং কাঁজি প্রত্যেক ।৪ চারি সের; কল্কার্থ,—পঞ্চকোল, সৈন্ধব, হবুষ, বিটলবণ, বনযমানী, যবক্ষার, হিঙ্গু, জীরা,

উদ্ভিদলবণ, কৃষ্ণজীরা এবং যমানী ; প্রত্যেক ৪ চারিতোলা। এই ঘৃত অন্নের সহিত অথবা পৃথকরূপে সেবন করিলে ক্রিমিজ্বর এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

যজ্ঞিক ঘৃত।

গব্যাজং সাধিতং পীতং পলাশক্ষার বারিণা।
ত্রিগুণেন ত্রিকটুক মার্শাংশি ক্ষারয়েচ্ছিব ॥

পলাশ বৃক্ষ অগ্নিতে দগ্ধকরতঃ জলে নিক্ষেপ করিবে। সেই জল ৩ তিন ভাগ, গব্যঘৃত ১ ভাগ, মরিচ, পিপুল এবং শুঁঠ কল্ক করতঃ পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে অর্শরোগ উপশমিত হয়।

চর্ব্ব্যাদি ঘৃত।

পঞ্চকোল সসিন্ধুত্থৈ পলিকৈ পয়সাসমং।
সর্পিপ্রস্থসৃতং শীতং বিষমজ্বরগুল্মনুং ॥

পঞ্চকোল (অর্থাৎ চই, চিতা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল এবং শুণ্ঠী) এবং সৈন্ধব ইহাদিগের প্রত্যেক ৮ আট তোলা, দুগ্ধ /৪ চারি সের। যথামত পাক সিদ্ধ করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে বিষমজ্বর এবং গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পল্যাদি ঘৃত।

পিপ্পলী চন্দনং মুস্তং উশিরং কটুরোহিণী।
কলিঙ্গভূস্তামলকিকৈবং সারিবাতি বিষাস্থিরা ॥
ভূধাত্রী বিল্বদ্রাক্ষাশ্চ মহানিম্ব নিদিগ্ধিকা।
সিদ্ধমেতৎ ঘৃতং সদ্যং জ্বরজীর্ণ ব্যপহতি ॥
ক্ষয়কাসং শিরঃশূলং পার্শ্বশূলং মরোচকং।
অর্শাংশিপঞ্চগুল্মানি সমস্তস্য নিযচ্ছতি ॥

পিপ্পলী, রক্তচন্দন, মুথা, গন্ধবেণা, কটকী, ইন্দ্রযব, আমলকী, অনন্তমূল, আতইচ, শালপাণী, দ্রাক্ষা, ভূম্যামলকী, বেলছাল, মহানিম্ব এবং কণ্টিকারী ; ইহাদের প্রত্যেক ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল।৬ ষোল সের, শেষ চারি সের, কাথের সহিত ঘৃত চারি সের। যথামত সিদ্ধ করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, ক্ষয়কাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, অরুচি, অর্শ এবং পাঁচ প্রকার গুল্মরোগ আশু উপশমিত হয়।

চন্দনাদ্য ঘৃত।

চন্দনং চিত্রকঃ সিংহী মুস্তক বৎস নাগরং।
কক্কোলং ত্রয় মানাচ উশির সারিবাদ্বয়ং ॥

এতানর্দ্ধ পলকৈশ্চৈব সোমবারে সমাহরেৎ।
ক্ষীরাষ্টকং সমাযুক্তং সর্পিসার্দ্ধ তুল্যং পচেৎ ॥
চতুর্থকজ্বরে শ্রেষ্ঠ মুন্মাদে বিষমজ্বরে।
ত্র্যাহিকং শ্বাস কাসঞ্চ সর্ব্বজ্বর বিনাশনং ॥

রক্তচন্দন, চিতা, বাসক, মুথা, কুরচি, শুণ্ঠী, কাঁকলী, বলাডুম্বর, গন্ধবেনা, অনন্তমূল এবং শ্যামালতা; প্রত্যেক ৪ চারি তোলা, দুগ্ধ ।৬ ষোল সের, ঘৃত ২॥ সের; সোমবার দিবসে পাকারম্ভ করতঃ পাকসিদ্ধ করিবে। এই ঘৃত সেবনে চাতুর্থ্যজ্বর, উন্মাদ, বিষমজ্বর, ত্র্যাহিকজ্বর, শ্বাস, কাস এবং অপস্মর রোগ প্রশমিত হয়।

অর্শোহারী ঘৃত।

ঘৃত /৪ চারি সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোল সের, তণ্ডুলোদক অর্থাৎ চাউলের চেলোমী /৪ চারি সের, বেণামূলের রস /৪ চারি সের, কেশুরিয়া রস /৪ চারি সের, ডম্বুরজল /৪ সের। কল্কদ্রব্য, লৌহমণ্ডুর, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বয়ড়া, বরাক্রান্তামূল, মোচরস, মুথা, বালা, বেল-শুঁঠা, পাঠামূল, তালমূল, ধাতকীপুষ্প এবং রসাঞ্জন; প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা, চিনি ১ এক সের; মধু ১ এক সের। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান দুগ্ধ। এই ঘৃত সেবন করিলে অর্শ, দাহ, ক্ষীণতা, কটিশূল, গুহ্যশূল প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি এবং দেহের কান্তি ও পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে।

বলভদ্র ঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারি সের, সৈন্ধব লবণ /॥০ অর্দ্ধ সের, শুণ্ঠী চূর্ণ /॥০ অর্দ্ধ সের। কল্কার্থ,—হরীতকীর কাথ তাহার হরীতকী ১২।০ সওয়া বার পল, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ চারি সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ জানিবে। মাত্রা ৪ মাষা। অনুপান দুগ্ধ। এই ঘৃত সেবন করিলে গুল্ম, অম্লপিত্ত, অরুচি এবং অগ্নিমান্দ্য উপশমিত হয়।

কল্যাণ ঘৃত।

ঘৃত ৩২ পল। কল্কার্থ,—রাখাল শশার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুকা দেবদারু, এলবালুক, শালপাণী, মুথা, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, দন্তীমূল, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম্ববীজ, নাগেশ্বর পুষ্প, তালিশপত্র, বৃহতীফল, বিড়ঙ্গ, চাকুল্যা, কুড়, রক্তচন্দন এবং পদ্মকাষ্ঠ; প্রত্যেক ২ তোলা। জল ১৬ ষোল সের; পাক;—প্রণালীমত।

চৈতস ঘৃত।

ক্বাথার্থ,—কণ্টিকারী, শালপাণী, চাকুল্যা, গোক্ষুরী, শ্রীফলছাল, সোণাছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ি, বেড়েলা, মূর্ব্বা এবং শতমূলী; প্রত্যেক ২ পল;

জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ সের; ঘৃত ./৪ চারি সের। কল্কার্থ,—রাখালশশা, বৃহতী, বহেড়া. আমলকী, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণী, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী, দাড়িম্ব, নাগেশ্বর, তালিশ-পত্র, (পুনঃ মাত্রা জন্ম) বৃহতী, জাতিফল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন এবং পদ্মকাষ্ঠ; প্রত্যেক ২ দুই তোলা, ২ দুই মাষা এবং ৮ রতি। ঘৃত পাকের বিধি, ১৬ ষোল সের কাথে কল্কদ্রব্য সমস্ত ছেঁচিয়া নিক্ষেপ করতঃ মধ্যমরূপে জ্বাল দিবে, শেষ /৪ সের থাকিবে। তৎপরে তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে। নির্জ্জল হইলে পাক, সিদ্ধ জানিবে। এই চৈতস ঘৃত সেবনে উন্মাদাদি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়।

ধাত্রী মোদক।

আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী এবং শুণ্ঠী; প্রত্যেক ১ এক তোলা, গুলঞ্চ ৪ চারি তোলা, চিনি ৮ তোলা। সকল চূর্ণ একত্রে মধুর সহিত পাক করিবে। মাত্রা ১ এক তোলা। এই ধাত্রী মোদক সেবনে জীর্ণজ্বর, মন্দাগ্নি, দাহ, প্লীহাজ্বর, কাস, শ্বাস এবং রক্তপিত্তাদি প্রশমিত হয়।

বঙ্গেশ্বর মোদক।

লবঙ্গ, জীরা, ধনে, চন্দন, রক্তচন্দন, পলতা, কুড়, মুরগা, কিসমিস, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, জটামাংসী, ধাতকী, চই, নাগেশ্বর, মৌরী, তালিশপত্র, শুঁঠীমূল, জায়ফল, জয়ত্রী, অভ্র লৌহ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, ত্রিজাতক এবং নাগেশ্বর; প্রত্যেক সমভাগ, বঙ্গভস্ম সকল দ্রব্যের সমভাগ; চিনি সকলের দ্বিগুণ, শতাবরী এবং গব্যদুগ্ধ চিনির সমভাগ। এই সমুদায় দ্রব্য পাক করিয়া কুলের আঁঠির সম বটীকা করিবে। এই বঙ্গেশ্বর মোদক সেবনে নানা-প্রকার ধাতুগত প্রকৃত, বিকৃত, জীর্ণ বিষম, সতত সন্তত প্রভৃতি জ্বর, বিংশতি রূপ প্রমেহ, সোম, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাতিসার পাথরী, বহুদিনের গ্রহণী, সর্ব্বরূপ শূল, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, অরুচি, দাহ এবং ক্ষয়রোগ আরোগ্য হইয়া অগ্নি এবং বীর্য্যাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই মোদক ধন্বন্তরি-কৃত প্রচারিত বলিয়া বিদিত আছে।

ত্রিকট্যাদি মোদক।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, বেলশুঠো, কটফল, কুড়, ধনে, নাগেশ্বর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মেথি, সৈন্ধব-লবণ, বনযমানী, যমানী, ধুস্তুরবীজ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, তালিশপত্র, মুথা এবং বচ; প্রত্যেক ১ এক তোলা, ২২ বাইশ তোলা; বিজয়া চূর্ণ ১১ এগারো তোলা, চিনি ৬৪ তোলা। অগ্নিতে পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। কুলের আঁঠির সম বটিকা করিবে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বল এবং বয়স এবং দোষ বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। প্রাতে সেবন ব্যবস্থেয়। এই মোদক সেবন করিলে অত্যন্ত কষ্টপ্রদ অসাধ্য অতিসার, গ্রহণী, জ্বর, অরুচি, মন্দাগ্নি, দুর্ব্বল, গাত্রভার, শোথ, কামলা, পাণ্ডু অম্লপিত্তাদি রোগ উপশমিত হয়।

মদন মোদক।

বিজয়া অর্থাৎ সিদ্ধি ঘৃতে ভাজিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, সৈন্ধব, ধনে, শঠী, তালিশপত্র, কট্‌ফল, নাগেশ্বর, মেথী, জীরা, যষ্টিমধু, বনযমানি, যমানি; এই সকল দ্রব্য অল্পরূপে ভাজিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। এই সকল চূর্ণ সমভাগ। এই সমুদায় চূর্ণ একত্রিত যত পরিমাণ, তত্তুল্য বিজয়া চূর্ণের ভাগ জানিবে। এই সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। একত্রে পাক করতঃ মধু এবং ঘৃত প্রদান করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। তৎপর এলাইচ, তেজপত্র, গুড়ত্বক ও কর্পূর এই প্রত্যেকের ১ একতোলা চূর্ণ মোদকের সহিত মিলিত করিয়া মাটীর ভাঁড়ে রাখিবে। ১ এক তোলা প্রমাণে প্রাতে সেবন করিলে বাত-শ্লেষ্মা, বিকার, কাস, সর্ব্ব প্রকার শূল, আমবাত, সংগ্রহ গ্রহণী আদি আরোগ্য হয়।

শূরণ মোদক।

মরিচ ১ একভাগ, শুণ্ঠী ২ ভাগ, শূরণ অর্থাৎ বনওল ৪ ভাগ। এই সকল চূর্ণ করিয়া ভাগ জানিবে। উত্তম পুরাতন গুড় ৭ ভাগ। একত্রে পাক করিয়া মোদক করিবে। ইহা সেবনে, পেটজ্বালা, গুল্ম, শ্লীপদ ও অর্শ প্রভৃতি রোগ আশু উপশমিত হয়।

কল্যাণক গুড়।

আমলকী রস ।২ বার সের, শুদ্ধ পুরাতন গুড় ৪ তোলা, অভ্র, জীরা, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী, হবুসা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ত্রিফলা, যমানী, আকনাদি, চিতা এবং ধনে; প্রত্যেক ৮ আট পল; একত্রে পাক করিবে। মাত্রা ২ তোলা। এই গুড় সেবন করিলে স্ত্রীদিগের বল বৃদ্ধি ও রোগ নষ্ট হয়।

দশমূল গুড়।

দশমূল একত্রিত ।২৷৷০ সাড়ে বার সের, জল চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ সের; এই ক্বাথ সহিত উত্তম পুরাতন গুড় ।২৷৷০ সাড়ে বার সের এবং আদ্রক রস ৪ সের দিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। লেহ সম ঘন হইয়া আসিলে, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, হিং, ভেলারমূটী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, চই এবং পঞ্চ লবণ; প্রত্যেক ১ এক পল পরিমাণ দিয়া বিশেষরূপে ঘুঁটীবে; পাকান্তে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ এক তোলা। এই গুড় সেবনে অগ্নিমান্দ্য, আমজনিত গ্রহণী, প্লীহা, শোথ, শূল, উদরী, বিস্কন্ত এবং জ্বরাদি বিবিধ রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

বচাদ্য গুড়।

বচ, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, জীরা, শুণ্ঠী, মরিচ, পিপুল, কুড়, হরীতকী এবং বন-

যমানী; প্রত্যেক চূর্ণ প্রথম হইতে দ্বিগুণ ভাগ (অর্থাৎ) বচ ১ তোলা, হিঙ্গু ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা (এইরূপ) সকল চূর্ণের দ্বিগুণ খাঁড় গুড়। একত্রে পাক করিতে থাকিবে, লেহবৎ হইলে নামাইবে। মাত্রা ২ তোলা। এই গুড় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে সকল প্রকার অর্শরোগ আরোগ্য হয়।

বৎস্যকাদি চূর্ণ।

নিমছাল, চিরতা, ত্রিকটু, ভীমরাজ, ইন্দ্রযব, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইচ, প্রত্যেক সমভাগ। এই সমুদায়ের তুল্য কুরচিছাল চূর্ণ। সমুদয় চূর্ণ একত্রে চাউল ধোয়া জলে মর্দ্দন করতঃ মধুর সহিত অবলেহ করিলে অতিসার, পাচক এবং ধারক ঔষধির সম হয়। এই ঔষধে পিপাসা, অরুচি, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, কামলা, গুল্ম, প্লীহা, প্রমেহ, পাণ্ডু এবং শোথরোগও প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরিতক্যাদি চূর্ণ।

হরীতকী, আতইচ, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ এবং প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অনুপান উষ্ণজল। এই চূর্ণ সেবনে আমাতিসার উপশমিত হয়।

সিদ্ধ প্রাণেশ্বর চূর্ণ।

শোধিত গন্ধক ৪ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, শটি, সোহাগা, সোরা, বিট, সৈন্ধব, করকচ; সচল, সম্ভারলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতা, যমানী, হিঙ্গু, আলকুশি এবং শূলফ; প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ ১ তোলা। মাত্রা ১ একমাষা। অনুপান পানের রস। এই চূর্ণ সেবনে জ্বরাতিসার, জ্বরপ্রবল সান্নিপাত, গ্রহণী, মৃগী এবং বাতশূল রোগ উপশমিত হয়।

নাগরাদি চূর্ণ।

শুণ্ঠী ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ এবং ইন্দ্রযব ৪ ভাগ; পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিবে। বিবেচনা মত মাত্রা। এই চূর্ণ সেবনে গ্রহণী দোষ প্রশমিত হয়।

পাঠাদি চূর্ণ।

আকনাদিমূল, বেলশুঁঠা, চিতামূল, ত্রিকটু, জামছাল, দাড়িম্বছাল, ধাতকী, কটকী, আতইচ, মুথা, দারুহরিদ্রা, চিরতা এবং কুরচিছাল; প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অনুপান কুরচিছালের রস, তণ্ডুলোদক এবং মধু। এই চূর্ণ সেবন করিলে ছর্দ্দি সহিত জ্বরাতিসার, পিপাসা, দাহ, অরুচি, শূল, গ্রহণী দোষ এবং অগ্নির অবসাদাদি নষ্ট হয়।

বোষ্যাদি চূর্ণ।

ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, চিরতা, নিমছাল, ভীমরাজ, চিতামূল, মঞ্জিষ্ঠা, আকনাদি, দেবদারু এবং আতইচ, প্রত্যেকের সমভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ; সমুদায় চূর্ণের সমভাগ কুরচিছাল, চূর্ণ একত্র করিবে। অনুপান তণ্ডুলোদক সহ সেবন অথবা মধু সহ লেহ করিলে, গ্রহণী, তৃষ্ণা, অরুচি, জ্বরাতিসার, কামলা পাণ্ডু, শোথ এবং জ্বর উপশমিত হয়।

নাগরাজ চূর্ণ।

শুণ্ঠী, আতইচ, মুথা, ধাতকী, রসাঞ্জন, কুরচিছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠা, আকনাদি এবং কটকী; প্রত্যেকের সমভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ মিলিত। মাত্রা বিবেচনা মত। অনুপান তণ্ডুলোদক অথবা মধু। এই চূর্ণ সেবনে গ্রহণী, বেদনা, রক্তস্রাব, অতিসার এবং প্রবাহিকা রোগ উপশমিত হয়।

মহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ।

বেলশুঁঠা, মোচরস, আকনাদি, ধাতকী, বরাক্রান্তা, শুণ্ঠী, মুথা, আতইচ, দাড়িমছাল, লোধ্র, অহিফেণ (অর্থাৎ আফিং) অভ্র, রস এবং গন্ধক প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ। বিবেচনা মত মাত্রা। অনুপান তক্র। প্রাতে সেবন বিধেয়। এই চূর্ণ সেবন করিলে আট প্রকার জ্বররোগ, অতিসার, গ্রহণী ও কোষ্ঠব্যাধি উপশমিত হয়।

বৃহদঙ্গারক তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারি সের। কাথার্থ,—শুষ্কমূলা, পুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্না, শুণ্ঠী, মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসারমূল, বৃহতী, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতমূলী ;—মিলিত /১ এক সের। জল ১৬ ষোল সের। পাক সিদ্ধে ছাঁকিয়া তাহাতে কর্পূর, শিলারস ও নখী ; প্রত্যেক চূর্ণ ২ দুই তোলা মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়।

মহালাক্ষাদি তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারি সের। কাথার্থ,—লাক্ষা /৮ আট সের, জল চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। দধির মাত ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—শুলফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুক, কটকি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুথা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ দুই তোলা। পাকশেষে কর্পূর, শিলারস ও নখী প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিলিত করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বিষম জ্বরাদি নষ্ট হয়।

বৃহৎ কিরাতাদি তৈল।

মূর্চ্ছিত সর্ষপ তৈল /৮ আট সের। কাথার্থ,—চিরতা ১২॥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। মূর্ব্বামূলের কাথ /৮ আট সের, লাক্ষার কাথ /৮ সের কাঁজি /৮ আট সের। দধিরমাত /৮ আট সের। কল্কার্থ,—চিরতা, গজপিপ্পলী, রাস্না, কুড়, লাক্ষা, রাখালশসারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, যষ্টিমধু, মুথা, পুনর্ণবা, সৈন্ধব, জটামাংসী, বৃহতী, বিটলবণ, বালা, শতমূলী, রক্তচন্দন, কটকি, অশ্বগন্ধা, বচ, শুলফা, রেণুক, দেবদারু, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে, পিপ্পলী, শঠি, ত্রিফলা, যমানী, বনযমানী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শালপাণী, চাকুলে, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নিমছাল, হবুসা, যবক্ষার এবং শুঁঠ; চূর্ণ ৪ চারি তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বিষম এবং জীর্ণজ্বরাদি উপশমিত হয়।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারি সের। কাথার্থ,—কুড়চিছাল ১২॥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ষোল সের। ধনে ১২॥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। তক্র ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পাণীফল, মোচরস, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকেশর, রসাঞ্জন, বেলশুঁঠো, শুঁদিপুষ্প, তেজপত্র, শ্যামালতা, কট্‌ফল, তগরপাদুকা, বেণামূল, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরিয়া, পুনর্ণবা, আমছাল, জামছাল, কুরচিছাল, যমানী ও জীরা; প্রত্যেক ২ দুই তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পুনর্ণবা তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারি সের। কাথার্থ,—পুনর্ণবা ১২॥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—ত্রিকটু ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্‌ফল, শঠি, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্ণবামূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র এবং নাগেশ্বর; প্রত্যেক চূর্ণ ২ দুই তোলা। এই তৈলে পাণ্ডু, কামলা এবং হলিমক ও জীর্ণজ্বরাদি রোগ শান্তি হয়।

মহাচন্দনাদি তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারি সের। কাথার্থ,—রক্তচন্দন, শালপাণী, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুরী, মুগানি, মাষানি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, আমলা, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, সরলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাদুলিয়া, মূর্ব্বামূল, প্রিয়ঙ্গু, শুঁদিপুষ্প, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, পদ্মমূল, পদ্মনাল ও শালুক; মিলিত /১॥/০ এক সের নয় ছটাক। শ্বেত বেড়েলা /১॥/০ এক সের নয় ছটাক, জল ১৬ ষোল সের, শেষ /৪ চারি সের। ছাগদুগ্ধ, শতমূলীর রস, লাক্ষারস, কাঁজি ও দধির মাত, প্রত্যেক /৪ চারি সের। হরিণ, ছাগ ও শশক

প্রত্যেকের মাংস /২ দুই সের, জল ১৬ ষোল সের, শেষ /৪ চারি সের। পৃথক কাথ। কল্কার্থ,—শ্বেতচন্দন, অগুরু, কাঁকলা, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক, মৃণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, ত্রিফলা, পরুষফল, মুর্ব্বামূল, গেঁটেলা, নালুকা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, বেণামূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠো, রসাঞ্জন, মুথা, শিলারস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মৌরী, জীবন্তী, প্রিয়ঙ্গু, শঠি, এলাইচ, কুঙ্কুম, খাটাশী, পদ্মকেশর, রাস্না, জয়ত্রী, শুক্তি এবং ধনে; প্রত্যেক চূর্ণ ৵ এক তোলা। এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতিপুষ্প, খাটাশী, কাঁকলা, অগুরু, লতাকস্তুরী ও কুঙ্কুম; প্রত্যেক ৪ চারি তোলা। পাকান্তে তৈল নামাইয়া কিঞ্চিৎ মৃগনাভী ও কর্পূর মিলিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি নিবারিত হয়।

বৃহৎ বিষ্ণুতৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ১৬ ষোল সের। শতমূলীর রস ১৬ ষোল সের। দুগ্ধ ১৬ ষোল সের। জল ৩২ বত্রিশ সের। কল্কার্থ,—মুথা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শঠি, কাঁকলী, ক্ষীরকাঁকলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরী, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, গুড়ত্বক, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুক, শালপাণী, চাকুলে, মুগানী, মাষানী, কুন্দরখটি, গেঁটেলা এবং নখী; প্রত্যেক চূর্ণ ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া। এই তৈল মর্দ্দনে, উর্দ্ধগবায়ু, অঙ্গুলীগ্রহ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, সন্ধিগতবায়ু প্রভৃতি উপশমিত হয়।

মধ্যমনারায়ণ তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৩২ বত্রিশ সের। কাথার্থ,—বেলছাল, অশ্বগন্ধা, গোক্ষুর, সোণাছাল, বেড়েলা, পালিদাছাল, কণ্টকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষ চাকুলে, গণিয়ারি, গন্ধভাদুলিয়া; ইহাদিগের মূল চূর্ণ প্রত্যেক /২।৹ নয় পোয়া, জল ৫১২ সের, শেষ ১২৮ সের। গব্য কিম্বা ছাগদুগ্ধ ৩২ সের, শতমূলীর রস ৩২ সের। কল্কার্থ,—রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী, দেবদারু, কুড়, শালপাণী, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুথা, তেজপত্র, জীবক, ঋষভক, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁটেলা, শ্বেতপুনর্নবা ও চোরকাঁচকী; প্রত্যেক চূর্ণ /৹৹ এক পোয়া; গন্ধার্থ,—কর্পূর, মৃগনাভি মিলিত।৵৹ দেড় পোয়া। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ নিবারিত হয়।

মহানারায়ণ তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—শতমূলী, শালপাণী, চাকুলে, শঠি, বচ, এরণ্ডমূল, কণ্টকারীমূল, ঝাঁটিমূল, নাটাকরঞ্জমূল ও গোরক্ষচাকুলেমূল; প্রত্যেক /১।৹ পাঁচ

পোয়া। পাকার্থ,—জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। গব্যদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক /৮ আট সের, শতমূলীর রস /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—পুনর্ণবা বচ দেবদারু শুলফা রক্তচন্দন অগুরু শৈলজ তগরপাদুকা কুড় এলাইচ জটামাংসী শালপাণী বেড়েলা অশ্বগন্ধা সৈন্ধব ও রাস্না; প্রত্যেক ৪ চারি তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ উপশমিত হয়।

মহাবলা তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারি সের, বেড়েলামূলের কাথ ৩২ বত্রিশ সের, মিলিত দশমূলের কাথ ৩২ বত্রিশ সের, যব, কুলশুঁঠ এবং কুলথ কলাইয়ের কাথ, মিলিত ৩২ বত্রিশ সের, দুগ্ধ ৩২ বত্রিশ সের। কল্কার্থ,—জীবক ঋষভক মেদ মহামেদ কাঁকলা ক্ষীরকাঁকলা মুগানী মাষাণী জীবন্তী যষ্টিমধু সৈন্ধব অগুরু শ্বেতধুনা সরলকাষ্ঠ দেবদারু মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দন কুড় এলাইচ পীতচন্দন জটামাংসী শৈলজ তেজপত্র তগরপাদুকা অনন্তমূল বচ শতমূলী অশ্বগন্ধা ও পুনর্ণবা মিলিত /১ এক সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি রোগ উপশমিত হয়।

পুষ্পরাজ প্রসারিণী তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারি সের। কাথার্থ,—গন্ধভাদুলিয়া ১২॥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের। অশ্বগন্ধা /৬ সওয়া ছয় সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের; গব্য বা মহিষদুগ্ধ ১৬ সের। পদ্ম ও শতমূলী প্রত্যেকের রস /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—শুলফা পিপুল এলাইচ কুড় কণ্টকারী শুঁঠ যষ্টিমধু দেবদারু শালপাণী পুনর্ণবা মঞ্জিষ্ঠা তেজপত্র রাস্না বচ কুড় যমানী গন্ধতৃণ জটামাংসী নিসিন্দা বেড়েলা চিতামূল গোক্ষুর মৃণাল এবং শতমূলী; প্রত্যেক ২ দুই তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার বাতরোগ নিবারিত হয়।

মহামাষ তৈল।

ছত তিলতৈল /৪ চারি সের। কাথার্থ,—শ্লথপুটলীবদ্ধ মাষকলাই /৪ চারি সের, দশমূল /৬।০ সওয়া ছয় সের, শ্লথপুটলীবদ্ধ ছাগমাংস /৩৮০ তিন সের তিন পোয়া; এই সমুদয় একত্রে ৬৪ চৌষট্টি সের জলে পাক করিয়া শেষ ১৬ ষোল সের থাকিতে নামাইবে। কল্কার্থ,—আলকুশীমূল এরণ্ডমূল শুলফা সৈন্ধব বিট সন্তার লবণ, জীবনীয়বর্গ মঞ্জিষ্ঠা চই চিতামূল কটফল ত্রিকটু পিপুলমূল রাস্না যষ্টিমধু সৈন্ধব দেবদারু গুলঞ্চ কুড় অশ্বগন্ধা বচ এবং শঠি প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুই তোলা। এই তৈল ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত অর্দ্দিত বধিরতা হনুগ্রহ এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার বাতজ রোগ নিবারিত হয়।

কুব্জ-প্রসরিণী তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ১৬ ষোল সের। ক্বাথার্থ,—গন্ধভাদুলিয়া ১২॥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। দধির মাত ১৬ ষোল সের, কাঁজি ষোল সের, দুগ্ধ ৩২ বত্রিশ সের। কল্কার্থ,—চিতামূল পিপুলমূল যষ্টিমধু সৈন্ধব বেড়েলা শুল্‌ফা দেবদারু রাস্না গজপিপ্পলী গন্ধভাদুলের মূল জটামাংসী এবং ভেলারমুটী। প্রত্যেক।০ এক পোয়া। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কুব্জতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী, হনুমস্ত এবং অপর অপর বিবিধ প্রকার বাতরোগ উপশমিত হয়।

অষ্টাদশশতিকা প্রসারিণী তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৬৪ চৌষট্টি সের। ক্বাথার্থ,—মূল, পত্র এবং শাখা রহিত গন্ধভাদুলিয়া ৩৭॥০ সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, শতমূলী ১২॥০ সাড়ে বার সের, অশ্বগন্ধা ১২॥০ সাড়ে বার সের, কেয়ার মূল ১২॥০ সাড়ে বার সের, দশমূল প্রত্যেক ১২॥০ সাড়ে বার সের, বেড়েলা ১২॥০ সাড়ে বার সের। পাকার্থ,—জল ৬৪০০ ছয় হাজার চারিশত সের, শেষ ৬৪ চৌষট্টি সের। কাঁজি ১২৮ একশত আটাইশ সের, দধির মাত ১৬ ষোল সের, দুগ্ধ ১৬ ষোল সের, শুক্ত ১৬ ষোল সের, ইক্ষুরস ১৬ ষোল সের, ছাগমাংসের কাথ ১৬ ষোল সের (অর্থাৎ ছাগমাংস ৮ আট সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের) কল্কার্থ,—ভেলারমুটী তগর-পাদুকা শুঁঠ পিপুল চিতামূল শুণ্ঠি বচ পিড়িংশাক গন্ধভাদুলিয়া পিপুলমূল দেবদারু শুল্‌ফা ছোট এলাইচ গুড়ত্বক বালা কুঙ্কুম কস্তরী মঞ্জিষ্ঠা শিলারস নখী অগুরু কর্পূর কুন্দরখোটী হরিদ্রা লবঙ্গ গন্ধতৃণ রক্তচন্দন কাঁকলা নালুকা মুথা কৃষ্ণাগুরু শুঁদী তেজপত্র শঠি রেণুক শৈলজ সরলকাষ্ঠ কেতকী ত্রিফলা আলকুশীরমূল শতমূলী সরলকাষ্ঠ পদ্ম নাগেশ্বর প্রিয়ঙ্গু বেণামূল জটামাংসী জীবনীয়গণ পুনর্নবা দশমূল অশ্বগন্ধা নাগেশ্বর রসাঞ্জন লতাকস্তুরীফল জায়ফল সুপারি ত্রিফলা এবং গন্ধরস ; প্রত্যেক।৴০ দেড় পোয়া। এই তৈল মর্দ্দনে ত্বক্‌গত, পানে কোষ্ঠগত, ভোজনে (অর্থাৎ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া) সূক্ষ্মনাড়ীস্থ, নস্যে উর্দ্ধগত, বস্তিক্রিয়ার পকাশয়স্থ এবং নিরুহ ক্রিয়ায় সর্ব্বদেহস্থ বাতজরোগ নিবারিত হয়। এই তৈল হস্তী, ঘোটক এবং মনুষ্য সকলের পক্ষেই উপযোগী। শুষ্ক বৃক্ষে এই তৈল সেবন করিলে জীবিত হয়। বৃদ্ধব্যক্তি এই তৈল ব্যবহার করিলে যুবার সম বলবীর্য্যশালী হইয়া উঠে এবং নিরপত্য নরনারী সন্তানলাভ করে। ইহার দ্বারা বিবিধ প্রকার বাতজ ব্যাধি, পৈত্তিকরোগ, শ্লৈষ্মিকরোগ উপশমিত হয়।

বৃহদ্গাড়ুচী তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৴৪ চারি সের। ক্বাথার্থ,—গুলঞ্চ ১২॥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। দুগ্ধ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—অশ্বগন্ধা ভূমিকুষ্মাণ্ড কাঁকলী ক্ষীরকাঁকলী হরিচন্দন শতমূলী বেড়েলা গোক্ষুর কণ্টকারী বিড়ঙ্গ ত্রিফলা রাস্না

যজ্ঞডুম্বুর অনন্তমূল জীবন্তী গেঁঠেলা ত্রিকটু হাকুচবীজ থুলকুড়ি রাখালশশার মূল গেঁটেলা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দন হরিদ্রা শুলফা ও ছাতিমছাল; প্রত্যেক ২ দুই তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, হস্তপদাদির দাহ এবং নানাপ্রকার বাতপৈত্তিক রোগ উপশমিত হয়।

মহারুদ্র তৈল।

কটু সর্ষপ তৈল /৪ চারি সের, বাসকপত্র রস /৪ চারি সের। কাথার্থ,—শুলফা ৮ আট সের, জল চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—পুনর্ণবা হরিদ্রা নিমছাল বেগুণ দাড়িম্বফলের ছাল বৃহতী কণ্টকারী নাটামূল বাসকছাল নিসিন্দা পটোলপত্র ধুতুরা আপাঙ্গমূল জয়ন্তী দন্তী এবং ত্রিফলা; প্রত্যেক চূর্ণ ৪ চারি তোলা, মিঠা ১৬ ষোল তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ।৶০ দেড় পোয়া। জল ৪ চারি সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ, কণ্ডু এবং দাহ নিবারিত হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল।

মূর্চ্ছিত এরণ্ডতৈল ৪ চারি সের। কাথার্থ,—শুলফার কাথ ৪ চারি সের, কাঁজি ৮ আট সের। কল্কার্থ,—সৈন্ধব গজপিপ্পলী রাস্না শুলফা যমানী শ্বেতপুনা মরিচ কুড় শুঁঠ বিটলবণ সচললবণ বচ বনযমানী যষ্টিমধু জীরা কুড় ও পিপুল ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে ও পানে আমবাত প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়।

বিজয় ভৈরব তৈল।

শোধিত পারা গন্ধক মনছাল এবং হরিতাল প্রত্যেক দুই তোলা কাঁজিতে পেষণ করতঃ একখণ্ড সূক্ষ্ম বস্ত্রে লিপ্ত করিবে, তৎপর উহা শুষ্ক করিয়া বাতির সম পাকাইবে। এই বাতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে অল্প অল্প সর্ষপ তৈল ঢালিয়া দিবে। এই তৈল প্রজ্জ্বলিত হইয়া নীচের স্থাপিত পাত্রে বিন্দু বিন্দু পতিত হইবে; উল্লিখিত বর্ত্তিতে ১৬ ষোল তোলা মাত্র তৈল প্রস্তুত করিবে। এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে প্রবল বেদনা একাঙ্গ বাত এবং বাহুকম্প আদি নানারূপ বাতরোগ নিবারিত হয়।

শূলগজেন্দ্র তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৮ আট সের। কাথার্থ,—এরণ্ডমূল এবং দশমূলের প্রত্যেক ॥৶০ আড়াই পোয়া, জল ৫৫ পঞ্চান্ন সের, শেষ ১৩৸০ তের সের তিন পোয়া। যব /৮ আট সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—শুঠ, জীরা,

যমানী ধনে পিপুল বচ সৈন্ধব এবং কুলপত্র প্রত্যেক /৶ এক পোয়া। এই তৈল মর্দনে শূল ও শূলজন্য বমি প্রভৃতি উপদ্রব ও শ্বাসাদি নানাপ্রকার রোগ উপশমিত হয়।

প্রমেহ মিহির তৈল।

মূর্চ্ছিত তৈল /৪ চারি সের। ক্বাথার্থ,—দ্রাক্ষা /৮ আট সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের। শতমূলীর রস /৪ চারি সের, দুগ্ধ /৪ চারি সের, দধির মাত ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—শুলফা দেবদারু মুথা হরিদ্রা মূর্ব্বামূল কুড় অশ্বগন্ধা শ্বেতচন্দন রেণুক কটকী যষ্টিমধু রাস্না গুড়ত্বক এলাইচ বামনহাটী চই ধনে ইন্দ্রযব করঞ্জবীজ অগুরু তেজপত্র ত্রিফলা নালুকা বালা কেঁড়েলা গোরক্ষচাকুলে মঞ্জিষ্ঠা সরলকাষ্ঠ বচ জীরা বেণারমূল জায়ফল বাসকছাল ও তগরপাদুকা; প্রত্যেক ২ দুই তোলা। এই তৈল মর্দন করিলে দাহ, পিপাসা এবং মুখশোষাদি উপদ্রব সহিত সর্ব্বপ্রকার মেহ এবং অপর অপর নানা রোগ উপশমিত হয়।

ত্রিফলাদ্য তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারি সের। তুলসী এবং কৃষ্ণ তুলসীর রস ১৬ ষোল সের, কল্কার্থ,—ত্রিফলা আতইচ মুরগামূল তেউড়ী চিতামূল বাসকছাল নিমছাল সোঁদাল-মর্জ্জা বচ ছাতিমছাল হরিদ্রা দারুহরিদ্রা গুলঞ্চ নিসিন্দা পিপুল কুড় সর্ষপ ও শুঁঠ; মিলিত /১ এক সের। এই তৈলে দেহের স্থূলতা ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল।

মূর্চ্ছিত এরণ্ড কিম্বা তিলতৈল /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—সৈন্ধব মদনফল কুড় শুলফা হিঙ্গিল বচ বালা যষ্টিমধু বামনহাটী দেবদারু শুঁঠ কট্‌ফল পুষ্করমূল মেদ চই চিতামূল শঠি বিড়ঙ্গ আতইচ শ্যামালতা রেণুক নীলবৃক্ষ শালপাণী বেলশুঁঠ বনযমানী পিপুল দন্তীমূল এবং রাস্না; মিলিত /১ এক সের। জল ১৬ ষোল সের। এই তৈল মর্দ্দনে ব্রধ্ন, উদাবর্ত্ত এবং বাতরক্ত আদি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

হংসপাদী তৈল।

তৈল /৪ চারি সের। গোয়ালিয়া লতা, নিম এবং জাতী; ইহাদের প্রত্যেকের পত্ররস ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—উহাদের পত্র মিলিত /১ এক সের। যথামত পাক করিবে। এই তৈলে নাড়ীব্রণ শুষ্ক হয়।

করবীরাদ্য তৈল।

তৈল /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—করবীরমূল হরিদ্রা দন্তী ঈশলাঙ্গলী সৈন্ধবলবণ

চিতামূল টাবালেবুর মূল আকন্দের আঠা ও কুরচিছাল মিলিত /১ এক সের। জল ১৬ ষোল সের। এই তৈল দ্বারা ভগন্দর রোগ আরোগ্য হয়।

নিশাদ্য তৈল।

তিলতৈল /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—হরিদ্রা আকন্দের আঠা সৈন্ধব চিতামূল গুগ্‌গুল করবীমূল ও কুড়চিছাল; মিলিত /১ এক সের। জল ১৬ ষোল সের। এই তৈল দ্বারা ভগন্দর রোগ আরোগ্য হয়।

সৈন্ধবাদি তৈল।

কটুতৈল /২ দুই সের। কল্কার্থ,—সৈন্ধব চিতামূল পলাশফল ও রাখালশসার মূল; মিলিত /৮ আট সের। পাকার্থ,—গোমূত্র ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ /৮ আট সের। কল্ক—জারিত পুটিত লৌহভস্ম /৷৷০ অর্দ্ধ সের, তৈল কাথ ও লৌহ একত্রে পাক করিবে। তৈল-বিশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে। কল্ক ছাঁকিয়া ফেলিবে না। এই তৈলে শিমুল তুলা ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে বসাইবে। ইহাতে ক্রিমিব্যাপ্ত ভগন্দরও শুষ্ক হইয়া আরোগ্য হয়।

দার্ব্বী তৈল।

তিলতৈল /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—দারুহরিদ্রা তুলসী যষ্টিমধু গৃহের ঝুল হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মিলিত /১ এক সের। পাকের জল ১৬ ষোল সের। এই তৈলে শুক দোষ নষ্ট হয়।

সোমরাজী তৈল।

কটুতৈল /৪ চারি সের। জল ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—সোমরাজ বীজ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা শ্বেতসর্ষপ কুড় ডহরকরঞ্জমূলের ছাল কিম্বা বীজ; চাকুন্দেবীজ ও সোঁদালপত্র; মিলিত /১ এক সের। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ ও বাতরক্ত আদি আরোগ্য হয়।

বৃহম্মরিচাদ্য তৈল।

কটুতৈল ১৬ ষোল সের। গোমূত্র ৬৪ সের। কল্কার্থ,—মরিচ, তেউড়ীমূল, আকন্দের আঠা, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, রক্তচন্দন, রাখাল-শসারমূল, করবীমূল, হরিতাল, মনছাল, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলীমূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, শিরিষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ছাতিমছাল, সিজের আঠা, গুলঞ্চ, সোদালপত্র, ডহরকুরঞ্জ বীজ, মুথা, খদিরসার, পিপুল, বচ ও লতাকটকী; প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, মিঠা /৷০ এক পোয়া। মাটির পাত্রে কিম্বা লোহার পাত্রে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। এই তৈল দ্বারা গো অশ্বাদিরও বাতরোগ উপশমিত হয়।

প্রথম যৌবনে যে স্ত্রীলোককে পূর্ব্বোক্ত তৈলের নস্য প্রদান করা যায়, বৃদ্ধাবস্থাতেও তাহার স্তনদ্বয় নম্র হয় না ॥ (১) ॥

কন্দর্পসার তৈল।

কটুতৈল /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—ছাতিমছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরিষছাল, তিতপলতা বা (ঘাড়ানিম), জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, গোরক্ষচাকুলে এবং হরিদ্রা; প্রত্যেক /১।• পাঁচ পোয়া। পাকের জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। গোমূত্র ১৬ ষোল সের, সোদালপত্র রস, ভৃঙ্গরাজ রস, জয়ন্তীপত্র রস, ধুতুরাপত্র রস, হরিদ্রারস, সিদ্ধিপত্র রস, চিতারস, খেজুরপত্রের রস, গোময়রস, আকন্দপত্র রস এবং সিজপত্ররস; প্রত্যেক /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—মাকাল, বচ, ব্রহ্মী, তিতলাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী, কুঁচিলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মুথা, পিপুলমূল, সোদালফলের মজ্জা, আকন্দের আঠা, কালকাসন্দামূল, ঈশুমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা, তিতপলতা বা (ঘোড়ানিম), রাখালশশার মূল, বিচাটিপত্র, করঞ্জমূল, হাফরমালী, মুগরামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমের ছাল, গুলঞ্চ, হাকুচবীজ, সোমরাজবীজ (সোমরাজবীজ দুই ভাগ), চাকুন্দবীজ, ধনিয়া, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বনওল, কটুকী, শঠি, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গাঁঠিয়ালা (অভাবে পিপুল), অগুরু, কুড়, কর্পূর, কটফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বাসকছাল ও বেণামূল; প্রত্যেক ২ দুই তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

গুঞ্জা তৈল।

তিলতৈল /১ এক সের। কাঁজি /১ এক সের। ভীমরাজ /১ এক সের। কল্ক, গুঞ্জা (কুঁচফল) /।• এক পোয়া। এই তৈল দ্বারা শিরোরোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

বৃহদ্দশমূল তৈল।

কটুতৈল ১৬ ষোল সের। কাথার্থ,—দশমূল ১২॥• সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের। ধুতুরাপত্র ১২॥• সাড়ে বার সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের। পুনর্নবা ১২॥• সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ,—বাসকমূলের ছাল, বচ, দেবদারু, শঠি, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, কটফল, করঞ্জবীজ, কুড়, তেঁতুলছাল, বনসিম এবং চিতামূল; ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা। এই তৈল ব্যবহার করিলে কর্ণশূল, শিরঃশূল এবং নেত্রশূল আরোগ্য হয়।

---

(১) প্রথমে বয়সি স্ত্রীনাং যাসাং নস্যন্তু দীয়তে।
পায়া মপি জরাং প্রাপ্য ন স্তনা যান্তি নম্রতাং ॥

অপামার্গক্ষার তৈল।

তিলতৈল /৪ চারি সের, অপাঙ্গ ক্ষার /২ দুই সের, জল ১৬ সের, ২১ বার ছাঁকিয়া ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে। কল্ক,—আপাঙ্গক্ষার /১ সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ এবং বধিরতা আরোগ্য হয়।

দশমূল তৈল।

তিলতৈল /৪ চারি সের। কাথার্থ,—মিলিত দশমূল ১২৷৷০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক,—মিলিত দশমূল /১ এক সের। এই তৈল ব্যবহার করিলে বধিরতা উপশমিত হয়।

বিল্ব তৈল।

তিলতৈল /১ এক সের। ছাগদুগ্ধ /৪ চারি সের। গোমূত্র /৪ চারি সের। কল্ক,—বেলশুঁঠ /।০ পোয়া। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক বধিরতা উপশমিত হয়।

ভৃঙ্গরাজ তৈল।

তিলতৈল /৷৷০ অর্দ্ধ সের। ভৃঙ্গরাজরস /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—যষ্টিমধু ৵০ অর্দ্ধ-পোয়া। এই তৈলের নস্যে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়।

গোময় তৈল।

গোময়ের ক্বাথে তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে তিমির রোগ আরোগ্য হয়।

নৃপবল্লভ তৈল।

তিলতৈল /৷৷০ অর্দ্ধ সের। দুগ্ধ /২ দুই সের। কল্কার্থ,—জীবক, ঋষভক, মেদ, দ্রাক্ষা, শালপাণী, কণ্টকারী, বৃহতী, মধু, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চিনি, রাস্না, নীলোৎপল, গোক্ষুর, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, পুনর্ণবা, সৈন্ধব এবং পিপুল; প্রত্যেক ২৷৷০ আড়াই তোলা। এই তৈলের নস্যে তিমির পটল এবং রাতকাণা প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

নৃপবল্লভ পাক করিতে হইলে তিলতৈলের স্থলে গব্য ঘৃত /৷৷০ অর্দ্ধ সের এবং কল্কার্থ প্রত্যেক ২ তোলা দেওয়া বিধি।

অজিত তৈল।

তিলতৈল ৷৷/০ অর্দ্ধ সের। আমলকী রস /৪ চারি সের। দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ,—যষ্টিমধু ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। এই তৈলে তিমিরাদি রোগ নিবারিত হইয়া দৃষ্টি পরিষ্কৃত হয়।

ষড়বিন্দু তৈল।

তিল তৈল /৪ চারি সের। ছাগদুগ্ধ /৪ চারি সের। ভীমরাজ ১৬ যোল সের, কল্কার্থ,—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুলফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, গুড়ত্বক, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু এবং শুঠ; প্রত্যেক ছয় তোলা ৩ তিন মাষা এবং ২ দুই রতি। ইহার নস্যে শিরোরোগ আরোগ্য শিথিল কেশ এবং দন্তাদি দৃঢ় হইয়া দৃষ্টিশক্তি ও বাহুবল বৃদ্ধি হয়।

অশোক ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ চারি সের। ক্বাথার্থ—অশোকমূলের ছাল /২ দুই সের। জল।৬ যোল সের, শেষ /৪ চারি সের। জীরা /২ দুই সের, জল।৬ যোল সের। শেষ /৪ চারি সের। তণ্ডুলোদক /৪ চারি সের। ছাগদুগ্ধ /৪ চারি সের। কেশুরিয়ার রস /৪ চারি সের। কল্কার্থ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, মুগানি, মাষাণী, জীবন্তী যষ্টিমধু, পিয়ালসার, কিম্বা পিয়াল বীজ, পরুষ ফল, রসাঞ্জন, অশোকমূল, দ্রাক্ষা, শতমূলী, এবং থুটেনটের মূল; প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি /১ এক সের মিলিত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার প্রদর এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব আরোগ্য হয়।

ন্যগ্রোধাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ চারি সের। ক্বাথার্থ,—বট, অশ্বত্থ, অর্জ্জুন, গুলঞ্চ বাসক, কটকী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, সোঁদাল, যজ্ঞডম্বুর, মউল, বেড়েলা, বেত, গাব, কদম, রক্তবোড়া এবং শাল; ইহাদের প্রত্যেক ছাল /।০ এক পোয়া। জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ যোল সের। শালিধান্য /২ দুই সের, জল।৬ যোল সের, শেষ /৪ সের। আমলকীর রস /৪ চারি সের। কল্কার্থ,—যষ্টিমধু মউলপুষ্প পিণ্ডখর্জ্জুর দারুহরিদ্রা জীবন্তীফল গাম্ভারী ফল কাকোলী ক্ষীরকাকলী রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন রসাঞ্জন এবং অনন্তমূল; প্রত্যেকে ৬ ছয় তোলা। এই ঘৃত পান করিলে নানা প্রকার প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, গাত্র দাহ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ধাত্রী ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ চারি সের। আমলকী ভূমিকুষ্মাণ্ড কুশাদি পঞ্চতৃণ ও শতমূলী; এই সকলের প্রত্যেকের রস /৪ চারি সের দুগ্ধ /৪ চারি সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, শীতল হইলে যষ্টিমধু তেউড়ী যবক্ষার এবং বিদ্ধড়কবীজ প্রত্যেক ৵০ অর্দ্ধ পোয়া, চিনি /১ এক সের এবং মধু /১ এক সের মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সোম রোগ এবং বহুমূত্র আদি পীড়া আরোগ্য হয়।

অশ্বগন্ধা ঘৃত।

ঘৃত /৪ চারি সের দুগ্ধ ৪০ চল্লিশ সের। কল্ক,—অশ্বগন্ধা /১ এক সের। এই ঘৃত বালককে পান করাইলে দেহ পুষ্টি এবং বল বৃদ্ধি হয়।

ঘৃত /৪ চারি সের আমরুলের রস /৪ চারি সের ছাগদুগ্ধ /৪ চারি সের। কল্কার্থ—কয়েতবেল ত্রিকটু সৈন্ধব বরাক্রান্তা উৎপল বালা বেলশুঁঠা ধাইফুল এবং মোচরস; মিলিত /১ এক সের। এই ঘৃত বালককে পান করালে অতিসার এবং গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়।

কুমার কল্যাণ।

ঘৃত /৪ চারি সের। কাথার্থ—কণ্টকারী /৮ আট সের। জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের, দুগ্ধ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ—দ্রাক্ষা চিনি শুঁঠ জীবন্তী জীবক বেড়েলা শঠি দুরালভা বেলশুঁঠ দাড়িম ফলের ছাল তুলসী শালপাণী মুথা কুড় ছোট এলাইচ এবং গজপিপ্পলী; প্রত্যেক ২ দুই তোলা। ইহা পান করাইলে দেহ পুষ্টি অগ্নির দীপ্তি এবং বল বৃদ্ধি হয়, ইহার দ্বারা দন্তোদ্ভেদ জনিত পীড়ার ও অপর রোগ আরোগ্য হয়।

এই পুস্তক মধ্যে চিকিৎসাস্থলে অন্য অন্য তৈল এবং ঘৃতের প্রকরণ লিখিত হইয়াছে

স্নেহপাক প্রকরণ সমাপ্ত।

ঘৃত ও পাকতৈলের বীর্য্যাধান কথন।

ঘৃতাদি চারিমাস কাল পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য জানিবে, তৎপর বৎসরাবধি মধ্যম বীর্য্য হয় এবং একবৎসর অতীত হইলে গুণ রহিত হইয়া থাকে।

তৈল এক বৎসর পর্য্যন্ত হীনবীর্য্য থাকে, তৎপর পূর্ণ বীর্য্য হয়, তৎপর যত পুরাতন হয় তত বীর্য্যাধিক্য হয়। যথা:--

স্নেহাস্ত পূর্ণবীর্য্যেষু চতুর্মাস ততঃ পরং।
অব্দোর্দ্ধঞ্চ ঘৃতং সিদ্ধ হীনবীর্য্যন্তু কেবলং॥
তৈল বিপর্য্যয় বিদ্যাৎ পক্কাপক্কে বিশেষতঃ।

ঔষধির বীর্য্যাধান কথন।

বটিকা ও লেহ ঔষধি এক বৎসরান্তে হীনবীর্য্য হয়। চূর্ণ ঔষধি তিন মাস অতীত হইলে গুণ রহিত হয়। যথা।

হীনত্বং গুটিকা লেহ লভতে বৎসরাৎ পরং।
ঊর্দ্ধমাসত্রয়ং চূর্ণ হীনবীর্য্যন্তু কেবলং॥

দ্রব্যের গণ কথন।

বিদারীগন্ধাদি গণ। ১।

শালপাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, গোক্ষুরী, চাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা জীবন্তী, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী বৃহতী কণ্টকারী, পুনর্ণবা এরণ্ড গোয়ালিয়া লতা বিছাতি এবং আলকুশী; ইহারা বায়ু পিত্তনাশক শোষ গুল্ম অঙ্গমর্দ্দ উর্দ্ধশ্বাস ও কাস-নিবারক।

আরগ্বধাদি গণ।২।

সোঁদালি ময়নাফল সেয়াকুল কুড়চি আকনাদি কণ্টকারী গোক্ষুরা পারুল মূর্ব্বালতা ইন্দ্রযব ছাতিম নিম্ব পীতঝাঁটী নীলঝাঁটী গুলঞ্চ চিতা মহাকরঞ্জ ডহরকরঞ্জ পলতা চিরতা এবং কৃষ্ণজীরা। ইহারা শ্লেষ্মা ও বিষের শান্তিকর। মেহ কুষ্ঠ জ্বর বমি ও কণ্ডুনাশক এবং ব্রণের শোধনকর।

বরুণাদি গণ। ৩।

বরুণবৃক্ষ নীলঝাঁটী সজিনা রক্তসজিনা জয়ন্তী মেষশৃঙ্গী করঞ্জ নাটাকরঞ্জ মূর্ব্বালতা অগ্নিমন্থ (গণার) ঝাটী বক্রঝাটী আকন্দ গজপিপ্পলী চিতা শতমূলী বিল্ব অজশৃঙ্গী বৃহতী এবং কণ্টকারী। ইহাদিগের দ্বারা কফ ও মেদ শিরঃশূল গুল্ম ও অন্তর্বিদ্রধি (রাজগাঁড়) আরোগ্য হয়।

বীরতর্ব্বাদি গণ। ৪।

অর্জ্জুনবৃক্ষ নীলঝাটী রক্তঝাটী কুশ বৃক্ষের উপরি জাত মাদা নাগরমুথা নল কেশে পাথরকোড় গণিকার মূর্ব্বালতা আকন্দ গজপিপ্পলী সোণা পীতঝাটী স্থলপদ্ম, ব্রাহ্মী এবং গোক্ষুরী। ইহাদের দ্বারা বাতজবিকার অশ্মরী শর্করাশ্মরী মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের উপশম হয়।

সালসারাদি গণ। ৫।

ধূনা অজকর্ণ খদির শ্বেতখদির গাব রক্তলোধ ভূর্জ মেষশৃঙ্গী তিনিশবৃক্ষ চন্দন, রক্তচন্দন শিংশপা (শিমুল শিরীষ আসন ধব অর্জ্জুন তালমূলী করঞ্জ নাটাকরঞ্জ শাল অগুরু এবং পীতকাষ্ঠ। ইহাদের দ্বারা কুষ্ঠ মেহ পাণ্ডুরোগের শান্তি হয় এবং কফ ও মেদ শুষ্ক হয়।

লোধ্রাদি গণ। ৬।

লোধ সাবরলোধ পলাশ সোণা অশোক বামনহাটী কটফল এলবালুক, সল্লকী মঞ্জিষ্ঠা কদম্ব সাল কদলী। ইহাদের দ্বারা মেদঃ ও কফ শুষ্ক হয় ও যোনিদোষের শান্তি হয়, ইহা স্তম্ভকর, ব্রণের হিতকর এবং বিষনাশক।

অর্কাদি গণ। ৭।

আকন্দ, শ্বেত-আকন্দ, নাটাকরঞ্জ ডহরকরঞ্জ, হাতীশুঁড়া, আপাং, বামনহাটী, রাস্না, বিষলাঙ্গুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শ্বেতভূমিকুষ্মাণ্ড, অলবণা ও ইঙ্গুদী। ইহাদিগের দ্বারা কফ ও মেদের শোধন হয়, কৃমি ও কুষ্ঠের শান্তিকর ও ব্রণ শোধনকর।

সুরসাদি গণ। ৮।

রাস্না, শুক্লসেফালিকা, শ্বেততুলসী, গন্ধতুলসী, গন্ধমাত্রা, সুমুখ, রাস্না, কৃষ্ণতুলসী, কালকাসেন্দা, আপাং, কুলেখাড়া, বিড়ঙ্গ, কটফল, সুরসী, নীলসেফালিকা, কুকুসিমা, ইঁদুরকানী, বামনহাটী, প্রাচীবল, গুড়কামাই ও কুঁচলে। ইহাদিগের দ্বারা কফ, কৃমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাস নিবারিত হয় এবং ব্রণ শোধিত হয়।

মুষ্ককাদি গণ। ৯।

ঘণ্টাপারুল, পলাশ, ধব, চিতা, ময়না, শিমুল, মনসা ও ত্রিফলা। ইহাদিগের দ্বারা মেদ, শুক্রদোষ, মেহ, অর্শ, পাণ্ডুরোগ ও শর্করাশ্মরী রোগের শান্তি হয়।

পিপ্পল্যাদি গণ। ১০।

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, আদা, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরেণু, এলাইচ, বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, মহানিম, হিং, বামনহাটী, শুল্ফা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটকী; ইহাদিগের দ্বারা কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ু ও অরুচি নষ্ট হয়। ইহারা অগ্নির দীপ্তিকর, গুল্ম ও শূলঘ্ন এবং আমের পরিপাককর।

এলাদি গণ। ১১।

এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, ব্যাঘ্রনখ (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) নখী, চোর (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) গেঁঠেলা, সরলকাষ্ঠ, চোঁচ খড়িকা, বালা, গুগ্‌গুল, ধুনা, শিলারস, কুন্দরাখাটি, অগুরু, স্পৃবাক, (পিড়িংশাক) বেণামূল, ভদ্রদারু, কুঙ্কুম, পুন্নাগ এবং বকুল। ইহাদিগের দ্বারা বাত, শ্লেষ্মা এবং বিষের উপশম হয়; শরীরের বর্ণ প্রসন্ন হয়, কণ্ডু পীড়কা এবং কোঠরোগ উপশমিত হয়।

বচাদি গণ। ১২।

বচ, মুথা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু, নাগকেশর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, কুঁড়চিবীজ এবং যষ্টিমধু। ইহাদের দ্বারা স্তন্য সংশোধিত, আমাতিসারের শান্তি এবং বায়ু পিত্ত এবং শ্লেষ্মার পরিপাক হয়।

শ্যামাদি গণ। ১৩।

শ্যামালতা, মহাশ্যামা (শ্যামালতা বিশেষ) তেউড়ী, দন্তী, চোঁচখড়িকা, লোধ, কামলা-গুড়ি, বকপুষ্প, রক্তলোধ, মুষুলীলতা, রাখালশশা, সোঁদাল, লতাকরঞ্জ, ডালকরঞ্জ, গুলঞ্চ, পারুল, বিষ্কড়ক, সিজ এবং স্বর্ণক্ষিরীলতা। ইহার গুল্ম এবং বিষাপহারী আনাহ এবং উদররোগে মলভেদকারী এবং উদাবর্ত্তরোগের শান্তিকর।

বৃহত্যাদি গণ। ১৪।

বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়চিফল, আকনাদি এবং যষ্টিমধু। ইহারা বায়ুপিত্তনাশক এবং কফ, অরুচি, হৃল্লাস ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের শান্তিকারক।

পটোলাদি গণ। ১৫।

পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, গুগুটি, আকনাদি এবং কণ্টকী। ইহারা পিত্ত, কফ এবং অরুচিনাশক, জ্বরের উপশমকারী, ব্রণের হিতকর এবং বমন, কণ্ডু এবং বিষের নিবৃত্তিকর।

কাঁকোল্যাদি গণ। ১৬।

কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, জীরক, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষানী, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়াবৃক্ষ, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীরা, কৃষ্ণজীরা এবং যষ্টিমধু। ইহারা রক্তপিত্ত এবং বায়ুর শান্তিকর, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকর, তেজোবৃদ্ধিকর, স্তন্য এবং শ্লেষ্মাজনক।

উষকাদি গণ। ১৭।

ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, শিলাজতু, (দুই প্রকার) হিরেকস, হিঙ্গু এবং তুঁতে; ইহারা কফহারী, মেদশোষণকর এবং অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্মরোগ নিবৃত্তিকর।

সারিবাদি গণ। ১৮।

শ্যামালতা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মৌলফুল এবং বেণামূল। ইহারা পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহরোগ-নিবারক।

অঞ্জনাদি গণ। ১৯।

অঞ্জন, রসাঞ্জন, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, নীলসুঁদি, নীলোৎপল, বেণামূল, পদ্ম, নাগকেশর এবং যষ্টিমধু। ইহাদের দ্বারা রক্তপিত্ত বিষ এবং অন্তর্দাহের শান্তি হয়।

পরূষকাদি গণ। ২০।

পরূষক, দ্রাক্ষা, কটফল, দাড়িম, পিয়াল, শাকফল ও ত্রিফলা। ইহারা বায়ু ও মূলদোষের শান্তিকর, মুখপ্রিয়, পিপাসা-শান্তিকর এবং রুচিকর।

প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদি গণ। ২১।

প্রিয়ঙ্গু, সমঙ্গা, ধাতকীপুষ্প, পুন্নাগ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মোচরস, রসাঞ্জন, পুন্নাগ স্রোতোঞ্জন, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা।

অম্বষ্ঠা (আকনাদি), ধাতকীপুষ্প, মঞ্জিষ্ঠা, সোণাপাতা, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠা, লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ ও পদ্মকেশর।

এই দুই প্রকার গণ পক্কাতিসারের নিবৃত্তিকর, সন্ধানকর, পিত্তের পক্ষে হিতকর এবং ব্রণের হিতজনক।

ন্যগ্রোধাদি গণ। ২২।

বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, মৌল, আমড়া, অর্জ্জুনবৃক্ষ, আম্র, ক্যাওড়া, চোরকাঁটা, তেজপত্র, জম্বুফল, বনজম্বু, পিয়াল, যষ্টিমধু, কটকী, বকুল, কদম্ব, বদরী, গাব, শালবৃক্ষ, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ এবং নন্দীবৃক্ষ। ইহারা ব্রণ রোগে উপকারী, মলের সংগ্রাহক, অস্থিভগ্নের সন্ধানকর, রক্তপিত্ত এবং দাহের শান্তিকর, মেদোঘ্ন এবং যোনিদোষহারক।

গুড়ুচ্যাদিগণ। ২৩।

গুলঞ্চ, নিম্ব, ধনে, চন্দন এবং পদ্মকাষ্ঠ। এই সকল দ্রব্য সকলরূপ জ্বরনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং এই সকলের দ্বারা হিক্কা, অরুচি, বমন, তৃষ্ণা ও গাত্রদাহ নিবারিত হয়।

উৎপলাদি গণ। ২৪।

নীল উৎপল, রক্ত উৎপল, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পদ্মকাষ্ঠ, নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম এবং যষ্টিমধু। এই সকলের দ্বারা তৃষ্ণা, গাত্রদাহ এবং রক্তপিত্ত উপশমিত হয়, বিষ নষ্ট হয় এবং হৃদ্রোগ, ছর্দ্দি এবং মূর্চ্ছার শান্তি হইয়া থাকে।

মুস্তাদি গণ। ২৫।

মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া, কুড়, বচ, শুক্লবচ, আকনাদি, কটকী, মহাকরঞ্জ, আতইচ, এলাইচ, ভেলা এবং চিতা; এই সকলের দ্বারা কফ এবং যোনিদোষ নষ্ট হয়, স্তনে দুগ্ধ শোধিত এবং ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া থাকে।

ত্রিফলা। ২৬।

হরীতকী, আমলকী এবং বয়ড়া; এই সকল দ্রব্যের দ্বারা কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ এবং বিষমজ্বর নিবারিত হয় নেত্রদোষ উপশমিত এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

ত্রিকটু। ২৭।

পিপ্পলী, মরিচ ও শুণ্ঠী। ইহারা শ্লেষ্মা ও মেদ, মেহ, কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগ নিবারণ করে, গুল্ম, পীনস ও অগ্নিমান্দ্য দমন করে এবং অগ্নির উদ্দীপন করে।

আমলক্যাদি গণ। ২৮।

আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী এবং চিতা। ইহারা সর্ব্ববিধ জ্বর, কফ এবং অরুচি-নাশকারী এবং চক্ষুদ্বয়ের উপকারী, অগ্নির উত্তেজক এবং শুক্রবৃদ্ধিকর।

ত্রপ্বাদি গণ। ২৯।

রাং, সীসা, তামা, রূপা, সোণা, কৃষ্ণলৌহ এবং লৌহমল। এই সকলের দ্বারা বিষ, কৃমি, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, মেহ এবং বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

লাক্ষাদি গণ। ৩০।

লাক্ষা, সোঁদাল, কুড়চি, করবী, কটফল, হরিদ্রা, নিম, ছাতিম, মালতী এবং বেড়েলা; ইহারা কষায়, তিক্ত ও মধুর। এই সকলের দ্বারা কফ, পিত্তরোগ, কুষ্ঠ ও কৃমি নষ্ট হয় এবং দুষ্ট ব্রণের শোধন হইয়া থাকে।

পঞ্চকোলের প্রমাণ।

কোলমাত্রোপ যোগিত্বাৎ পঞ্চকোলমিদং স্মৃতঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুৎ ॥
গুল্ম প্লীহোদরানাহ শূলাদ্যং পিত্তকোপনং ॥

ইহার তোলা প্রমাণ মাত্রা যোগ হেতু "পঞ্চকোল" বলা যায়। কোল শব্দে তোলা; একারণ ১ তোলা পাচন, পাকার্থ,—জল ১৬ তোলা, শেষ ৮ তোলা থাকিতে সেব্য। অথবা পঞ্চদ্রব্য মিলিত ৫ পাঁচ তোলা, পাকার্থ জল ⁄১ সের, শেষ ⁄৷০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া খাইবে। পঞ্চকোলের গুণ,—তীক্ষ্ণোষ্ণ, অগ্নিদীপক, শ্রেষ্ঠ, বাতশ্লেষ্মানাশক এবং গুল্ম, প্লীহা, আনাহ, মলমূত্র বদ্ধ এবং বেদনাদি নষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু পিত্ত-প্রকোপকর।

মূল কথন।

স্বল্প পঞ্চমূল।

গোক্ষুরী, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, চাকুলে ও শালপাণী। ইহারা কষায়, তিক্ত এবং মধুর। এই পঞ্চমূলের দ্বারা বাতপিত্ত নষ্ট হয় এবং শরীরের বল ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

বৃহৎ পঞ্চমূল।

বিল্ব, গনিয়ারি, সোণা, পারুল এবং গাম্ভারী। ইহাদের আস্বাদন তিক্ত, পশ্চাৎ মধুর। ইহারা কফ ও বায়ুনাশক, লঘুপাক এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর।

দশমূল।

উপরোক্ত উভয়বিধ পঞ্চমূলকে দশমূল জানিতে হইবে। ইহারা শ্বাস কফ, পিত্ত এবং বায়ু নষ্ট করে, অপক বস্তুর পরিপাক সাধন করে ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ করে।

।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুড়ূচি ও অজশৃঙ্গী।

কণ্টক।

পাণি আমলা, গোক্ষুরী, ঝাঁটী, কাকমাছি এবং শতমূলী। উপরোক্ত বল্লী এবং কণ্টকারিগণ রক্তপিত্ত এবং ত্রিবিধ শোথ দমন করে এবং সর্ব্বপ্রকার মেহ ও শুক্রদোষ বিনাশ করিয়া থাকে।

তৃণপঞ্চক।

কুশ, কেশে, শর, বেণামূল ও কৃষ-ইক্ষুরমূল। এই তৃণপঞ্চক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্রদোষ, মূত্রবিকার এবং রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

মহা-ত্রিফলা।

হরীতকী, বহেড়া এবং আমলা (অর্থাৎ আমলকী) এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিলিত হইলে মহা ত্রিফলা বলা যায়।

স্বল্প ত্রিফলা।

গাম্ভারী, খর্জ্জুর এবং পরুষ ; এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিলিত হইলে স্বল্প ত্রিফলা বলা যায়।

ত্রিমদঃ।

বিড়ঙ্গ, মুথা এবং চিতামূল ; এই তিন দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিলে ত্রিমদ বলা যায়।

ত্র্যূষণ।

পিপ্পলী, মরিচ এবং শুণ্ঠী ; এই তিন দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিলে ত্রিকটু কিম্বা ত্র্যূষণ অথবা ব্যোম বলা যায়।

চই, চিতামূল এবং গজপিপ্পলী ; এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিলিত হইলে তাহাকে ত্র্যূষণ বলা যায়।

চতুরূষণ এবং পঞ্চোষণ।

পিপ্পলী, মরিচ, শুণ্ঠী এবং পিপুলমূল; এই চারি দ্রব্য সমভাগে মিলিত করিলে চতুরূষণ এবং চতুরূষণে চারিদ্রব্য এবং চিতামূল সমভাগে একত্রিত করিলে পঞ্চোষণ বলা যায়।

ত্রিজাত এবং চাতুর্জাত।

গুড়ত্বক, এলাইচ এবং তেজপত্র; এই তিন দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিলে ত্রিজাত এবং ত্রিজাতের তিন দ্রব্য এবং নাগেশ্বর সমভাগে একত্রিত করিলে চাতুর্জাত বলা যায়।

সর্ব্বগন্ধ।

চাতুর্জাত, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, শিলারস এবং লবঙ্গ; এই কয় দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিলে সর্ব্বগন্ধ কহে।

চাতুর্ভদ্রক।

শুঁঠ, আতইচ, মুথা এবং গুলঞ্চ; সমভাগে একত্রিত করিলে চাতুর্ভদ্রক কহে।

ক্ষীরিবৃক্ষ।

যজ্ঞডুম্বর, বট, অশ্বত্থ, বেতস্ এবং পাকুড়; এই পঞ্চবৃক্ষকে ক্ষীরিবৃক্ষ কহে।

চতুরম্ল এবং পঞ্চ অম্ল।

কুল, দাড়িম্ব, বৃক্ষাম্ল এবং অম্ল বেতস; এই চারিটীকে চতুরম্ল এবং উহার সহ টাবা-লেবুর সংযোগ করিলে পঞ্চ অম্ল কহে।

পঞ্চগব্য।

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র এবং গোময়; একত্রিত করিলে পঞ্চ গব্য কহে।

লবণ বর্গ।

এক লবণ কহিলে কেবল সৈন্ধব জানিতে হইবে। দ্বিলবণ,—সৈন্ধব এবং সচল। ত্রিলবণ—সৈন্ধব, সচল এবং বিট। চতুঃলবণ—সৈন্ধব, সচল, বিট এবং সামুদ্র। পঞ্চলবণ—সৈন্ধব, সচল, বিট, সামুদ্র এবং উদ্ভিদ লবণ বুঝিতে হইবে।

তৃণ পঞ্চমূল।

কুশ, কেশে, শর, উলু এবং কৃষ্ণইক্ষু। এই পঞ্চমূলকে পঞ্চতৃণমূল কহে। উলুর অভাবে বেণার মূলও ব্যবস্থা আছে।

জীবনীয় দশক অথবা মধুর বর্গ।

জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, যষ্টিমধু, মুগানি মাষাণী এবং জীবন্তী; এই দশকে জীবনীয় দশক এবং মধুর বর্গ কহে।

অষ্টবর্গ।

মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি এবং বৃদ্ধি, এই অষ্টকে অষ্টবর্গ বলা যায়।

পাচন অথবা ক্বাথ।

ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে, যদ্যপি কতক শুষ্ক এবং কতক সরস অর্থাৎ কাঁচা দ্রব্য হয়, তাহা হইলে শুষ্ক দ্রব্যের দ্বিগুণ কাঁচা দ্রব্যের পরিমাণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কয়েকটী দ্রব্য এমত আছে, তাহা কাঁচা হইলেও দ্বিগুণ পরিমাণ লওয়া হয় না। যথা—বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, শতমূলী, কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুড়চি, পুনর্ণবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলিয়া, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, গুগ্‌গুল, ঝাঁটি, আদা, হিঙ্গু এবং ইক্ষু হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ গুড় ইত্যাদি।

ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে, যত প্রকার দ্রব্যাদি হইবেক, সমুদায়ে মিলিত ২ দুই তোলা লইবার নিয়ম লিখিত আছে। তাহা ১০ রতিতে মাষা না ধরিয়া ১২ রতিতে মাষা ধরা কর্ত্তব্য, যেহেতু ৬ ছয় রতির ন্যূন /০ এক আনা হয় না, পরিমাণের সুবিধার জন্য ১২ রতিতে মাষা ধরাই কর্ত্তব্য।

রাসায়নিক চিকিৎসায় রোগের বলাবল নির্ণয় করিয়া যেমত একটী কিম্বা দুইটী ও তিনটী দেওয়া যায়, তদ্রূপ কষায়ণ চিকিৎসাতে ক্বাথ ও রোগের বলাবল অনুসারে একবার কিম্বা দুইবার, অর্থাৎ প্রাতে, একবার এবং সন্ধ্যার পর একবার দেওয়া যাইতে পারে।

কি কষায়ণ, কি রসায়ণ চিকিৎসায় অর্থাৎ ক্বাথে এবং বটীকায় প্রায় মধু প্রক্ষেপ দ্বারা সেবন করা কর্ত্তব্য।

জ্ঞাতব্য।

চিকিৎসা বিষয়ে কল্ক, ক্বাথ, চূর্ণ প্রভৃতির স্বরূপ এবং পরিমাণ জানা আবশ্যক, তজ্জন্য তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। পরিমাণ না থাকিলে নীচের লিখিত মত নিয়ম ব্যবস্থেয়।

কষায় বিধি।

স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, হিম এবং ফাণ্ট এই পাঁচকে কষায় বলে।

/॥০ অর্দ্ধসের চূর্ণ দ্রব্য তিন পোয়া জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহাকে হিম কিম্বা শীত কষায় বলে।

মন্থবিধি।

অর্দ্ধ পোয়া চূর্ণদ্রব্য অর্দ্ধসের শীতল জলে নিক্ষেপ করিয়া মাটির পাত্রে যথামত মন্থন করিবে। ইহাকে মন্থ কহে। সেবনের পরিমাণ এক পোয়া।

কল্কবিধি।

আর্দ্রদ্রব্য গ্রহণ করিয়া জল সংযোগ হউক কিম্বা না হউক, শিলাতে পিষিয়া বস্ত্র সংযোগে গালিত করিয়া লইবে। সেবনের পরিমাণ দুই তোলা। সেবনকালে কল্কে ঘৃত, মধু কিম্বা তৈল সংযোগ করিতে হইলে কল্কের দ্বিগুণ পরিমাণ এবং শর্করা অথবা গুড় সংযোগ করিতে হইলে তুল্য পরিমাণ ব্যবস্থেয়।

চূর্ণ বিধি।

অতিশয় শুষ্কদ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিবে। ইহাকে চূর্ণ, রজ অথবা ক্ষোদ বলে। চূর্ণ সেবনের মাত্রা দুই তোলা। সেবনকালে চূর্ণে গুড় সংযোগ করিতে হইলে সমভাগ, শর্করা চূর্ণের দ্বিগুণ, ঘৃত, মধু প্রভৃতি তরল দ্রব্যও দ্বিগুণ এবং জলীয় দ্রব্য চারিগুণ পরিমাণে সংযোগ করা ব্যবস্থেয়।

ক্বাথ বিধি।

চূর্ণ দ্রব্য অর্দ্ধ পোয়া হইলে তাহার ষোড়শ গুণ জলে, মাটীর পাত্রে পাক করিবে। ইহার আট ভাগের এক ভাগ থাকিতে পাক সিদ্ধ হয়। এক কর্ষ (১) হইতে এক পল (২) পরিমাণ পর্য্যন্ত চূর্ণ দ্রব্যের ষোড়শ গুণ জল। এক পল হইতে এক কুড়ব (৩) পরিমাণ পর্য্যন্ত চূর্ণ দ্রব্যের আট গুণ জল। এক প্রস্থ (৪) কিম্বা ততোধিক চূর্ণ দ্রব্য হইলে চারি গুণ জল ব্যবস্থেয়। সেই জল মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করাইবে। ইহাকে শত কাথ কষায় নির্য্যূহ বলে।

কাথে শর্করা নিক্ষেপ করিতে হইলে, বাতজ রোগে কাথের চারি ভাগের এক ভাগ; পিত্তজরোগে আট ভাগের একভাগ এবং কফজ রোগে ষোল ভাগের এক ভাগ ব্যবস্থেয়।

জীবক, গুগ্‌গুল, ক্ষার, লবণ, শিলাজতু, হিঙ্গু এবং ত্রিকটু। এই সকলের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য কাথে প্রক্ষেপ করিতে হইলে চারি মাষা পরিমাণ ব্যবস্থেয়। ক্ষীর, ঘৃত, গুড়, তৈল, মূত্র কিম্বা অন্য অন্য দ্রব দ্রব্য অথবা চূর্ণ নিক্ষেপ করিতে হইলে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

অবলেহ বিধি।

সিদ্ধপাক কাথাদি পুনঃ পাক করিলে ঘন হয়, তাহাকে রসক্রিয়া অবলেহ কিম্বা লেহ বলে। অবলেহ সেবনের পরিমাণ উর্দ্ধসংখ্যা এক পল। তাহা সুপক হইলে টানিলে তন্তুর তুল্য হয় এবং জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়। তাহাতে কোন প্রকার অঙ্কিত করিলে সেই চিহ্ন

---

১ (কর্ষ) দুই তোলা। ২ (পল) অর্দ্ধতোলা।
৩ (কুড়ব) বত্রিশ তোলা। ৪ (প্রস্থ) দুই সের।

স্থির থাকে এবং তৎকালে গন্ধ, বর্ণ এবং রসের উৎপত্তি হয়। রসক্রিয়া যাহাতে পকরস জন্মিয়া পাক কিঞ্চিৎ কঠিন হয়, অবলেহ সুপক হইলে তাহাতে দাগ বসিবে এবং গন্ধ, বর্ণ, রস থাকিবে। ঔষধ তৈলাদি প্রস্তুত করিতে হইলে বিচক্ষণ বৈদ্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া করাই কর্ত্তব্য।

ফাণ্ট বিধি।

এক পল অর্থাৎ ৮ তোলা পরিমিত চূর্ণ দ্রব্য মাটীর পাত্রে রাখিয়া তাহাতে চারি পল অর্থাৎ ৩২ বত্রিশ তোলা পরিমিত উষ্ণ জল নিক্ষেপ করতঃ প্রাবিত করিলে, তাহাকে চূর্ণ, দ্রব কিম্বা ফাণ্ট কহে। ইহা সেবনের পরিমাণ উর্দ্ধসংখ্যা দুই পল। ইহাতে শর্করা কিম্বা মধু মিলাইতে হইলে এক কর্ষ অর্থাৎ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে।

স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত ও তৈলের সামান্য বিধি।

কোন প্রকার কল্কে ঘৃত কিম্বা তৈল পাক করিতে হইলে, কল্ক দ্রব্যের চারি গুণ ঘৃত অথবা তৈল লইবে। তাহাতে কল্ক দ্রব্যের চারিগুণ জল দিয়া পাক করিবে। কোন প্রকার কাথ দ্বারা ঘৃতাদি পাক করিতে হইলে কাথ দ্রব্যের চারিগুণ জলে কাথ পাক করিয়া এক পাদ থাকিতে তাহাতে ঘৃতাদি পাক করিবে। কিন্তু কাথ দ্রব্য কোমল কিম্বা সরস হইলে চারিগুণ জল বিধেয়; কঠিন ও কোমল দুই প্রকার দ্রব্য মিলিত থাকিলে আটগুণ জল এবং কঠিন দ্রব্যের কাথ করিতে হইলে ষোল গুণ জলে সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। জল যে পরিমাণ হউক, এক পাদ থাকিতে কাথ পাক সিদ্ধ জানিবে।

কেবল জলে স্নেহপাক করিতে হইলে, কল্কের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থ ভাগ, কেবল কাথে পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের ছয় ভাগ এবং কেবল রসে পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের আট ভাগ। সামান্যতঃ কল্ক দ্রব্য স্নেহের চতুর্থ ভাগ। "কল্কস্তু স্নেহপাদিক।"

স্নেহে কল্কদ্রব্য দিতে হইলে পাক হইবার জন্য কল্ক দ্রব্যের চারিগুণ জল প্রদান করা বিধেয়।

স্নেহে কোনরূপ চূর্ণ প্রক্ষেপ করিতে হইলে কাথ্য দ্রব্যে চতুর্থাংশ দেওয়া কর্ত্তব্য। যথা—"প্রক্ষেপঃ পাদিক কাথ্যাৎ।"

যেস্থলে কোনরূপ পরিমাণ উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেস্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অবলম্বন করা উচিত।

অরিষ্ট বিধি।

অরিষ্ট কাথ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সেবনের পরিমাণ উর্দ্ধসংখ্যা এক পল। অরিষ্ট দ্রব্যের পরিমাণ উল্লেখ না থাকিলে দ্রব দ্রব্য এক দ্রোণ এবং গুড় তুল্য পরিমাণ, ক্ষৌদ্র গুড়ের অর্দ্ধাংশ এবং প্রক্ষেপ দ্রব্য গুড়ের দশমাংস বিধেয়।

পরিমাণের প্রচলিত ভাষা।

দ্রব্যাদির পরিমাণ বিদিত হইতে না পারিলে ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে পারা যায় না, তজ্জন্য প্রচলিত পরিমাণে লেখা বিহিত বিবেচনা করা হইল।

৬ সর্ষপ,	১ এক যব।
৩ তিন যব কিম্বা ৪ চারি ধান্য,	১ এক মাষা কিম্বা ৵০ দুই আনা।
৪ চারি মাষা,	১ এক শান কিম্বা ॥০ অর্দ্ধ তোলা।
২ দুই শান,	১ কোল কিম্বা ১ এক তোলা।
২ দুই তোলা,	১ এক কর্ষ।
২ দুই কর্ষ,	১ এক শুক্তি কিম্বা ৪ তোলা।
২ দুই শুক্তি,	১ এক পল কিম্বা ৮ আট তোলা।
২ দুই পল,	১ এক প্রসৃতি কিম্বা ১৬ তোলা।

দুই প্রসৃতি, ১ এক কুড়ব কিম্বা ৩২ বত্রিশ তোলা অথবা /॥০ অর্দ্ধ সের (১)

২ দুই কুড়ব ১ শরাব কিম্বা ৬৪ চৌষট্টি তোলা অথবা এক সের।

২ দুই শরাব,	১ এক প্রস্থ কিম্বা /২ সের। (২)
৪ চারি প্রস্থ,	১ এক আড়ক কিম্বা /৮ সের।
৪ চারি আড়ক,	১ এক দ্রোণ কিম্বা ৸২ বত্রিশ সের।
২ দুই দ্রোণ	১ কুম্ভ কিম্বা ১॥৪ একমনচব্বিশসের।
২ দুই কুম্ভ,	১ গোনি কিম্বা ৩/৮ তিনমনআটসের

৪ চারি গোনি ১ এক খাবী কিম্বা ১২৸২ বার মণ বত্রিশ সের।

(১) কাঁচা এবং পাকা পরিমাণের রূপান্তরে যদিচ দেশভেদে সেরের পরিমাণের ভিন্নতা ব্যবহার আছে কিন্তু ঔষধাদির পরিমাণ ৬৪ চৌষট্টি তোলায় এক সেরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) এক প্রস্থ দেবদারু কাষ্ঠ প্রভৃতি বলিলে /২ দুই সের বুঝাইবে কিন্তু এক প্রস্থ তৈল বলিলে /৪ চারি সের অনুভব করিতে হইবেক। মাষা কিম্বা রতি প্রভৃতি হইলে এমত হইবে না। এ সকল বিষয় বিশেষরূপে বিদিত হওয়া কর্ত্তব্য।

দ্রব্যাদি কিরূপ ভাগ লওয়া কর্ত্তব্য।

খদিরাদি বৃক্ষের সার, নিম্ব প্রভৃতির ত্বক অর্থাৎ ছাল, দাড়িম্বাদি বৃক্ষের ফল এবং পটোলাদি হইতে পত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ফলপ্রধান বৃক্ষের ফলই গ্রহিতব্য হইয়া থাকে। চিত্রক শব্দে রক্ত চিতার মূল, উহার অভাবে অন্য চিতার মূল লইতে হইবে। যে সকল মূল বৃহৎ অর্থাৎ ভিতরে কাষ্ঠ জন্মিয়াছে, সেই সকল মূলের ছাল লওয়া কর্ত্তব্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলের সকল অংশই গ্রহণ করিতে পারা যায়। উদ্ভিদের অঙ্গের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে মূল লইতে হইবে। দ্রব্যাদির ভাগ পরিমাণ অনুক্ত থাকিলে সমভাগ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঔষধ সেবনের কাল উক্ত না থাকিলে প্রাতঃকালে সেবন করিবে। দ্রব্য অনুক্ত থাকিলে জলপাত্রের অনুক্ততে মাটির পাত্র জানিতে হইবে।

দ্রব্যাদির মধ্যে নূতন এবং পুরাতনের উত্তমতা।

গুড়, ঘৃত, মধু, ধান্য, পিপ্পলী, এবং বিড়ঙ্গ; এই সকল দ্রব্য পুরাতন উত্তম জানিতে হইবেক। অন্যান্য দ্রব্য নূতনই ফলদায়ক হয়।

যে সকল দ্রব্যের অভাবে যে সকল দ্রব্যাদির ব্যবহার করা বিধেয়।

প্রয়োজনীয়।	অভাবে।
মধু	পুরাতন গুড়।
শালিধান্য	আউশধান্য।
তগর পাদুকা	শিহলী ছোপ।
দাড়িম্ব	বৃক্ষাম্ল।
চিনি	খাঁড়।
চই এবং গজপিপ্পলী	পিপ্পলী মূল।
চোরাষ্ট্র মৃত্তিকা	কটুকিরি।
রসাঞ্জন	দারুহরিদ্রার কাথ।
লৌহ	মণ্ডুর।
দারুহরিদ্রা	হরিদ্রা।
স্বর্ণ ও রৌপ্য	লৌহ।
মুঞ্জাতক	তালের মাতি।
বারাহীকন্দ	চুবড়ী আলু।
পুষ্করমূল	কুড়।
সৈন্ধব-লবণ	সামুদ্র বিটলবণ।
কুস্তুম্বুর	ধন্যা।
পুষ্প	কচিফল।
উদরাময় পীড়ায় বিশ্বের ফল এবং তেলা অসহ্য হইলে	রক্তচন্দন।
শ্বেত সর্ষপ	সামান্য সর্ষপ
মেদ	অশ্বগন্ধা।
মহামেদ	অনন্তমূল।
জীবক	গুলঞ্চ.

ঋষভক	বংশলোচন।
ঋদ্ধি	বেড়েলা।
বৃদ্ধি	গোরক্ষচাকুলে।
কাঁকোলী ও ক্ষীরকাঁকোলী	শতমূলী।

ভাবনা প্রকরণ।

শুষ্ক চূর্ণ দ্রব্য কোন দ্রব দ্রব্যে আর্দ্র করিয়া দিবসে সূর্য্যের তাপে এবং রাত্রিকালে শিশিরে রাখিতে হইবেক। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ক্রমশঃ সাত দিবস এইরূপ করা ব্যবস্থাসিদ্ধ। যে কোন দ্রব্যে কাথ প্রস্তুত করিতে হইবেক, সমুদায় চূর্ণের সমান ভাগ লইয়া আটগুণ জলে পাক করিয়া আট ভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে সমুদায় চূর্ণ মিলিত করিবে।

শোধিত দ্রব্য।

ঔষধ প্রকরণার্থে এই চিকিৎসা-দর্শনের মধ্যে যে যে স্থলে বিষ বলা হইয়াছে, তাহা শোধিত শৃঙ্গিবিষ অর্থাৎ মিঠা জানিতে হইবে।

যে স্থলে "রস" বলা হইয়াছে, তাহা শোধিত পারদ অর্থাৎ শোধিত পারা জানিতে হইবে।

যে স্থলে "গন্ধক" বলা হইয়াছে, তাহা শোধিত গন্ধক জানিতে হইবে।

"লৌহ" "অভ্র" "স্বর্ণ" এবং তাম্র" প্রভৃতি যে সমস্ত ধাতুদ্রব্য বলা হইয়াছে, তাহা জারিত এবং শোধিত হওয়া আবশ্যক জানিবে।

"মুক্তা" "শঙ্খ" "কড়ি" এবং "শুক্তি" প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, সে সমুদায়ই ভস্ম জানিতে হইবে।

ঔষধ প্রকরণার্থে যে সমস্ত দ্রব্যের উল্লেখ করা আছে, সেই সমুদায় শোধিত এবং সংস্কৃত হওয়াই বিধেয়।

যে স্থলে "কর্জ্জলী" বলা হইয়াছে, তাহা রস (পারা) এবং গন্ধক মিলিত জানিবে, সেই কর্জ্জলী যে প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক।

উল্লিখিত সমস্ত বিষয় ও অপর অপর দ্রব্যাদির শোধনাদি এবং দ্রব্যগুণ পুস্তকান্তরে লিখিত হইবে এমত মানস আছে।

স্নেহাদি পঞ্চ কর্ম্ম।

যে স্থলে "স্নেহাদি পঞ্চকর্ম্ম" বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা "স্নেহ" "বমন কার্য্য" "বিরেচন" "অনুবাসন" এবং নিরূহণ জানিতে হইবে।

স্নেহ কর্ম্ম।	তৈলাদি সেবন।
বমন কার্য্য।	বান্তি কার্য্য।

বিরেচন।	দাস্ত ব্যবহার।
অনুবাসন।	স্নিগ্ধ বস্তু দ্বারা পিচকারী।
নিরূহণ।	মলদ্বারে রুক্ষ দ্রব্যের ব্যবহার।

বিরেচনাদির ব্যবস্থা।

বমন করান, রেচন করান, প্রস্রাব করান, মস্তকে বিরেচন করান; এই চারি প্রকার শোধন জানিবে। অপর ঘর্ম্ম করান, পিচকারী দেওন, রক্ত-মোক্ষণ, ফোস্কা করান, ধ্বা করান; ইহা অবস্থা বিশেষে কর্ত্তব্য।

যথা—

বমনং রেচনং বস্তি শিরোবিরেচনং তথা।
চতুঃ প্রকারাঃ সংশুদ্ধিঃ স্বেদাদি চ তথাপরে॥

সদ্য ভুঞ্জিত ব্যক্তির জরোদ্ভব হইলে এবং সম্যক তৃপ্তিজনক দ্রব্য ভোজন দ্বারা জ্বর জন্মিলে, বমনের যোগ্য পাত্র হইলে বমন প্রশস্ত হয়। যথা বাগ্‌ভট—

"সদ্যো ভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বামনর্হস শস্তমিত্যাহ বাগ্‌ভট॥"

ছর্দ্দিতে বমন অতি হিতজনক। গুর্ব্বিণী, অতি কৃশ বৃদ্ধ লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি এবং নবজ্বর ব্যক্তি ইহাদিগকে বমন করাইবে না।

সদ্য জ্বরেতে বিষপানে অজীর্ণে অগ্নিমান্দ্যে অরুচিতে শূলরোগে হৃদ্রোগে কাসে এবং শ্বাসরোগে বমন ব্যবস্থেয়।

যথা—

"জীর্ণজ্বর গরচ্ছর্দ্দি গুল্ম প্লীহোদরেষু চ।
শূলে শোথে মূত্রাঘাতে ক্রিমিরোগে বিরেচয়েৎ॥"

জীর্ণ জ্বরে, দূষীবিষ পানে, গুল্মরোগে, প্লীহাতে, উদরী রোগে, শূলরোগে, শোথে মূত্ররোগে এবং ক্রিমিরোগে বিরেচন বিধেয়।

পঞ্চপ্রাণের অবস্থান।

হৃদয়ে প্রাণ-বায়ু, গুহে অপান বায়ু, নাভিতে সমান বায়ু কণ্ঠে উদান বায়ু এবং সর্ব্বাঙ্গে ব্যান-বায়ু ব্যাপিত জানিবেন।

পঞ্চপ্রাণের কার্য্য।

প্রাণ-বায়ুর কার্য্য।

প্রাণবায়ু—শরীরের রক্ত চালনা করিয়া থাকেন।

অপান-বায়ুর কার্য্য।

অপান বায়ু,—অন্নের গ্রাস গ্রহণান্তর স্ববলে পকাশয়ে লয়ে যান এবং পকাশয়ে থাকিয়া মলমূত্র ত্যাগ ও বদ্ধ করেন এবং অপান-বায়ুর শক্তিতে প্রাণবায়ু কার্য্য করিয়া থাকেন।

সমান-বায়ুর কার্য্য।

সমান বায়ু,—পকাশয় ও আমাশয় এই দুই স্থানের মধ্যে যে নাভিস্থান আছে তাহাতে অগ্নিরূপ যে পিত্ত সেই পিত্তরূপ অগ্নির সহায়ে থাকেন এবং অন্নাদি পাক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন করেন।

উদান-বায়ুর কার্য্য

উদান-বায়ুর শক্তিদ্বারা বমন, উদ্গার এবং শ্বাসাদি হইয়া থাকে।

ব্যান-বায়ুর কার্য্য।

ব্যান বায়ু,—বিষ্ঠা, মূত্র এবং রুধির, এ সমস্তের অন্তর্গত হইয়া সকল শরীরে ব্যাপিত আছেন।

দিবা রাত্রিতে কফ, পিত্ত এবং বায়ুর ভোগের সময় নিরূপণ।

দিনমান যত দণ্ড হইবেক, তাহা তিন অংশ করিয়া প্রাতঃকালে যত দণ্ড হইবেক তাহা কফের, মধ্যাহ্ন পিত্তের এবং শেষ বায়ুর অধিকার জানিতে হইবে। কিন্তু প্রাতঃকালে সন্ধিকালে দুই দণ্ড ত্যাগ করিয়া অংশ করিতে হইবেক; তদনুসারে মধ্যাহ্নকালের ও সায়ং-কালের সন্ধি সময় ত্যাগ করিতে হইবেক, যেহেতু তিন সন্ধিকালে বায়ু এবং কফ উভয় মিলিত হইয়া অধিকারী হয়। রাত্রিকালে রাত্রি যত দণ্ড হইবেক, তাহা তিন অংশ করিয়া প্রথম কফের, দ্বিতীয় পিত্তের এবং শেষ বায়ুর অধিকার জানিবেন। রাত্রিকালে সন্ধিকালে সন্ধিকাল ত্যাগ করিতে হইবেক না।

শরীরের কফ পিত্ত এবং বায়ুর অধিকার প্রকরণ।

কটিদেশ পর্য্যন্ত অধোভাগ কফের অধিকার, কটি হইতে উর্দ্ধে গলা পর্য্যন্ত পিত্তের অধিকার, গলা হইতে কেশমূল পর্য্যন্ত বায়ুর অধিকার এবং সন্ধিস্থানে বাতশ্লেষ্মার অধিকার জানিবে।

কলিযুগে মনুষ্যের আয়ুর নিয়ম না থাকায় অকালমৃত্যু উপস্থিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত যে মনুষ্যের আয়ু তাহা তিন অংশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্রমে ঐ তিনের অধিকার জানিবেন। কফ ও পিত্ত এই দুই অচল, কিন্তু বায়ু সচল হয়। কেবল বায়ুর শক্তিতে কফ এবং পিত্ত গমন করিয়া থাকে। যেমন বায়ুর দ্বারা মেঘ সর্ব্বত্রে গমন করে, তদ্রূপ শরীরস্থ বায়ুর দ্বারা কফ ও পিত্ত সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিত হয়। একারণ কোন কোন রোগে কফ পিত্তকে সাম্য রাখিয়া অগ্রে বায়ু দমন করা বিধেয় হয়।

বায়ুর দমন প্রকরণ।

শীত ও উষ্ণ জল একত্র করিয়া স্নান, যে সকল দ্রব্যে শুক্র ও বল বৃদ্ধি হয়, তাহা পান ও ভোজন, সুস্বাদু অম্বল সৈন্ধবের সহিত সেবন, তিলতৈল ও বায়ু নিবারক পাক তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান, ছাগমাংস ভোজন, পরিমিত মদ্য বিশেষ ও নারিকেলোদক পান, পদ্ম-পত্রে শয়ন, আতাফল ভোজন, তপ্তান্ন জলধৌত করিয়া আহার এবং ভোজনান্তে স্নান, এই সকল ক্রিয়াদ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়।

পিত্ত-দমন প্রকরণ।

পটোল পত্রের রস, কটকী, চিরতা ও ইন্দ্রযব; ইহাদিগের কাথ, হরীতকী ও আমলকীর রস মিষ্ট রসে পাক করিয়া পান, শীতল বায়ু ও গৃহের দ্বার কি জানালা দিয়া যে জ্যোৎস্না গাত্রে সংলগ্ন হয় তাহা সেবন, বৃষ্টি জল পান, ছাগঘৃত সেবন, ঔষধ দ্বারা ভেদ বমন, স্বেদ দ্বারা ঘর্ম্ম নির্গত করণ, হরিদ্রাদি মর্দ্দন, পুরাতন কুষ্মাণ্ড ভোজন, ছোলার জল, হিঞ্চা-রস, গুলঞ্চের পালো কিম্বা গুলঞ্চের কাথ, সেফালিকা পত্রের রস, ক্ষেতপাপড়ার রস, ধনিয়ার জল কিম্বা কাথ এবং মধুপান এই সকল ক্রিয়া দ্বারা পিত্ত উপশমিত হয়।

কফ-দমন প্রকরণ।

ঘৃত রহিত রুটি, তণ্ডুল, চিপিটক, মসুরকলাই ভোজন, ওল, মানকচু; কাঁচকলা প্রভৃতি দ্রব্য (কিন্তু তৈল ঘৃতাদিতে ভাজা হইবেক না) উষ্ণ জলপান, মৃগনাভি কস্তুরী পানের রসে মাড়িয়া সেবন। নির্জ্জল আদার রসের সহিত সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ মুখমধ্যে রাখিলে মুখ হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ত্রিকটুর নস্য এবং এরণ্ডপত্র মধ্যে বালুকা পুটুলি করিয়া মস্তকে তাপ দিলে মস্তকের শ্লেষ্মা নষ্ট হয়, মসুরি ও ছোলার ছাতু ভোজন, নাগরদোলায় দোলন, ভেদ ও বমন করান এবং রাত্রি জাগরণ; এই সকল ক্রিয়াচার দ্বারা কফ প্রশমিত হয়।

দোষ।

শরীর দূষণহেতু বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনের নাম দোষ জানিবে।

মল।

বিষ্ঠা মূত্রাদির নাম মল জানিবে।

আধার।

মনুষ্য আহার করিলে সে স্থানে জঠরানল দ্বারা পাক হয়, সেই স্থান নাভির ঊর্দ্ধে; তাহার নাম আমাশয় আধার।

অন্নাদি পাক হইয়া যে স্থানে গিয়া থাকে, সেই স্থান নাভির নিম্নে, তাহার নাম পাকাশয় আধার। পাকাশয় আধারের অধোদেশে মূত্রাশয় আধার, তথা হইতে লিঙ্গপথে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

আমাশয়ের দুই দিকে পাঁজরার ভিতরে দুই আধার আছে, তাহাদের নাম যকৃৎ এবং প্লীহা। যকৃত দক্ষিণভাগে এবং প্লীহা বামভাগে জানিবে। যকৃৎ ও প্লীহা, দুই রক্তাশয় অর্থাৎ রক্তোদ্ভব হইয়া এই স্থানে সঞ্চিত হইয়া সকল শরীরে ব্যাপিত হইয়া থাকে।

নাভির ঊর্দ্ধে এবং অধঃভাগে যে দুই স্থান আছে সেই স্থানের মধ্যে পাকের এক স্থান আছে, তাহার অধঃভাগে যে স্থান তাহার নাম উণ্ডক এবং লিঙ্গমূলে যে মূত্রের স্থান তাহার নাম ফুস্ফুস্।

আমাশয় এবং পাকাশয়ের মধ্যে যে স্থান আছে, তাহার নাম পুষ্পগু, আহার করিলে বায়ুর দ্বারা যে স্থানে গিয়া পাক হইয়া অন্য স্থানে যাইবার যোগ্য হয়, সেই স্থানের নাম গ্রহণী।

নাভির ঊর্দ্ধে পিত্তের স্থান জানিবে, তাহাই শরীরের তেজের স্থান, তাহাই শরীরের মূলস্বরূপ হয়, তাহার নাশ হইলেই দেহ নষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান চিকিৎসকগণ তাহার রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

রোগের লক্ষণ এবং ঔষধের গুণ না জানা।

যে প্রকার বিষ, যে প্রকার অস্ত্র, যে প্রকার বজ্র এবং যে প্রকার অগ্নি; রোগের বিশেষ জ্ঞান না করিয়া, দ্রব্যের গুণাগুণ না জানিয়া যে ঔষধ প্রয়োগ করা তদ্রূপ জানিবে। রোগ এবং দ্রব্যের গুণ জ্ঞাত হইয়া ঔষধ প্রদান করিলে অমৃতের সদৃশ ফল দর্শে। যথা—

"যথা বিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নি রশনির্যথা।
তথৌষধং মবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত মমৃতং যথা॥"

ঔষধ যোগ কল্পনা।

যোগেতে তীক্ষ্ণ বিষ প্রদান করিলে উত্তম ঔষধ হয়। ঔষধ দুর্যুক্ত হইলে তীক্ষ্ণ বিষ উৎপত্তি হয়। একারণ ব্যাধিকে উত্তম জ্ঞান পূর্ব্বক দোষের ভাগ বিবেচনা করিয়া ঔষধের গুণাগুণ বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া উত্তম যোগ কল্পনা করা বিধেয়। যথা—

"যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণ মুত্তমং ভেষজং ভবেৎ।
ভেষজঞ্চাপি দুর্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষং॥"

অনুপান প্রকরণ।

রুচিকর, পুষ্টিকর, তেজস্কর, দোষ সমূহ ভেদকর, তৃপ্তিকর, ভার লাঘবকর; শ্রম, ক্লেশনাশক, দোষ সকলের শমন বিশেষ, পিপাসানাশক, বল এবং বর্ণকর সেই সেই অনুপান কথিত। যথা—

"রোচনং বৃংহণংং দোষ সংঘাত ভেদনং।
তর্পণং মার্দ্দব করং শ্রম ক্লমহরং পরং॥
দোষাশ্চ প্রশমনং পিপাসা চ্ছেদনং পরং।
বলবর্ণ করঞ্চাপি অনুপান তদুচ্যতে॥"

বায়ুরোগে ঔষধির অনুপান স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ, পিত্তরোগে মধুর শীতল এবং কফজ রোগে রুক্ষ এবং উষ্ণ ব্যবস্থেয় জানিবে। যথা—

"স্নিগ্ধোষ্ণং মারুতে শস্তং কফে রুক্ষোষ্ণমীষ্যতে।
অনুপান হিতং বারি পিত্তে মধুর শীতলং॥"

যেরূপ তৈল জলগত ক্ষণমাত্রে প্রসারিত হয়, তদ্রূপ অনুপান সংযোগে ঔষধি প্রসরণ হইয়া ব্যাপিত হয়। যথা—

"যথা জলগতং তৈলং ক্ষণে নৈব প্রসর্পতি
তথা ভৈষজ্য মধ্যেষু প্রসর্পত্যনুপানত॥"

রাসায়নিক ঔষধ বিজ্ঞান।

শ্বেত-কাপোতী, কৃষ্ণ-কাপোতী, গোনসী, বারাহী, কন্যা, ছত্রা, অতিছত্রা, করেণু, অজা, চক্রকা, আদিত্যপর্ণিনী, ব্রহ্মসুবর্চ্চলা, শ্রাবণী, মহাশ্রাবণী, গোলোমী, অজলোমী এবং মহাবেগবতী। এই সকল মহৌষধি সোমের সদৃশ বীর্য্যবিশিষ্টা জানিবে।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকলের ক্রিয়া স্তুতিশাস্ত্রে সোমের সদৃশ অভিহিত হইয়াছে। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ক্ষীরবতী ঔষধ সকলের ক্ষীর কুড়ব পরিমাণে এককালে পান করা বিধেয়। যে সকল ঔষধিতে ক্ষীরাভাব, কেবল মূল বিশিষ্ট, তাহাদিগের প্রদেশীনি প্রমাণ তিনটী কাণ্ড ভক্ষণ করা ব্যবস্থেয়।

শ্বেত কাপোতীর মূল এবং পত্র সহিত ভক্ষণ করা উচিত।

গোনসী, অজগরী ও কৃষ্ণকাপোতী; এই তিনকে খণ্ড খণ্ড পূর্ব্বক সনখমুষ্টি অর্থাৎ মুটা করিয়া তাহাতে যত পরিমাণে ধরে তাহা লইয়া স্নেহকর বিধি অনুসারে কষায় কল্পমত দুগ্ধ সহ সিদ্ধ করিবে। তৎপর দুগ্ধ স্রাবিত করিয়া লইয়া পান করা কর্ত্তব্য। চক্রকর দুগ্ধ একবার মাত্র পাক করা ব্যবস্থেয় জানিবে।

ব্রহ্মসুবর্চ্চলা,—সপ্তরাত্র সেবন করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধি সকল সেবন করিলে কলেবর যুবার সদৃশ, পশুরাজ বিক্রান্ত এবং অত্যন্ত মনোহর হয়।

ঔষধ বিজ্ঞান।

অজগরি।

কপিলবর্ণের বিচিত্র মণ্ডলবিশিষ্ট পঞ্চপত্রযুক্ত সর্পের তুল্য এবং পঞ্চ অরত্নি প্রমাণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। অরত্নি শব্দের অর্থ, কর্পূর হইতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত।

শ্বেত-কাপোতী।

নিষ্পত্র, সুবর্ণের সম প্রভাযুক্ত, দুই অঙ্গুল পরিমিত, মূল বিশিষ্ট, সর্পের সম আকার এবং অন্তর্ভাগ লোহিতবর্ণ।

গোনসী

দ্বিপত্রী, মূলজা, অরুণবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলাক্রান্তা, দ্বিঅরত্নি প্রমাণ দীর্ঘা এবং গোনসের সম অর্থাৎ মণ্ডলী তোড়া সর্পের সম আকৃতি।

কৃষ্ণ-কাপোতী।

ক্ষীরবিশিষ্টা, রোমাক্রান্তা, মৃদী এবং ইক্ষুর তুল্য রসবিশিষ্টা।

ছত্রা এবং অতিছত্রা।

একপত্রা, মহাবীর্য্যা, অঞ্জনপ্রভা, কন্দজাতা এবং শ্বেত-কাপোতিতে সংস্থিত।

কন্যা ঔষধি।

কলাপীর রোমের তুল্য মনোহর দ্বাদশ পত্রযুক্ত, কন্দজাত, সুবর্ণবর্ণ ও ক্ষীরবিশিষ্ট।

করেণু।

দ্বিপত্রী, হস্তিকর্ণ, পলাশের সম পত্র, অত্যন্ত ক্ষীরবিশিষ্ট এবং গজাকৃতি কন্দ।

অজা।

ছাগলের স্তনের সম কন্দ, সক্ষীরা, শশী অথবা শঙ্খের সম শ্বেত অথবা পাণ্ডুর বর্ণবিশিষ্ট এবং হ্রস্ব বৃক্ষের আকার।

চক্রকা।

শ্বেতবর্ণ বিচিত্র পুষ্পবিশিষ্ট ও কাকাদনীর সম ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

আদিত্য-পর্ণিনী।

মূলবিশিষ্টা, কোমল, রক্তবর্ণ, পঞ্চপত্রবিশিষ্টা এবং সর্ব্বদা অনুবর্ত্তিনী। অর্থাৎ যে দিকে যখন রবি থাকেন সেই দিকেই নত হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম-সুবর্চ্চলা।

সুবর্ণের প্রভাবিশিষ্টা, সক্ষীর, বৃক্ষে পদ্মের তুল্য এবং বরষার অপগমে উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে প্রসারিত হইয়া থাকে।

শ্রাবণী।

অরত্নি প্রমাণ বৃক্ষ, দুই অঙ্গুল পরিমিত পত্র, নীলোৎপল সম পুষ্প এবং কর্জ্জলীর-বর্ণের সম ফল।

মহা-শ্রাবণী।

শ্রাবণীর সমস্ত লক্ষণযুক্ত, সুবর্ণবর্ণ, ক্ষীরবিশিষ্ট এবং পাণ্ডুবর্ণ।

গোলোমী এবং অজলোমী,—রোমবিশিষ্ট এবং কন্দজাত।

বেগবতী।

মূলজাত, হংসপদী লতার তুল্য বিচ্ছিন্ন, পত্রবিশিষ্ট অথবা সর্ব্বতোমতে শঙ্খ পুষ্পের সম অত্যন্ত বেগবিশিষ্ট এবং সর্পের খোলসের সদৃশ। বরষা ঋতুর অন্তে উদ্ভব হইয়া থাকে।

দেবসুন্দনামক হ্রদে এবং সিন্ধুনামক মহানদে বরষা ঋতুর শেষে এবং মধ্য সময়ে ব্রহ্ম সুবর্চ্চলা ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উপরোক্ত দুই স্থলে হেমন্ত ঋতুর অন্তে আদিত্য-পর্ণিনী উপলব্ধি হয়।

ঐ দুই প্রদেশে বরষার আরম্ভ হইলে গোনসী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কাশ্মীর প্রদেশে ক্ষুদ্র নামক দ্রবা সরোবরে কষ্টেণু, কন্যা. ছত্রা, অতিছত্রা. গোলোমী, অজলোমী এবং মহাশ্রাবণী; এই সকল ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে বসন্ত ঋতুতে কৃষ্ণসর্প নামে গোনসীও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কৌশিকী নদীর পারে পূর্ব্বদিকে তিন যোজন ভূমি বল্মীকে ব্যাপ্ত; সেই বল্মীকের উপরে শ্বেত-কাপোতী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মলয় এবং নলকেতু পর্ব্বত মধ্যে বেগবতী ঔষধি উৎপন্ন হয়।

সোমগিরি এবং অর্ব্বুদ গিরিতে সর্ব্ববিধ ঔষধ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চিকিৎসকদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়।

মানবদিগের দেহ দোষ, ধাতু, মল এবং আধার; এই চারির অধিকার আছে।

দোষ কথন।

বায়ু, পিত্ত এবং কফ; এই তিনকে দোষ বলিয়া জানিবে।

ধাতু কথন।

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র; পণ্ডিতেরা এই সাতকে সপ্ত ধাতু নির্দ্দেশ করেন।

মল কথন।

বিষ্ঠা এবং মূত্রাদি মল বলিয়া কথিত আছে।

আধার কথন।

আমাশয়-আধার।

মানবগণ আহার করিলে সেই আহার যে স্থানে গিয়া জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক হয়, সেই স্থান নাভীর ঊর্দ্ধভাগে স্থিত জানিতে হইবে, তাহার নাম আমাশয় আধার। ১।

পকাশয় আধার।

অন্নাদি পরিপাক হইয়া যে স্থানে গিয়া অবস্থিত হয়, সেই স্থান নাভীর অধঃভাগে স্থিত, তাহার নাম পকাশয় আধার ॥ ২ ॥

মূত্রাশয় আধার।

উক্ত পকাশয় আধারের অধোদেশস্থিত মূত্রাশয় আধার, সেই মূত্রাশয় আধার হইতে লিঙ্গ পথ দিয়া মূত্র বহির্গত হইয়া থাকে। ৩।

দ্বিবিধ রক্তাশয় আধার।

আমাশয়ের দুই ভাগে পাঁজরার ভিতরে যে দুই আধার আছে, তাহাদের নাম যকৃত। যকৃত দক্ষিণভাগে এবং প্লীহা বামভাগ স্থিত জানিতে হইবে।

যকৃৎ এবং প্লীহা দুই রক্তাশয়, অর্থাৎ রক্ত জন্মিয়া ঐ দুই স্থানে সঞ্চিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিত হয়। নাভীর উর্দ্ধভাগে ও অধোভাগে যে দুই স্থান আছে সেই দুই স্থানের মধ্যস্থলে নাভীমূলে যে পাকের স্থান আছে, তাহার অধোদেশে যে মলের স্থান, তাহার নাম উণ্ডক এবং লিঙ্গমূলে যে মূত্রের স্থান আছে, তাহার নাম ফুস্‌ফুস্। আমাশয় এবং পকাশয়ের মধ্যস্থলে যেস্থান আছে, তাহার নাম পুপ্তণ্ড ; আহার করিলে, নাগ বায়ুদ্বারা সেই আহার যে স্থানে গিয়া পক হইয়া অন্যস্থানে যাইবার যোগ্য হইয়া থাকে, তাহার নাম গ্রহণী। নাভীর উর্দ্ধে পিত্তের স্থান, সেই স্থানই দেহের তেজের স্থান এবং মূলস্বরূপ, তাহা নাশ হইলেই দেহ নষ্ট হয়, একারণ বিচক্ষণ বৈদ্য তাহার রক্ষা জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

দেহ দুষ্ট বশতঃ বাত, পিত্ত এবং কফকে দোষ বলা যায় এবং বিষ্ঠা ও মূত্রাদি দেহকে ম্লান করে বলিয়া তাহাদিগকে মল বলিয়া থাকে।

দিবা ও রাত্রিতে কফ, পিত্ত এবং বায়ুর সময় কথন।

যে ঋতুতে দিনমান যত দণ্ড থাকিবেক, তাহা তিন অংশ করিয়া প্রথম যত দণ্ড হইবেক, তাহা কফের, তৎপর পিত্তের এবং শেষ বায়ুর অধিকার জানিবে। কিন্তু প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন এই তিন কালের প্রত্যেক কালের দুই দণ্ড করিয়া সন্ধিকাল ত্যাগ করিয়া কফ, পিত্ত এবং বায়ুর ভোগ জানিতে হইবে। ঐ তিন সন্ধিকালে কফ পিত্ত এবং বায়ু একত্রিত হইয়া অধিকারী হইয়া থাকে। রাত্রিকালেও ঐরূপ নিয়মে কফ, পিত্ত এবং বায়ুর ভোগ জানিতে হইবে, রাত্রিকালে সন্ধিকাল আর পরিত্যাগ করিতে হইবে না।

শরীরস্থ কফ, পিত্ত এবং বায়ুর অধিকার কথন।

কটিদেশ হইতে সমস্ত অধোভাগ কফের অধিকার, কটিদেশ হইতে উর্দ্ধে গলদেশ অবধি পিত্তের অধিকার, গলদেশ হইতে কেশমূল পর্য্যন্ত বায়ুর অধিকার এবং সমস্ত সন্ধিস্থানে

বাতশ্লেষ্মার অধিকার জানিতে হইবে। কলিযুগের মানবদিগের পরমায়ুর নিয়মাভাব বলিয়া অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তাহাতে বৎসর মধ্যে ঐ কফ পিত্ত এবং বায়ুর কি প্রকার অধিকার হইবেক, তাহা বিচক্ষণ বৈদ্য আপন বিবেচনা দ্বারা কলিযুগের মনুষ্যের একশত বৎসর আয়ু ইহাই স্থির করিবেন এবং তাহা তিন অংশ করিয়া পূর্ব্ব কথিতমতে পূর্ব্বোক্ত কফ, পিত্ত এবং বায়ুর অধিকার জানিবেন। কফ এবং পিত্ত, এ উভয়ই অচল, কেবল বায়ুকে সচল জানিতে হইবে। বায়ুর শক্তি সহকারেই কফ এবং পিত্ত গমন করিয়া থাকে। যেরূপ প্রবল পবনদ্বারা মেঘ সহজে গমন করে, তদ্রূপ বায়ুর দ্বারা কফ এবং পিত্ত মনুষ্যদিগের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিত হইয়া থাকে। একারণ তত্ত্বদর্শী চিকিৎসকগণ কোন কোন রোগে কফ পিত্তকে সাম্য রাখিয়া প্রথমতঃ বায়ুর দমনই করিয়া থাকেন।

নাভির অধোদেশে যে পক্কাশয় আধার আছে তাহা বায়ুর স্থান, নাভির উর্দ্ধে যে আমাশয় আধার আছে তাহা কফের স্থান এবং উভয় স্থানের মধ্যদেশে অনল সদৃশ পিত্তের স্থান বলিয়া বিদিত আছে।

যদিচ পক্কাশয়, কটিদেশ, গুহ্য, কর্ণ, চক্ষু এবং স্পর্শেন্দ্রিয় এ সমস্ত বায়ুর অধিকার বলিয়া কথিত আছে, তথাচ পক্কাশয়ই বায়ুর নিত্যধাম জানিতে হইবে; তদ্দ্বারা শীতোষ্ণাদি বোধ ও কোমল কঠিন যে বোধ হয় তাহাকে স্পর্শেন্দ্রিয় বলে।

পঞ্চপ্রাণের অবস্থিতি স্থান।

প্রাণ বায়ু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহ্যে, সমান বায়ু নাভিতে, উদান-বায়ু কণ্ঠে এবং ব্যান বায়ু সর্ব্বাঙ্গে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

পঞ্চপ্রাণের কার্য্য।

প্রাণবায়ু—দেহের রক্তচালনা করেন। ১।

অপান বায়ু—অন্নের গ্রাস গ্রহণ করতঃ আপন শক্তি দ্বারা পক্কাশয় আধারে লইয়া যান। অপান বায়ুর শক্তিতেই প্রাণবায়ু কার্য্য করিয়া থাকেন। ২।

উদান বায়ুর—শক্তি দ্বারা বমন, উদ্গার এবং শ্বাসাদি হইয়া থাকে। ৩।

সমান বায়ু—পক্কাশয় এবং আমাশয় এই উভয়স্থলের মধ্যে যে নাভিস্থান আছে, তাহাতে অগ্নিরূপ যে পিত্ত, সেই পিত্তরূপ অনলের সহায় বলিয়া কথিত আছে। সেই সমান বায়ুই অন্নাদি পাক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকেন। ৪।

ব্যান বায়ু—পক্কাশয়ে থাকিয়া মল মূত্র ত্যাগ এবং বন্ধ করিয়া থাকে। ঐ ব্যান বায়ু বিষ্ঠা, মূত্র, শুক্র এবং রুধির ঐ সমুদায়ের অন্তর্গত ও সকল শরীরে ব্যাপিত আছেন। ৫।

পঞ্চভূত কথন।

ক্ষিতির্জলং তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
এতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিক॥

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ; এই পাঁচটি ভূত সংযোগে দেহ নির্ম্মিত হয়।

মাংস, অস্থি, ত্বক, নখ এবং নাড়ী; এই পাঁচটি ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবীর গুণ। ১।

রেত, কফ, রক্ত, মল এবং মূত্র; এই পাঁচটি জলের গুণ। ২।

ক্ষুধা, নিদ্রা, হাস্ত, ভ্রম এবং আলস্য; এই পাঁচটি অগ্নির গুণ। ৩।

অবলম্বন, চালন, প্রক্ষেপণ, সঙ্কোচ এবং প্রসব; এই পাঁচটি বায়ুর গুণ। ৪।

কাম, রাগ, স্পৃহা, লজ্জা এবং মোহ; এই পাঁচটি আকাশের গুণ বলিয়া বিদিত আছে।

শ্লেষ্মা কথন।

শ্লেষ্মা এবং কফ উভয়ের একার্থ, জলরূপে থাকিলে, শ্লেষ্মা এবং বিকার প্রাপ্তে মলরূপ কফ বলিয়া কথিত হয়। ইহার স্থান বক্ষঃ, কণ্ঠ, মস্তক, উদরের ঊর্দ্ধ, বক্ষের অধঃ অর্থাৎ যে স্থলে কড়া জন্মে সেই স্থান, শরীরের সন্ধিস্থল সমূহ, আমাশয়, রস, মেদ, নাসিকা এবং জিহ্বা, এ সকল অপেক্ষা বক্ষঃস্থলেই বিশেষরূপে থাকে। ইহার মধ্যে আমাশয়স্থ কফ পঞ্চনাম ধারণ পূর্ব্বক পঞ্চকার্য্য করিয়া থাকে।

কফের পঞ্চ নাম ও কার্য্য কথন।

অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক এবং শ্লেষ্মক।

অবলম্বক রুদ্ররূপী কফ জলরূপে আমাশয়ে অবস্থিতিপূর্ব্বক দেহরক্ষা ও দেহ নাশের কারণ ভূত হইয়া থাকেন। রক্ষা এবং নাশ এ উভয়ের কারণ বলায় সহজেই সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে পারে, একারণ তাহার দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইল। যথা—বিষ সর্পের মুখে থাকিয়া তাহাকে নাশ করে না, বরঞ্চ নির্ব্বিষ সর্পাপেক্ষা বিষবিশিষ্ট সর্পকে বলবান করিয়া থাকে। সেইরূপ অবলম্বক কফ আমাশয়ে অবস্থিতি করিয়া আমাশয়স্থ কফ এবং পিত্ত ইহারা পরস্পর নাশ হইতে রক্ষা করতঃ দেহ রক্ষা করিতেছেন। অতএব অবলম্বক কফকেই শরীর রক্ষার কারণ জানিতে হইবেক। ১।

ক্লেদক,—কফ, আমাশয়স্থ দ্রব্যাদিকে কর্দ্দম তুল্য করিয়া থাকে। ২।

বোধক,—রসনাতে থাকিয়া রসবোধ উপলব্ধি করে। ৩।

তর্পক,—মস্তকে থাকিয়া রস উপলব্ধি করে। ৪।

শ্লেষ্মক,—দেহের সন্ধিতে স্থিতি করিয়া শিথিল করতঃ গমনাদি করিয়া থাকে। ৫।

কিন্তু শ্লেষ্মক না থাকিলে হস্তপদাদির প্রসারণ আকুঞ্চনাদি ঘটিত না, মানব-দেহ দণ্ডসদৃশ দণ্ডায়মান থাকিত। কফ ক্রুর হইলে সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করতঃ পীড়াপ্রদ হয়।

দেহ নাশের কারণ।

প্রাণ্ডিকাল উদয় হইলে দেহরক্ষক পূর্ব্বোক্ত অবলম্বন কফ শরীর রক্ষার মূল আমাশয়স্থ কফ পিত্ত এবং বায়ু এই তিনের মধ্যে কফ এবং পিত্তকে গ্রাস করতঃ বায়ুকে ধ্বংস করিতে না পারিয়া দেহকে নষ্ট করিয়া থাকে।

শোধন ও মারণাদি প্রকরণ।

হিঙ্গুল শোধন।

মেষক্ষীরেণ দরদ মম্লদ্রব্যেণ ভাবিতং।
সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধময়াতি নিশ্চিতং॥

ঐ অন্যরূপ।

আর্দ্রকস্য রসৈর্ভাব্যং শুদ্ধং ভবতি হিঙ্গুলং।

ভেড়ার দুগ্ধে হিঙ্গুল মর্দ্দন করতঃ রৌদ্রে শুখাইয়া পুনঃ কাঁজিতে মর্দ্দন করতঃ শুষ্ক করিবে। এইরূপ সাতবার করিলে হিঙ্গুল শোধিত হয়।

অন্যমতে।—আর্দ্রকরসে হিঙ্গুল সপ্তবার ভাবনা দিলে শোধিত হয়।

পারদ শোধন।

ক্ষুদ্রভাণ্ডে রসং কৃত্বা বালুকা যন্ত্র মধ্যগং।
ষড়্গুণং গন্ধকং তত্র ক্ষিপেদল্পোদল্পকং শনৈঃ॥
তৈলরূপং যদা গন্ধং স্ততোঽবতারয়েদ্ধৃতং।
সাঙ্গ শীতে দৃঢ় গন্ধে স্ফোটয়িত্বা রসং নয়েৎ।
সর্ব্বরোগেষু দাতব্যং রসো ব্যাধি নিসূদনে॥

বালুকাপূর্ণিত হাঁড়ির ভিতরে একটী ক্ষুদ্র ভাণ্ড বসাইয়া অগ্রে তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ গন্ধক দিয়া তাহার উপরে পারদ রাখিবে। তৎপর অগ্নির উত্তাপ দিতে হইবে, তাহাতে ঐ গন্ধক গলিতে আরম্ভ হইলে ক্রমে পারদের ছয়গুণ গন্ধক অল্পে অল্পে প্রদান করিবে। সমুদায় গন্ধক গলিয়া তৈলবৎ হইলে, সত্বরে যন্ত্র নামাইয়া শীতল করিবে। উক্ত গন্ধক দৃঢ় হইলে পাত্র ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর হইতে পারদ গ্রহণ করিবে। তাহাই শোধিত পারদ, সকল রোগে মাত্রানুসারে প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

পারদ খনির মধ্যে আকর হইতে উৎপন্ন হয়। পারদ দেখিতে জলের তুল্য, দ্রবীভূত রূপার সম উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ, গন্ধ এবং আস্বাদন রহিত, জল অপেক্ষা ১৩॥০ গুণ ভারি। পারদের মত তরলতা অপর বস্তু আর ভারি নাই। পারা সন্তাপ প্রাপ্তে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।

রসকর্ম্ম কথন।

শুদ্ধিমূর্চ্ছা মারণং চ বর্দ্ধনশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।
রসকর্ম্ম সমাসেন শৃণু তস্য পৃথক্ পৃথক্ ॥

পারদের শুদ্ধি মূর্চ্ছা, মারণ এবং বর্দ্ধন; এই চারিপ্রকার কর্ম্ম পৃথক পৃথকরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

অশুদ্ধ পারদের দোষ কথন।

নাগ বঙ্গ মলোবহ্নিশ্চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরিঃ।
অসহ্যাগ্নি মহাদোষা স্বভাবে পারদেস্থিতাঃ ॥

সীসক এবং রাং সহ দুই সংযোগ দোষ, মলদোষ, চাঞ্চল্যদোষ, বিষদোষ এবং প্রস্তরাদি চূর্ণ সংযোগদোষ; এই সাতপ্রকার অসহ্য মহা অনলের সম বিশেষ দোষ স্বভাবতঃ পারদে আছে।

অশুদ্ধ পারদের সপ্তদোষ অপকার কথন।

জাত্যাপন্নপলীনাগাৎ বহ্নি দোষেণ কুষ্ঠতা।
দেহাস্থিবদ্ধ চাঞ্চল্য বঙ্গে দাহো বিষমৃতে ॥
মলং গিরিম্ তথাদোষে জাড্যোদ্বর্ত্তিদোষোদ্ভবং।
তস্য দোষা বিশুদ্ধ্যার্থ শোধনং বহুধা স্মৃতং ॥

১। নাগদোষ জন্য—শরীরের জড়তা এবং দেহ লোলিত হয়।
২। অগ্নিদোষ জন্য—কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।
৩। চাঞ্চলদোষ জন্য—অস্থি সকল আবদ্ধ হইয়া থাকে।
৪। বঙ্গদোষ জন্য—দেহে দাহ উপলব্ধি হয়।
৫। বিষদোষ জন্য—দেহ নষ্ট হইয়া থাকে।
৬। মলদোষ জন্য—দেহের জড়তা বাড়িয়া উঠে।
৭। গিরিদোষ জন্য—ঐ ঐ ঐ।

সংস্কারে রসের মাত্রা কথন।

শতং পঞ্চাশতং বাপি পঞ্চবিংশ দশৈরপি।
পঞ্চ কিম্বা পলৈশ্চৈব পলার্দ্ধং কর্ষমেব চ ॥
কর্ষ ন্যূনং ন কর্ত্তব্য সংস্কার রসকর্ম্মণি ॥

১০০ পল অথবা ৫০ পল কিম্বা ২৫ পল বা ১০০ পল কি ৬ পল কিম্বা ৪ তোলা অথবা ২ তোলা; ইহার অল্প রস লইয়া সংস্কারক্রিয়া করা অবিহিত জানিবে।

পারদের সংস্কারারম্ভ

লৌহদণ্ডেন যত্নেন সুদৃঢ়ে গ্রাবসম্ভবে।
তৎগর্ত্তে মর্দ্দয়েৎ সূতং সিদ্ধমন্ত্রেণ মন্ত্রিতং॥

যত্নপূর্ব্বক লৌহদণ্ডদ্বারা প্রস্তরের গর্ত্তে সিদ্ধমন্ত্র পড়িয়া পারদ মর্দ্দন করিবে।

পারদ মর্দ্দন সিদ্ধমন্ত্র।

নমোঽঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্য।
সর্ব্বতং সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিণে॥

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ শঙ্করকে প্রণাম পূর্ব্বক রসক্রিয়া আরম্ভ করিতে হয়।

পারদ মর্দ্দন কথন।

ভিষকসংমর্দ্দয়েৎ চূর্ণং মিলিত্বা ষোড়শাংশতঃ।
সুপক্ব গলিতং বস্ত্রেতু বক্ষ্যমাণং দ্রবাদিভিঃ॥
মর্দ্দয়েৎ মূর্চ্ছয়েৎ সূতং পুনরুত্থাপ্য নিত্যশঃ॥

রস সংস্কার জন্য চূর্ণদ্রব্য পারদ সহ মিলাইতে হইলে, রসের ১৬ ভাগের একভাগ চূর্ণ লইতে হইবে, তাহাতে মাড়িয়া পারদ ছাঁকিয়া লইবে। তৎপর দ্রবদ্রব্য ২ পল রসে ২ তোলার সহ মর্দ্দন করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে। এইরূপ নিত্য পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন অবশ্যের জানিবে।

পারদের পূর্ব্বোক্ত সপ্তদোষ দূরীকরণ।

নাগদোষ খণ্ডন।

রোসন ইষ্টকা ধূম্যো ঊর্ণায়ু.ভস্মচূর্ণকে।
জম্বীর দ্রবসংযুক্তে নাগদোষাপশান্তয়ে॥

প্রথমতঃ,—পারদ ১৬ তোলা, ২ তোলা রোসন রসে মাড়িয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে।

দ্বিতীয় ১ তোলা ইষ্টকচূর্ণে মাড়িয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে।

তৃতীয় ১ তোলা ঝুলে মাড়িয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে।

চতুর্থ,—এক তোলা মেষলোম ভস্মে মাড়িয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে, তৎপর গোঁড়া লেবুর রসে মাড়িয়া নির্ম্মল করিলে, পারদের নাগ দোষ রহিত হয়।

বঙ্গদোষ খণ্ডন।

আরনালেন চোষ্ণেণ বঙ্গদোষং বিশুদ্ধয়েৎ

উত্তপ্ত কাঁজিতে পারদ মাড়িলে বঙ্গদোষ রহিত হয়।

মলদোষ খণ্ডন।

রাজবৃক্ষস্য মূলচূর্ণঞ্চ মহাকর্ণস্তথৈবচ
মর্দ্দয়েৎ ভিষকো যত্নে মলদোষং বিশুদ্ধয়েৎ ॥

পিয়াল মূলচূর্ণ এবং সোঁদাল মূল চূর্ণে ক্রমে পারদ মাড়িলে মলদোষ রহিত হয়।

অগ্নিদোষ খণ্ডন।

চিত্রকস্য চ চূর্ণেনসাকন্যা নাগ্নিনাশনং।

চিতামূল চূর্ণ এবং ঘৃতকুমারির রসে ক্রমে পারদ মাড়িলে অগ্নিদোষ রহিত হয়।

চাঞ্চল্য দোষ খণ্ডন।

কৃষ্ণধুস্তুরকদ্রাবৈ শ্চাঞ্চল্যঞ্চ নিবর্ত্তয়েৎ।

কৃষ্ণকধুতুরার মূলের রসে পারদ মাড়িলে চাঞ্চল্য দোষ রহিত হয়।

বিষদোষ খণ্ডন।

ত্রিফলা কন্যকাদ্রাবৈ বিষদোষঞ্চ শান্তয়ে ॥

ত্রিফলার রসে এবং ঘৃতকুমারির রসে পারদ মর্দ্দন করিলে বিষদোষ রহিত হয়।

গিরিদোষ খণ্ডন।

ত্রিকটু কন্যকাদ্রাবৈ গিরিদোষং প্রশান্তয়েৎ।

ত্রিকটু চূর্ণ এবং ঘৃতকুমারির রসে পারদ মর্দ্দন করিলে গিরিদোষ রহিত হয়। প্রত্যেক দোষ খণ্ডনার্থে মর্দ্দন করতঃ পূর্ব্ব লিখিতবৎ বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিতে হইবে।

এবং সংশোধিতং সূতং সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতং ॥

এইরূপে পারদকে শোধন করিলে সপ্তকঞ্চুক বর্জ্জিত হইয়া নির্ম্মল হইয়া থাকে।

রসস্বেদন কথন।

[illegible] রসং বদ্ধং জলেন স্বেদয়েদ্দিনং
নির্ম্মলং নিশ্চিতং সূতং সর্ব্বদোষাৎ বিমুক্তয়েৎ ॥

পারদকে সপ্তদোষ হীন করিয়া বস্ত্রে বাঁধিয়া জলে এক দিবস স্বেদ দিয়া লইলে নির্ম্মল রস বলিয়া কথিত হয় এবং সর্ব্ব দোষ রহিত হইয়া থাকে।

উত্থাপ্য সলিলে পশ্চাৎ তথা পাতালযন্ত্রকৈঃ।
ঘৃতার্দ্ধভাণ্ডে সংলগ্ন স্বেদদেয়ং বিধেয়তঃ॥

জলস্বেদনানন্তর রসকে বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করতঃ অর্দ্ধভাণ্ড ঘৃতের চুলিযন্ত্রে যথামত স্বেদ প্রদান করিবে। পারার বীর্য্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত এই স্বেদনক্রিয়া বিশেষ কর্ত্তব্য।

ব্যাধি দূরীকরণ জন্য স্বেদ কথন।

মূর্চ্ছনার্থ রসঞ্চৈব দোলাযন্ত্রে কৃতং পচেৎ।
দিনং ব্যোষং বরা বহ্নি কন্য কোন সকাঞ্জিকৈ।
দোষ দোষাপমুক্ত্যর্থং দিনং স্বেদনমুচ্যতে॥

মূর্চ্ছন করিবার জন্য রসকে পুনঃ দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, ঘৃতকুমারী, কুল এবং কাঁজি; এই সকলের কাথ এবং রসে ক্রমান্বয়ে এক এক দিবস স্বেদনে রসও সর্ব্বদোষ রহিত হইয়া শমন তুল্য হয়। (ত্রিকটু এবং ত্রিফলার কাথে চিতামূল, ঘৃতকুমারী এবং কেবল কাঁজিতে)

পারদের এই সমস্ত কার্য্য বিশেষ কঠিন, বহু দিবস এবং বহু পরিশ্রম করিলে পারদ শোধিত হয়। কিন্তু হিঙ্গুলার্থ যে রস তাহা ঐসকল দোষ বিহীন; তাহাই শোধন করিয়া ব্যবহার করা বিধেয়।

হিঙ্গুলার্থ রস শোধন।

জম্বীরাণাদ্রবেণৈব পারিভদ্ররসেন বা।
যামং সংমর্দ্দয়েৎ যত্নাং রসোগ্রাহ্য সুনির্ম্মলং॥

গোঁড়ালেবুর রসে কিম্বা পালিধারসে হিঙ্গুলার্থ রসকে যত্নযোগে এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া শুখাইলে সেই রস নির্ম্মল অর্থাৎ শোধিত হয়, তাহাই গ্রহণ করিবে।

ঊর্দ্ধ পাতন হেতুনাং রসং নপুংসকং তথা।
তস্য দোষ বিশুদ্ধায় স্বেদদত্যাৎ সসিন্ধুজৈঃ॥

ঊর্দ্ধপাতনক্রিয়া দ্বারা হিঙ্গুলার্থ রস শোধন জন্য নপুংসক দোষ উদ্ভব হয়, সেই দোষ দূরীকরণার্থ অর্থাৎ পারদের রস ও উৎসাহহেতু সৈন্ধব সহিত জলে (দোলাযন্ত্রে) স্বেদ দিয়া লইবে।

ষড়্গুণো বালজারণং বিনা ন খলু রসেন্দ্রো রুজাহরণক্ষমঃ।

ষড়্গুণ গন্ধকে জারিত ব্যতীত পারদ-পীড়া নাশ করিতে ক্ষম হয় না।

ষড়্গুণ বলিজারণ বিধি।

পারিভদ্ররসে পিষ্টা হিঙ্গুলং যাসৈক জম্বীর রসেন পুনঃ।
ষড়্গুণে বলিনা সহ মিশ্রং ডম্বুরযন্ত্রোদরেবিপাচিতৈঃ॥
হিঙ্গুলোদ্ভব সুনির্ম্মল সসণ্ডে, হরত্যাশু সর্ব্বরোগশ্চ শীঘ্রং।

হিঙ্গুলকে পালিধারসে একবার এবং গোঁড়ালেবুর রসে একবার মর্দন করিয়া হিঙ্গুলের ছয়গুণ গন্ধক তাহাতে মিলিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিবে, তৎপর যথামতে ডম্বুরযন্ত্রে চুলিতে পাক করিয়া ঐ উর্দ্ধপাতন ক্রিয়ায় রসকে সাধন করিয়া লইবে। সেই হিঙ্গুল-উৎপন্ন সুনির্ম্মল (শোধিত পারদ) আশু সর্ব্বপ্রকার রোগকে নাশ করে। যদি হিঙ্গুলকে এ প্রকার সাধনে পারদ বাহির করা না হইয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত মত যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নীচের লিখিত মতে রসকে ষড়্গুণ বলিজারণ করিয়া লওয়া ব্যবস্থেয় জানিবে।

বালিপূরিত একটী হাঁড়ির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ভাঁড় বসাইয়া প্রথমে সেই ভাঁড়ের ভিতরে কিঞ্চিৎ গন্ধক দিয়া তাহার উপরে পারদ রাখিবে। তৎপর অগ্নির উত্তাপে গন্ধক গলিবার সময়ে তাহাতে পারদের ছয়গুণ গন্ধক অল্পে অল্পে প্রদান করিবে। সমস্ত গন্ধক তৈলের সম দ্রব হইলে, সত্বর যন্ত্র নামাইয়া শীতল করিবে। তৎপর উক্ত গন্ধক দৃঢ় হইলে ছিদ্র করতঃ তাহার ভিতর হইতে পারদকে গ্রহণ করিবে।

পারদের গুণ।

শুদ্ধরসো ভবেদ্ ব্রহ্মা মূর্চ্ছিতস্তু জনার্দ্দনং।
মারিত রুদ্ররূপস্যাৎ বর্দ্ধসাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ॥

শুদ্ধরস—ব্রহ্মার সম গুণ, মূর্চ্ছনরস—বিষ্ণুর সম গুণ, ভস্মরস—রুদ্রের সম গুণ এবং বর্দ্ধরস—সাক্ষাৎ শিবের সম গুণ ধারণ করে।

পারাভস্ম কথন।

গন্ধকেন সমং সূতং নিগুণ্ডী রসমর্দ্দিতং।
পাচিতং বালুকা যন্ত্রে রস ভস্ম প্রজায়তে॥

গন্ধক এবং পারদ সমভাগে মিলিত করিয়া নিসিন্দাপাতার রসে মর্দন করত স্থালীমধ্যে পুরিয়া উত্তমরূপে লেপ সহযোগে মুখ বন্ধ করিবে। তৎপর বালুকা দ্বারা উর্দ্ধ এবং অধঃ আচ্ছাদনপূর্ব্বক চুলির অগ্নিতে পাক করিলে পারদ ভস্ম হয়।

কর্জ্জলী প্রস্তুতকরণ।

গন্ধকেন রসং মর্দ্দ কর্জ্জলাভং যদা ভবেৎ।
তদা জ্ঞেয়ং মূর্চ্ছিতোহসৌ রোগহন্তাম সংশয়ঃ॥

শুদ্ধ গন্ধক সহিত শুদ্ধরস দৃঢ়রূপে মাড়িবে, যখন কর্জ্জলের আভা সম দেখা যাইবে, তাহাকে শোধিত রস বলিয়া জানিবেন। সেই মূর্চ্ছন রস (যাহাকে কর্জ্জলী কহে) সকল রোগনাশক বলিয়া ব্যক্ত আছে।

স্বর্ণশোধন।

নাগচূর্ণং সমং স্বর্ণং পুটকেন বিশুদ্ধতি।

১ এক তোলা সীসা গলাইয়া তাহাতে ১ এক তোলা স্বর্ণ মিলিত করিয়া দৃঢ়রূপে অগ্নির তাপ প্রদান করিবে। তৎপর কিঞ্চিৎ তৈল তাহাতে দিয়া কয়লা দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে কয়লা সকল উপরে উঠিলে ছাঁচে ঢালিবে। তাহাতে সীসা এবং স্বর্ণ পৃথক হইবে। (মুচিতে যে ময়লা দেখিবে তাহাকে মুদ্রাশঙ্খ কহে)।

মতান্তরে ঐ এবং সপ্তধাতু শোধন।

স্বর্ণরৌপ্য তাম্রকাংস্য লৌহ পিতল মেবচ।
এতেষাং সূক্ষ্মপাতানি বহ্নিতপ্তানি নিক্ষিপেৎ॥
নাগাঃ খর্পরি বঙ্গেচ গলিতেষুচ সেচয়েৎ॥

স্বর্ণ, রূপা, তামা, কাঁসা, লোহা এবং পিতলাদি, এই সমস্ত ধাতু সূক্ষ্ম অর্থাৎ পাতলা পাত করিয়া অগ্নিতে সন্তপ্ত করতঃ নীচের লিখিত দ্রব দ্রব্য ক্রমে ক্রমে ফেলিবে কিন্তু সীসা, দস্তা এবং রাং গলিয়া গেলে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

তৈলে তক্রে গবাংমূত্রে আর নালে কুলত্থকে।
ক্রমেণ সেচয়েৎ শুষ্কং দ্রবদ্রব্যে চ সপ্তধা।
স্বর্ণাদি সর্ব্বধাতুনাং শুদ্ধিমারাতি নিশ্চিত॥

তৈল, তক্র, গোমূত্র, কাঁজি এবং কুলত্থকলাই; এই সকলের কাথে ক্রমে ক্রমে সেচনান্তে তুলিয়া প্রত্যেকবারেই অগ্নিতাপে শুষ্ক করতঃ পুনঃ পুনঃ সেচন করিবে। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত দ্রব দ্রব্যে সপ্তবার নিক্ষেপ করিলে, স্বর্ণ প্রভৃতি সপ্তধাতু নিশ্চয়ই শোধিত হয়।

স্বর্ণপ্রভৃতি মারণ বিধি।

নাগে সুবর্ণং রজতঞ্চ তালে, গন্ধে চ তাম্রং শিলায়াঞ্চ নাগং।
তালে চ বঙ্গং গোমূত্রে চ লৌহং, তথৈব কীট্টং মাক্ষিকং সরক্তে॥

সীসাতে স্বর্ণ, হরিতালে রূপা, গন্ধকে তাম্র, মনঃশীলাতে সীসা, হরিতালে বঙ্গ, গোমূত্রে লৌহ এবং মণ্ডুর এবং হিঙ্গুলে স্বর্ণমাক্ষিক মারিতে হয়।

অন্যরূপ স্বর্ণমারণ বিধি।

শুদ্ধস্বর্ণসমং নাগং অর্কক্ষীরৈ রসেন বা।
সংমর্দ্দ্যং পুটকেনৈব ম্রিয়তে ক্ষণমাত্রতঃ॥

শুদ্ধ স্বর্ণপাত কাঁচি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করতঃ তাহার সমভাগ সীসার সহ আকন্দ বৃক্ষের আঠাতে কিম্বা ঐ বৃক্ষের মূলের রসে মাড়িয়া পুট দিলে, ক্ষণকালমাত্রেই স্বর্ণ ভস্ম হইয়া থাকে।

ঐ অন্যরূপ।

সংশুদ্ধং নির্ম্মলং স্বর্ণং নিম্বনীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
ষোড়শাংশ সুবর্ণঞ্চ নাগপত্রবিমিশ্রিতং॥
তদ্গোলকং সমং গন্ধং চূর্ণ দদ্যাত্ততঃপরি।
এবং স্থালীপুটে হেম মৃতোভবতি নান্যথা॥

বিশুদ্ধ সুবর্ণ ১ এক ভাগ এবং সীসা সুবর্ণের ষোল ভাগের এক ভাগ; একত্রে গোঁড়া লেবুর রসে মর্দন করতঃ (কিঞ্চিৎ পারার সহ সুবর্ণ গ্রাস করাইয়া) গোলাকৃতি করিবে; সেই গোলাকৃতির তুল্য গন্ধক চূর্ণ তাহাতে প্রদান পূর্ব্বক বস্ত্র মধ্যে পূরিত করতঃ পুট দিলে সুবর্ণ ভস্ম হইয়া থাকে।

ঐ অন্যরূপ।

শুদ্ধসূতং সমং হেমং পেষয়িত্বা তু গোলকং।
ঊর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা দেয়ং পুটং চতুর্দ্দশং॥
নির্দ্দোষং জায়তে ভস্মং গন্ধং দেয়ং পুনঃ পুনঃ॥

শুদ্ধ রস ১ এক ভাগ, শুদ্ধ স্বর্ণ ১ এক ভাগ লইয়া পারদের সহ সুবর্ণকে গ্রাস করাইয়া গোলাকৃতি করিবে, তৎপর মুচির মধ্যে পুরিবার কালে গোলকের ঊর্দ্ধ এবং অধোভাগে এক এক তোলা প্রমাণ ২ তোলা গন্ধক দিয়া যন্ত্রের মুখ আবদ্ধ করতঃ গজপুট দিবে এইরূপে চতুর্দশবার পুট প্রদান করিলে স্বর্ণ নির্দোষ হইয়া ভস্ম হয়। (প্রত্যেক পুটে গন্ধক পুনঃ পুনঃ প্রদান করা কর্ত্তব্য)।

স্বর্ণ পীতবর্ণ উজ্জ্বল সর্ব্বধাতু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অগ্নিতে গলাইলে ন্যূন হয় না, জল অপেক্ষা ১৯।০ গুণ ভারী।

অশোধিত স্বর্ণের দোষ কথন।

সৌখ্যবীর্য্যবলং হন্তা সর্ব্বরোগ করোতি চ।
অশুদ্ধং ন যুতং যোজ্যং তস্য শুদ্ধ্যন্তে মারয়েৎ॥

অশোধিত সুবর্ণ সুখ, শুক্র এবং বলের হানি করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিকে উৎপন্ন করে, এইকারণ শোধনান্তে সুবর্ণাদি মারিত করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

রৌপ্যশোধন বিধি।

নাগেন ক্ষাররাজেন ভারিতা শুদ্ধিমিচ্ছতি।

সীসা এবং যবক্ষার সহ রৌপ্য দ্রব করিয়া শীতল করিলে শোধিত হয়।

ঐ অন্যরূপ।

নাগেন টঙ্গনং বদ্ধা পিষ্টং তারং বিশুদ্ধতি।

সীসা এবং সোহাগার সহিত রূপা গলাইয়া পেষণ করিলে শোধিত হয়।

রৌপ্যভস্ম বিধি।

রৌপ্য চতুর্ভাগং ভাগৈকং শুদ্ধতালকং।
অত্র গন্ধকভাগেন জম্বীররসশেষিতং॥
সর্ব্বমেকত্রিতং কৃত্বা ক্রমৈ স্ত্রিভিঃ পুটৈ পচেৎ।
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহ গন্ধদেয়ং পুনঃ পুনঃ॥

রৌপ্য ৪ চারি ভাগ, শোধিত হরিতাল ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক এক ভাগ, এই সমস্ত একত্রিত করতঃ গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করতঃ স্থালীযন্ত্রে আবদ্ধ পূর্ব্বক তিনবার পুট দিলে রৌপ্য মৃত হইয়া থাকে। (প্রত্যেক পুটে গন্ধক প্রদান করা কর্ত্তব্য)।

ঐ অন্যরূপ।

তার মাক্ষিক গন্ধঞ্চ অর্কক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
পুটমেক প্রদানেন ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

রৌপ্য স্বর্ণমাক্ষিক এবং গন্ধক সমভাগে মিলিত আকন্দ বৃক্ষের আঁঠায় মর্দ্দন করিয়া একবার পুট দিলে রৌপ্য শোধিত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ রহিত জানিবে।

ঐ অন্যরূপ।

একবালি নিষ্কসূতং পিষ্টং কর্জ্জলকং সমং।
ততঃ শুদ্ধং রৌপ্যদলং সিকতাযন্ত্রকেন বা।
যোগাৎ গজপুটে পাচ্যং ভস্ম ভবতি নান্যথা॥

গন্ধক ১ এক অংশ, পারদ ২ দুই অংশ এবং রৌপ্যদল ৩ তিন অংশ; প্রথমে পারায় রূপা গ্রাস করণানন্তর গন্ধক সহ মর্দ্দন করতঃ কর্জ্জলী করিবে, তৎপর গজপুটে অথবা বালুকা-যন্ত্রে পাক করিলে রৌপ্য ভস্ম হয়; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঐ অন্যরূপ।

রজতঞ্চ সমং সূতং দ্বয়া তুল্যঞ্চ গন্ধকং।
জম্বীরস্য রসে লিপ্তং দেয়ং পুট চতুর্দ্দশং॥
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহ মমৃতবদ্রসায়নঃ॥

রৌপ্য ১ এক ভাগ পারার সহিত গ্রাস করাইয়া তাহার সহিত ২ দুই ভাগ গন্ধক দিয়া কজ্জলী করিবে, তৎপর জম্বীর রসে মর্দ্দন করতঃ শুখাইলে ক্রমে চতুর্দ্দশবার পুট দিবে, তাহা হইলে রৌপ্য মৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং ঐ পারদ অমৃত সম রসায়ন হইবে।

দগ্ধোত্থিতং মুচিতং যন্নির্ম্মলং কুন্দসন্নিভং।
গুরুস্নিগ্ধ কোমলঞ্চ তারমুক্ত সমেস্যতি॥

দ্রব্যাদির মিলিত দোষ হইতে রহিত যে রৌপ্য তাহাতে পোড়াইয়া মুচিযন্ত্র হইতে তুলিলে কুন্দপুষ্পের সম প্রভা এবং গুরুত্ব এবং নরম যে রৌপ্য তাহাই ব্যবহারযোগ্য।

তাম্র শোধন।

বিষদোষ ভবেৎ তাম্রে জ্ঞেয়ং বৈদ্য বিচক্ষণঃ।
বান্তিভ্রান্তিকরঞ্চৈব নষ্টদোষং প্রকীর্ত্তিতং॥

তাম্রে যে বিষ দোষ আছে তাহা বিচক্ষণ বৈদ্য জানেন। বমনাদি ক্রিয়া হইতে প্রমাদ উপদ্রব ঘটিয়া প্রাণ নষ্ট ঘটিয়া থাকে। একারণ নষ্ট দোষ বলিয়া কথিত আছে।

গোমূত্রে পাচয়েৎ যামং তাম্রপত্রং দৃঢ়াগ্নিনা।
বিশুদ্ধং জায়তে তাম্রং পশ্চাৎ মারণ উচ্যতে॥

তাম্রের পাত্র করিয়া দীপ্ত অগ্নিতে গোমূত্রের সহ চারি দণ্ডকাল পাক করিলে তাম্র শোধিত হয়। তৎপর মারণ ক্রিয়া কথিত হইতেছে।

তাম্রমারণ বিধি।

তাম্রং দ্বিগুণ গন্ধেন মুষাযন্ত্রে তথানবা।
উর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা রুদ্ধং গজপুটে পচেৎ।
নির্দ্দোষং জায়তে ভস্মং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

তাম্র ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ, তাম্রের উপরে এবং নীচে ঐ গন্ধক রাখিয়া গজপুটে কিম্বা চুলিতে পাক করিলে নির্দ্দোষ তাম্র ভস্ম হয়। সেই ভস্ম তাম্র সকল প্রকার রোগে ব্যবহার করা যায়।

সূতস্য দ্বিগুণং গন্ধং তাম্রপত্রদ্বয়ং সম।
চাতুর্যাম পচেৎ চুল্ল্যা দৃঢ়াগ্নিনাং ক্রমাস্ত্বিষক॥
সঙ্গং শীতঃ সমাদায় ততস্তাম্রং বিচূর্ণয়েৎ।
মৃয়তে নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

পারা ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ, তাম্রপত্র ৩ তিন ভাগ, একত্রিত করিয়া একখানি সরার্তে রাখিয়া অপর একখানি ছোট সরা আচ্ছাদন করতঃ গোময় এবং মৃত্তিকা দ্বারা বিস্তারিতরূপে লেপ দিয়া চুলিতে ক্রমশঃ দীপ্তাগ্নির জ্বাল দিবে, লেপ রক্তবর্ণ হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইলে পাক সিদ্ধ হইবে। তৎপরে অগ্নি হইতে তুলিয়া শীতল করতঃ সেই তাম্র চূর্ণ করিয়া লইবে। সেই সন্দেহ রহিত তাম্র সকল প্রকার রোগেই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মৃত তাম্রের বান্তিদোষ খণ্ডন।

বিবিধং মারিতং তাম্রং অম্লে যামং বিমর্দ্দয়েৎ।
তদ্গোলং শূরণং গর্ভে রুদ্ধা পশ্চাৎ বিলেপয়েৎ॥
শুষ্কং গজপুটং দদ্যাৎ সর্ব্বারাগহরা ভবেৎ।
বান্তিভ্রান্তি বিকারঞ্চ ন করোতি কদাচনং॥

নানারূপ বিধিমত যে মারিত তাম্র চূর্ণ পূর্ব্বক আমরুল শাকের রসে চারিদণ্ড মাড়িয়া গোলাকার করতঃ ওলের গর্ত্ত ভিতরে রাখিয়া ওলের খণ্ড দ্বারা সেই মুখ বন্ধ পূর্ব্বক গোময় এবং মৃত্তিকার লেপ দিয়া শুখাইয়া গজপুট দিবে, শীতল হইলে সেই তাম্র চূর্ণ করিয়া লইবে, তাহাতে বমি কিম্বা ভ্রমাদি রোগ উৎপন্ন হইবে না।

সীসা শোধন।

অগ্নিনা গালিতো নাগঃ রবিদুগ্ধেন সেচয়েৎ।
ত্রিরাত্রেণ ভবেৎ শুদ্ধি তদন্তে মারণোচ্যতে॥

সীসাকে গলাইয়া আকন্দবৃক্ষের আঠাতে নিক্ষেপ করতঃ তিন দিবস রাখিলে সীসা শুদ্ধি হয়। তৎপর সীসা মারণ বলা হইবে।

সীসা ভস্ম বিধি।

ত্রিভির্দন্তীপুটৈনৈব বাসারসে ততঃ পুনঃ।
স নাগং নিশ্চিতং ভস্ম সর্ব্ব মেহবিকারনুৎ॥

সীসাকে গলাইয়া দন্তীমূলের রসে ৩ তিনবার পুট দিবে, তৎপর ঐরূপে বাসক পত্রের রসে তিনবার পুট দিলে সীসা নিশ্চয়ই ভস্ম হয়; সেই সীসা ভস্মে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ উপশমিত হয়।

ঐ অন্যরূপ।

মনঃশিলাধুস্তং নাগং বাসারসে বিমর্দ্দিতং।
ত্রিভি গজপুটে ভস্মং সর্ব্বদেহগদঞ্চ নুৎ॥
কায় পুষ্টিকরং বলং বাতপিত্তকফাপহা॥

সীসা গলাইয়া তাহার তুল্য মনছাল চূর্ণ মিলিত করতঃ বাসক পাতার রসে মাড়িয়া তিনটী গজপুট দিলে সীসা ভস্ম হয়। সে সীসা সকল প্রকার মেহরোগ নাশক, দেহ পুষ্টিকর, সুস্থতাকর, বলকর এবং বাতপিত্ত কফজাত রোগ সমূহ নাশকর হইয়া থাকে।

ঐ মতান্তর।

ভুজঙ্গার্কক্ষীরে পিষ্টং স্থালীমধ্যে প্রপূরয়েৎ।
এবং সপ্তপুটে নাগং ভস্মসিন্দুর সন্নিভং।
গদং সর্ব্বং নিহন্ত্যাশু কায়পুষ্টিকরং পরং॥

আকন্দ আঠাতে সীসা মাড়িয়া কুঁপি যন্ত্রে পুরিয়া সাতবার পুট দিলে ভস্ম হইয়া সিন্দুরের সম প্রভাবিত হয়। সেই সীসাতে সকল রোগ আরোগ্য হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

রাঙ শোধন বিধি।

রঙ্গং চূর্ণোদকেনৈবং যামার্দ্ধেন বিশুদ্ধতি।

রাঙ্ গলাইয়া ৪ চারি দণ্ড চুণের জলে ফেলিয়া রাখিলে শোধিত হয়।

রাঙ ভস্মকরণ বিধি।

রঙ্গং তালং সমং পিষ্টং অর্কদুগ্ধেন সংপুটেৎ।
শুষ্ক সূর্য্যং ভবেৎ কল্কে সপ্তধা ভস্মতাং ব্রজেৎ॥

শোধিত রাং ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, আকন্দের আঠাতে মর্দ্দন করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনঃ পুনঃ গজপুট দিলে রঙ্গ নিশ্চয়ই ভস্ম হয়।

ঐ অন্যরূপ।

বিশুদ্ধরঙ্গ পত্রাণি দ্রাবয়ে কুম্ভগহ্বরে।
অপামার্গোদ্ভবং চূর্ণং তুল্যাসং তত্র মেলয়েৎ॥
লৌহদণ্ডেন বুদ্ধিমান্ শনৈস্তদ্ভি বিমর্দ্দয়েৎ।
... ত তাবৎ মর্দ্দঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
...ব কৃত্বা চাঙ্গারবর্জ্জিতৎ॥

নূতনেন সরাবেণ রোধয়েদন্তরে ভিষক্।
পশ্চাৎ তীব্রাগ্নিনা পকং রঙ্গভস্ম ভবেৎ ধ্রুবং॥

শোধিত রঙ্গের পত্র বটমধ্যে কিম্বা পুরু সরাতে রাখিয়া গলাইবে, তাহার সমতুল্য অপামার্গ অর্থাৎ আপাঙ্গের ক্ষার মিলিত করিয়া বিচক্ষণ চিকিৎসক লৌহদণ্ড দ্বারা ক্রমশঃ মর্দ্দন করিবে। যাবৎ ভস্ম না হইবে তাবৎ মর্দ্দন করিবে। তৎপর একত্র করতঃ অঙ্গার বিবর্জ্জিত হইলে নূতন সরাতে অন্য একখানি সরা আচ্ছাদিয়া বিশেষরূপে বন্ধ করিয়া প্রদীপ্ত অনলে পোড় দিলে রঙ্গ উত্তমরূপে ভস্ম হয়।

রঙ্গভস্ম বিধি।

গোময়ে প্রথমে দেয়ং তক্রে দদ্যাৎ দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে কাঞ্জিকে দদ্যাৎ চতুর্থে কটুতৈলকে॥
শুভলগ্নেন যোগেন শোধনং কারয়েদ্ভিষক্॥

রঙ্গ দ্রব করতঃ অগ্রে গোময়-রসে. দ্বিতীয়ে কাঁজিতে, তৃতীয়ে তক্রে এবং চতুর্থে কটু-তৈলে নিক্ষেপ করিবে। এরূপ ক্রিয়াচারে রঙ্গ শোধিত হয়।

ঐ অন্যরূপ।

সরাবৈ নিক্ষেপেৎ রঙ্গ দ্রাবিতঞ্চ দৃঢ়াগ্নিনা।
চূর্ণোপরি স্থিতং যত্নং পাচয়েৎ কুশলেভিষক্॥
ঘর্ষণং লৌহদণ্ডেন চূর্ণদেয়ং পুনঃ পুনঃ।
প্রথমে রজনী চূর্ণং দীপকঞ্চ দ্বিতীয়কে॥
তৃতীয়ে জীরকং দেয়ং চতুর্থে তিন্তিড়িত্বচং।
এবঞ্চ ক্রমেণ চূর্ণেন রঙ্গং নিশ্চন্দ্রিকং ভবেৎ॥
সঙ্গং শীত সমুত্থিতং ভস্ম চন্দ্রসমং প্রভং।
সক্ষারং লবণং রঙ্গং মেহঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্র জিৎ॥
পাণ্ডুঘ্ন ক্রিমিহৃৎ প্রোক্তং বহুমূত্রং বিনাশনং॥

দৃঢ় সরায় দৃঢ়াগ্নিতে রঙ্গ গলাইয়া প্রথমে হরিদ্রা চূর্ণ, দ্বিতীয়ে যমানি, তৃতীয়ে জীরাচূর্ণ এবং চতুর্থে তেঁতুলছাল চূর্ণ কিম্বা ঐ ক্ষার ক্রমে ক্রমে বৈদ্য যত্ন সহকারে লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে। (মতান্তরে) হরিদ্রাচূর্ণ, জীরাচূর্ণ, ত্রিফলাচূর্ণ, অশ্বত্থ ছাল চূর্ণ পূর্ব্ববৎ ক্রমে ক্রমে মাড়িতে নিশ্চন্দ্র হইয়া চন্দ্রপ্রভা সম শ্বেতাকৃতি হইলে রঙ্গ শোধিত হয়। সেই রঙ্গ ক্ষার লবণের আস্বাদন সম হয়, তাহাতে মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, ক্রিমি এবং বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

খর্পর (দস্তা) শোধন।

নরমূত্রে গোমূত্রে র্বা জলেনৈব স সৈন্ধবৈঃ।
ত্রিদিনং সপ্তাহং বাপি পাকং শুদ্ধতি খর্পর॥

নরমূত্রে অথবা গোমূত্রে কিম্বা সৈন্ধবযুক্ত জলে তিন দিবস অথবা সাত দিবস পাক করিলে খর্পর শোধিত হয়।

পিত্তল ও কাংস শোধন মারণ বিধি।

পিত্তলঞ্চ তথা কাংস্যং তাম্রবৎ মারয়েৎ পৃথক্।
তাম্রবৎ শোধনং তেষাং তাম্রবৎ গুণকারক॥

পিত্তল এবং কাঁসা তাম্রের সম পৃথক্ পৃথক্‌রূপে মারণ এবং শোধন করিবে।

লৌহ শোধন।

তথাপি লৌহচূর্ণানাং কদলিমূলবারিণা।
সপ্তধা বাভিসিঞ্চন্তি শুদ্ধমায়াতি মুত্তমং॥

তথাচ লৌহচূর্ণ সমূহ কদলীমূল রসে পূর্ব্বমতে উষ্ণ করিয়া সউষ্ণ পুনঃ পুনঃ সাতবার নিক্ষেপ করিলে লৌহ শোধিত হয়।

কান্তলৌহোত্তমং জ্ঞেয়ং সর্ব্বকর্ম্ম প্রশস্যতে।
মলং পার্শ্বি তথা কান্তং অন্যান্যানি বিরোধিতং॥
দাহজ্বরো ভবেদন্যে কফবাতীন্দ্রিয় শীতঃ॥

সকল প্রকার লৌহাপেক্ষা কান্ত লৌহ শ্রেষ্ঠ, ঐ কান্ত লৌহের পার্শ্বদেশস্থ মল ঔষধার্থে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অপর অপর লৌহ দেহের বিঘ্নকর জানিতে হইবে। অ.ান্য লৌহ সেবনে দাহ, জ্বর, কফবাত রোগ ও ইন্দ্রিয় সমূহ শৈথিল্যকর হইয়া থাকে। কা.ন্ত লৌহ পাণ্ডুবর্ণ, কান্ত লৌহে যে সমস্ত গুণ লক্ষিত হয়, উহা মণ্ডুরেও সেই সমস্ত গুণ আছে।

লৌহের গোমূত্র গন্ধ দূরীকরণ বিধি।

এবং সাম্যগ্নিশুদ্ধস্য লৌহ শুদ্ধন্তি মাক্ষিকং।
সমাশ মর্দ্দমানোড্য ত্রিফলাকাথ বারিণা॥
পুটান্তে লেপয়েৎ তক্রং মাক্ষিকাংশ মনঃশীলা।
বহ্নিকমপিতুস্থানং মূত্রগন্ধং বিশুদ্ধতি॥

প্রশুদ্ধ অগ্নিতে লৌহ শোধন জন্য সমভাগ স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত ত্রিফলার কাথে লজ্জালুকের ন্যায় করতঃ পুট দিয়া তৎপর পুনর্ব্বার মাক্ষিকের সমান অংশ মনঃশীলাসহ ঘোলে মাড়িয়া পুট দিয়া লইলে গোমূত্র গন্ধ দূর হইয়া লৌহ শোধিত হয়।

লৌহ মারণ বিধি।

বিমুক্ত মূত্রগন্ধস্য চারণালেন বাপ্লুতং।
পুটং দদ্যাৎ সমাদায় বস্ত্রপূতেন চালয়েৎ॥
ত্রিফলাভৃঙ্গরাজশ্চ হস্তিকর্ণশতাবরী।
দন্তী শালিঞ্চ বর্ষাভু কেশরাজাপরাজিতা॥
অস্থিসংহারকশ্চৈব মূলৈরেষাং পৃথক্ পৃথক্।
তোয়েন সূক্ষ্ম সংপিষ্টং পুটদেয়ং বিধানতঃ॥
দহনে লৌহমাদায় হস্তিকর্ণরসে পুনঃ।
পুটং দদ্যাৎ নিগচ্ছন্তি বস্ত্রপূতেন নির্ম্মলং॥
ততঃ সুগলিতং লৌহং পাচয়েৎ ত্রিফলাজলে।
দ্রব্যমষ্টগুণং তোয়ে শেষ চতুর্গুণে স্থিতং॥
আতপে শুষিতং লৌহং পুনঃ সংমর্দ্দয়েৎ ভিষক।
পশ্চাৎ গজপুটেনৈব মারয়েদবধানতঃ॥
ভূতস্তু মৃতয়োঃশুদ্ধং লৌহবতার্য্য এবচ।
স চাপি মৃতবৎগ্রাহ্য তথাচ মারয়েৎ পুনঃ॥
হস্তিকর্ণ পলাশশ্চ মূলিকা সরসে তথা।
ভৃঙ্গরাজকেশরাজ সরসে চ পৃথক্ পৃথক্॥
মিলিত্বা বারিধাতব্যা স্থালীপাকে ফলে সহ।
স্থালীপাকেন সংপকং প্রক্ষাল্য স্বচ্ছবারিণা॥
শুষ্কসং চূর্ণ যত্নেন পুটপাকেন প্রয়োজয়েৎ।
দশ দিবসপর্য্যন্তং গজপুট বিধীয়তে॥
শতাঙ্গস্তু সহস্রান্তো দেয়ং বৈদ্যো রসায়নং।
বাজীকরণ বিজ্ঞেয় পঞ্চ পঞ্চ দশান্তকং॥
তাবদ্দেয়ং পুটৎ লৌহং যাবচ্ছীর্ণকৃতং জলে।
নিস্তল রঙ্গেণ মুক্তেন জলে চরতি হংসবৎ॥
তাবচ্চূর্ণকৃতং যত্নাৎ যাবৎ কজ্জলকানিভং।
করোতি নিশ্চিতং নেত্রে নৈব পীড়ামলাবপি॥

ত্রিফলাদিগণপ্রোক্তং সামান্যপুটপাকতঃ।
বিশেষ পুটপাকেন বিশেষ ব্যাধিনাশকঃ॥
রসাভাবেপি সর্ব্বেষাং গ্রাহ্যকাথং মনীষিভিঃ॥

কান্তলৌহের গোমূত্রগন্ধ দূর করিয়া, সেই লৌহকে কাঁজিতে ফেলিয়া শুষ্ক করিবে, তৎপর পোড়প্রদান করতঃ উত্তোলন পূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিবে। সেই লৌহ ত্রিফলার কাথে ১০ বার, ভীমরাজ, পলাশ, শতমূলী, দন্তী, সালিঞ্চা, পুনর্ণবা, কেশুত্তে, অপরাজিতা এবং হেড়ঞ্চ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্যের মূলের রসে পেষণ পূর্ব্বক ১০।১০ পুট দিয়া ত্রিফলা হইতে হেড়ঞ্চ অবধি দ্রব্যে ১০০ একশত পুট দেওয়া বিধি, তৎপর অন্দল হইতে লৌহকে উত্তোলন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ মূলের রসে পেষণ করতঃ পুট দিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া শেষ বস্ত্রগালিত নির্ম্মল লৌহ ত্রিফলার কাথের সহিত নীচের লিখিত মতে চুলিতে পাক করিবে। লৌহ সম ত্রিফলা আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চারিভাগের একভাগ জল থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া সেই কাথে লৌহ দিয়া চুলিপাক করিবে, যাবৎ লেহবৎ না হইবে, তাবৎ পাক করিবে, তৎপর নামাইয়া রৌদ্রে শুখাইয়া ভিষক পুনঃ পুনঃ মাড়িয়া গজপুট দিবে। এইরূপ দশপ্রকার সংস্কার শোধিত মৃত লৌহ ব্যবহারযোগ্য জানিবে।

সামান্যত শতপুট লৌহ ব্যবহার করিবে।

রসায়ন-ক্রিয়াজন্য,—সহস্রপুট লৌহ ব্যবহার করা বিধেয়। বাজীকরণ ইত্যাদি জন্য এক হাজার পাঁচশত পুট ব্যবহার করা বিধি।

পুনঃ লৌহমারণ বিধি।

পলাশ, ভীমরাজ এবং কেশুত্তে; এই সকলের প্রত্যেকের রসে চুলিতে পাক করিয়া পরিষ্কার জলে লৌহ ধৌত পূর্ব্বক শুখাইয়া দশ দিবস গজপুটে নির্ম্মল করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

শোধিত লৌহের লক্ষণ।

যাবৎকাল লৌহচূর্ণ জলের উপরে না ভাসিবে, তাবৎকাল পুট দেওয়া বিধি। শোধিত লৌহ জলের নীচে না পড়িয়া রক্তবর্ণ মূর্ত্তিমান হংস সম জলের উপর ভাসিবে এবং মাড়িলে কর্জ্জলের আভা প্রকাশ পাইবে, চক্ষুতে প্রদান করিলে সেই লৌহমল চক্ষু পীড়াকর না হইয়া সুখকর হইবে, এমত লৌহই শোধিত জানিবে। লৌহে পুটের সংখ্যা যত অধিক হইবে, ততই উত্তম জানিবে।

হীরাকস্ শোধন।

কাসীসং ত্রিদিনং ভাব্যং জম্বীরসরসেন বা।
আতপে শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ততোযোগেষু যোজয়েৎ॥

গোঁড়ালেবুর রসে হীরাকস তিনদিন মাড়িয়া রৌদ্রে শুখাইলে শোধিত হয়। তৎপর ঔষধ সহ যোগ করা বিধেয়।

মণ্ডুর শোধন।

অঙ্গারকারৈ র্ধ্মৈঃ কিট্টং গোমূত্রে সেচয়েৎ পুনঃ।
পুনঃ পুনঃ স সংতপ্তং সপ্তবারান্ বিশুদ্ধতি॥

মণ্ডুর অঙ্গারের অগ্নিতে বারবার পোড় দিয়া গোমূত্রে সাতবার ফেলিলে শোধিত হয়।

মণ্ডুর মারণ বিধি।

মণ্ডুরং ত্রিফলাকাথে যথোক্ত পুটসপ্তধা। নৈযুত্র ... তত্ত
কুর্য্যাৎ লৌহসমং চূর্ণং সর্ব্বকর্ম্ম ততঃপরঃ॥

উত্তম মণ্ডুর ত্রিফলার কাথে যথামত সাতবার পুট দিয়া লৌহের তুল্য চূর্ণ এবং নির্ম্মল করতঃ সর্ব্ব কর্ম্মে যোজনা করিবে।

মণ্ডুরের উত্তম মধ্যম এবং অধমতা কথন।

শতোর্দ্ধং উত্তমং কিট্টং মধ্যমাশীতি বর্ষকং।
অধমং ষষ্ঠী বর্ষীয়ং ততোহীনো বিষোপমং॥

যে লৌহমল একশত বৎসরের অধিক তাহা উত্তম, যে লৌহমল আশীবৎসরের অধিক, তাহা মধ্যম, ষাট বৎসরের ন্যূন হইলে সেই মণ্ডুরকে বিষসদৃশ জ্ঞান করিবে। তাহা ঔষধে ব্যবহারযোগ্য নহে।

লৌহের মল পুরাতন হইলে তাহাকে মণ্ডুর কহে।

হীরক শোধন।

তণ্ডুলীয়ং রসে বজ্র যামার্দ্ধেন বিশুদ্ধতি।

চাপানটে শাকের রসে হীরক ২ দণ্ড ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়।

হীরক ভস্মের বিধি।

মণ্ডুকমূত্রেণ সংতপ্ত কুলিশং সেচয়েৎ সুধীঃ।
সপ্তধা ম্রিয়তে সত্যং নাত্রকার্য্যবিচারণা॥

হীরক ভেকের মূত্রে সাতবার পুট দিয়া ভেকমূত্রে নিক্ষেপ করিলে ভস্ম হয়।

বৈক্রান্ত-মণি শোধন এবং ভস্মবিধি।

বৈক্রান্ত বজ্রবৎশুদ্ধঃ বজ্রবৎ মারণোচ্যতে।
হিত ভস্মস্য সংযোগং বজ্রস্থানে বিচক্ষণং॥

বৈক্রান্ত-মণিকেও হীরার সম শোধন এবং মারণ করিয়া বিচক্ষণ বৈদ্য হীরার পরিবর্ত্তে ঐ মণি ব্যবহার করেন।

অভ্র শোধন।

বজ্রাভ্রকং পুটেদগ্নৌ ততঃ ক্ষীরে বিনিক্ষিপেৎ।
ভিন্নপত্রন্তু তৎকৃত্বা তণ্ডুলায়াম্লকৈঃ দ্রবৈঃ॥
প্রত্যেকং পুটকেনৈব যামৈকেন বিশুদ্ধতি॥

কৃষ্ণবর্ণ বজ্রনাম অভ্র অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করতঃ অন্ত পাত্রে ছাঁকিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপর পুনর্ব্বার পোড়াইয়া চাউলের চেলুনিতে ফেলিয়া ছাঁকিয়া শুষ্ক হইলে পট দিয়া কাঁজিতে [illegible], এইরূপ এক প্রহরকাল কার্য্য করিলে কৃষ্ণবর্ণ অভ্র শোধিত হয়। (অভ্র পুট দিবার অগ্রে জলে ভিজাইয়া পরদা মুক্ত করতঃ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া পোড় দিবে।

অভ্র মারণ বিধি।

বিশুদ্ধং অভ্রকং চূর্ণং অর্কক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
ক্ষীরাভাবে দিনং মর্দ্দ্যং অর্কমূলদ্রবেন বা॥
বেষ্টয়ে দর্কপত্রেশ্চ সম্যগ্‌গজপুটে পচেৎ।
পুনর্মর্দ্দ্যং পুনঃ পাচ্যং সপ্তবারান্‌ প্রযত্নতঃ॥
ততঃ বটজটাকাথে পুনর্দ্দেয়ং পুটত্রয়ং।
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

আকন্দের আঠাতে কিম্বা আকন্দ-মূলের রসে শোধিত অভ্রচূর্ণ একদিন মর্দ্দন করতঃ আকন্দপাতা বেষ্টন করিয়া গজপুট দিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ তুলিয়া ঐ রসে মাড়িয়া ক্রমশঃ সাতটী পোড় দিবে। তৎপর বটের নিয়া অর্থাৎ চলচলিয়া কাথে মাড়িয়া পুনঃ তিনবার পোড় দিলে অভ্র ভস্ম হয়। সেই অভ্র সর্ব্ব রোগে যোজনা করিতে পারা যায়।

রসাঞ্জন শোধন

আয়ুর্ব্বেদোক্ত।

রসাঞ্জনং চূর্ণয়িত্বাজম্বরাদ্রবভাবিতং।
দিনৈকং আতপে শুষ্কং ততঃ কার্য্যেষু যোজয়েৎ॥

রসাঞ্জন চূর্ণ করতঃ গোঁড়ালেবুর রসে ভাবনা দিয়া একদিন রৌদ্র দ্বারা শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপর সকল কাজে প্রয়োগ করা ব্যবস্থেয়।

রসাঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ, উহার সমস্ত দানাগুলি ইস্পাতের সম তেজোময়। যে যে প্রদেশে রস এবং গন্ধকের খনি আছে, সেই সকল দেশের মৃত্তিকাতে রসাঞ্জন উৎপন্ন হয়।

পারদ, গন্ধক এবং লবণীয় বাষ্পসংযোগে রসাঞ্জন জন্মে।

স্বর্ণমাক্ষিক শোধন।

সিন্ধুদ্ভবস্য ভাগৈকং ত্রিভাগং মাক্ষিকস্য চ।
মাতুলঙ্গরসৈমর্দ্দ্যং শুষ্ক কৃত্যং বিধানতঃ॥
ততস্তু সুদৃঢ়পাত্রে লৌহদণ্ডেন চালয়েৎ।
সিন্দুরাভা ভবেৎ যাবৎ তাবন্মৃদগ্নিনাং পচেৎ॥
বিশুদ্ধং মাক্ষিকং বিদ্যাৎ সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

সৈন্ধব ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৩ ভাগ, টাবা কিম্বা গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করতঃ শুষ্ক করিবে। তৎপর দৃঢ় পাত্রে রাখিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে বসাইয়া যাবৎ সিন্দুরের বর্ণের সম না হইবে তাবৎ লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে।

ঐ রূপান্তর।

মাক্ষিকস্য সমং গন্ধং যত্নেন মর্দ্দয়েৎ ভিষক্।
তৎপশ্চাৎ রুবকতৈলে মর্দ্দয়েচ্চ সমুদ্যতাং॥
শরাবৈ সংপুটে কৃত্বা পুটেদ্গজপুটে পচেৎ।
সিন্দুরাভা ভবেৎ ভস্মং মাক্ষিকস্য ন সংশয়ঃ॥

স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ এবং গন্ধক ১ ভাগ মর্দ্দন করতঃ এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিবে, তৎপর সেই উভয় মর্দ্দিত মূচিতে পুরিয়া গজপুটে পাক করিবে। তাহা হইলে সিন্দুরবর্ণ মাক্ষিক নিশ্চয় ভস্ম হইবে।

স্বর্ণমাক্ষিক উপধাতু। যে যে প্রদেশে স্বর্ণ জন্মে, সেই সমস্ত পার্ব্বতীয় দেশে প্রস্তর-খণ্ডের মধ্যে রেখা সম স্বর্ণ অংশ সকল পাওয়া যায়। যে যে অংশে আঘাত করিলে চূর্ণ হয় না, তাহা স্বর্ণ এবং যাহাতে আঘাত করিলে চূর্ণ হয়, তাহা মাক্ষিক, একারণ স্বর্ণমাক্ষিক কহে।

স্বর্ণমাক্ষিক তিক্ত এবং মিষ্টাস্বাদ, মেহ, অর্শ, কৃমি ও কুষ্ঠরোগঘ্ন, কফ পিত্ত রোগনাশক, বলকর, রোগে রসায়ন জানিবে।

তুঁথ অর্থাৎ তুঁতিয়া শোধন।

কন্দকেন গতং তুত্থং পুটং দদ্যাৎ বিচক্ষণঃ।
বান্তি ভ্রান্তি দোষাদি চ তদা শুদ্ধং বিনির্দ্দিশেৎ।

বনওলের মধ্যে একটি গর্ত্ত করিয়া, তাহার মধ্যে তুঁতিয়া ১ একভাগ, মধু সিকিভাগ এবং সোহাগা।০ সিকিভাগ, একত্রে মর্দ্দন করতঃ ঐ ওলের গর্ত্ত পূরণ পূর্ব্বক গর্ত্তের মুখ

ঢাকা দিবে, তৎপর অগ্নিতে একবার পুট দিয়া তুলিয়া তুঁতিয়া বান্তি ও ভ্রান্তিকরাদি দোষ হইতে শোধিত হয়।

তুঁতিয়া, তাম্র এবং গন্ধক দ্রাবক সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে যে প্রদেশে তাম্র উৎপন্ন হয়, সেই সমূহ আকরের ভিতরের মৃত্তিকাতে তুঁতিয়া পাওয়া যায়।

তুঁতিয়া বমনকারক, অল্পমাত্রায় ধারক, রক্ত রোধক, বলপ্রদ ও আক্ষেপহারক, ক্ষতাদি স্থলে সংলগ্ন হইলে দাহ গুণ প্রকাশ করে।

শিলাজতু অর্থাৎ গৈরিক (গেরিমাটি) শোধন।

গোমূত্রে ত্রিফলাকাথে ভৃঙ্গদ্রবৈঃ শিলাজতু।
প্রত্যেকৈকং দিনৈর্ম্মর্দ্দ্যং যথাদোষৈ বিশুদ্ধতি॥

গোমূত্রে ১ এক দিবস, ত্রিফলা কাথে ১ এক দিবস এবং ভীমরাজ রসে ১ এক দিবস; এইরূপে তিনদিবস মর্দ্দন করিলে গেরিমাটির সমস্ত দোষ দূর হইয়া শোধিত হয়।

গেরিমাটি পর্ব্বতের মধ্যে খনিতে উৎপন্ন হয়, একপ্রকার রক্তিমবর্ণ কঠিন মৃত্তিকা জানিবে।

হরিতাল শোধন।

তালকঞ্চ দশাংশেন টঙ্গণঞ্চ বিমর্দ্দয়েৎ।
জম্বীরাণাদ্রবৈঃ ক্ষিপ্তং কাঞ্জিকায়াঃ ক্ষিপেৎ পুনঃ
বস্ত্র পূতেন তদ্বৰ্দ্ধা দোলাযন্ত্রেণ পাচয়েৎ।
ততঃ শুষ্কং চায়নালে কুষ্মাণ্ডসলিলে ততঃ॥
তথৈব শাল্মলিনীরে যত্নেন পাচয়েৎ ভিষক্।
এবং শুদ্ধি ভবেত্তালং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

হরিতাল ১০ দশভাগ, সোহাগা ১ একভাগ, একত্রে মর্দ্দন করতঃ নীচের লিখিত দ্বারা দোলাযন্ত্রে প্রত্যেক পাক করিয়া লইতে হইবে, যাবৎ জলীয় দ্রব্য শুষ্ক না হইবে, পাককালে যন্ত্রের মুখ লেপ দ্বারা আবদ্ধ রাখিবে। দ্রব দ্রব্যের পরিমাণ প্রত্যেকে ৪ চারিগুণ অর্থাৎ ৪৪ চুয়াল্লিশ ভাগ।

দ্রব দ্রব্যের নাম। গোড়ালেবুর রস, কাঁজি, কুষ্মাণ্ডজল এবং শিমুলবৃক্ষের মূলরস, ঐ সমস্ত দ্রব্য দোলাযন্ত্রে পাক করিবে, শীতল হইলে ঐ হরিতাল শোধিত হয়। সেই শোধিত হরিতাল সকল রোগেই যোজনা করিতে পারা যায়।

হরিতাল মারণ।

তালকং পুটলী বদ্ধা দোলাযন্ত্রে বিপাচয়েৎ।
কাঞ্জিক পাচয়েৎ পশ্চাৎ কুষ্মাণ্ডসলিলে ততঃ॥
তিলতৈলে তথা নৈব ত্রিফলায়া তথৈব চ।
এবং প্রোক্তং চতুর্যামং ভস্মীভূতো ন দোষকৃৎ॥

হরিতাল চূর্ণ পুটলী বদ্ধ করতঃ হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া দোলাযন্ত্রে কাঁজিতে ৪ চারি দণ্ড, কুষ্মাণ্ড রসে ৪ চারি দণ্ড, তিলতৈলে ৪ চারি দণ্ড এবং ত্রিফলা কাথে ৪ চারি দণ্ড, মোট ১৬ দণ্ড পাক করিবে। ভস্ম পাক হইলে নামাইয়া শীতল করিয়া লইয়া সর্ব্বরোগে যোজনা করা বিধেয়।

হরিতাল ভস্ম।

পলমাত্রং শুদ্ধতালং নির্গুণ্ডীরসমর্দ্দিতং।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং ভবেৎ কর্পূরসন্নিভং॥
নিহন্তি সর্ব্বকুষ্ঠানি বাতরক্ত হরেষুচ।
জ্বরামৃতবিনাশায় যথানুপানতো ধ্রুবং॥

শুদ্ধ হরিতাল ১ পল নিসিন্দা পাতার রসে মাড়িয়া শুখাইবে, তৎপর মাটীর মুচির মধ্যে রাখিয়া দৃঢ় লেপ দিয়া পুনঃ পুনঃ শুষ্ক করিয়া সেই বদ্ধ যন্ত্র গজপুটে পাক করিবে, শীতল হইলে তাহার মধ্য হইতে কর্পূরের ন্যায় সম গ্রহণ করিবে। সেই ভস্ম সেবনে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর প্রভৃতি এবং অকাল মৃত্যু রোগাদি বিনাশিত হয়। রোগের যথানুপান সেবন করার বিধি আছে। মাত্রা ১ রতির ৩২ ভাগের ১ ভাগ হইতে ১৬ ভাগের ১ এক ভাগ পর্য্যন্ত।

এই হরিতাল অমিশ্র ও গন্ধক তাম্র লোহাদি বিমিশ্র, এই উভয়বিধ আকর হইতে উৎপন্ন।

বিমিশ্র হরিতাল অগ্নির তাপে ঊর্দ্ধপাতন ক্রিয়াযোগে পৃথক করিয়া লইতে পারা যায়।

হরিতাল এক খনিতে চতুর্ব্বিধ প্রকার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যথা। ১। কিঞ্চিৎ মলিন, স্তবকহীন পীতাভ। রক্ত ও পীত উভয় মিশ্রবর্ণ কঠিন, স্তবকযুক্ত ভঙ্গপ্রবণ, অথবা শ্বেতবর্ণ। ৩। রক্তবর্ণ মনঃশীলা আখ্যাযুক্ত। ৪। স্বর্ণ পত্রিকার সম দীপ্ত পীতবর্ণ, স্তবকবিশিষ্ট, সেই স্তবকগুলি বিমুক্ত করিলে প্রত্যেককে অভ্রের সম ছাড়াইতে পারা যায়। তাহাকে বংশপত্রী বলা যায়।

হরিতাল—হরিদ্বর্ণ।

রসমাণিক্য শোধন।

ত্রিফলং তালকঞ্চৈব ফটিকারী পলং তথা।
অলক্তস্য রসে পশ্চাৎ তচ্চূর্ণং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ং ॥
ততঃ শুষ্কং লৌহপাত্রে অভ্রস্যোপরি সংস্থিতং।
অভ্রমাচ্ছাদনং পশ্চাৎ লৌহমাচ্ছাদনং তথা ॥
লৌহে লৌহে সম যোজ্যং লেপং কুর্য্যাৎ অতিদৃঢ়ং।
হণ্ডিকায় স্ততঃ স্থাপ্য যামাষ্টং পাচয়ে শনৈঃ ॥
সাঙ্গং শীতং সমাদায় ভক্ষয়েচ্চ শুভদিনে।
রতিদ্বয়ং ততো মাত্রা নিম্বামৃতা পিবেদনু ॥
সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশয় বাতরক্ত নিযচ্ছতি।
সান্নিপাত জ্বরে ঘোরে প্রযোজ্যং রসমাণিকং ॥

হরিতাল ২৪ তোলা, ফটকিরি ৮ তোলা, আলতার জলে উত্তমরূপে মর্দন পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া লোহার কৌটার ভিতরে অভ্র রাখিয়া তাহার উপরে ঐ মিলিত দুই দ্রব্য রাখিয়া অভ্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক ঐ কৌটার ঢাকনী দিয়া তাহাতে দৃঢ় লেপ পুনঃ পুনঃ দিয়া হাঁড়ির ভিতরে বালুকার মধ্যে রাখিয়া ৩২ দণ্ড অগ্নিতে পাক করিবে। পাক অবশেষে নামাইয়া শীতল হইলে ঐ ঔষধি শুভদিনে ২ রতি প্রমাণ মাত্রা। অনুপান নিম্বছাল এবং গুলঞ্চের কাথ। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত এবং প্রবল সান্নিপাত জ্বর প্রভৃতি উপশমিত হয়।

ঐ দ্বিতীয়রূপ।

তালকস্য চতুর্ভাগং যবক্ষারং সুচূর্ণিতং।
লৌহপাত্রে ততঃ কৃত্বা অভ্রস্যোপরি সংস্থিতং ॥
অভ্রমাচ্ছাদনং পশ্চাৎ লৌহমাচ্ছাদনং তথা।
হণ্ডিকাভ্যন্তরে স্তত্র সরাবৈ লেপয়েদ্দৃঢ়ং ॥
দ্বাদশ প্রহরাগ্নেচ পাচয়েচ্চ ভিষক্‌বরঃ।
সাঙ্গং শৈত্যং সমাদায় রতিমাত্রা প্রযোজয়েৎ ॥
তালকে হ্বরতে রোগান্ কুষ্ঠমৃত্যুজ্বরাদিকান্।
কান্তিবীর্য্যবলঞ্চৈব কুরুতে প্রাণবর্দ্ধনং ॥

হরিতাল ১ ভাগ, সোরা ৪ ভাগ, একত্রে চূর্ণ করতঃ লোহের কৌটাতে অভ্রের উপরে ঐ চূর্ণ রাখিয়া অভ্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক ঐ কৌটা আটিয়া তাহাতে দৃঢ় লেপ

দিয়া শুখাইয়া একটা হাঁড়িতে কিঞ্চিৎ বালুকা দিয়া তাহার উপরে ঐ কৌটা রাখিবে, তৎপর ঐ হাঁড়িতে সরা ঢাকা দিয়া দৃঢ়রূপে হাঁড়ির মুখবন্ধ করতঃ দ্বাদশ প্রহর পাক করিবে। পাকান্তে নামাইয়া শীতল হইলে ঐ রসমাণিক্য কিম্বা তালক নাম ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ এবং জরামৃত্যু রোগ উপশমিত হইয়া দেহের কান্তি বীর্য্য বল ও প্রাণ সকল বর্দ্ধন হয়। মাত্রা ১ রতি।

রসমাণিক্য কৃষ্ণবর্ণ চকমকির পাথরের সম বর্ণ, তেজোময়, চূর্ণ করিলে রক্তবর্ণ প্রভা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

হরিতাল ৪ ভাগ, ফট্‌কিরি ১ ভাগ, একত্রে মাড়িয়া সুরাতে রাখিয়া অপর একখানি সরা তাহাতে ঢাকা দিয়া গলাইলে উভয় দ্রব্য একত্রিত হইয়া রসমাণিক্য উৎপত্তি হয়। রসমাণিক্যের গুণ এবং ক্রিয়া হরিতাল ভস্মাপেক্ষা মাধুর্য্য জানিবে।

মনঃশিলা শোধন।

মাতুলুঙ্গরসে পিষ্টা জয়ন্তিভৃঙ্গরাজকৈঃ।
শৃঙ্গবেররসে বাপি ততঃশুদ্ধং মনঃশিলা॥

টাবালেবু, জয়ন্তী এবং ভীমরাজরসে মর্দ্দন করিলে কিম্বা শুণ্ঠীর কাথে মর্দ্দন করিলে মনঃশিলা শোধিত হয়।

মনঃশিলা হরিতালের আকরে গন্ধকের ভাগ অধিক পড়িলে কিম্বা হরিতাল উষ্ণ হইয়া গলিয়া উঠিলে রক্তবর্ণ এই মনঃশিলা দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইহাও হরিতাল সম বিষের সম পদার্থ।

মনঃশিলা,—কটু, স্নিগ্ধ, শীতল, তিক্তরস, কফঘ্ন, অগ্নিদীপক, ভূতগৃহীত জ্বর, কাস ও শ্বাসাদিরোগ নাশক।

স্থাবর বিষ শোধন।

স্থাবরস্থ বিষং সর্ব্ব চূর্ণং কৃত্বা চ ভাজনে।
গোমূত্রে মর্দ্দয়েৎ তত্র প্রত্যহ নিত্যনূতনং॥
ক্রমেণ ত্রিদিনং বৈদ্য শ্চাতিতীব্রাতপে ততঃ।
প্রয়োগেষু প্রযুঞ্জীত ভাগমানেষু তদ্বিষং॥

স্থাবর বিষ সকল প্রকারই চূর্ণ করিয়া গোমূত্রে মর্দ্দন করিবে, মর্দ্দন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে কিম্বা ধূমাগ্নিতে শুখাইয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ তিন দিবস করিলে স্থাবর বিষ শোধিত হইয়া থাকে। শোধিত বিষ বিভাগবত মাত্রায় ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা বিধেয়।

ঐ অন্যরূপঃ।

জম্বীরাণাররসে ক্ষিপ্ত্বা রম্ভাতোয়েন বা পচেৎ।
বিমলা শুদ্ধিমায়াতি দোলাযন্ত্রেণ নিশ্চিতং॥

গোঁড়ালেবুর রসে এবং কদলীমূল রসে দোলাযন্ত্র দ্বারা চুলিপাক করিলে সকল প্রকার বিষই শোধিত হয়।

স্থাবর বিষ মৃতকরণ বিধি।

টঙ্গণেন সমং পিষ্টং তদ্বিষং মৃতমুচ্যতে।
যোজয়েৎ সর্ব্বরোগেষু ন বিকারঃ কদাচন॥

বিষ এবং সোহাগা সমভাগে পেষণ করিলে মৃত হয়, সেই বিষ সকল প্রকার রোগে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

কাট-বিষ শোধন।

গোমূত্রেণ ক্ষিপেদ্বৈদ্য যামৈকেন বিশুদ্ধ্যতি।

সর্ব্বরূপ কাট বিষ গোমূত্রে চারিদণ্ড ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়।

জঙ্গম এবং স্থাবর বিষ শোধন।

স্থাবরস্য অধোভাগ ঊর্দ্ধভাগস্তু জঙ্গমং।
স্থাবরে জঙ্গমং হন্তি জঙ্গমে স্থাবরং বিষং॥

জঙ্গম বিষের নীচে স্থাবর বিষ ও স্থাবর বিষের উপরে জঙ্গম বিষ রাখিলে উভয় বিষের আকর্ষণে উভয় বিষের প্রাণনাশকতা শক্তি দূর হইয়া থাকে।

সর্প নানাবিধ, তাহাদিগের মধ্যে ফণাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ কালসর্পের বিষ ঔষধাদিতে ব্যবহার হইয়া থাকে।

সর্পবিষ তরল, ঈষৎ পীতাভ, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে রৌদ্রের তাপে এবং বায়ুর সংযোগে গাঢ় হইয়া মিছরির দানা সম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

সর্পবিষ, উষ্ণকর, শ্লেষ্মানাশক, পিত্তবৃদ্ধিকর, আক্ষেপ নিবারক, অল্প মাদক এবং সুখকর জানিবে।

মুক্তা শোধন।

জয়ন্ত্যা শোধিতং মুক্তা স্থালীপাকেন মারয়েৎ।

প্রথমে সামান্য পুটদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মুক্তাকে চূর্ণ করিবে, তৎপর বিষয় জয়ন্তী পত্র-রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া মৃত্তিকার মুচীযন্ত্র মধ্যে পুরিয়া সামান্য পুটে ভস্ম করিলে মুক্তা শোধিত হয়।

মুক্তা নির্ম্মল গোলাকার, অতি রমণীয় বস্তু। মুক্তা মহাসাগর মধ্যে শুক্তি গর্ভে সমুদ্ভব হয়। মুক্তাভস্ম হইলে তীক্ষ্ণ, ক্ষার গুণ কারণ বিষের সম ক্রিয়া করে।

প্রবাল ভস্ম।

প্রবালং ক্ষারদ্রব্যেণ শোধনং মারণং ভবেৎ।

প্রবাল সোহাগার জলের সহিত হাতা যন্ত্রে চুলীর অগ্নিতে তীব্র পাক করিলে শোধিত হইয়া ভস্ম হয়।

প্রবাল ভস্ম,—কটু উষ্ণকারক, শূলরোগনাশক, অগ্নিদীপক, জ্বরনাশক, দোষ সকলের শমন স্বরূপ, কান্তি, বীর্য্য এবং বলদায়ক।

প্রবাল,—শ্বেত, পীত এবং রক্ত; এই ত্রিবিধ বর্ণে উৎপন্ন হয়, রক্তবর্ণ প্রবাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রবালকে এক প্রকার জলজাত কীটের আবাস স্থান জানিতে হইবে।

শঙ্খ ভস্ম।

টঙ্গণং দ্বিগুণং শঙ্খং চূর্ণ কৃত্বৈব বিমিশ্রয়েৎ।
অন্ধমুষাগতং পশ্চাৎ কণ্ডুযন্ত্রেণ মারয়েৎ॥

সোহাগা চূর্ণ ১ ভাগ এবং শঙ্খ চূর্ণ ২ ভাগ; একত্রে মিলিত পূর্ব্বক মাটীর মুচীতে করিয়া তাহা ঢাকা দিয়া লেপদ্বারা মুদিত করিবে এবং কণ্ডু আকৃতি যন্ত্রে বিলঘুঁটের অগ্নিতে পুট দিলে শঙ্খ শোধিত হইয়া ভস্ম হয়।

শঙ্খ একপ্রকার জলজন্তু; শঙ্খ ২।৩ প্রকার আছে। একমুখ এবং পঞ্চ মুখাদি।

নাভী-শঙ্খ ভস্ম।

জম্বীর রসে পুট দিলে নাভিশঙ্খ শোধিত হয়।

শুক্তিভস্ম।

শঙ্খবৎ টঙ্গণং যুক্তং শুক্তিমারণ মুচ্যতে।

শঙ্খভস্মসম সোহাগা মিলিত করিয়া শুক্তি ভস্ম করা বিধেয়। মুক্তার পরিবর্ত্তে শুক্তি ব্যবহৃত হয়। মুক্তার জন্মস্থানকে শুক্তি কহে।

কড়িভস্ম অথবা শোধন।

জম্বীরাণাদ্রবৈর্বাপি চাঙ্গেরিশ্চ রসেনবা।
পুটয়িত্বা ক্রমেনৈব যাবৎ পীতং ন গচ্ছতি॥

গোঁড়ালেবুর রসে কিম্বা আমরুলের রসে চূর্ণ কড়িকে মর্দ্দন করতঃ যাবৎ পীতবর্ণ না হইবে তাবৎ পোড় দিতে হইবে।

কড়ি সমুদ্রজাত জন্তু বিশেষ। কড়ি বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র প্রভৃতি অবয়বে বিবিধবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে পীতবর্ণ ক্ষুদ্রাকার কড়ি ঔষধাদিতে ব্যবহার করা যায়।

মখী শোধন।

মখী, ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিলে শোধিত হয়।

মখী, জলজন্তু বিশেষ। দীর্ঘন, গোলাদি ভেদে নানাবিধ আকৃতি বিশিষ্ট হয়। তাহাদিগের মধ্যে গোলাকৃতি বরাবর্ণ সম যাহা, তাহার নাম পদ্মনখী, ঔষধাদিতে পদ্মনখীই ব্যবহার হইয়া থাকে।

জলৌকা অর্থাৎ জোঁক শোধন।

চিরস্তয়াং জলৌকায়াং তাম্রপাত্রে চ রক্ষয়েৎ।
চতুর্থাংশং নিশাচূর্ণে জলাষ্টপলকে তথা॥
তৎক্ষেপে জলৌকায়াং স্বয়ং লালা পরিত্যজেৎ।
ততঃশুদ্ধি বিজানীয়াৎ সাযুজ্যা রক্তমোক্ষণে॥

তেজোবন্ত মধ্যম বয়স্ক জোঁককে তাম্রপাত্রে রাখিয়া তাহাতে হরিদ্রাচূর্ণ সহ জল ৵॥০ অর্দ্ধ সের দিয়া দুই প্রহর কাল রাখিবে। সেই জলে জলৌকাবিষাক্ত লালা সকল পরিত্যক্ত হইয়া শোধিত হয়। তৎপর রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থা করা বিধেয়।

যে জোঁকের পৃষ্ঠদেশে রোমবিশিষ্ট ও রক্তরেখাযুক্ত এবং দুর্ব্বল, সেই জোঁক ব্যবহার করা অবিধি।

নিশাদল শোধন।

নরসারকৃতং চূর্ণং বস্ত্রপুতে বিপাচিতং।
দোলাযন্ত্রেণ মতিমান ভিষগ্‌ভি য়োগসিদ্ধয়েৎ॥

নিসাদল চূর্ণ করতঃ বস্ত্রদ্বারা পুঁটলি বাঁধিয়া জল সহিত দোলা-যন্ত্রে চিকিৎসক শোধন করিয়া লইবেন।

নিসাদল আগ্নেয় পর্ব্বতের নিকটস্থ মৃত্তিকা হইতে পাওয়া যায়।

নিশাদলের দানা সকল শুভ্রবর্ণ, কটু আস্বাদ, গন্ধ রহিত, সন্তাপ দিলে উড়িয়া যায়। অনাবৃত রাখিলে এবং জলে ফেলিলে দ্রব হয়। দ্রবকালীন জল শীতল বোধ হইয়া থাকে।

নিসাদল,—উষকারক, মূত্রকর, শোধক এবং দেহে সংলগ্ন হইলে শৈত্যগুণ প্রকাশ করে।

নাগার্জ্জুনেন যোগেন সর্ব্বব্যাধি বিনাশনম্‌।
কজ্জলিকা বিধানঞ্চ প্রোক্তং তচ্চ মহৌষধম্‌॥
(রসতন্ত্র)

বিশুদ্ধ পারদ ১ ভাগ, বিশুদ্ধ গন্ধক ১ ভাগ, খলে মাড়িয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে, যতক্ষণ পারা যাবৎকাল দেখা না যাইবে, তাবৎকাল মাড়িতে হইবে। এই ঔষধকে কজ্জলী বলে। ইহা মহাব্যাধিনাশিনী। নাগার্জ্জুনের কথিত কজ্জলী সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিকে বিনাশ করিতে পারে। কজ্জলী ভিন্ন ভিন্ন বিধানে সর্ব্বগুণযুক্ত মহৌষধি হয়।

বিষ শোধন।

বিষ খণ্ড খণ্ড করিয়া অষ্ট প্রহর কাল গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়।

জয়পাল বীজ শোধন।

জয়পাল বীজ দুগ্ধে সিদ্ধ করিলে দোষ দূরীভূত হইয়া শোধিত হয়।

সোহাগা অগ্নিতে পোড়াইয়া খই করিলে শোধিত হয়।

শোধন ও মারণাদি প্রকরণ সমাপ্ত।